BLANK PAGE(S)

ওঁ

কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা)

১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

(নব পর্য্যায় দশম খণ্ড)

১৩২৬

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাভূষণ
সম্পাদিত।

১৪৭নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ মিত্র প্রেসে
শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

বর্ষ সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অনলে আত্মবিসর্জ্জন ...	শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	৩২২
আগুর্গনিক বিবাহ ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা	১৮১
আমাদের সংসার ...	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	৪২১
আলোচনা ...	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ	১৬৩
উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকারী সভার শিক্ষা-সমিতির ১৫শ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী ...	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি, এল	১৫৮
উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জী ...	———	২২১
উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলগ্রন্থ (ঘনশ্যামী ডাক) ...	৺ঘনশ্যাম ঘটক	১৬…
উদ্বোধন (পদ্য) ...	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়	২৫১
কলিকাতার আটবাবু ...	শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা এম,আর,এ,এস	১৩…
কায়স্থ ...	শ্রীসুশীলকুমার মিত্র	
কায়স্থকবি রামশর্ম্মা ...	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, বি, এ	১১…
কায়স্থকুলে বিষ্ণু অবতার শঙ্করদেব	শ্রীউমেশচন্দ্র দেব	৩৬৫, ৩৮৯, ৪১৩, ৪৫…
কায়স্থ ধর্ম্মবীর ...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব	৩…
কায়স্থ-পত্রী ... (কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রচার, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সংবাদ)		৩৯, ৯২, ১২৫, ১৯৬, ২৪৯, ২৮৪, ৩১৩, ৩১৮, ৩২৬, ৪১১, ৪১২, ৪৯৩, ৪…
কায়স্থ-রাজা ...	শ্রীঅমৃতলাল সিংহ	
কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিবাদের উত্তর ...	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী	১…
কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-সমাজের কর্ত্তব্য ...	শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়, বি,এ	
কায়স্থ সম্বন্ধে বিলাতী মত ও তাহার সমালোচনা ...	শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কায়স্থ-সভার বিশেষ সাধারণ অধিবেশন (স্বর্গীয় মহারাজ গিরিজানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ)...		৩৬৫
কার্য্য-বিবরণী ...	———	২৸০, ／০, ॥／০, ১৶০, ১৸৶০, ২।৶০, ২৸৶০. ৩৷৶০, ৩৸৶০. ৪।৶০
কৌলীন্য রহস্য ..	শ্রীসরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী	১৫৪
গুহবংশ ঢাকুরী ...	৺শম্ভুচন্দ্র বিদ্যানিধি	২৪৫
গোবিন্দরাম ...	শ্রীললিতা প্রসাদ দত্ত-বর্ম্মা এম্, আর, এ এস্	২১১
চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ ...	অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য চরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ	১৩৩
৺চিত্রগুপ্ত পূজা পদ্ধতি ...	শ্রীসরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী	২৩৯
জাতি ও জ্ঞাতি ...	শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক	২৫৬
জীবন-মরণের সন্ধিস্থল ...	শ্রীযতীন্দ্র নাথ বর্ম্ম মজুমদার	৩৫৫
দাস, দাশ ও শর্ম্মণ শব্দের ব্যবহার ...	শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র	২০, ৯৬, ১৯২
দেবীপুরাণে চিত্রগুপ্ত ...	শ্রীতারক নাথ দেববর্ম্মা	২৫৩
দোষী ...	শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায়	৪৬৬
নন্দীবংশের শিলালিপি ...	শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন বর্ম্মা	৪৬২
নিত্যভক্ত দেবেন্দ্র বিজয়ের নিত্যধামে প্রবেশ ...	শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস	২৯১
পাহি দত্ত ...	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৩৬০
পুরন্দর খাঁ (পদ্য) ...	৺সার্ব্বভৌম ঘটক বিরচিত	৪৪৪
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্মকথা	শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৪৭৭
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন	———	(মাঘ সংখ্যা) ১—৪০
বঙ্গললনা (পদ্য) ...	বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ-সংস্কার সমিতি	২৭৩
বরপণ (গল্প) ...	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়	৭৮
বরপণের অপরদিক্ (গল্প)...	শ্রীতারিণী চরণ ঘোষ বর্ম্মা	১৭৭
বর্ণাশ্রম—সেকাল ও একাল	শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী	২৯৭, ৪৩৬

বসুবংশ	…	শ্রীহেমন্ত কুমার বসু বর্ম্মা	১৮
বহ্নিকণা	…	শ্রীমনোজ মোহন বসু	২৩
বাঙ্গালী কায়স্থের গৌরব কথা		শ্রীঅখিল চন্দ্র ভারতীভূষণ	২৬
বিজয়া (গল্প)	…	শ্রীমতী অমিয়বালা বসু	২১
বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রীয় কিনা	…	শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৮
বিরাট বংশাবলী	…	শ্রীপ্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মজুমদার	৩০
বিলাতে কায়স্থ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রচার			১৬
ব্রাহ্মণ	…	শ্রীবিনোদ বিহারী রায়	২
ভ্রমসংশোধন	…	—:—	২৫০, ৪
মগধপতি বটেশ্বর মিত্র	…	শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৪
মহাজাগরণ	…	শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন	১৪
মহাত্মা গোবিন্দশরণ দত্ত	…	শ্রীললিতা প্রসাদ দত্ত বর্ম্মা, এম, আর, এ, এস	
মহাভারতে কায়স্থ কথা	…	শ্রীসরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী	১
মহারাজ গিরিজানাথ	…	শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৩
মহোপাধ্যায় কায়স্থ গয়াধর	…	শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	
শূদ্র ও তাহার বিবাহ	…	শ্রীঅখিল চন্দ্র ভারতীভূষণ	
সপত্নী (গল্প)	…	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	৪
সহমরণ (গল্প)	…	শ্রীমতী অমিয়বালা বসু	
স্বর্গীয় মদনমোহন দত্ত	…	শ্রীললিতা প্রসাদ দত্ত বর্ম্মা	
সেকালের কথা	…	শ্রীবৃদ্ধ	১
হাভাতের মেয়ে (গল্প)	…	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়	১০৩, ১
ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উপনিষদের উপদেশ	…	শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন	

শ্রীজয়গোপাল নন্দী বর্ম্মা। ফেনুয়ার। ৪।৩।২৬

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

মহাত্মা গোবিন্দ শরণ দত্ত।

হাটখোলার দত্ত-বংশীয়গণ কলিকাতা সহরের অতি প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কান্যকুব্জ হইতে যে ৫ জন কায়স্থ মহোদয় আদিশূর মহারাজের যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় অন্যতম। ঐ পুরুষোত্তম দত্ত বালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে এবং তাঁহার বংশধরগণকে "বালী সমাজের দত্ত" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ঘটক-কারিকায় "গঙ্গে দত্তকুলশ্রেষ্ঠ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঘটক মহাশয়েরা বলেন যে, দত্ত বিনয়শূন্য হইয়া আত্ম-পরিচয়ে বলিয়া ছিলেন যে "নাহং দাসোহি বিপ্রাণাং শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ"। এ প্রদেশে দত্ত মহাশয়দিগের সম্বন্ধে আরও দুই একটা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—

দত্ত কারো ভৃত্য নহে শুন মহাশয়।
যজ্ঞে আসিয়াছে মাত্র এই পরিচয়॥

দত্ত বিনয়-শূন্য দোষে নিষ্কুল হইলে অর্থাৎ কুল হারাইলে সেই সময়ের জন-সমাজে "বালীর দত্ত কুলের হাঁদা, তাঁর দ্বারে হাতী বাঁধা" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা তাঁহার ক্রিয়ার সমালোচনা হইত। পুরুষোত্তম হইতে ১২ পর্য্যায় তেকড়ি দত্ত মহাশয় বালিগ্রাম হইতে আন্দুল গ্রামে গিয়া বাস করেন ও চতুর্দ্ধুরী পদ প্রাপ্ত হন। ঘটকগণ

লিখিয়াছেন "চতুবঙ্গ দলপতি পদে উপাধি চৌধুরী। এই গ্রামে ইহাদের পূ
জমিদারী॥"

ঐ বংশে সপ্তদশ পর্য্যায় গোবিন্দ শরণ আন্দুল হইতে কলিকাতার দক্ষি
ভাগ যেখানে বর্ত্তমান কালে ফোর্ট উইলিয়ম অবস্থিত ঐ স্থানে জঙ্গল কাটিয়া ব
করেন ও ঐ স্থানের নাম গোবিন্দপুর রাখেন। গোবিন্দ শরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রা
রামশরণ, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিশরণ। রামশরণ আন্দুলেই রহিয়া গেলেন এ
হরিশরণ বরদা মুড়াগাছা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। এই গোবিন্দ শরণে
বংশধরগণ হাটখোলার দত্ত মহোদয়গণ বলিয়া সমাজে পরিচিত।

গোবিন্দ শরণ সম্বন্ধে আমরা অনেক সংবাদই জানি না। তবে কয়ে
কথা তাঁহার বংশধরগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে
গোবিন্দশরণ মধ্যম ভ্রাতা। তিনি শিশুকাল হইতেই স্বীয় জমী জরাতের স
বন্দোবস্ত আপনি করিতেন এবং স্বল্প কালের মধ্যে জরিপ জমাবন্দী প্রস্তুতের কা
সুচারু-রূপে শিক্ষালাভ করেন। ঐ কার্য্য করিতে করিতে তিনি পারস্য ভা
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং উপার্জ্জন করিতে সমর্থ জানি
পিতৃ-বিষয়ের ভাগ না লইয়াই গৃহত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই স
রাজা তোড়রমল্ বঙ্গভূমিতে জরিপ জমাবন্দী কার্য্য করিতে ছিলেন। গোবি
শরণ রাজা তোডরমলের ১৮ সরকারের মধ্যে প্রথমে কোন একটি বিশেষ মহ
আমিনী কার্য্যে বৃত হন। পরে একটী সরকারে সদর আমিনের পদ লাভ করেন
সেই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় পরিশ্রমে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। তোড
তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজা মানসিংহের নিকট প্রেরণ করে
মানসিংহও তাঁহার কার্য্যে পরিতুষ্ট হইলে দীল্লীশ্বর আকবর বাদশাহের অনু
লইয়া তাঁহাকে গৌড় দেশে কালীঘাটের কালী-দেবীর পীঠের নিকট গঙ্গার পূর্ব্ব
বাদর নামক একটী ভূমি বাসের জন্য প্রদান করেন। সেই ভূমিতেই গো
শরণ গোবিন্দপুর গ্রাম পত্তন করেন। এ সম্বন্ধে দত্তবংশ-মালাগ্রন্থে নিম্নো
কয়েকটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামশরণো জ্যেষ্ঠো গোবিন্দো মধ্যমস্তথা।
কনিষ্ঠঃ শ্রীহরিশ্চৈবং কুলাচার্য্যৈ র্বিচারিতং॥
বিষয়াণাং বিভাগেষু তেষাং বৈরং পরস্পরং।
অতবৎ স্বল্পকালে তৎ সর্ব্ববিপ্লাবনং পরং॥
গোবিন্দশরণ স্ত্যক্ত্বা স্বগৃহে বিষয়াদিকং।

লেভে তোড়লমল্লাৎ কার্য্যং ভূমিদানাদিকর্ম্মসু॥
তোড়লমল্লস্ত কৃপয়া মানসিংহনৃপায় সঃ।
অর্পয়ামাস গোবিন্দং জ্ঞাত্বা কার্য্যক্ষমং হিতং॥
গোবিন্দস্য স্বকার্য্যেষু তুষ্টো রাজা মহামতিঃ।
আকবরাজ্ঞয়া ভূমিং দদৌ তং গৌড়মণ্ডলে॥
গঙ্গা পূর্ব্বতটে রম্যে কালিকাপীঠ সন্নিধৌ।
গোবিন্দশরণশ্চক্রে গোবিন্দপুর-পত্তনং॥
স চ বিজ্ঞবরো দত্তঃ লব্ধ্বা চ বিপুলং ধনং।
রাজকার্য্যে তথান্তত্র স্বীয়গ্রামং সমাগতঃ॥
করালবদনীং কালীমর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি।
সম্পূজ্য সজ্জনান্ বিপ্রানবাপ বিপুলং যশঃ॥
তন্তুবায়াদিকান্ শূদ্রান্ সমানীয় সুদূরতঃ।
স্থাপয়ামাস ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দপুরসীমণি॥
কায়স্থান্ ব্রাহ্মণান্ বৈদ্যান্ নবশাখাদিকানপি।
বরয়ামাস যত্নেন স্বীয়-গ্রাম-বিবৃদ্ধয়ে॥
শ্রীদুর্গামণ্ডবং স্থাপ্য শারদীয়ার্চ্চনং তথা।
বোধনেন নবম্যাদি কল্পেন সমকল্পয়ৎ॥
পিতামহাজ্ঞয়া সোপি সর্ব্বগাহ স্ব্যকর্ম্মসু।
গোস্বামিভ্যো দদৌ মালাং সজ্জনেভ্যো মহামতিঃ॥
সাত্ত্বিকেন বিধানেন দেবীপূজাদিকর্ম্মসু।
পশ্বাদিবধকার্য্যঞ্চ নিষিদ্ধং তেন সাধুনা॥

ঐ প্রকারে গোবিন্দপুর পত্তন করিয়া তথায় সাবর্ণ চৌধুরীদিগের সাহায্যে ক্রমে গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সপ্তগ্রাম হইতে তন্তুবায়গণ যাঁহারা গোবিন্দপুরে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারাও একটী গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি সপ্তগ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া ঐ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইয়া এখনও পূজিত হইয়া আসিতেছেন, প্রথমটী কালীঘাটে "শ্যামরায়" নামে বর্ত্তমান কালে অবস্থিত। দ্বিতীয়টী বর্ত্তমান ট্যাকশালের পূর্ব্বে শেঠদিগের ঠাকুর-বাটীতে অবস্থিত আছেন।

গোবিন্দ শরণের গোবিন্দপুর পত্তন সম্বন্ধে কবিরাম প্রণীত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক একখানি সমসাময়িক গ্রন্থে কয়েকটী কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই

গ্রন্থখানি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জীবিতকালে রচিত। কবিরাম খৃষ্টীয় ষোড় শতাব্দীর লোক। কবি বলিতেছেন যে, গোবিন্দদত্ত নামক একজন রাজা গঙ্গাসাগ তীর্থ হইতে ফিরিবার সময় কালী তাঁহাকে স্বপ্নে আহ্বান করিয়া "বদর রলা নামক আপনার নিকটস্থ স্থানে বাস করিতে আদেশ করেন। গোবিন্দ দত্ত তথা মৃত্তিকা মধ্যে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন এবং অপরাপর কায ব্রাহ্মণ নবশাখাদি সর্ব্ব জাতিকে আহ্বান করিয়া নিজ নামে গ্রামের নামক করিয়াছিলেন। কবির লিখিত কথাগুলির অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট আদর আ কারণ বংশধরগণের মধ্যে পিতৃ-পুরুষের ঐতিহাসিক ঘটনা রক্ষা করা স্বাভাবি কিন্তু অন্যের মুখে সে কথাগুলি বিশেষ আনন্দদায়ক। গোবিন্দ শরণের চারি পুত্র। তন্মধ্যে বাণেশ্বর জ্যেষ্ঠ। তিনি নর্ম্মদাকুল হইতে শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করি আনিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র বর্ত্তমান কালে যোড়াশাঁকোর নিকট প্রাচীন শিব পূজা হইতেছে তাহাই প্রতিষ্ঠা করেন। উহা এক্ষণে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র শীল মহাশয়ের বাড়ী দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বাণেশ্বর গোবিন্দপুরে জী অতিবাহিত করেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্রের সময়ে ইংরাজদিগের বঙ্গ দে প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি পড়ে। ১৬৯০ খৃঃ চার্ণক সাহেব কলিকাতায় ইং অধিনিবেশ হইবে বলিয়া স্থির করেন। ১৬৯৬ খৃঃ শোভাসিং-দৌরাত্ম্য হ রক্ষা পাইবার জন্য বাদশাহ ইউরোপ-বাসীদিগকে আপন আপন রক্ষা-ভার করিতে অনুমতি দেন। তদনুসারে ইংরাজগণ কলিকাতায় বর্ত্তমান লালদী পার্শ্বে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন কিন্তু কলিকাতায় তাহাদিগের পাকা সত্ব না থা ১৬৯৮ খৃঃ আজিম উস্‌সানের নিকট হইতে খাজনা সরহদ দ্বারা ১৬ হাজার যৌতুক দিয়া স্থানীয় জমিদারদিগের নিকট হইতে সুতানুটী কলিকাত গোবিন্দপুরের সত্ব ক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। সুতানুটীতে ইংরাজগণ হইতেই জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় গোবিন্দপুরের জমি ও ইং দিগের দখল করিবার প্রয়োজন হইলে রামচন্দ্র দত্তকে তৎপরিবর্ত্তে চিৎপুর রো উপর (যাহা সেই সময়ে পিলগ্রিম রোড বলিয়া খ্যাত ছিল) যোড়াশাঁকোর কিছু জমি বসবাসের জন্য প্রদান করেন ও গোবিন্দপুর গ্রামখানি তাঁহার হইতে ক্রয় করিয়া লন।

কথিত আছে যে রামচন্দ্রের সহিত বৈষ্ণবচরণ শেঠ নামক কলিকাতার কালীন জনৈক ধনীর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। প্রথমতঃ রামচন্দ্র বৈষ্ণব অনুরোধে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি গুলির তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করেন।

তাহা ভাল শেষ না হওয়ায় তিনি ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যানিয়ান আবশ্যক হইলে ইংরাজগণ বৈষ্ণবচরণ শেঠকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহার বন্ধু রামচন্দ্র দত্তকে ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রামচন্দ্র ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও মাণিক্যচন্দ্রকে কোম্পানীর কর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া দেন। মাণিক্যচন্দ্র কোম্পানীর "খাতাবাড়ীর দেওয়ান" পদ লাভ করিয়া অতি সুদক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রও কোম্পানীর ব্যানিয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই পুত্র কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-নেতা মদনমোহন দত্ত। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা বারান্তরে বর্ণনা করিব।

শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত।

কায়স্থ।

কবি বিশাখদত্ত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে মুদ্রারাক্ষস নামক একখানি নাটক লিখিয়া-ছিলেন। তিনি মগধরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময়ে বঙ্গদেশে সামান্য একটী স্থানের অধিপতি ছিলেন। মুদ্রারাক্ষস নাটক রাজনীতি সংক্রান্ত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। মগধ ইতিহাসের একাংশ লইয়া নাটক খানি রচিত। নাটক খানিতে সাতটী অঙ্ক আছে। প্রসিদ্ধ কূটনীতিজ্ঞ চাণক্য ইহার নায়ক এবং মন্ত্রী শকটদাস প্রতি নায়ক। এই নাটকখানিতে তৎকালীন সমাজের একটী সুন্দর চিত্র আছে। বিশেষতঃ তখনকার সমাজের বর্ণতত্ত্ব বিষয়ক দু একটী সমস্যা ও তাহার উত্তর আমরা এই নাটকে দেখিতে পাই। কায়স্থগণের তৎকালে সমাজে কিরূপ স্থান ছিল মুদ্রারাক্ষসে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সংহিতাকার মনুর সময় বর্ণ-বিভাগ ও বর্ণ-বিদ্বেষ যেরূপ বিদ্যমান ছিল, কবি বিশাখদত্তের সময়েও আমরা সেইরূপ চিত্র দেখিতে পাই। কবি বিশাখদত্তের শূদ্রের প্রতি অসীম ঘৃণা ছিল। এমন কি শূদ্ররাজাকেও তিনি তৎসময়ে শূদ্র আখ্যা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। চাণক্য সকল স্থানেই রাজাকে বৃষল (শূদ্র) নামে অভিহিত করিয়াছেন। মুদ্রারাক্ষকের তৃতীয় অঙ্কে আছে—

"তৎস্থানে খলস্তু বৃষলো দেবশ্চগুপ্তঃ"।

যদিও কোন কোন কোষকার বৃষল শব্দটীকে চন্দ্রগুপ্ত নাম দ্যোতক বিশেষ্য বলেন তথাপি আমাদের দেখিতে হইবে কবি কি অর্থে উহা প্রয়োগ করিয়াছেন কবি উহা শূদ্র অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। বৈশ্যদিগের কোনও সাক্ষাৎ উল্লেখ নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠিন্ শব্দটী বণিক্ শব্দের নামান্তর মাত্র। শ্রেষ্ঠী বলিলে যে কোন জাতি বুঝাইতে পারে। মৃচ্ছকটিকের "শ্রেষ্ঠিগারুদত্ত" ব্রাহ্মণ ছিলেন। যদি আমরা এই নাটকের শ্রেষ্ঠীদিগকে বৈশ্য বলিয়াই ধরিয়া লই তাহা হইলে দেখিতে পাই যে বৈশ্যদিগের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। তাঁহারা প্রাকৃত ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিজাতির অন্তর্গত বলিয়া তাঁহারা সংস্কৃত ব্যবহারে অধিকারী ; কারণ দশরূপে আছে "পাঠ্যং তু সংস্কৃতং নৃণামনীচানাং কৃতাত্মনাম্"। বোধ হয় বহুকাল ব্যবসায় করার জন্য তাঁহারা আর "কৃতাত্মা" বলিয়া গণ্য হইতেন না। তাঁহাদের মানসিক সঙ্কোচ হেতু তাঁহারা "অকৃতাত্মা" হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের অধঃপতন হয়।

ক্ষত্রিয়দিগের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। পুরাকালের ন্যায় তাঁহারা মৃগয়া ও যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

কবি বিশাখদত্ত কায়স্থদিগকে সমাজে খুব উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা পুরাকালেও যেমন লেখন ব্যবসায়ী ও নগরীর রক্ষক ছিলেন এখনও ঠিক্ সেইরূপ ছিলেন। তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত কেহ করেন নাই। তৎকালীন সমাজে ও দেশে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য পণ্ডিত চাণক্য, যিনি স্বয়ং রাজাকেও বৃষল (শূদ্র) বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তিনিও শকটদাসকে "কায়স্থ শকটদাস" অচলকে "কায়স্থ অচল" বলিয়াছেন, কিন্তু "বৃষল শকটদাস" বা "বৃষল অচল" বলেন নাই। যথা—

"যোহয়ম্ পরঃ কায়স্থঃ শকটদাসো নামঃ। ১ম অঙ্ক।

"মদ্বচনাৎ কায়স্থমচলং ব্রূহি" ৩য় অঙ্ক।

কোনও এক শ্রেষ্ঠিচন্দনদাসকে মন্ত্রি নায়কের বিশেষ বন্ধু জানিয়াও, রাক্ষসের সম্মুখে চন্দনদাসের প্রতি কোনও সম্মানসূচক পদ ব্যবহার না করিয়া মাত্র "শ্রেষ্ঠি চন্দনদাস" বলিয়াছিলেন ; কিন্তু কায়স্থ শকটদাসকে "আর্য্য শকটদাস" বলি[য়া] বিচক্ষণ ভাবে কায়স্থদিগের সমাজে শ্রেষ্ঠিগণ অপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকারের ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা—

"আর্য্য শকট দাসো বধ্যস্থান মানায়িতঃ" ৪র্থ অঙ্ক।

"শ্রেষ্ঠিচন্দনদাসস্য বধঃ" ৪র্থ অঙ্ক।

আরও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কায়স্থগণ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা অনীচ (নীচ নহে)। অনীচ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেই ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালীন সমাজে কায়স্থগণের স্থান খুব উচ্চে ছিল। তাঁহারা শ্রেষ্ঠীদিগের অপেক্ষা সম্মানিত হইতেন ইহাও নিশ্চয়। তাঁহারা অপর কোনও জাতি অপেক্ষা কম সম্মানিত হইতেন না। কবি বিশাখদত্ত যে এই সমাজ-চিত্র অঙ্কন করিয়া পঞ্চম শতকের সমাজ-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি ও ভাস প্রণীত নাটক গ্রন্থাবলীর ন্যায় যদিও তাঁহার নাটক উপমা, পদলালিত্য বা অর্থগৌরব যুক্ত নহে, তথাপি ইহার চরিত্রাঙ্কন ও রাজনৈতিক এবং সমাজতত্ত্ব সকলের আলোচনা উচ্চ অঙ্গের।*

শ্রীসুশীলকুমার মিত্র।

কায়স্থ রাজা।

(১)

যেমন অন্যান্য জাতির মধ্যে বহু নরপতির পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ কায়স্থদিগের মধ্যে ও মহাপ্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ বিদ্যমান ছিলেন। সুপ্রাচীন কাল হইতে কায়স্থদিগের নানা বিষয়িণী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তৎসমুদয়ের ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। প্রাচীন তাম্রশাসন, শিলালেখ এবং বহুবিধ মূল্যবান্ গ্রন্থ ও নিদর্শন হইতে কায়স্থদিগের প্রভাবের ভূয়ঃ পরিচয় দিতে পারা যায়। একে একে তৎসমুদয় আলোচিত হইবে। বাঙ্গালার নরপতিদিগের মধ্যে শূর-বংশীয়গণ, পাল ও সেন

* অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় মহাশয় মুদ্রারাক্ষস সম্বন্ধে মূল্যবান্ মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

বংশীয় রাজগণ যে কায়স্থ ছিলেন তাহা মনীষী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ ব
প্রমুখ পণ্ডিত-মণ্ডলী নানা প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে সে
সকল প্রমাণের উল্লেখ করিব। গুহবংশীয় স্বাধীন রাজগণের কীর্ত্তি-কাহিনী
সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমান্ উত্ত
পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, দেবপাল দেবলগ্রাম শাসন করিয়াছিলেন। দেব
গ্রামে ভূমিপাল, ধনপতিপাল, মাক্ষমাপাল, জয়পাল, ও রাজপাল নামে কয়েকজ
রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভোগপাল, জয়পাল রাঙামহলে আধিপত্য বিস্তা
করিয়াছিলেন, উত্তরপালের ন্যায় গোপাল পাল গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। শিল
লিপিতে তাম্রশাসনে এই সমস্ত নৃপতিগণের নাম সম্বন্ধে অনুরূপ মত দেখি
পাওয়া যায়। আমরা শিলালিপি ও তাম্রশাসন সমালোচনা করিয়া এই রাজ
দিগের প্রকৃত বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। ধর্ম্মপাল তাঁড়ায় রাজত্ব করি
ছিলেন। শূরপাল ও নারায়ণ মুঙ্গের পর্ব্বতে আপনাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন রাখি
গিয়াছেন। অম্বষ্ঠ কায়স্থ সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেনের রাজধানী মাল
লখনৌতিতে ছিল। ইহার পূর্ব্ব রাজধানী বিক্রমপুর সুবর্ণগ্রামে ছিল। ইঁ
বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার একটী বৌদ্ধ নামও ছিল—তাহা ধীসে
কথিত আছে—ধীমাহ গায়ত্রী ছন্দ ব্রাত্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া ইনি ধীসে
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইঁহার আর এক নাম শুকসেন। শুক পক্ষী
আকৃতির সিংহাসন করিয়া নাকি ইঁহার নাম শুকসেন হয়। সয়রুল মুতাক্ষরীণ ও
মত প্রকাশ করিয়াছে। ইহা কতদূর প্রমাণসহ তাহা আমরা আলোচনা করিব
অনেকে ইঁহাকে বৈদ্য বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি প্রকৃতই অ
কায়স্থ ছিলেন। মুসলমানগণও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। সিংহল দ্বীপে
অমর সিংহকেও কেহ কেহ বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন। তিনিও বৌদ্ধ ছিলে
বৌদ্ধ গয়ার প্রাপ্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে যে তিনিও কা
ছিলেন। মুক্তামাণিকটীকা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছে যে, তিনি জৈনেন্দ্র কা
বৌদ্ধ ছিলেন। সয়রুল মুতাক্ষারীণ ও আইন-ই-আকবরী সেন বংশীয় নৃপ
গণকে কায়স্থ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও বারান্তরে বিশিষ্ট প্র
দ্বারা তাঁহাদের কায়স্থত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের কীর্ত্তি ও গৌরব-কাহি
উল্লেখ করিব।

শ্রীঅমৃতলাল সিংহ।

শূদ্র ও তাহার বিবাহ।

বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ-জাতির বহুদিন হইতে পৈতা না থাকায় তাহাকে "শূদ্র," অথবা "সৎশূদ্র" এই নাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও লইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মের এবং তৎপরে তান্ত্রিক আচারের প্রভাব বঙ্গদেশে অনেক দিন অপ্রতিহত শক্তিতে বিদ্যমান ছিল; তান্ত্রিক আচার এখনও প্রায় বারো আনা পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। মহাভারতের যুদ্ধের পর প্রায় এক হাজার বৎসর গৌড়দেশে ব্রহ্ম-বংশীয় বসুরাজগণের,—পুরাণে যাহাকে জরাসন্ধের ধারা বলে,—রাজত্ব চলিতে থাকে এবং তাহার পরে প্রদ্যোত-বংশীয় রাজারা একশত আটত্রিশ বৎসর এই দেশ শাসন করেন। তাহার পরেই গৌড়বঙ্গে শিশুনাগ-বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সহিত এদেশে হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটে। * শিশুনাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এদেশে নন্দ, মৌর্য্য, শুঙ্গ, গুপ্ত, পাল, শূর, সেন প্রভৃতি উপাধিধারী যতগুলি রাজবংশ স্বাধীনভাবে এবং পরে অর্দ্ধস্বাধীনভাবে ("ভূঁইয়া" ভৌমিক রাজগণ) বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়। পুরাণে মহানন্দীকেও মৌর্য্য-বংশের রাজগণকে "শূদ্র" বলা হইয়াছে এবং মহানন্দীর পর কলিযুগে প্রকৃত-ক্ষত্রিয় রাজার অভাব ঘোষণা করা হইয়াছে। জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের অত্যধিক প্রভাব, এদেশে, বন্যার প্রবল তরঙ্গের মত বহিয়া গিয়াছিল এবং সেই স্রোতে রাজা প্রজা সকলেই ভাসিয়াছিলেন; তাই পুরাণের পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণের এইরূপ ক্রোধের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে প্রকৃত ক্ষত্রিয় আছে কি নাই, এই প্রশ্নের উত্তর অনেকবার অনেকভাবে অনেকে দিয়াছেন, আমরাও "কায়স্থ-পত্রিকা" এবং "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা" পত্রিকার নানা প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। এমন কি, এই বিষয় ভারতীয় হাইকোর্টে এবং বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে পর্য্যন্ত গিয়াছিল। † যাহা হউক, ক্ষত্রিয় জাতি যে এখনও আছে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন এবং প্রিভিকাউনন্সিলও তাহাই বলিয়া-ছেন; ইহা লইয়া তর্ক করা বৃথা।

বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতির বিভিন্ন শাখা বহুদিন রাজত্ব করায় হিন্দু-সমাজে তাঁহারা চিরকালই অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। রাজার জাতিকে কেহ

* বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়। বায়ু, মৎস্য এবং ভাগবত পুরাণেও ঠিক এই প্রকার ইতিহাস পাওয়া যায়।

† Chouturya Run Murdun Syn Vs. Shahub Purluhad Syn, 7 Moor'is Indian Appeals, 18. 4. W. R, 132 P. C.,

কোনও কালেই অপমান করিতে সাহস করে নাই। তাই, পৈতার অভাবে, বঙ্গদেশে কায়স্থকে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ব্রাহ্মণের অব্যবহি[তপরে] নিয়ে কায়স্থের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকায় তাহার সামাজিক সম্মানেরও কখন অভাব হ[য়] নাই।

কিন্তু, "চিরদিন সমান যায় না"। কায়স্থের হাত হইতে রাজনৈতিক শক্তি চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সামাজিক সম্মানেও আঘাত লাগিতে আরম্ভ হইল। পৈতা না থাকায়, বাঙ্গালা দেশের হাইকোর্টও কায়স্থকে "শূদ্র" বলিয়া রা[য়] দিলেন। যদিও মোকদ্দমার সময়ে, শাস্ত্রীয় প্রমাণে স্থির হইল কায়স্থ জাতি ক্ষত্রি[য়] বর্ণের অন্তর্গত বটে, তথাপি, আদালত পৈতার অভাবে তাহাকে "শূদ্রাচারী"। "শূদ্রধর্ম্মা" বলিলেন। আর শুধু এই পৈতার বলেই বোম্বাই ও এলাহাবাদ হাই-কোর্টের এলাকায় কায়স্থ "ক্ষত্রিয়" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তথাপি, বঙ্গদেশে কায়স্থের চৈতন্য হইল না। স্বনামখ্যাত মিত্রজী সাহেবের শস্ত্র-চিকিৎসায় মোহ-ভাব কিছু কিছু কাটিয়াছিল বলিয়াই "কায়স্থ-সভার" অভ্যুদয় এবং পৈতার প্রচল[ন] হয়। তথাপি, এখনও অনেক কুলীন কায়স্থ-প্রধানের ধারণা যে, পৈতার কোন দরকার নাই। সে দিন হাইকোর্টের জজ স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী পৈতা[র] অভাবই বঙ্গদেশীয় কায়স্থের শূদ্রত্বের প্রধান হেতু বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তথাপি সামাজিক "কুম্ভকর্ণ"গণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তাঁহারা,—কুলীন সন্তানগণ,—বিশেষতঃ, ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী মহাশয়েরা এখনও নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, সমাজ হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য চলিয়া গিয়াছে[,] পেটেল সাহেবের কল্যাণে সকল বর্ণই যখন "একাকার" হইতে চলিল, তখন, আ[র] এই উন্নত সভ্যতার যুগে তাঁহারা পৈতার ভার কেন বহিবেন? বিশেষ[তঃ] কার্পাস-সূত্রের বাজার স্বভাবতঃই খুব চড়া রহিয়াছে, ইহার উপর আবার লক্ষ ল[ক্ষ] লোকে পৈতা লইতে গেলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রাজত্ব গিয়াছে, তাহা সত্য বটে, মেসে এবং হোটেলে অনে[ক] দিন হইতেই "সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ" হইয়াছে বটে, "উন্নত" বাবুরা মুখে "জা[তি] মানি না" বলেন বটে,—কিন্তু আসল অবস্থা কি? বিলাত ফেরত, সর্ব্ব[স্ব] "বোনার্জ্জী" "মোকার্জ্জী" প্রভৃতি বিকট আখ্যাধারী আধাসাহেব ব্রাহ্মণ-সন্তান[কে] একবার একটু "খোঁচা" দিয়া দেখুন দেখি,—দেখিবেন, "ব্রাহ্মণের" গৌরবে তাঁ[হার] চিত্ত-সমুদ্র সর্ব্বদা ভরপুর। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অথবা বৈদ্য শিক্ষা-দীক্ষা আচার-ব্যবহা[রে] ষোল আনা সাহেব সাজিলেও জাতির অহঙ্কার তাঁহার মনে পূর্ণমাত্রায় রহিয়া[ছে।]

হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহারা খৃষ্টান্ অথবা ব্রাহ্ম হইয়াছেন,—যাঁহাদিগকে বিবাহের সময় "আমি হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করি না" বলিয়া হলফ পড়িতে হয়, তাঁহারাও আপন আপন মেয়ে ছেলের বিবাহের সময় জাতি বিচার লইয়া বিব্রত হন কেন? মনের মত "বর" মিলে নাই বলিয়া বহু নামজাদা উন্নতিশীল ব্রাহ্মবাবু মেয়েদের বিবাহ দিতে পারেন নাই;—অথচ তাঁহারা কখনও "নীচু ঘরে" মেয়ে দিবেন না। পেটেল-বিল একটা উন্নতির "খেয়াল" মাত্র; নচেৎ ভারতের মাটিতে জাতির শিকড় এমন শক্ত হইয়া বসিয়াছে যে তাহা কেহই উপড়াইতে পারিবে না। নবদ্বীপের মহাপ্রভু জাতি তুলিয়া দিয়া "প্রেমের ধর্ম" গড়িলেন,—এখনও গরজের সময়ে গোস্বামিগণ সেই গৌরাঙ্গপ্রভুর "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ" গীত গান করেন বটে,—কিন্তু ব্যবহারের সময় কি করেন? তখন "কায়েত শূদ্র"—এ বুলি আওড়াইতে ত ছাড়েন না। অধিক কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের কৃপায় বাঙ্গালা দেশে "ছত্রিশ জাতির" উপরে আবার "মধুনাপিত" এবং "জাত-বৈষ্ণব" এই নূতন দুইটি জাতির সৃষ্টি হইয়া "বোঝার উপর শাকের আটি" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যদি সমাজ প্রকৃতই কেবল ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসীদিগকে লইয়া গঠিত হইত,—তাহা হইলে শাস্ত্রের সাম্য-বাণী, গীতার শিক্ষা—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

চলিতে পারিত। প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য-সমাজ উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ স্বভাবের নরনারী লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে অধম স্বভাবের মানুষের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাই আমাদের মুখে ও মনে যেমন প্রভেদ, আবার বচনে ও ব্যবহারে ততোধিক। তাই, "জাতের বড়াই" সমাজে চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে এবং সাম্য ও মৈত্রী শুধু সাহিত্যের শোভাই বাড়াইবে। তাই, কায়স্থগণকেও তাঁহাদের সামাজিক সম্মান বজায় রাখিতেই হইবে,—ব্রহ্মজ্ঞানী সাজিলে চলিবে না।

অনেক কায়স্থ এখনও ভাবেন,—"শূদ্র" বলিলে ক্ষতি কি? বঙ্গদেশে কত জাতিই ত "শূদ্র"। "শূদ্র" বলিলে ক্ষতি কি,—তাহার পরিচয় কায়স্থ-সাহিত্যের মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবশ্যই অবগত আছেন। যদি "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিতে হয়,—তাহা হইলে, যাঁহারা প্রকৃত শূদ্র নহেন, তাঁহাদের পক্ষে শূদ্রত্ব স্বীকারে বিস্তর ক্ষতি আছে। "বৈদিক ধর্ম্ম" (যাহাকে আমরা এখন "হিন্দুধর্ম্ম" বলি) শূদ্রের জন্য নহে। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই,—বেদবিহিত দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে সে বঞ্চিত এবং

লোকহিতকর ইষ্ট পূর্ত্তও তাহার পক্ষে বিহিত নহে। দীক্ষা,—যজ্ঞ, দেবপূ
পিতৃশ্রাদ্ধ,—অধিক কি,—নিত্যকর্ম্ম পঞ্চ মহাযজ্ঞেও তাহার অধিকার নাই। সুত
যাঁহাদের হৃদয়ে আর্য্যধর্ম্মে বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা ভক্তি আছে,—তাঁহাদের শূদ্রত্ব স্বীক
যে কত ক্ষতি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা দুঃসাধ্য। আর যাঁহারা সমাজের নি
হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও মনে মনে সে ধর্ম্মের কিছুই মানেন না, তাঁহাদেরও ক্ষ
সামান্য নহে। এইরূপ ক্ষতির কথাই আজ কিছু বলিব।

আজ কাল আদালতেই আমাদের সমাজ ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়া থাকে। হি
ব্যবহার-শাস্ত্র (Hindu Law) সম্বন্ধে প্রিভিকাউনসিলের "রায়"—বেদ
অপেক্ষাও প্রবল,—মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ত কথাই নাই। ভারতীয় হাইকোর্টের আদে
আমাদের সকলকে মাথা পাতিয়া লইতে হয়,—যেহেতু সেই আদেশই আমা
আইন। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান জজ স্যর শ্রীযুক্ত মাইকেল ওবার্ট ও ওয়ে
(এবং জজ মিঃ কেম্বল তাঁহার সহকারী ছিলেন) ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে একটি পোষ্য
বিষয়ক মোকদ্দমার (গোপাল নারায়ণ সাফে, বঃ হনমন্তগণেশ সাফে, তৃতীয়
বোম্বাই,—২৭৩ পৃষ্ঠা) বিচার কালে শূদ্রগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "......t
Hindu Law regarded the Sudras as slaves and their marria
as little better than licensed concubinage." (I. L. R.
Bombay, 273, page 280.) এই বাক্যের অনুবাদ করিলে এই দাঁ
যে "হিন্দু শাস্ত্রের মতে শূদ্রেরা দাস মাত্র, এবং তাহাদের বিবাহ এক প্রকার
মোদিত উপপত্নী রাখার প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নহে।" আজ চল্লিশ ব
এই বাক্য শাস্ত্র-বাক্যের ন্যায় সমাদরে দেশের আইনগ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান রহি
এবং আমাদের যতদূর জ্ঞান,—এ পর্য্যন্ত কেহই এই উক্তির প্রতিবাদ ক
পারেন নাই। পরলোকগত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁ
প্রসিদ্ধ ঠাকুর লেক্‌চারের অন্তর্গত "বিবাহ এবং স্ত্রীধন সম্বন্ধে হিন্দু-আইন" (T
Hindu Law of marriage and Stridhana, Tagore Law Lect
1878) পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন,—তথাপি তিনি বো
হাইকোর্টের উক্ত উক্তির কোন প্রতিবাদ করেন নাই। হিন্দু আইনের প্র
অধ্যাপক ৺গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁহার "পোষ্যপুত্র" সম্বন্ধে বক্তৃতায় (Tag
Law Lectures on Adoption) এবং হিন্দু আইনের গ্রন্থে (Text b
of Hindu Law) উক্ত বাক্যের প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে,
তাঁহার সে চেষ্টা নিতান্তই বিফল হইয়াছে। তিনি উভয় গ্রন্থেই একভাবে,

মর্ম্মে বলিয়াছেন,—"শূদ্রদিগের কথা কেন বল? আজ কালকার ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা কি? মনুর মতে যে ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করে না, সে জীবিত-কালেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়,—* এখন দেশে বেদপাঠী ব্রাহ্মণ নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণেরাও এক প্রকার শূদ্র। আর তাহা হইলে ব্রাহ্মণদিগের বিবাহও—ইত্যাদি †" শাস্ত্রি-মহাশয়ের যুক্তিতে শূদ্রদিগের ত কোনই উপকার হয় নাই,—অধিকন্তু ব্রাহ্মণেরা অধঃপাতে গিয়াছেন এরূপ যুক্তি স্বগত শাস্ত্রিপ্রবরের পাণ্ডিত্যের পক্ষে শোভন হয় নাই। কোন এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একমাত্র আদুরে ছেলে ছিল; তাহার পৈতা হইবার পর দেশাচার মতে সে একাদশী ব্রত পালন করিত না। তাহার এই ত্রুটির জন্য এক প্রতিবেশী ধমক্ দিলে, সেই বটু উত্তর দিয়াছিল "ইস্—শুধু আমিই বুঝি একাদশী করি না,—আমার মাও যে করে না—"। শাস্ত্রী নিজে কায়স্থ হইলেও পৈতা লন নাই।—এক প্রসিদ্ধ মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্টে "কায়স্থ ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্র"—এই প্রশ্ন উঠিলে তিনি কায়স্থের শূদ্রত্বের পক্ষ লইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়ত্বের পক্ষে স্যর গুরুদাস ছিলেন। ‡ শাস্ত্রী মহাশয় নিজে অতিবড় স্মার্ত্ত হইলেও "শূদ্রের দাসত্ব এবং তাহার বিবাহের হীনত্ব" সূচক মতের বিরুদ্ধে কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। যে সকল কায়স্থ মহাশয় বলেন যে পৈতা লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি মনে করেন জানি না।

এক্ষণে, দেখা যাউক, বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান জজ বাহাদুর শূদ্রদিগের প্রতি অবিচার করিয়াছেন কি না। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে কথিত ৺গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী মহাশয় ব্যতীত কোন দেশীয় অথবা বিদেশীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই মতের বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারি নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অল্প বিদ্যা লইয়া এরূপ গভীর বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাওয়া, হয়ত ধৃষ্টতার বিষয় হইতে পারে; তথাপি শাস্ত্রীয় অথবা সামাজিক বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত দিবার অধিকার অল্পজ্ঞ জনেরও আছে,—আমরা তাই এ বিষয়ে কিছু বলিতে চাই।

মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুর বলিয়াছেন,—

* যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥১৬৮॥ মনু-সংহিতা দ্বিতীয়াধ্যায়।

† Lectures on "Adoption" Sarkar's Hindu Law.

‡ যতদূর মনে আছে, তাহাই লিখিত হইল। নিকটে পুস্তক না থাকায় নজীর বাহির উল্লেখ করিতে পারি নাই।

(১) হিন্দু আইন শূদ্রদিগকে দাস বলিয়া মনে করেন, (২) শূদ্রদিগে
বিবাহ এক প্রকার অনুমোদিত উপপত্নী রাখার প্রথা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান না
করিতে পারে না।

সর্ব্বাগ্রে প্রথম উক্তিই লওয়া যাউক। হিন্দু আইন, শূদ্রদিগকে দাস বলি
মনে করেন। "হিন্দু আইন" এই শব্দে বেদ এবং বেদ-বিহিত স্মৃতি সমূহ। হি
আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে বেদের প্রকৃত আইনে
ভাব নাই বলিলেই হয়, এবং, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি স্মৃ
উহাদের ভাষ্য এবং টীকা এবং "দায়-ভাগ," "স্মৃতিচন্দ্রিকা", "ব্যবহার ময়ূ
"অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব," "বীরমিত্রোদয়," "নির্ণয়-সিন্ধু" ইত্যাদি নিবন্ধ গ্রন্থই প্রধানত
হিন্দু আইনের মূল এবং মনুসংহিতার সম্মান সর্বাপেক্ষা মাননীয়। কলিযুগের বিশে
বিশেষ বিধি অথবা নিষেধ দ্বারা যে সকল নিয়ম নিরাকৃত হয় নাই, অথবা যে স
বিষয়ে সেরূপ কোন বিশেষ আদেশ প্রচারিত হয় নাই,—সে সকল বিষয়ে ম
সংহিতার মত সর্ববাদিসম্মত। এ সম্বন্ধে, বোধ হয়, কোন স্মার্ত্ত পণ্ডিতে
মতদ্বৈধ নাই। মনুসংহিতা, শূদ্রগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণং চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাম্ ॥৪১০॥
শূদ্রং তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবা ॥৪১৩॥
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি ॥৪১৪॥"

মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, রাজধর্ম।

মর্ম্মানুবাদ।

রাজা বৈশ্যের পক্ষে বাণিজ্য, সুদের ব্যবসায়, চাষ, পশুপালন—এই জীবি
নির্দ্দেশ করিবেন,—শূদ্রকে দ্বিজগণের দাসত্ব করাইবেন ॥৪১০॥

শূদ্রকে, সে টাকা দিয়া কেনা হউক বা নাই হউক, রাজা নিশ্চয়ই দা
করাইবেন; সে ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবে, এই জন্যই ভগবান্ তাহার সৃ
করিয়াছেন ॥৪১৩॥

শূদ্র দাসের মালিক তাহাকে মুক্তি দিলেও সে কখনই দাসত্বরূপ অবস্থা হই
মুক্তি পায় না; শূদ্রের দাসত্বই স্বাভাবিক,—দাসত্ব হইতে তাহাকে কে মুক্ত করি
পারে? ॥৪১৪॥"

এই শ্লোক তিনটি মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে অর্থাৎ রাজধর্ম্ম প্রকরণে নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্রীমনু মহারাজ রাজাকে এই আদেশ দিয়াছেন। রাজা মনুর আদেশ পালন করিতে বাধ্য। সুতরাং শূদ্র যে "দাস"—তাহাতে সন্দেহ আছে কি? টীকাকারগণ,—তাঁহাদের সমাজের ধনবান্ শূদ্রগণের মুখ চাহিয়া উল্লিখিত শ্লোক-গুলির মুখরোচক যে কোন ব্যাখ্যাই করুন,—মূল শ্লোক অগ্নিবর্ণে ঘোষিত করিতেছে,—শূদ্র স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট দ্বিজগণের দাস।

এইত গেল প্রথম কথা। এখন দ্বিতীয় অর্থাৎ শূদ্রের বিবাহ।

সকলেই জানেন এবং বলিয়া থাকেন,—হিন্দুদিগের বিবাহ খৃষ্টান অথবা মুসলমানগণের ন্যায় চুক্তি-মূলক নহে,—ইহা ধর্ম্মমূলক সংস্কার। হিন্দুদিগের দশ-বিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ প্রধান সংস্কার। অথচ মনু মহারাজ বলিতেছেন, শূদ্রের আদৌ কোন সংস্কারই নাই,—যথা :—

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্ ॥১২৬॥"

দশম অধ্যায়।

মর্ম্মানুবাদ। শূদ্রের কিছুই পাপ নাই, সে সংস্কারের যোগ্য নহে, ইহার কোন ধর্ম্মে অধিকার নাই,—কোন ধর্ম্ম হইতে নিষেধও নাই ॥১২৬॥

হরি! হরি! শূদ্রের ধর্ম্ম এবং সংস্কারে অধিকারই নাই,—তবে আর তাহার ধর্ম্মমূলক, সংস্কারমূলক বিবাহ কেমন করিয়া হইবে? এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে কোন এক অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি একটি শ্লোকার্দ্ধ—(কোন্ ঋষির বা কাহার তা কে জানে?) উচ্চারণ করিয়াছেন,—

"বিবাহমাত্রসংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতে সদা।"

অর্থাৎ কিনা শূদ্রেরও বিবাহ মাত্র সংস্কার লাভ হয়। এই "অপি" আর "মাত্র" লইয়া অর্থের বিষম গণ্ডগোল বাদ দিয়াও,—এই অজ্ঞাত নামা লোকের রচিত শ্লোকার্দ্ধকে মনু মহারাজের উল্লিখিত আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলে সে "ঢাকের কাছে টেম টেমির বাত্তি"র মত হয়। যদি স্বীকারও করা যায় যে শূদ্রের গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত নয়টি সংস্কার নাই বটে কিন্তু বিবাহ সংস্কার আছে, তাহা হইলে আমরা এই মাত্র দেখিতে পাই, শূদ্রের শুধু যৌন সম্মিলন ফলসূচক "বিবাহ" আছে কিন্তু "সংস্কার" নাই।

মনু মহারাজ শূদ্রের বিবাহের জন্য কোনই ব্যবস্থা দেন নাই,—কোনই নিয়ম করেন নাই কেবল বলিয়াছেন শূদ্রের পক্ষে মেয়ে কিনিয়া (আসুর) বিবাহ হইতে

পারে কিন্তু তাহাতে মন্ত্রপাঠ অগ্নি, হোম, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন,—স সংস্কারসূচক কিছুই নাই। এই দেখুন,—

"গুরুণানুমত স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥৪॥
অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥৫॥
ব্রাহ্মো দৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচ শ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥২১॥
চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈক মাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥২৪॥

তৃতীয় অধ্যায়।

মর্ম্মানুবাদ। দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) গুরুর অনুমতি লইয়া যথাবিধি স্নান করিয়া সমাবৃত্ত হইবে এবং সুলক্ষণা ও সবর্ণা কন্যাকে করিবে ॥৪॥

যে কন্যা মাতার অসপিণ্ডা এবং পিতার অসগোত্রা, সেই দ্বিজাতি বিবাহের উচিত পাত্রী ॥৫॥

(১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) আর্ষ্য (৪) প্রাজাপত্য (৫) আসু গান্ধর্ব (৭) রাক্ষস এবং (৮) অধম পৈশাচ—এই আট রকম বিবাহ আ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চারিটী, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে "রাক্ষস," এবং বৈশ্য ও পক্ষে "আসুর" বিবাহই প্রশস্ত ॥২৪॥

উল্লিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ দ্বিজগণের বি নিয়ম প্রণীত হইতেছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ্য, প্রাজাপাত্য, গান্ধর্ব এবং রা ছয় প্রকার বিবাহের লক্ষণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে শূদ্রের তাহাতে নাই।

(১) বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র ব্রহ্মচারী অপ্রার্থক বরকে আহ্বান ও অর্চনা কন্যা দান করার নাম "ব্রাহ্ম" বিবাহ। ২৭ শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়।

শূদ্র কদাপি ব্রহ্মচারী (বেদপাঠী, ব্রহ্ম-বেদ) অথবা বেদজ্ঞ হইতে পা সুতরাং তাহার পক্ষে "ব্রাহ্ম"—বিবাহ অসম্ভব।

(২) কোন যজ্ঞ করিলে, যজমান পুরোহিতকে দক্ষিণা স্বরূপ যদি কন্যা দান করেন, তাহার নাম "দৈব" বিবাহ ॥২৮॥

শূদ্র পুরোহিত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং তাহার "দৈব" বিবাহও অসম্ভব।

(৩) বরের নিকট এক অথবা দুই যোড়া গাই বলদ লইয়া কন্যাদানের নাম আর্ষ ॥২৯॥ ইহা ঋষিদিগের জন্য; শূদ্রের জন্য নহে।

(৪) "তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর" এই বলিয়া (কন্যার নির্বাচিত) পাত্রে কন্যাদান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে ॥৩০॥

শূদ্রের ধর্ম্মই নাই,—তাহাকে "ধর্ম্মাচরণ" কর কে বলিবে?

(৫) কন্যার আত্মীয়গণকে বধ অথবা নিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণকে রাক্ষস-বিবাহ বলে ॥৩৩।

শূদ্রের এত শক্তি কোথায়? এ বিবাহ ক্ষত্রিয়ের জন্য।

(৬) বর কন্যার পরস্পরের অনুরাগ অথবা প্রণয়জনিত বিবাহকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে ॥৩২॥

এ বিবাহও কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্বে এই বিবাহকেই "ক্ষাত্র-বিবাহ" বলা হইয়াছে।

(৭) কন্যার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে ধন দান করিয়া (কন্যা কিনিয়া আনা) কন্যার গ্রহণকে "আসুর" বিবাহ বলে।

মনু একমাত্র "আসুর" বিবাহই শূদ্রের পক্ষে বিহিত বলিয়াছেন। কিন্তু গরুড়-পুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির দোহাই দিয়া বলা হইয়াছে—"শূদ্রের পক্ষে কেবল "পৈশাচ" বিবাহই বিহিত *। মনু "পৈশাচ" বিবাহের লক্ষণ বলিয়াছেন,—

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥৩৪॥"

ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়া আর কাজ কি? সাহেবেরা ইংরাজিতে তর্জমা করিয়াছেন:—

"When thc lover secretly embraces the damsel, either sleeping or flushed with strong liquor, or disordered in her intellect, that sinful marriage called Paisacha is the eighth, and the basest." (III, 34) Quoted from Sir Gurudas Bunerjees' 'Lectures—Hindu Law of Marriage and Stridhana) 82 Second Edition

কিন্তু "বিবাহ" কাহাকে বলে ? মনু বলিতেছেন,—

"পাণিগ্রহণিকামন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।

তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥২২৭॥ ৮ম অঃ।

অর্থাৎ পাণিগ্রহণিক মন্ত্রপাঠ এবং সপ্তপদী গমন হইলে তবে "বিবাহ" সমাপ্ত হ। শূদ্রের/পক্ষে মন্ত্রপাঠ, কুশণ্ডিকা, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন নাই। পার গৃহ্য স্পষ্ট-বলিয়াছেন, শূদ্রের বিবাহ অমন্ত্রক হইবে। তবে আবার শূদ্রের বিবাহ সংস্কার কে বলিবে ? শূদ্রের বিবাহ আধুনিক Licensed concubinag জাত বৈষ্ণবাদির বিবাহের মত কেবল মাত্র সমাজানুমোদিত যৌন-সম্মিলন মা ইহাকে বলিলে কোন দোষ হয় কিনা, তাহার বিচার ভাষারহস্যবিদ্ বুধমণ্ড করিবেন।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-প্রমুখ আধুনিক নিবন্ধকারগণ শূদ্রদিগের সন্তোষের জন্য পুরোহি দ্বারা শূদ্রগণের বৈবাহিক হোম এবং মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্য কোনও গৃহ্য অথবা স্মৃতি সম্মত নহে। পুরোহিত বৈবাহিক মন্ত্রপাঠ এবং করিলে পত্নীটি তাঁহার অথবা তাঁহার শূদ্র যজমানের হয়, এই প্রশ্নের উত্তর "বে পঞ্চবিংশতি'র কবি বোধ হয় দিতে পারেন। * শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ প্র কোন সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন কি না জানি না। স্বর্গগত স্যর গুরুদাস ভট্টাচার্য্যের দোহাই দিয়াই নির্ব্বাক্ হইয়াছেন। তবে তিনি স্বীকার করিয়া যে মন্বাদি স্মৃতির কালে শূদ্রের গোত্র, গুরু অথবা পুরোহিত কিছুই ছিল না, যথা

"In early days, when it was thought improper to o ciate at the religious ceremonies of the Sudras (§80, Manu,) the Sudras could have no family priests, and con quently, they did not belong to any gotra." p 55 Marri and Stridhana.

সম্প্রতি আর একটি কথা বলিয়াই বিদায় গ্রহণ করিতেছি। শূদ্রের উপপ পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধেও অধিক বা

* চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যাস্তথা গান্ধর্ব রাক্ষসৌ।
রাজ্ঞস্তথা সুরো বৈশ্যে শূদ্রে চান্ত্যস্তু গর্হিতঃ ॥১১॥ গরুড়পুরাণ, পূর্ব খণ্ড, ৯৫ অধ্য
......আসুর বিবাহ বৈশ্যের এবং গর্হিত পৈশাচ বিবাহ শূদ্রের পক্ষে জানিবে।
বঙ্গবাসীর তর্করত্ন মহাশয়ের অনুব

* পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে। পাণিনি ৪।১।৩৩। শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই, তাহার নাই, wife আছে বটে।

না করিয়া শ্রদ্ধেয় ৺স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্ত পুস্তক হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"In Hindu law illegemate son of a regenerate man is always excluded from inheritance ; but in the case of a Sudra, the illegemate son of a particular discription, namely the son born of an unmarried female slave or slave's female slave, inherits her father's property (Mitakshara ch. i Sec xii. 1-3 Dayabhaga, ch. ix, 28-31. Vyavahara mayukha ch. IV Sec. IV 29-32 etc. etc. Manu ix (179)" pp 160 and 161 Dr. Gurudas Banerjee "marriage and Stridhana."

অনুবাদ করিয়া স্থান ও সময় নষ্ট করার আবশ্যকতা নাই। শূদ্রের অবিবাহিতা উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। সুতরাং শূদ্রের বিবাহকে বোম্বাই জজ সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, তাহা কে বলিবে ?

স্মৃতি-শাস্ত্রে যে শূদ্রের কথা আছে, আজিও তাহাদের দায়াদগণ কোল, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, গারো, আবর, মিশমী, কুকী, খণ্ড ইত্যাদি নামে ভারতের বন্য প্রদেশে বাস করিতেছে। আজও তাহাদের বিবাহ মনুক্ত "আসুর" অথবা "পৈশাচ" প্রণালীমতই সম্পাদিত হইতেছে। তাহারা পুরোহিতের দ্বারা পাণিগ্রহণের মন্ত্র পড়াইয়া স্ত্রীকে পুরোহিতের "পত্নী" করে না। আমাদের 'সভ্যসমাজে' অশূদ্রকে শূদ্র সাজাইয়া ঐরূপ অব্যবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাঙ্গালার জল-আচরণীয় জাতি মাত্রেই কৃত্রিম শূদ্র। তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন, নিজ নিজ গুণকর্মস্বভাবানুমোদিত বর্ণাচার গ্রহণ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এরূপ ভাবে ধর্মকর্ম পণ্ড করা ধর্মপ্রাণ হিন্দুর উচিত কর্ম নহে।

আর কায়স্থ মহাশয়দিগের মধ্যে এখনও যদি কেহ আপনাকে শূদ্র—অর্থাৎ প্রকৃত শূদ্র বলিয়া জানেন অথবা স্বীকার করেন, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করুন। তাহা হইলে তিনি নিজে সত্যবাদিতার পুরস্কাররূপ প্রচুর পুণ্য লাভ করিবেন এবং অপরেও সাবধান হইতে পারিবেন। আর যাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করেন,—তাঁহারা অতি শীঘ্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা উচিত কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করুন। কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া আর সামাজিক দুর্বলতার বৃদ্ধি করিবেন না। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বধর্ম প্রতিপালন করিবার সুমতি এবং শক্তি প্রদান করুন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র বর্ম ভারতীভূষণ

বঙ্গ-সমাজে 'দাস' 'দাশ' ও 'শর্ম্মন্' শব্দের ব্যবহার।

(৭)

হয়ত অনেকে অবগত থাকিতে পারেন, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য, কতকগু উৎকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কটক, বালেশ্বর, মেদিনীপুর অঞ্চলে বহুদিন বসবাস করি অধুনা তাঁহারা একটী মিশ্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ষড়্গো ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ 'সম্বন্ধ-নির্ণয়'-গ্রন্থকর্ত্তা উৎকলকারিকা-বিশেষ হইতে সং করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ'-প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহা নগেন্দ্রনাথ বসু (তদীয় 'জাতীয় ইতিহাসের' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮ পৃ) ঐ সম্বন্ধ-নি ধৃত প্রমাণই দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মিশ্রভাব বর্ণনে প্রদর্শন করিয়াছে সে প্রমাণটী এই,—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয় রথশর্ম্মা চ নন্দি * শর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥
কৌশিকো দাশশর্ম্মা চ পতিশর্ম্মা চ মুদ্গলঃ॥"

সম্বন্ধ-নির্ণয়, ২য় সংস্করণ, ৩৩০ পৃ।

অর্থাৎ ভরদ্বাজাদি ছয় গোত্রের কর প্রভৃতি উপাধিধারী ছয় ঘর ব্রাহ্মণ। সকল উপাধির ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ উৎকল ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, প্র প্রস্তাবে ইহারা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশধর, ইদানীং সমাজভুক্ত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা অনেকেই যথাসম্ভব যজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহে নিরত আছেন। কেহ কেহ বা ভূ উপভোগ করেন, অপর কেহ কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যবহার জীববৃত্তি গভর্ণমেণ্টের চাকুরি এবং কতক লোক পাচকের কার্য্য অবলম্বন করিয়া জী অর্জ্জন করিতেছেন। লেখকের সুপরিচিত দাশ ও পতি উপাধিধারী মেদি জজ কোর্টের ও তমোলুকের মুন্সেফ কোর্টের উকিল আছেন। তাঁহারা উপরি উক্ত ষড়্গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের স্বশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

* উৎকল শ্রেণীতে নন্দ উপাধির ব্রাহ্মণ অনেক আছেন, কিন্তু 'নন্দি' উপাধিধারী ব্রাহ্মণ লক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ লিপিকারের প্রমাদে নন্দ শব্দের স্থানে নন্দি শব্দ প্র প্রদর্শিত হইয়া থাকিবে। দেখাও যায়, নন্দোপাধিক কয়েক ঘর সম্পত্তিশালী উৎকল মেদিনীপুর, বালেশ্বর ও কটকে বাস করিতেছেন।

কলিকাতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাচক ব্রাহ্মণ অস্থায়ী রূপে বাস করেন, তন্মধ্যে কর, ধর, দাশ প্রভৃতি উপাধির অনেক লোক দেখা যায়। লেখক বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন, এই উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা বৈদ্যক ব্যবসায়ে লিপ্ত নহেন। এদিকে দেখা যায়, আভিজাত্যাভিমানী নব্য দলের সুবুদ্ধি কোন কোন বৈদ্যসন্তান অধুনা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিবার অভিপ্রায় উপরি উদ্ধৃত প্রমাণের অনুরূপ অপ্রামাণিক একটী অভিনব শ্লোক রচনা পূর্ব্বক তাহা উৎকলকারিকা-বিশেষ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া সপ্তগোত্রীয় কর প্রভৃতি ৭ ঘর বৈদ্যের পরিচয়ে প্রচার করিতেছেন। এদিকে কিন্তু বৈদ্য জাতির প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় সেন দাসাদি ৮ ঘর বৈদ্যেরই প্রবর ও গোত্রের নির্দ্দেশ দেখা যায়। উহাদের সাকল্যে ২৮টী গোত্র। তন্মধ্যে সেনদিগের ধন্বন্তরি প্রভৃতি ৮, দাসদিগের মৌদ্গল্য প্রভৃতি ৬, গুপ্তের কাশ্যপ প্রভৃতি ৩, দত্তদিগের কৌশিক প্রভৃতি ৪, দেবদিগের আত্রেয় প্রভৃতি ৪, ধরদিগের কাশ্যপ, কুণ্ডদিগের ভরদ্বাজ, রক্ষিতদিগের কাশ্যপ। দেশভেদে কোন কোন বংশের পরিচয়ে ভিন্ন ভিন্ন যে গোত্র কথিত আছে, তাহা অপ্রসিদ্ধ। প্রবরের উল্লেখ এস্থলে প্রয়োজন নাই। পঞ্জিকান্তরে বহু ঘর উত্তম মধ্যম ও অধম বৈদ্যের উল্লেখ আছে, * পরন্তু নব্য বৈদ্য সম্প্রদায় তাহা না মানিয়া কর প্রভৃতি কেবল সাত

* "সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুন্তশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃক্ষ॥"
* ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাদ্যকৌ।
মৌদ্গল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপি চ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাসানাং তদনন্তরম্।
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ শালঙ্কায়ন এব চ॥
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ ষড়মী মতাঃ।
গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা॥
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ॥
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ।
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্য আলমানকঃ॥
ধরস্তু কাশ্যপঃ প্রোক্তো ভরদ্বাজশ্চ কুন্তজঃ।
কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈকো গোত্রা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শব্দকল্পদ্রুম, বৈদ্যশব্দ দ্রষ্টব্য।

* মানবস্যাং।

ঘর বৈদ্যের গোত্রোল্লেখ করিয়া একটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছে
উদ্দেশ্য এই—প্রথমতঃ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করা, দ্বিতীয়
কতকগুলি (অন্ততঃ সাত ঘর) বৈদ্য-বংশীয়কে ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ 'শর্ম্মা' উপাধি
ভূষিত করা। যাহা হউক এক্ষণ নব্য সম্প্রদায়ের সেই কাল্পনিক শ্লোকটী বি
প্রদর্শিত ও আলোচিত হইতেছে। যথা—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ।
মৌদগল্য দাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ ॥
ধন্বন্তরি সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ।
শাণ্ডিল্যশ্চন্দ্রশর্ম্মা চ অম্বষ্ঠা ব্রাহ্মণা ইমে ॥"

মন্দারমালা, মাসিক পত্রিকা।
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১২৩ পৃঃ।

ইহার সহজ ও সংক্ষেপ অর্থ এই,—
করশর্ম্মা প্রভৃতি ৭টী বংশের ভরদ্বাজ প্রভৃতি ছয়টী গোত্র; ইহারা
ব্রাহ্মণ। পাঠক! এখন বিচার্য্য এই, উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটি প্রামাণি
কাল্পনিক?

প্রথমতঃ। অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে উৎকল দেশে বৈ
অম্বষ্ঠ জাতির বিস্তৃতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ
মহারাষ্ট্র দেশে ইহাদিগের বিস্তৃতির প্রমাণ আছে। অতএব উৎকলের বৈদ্য সম
জন্য কোন কারিকা প্রণীত হওয়া সম্ভব হইতেছে না।

দ্বিতীয়তঃ। পক্ষান্তরে উৎকল-ব্রাহ্মণ-সমাজে ব্রাহ্মণের কারিকা থাকা
হইতেছে। সেজন্য ইহা সঙ্গত যে, সম্বন্ধনির্ণয়-কর্ত্তা ঐরূপ কোন এক কা
হইতে ৭ ঘর ব্রাহ্মণের ৬টী গোত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, (যাহা
প্রদর্শিত হইয়াছে) তন্মধ্যে গুপ্ত, সেন, দত্ত ও চন্দ্র উপাধির আদৌ উল্লেখ
উৎকল-ব্রাহ্মণ-সমাজেও (যতদূর জানা গিয়াছে) ঐ সকল উপাধি প্রচলিত
যায় না। অতএব ইহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, উপরি উদ্ধৃত মন্দারমালা-প্র
প্রমাণ কোন উৎকল কারিকায় নাই।

তৃতীয়তঃ। অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতির মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বঙ্গজ
সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন কারিকা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে চ
কবিকণ্ঠহার, সদ্বৈদ্যপঞ্জী, বৈদ্যকুলদর্পণের নাম করা যাইতে পারে। স্মৃ
ভরতমল্লিক, কবিকণ্ঠহার প্রভৃতি ঐ সকল বৈদ্যকারিকা প্রণয়ন করিয়া গিয়া

যদি উৎকল-বৈদ্য-কারিকা বলিয়া কোন প্রামাণিক গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই আপনাপন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া যাইতেন।

চতুর্থতঃ। উদ্ধৃত শ্লোকে 'অম্বষ্ঠা ব্রাহ্মণা ইমে' এইরূপ প্রয়োগ আছে। বিচার করিয়া দেখিলে এই শ্লোকাংশের কোন অর্থ হয় না। কেননা শাস্ত্র-প্রমাণে ও সমাজ-ব্যবহারে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ, ইহারা বিভিন্ন জাতি; সুতরাং অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিলে সোণার পাথর বাটীর মত একটা অর্থশূন্য শব্দ হইয়া পড়ে। পরন্তু কেহ কেহ বলেন, বৈদ্যজাতি পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ-দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেজন্য শ্লোকে অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ শব্দ বিনিবেশিত হইয়াছে। অনেকে হয়ত জানেন, অম্বষ্ঠ নামে একটী জনপদ কাশ্মীরের নিকটে (কাহার মতে সিন্ধুদেশে) বিদ্যমান আছে। ঐ স্থান-নিবাসী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ-কায়স্থ নামে কথিত হইতে পারেন। তাই বলিয়া ঐ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ কদাচ অম্বষ্ঠ জাতির বিষয়ীভূত নহেন; কেননা তাঁহারা যে বৈদ্যক বৃত্তিক ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তদ্ভিন্ন এমন কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণও দেখা যায় না, যাহাতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে যে, কতক অম্বষ্ঠ-দেশীয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে কোন কালে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে আসিয়া বাস ও বৈদ্যক বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কালে সবংশে অম্বষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। অতএব স্থির হইয়াছে, অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ শব্দ কল্পনাপ্রসূত ও অর্থশূন্য।

পঞ্চমতঃ। উদ্ধৃত শ্লোকে 'শর্ম্মা' ও 'ব্রাহ্মণ' এই দুইটী পদ বিন্যস্ত আছে। সকলেই জানেন, ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মা, অতএব ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ যদি ব্যর্থ হয়; তবে উহার বিশেষণে শর্ম্মা শব্দের প্রয়োগ অবশ্যই নিরর্থক হইবে। দেখা যায় বৈদ্যকারিকা-কর্ত্তৃগণ কেহই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যক কোন প্রকারের ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। যদিও ভরতমল্লিক মহাশয়, স্বীয় কারিকায় "কলৌ শূদ্রসমা মতাঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐরূপ উক্তি কেবল বিহিতোৎপন্ন অম্বষ্ঠেই প্রযোজ্য হইতে পারে। দেখা যায়, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও ঠিক ঐরূপ ভাবে স্বীয় শুদ্ধিতত্ত্বে আধুনিক অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা অবিহিতোৎপন্ন অম্বষ্ঠ এবং প্রতিলোমজ বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে ওরূপ প্রয়োগ কদাচ সম্ভবপর হইত না। কেননা শেষোক্তেরা চিরকাল ত সমাজে হীন শূদ্ররূপেই পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। অতএব ইহাদিগের মধ্যে দন্ত্যস-যুক্ত দাসোপাধিই স্বাভাবিক। দেখাও যায় রাঢ়, বঙ্গ ও বারেন্দ্র সমাজের বহু বৈদ্য-পরিবারে ঐ দাসোপাধি তৎসহ মাসাশৌচ চিরকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যদিও কোন কোন অম্বষ্ঠ বা

অম্বষ্ঠ মিশ্র বৈদ্যবংশে দত্ত গুপ্তাদি বৈশ্যোপাধির ব্যবহার প্রচলিত আছে, আ কোথায় বা মল্লিক, রায়, বরাট, প্রভৃতি আগন্তুজ উপাধিরও প্রচলন দেখা যায়, কি ঐ সকল উপাধিধারী সবকেই শূদ্রবৎ তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বিস্ময়ের বি ইহাদের বংশধরেরা কেহ কেহ আপনাদিগকে 'একতম' ব্রাহ্মণ বলিয়া পরি করিতে সাহসী হইয়াছেন, এবং তাহার পোষকে দন্ত্যস-যুক্ত দাসের স্থানে তালব্য যুক্ত দাশ এবং শর্ম্মা উপাধির ব্যবহারেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, পা দিগের অবগতির জন্য এস্থানে দন্ত্যস-যুক্ত দাস ও তালব্য শ-যুক্ত দাশ, তথা শ শব্দের নিরুক্তি ও অভিধানিক অর্থ কিরূপ, তাহা অগ্রে নির্দ্দেশ করিব। প ঐ ঐ শব্দ উপাধিরূপে ব্যবহারে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ জাতির ন্যায্য অধিকার কত তাহারও অনুশীলন করা যাইবে।

১। দাস,—দস্ ধাতু—দসতীতি—দানিট্ নস্য চ আৎ—দাস।

অথবা—

দাস্যতে ভৃতিরস্মৈ দাসতি দদাত্যেবং স্বামিনে উপচারায় বা দাস অচ্। উণ, ৫

কোষার্থ—দাস ভৃত্য, চাকর, দাস।

২। দাশ—দশ্ ও দনশ্ ধাতু—দশতি, ছিনত্তি মৎস্যান্ দশ্ চ নস্য (দংশশ্চ) উণ, ৫।১১

কোষার্থ—ধীবর, জেলে—মৎস্য ধরিয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

অপিচ,—

৩। দাশৃ—দানে দাশ্নুত্যস্মৈ দাশো বিপ্রঃ। ক্রমদীশ্বর-প্রণীত সংক্ষি ব্যাকরণের কৃদন্ত অধ্যায়ে একটী সূত্র আছে,—

পুংসি ঘণ্ কারকে চ।

ইহার জমুর ও হরিনন্দি * কৃত বৃত্তিতে "দাশ্নুত্যস্মৈ দাশো বিপ্রঃ" এ উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অর্থ—দাশৃ ধাতুর অর্থে দান। এই দাশৃ ধাতুর উত্তর পুংলিঙ্গে সম্প্রদান ঘণ্ প্রত্যয় দ্বারা দাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাহার অর্থ বিপ্র, ব্রাহ্মণ, যাহাকে দান যায়।

অপর, মহেন্দ্র শর্ম্মার কৃৎপ্রদীপিকা টীকায় বিশেষভাবে 'দাস' ও 'দাশ' অর্থ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে, যথা—দাশ ঋত্বিজি, দানেঃ, ভৃত্যে দন্ত্যঃ।

* ইঁহারা দুই জনেই জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, ইহা নব্য বৈদ্য সম্প্রদায় প্রচার করিয়া

ঐরূপ সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশও স্বপ্রণীত গূঢ়প্রকাশিকা নাম্নী টীকায় দাশ শব্দে ঋত্বিক অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব ব্যাকরণ, তাহার বৃত্তি ও টীকা এবং অভিধানের সাহায্যে নিঃসন্দেহে জানা গেল যে, দস্ ধাতু নিষ্পন্ন দাস শব্দে ভৃত্য এবং দাশৃ ধাতু নিষ্পন্ন দাশ শব্দে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত বুঝায় এবং ধীবর ও বুঝাইতে পারে। এদিকে হিন্দু জাতির কোন ইতিহাসে এরূপ জানা যায় না যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি, যেমন অম্বষ্ঠ, বৈদ্য প্রভৃতি কস্মিনকালেও যজ্ঞাদিতে ঋত্বিকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণা স্বরূপ দৈব বিবাহের অনুষ্ঠাতা হইয়া যজ্ঞ কর্ত্তার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন? † অথবা আর্য্য সমাজে কোথায় কেহ দৈব পৈত্রাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পৌরহিত্যে ও প্রতিগ্রহকারী বিপ্রের স্থানীয় রূপে স্বীকার করিয়াছেন? মন্বাদির ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় ষট্ কর্ম্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ, এই ত্রিবিধ বৃত্তি ব্রাহ্মণের উপজীবিকা রূপে কল্পিত হইয়াছে। অন্যান্য দ্বিজাতির বা অন্য কোন জাতির কাহাকেও এই বৃত্তিত্রয়ে অধিকার দেওয়া হয় নাই। * মনু বলিয়াছেন, "যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য।" † সনাত

† "যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতদানং দৈবধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥"২৮
মনু ৩ অঃ।

* অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥৭৫
ষণ্ণাং তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ পরিগ্রহঃ॥৭৬
ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥৭৭
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতি॥৭৮ মনু ১০ অঃ

† যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥ মনু ১০ম অঃ, ৯৬

তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—
ইজ্যাধ্যয়ন দানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ।
প্রতিগ্রহোঽধিকে বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা॥

* প্রাচীন কালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন শব্দে মুখ্যতঃ বেদের পঠন ও পাঠন বুঝাইত, কদাচিৎ যুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকটও অধ্যয়নের বিধান আছে, কিন্তু যাজন কার্য্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন জাতির কখন অধিকার ছিল না, এখনও নাই।

ব্যবহারেও দেখা যায়, ব্রাহ্মণের উল্লিখিত তিন বৃত্তি ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে
কখন অবলম্বন করেন নাই। তন্মধ্যে এস্থলে কেবল প্রতিগ্রহের কথাই বি
উল্লেখ আবশ্যক হইতেছে। ইহা সকলেই অবগত যে, বর্ত্তমান বৃত্তি বিশৃঙ্খল
দিনেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রতিগ্রহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দে
যায় না। ভাল, কেহ কি কখন শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন যে অম্বষ্ঠ বা বৈ
কেহ পরিগ্রহের জন্য আহ্বান করিয়াছে? বৈদ্যকে যে বেতন ও ঔষধের মূ
দেওয়া হয়, তাহা পরিগ্রহ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, প্রত্যুত: উহা বৈ
বেতন এবং ঔষধের মূল্য মাত্র। গৃহস্থ কর্ত্তৃক দৈব ও পৈত্র্য এবং ব্র
কার্য্যে যে সকল দ্রব্য উৎসর্গীকৃত হয়, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হইয়া থা
ব্রাহ্মণ ঐ দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলে উহা তাহার পরিগ্রহ করা হয়। অতএব
যাইতেছে, প্রতিগ্রহ বৃত্তিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি (কেবল ক
কৈবর্ত্ত ছাড়া) তালব্য শ যুক্ত দাশ শব্দ উপাধি রূপে ব্যবহার করিতে অধি
নহে। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির কথা আর কি বলিব? ইহাদের মধ্যে চিরকাল
দাসোপাধি প্রচলিত আছে, তাহা শূদ্রধর্ম্ম পরিচায়ক! তাহাতে কি সন্দেহ থা
পারে? পরন্তু ইদানীং নব্যতন্ত্রের কতকগুলি অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য দন্ত্য স যুক্ত
পরিবর্ত্তে তালব্য শ যুক্ত "দাশ" এবং উপাধি আপনাপন নামের উত্তর ব্য
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাহাদের অবশ্য কোন অভিসন্ধি আছেই আছে।
প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ও ধীবর জাতি এই দাশ উপাধি ব্যবহার ক
অধিকারী। বৈদ্যগণ এত কালের পরে যে ধীবরোপাধি গ্রহণে যত্নবান হইয়া
ইহা কেহই মনে করিতে পারে না সুতরাং ব্রাহ্মণের দাশ উপাধি তাহারা গ্র
আপনাদিগকে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত করিতেই ইচ্ছা করিয়াছেন, ই
বুঝিতে হইবে। দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত নব্যতন্ত্রী বৈদ্য সন্তানেরা এই দাশো
আপনাদের ব্রাহ্মণ পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতে না পারিয়া আবার ব্রা
প্রকৃষ্ট 'শর্ম্মা' উপাধি সেন, গুপ্ত, দত্ত প্রভৃতি পদ্ধতির উত্তরও ব্যবহারেও
হইয়াছেন।

এস্থলে পাঠকগণের বিদিতার্থ শর্ম্মন্ শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও ব্যবহা
সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

'শর্ম্মা' শৃ ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয় দ্বারা শর্ম্মন্ শব্দ ও তাহার প্রথমা
বচনে শর্ম্মা পদ সিদ্ধ হয়। (শৃ+সর্ব্ব ধাতুভ্যো মনিন্=শর্ম্মন্। পাণিনি,
৪।১৪৪)

শর্ম্মন্ শব্দের রূঢ়্যর্থ শুভ বা মঙ্গল। মনু এই অর্থ স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ শিশুর নাম করণে নামোত্তর শর্ম্মা পদ ব্যবহারের উপদেশ করিয়াছেন।* মনু দ্বিজের শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের দাস শব্দযুক্ত নাম করিতে বলিয়াছেন।† তদনুসারে হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণেরাই আপনাদের নামের উত্তর কখন 'শর্ম্মা' কখন বা 'দেবশর্ম্মা' উপাধি ব্যবহার করিতেছেন। ইহা ব্রাহ্মণ-দিগের নিজস্ব উপাধি, সুতরাং ক্ষত্রিয়াদি আর কোন বর্ণের বা কোন জাতির উহার ব্যবহারে অধিকার নাই। সমাজ ব্যবহারেও উহা চির প্রচলিত প্রথা হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আগন্তুক অনেক উপপদ্ধতি কালে কালে প্রবিষ্ট হইলেও 'শর্ম্মা' উপাধি হইতে কেহ কখন বিচ্ছিন্ন হন নাই; কেননা ঐ সকল আগন্তুক উপাধির উত্তর 'শর্ম্মা' উপাধি যোজন রীতিও প্রচলিত দেখা যায়। যেমন শ্যামাচরণ সরকার শর্ম্মা, রাধানাথ রায় শর্ম্মা, রামদাস মজুমদার শর্ম্মা ইত্যাদি। এদিকে কিন্তু দেখা যায়, সম্প্রতি কয়েকজন অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য সন্তান উল্লিখিত শাস্ত্র শাসন ও সামাজিক প্রথাকে পদদলিত করিয়া আপনাপন নামের উত্তর পূর্ব্বপ্রচলিত পুরুষানুক্রমিক ব্যবহৃত 'দাস' উপাধির পরিবর্ত্তে 'দাশ' এবং তৎসহ ও অন্যান্য উপাধির উত্তরও 'শর্ম্মা' উপাধি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাদের এ বিষয়ে যেরূপ গূঢ় অভিসন্ধি থাকা সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

ব্রাহ্মণ।

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়, "বাংলার ব্রত" নামক প্রবন্ধে ব্রাহ্মণদিগকে বড়ই উপহাস করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের দোষ এই যে, "তাঁহারা জাতিনির্ব্বিশেষে যেখানে যে ব্রত পাইয়াছেন সে সমস্ত এবং নিজেদের মনগড়া নূতন নূতন ব্রত নৈবেদ্য আর দক্ষিণার লোভে

---

* "শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্য সংযুতম্ ॥৩২ মনু ২ অঃ

† শর্ম্ম দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতি দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥ মনুর টীকায়, কুল্লুক ভট্ট।

ব্যবহারেও দেখা যায়, ব্রাহ্মণের উল্লিখিত তিন বৃত্তি ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কো কখন অবলম্বন করেন নাই। তন্মধ্যে এস্থলে কেবল প্রতিগ্রহের কথাই বিশে উল্লেখ আবশ্যক হইতেছে। ইহা সকলেই অবগত যে, বর্ত্তমান বৃত্তি বিশৃঙ্খলা দিনেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রতিগ্রহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দে যায় না। ভাল, কেহ কি কখন শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন যে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য কেহ পরিগ্রহের জন্য আহ্বান করিয়াছে? বৈদ্যকে যে বেতন ও ঔষধের মূ দেওয়া হয়, তাহা পরিগ্রহ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, প্রত্যুতঃ উহা বৈদ্যে বেতন এবং ঔষধের মূল্য মাত্র। গৃহস্থ কর্ত্তৃক দৈব ও পৈত্র্য এবং ব্রত কার্য্যে যে সকল দ্রব্য উৎসর্গীকৃত হয়, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হইয়া থাকে ব্রাহ্মণ ঐ দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলে উহা তাহার পরিগ্রহ করা হয়। অতএব দে যাইতেছে, প্রতিগ্রহ বৃত্তিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি (কেবল বঙ্গা কৈবর্ত্ত ছাড়া) তালব্য শ যুক্ত দাশ শব্দ উপাধি রূপে ব্যবহার করিতে অধিক নহে। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির কথা আর কি বলিব? ইহাদের মধ্যে চিরকাল দাসোপাধি প্রচলিত আছে, তাহা শূদ্রধর্ম্ম পরিচায়ক! তাহাতে কি সন্দেহ থাকি পারে? পরন্তু ইদানীং নব্যতন্ত্রের কতকগুলি অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য দন্ত্য স যুক্ত দা পরিবর্ত্তে তালব্য শ যুক্ত "দাশ" এবং উপাধি আপনাপন নামের উত্তর ব্যবহ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাহাদের অবশ্য কোন অভিসন্ধি আছেই আছে। পূ প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ও ধীবর জাতি এই দাশ উপাধি ব্যবহার করি অধিকারী। বৈদ্যগণ এত কালের পরে যে ধীবরোপাধি গ্রহণে যত্নবান হইয়াছে ইহা কেহই মনে করিতে পারে না সুতরাং ব্রাহ্মণের দাশ উপাধি তাহারা গ্র আপনাদিগকে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত করিতেই ইচ্ছা করিয়াছেন, ই বুঝিতে হইবে। দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত নব্যতন্ত্রী বৈদ্য সন্তানেরা এই দাশো আপনাদের ব্রাহ্মণ পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতে না পারিয়া আবার ব্রাহ্ম প্রকৃষ্ট 'শর্ম্মা' উপাধি সেন, গুপ্ত, দত্ত প্রভৃতি পদ্ধতির উত্তরও ব্যবহারেও প্ হইয়াছেন।

এস্থলে পাঠকগণের বিদিতার্থ শর্ম্মন্ শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও ব্যবহার সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

'শর্ম্মা' শৃ ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয় দ্বারা শর্ম্মন্ শব্দ ও তাহার প্রথমার বচনে শর্ম্মা পদ সিদ্ধ হয়। (শৃ+সর্ব্ব ধাতুভ্যো মনিন্=শর্ম্মন্। পাণিনি, ৪।১৪৪)

শর্ম্মন্ শব্দের রূঢ়্যর্থ শুভ বা মঙ্গল। মনু এই অর্থ স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ শিশুর নাম করণে নামোত্তর শর্ম্মা পদ ব্যবহারের উপদেশ করিয়াছেন।* যম বিপ্রের শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের দাস শব্দযুক্ত নাম করিতে বলিয়াছেন।† তদনুসারে হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণেরাই আপনাদের নামের উত্তর কখন 'শর্ম্মা' কখন বা 'দেবশর্ম্মা' উপাধি ব্যবহার করিতেছেন। ইহা ব্রাহ্মণদিগের নিজস্ব উপাধি, সুতরাং ক্ষত্রিয়াদি আর কোন বর্ণের বা কোন জাতির উহার ব্যবহারে অধিকার নাই। সমাজ ব্যবহারেও উহা চির প্রচলিত প্রথা হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আগন্তুক অনেক উপপদ্ধতি কালে কালে প্রবিষ্ট হইলেও 'শর্ম্মা' উপাধি হইতে কেহ কখন বিচ্ছিন্ন হন নাই; কেননা ঐ সকল আগন্তুক উপাধির উত্তর 'শর্ম্মা' উপাধি যোজন রীতিও প্রচলিত দেখা যায়। যেমন শ্যামাচরণ সরকার শর্ম্মা, রাধানাথ রায় শর্ম্মা, রামদাস মজুমদার শর্ম্মা ইত্যাদি। এদিকে কিন্তু দেখা যায়, সম্প্রতি কয়েকজন অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য সন্তান উল্লিখিত শাস্ত্র শাসন ও সামাজিক প্রথাকে পদদলিত করিয়া আপনাপন নামের উত্তর পূর্ব্বপ্রচলিত পুরুষানুক্রমিক ব্যবহৃত 'দাস' উপাধির পরিবর্ত্তে 'দাশ' এবং তৎসহ ও অন্যান্য উপাধির উত্তরও 'শর্ম্মা' উপাধি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাদের এ বিষয়ে যেরূপ গূঢ় অভিসন্ধি থাকা সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

ব্রাহ্মণ।

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়, "বাংলার ব্রত" নামক প্রবন্ধে ব্রাহ্মণদিগকে বড়ই উপহাস করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের দোষ এই যে, "তাঁহারা জাতিনির্ব্বিশেষে যেখানে যে ব্রত পাইয়াছেন সে সমস্ত এবং নিজেদের মনগড়া নূতন নূতন ব্রত নৈবেদ্য আর দক্ষিণার লোভে

---

* "শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্য সংযুতম্ ॥২৩ মনু ২ অঃ

† শর্ম্ম দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতি দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥ মনুর টীকায়, কুল্লুক ভট্ট।

সৃষ্টি করিয়া লাভবান্ হইয়াছেন।” “মিষ্টান্নের চারিদিকে ব্রাহ্মণ মাছি আস্তে আস্তে আসেন ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত সহ লড্ডুক দান কর বলে।”

তিনি লিখিয়াছেন, “ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্য্যেরা যাঁদের দেখা পেলেন, তাঁদের ডাকলেন তাঁরা ‘অন্যব্রত’ বলে। আর্য্যেরা যাঁদের অন্যব্রত, অকর্ম্মা, দস্যু, দাস ইত্যাদি বলেছেন, এই সব ব্রত এবং ভারতবর্ষে শিল্প-কলার ইতিহাসের মধ্য দিয়া সেই সব অন্যব্রতদের সম্বন্ধে অন্যরকম সাক্ষ্য আমরা পাচ্ছি। যেমন বাস্তুবিদ্যা, ময়শাস্ত্র এবং ময় ছিলেন দানব! আর্য্যেরা যখন ইন্দ্রকে হোম করে যুদ্ধে বিজয় কামনা করছেন ততক্ষণ অন্যব্রতরা তাদের পুরীসকল অস্ত্র শস্ত্রে পাষাণ প্রাচীরে সুদৃঢ় করে তুলছে-ইন্দ্রকে খুসি করতে বসে না থেকে, এবং সে সময় তাদের মেয়েরা যে কি ব্রত করছে তারও কতকটা আভাষ ‘রণেএয়ো’ ব্রতের এই ছড়াটি থেকে আমরা পাচ্ছি :—‘রণেরণে এয়ো রব, জনে জনে সুয়ো হব।’ এ কামনা যাদের মেয়েরা করতে পারে তারা অন্যব্রত হলেও আর্য্য বলা যায় না।”

ঠাকুর মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন ময়দানব “অন্যব্রত” বটে কিন্তু অনার্য্য নহে। দানব হইলেই অনার্য্য হয় না। যাহারা পাষাণ দিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ করতঃ পুরী সকল অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত করিতে পারে তাহারা অনার্য্য নহে, সভ্য আর্য্য, কিন্তু “অন্যব্রত”। এক মঙ্গোলীয় জাতীয় ছাড়া অনার্য্য সভ্য জাতি আর দেখা যায় না। অনার্য্য অর্থ যাদের আর্য্যবংশে জন্ম নহে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণকে তিনি যে গৌরব দিয়াছেন তাহা তাহাদের প্রাপ্য নহে। সেগুলি আর্য্যদের কীর্ত্তি চিহ্ন। অনার্য্যগণের এইরূপ শিল্পকলার নিদর্শন কোথাও নাই।

আর্য্য রাজা দক্ষের কন্যা অদিতি, দিতি এবং দনু প্রভৃতির সহিত কশ্যপ ঋষির বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং ইহার ফলে আর্য্য সন্তানই জন্মিয়াছে। অদিতির পুত্র আদিত্য, দিতির পুত্র দৈত্য এবং দনুর পুত্র দানব নামে অভিহিত হইয়াছে। এই দৈত্য ও দানবগণ আর্য্য সন্তান, কিন্তু “অন্যব্রত।”

সুর ইন্দ্রের সহিত এই দৈত্য ও দানবগণ বিবাদ করায় অসুর নামে অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা সুর দলভুক্ত নহে, তাহারাই অসুর। অসুরগণ সুরদ্বেষী তাই তাহাদিগকে “অন্যব্রত” বলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ইন্দ্রের বৈমাত্র ভ্রাতা *। সুতরাং অনার্য্য নহে।

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—মেরুতত্ত্ব ১২৭, ১২৮, ১৩০ পৃষ্ঠা।

ইহারা প্রথমে এক সঙ্গেই বাস করিত। সমাজও তখন এক ছিল, তজ্জন্য ইহাদের আচার ব্যবহারে কোনরূপ মিল দেখা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে বা অস্বাভাবিক নহে। দুই সম্প্রদায় মধ্যে কোন কোন অবস্থায় কিছু এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। যাহাদের মেয়েরা “রণে এয়ো” ব্রত করে তাহারা অনার্য্য নহে, অন্যব্রত হইতে পারে। কোন অন্যব্রতের মধ্যে এই ব্রত প্রচলিত থাকিলে তাহারা যে আর্য্যদিগের নিকট হইতে লয় নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি?

ঠাকুর মহাশয় বলেন, “বিলাতের May pole আমাদের চড়ক; গ্রীসের spring festival বসন্ত উৎসব এদেশের হোরি; এবং চাঁচড় মেড়াপোড়ানো শীতকে তাড়িয়ে বসন্তের আগমনের রূপক থেকে এসেছে।” কিন্তু “হিন্দুশাস্ত্রকার যে এই সমস্ত মেনে নিলেন” তার প্রমাণ কি? ভারত হইতে কি এই সমস্ত ব্রত ঐ দেশে যাইতে পারে না? ঐ দেশের লোকেরা কি ভারতীয় আর্য্যদের সঙ্গে কখন এক সঙ্গে ছিলেন না? তাঁহারা একবংশজাত নহেন কি? বিলাত কতদিনের সভ্য, আর চড়ক ভারতে কতদিন হইল চলিতেছে?

ব্রতাদি কিরূপে এক সমাজ হইতে অন্য সমাজে প্রবেশ করে তাহা বোধ হয় ঠাকুর মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। মেয়েদের মধ্যে দিয়াই ব্রতাদি এক সমাজ হইতে সমাজান্তরে প্রবেশ করে। মনে করুন কুকুটীব্রত নাগপুরের পার্ব্বত্য জাতিরই নিজস্ব। কুকুটীর অনেক ছানা হয় বলিয়া হয় ত এই ব্রতে কুকুটীকে পূজা করিতে হয়। মৃতবৎসা দোষ নিবারণ এবং বহু সন্তান লাভ ইহার ফল। কোন হিন্দু সপরিবারে নাগপুরে কিছু দিন বাস করিয়া ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সন্তান হইয়া বাঁচে না বা সন্তান হয় নাই। বাড়ীর পার্ব্বতী ঝি বলিল, “মা! ছেলে না বাঁচিলে বা ছেলে না হইলে আমরা কুকুটীর পূজা করি। তাহাতে মৃত-বৎসা দোষ কাটিয়া যায়, ছেলে বাঁচে। আপনি সেই ব্রত করুন।” মায়ের প্রাণ তাহাই করিতে চাহিল। স্বামীকে বলিল, অবিশ্বাসী স্বামী হয়ত নিষেধ করিলেন, মায়ের প্রাণ সে নিষেধ মানিল না, তিনি গোপনে ঐ ব্রতটী করিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যে কারণেই হউক, তার পর তাহার আর সন্তান মরিল না। সে হয়’ত আবার আর দশজনকে এই কথা বলিল। তাহারাও হয়’ত সেই ব্রত করিল। হয়’ত এক জনের যে কোন কারণেই হউক মৃতবৎসা দোষ গেল, নয় জনের গেল না। যাহার গেল সে আরও লোককে বলিল, যাহাদের ফল হয় নাই, তাহারা হয়’ত নিষেধ করিল, কিন্তু মায়ের প্রাণ সে নিষেধ শুনিল না, ভাবিল উহাদের হয় নাই আমার যদি হয়। এই যদির উপর নির্ভর করিয়া সংসারে তেমন অনেক কার্য্য

হইয়া থাকে, এস্থলেও তাহাই হইল। হয়'ত কেহ ফলও পাইল। এইরূপে সমাজে ব্রতটী যখন বেশ প্রচারিত হইল, তখন আর গোপন থাকিল না, পুরুষগণ জানিতে পারিলেন—ব্রাহ্মণের ডাক পড়িল। ব্রাহ্মণ কুক্কুটী পূজা হয়'ত করিতে পারিলেন না। একটু অদল বদল করিয়া ঐ উদ্দেশ্যেই কুক্কুট নাম করিয়া শিব পূজার ব্যবস্থা করিলেন, স্ত্রীলোকেরা ব্রাহ্মণের কথা মানিয়া লইল, কুক্কুটীব্রত এইরূপে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিল, কুক্কুটের প্রয়োজনীয়তা উঠিয়া গেল, কেবল বাক্যও শিবপূজা দ্বারা কার্য্য চলিতে লাগিল। অদ্যাপিও কাশীতে পুত্র দাতা বীরেশ্বর নামক শিবের পূজা হইতেছে, তাঁহার নির্ম্মাল্য তাবিজে পুরিয়া অনেক স্ত্রীলোক ব্যবহার করতঃ মৃতবৎসাদোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন এবং পাইতেছেন।

এইরূপে যতব্রত গোপনে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার যেটায় ব্রাহ্মণের আবশ্যক হইয়াছে, সেটা হয়'ত ব্রাহ্মণ একটু অদল বদল করিয়া লইয়াছেন। যেটায় ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় নাই সেটা হয়'ত সেইরূপই আছে, কালভেদে একটু এদিক ওদিক হইয়াছে মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রও তাহা "যোষিৎ ব্যবহার সিদ্ধ" বলিয়া ধরিয়াছেন।

এইরূপেই সত্যপীরের সিন্নি সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। পরে ব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়া পীরের স্থানে নারায়ণ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণের অপরাধ কি তাহা ত বুঝিলাম না। খৃষ্টানগণ ছয়দিন পরে সপ্তম দিনে গির্জায় গিয়া যীশু খৃষ্টের নাম করেন, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মগণও সপ্তম দিনে ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে গিয়া পরমব্রহ্মের নাম করেন। খৃষ্ট খৃষ্ট করেন না বলিয়া কি তাঁহারা পচিয়া গেলেন, না উপহাসের পাত্র হইলেন!

শাক্তগণ ৺কালী পূজায় ছাগ বলি দিয়া থাকেন। বিষ্ণুর উপাসকগণও ৺কালী পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু বলি দেন না, তাহাতে তাঁহাদের কার্য্য কি পণ্ড হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন? ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান ভক্তের ইচ্ছা কি, সংকল্প কি, তাহাই দেখেন। মনের সহিত, ভক্তির সহিত, যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে ফল নিশ্চয় হয়। ইহার কারণ বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাসই বলুন আর যাই বলুন, ফলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। তবে সর্ব্বত্রই এক উপায়ে যেমন সকলেরই কার্য্যসিদ্ধ হয় না, তেমনি যতজন ব্রত করেন সকলেরই ব্রত সিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলেই সফল হয় তাহা নিশ্চয়। কার্ত্তিকব্রত করিয়া অনেকে পুত্র লাভ করিয়াছেন, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। এ সব বিশ্বাসেই যে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্ম সমাজে গিয়া কেহ যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকে এবং কখন কখন মিটি মিটি করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে তবে সে ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে গিয়াছে বলিয়াই কি আপনা আপনি ব্রহ্ম আসিয়া তাহার হাতে পড়ে? সকল কার্য্যেই বিশ্বাস চাই। বিশ্বাসের সহিত আল্লা বলিয়া যে ফল, পরমব্রহ্ম বলিয়াও সেই ফল। তজ্জন্য অন্য ব্রতের উপহাস করিবার প্রয়োজনীয়তা কিছু দেখা যায় না।

যাহারা আদর সিংহাসন ব্রত করে, তাহাদিগকে উপহাস করাও কর্ত্তব্য নহে। যে স্বামীর সোহাগ পায় না সে যদি আদর সিংহাসন ব্রত করিয়া স্বামী সোহাগিনীকে সাজায়, আদর আপ্যায়ন করে, তাহা হইলে সাজাইতে সাজাইতে তাহার মনে প্রশ্নের উদয় হয়, ইহার স্বামী ইহাকে কি গুণে এত সোহাগ করে? যে গুণে ইনি স্বামী সোহাগিনী, তাহা বুঝি তাহার নাই, তাই তাহার স্বামী তাহাকে সোহাগ করে না। এই সব কথা মনে পড়িলেই সেই স্ত্রীটী নিজেকে সুধরাইবার পথ পায়। হয়'ত কালে স্বামী সোহাগিনী হইতেও পারে। অবশ্য আমি ক'নে-সহিনদিগের (bride groom) ক'নের (bride) কথা বলিতেছি না। প্রকৃত হিন্দু স্বামী সোহাগিনী স্ত্রীর কথা বলিতেছি। আদরসিংহাসনব্রত করিবার উদ্দেশ্যে পাড়া হইতে স্বামী সোহাগিনী স্ত্রী বাছিয়া বাহির করা উপলক্ষেও সমাজের অনেক উপকার হয়। যে স্বামী সোহাগিনী নহে, সেও স্বামী সোহাগিনী হইবার চেষ্টা করে। এক শ্রেণীর একটি ছাত্র পুরস্কার পাইলে অন্য ছাত্রগণও যেমন পরবৎসর পুরস্কার পাইবার জন্য চেষ্টা করে, আদরসিংহাসনব্রতে নিমন্ত্রণ পাইবার গৌরবের লোভে অনেক স্ত্রীই স্বামী সোহাগিনী হইতে চেষ্টা করে। যে ব্রতে এত উপকার, সে ব্রতকে উপহাসের বা উপেক্ষার ব্যাপার মনে করা বা মানুষ পূজা বলিয়া কটাক্ষ করা উচিত নহে। যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে না, সেও লজ্জায় পড়িয়া ভাল বাসিতে বাধ্য হয়। ইহা কি কম উপকারের কথা।

হোলির সময় মেড়াপোড়ানের মত একটা অনুষ্ঠান বোহোমিয়ার গ্রামে গ্রামে চলিত আছে, ছেলেরা খড়পালা দিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়, আর "মৃত্যুকে গ্রামের বাহিরে তাড়ালেম, নব গ্রীষ্মকে বরণ করে আনলেম্" বলিয়া গান করে। ঠাকুর মহাশয়ের মতে এটিকে হিন্দু শাস্ত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে। কেন? যখন বোহোমিয়াবাসী আর্য্যগণ ও হিন্দুগণ এক সঙ্গে ভারতে বা ভারতের বাহিরে বাস করিতেন সেই সময় এ প্রথা তাহাদের মধ্যে ছিল, যাইবার সময় তাহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে বলিতে বাধা কি? বোহোমিয়াবাসীগণের মত হোলির সময় মেড়া পোড়ানের উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ শীতকে তাড়ান এবং গ্রীষ্মকে ডাকিয়া আনাই তার উদ্দেশ্য।

পৌষ সংক্রান্তিতেও কৃষক সন্তানেরা মাঠে খড়ের পালা দিয়া ভোর সময় আগুণ লাগাইয়া দেয় এবং তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে আর গান করে এবং আগুন পোহায়, ইহার অর্থ বোধ হয় শীতকে বরণ করা, সুতরাং এদেশে শীতকে বরণ করা ও বিদায় দেওয়া দুই প্রথাই দেখা যায়।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন "ব্রত গুলি আর্য্য গৃহের এবং আর্য্য হৃদয়ের ছবি নহে। আর্য্যের চেয়ে বরং অনার্য্যের, অনুব্রতদের গৃহলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এই সব ব্রতের আলপনায়, ছড়ায়, ব্রত কথায় সুস্পষ্ট দেখা যায়। অনার্য্য অংশ শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট আছে এবং সেই অংশ গুলিকে হিন্দু পুরাণ ও তন্ত্র মন্ত্রের আবরণে ঢাকিবার চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু সব সময় সে চেষ্টা সফল হয় না দেখি।" কথাটা ঠিক হতে পারে, তবে ঠাকুর মহাশয় উপহাস স্থলে বলিয়াছেন, তাই তিনি দেখিয়াছেন যে, ঢাকিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। যদি কেহ প্রকৃত কথা বিচার করিয় দেখেন, তবে তিনি দেখিবেন, ঢাকিবার চেষ্টা আদপেই হয় নাই, যতটা আপনার করিয়া লওয়া যায়, ততটা রূপান্তর করিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে উপহাসের কথা কিছুই নাই। ব্রাহ্মগণ গির্জার নকল করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু গির্জার মত করিয়া গড়েন কি? একটু রূপান্তর করিয়াছেন, কিন্তু তাতে উপহাসের কথা কিছু আছে কি? সমাজে কোন অনার্য্যব্রত চলে গেলে ব্রাহ্মণ যেন তাহা "ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন," "নকল করিয়াছেন," "সফল হয় নাই" ইত্যাদি কথা বোধ হয় ব্যবহার না করাই ভাল। শীত প্রধান দেশবাসীর পোষাক যদি গ্রীষ্মদেশবাসীগণ নকল করিয়া উপহাসাস্পদ না হন, চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খাইতে, দস্তানা শূন্য হাতে কাঁটা চাম্‌চে ব্যবহার করিতে লজ্জা না করেন বা নিন্দার্হ না হন, তবে ব্রাহ্মণগণ দুই চারিটি সমাজপ্রচলিতব্রত যদি আপনার করিয়া লইয়া থাকেন তবে এতই কি অপরাধ করিয়াছেন!

ঠাকুর মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের উদারতার পিছনে সম্পূর্ণ অনুদারতার ভাব দেখিতে পাইয়াছেন—"সবাই নিজের নিজের ধর্ম্মাচরণ করতে থাকে এটা নয়, সবাই আসুক এক হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কবলে, এবং এরি জন্যে শাস্ত্রের ছাঁচ সবটার উপরে বেড়াজালের মত দেওয়া হচ্চে।" ঠাকুর মহাশয় এই ভাবটার মধ্যে উদারতা দেখিতে পান নাই। তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ব্যাসদেব ঠিক বলেছেন—"দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্রং সগোত্র ধর্ম্মং নহি সংত্যজেচ্চ" অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র অবিরোধি যাহা দেশব্যবহার তাহাই প্রথম পালনীয়; কিন্তু সগোত্র পরিত্যাগ করা উচিত নহে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও ব্যাসদেবের পদানুসরণ করিয়া উদার ভাবেই স্ত্রী-

লোকদিগের অনুষ্ঠেয় অশাস্ত্রীয় কার্য্য "যোষিৎ ব্যবহারসিদ্ধা" বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

যদি এই উদারতা সকলের হৃদয়ে থাকিত তাহা হইলে আজ ভারতে এত সম্প্রদায় দেখিতে পাইতাম না। সগোত্র অর্থাৎ স্বসমাজ ছাড়িয়া কেহ সমাজদ্রোহী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করিত না। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া দুর্ব্বল হইত না। তুলসী দাস বলিয়াছেন—"পাথর পূজিলে যদি হরি পাওয়া যায়, তবে আমি পাহাড় পূজিতে প্রস্তুত আছি।" কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ পাথর পূজা না করে, তবে তাহাকে সমাজ হইতে কেহ তাড়াইয়া দেয় না, শাস্ত্রও তাহা বলে না। এটা কি উদারতা নহে? আচারভ্রষ্ট সমাজদ্রোহীকে হিন্দু দেখিতে পারে না।

ব্রাহ্মগণ "একমেবাদ্বিতীয়ং" পাইলেন কোথায়? তাঁহারা যদি হিন্দুসমাজদ্রোহী না হইতেন তবে কি হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেন? সকলকে আপনার করার চেষ্টা এবং সুযোগ পাইলে আপনার করিয়া লওয়া যদি অনুদারতা হয় তবে এমন মতকে হিন্দু দূর হইতে নমস্কার করিয়া থাকেন। দুদিন বিলাতে থাকিয়া দেশে আসিয়া যে ব্যক্তি আপনাকে হারাইয়া ফেলে, হ্যাট্ কোট পরিয়া বাবুর্চ্চি সঙ্গে লইয়া সমাজের দ্বারে গিয়া সমাজকে আপনার করিয়া লইতে আশা করে, তাহাকে হিন্দু-সমাজ দূরে ফেলিয়া দেয়। সমাজদ্রোহী হইয়া যে ব্যক্তি সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া পৈতা পোড়াইয়া ফেলেন, প্রকাশ্যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অখাদ্য খাইয়াছেন স্বীকার করেন, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যে পৈতা পোড়ায় না, অখাদ্য খাইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিয়া বাহাদুরি করে না, উদার হিন্দু তাহাকে ত্যাগ করে না। ইহার উদাহরণের অভাব নাই। যে সমাজ তৃণ তরঙ্গের ন্যায় যেদিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায়, সে সমাজ কখন টিকিতে পারে না। তাহারও উদাহরণের অভাব নাই। গোপনে গোপনে একটা কিছু হিন্দুসমাজে চলিয়া যায়, কালে সেটা হিন্দুশাস্ত্র "দেশ-ব্যবহার" বলিয়া মঞ্জুর করেন, এর মধ্যে অনুদারতার ভাব ঠাকুর মহাশয় কোথায় পাইলেন? ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত জানেন ত? এ হেন ব্যাসদেবকে একদিন হিন্দুশাস্ত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, অবতার বলিতেও ছাড়েন নাই। হায়! হায়! ইহার নাম কি অনুদারতা!

বৌদ্ধগণ হিন্দু-ধর্ম্মকে একেবারে জাহান্নামে দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, প্রায় কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় বুদ্ধকে অবতার বলিয়া মানিয়া লইয়া,

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া ছিলেন। ইহার নাম কি অনুদারতা! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি এ সমস্ত উপহাসে চক্ষে দেখিবেন? ব্রাহ্মণগণ হিংসার কোন কার্য্য করেন নাই—যখন সমাজে যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তাহাই করিয়াছেন। হইতে পারে আজ তাহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বা অসুবিধাজনক বোধ হইতেছে, কিন্তু এককালে ঐ নিয়ম হিন্দু সমাজের পক্ষে হিতজনক ছিল।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত কে এতদিন ভারতে হিন্দুধর্ম্মকে, হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছে? কত দেশে কত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত হইয়া কত বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, কি ভারতে ব্রাহ্মণদিগের কৌশলে কথনও তেমন বিপ্লব হইতে পারে নাই। এই সে দিন ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট মত লইয়া কি ঘোর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ভারতে সেরূপ বিপ্লব হইতে পারিয়াছে কি? বৌদ্ধধর্ম্মকে বিদূরিত করিবার সময় কিছু হত্যাকাণ্ড হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইউরোপের তুলনায় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না।

ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মকে তাড়াইয়া হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ চৈতন্যদে মুসলমান ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ রামমোহন খৃষ্টধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন। সময় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণই আবার সধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের গ্রাসে আনিয়া ফেলিয়া দিবে, শাস্ত্রে তাহাও ব্রাহ্মণগণ লিখিয়া রাখি ছেন। ব্রাহ্মণ-সন্তান কল্কি যথাসময়ে অবতীর্ণ হইয়া এই সমন্বয় কার্য্য করিবে একদিন বৌদ্ধধর্ম্ম উদার হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছে। আবার এক দিন মুসলমা ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণেই মিশাবে! ব্রা জাতটা এমনি অনুদার বটে!

কায়স্থ জাতির পৈতা নাই কেন? উদার ব্রাহ্মণগণ যখন বৌদ্ধধর্ম্মকে নি মধ্যে মিশাইয়া লইয়া ছিলেন সেই সময় সংস্কার-বর্জ্জিত পৈতাত্যাগী বৌদ্ধ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়ছিলেন বটে; কিন্তু পৈতা গ্রহণ করেন না তাই আজ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ জাতির পৈতা নাই—তাই আজ সেই পরিত্যক্ত পৈ গ্রহণ করিতে কায়স্থ জাতিকে এত বেগ পাইতে হইতেছে। কালে সবই হই এই ব্রাহ্মণের দ্বারাই হইবে! তাহার প্রমাণ, কায়স্থগণের পৈতা গ্রহণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ মত দিয়াছেন। কালে সকলেই এক মত হইবে। যথন সমাজের অবস্থানু যাহা প্রয়োজন হইবে, সমাজে বিপদ উপস্থিত হইলে যখন ব্রাহ্মণগণ দেখি

সকলেই এই পরিবর্ত্তন-প্রার্থী, তথন তাঁহারাই সে প্রার্থনা পূরণ করিয়া সমাজকে ঠাণ্ডা করিবেন। শিশু পিতামাতার নিকট কাঁদিয়া জিনিষ আদায় করে তবে ছাড়ে। কিন্তু পিতামাতা দিলেন না বলিয়া যদি তাহারা তাঁহাদিগকে মারিতে উদ্যত হয় তবে কি সহজে পায়? আবদার করিতে থাকিলে এক দিন ফল হইবেই। এখনও কায়স্থগণের মধ্যে সকলে এক মত হইতে পারেন নাই, ব্রাহ্মণের দোষ কি? যখন সমস্ত কায়স্থ-সমাজ একমত হইবে, তথন ব্রাহ্মণ-সমাজও বিচলিত হইবে। ব্রাহ্মণ-সমাজকে বিচলিত করিতে পারিলেই কায়স্থগণের কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ব্যষ্টি সমষ্টিকে বিচলিত করিতে পারে না, বাধ্য করিতে পারে না; সমষ্টিই বিচলিত করিতে পারে। সমাজ একজনের নহে, সমাজ সমষ্টির।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"মধু আর মিষ্টান্নের চারিদিকে ব্রাহ্মণমাছি আস্তে আস্তে এসেছে দেখ—ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত সহ লড্ডুক দান কর" বলে। ব্রাহ্মণ এ দান চায় কেন? ঠাকুর মহাশয় তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ব্রাহ্মণকে এইরূপ মিষ্টান্নের ভিখারী করিল কে? কাহার বিধানে ব্রাহ্মণ মাছিরূপে দ্বারে দ্বারে "লড্ডুক দেও" বলিয়া ফিরে? ব্রাহ্মণের নিজের বিধানে নহে কি? যে সময়ে এইরূপ বিধান হয়, তথন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দরিদ্রের অস্তিত্ব ব্রাহ্মণগণ আর রাখিয়া ছিলেন কি? এখন তোমরা দরিদ্র-নারায়ণের সেবা কর—এই শ্রেণীর দরিদ্র-নারায়ণ কি তথন ছিল? তথন ব্রাহ্মণগণ সকলকে কর্ম্মে ব্রতী করিয়া নিজে দরিদ্র নারায়ণ সাজিয়া আর সকলকে কঠোর বিধানে বাঁধিয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন না কি? ইহাতে কি দেশের অবনতি হইয়াছিল? যথন পৃথিবীর অপর দেশ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তথন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দেশবাসী ভ্রাতৃ-গণকে পৃথিবী মধ্যে এক উন্নত জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহার সাক্ষীর অভাব নাই। পাশ্চাত্য কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তোমরা বলিতে পার ভারতীয় সভ্যতা মিশর ব্যাবিলন হইতে আসিয়াছে, কিন্তু স্বদেশী চসমা লাগাইয়া দেখিলে অন্যরূপ দেখিবেন। দেখিবেন, ব্রাহ্মণ দরিদ্রনারায়ণরূপে দেশের, সমাজের মস্তক স্বরূপ যতদিন ছিলেন, ততদিন দেশের কিছুমাত্র অবনতি হয় নাই, উন্নতি হইয়াছে।

যেদিন হিন্দু সমাজদ্রোহী, এই ব্রাহ্মণ দরিদ্র নারায়ণগণকে, মস্তক হইতে নামাইয়া পদতলে দলিত করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই দেশের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। সমাজে ব্রাহ্মণের মান নাই। ব্রাহ্মণগণ এখনকার দরিদ্র নারায়ণের দলে পড়িয়া ঘৃণিত হইয়াছেন, তাই তাঁহারা নিজের মান বজায় রাখিবার জন্য কেহ

জমিদার সাজিয়াছেন, কেহ গোলাম সাজিয়াছেন, কেহ ব্যবসা করিয়া নিজের মান রক্ষা করিতেছেন। ঘোর স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণ এইরূপে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং পড়িতেছেন বলিয়াই কি আজ এই দুর্দ্দশায় উপনীত হয় নাই। ব্রাহ্মণের সে মান নাই বলিয়াই আজ কামার, সূত্রধর, তাঁতি প্রভৃতি শিল্পী স্বী ব্যবসা ছাড়িয়া স্বীয় ধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্ম গোলামী প্রভৃতির দিকে ধাবিত হইতে ছেন, আর শিল্প-দ্রব্যের জন্য আমরা অন্য দেশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছি। ধিক্ এই দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে, যাঁহারা শিক্ষার গরমে ব্রাহ্মণের সম্মান না করিয়া সমাজকে মস্তকহীন কবন্ধে পরিণত করিয়া দেশকে অধঃপাতে দিতে বসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মাছি না হয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা করিয়া অব্রাহ্মণ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু দেশ যে রসাতলে গেল, কেহ তাহা ভাবিতেছে কি? ব্রাহ্মণগণ দেশের নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবক, সকল বৃত্তি অন্যকে দিয়া কেবল ভিক্ষা বৃত্তিটা নিজের জন্য রাখিয়া ছিলেন। ইহা অপেক্ষা অনুদারতা আর কি হইতে পারে? তা বেশ! এখন ব্রাহ্মণ একরূপ সরিয়াই পড়িয়াছেন, আর গালাগালি কেন? কর্ম্মী কর্ম্মে ব্রতী হও! মাপ কর ব্রাহ্মণকে!

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মরায়

"কায়স্থ" সম্বন্ধে বিলাতী মত ও তাহার সমালোচনা।

Sir Athelestane Baines ভারতীয় জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালে বিলাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত। তিনি ষ্ট্রাসবর্গ হইতে প্রকাশিত মহাকোষে কায়স্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলির বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিব। পর প্রবন্ধে ইহার সমালোচনা দিবার ইচ্ছা রহিল। ভারতবর্ষে যখন অন্যান্য জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল তখন লেখক জাতি ছিল না, অন্য জাতির উদ্ভবের বহু পরে এই লেখক কায়স্থ জাতির আবির্ভাব হয়। এতৎ পক্ষে বিলাতী যুক্তি এই যে

ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির প্রভাবে এবং ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয় সম্যক্ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রস্তর-লিপি ও তাম্রশাসন ইত্যাদি লিপির কথা ছাড়িয়া দিলেও খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের লিপি-মালায় লেখন ব্যবসায় এবং কিয়ৎকাল পরে লেখক জাতি আজিও যে কায়স্থ নামে পরিচিত সেই নামের উল্লেখ দেখা যায়। প্রতীচ্য পণ্ডিত মহাশয় বলেন, লেখক জাতিকে ব্রাহ্মণেরা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না এবং তাহাদের সামাজিক অবস্থাও উন্নত ছিল না। মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। মুসলমান রাজারা তাঁহাদের রাজ্যশাসনকার্য্যে সহায়তার নিমিত্ত লিখন ব্যবসায়ীদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সম্প্রদায়, বিরোধী ব্রাহ্মণগণের সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন। পূর্ব্বগঠিত লেখন ব্যবসায়ীদের সাহায্য তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিদের মধ্য হইতে মোগল রাজগণ কতিপয় সুদক্ষ রাজ-কর্ম্মচারী পাইয়াছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ তাঁহারা কায়স্থ জাতির মধ্য হইতে পাইয়াছিলেন। এই কায়স্থ জাতি গঙ্গার উত্তর তীরবর্ত্তী উপত্যকা ভূমি হইতে মুসলমান রাজপ্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক গুর্জ্জর প্রদেশে নীত হইয়া তথায় বসবাস করিয়াছিলেন। এইরূপে অপর এক শাখা দাক্ষিণাত্যে নীত হইয়াছিল, কিন্তু তথায় ব্রাহ্মণাধিক্য হেতু তাঁহারা "প্রভু" নাম পরিগ্রহণ করিয়া বোম্বাই ও তৎ-সমীপবর্ত্তী স্থান সমূহে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এখানে তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইংরাজ বণিক্ এবং রাজপুরুষদিগের এরূপ প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন যে কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ প্রদেশে প্রভু ও কেরাণী প্রতিশব্দ স্বরূপ ছিল। অধুনা কায়স্থদিগের প্রধান আবাসভূমি বঙ্গদেশ। তাঁহারা এখানে ভারতের উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। ভারতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের বিহারবাসী স্বজাতিগণের সহিত অথবা পশ্চিমদেশীয় স্বজাতিগণের সহিত আন্তর্জাতিক বিবাহ হয় না। এমন কি স্থানীয় কায়স্থদিগের মধ্যেও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারাও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দেয় না। কায়স্থদিগের সমাজে স্থান কোথায় তাহা অনেক দিন হইতেই তর্কের বিষয় হইয়া আছে। লেখন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা অবশ্য সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার দ্বারা সম্প্রদায়ের বা জাতির কোনও উপকার সাধিত হয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই নিজ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর অধিকার লাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য যে সকল চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা একটি প্রধান ছিল।

এ প্রদেশের যেখানে রাজপুতগণের সংখ্যা অধিক এবং ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা যথায় অক্ষুণ্ণ তথায় কায়স্থগণকে মাত্র মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়। বঙ্গদেশে যথায় সমাজ এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান এবং রাজপুত যেখানে নাই বলিলেই হয় এবং ব্রাহ্মণদিগের মতামত যেখানকার অসম্পূর্ণ সমাজের উপর এখনও সম্যক্ প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হয় নাই, তথায় কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের দুই এক শ্রেণী নিম্নবর্ত্তী বলিয়া গণ্য হয়। গুর্জ্জরে কায়স্থগণ ছাড়াও তাহাদের অপেক্ষা অল্প সংখ্যক ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে এক লেখন সম্প্রদায় আছে যাহাদের পরিচ্ছদ এবং আচার-ব্যবহারে তাহাদের পাঞ্জাবী ক্ষত্রিদিগের সহিত সম্বন্ধ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে তাহাদের দেশান্তর বাস ঘটিয়াছিল। তাহারা যে শুধু লেখন-সম্প্রদায় তাহা নহে তাহাদের ঐ প্রদেশের উন্নতশীল অংশ সমূহে যথেষ্ট ভূসম্পত্তিও আছে। উড়িষ্যার মহন্ত বা করণ ও উত্তরাঞ্চলের লেখনসম্প্রদায়ের একটী অংশ মাত্র। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট অন্তর্বিভক্ত জাতিসমূহ বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহাদের অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ বিভাগে বাস তাহাদের মধ্যে এখনও অব্রাহ্মণিক বিবাহের নিয়মাবলী দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে মনে হয় যে যাহারা বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে তাহারা এখানকার কায়স্থগণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল এবং বাকি তেলেগু প্রদেশে তৎ তৎ সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ ভাবে সংসৃষ্ট ছিল। এই শেষোক্ত সম্প্রদায় এবং তাহাদের সমজাতীয় তামিলগণ উত্তর অঞ্চলের লেখক সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা উক্ত শ্রেণীবর্ত্তী তাহারা ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান সকল পালন করে এবং সর্ব্বদা না হইলেও অন্ততঃ সময়ে সময়ে পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু দ্রাবিড়ী ব্যবসায়িগণের ন্যায় তাহারা কৃষি শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয় এবং প্রথম প্রথম গ্রাম্য হিসাবলেখকের কার্য্য করিত। এ কার্য্য এখনও ইহাদের মধ্যে অনেকেই করিয়া থাকে। এ কার্য্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীয় লোকই করিয়া থাকে এবং তাহাদের সামাজিক অবস্থাও খুব নিম্নে।

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন।

গত ৬ই ও ৭ই বৈশাখ নড়াইল ব্রাহ্মণডাঙ্গায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন ও কায়স্থ-সম্মিলন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা, নদীয়া, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজসাহী, খুলনা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে শতাধিক কায়স্থ প্রতিনিধি, এতদ্ব্যতীত যশোহর জেলার বিশেষতঃ নড়াইল মহকুমার নানা স্থান হইতে সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রায় ২৫০ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানের কায়স্থগণকে লইয়া ২৫০০ হাজারের অধিক কায়স্থ এই জাতীয় মহাসম্মিলনে যোগদান করেন। ষ্টীমার ষ্টেশন অপর পারে হইলেও বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি ও সোমবারে ষ্টীমার হাটবাড়িয়া ঘাটে বাঁধিয়া ছিল এবং স্বজাতি মহোদয়গণের গমনাগমন বার্ত্তা তোপধ্বনি দ্বারা বিঘোষিত হইয়াছিল।

১ম দিন—অপরাহ্ণ ৩টা।

সভারম্ভে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন। অতঃপর নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধপণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটী এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি মহাশয় অপর একটী আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। তৎপরে দুইটী বালক সুমিষ্টকণ্ঠে তাল লয় সহ উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন। অতঃপর গোপালচন্দ্র কবিকুসুম এবং যজ্ঞেশ্বর মিত্র মহাশয় স্বস্ব রচিত জাতীয় উদ্বোধন-কবিতা পাঠ করেন। ইহার পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তারযোগে সংবাদ দেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় জমিদার মহাশয় একটী সুন্দর সম্ভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধে অনেক কার্য্যকরী কথা আছে, আমাদের শিখিবারও অনেক কথা আছে। সেই সম্ভাষণের পর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম-রচিত আবাহন-সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে সকল মহাত্মা সভায় তারযোগে অথবা পত্র দ্বারা সভার কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া পত্র দিয়াছেন তাঁহাদের নাম পাঠ করেন।

অতঃপর যশোহরের উকিল শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা

নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই, না পারায় তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন ; এজন্য আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত এবং তাঁহার স্থানে কৃষ্ণনগরের উকিল রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করুন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সরকার এম্ এ, বি এল ও রাজসাহীর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার যথাক্রমে অনুমোদন ও সমর্থন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। রায় বাহাদুর শ্রীবিশ্বম্ভর রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এক ঘণ্টার উপর এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ঐই প্রসঙ্গে তিনি কায়স্থ-সমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক হিতকর ও প্রয়োজনীয় কথা বলেন। অতঃপর তিনি কুমার শ্রীরাধিকাভূষণ রায় মহাশয়ের লিখিত অভিভাষণের কোন কোন অংশ পাঠ করিবার জন্য রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে আহ্বান করেন। তৎপরে শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। অবশেষে সাধারণের আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন সভাপতির অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

২য় দিন।

সভার প্রারম্ভে একটী মিলন-সঙ্গীত গীত হয়।

১ম প্রস্তাব—রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের যুদ্ধজয়লাভে আনন্দ প্রকাশ।

প্রস্তাবক—সভাপতি। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

এই প্রস্তাব-প্রসঙ্গে ৬২ জন নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

৩য় প্রস্তাব—সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সভায় কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় (নড়াইল হাটবাড়িয়া)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ (বাঘুটিয়া)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (রঙ্গপুর)

" সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)।

" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় (দিনাজপুর)।

" যোগীন্দ্রনাথ সরকার (কৃষ্ণনগর)।

৪র্থ প্রস্তাব—বঙ্গের চারি শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হওয়া পক্ষে যে কোন প্রতিবন্ধক নাই এবং তাহার প্রচলন যে কর্ত্তব্য ইহা এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র উকিল (দিনাজপুর)।

অনুমোদক—শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার (রাজসাহী)।

সমর্থক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা (বাঘুটিয়া)।

শ্রীশশিকুমার বসু (নড়াইল হাটবাড়িয়া)।

৫ম প্রস্তাব—ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজ ভুক্ত হওয়া ও সকলের শাস্ত্র-বিহিত সমান সদাচারী হওয়া সম্বন্ধে যে প্রস্তাব সকল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মেলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে এই সভা নিঃসঙ্কোচে সেই প্রস্তাব সকল গ্রহণ করিতেছেন ; এবং উক্ত মহাসম্মেলনের অধিবেশন যাহাতে পুনরায় উপযুক্ত সময়ে কোন মহানগরীতে হয়, তজ্জন্য এই সভা উক্ত মহাসম্মেলনের স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতির নিকট অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

অনুমোদক—শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ (মতিহারী)।

সমর্থক—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র (দৌলতপুর কলেজ)।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ ও অধুনা প্রচলিত সমাজের অনিষ্টকর পণপ্রথার উচ্ছেদ-সাধনের উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গ সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে সবিশেষ মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানে স্থানে (অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্রে) অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র (উকিল যশোহর)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)

সমর্থক—শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু রায় চৌধুরী, শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসু (দেওড়া খুলনা)

৭ম প্রস্তাব—কায়স্থ সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায় হীনা কায়স্থ-বিধবার সাহায্য করার জন্য এবং শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের সাংবাৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের আবস্থান সভায় শাস্ত্রীয়, গ্রন্থ সংরক্ষণ ও কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্থান, আফিসের কার্য্যাদি ও মাসিক অধিবেশনের স্থান, কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটি মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি

নির্ম্মাণের জন্য যে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার স্থাপিত আছে, এই সভা তদ্‌ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (নবদ্বীপ)।

অনুমোদক—শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা। (ফরিদপুর)

৮ম প্রস্তাব—এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই নানাবিধ উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ ও শিল্পাদি বিষয়ক শিক্ষার বহুল প্রচার এবং হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ও সময়োপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীগোপালচন্দ্র দেব কবিকুসুম (নড়াইল)

অনুমোদক—শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ (কলাগাছি)

৯ম প্রস্তাব—সমুদ্র যাত্রার আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব এই সভা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু (১ম মুন্সেফ্ নড়াইল)।

অনুমোদক—শ্রীত্রৈলোক্য নাথ বসু (পরমেশ্বরপুর)

সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা)

১০ম প্রস্তাব—কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকল কায়স্থ-প্রধান স্থানে শখা-সমিতি গঠিত হউক এবং সভার আর্থিক অবস্থা অনুসারে স্থায়ী বৃত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করা হউক। প্রচার-সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত (কলিকাতা)

অনুমোদক—শ্রীহরিপদ ঘোষ (খুলনা)

১১শ প্রস্তাব—ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত উপাধি ব্যবহার করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ সকলকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (নবদ্বীপ)।

অনুমোদক—শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী। (কলিকাতা)

১২শ প্রস্তাব—কায়স্থ-সভার কয়েকটী নিয়ম সংশোধন।

প্রস্তাবক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)।

অনুমোদক—শ্রীবিনোদ বিহারী বসু (কলিকাতা)

১৩শ প্রস্তাব—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অষ্টাদশ বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠন।

প্রস্তাবক—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মিত্র (উকিল, নড়াইল)

অনুমোদক—শ্রীরজনীকান্ত রায়।

শ্রীকেদারনাথ রায়।

১৪শ প্রস্তাব—স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র (উকিল যশোহর)

অনুমোদক— „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত (কলিকাতা)

সমর্থক— „ নিবারণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)

১৫শ প্রস্তাব—ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ, গত বর্ষের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ এবং অভ্যর্থনা সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

প্রস্তাবক—সভাপতি—

এই প্রসঙ্গে সভাপতি ব্রাহ্মণবর্গ, কায়স্থ-সভার প্রচারক ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় সর্ব্বশেষে উঠিয়া সভাপতি মহাশয়কে এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। বিজয়বাবু শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের এই সভায় উপস্থিতির জন্যও ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ধন্যবাদের সমর্থন করেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় সভার কার্য্যে ৪০০৲ টাকা চাঁদা দেওয়াতে তাঁহাকেও মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রবাবু ও তাঁহার ম্যানেজার শশীবাবুর আদর ও যত্নে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে আপ্যায়িত; এজন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত বিনোদ বাবু ইহা সমর্থন করেন।

রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

মহেশ্বর পাশার কায়স্থ-সভা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিরাট বাৎসরিক অধিবেশনের পর নড়াইলের নিকটবর্ত্তী কুড়িগ্রাম, মছিন্দা সভা করিয়া ১২ই তারিখে আটরিয়া হইতে কলিকাতাভিমুখে রওনা হই। আটরিয়ার মুণ্ডিত মস্তক বালকমণ্ডলী বিদায় লইবার জন্য ষ্টিমার ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। ষ্টিমারে উঠিয়া কয়েকজনের সহিত আলাপ করিতে করিতে দৌলৎপুর আসিলাম। এইদিন ষ্টিমার বেলা ৩টার সময় দৌলৎপুর আসিল। তখন ট্রেন আসিতে প্রায় দুইঘণ্টা দেরী থাকায় দৌলৎপুরের নিকটবর্ত্তী মহেশ্বর পাশা নিবাসী বাবু কালীপদ মজুমদার আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং ঐ দিনে রাত্রে ১০টার গাড়ীতে উঠাইয়া দিবেন বলিলেন। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার বাটী যাইয়া কয়েকজন কায়স্থ মহোদয়গণের সহিত আনন্দ করিতে করিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। এবং তৎপর দিবস ঐখানে এক সভা করিবার প্রস্তাব হইল। অগত্যা সেইখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরদিনে মজুমদার পাড়ায় কালীবাবুর বাটীতে এক সভা হইল। সভায় দেড় শতাধিক কায়স্থ মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। আমি দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া উপনয়নের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলে সভাস্থ সকলে আগামী যে কোন শুভদিনে উপবীত-গ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়া নাম স্বাক্ষর করেন। তৎপর

দিবস ঘোষপাড়ায় বাবু শ্রীভরতচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে এক সভা হয়, এখানে বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন, উভয় সভাতেই অবশ্য মহিলাগণে আসনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। বক্তৃতা করিতে উঠিয়া প্রথমেই বলিলাম কবি গায়িয়াছেন ;— " না জাগিলে সব ভারত ললনা

এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না"

কায়স্থের জাতীয় জাগরণের ইহাই পূর্ব্বসূচনা, নহিলে দলে দলে স্বজাতীয় মহিলাবৃ কায়স্থের বিলুপ্ত জাতীয় কাহিনী শ্রবণ মানসে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন কেন ? কায় বালক ও যুবকবৃন্দ কায়স্থের বিসদৃশ শূদ্রত্বাপবাদ পরিহার করিতে বদ্ধপরিক হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামস্থ প্রাচীন কায়স্থবৃন্দ বক্তৃতা শুনিয়া উপনয় গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বুঝিয়া আগামী যে কোন শুভদিন উপনীত হই মত প্রকাশ করিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডি আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিতর্ক বেশীক্ষণ চলে নাই। তখ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা বলেন যদি পৈতা লইতে হয় তবে কেবল ঘোষ, বসু, গু মিত্র দত্ত এই পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণের হইতে পারে। আমি এই উত্ত কহিলাম তাহা হইলে শ্রীহর্ষ, নৈষধ, ছান্দোড়, বেদগর্ভ, দক্ষ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণে বংশধর ব্যতীত অপরের ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করা চলে ইত্যাদি বহু তর্ক যুক্তির পর এই উভয় সভার কায়স্থ মহোদয়গণ মিলিত হ একদিনে উপনীত হইতে স্থির করেন ; এবং মহেশ্বর পাশা নিবাসী কায় মহিলাবৃন্দ কায়স্থদিগকে দ্বিজাতি ও উপনয়ন সংস্কারই বুঝিতে পারিয়া নাম দাসী শব্দ ব্যবহার বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহে পাশার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম "এই মহেশ্বর পাশা, মহে ঘোষ প্রতিষ্ঠিত—সেই মহাত্মা হুগলি জিলায় বালিগ্রাম হইতে পুরোহিত নাপি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া এখানে জঙ্গল কাটাইয়া বাস করিয়াছিলেন। আজ যাঁ বাড়ীতে সভা হইতেছে তিনি সেই স্বর্গীয় মহাত্মার বংশধর। মহেশ্বর ঘো নামানুসারে এই গ্রামের মহেশ্বর পাশা নাম হইয়াছে। আমি আজ আ সগোত্রীয় সেই মহাত্মার লীলাভূমিতে তাঁহাদেরই কীর্ত্তি-কাহিনী আপনা নিকট কহিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছি। বঙ্গের পল্লীসমূহ আজ দু দারিদ্র্যের হাহাকার রবে, ব্যধি ও মরণের তাণ্ডব নৃত্যে শ্মশানে পরিণত হই আজও ইহার ভগ্নস্তূপের মধ্যে কায়স্থের যে জাতীয় গৌরব ও জাতীয় মর্য্যা পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বর্ত্তমান অধঃপতিত, ছিন্ন ভিন্ন বঙ্গীয় কায়স্থগ ক্ষত্রিয় পরিচয়ের অভাব হয় না।

"যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখো তাই
পাইলে পাইতে পার, অমূল্য রতন"

এ কবি বাক্য সার্থক হইয়াছে। যথার্থই ছাই উড়াইয়া অমূল্য রতন মিলিয়া

শ্রীদয়ালচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশবার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অষ্টমাধিবেশন।

১৬ই চৈত্র, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়, ৮৯।১নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (সভাপতির আসনে)।
(ব) " মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(ব) " কেদারনাথ দেববর্ম্মা।
(উ) " নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
(দ) " দয়ালচন্দ্র বসু।
(দ) ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।
(ব) রায় বাহাদুর শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা।
(ব) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(দ) " মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
(ব) " নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(বা) " বামাচরণ মজুমদার বর্ম্মা।
(দ) " কেদারনাথ মিত্র।
(দ) রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা } সম্পাদক।
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা }
(দ) " সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)
(দ) " রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী (উপস্থিত মাত্র)

অদ্যকার সভায় রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী এবং মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার কার্য্যাবলী অধিকাংশ সদস্যের মতে মত দিয়া পত্র লিখেন।

অদ্যকার সভায় বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি অথবা সহঃ-সভাপতিগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সম্পাদক

নগেন্দ্র বাবুর সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ এবং ফাল্গুন মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ সভ্য মনোনীত হইলেন :—

১। (বা) শ্রীযুক্ত জলধর জোয়ারদার, সাং বনওয়ারীনগর ; পাবনা।

২। (বা) " কিশোরীমোহন সরকার ঐ ঐ

৩। (বা) " কৃষ্ণলাল রায় বর্ম্মা ঐ ঐ

৪। (বা) " উমাচরণ বর্ম্ম মজুমদার ঐ ঐ

৫। (বা) " উপেন্দ্রলাল রায় বর্ম্মা ঐ ঐ

৬। (বা) " ফণীন্দ্রনাথ রায় ঐ ঐ

৭। (বা) " শ্রীশচন্দ্র সরকার, সাং গোপালনগর ঐ

প্রস্তাবক—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (প্রচারক)।

৮। (বা) " দীনেশচন্দ্র ঘোষ, রেঞ্জার, বরবাধাফবেষ্ট, আসাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (কর্ম্মাধ্যক্ষ)

৯। (বা) " রাজেন্দ্রগোপাল মিত্র বর্ম্মা, জমিদার, ত্রিলোচনপুর, যশোহর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র বর্ম্মা (পত্রযোগে)।

১০। (বা) " রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, ৫নং বালাখানা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। ৺সারদাচরণ-স্মৃতি-সমিতির কার্য্য। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত স্মৃতি-সমিতির এক অধিবেশন আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করা আগামী অধিবেশনে তদ্বিবরণ জানান হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের সময় নির্দ্দেশ। এ সম্বন্ধে কথা উঠিলে রায় শরৎকিশোর বসু বাহাদুর জানাইলেন যে, গুড্ফ্রাইডের ছুটীতে ঢাকায় কায়স্থ-সভার আগামী মহাধিবেশন করার চেষ্টা হইতেছিল কিন্তু তথায় বসন্ত ও ওলাউঠা রোগে নিত্য বহু লোকের মৃত্যু হওয়ায় ঢাকাবাসী নিতান্ত

ভীত হইয়া স্থান ত্যাগ করিতেছে। এমতাবস্থায় ঈদের বন্ধে মহাধিবেশনের দিন পিছাইয়া দিলে ভাল হয়। সম্পাদক শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বলিলেন, ঈদের বন্ধে মহাসভা হইলে তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না। এবং সভার তহবীল হইতে কিছুমাত্র খরচ যদি না হয় তাহা হইলে তাঁহার, গুড্ফ্রাইডের ছুটীতে নড়াইলে বার্ষিক অধিবেশন হওয়ার আপত্তি নাই। সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি এক মাস পূর্ব্বে সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন যে, নড়াইলের অধিবাসীও তথায় কায়স্থ মহাসভা আহ্বান করিতে বিশেষ উৎসুক আছেন, এবং তথায় এই সময় সভা করারও একান্ত প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে তিনি রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় মত যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। কিন্তু কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় পীড়িত হইয়া পড়ায় তৎকালে রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাসভার স্থান ও সময় স্থির করিবার সুবিধা ঘটে নাই। এক্ষণে যখন নড়াইলবাসিগণ কায়স্থ-সভা আহ্বান করিতেছেন এবং ঢাকায় উপস্থিত মহাসভা হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন নড়াইলে আগামী গুড্ফ্রাইডের বন্ধে মহাসভা আহ্বান করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সম্পাদক নগেনবাবু নড়াইলে আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদকের প্রেরিত কায়স্থ-মহাসভায় আহ্বান পত্র উপস্থিত করেন। ৩ই জন ব্যতীত উপস্থিত সকল সভ্যের মতে গুড্ফ্রাইডের বন্ধে আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ (শনিবার ও রবিবার) নড়াইলে বার্ষিক অধিবেশন করা স্থির হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। রংপুর বাহাদুরপুর নিবাসী তারিণীকান্ত দাস মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদে সকলে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ (ক) কন্যার বিবাহে সাহায্য প্রার্থনা। অন্যতম কেন্দ্রাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় কন্যার বিবাহে সাহায্য প্রার্থনা করায় কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল, চৈত্র সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকায় সভ্যদিগের নিকট আবেদন করা হউক।

(খ) গভরমেণ্ট দ্বারা বিবাহ-সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা। এ সম্বন্ধে রায় সাহেব রসিকলাল রায় মহাশয়ের পত্র সভায় উপস্থিত করিলেন। অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির হইল যে, গভর্ণমেণ্টকে আমাদের বিবাহ আদি সামাজিক সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া উচিত নহে। এবং রায় সাহেবের প্রস্তাব এজন্য পরিত্যক্ত হইল।

(গ) কায়স্থ-পত্রিকায় হিন্দি সংস্করণ। সভার হিতৈষী সভ্য গোয়ালিয়র রাজ্যের উচ্চ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, কায়স্থ-পত্রিকায় হিন্দি-সংস্করণ প্রকাশ করা হউক। তাহাতে সভার বিশেষ লাভ হইবে। সকলেই এই সাধু প্রস্তাব সমর্থন করিলেও বর্ত্তমান সময় যেরূপ কাগজ দুর্ম্মূল্য তাহাতে এখন হিন্দি সংস্করণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে স্থির হইল।

(ঘ) কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য গ্রহণ। কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় পত্র লিখিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, পাইকপাড়ার কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে এ বৎসরে সদস্য করা হউক। সম্পাদক শরৎবাবু একথা সভায় প্রকাশ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, বর্ত্তমান বর্ষ শেষ হইয়াছে, অতএব আগামী সনেই কুমার বাহাদুরকে কায়স্থ সভার সদস্য করা হইবে।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীভবানীনাথ রায়
শ্রীশরৎকুমার মিত্র	সভাপতি
সম্পাদক	৩০।১২।২৫

কায়স্থ-পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

মগধপতি বটেশ্বর মিত্র

যে মগধে সম্রাট্‌কল্প মৌর্য্য, গুপ্ত ও পালবংশ আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, সেই মগধের অধিপতিরূপে একজন মিত্রবংশীয়ের নাম দেখিয়া হয় ত অনেকে আশ্চর্য্যবোধ করিবেন। বাস্তবিক কথাটা ঐতিহাসিক সত্য—উড়াইয়া দিবার নহে। উপযুক্ত আলোচনার অভাবে এতদিন আমাদের ঘরের অনেক কথাই অজ্ঞাত ছিল। যতই আলোচনা চলিতেছে, যতই আমাদের প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি উদ্ধার হইতেছে—প্রাত্নতত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে নানা সমসাময়িক লিপি হইতে যতই প্রকৃত ইতিবৃত্ত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই আমাদের কায়স্থ-সমাজের অতীত সামাজিক ইতিহাস উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে! কল্পনার অতিরঞ্জিত আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া নহে—কিংবদন্তীর আজগুবী উপকথার মধ্য দিয়া নহে; আমরা নূতন নূতন আবিষ্কারের মধ্য দিয়া নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি—আমাদের কায়স্থজাতি হীনবীর্য্য নীচজাতি নহে—শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়জাতির সমকক্ষ, সমজাতি, সমধর্ম্মা ও ক্ষত্রিয়বর্ণ।

উপরে যে কএকটি কথা লিখিলাম—এই বটেশ্বর মিত্রের পরিচয় হইতে তাহার কতক কতক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পরিচয় পাইব।

গৌড়-বঙ্গের কায়স্থ-সমাজে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ এই তিন শ্রেণীর মধ্যেই মিত্রবংশ সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় মিত্রগণ সুদর্শনমিত্রকে এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ মিত্রগণ কালিদাসমিত্রকে আপনাদের বীজপুরুষ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ উত্তররাঢ়ীয়গণের মতে সুদর্শন মিত্র এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ-মতে কালিদাস মিত্রই প্রথম এদেশে শুভাগমন করেন। এ সম্বন্ধে প্রাচীন কুলপঞ্জিকা হইতে আমরা এইরূপ পরিচয় পাই—

"শ্রীকর্ণবংশসম্ভূতাঃ* পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রোঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনস্তথা॥
পুরুষোত্তমো মৌদ্গাল্যঃ বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপো দেবনাম চ ইতি তে কথিতং মুদাঃ॥
সূর্য্যবংশোদ্ভবৌ ক্ষত্রৌ দত্তদাসৌ মহাকৃতিঃ।
চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে সুদর্শনঃ॥
এতে সম্মৌলিকাঃ প্রোক্তাঃ কায়স্থাঃ কুলবিজ্ঞৈঃ।"
"গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্টশতাব্দকে॥"

(উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা)

অর্থাৎ শ্রীকর্ণের বংশে পাঁচজন বিজ্ঞ মহাজন জন্মগ্রহণ করেন। যথা—বাৎস্যগোত্রে অনাদিবর সিংহ, সৌকালিন গোত্রে সোম ঘোষ, মৌদ্গাল্যগোত্রে দেবদত্ত নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের মধ্যে পুরুষোত্তম দাস ও দেবদত্ত উভয়ে সূর্য্যবংশোদ্ভব এবং সুদর্শন মিত্র চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় ছিলেন। কুলবিদ্গণের নিকট এই তিনজন সম্মৌলিক কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। ৮০৪ শকে (অর্থাৎ ৮৮২ খৃষ্টাব্দে) ইঁহারা গৌড়দেশে আগমন করেন।

উক্ত পঞ্চাননের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় সুদর্শন মিত্রের এইরূপ বংশ-পরিচয় আছে—

"সুদর্শনসুতঃ সোমস্তৎসুতঃ শম্ভুমিত্রকঃ।
শ্রীকণ্ঠস্তৎসুতো জাতস্তৎসুতো ব্যাসমিত্রকঃ॥
পুরুষোত্তমস্তস্য পুত্রাশ্চত্বারস্তস্য নন্দনাঃ।
কোচো বাচস্পতি রাজা বটমিত্রশ্চ মধ্যমঃ॥
কনিষ্ঠাখ্যো নরপতিশ্চত্বারঃ সোদরা ইমে।
বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূন্মগধেশ্বরঃ॥

* "শ্রীকর্ণবংশশ্রেণিভুক্তাঃ"—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সুদর্শনবংশে কোঽপি কালিদাসাখ্যঃ মিত্রকঃ।
গতবান্ দক্ষিণরাঢ়ে তত্রৈব খ্যাতিমাপ্তবান্॥"

সুদর্শন মিত্রের পুত্র সোম, তৎপুত্র শম্ভু মিত্র, শম্ভু মিত্রের পুত্র শ্রীকণ্ঠ তৎপুত্র ব্যাসমিত্র, তৎপুত্র পুরুষোত্তম, † পুরুষোত্তমের চারিপুত্র—কোচ, বাচস্পতি, রাজা বটমিত্র ও নরপতি, এই চারিজনই সোদর অর্থাৎ একমাতার গর্ভজাত। রাজা বল্লাল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বট বা বটেশ্বর মিত্র মগধেশ্বর হইয়াছিলেন। সুদর্শনের বংশে এক কালিদাস মিত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি দক্ষিণরাঢ়ে গিয়া তথায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

এদিকে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বাচস্পতির দক্ষিণরাঢ়ীয় ঢাকুরী হইতে জানা যায়—

"শম্ভু মিত্র নাম সুত অনুপাম কালী আদি তিন জন।"

অর্থাৎ শম্ভুমিত্রের কালিদাসাদি অনুপম তিন পুত্র হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে পাইয়াছি যে, সুদর্শনের পৌত্র শম্ভুমিত্র এবং দক্ষিণরাঢ়গত কালিদাস তাহারই বংশধর। এখন দক্ষিণরাঢ়ীয় ঢাকুরী হইতে জানিতেছি যে, শম্ভুমিত্রের "কালিদাস আদি" তিন পুত্র। 'আদি' শব্দ দ্বারা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্য মতে কালিদাস শম্ভুমিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র হইতেছেন। যাহা হউক,—উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় উভয়শ্রেণীর কুলাচার্য্য গ্রন্থ হইতে পাইতেছি,—কালিদাস ও শ্রীকণ্ঠ দুই ভাই। কালিদাসের বংশধরগণ প্রথমে দক্ষিণরাঢ় এবং পরে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। এ কারণ দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে মিত্রবংশীয়গণ কালিদাস মিত্র হইতেই প্রথম পুরুষ গণনা করিয়া আসিতেছেন। কালিদাসমিত্রের ভ্রাতা শ্রীকণ্ঠ মিত্রের প্রপৌত্র হইতেছেন—আমাদের আলোচ্য মগধাধিপ বটেশ্বর মিত্র।

উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকায় লিখিত আছে—

"মিত্রবংশে তদা ধীরা বটমিত্রশ্চ ভাগ্যবান্।
কন্যৈকা লক্ষণা তস্য কুমারী রত্নমন্দিরে॥
দূতং প্রেষ্য সমানীয় বল্লালো গৌড়-ভূপতিঃ।
সা কন্যা পরিনীতবান্ যথাশাস্ত্র নিজেচ্ছয়া॥

† বেলুন সমাজের মিত্রবংশাবলিমতে—শ্রীকণ্ঠ বেলুনে বাস করেন। তৎপুত্র ত্রিপুরারি, তৎপুত্র জয়পতি, তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র পুরুষোত্তম। কিন্তু প্রাচীন ৪।৫ খানি কুলপঞ্জিকা পঞ্চাননের কারিকার অনুবর্ত্তী দেখিতেছি। তাহাই উপরে গৃহীত হইল।

বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূন্মগধেশ্বরঃ।
তাতভ্রাতৃপরিত্যাগী বিরাগী সর্ব্ববন্ধুষু॥
মগধাৎ পুনরায়াতো বটধারা ধনাশ্বযুৎ।
রাঢ়ায়াং গীয়তে সর্ব্বে কুলস্থানে পুনঃস্থিতাঃ॥"

মিত্রবংশে শ্রীকণ্ঠের ধারায় ভাগ্যবান্ বটমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার লক্ষণা নাম্নী এক কুমারী ছিলেন। গৌড়েশ্বর বল্লালসেন দূত পাঠাইয়া সেই কন্যাকে রত্নমন্দিরে আনাইয়া স্ব-ইচ্ছায় শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করেন। অতঃপর বল্লাল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া (তাঁহার শ্বশুর) বটেশ্বরমিত্র মগধের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি পিতা ও ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সকল বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও বিরাগী হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে এই বটমিত্রের ধারা বহু ধনসম্পত্তি লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং পুনরায় কুলস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, রাঢ়বাসী সকলেই তাঁহাদের মহিমা গান করিয়া থাকেন।

এখানে কএকটী কথা বিচার্য্য—

১ম—বটেশ্বর মিত্র প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়াধিপ বল্লালের সমসাময়িক কি না?

২য়—যৎকালে অসবর্ণ বিবাহ এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালে গৌড়ের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সমাজের কুলবিধাতা শাস্ত্রদর্শী গৌড়াধিপ বল্লালসেন "যথাশাস্ত্র" কায়স্থ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন কিরূপে?

৩য়—বটেশ্বর মগধপতি হইয়া কি কারণে পিতৃ-ভ্রাতৃ-পরিত্যাগী ও বন্ধু-বিরাগী হইয়াছিলেন?

৪র্থ—বটেশ্বর মিত্রের ধারা কোন্ সময়ে রাঢ়ে পুনরায় আগমন এবং কোন্ কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন?

বটেশ্বর-মিত্রের সময়।

প্রথমেই লিখিয়াছি যে বটমিত্রের পূর্ব্বপুরুষ সুদর্শন মিত্র ৮০৪ শকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। তাঁহার অধস্তন ৭ম পুরুষে বটেশ্বর মিত্রের জন্ম। ঐতিহাসিকগণ সচরাচর তিন পুরুষে এক শত বর্ষ ধরিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় (৮৮২ + ২৩৩) প্রায় ১১১৫ খৃষ্টাব্দে বটেশ্বরের আবির্ভাব স্বীকার করা যায়। এদিকে গৌড়াধিপ বল্লালসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন ‡। সুতরাং বটেশ্বর মিত্র ও গৌড়াধিপ বল্লাল একই সময়ের লোক হইতেছেন।

‡ মৎকৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পালবংশের রাজ্যাবসান-কালের ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, গৌড়াধিপ বল্লালের পিতা বিজয়সেনের অভ্যুদয়ে পালবংশ গৌড়ের আধিপত্য হারাইয়া মগধে কিছুকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন। গয়া হইতে আবিষ্কৃত এক চতুর্ভুজা দেবীর পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালেখ হইতে পাওয়া যায় যে, ১২১৮ সংবৎ বা ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের সহিত পালবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হয়।* ১১১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লাল রাঢ়, বঙ্গ এমন কি মিথিলার পর্য্যন্ত অধীশ্বর বলিয়া গণ্য হইলেও মগধসংযুক্ত সমগ্র গৌড়ের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালকে পরাজিত বা নিহত করিয়াই তিনি গৌড়েশ্বর মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করেন এবং তদুপলক্ষে তাঁহার যে মহাভিষেক হয়, সেই অভিষেক হইতে তাঁহার একটী স্বতন্ত্র রাজ্যাঙ্ক গণিত হইতে থাকে, তাহা আমার 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি।† এরূপ স্থলে গোবিন্দপালের তিরোধানের পর ১১৬২ খৃষ্টাব্দে বটেশ্বর মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। সুতরাং রাজা বল্লালসেনের যে সময়ে মহোচ্চ 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে গৌড়ে মহোৎসব চলিতেছিল, সেই মহা আনন্দের দিনে বল্লালসেন শ্বশুর বটেশ্বর মিত্রকে 'মগধেশ্বর' পদ দিয়া পূজা করিয়াছিলেন, তাই আমরা উত্তর রাঢ়ীয় সমাজের ২০ খানি প্রাচীন কুলগ্রন্থের পুথিতে "বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূন্মগধেশ্বরঃ।" এই উক্তির প্রতিধ্বনি পাইতেছি।

বল্লালসেনের সহিত সম্বন্ধের কারণ।

কোন কোন ঘটকের মুখে শুনিয়াছি—বটমিত্র যখন আপনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পদ্মিনী কন্যা লক্ষণাকে বৃদ্ধ বল্লালের করে সম্প্রদান করেন, তৎকালে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রধানগণ সকলেই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রতিবন্ধকতার কারণ—ঐ সময়ে বল্লালের রোষানলে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের মুখোজ্জ্বল বল্লালমন্ত্রী ব্যাসসিংহ নিহত হন—বল্লালের আদেশে করাত দিয়া তাঁহাকে চিরিয়া ফেলা হয়, তাহাতে সমগ্র উত্তররাঢ়ীয় সমাজ বল্লালের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তৎকালে বল্লালের বয়সও অনেক হইয়াছিল। রাজা হইলেও এরূপ লোককে কন্যাদান অপর কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু বটেশ্বর মিত্র কাহারও কথা না শুনিয়া গৌড়েশ্বরের অনুরোধ রক্ষা করেন। তজ্জন্যই বল্লাল

* উক্ত রাজন্যকাণ্ডে ২১৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† উক্ত রাজন্যকাণ্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বটেশ্বরকে নবজিত মগধরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের তপনদীঘী হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"প্রত্যাহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সংগ্রামশ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ।"

তপনদীঘীর তাম্রশাসন, ৬ শ্লোক।

"অনন্তর কলিসম্পদ্‌নাশক অনলস ও একমাত্র বেদপথাশ্রয়ী বল্লালসেন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যেন জঙ্গমাকৃতি লাভ করিয়াছিলেন।" এই সমসাময়িক লিপির এই উক্তির প্রমাণে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—বল্লালসেন একজন পরম ধার্ম্মিক, মহাবীর ও বেদমার্গাবলম্বী ছিলেন। এরূপ নিষ্ঠাবান্ নৃপতি বৃদ্ধবয়সে যথাশাস্ত্র কায়স্থকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন কেন? বৈদিক শাস্ত্রানুসারে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় সস্ত্রীক অভিষিক্ত হইতে হয়। সেই রাণী নৃপতির সহিত পট্টাভিষিক্ত হইতেন বলিয়া তিনি 'পাটরাণী' বলিয়া পরিচিত হইতেন। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বল্লালের "গৌড়েশ্বর" উপাধিগ্রহণরূপ সাম্রাজ্যাভিষেকের সময় অপর কোন পাটরাণী জীবিত না থাকায় বল্লাল সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার অনুসন্ধানে নানাস্থানে দূত পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন,-উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকা হইতেই এই দূত প্রেরণের আভাস পাইতেছি। এই দূতের মুখে বটেশ্বরমিত্রের কন্যা সর্ব্বসুলক্ষণা লক্ষ্মণার পরিচয় পাইয়া বল্লাল তাঁহাকে আপনার রত্নমন্দিরে আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লক্ষণাই গৌড়েশ্বর বল্লালের পাটরাণী হইয়াছিলেন।

গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র অনুসারে সবর্ণা ভিন্ন পাণিগ্রহণ সংস্কার হইতে পারে না।* এরূপ স্থলে মিত্রকন্যা বেদমার্গানুরত বল্লালের সবর্ণা হইতেছেন।

দেওপাড়া হইতে আবিষ্কৃত বল্লালপিতা বিজয়সেনের শিলাফলকে বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেন "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম" অর্থাৎ ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশের শিরোমণি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন প্রভৃতি সেনরাজগণ সকলেই স্ব স্ব তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি মহাপুরাণেও পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণ "ব্রহ্মক্ষত্র" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য ও গুজরাত প্রদেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল, শত শত শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে তাহার পরিচয় বাহির

* "পাণিগ্রহণসংস্কার সবর্ণাসূপদিশ্যতে।" (মনু)

হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্য পঞ্চাননের কারিকাতেও বটেশ্বর মিত্রের পূর্ব্বপুরুষ সুদর্শন মিত্র "চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে সুদর্শনঃ" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং গৌড়াধিপ বল্লাল ও বটেশ্বর মিত্র সবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণই হইতেছেন; সুতরাং বটেশ্বর মিত্রের সম্বন্ধ-নির্ণয় দ্বারা মিত্রবংশ যে নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বটেশ্বর মিত্রের কীর্ত্তি।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের বিরাগভাজন হইয়া বটেশ্বর মগধে আগমন করিলে তাঁহার সহিত ও তাঁহার আশ্রয় লাভের জন্য বহু উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সন্তান এ অঞ্চলে আগমন করেন। বটেশ্বর তাঁহাদিগকে গুণ কর্ম্ম অনুসারে উপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ ভাগলপুর জেলার নানা স্থানে বসবাস করিতেছেন। ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত কাহালগাঁয়ের নিকট পাথরঘাটা নামক স্থানে বটেশ্বর মিত্রের রাজধানী ছিল। এখনও পাথরঘাটায় সেই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কায়স্থকীর্ত্তির যথেষ্ট গৌরবজনক নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কায়স্থ-সমাজ হইতে সেই অতীত কীর্ত্তি উদ্ধারের আয়োজন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এখানকার কাহালগাঁয়ে "বটেশ্বরনাথ" নামক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আজও মগধপতি বটেশ্বরের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

উপরে লিখিয়াছি বটেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নিকট সহায়সম্পত্তি লাভের আশায় মগধে বহু কায়স্থসন্তান এখানে আসিয়া সমাজ গঠন করেন। বটেশ্বর মিত্রের যত্নে তাঁহার সময় হইতেই উক্ত কায়স্থসমাজ স্বতন্ত্র উত্তররাঢ়ীয় সমাজ বলিয়া গণ্য হয়। এই সমাজ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। অদ্যাপি উত্তররাঢ়ীয় সমাজের এক পঞ্চমাংশ লোক এই সমাজের অধীন। বর্ত্তমানকালে স্বনামধন্য মহাশয় তারকনাথ ঘোষ এই সমাজের সমাজপতি।

বটেশ্বর মিত্রের বংশধর।

উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ঘনশ্যামমিত্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি যে, বটেশ্বর মিত্রের এক পুত্র টিকাইত বহু ধনসম্পত্তি ও দাসদাসী লইয়া আবার রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। যথা—

"পাঁজির ভিতর লেখা টীকার সূত্র।
কেহ বলে মগধ হইতে আইলা বটের পুত্র॥

পুরুষ লেখায় কেহ না মিশায় আপনার ভিতর।
গণে বলে আতব ছাড় মিত্র আনা কর ॥
বটপুত্র টিকাইত আইল গৌড়দেশে।
উঠে নাচ্যা আনে ধন অশেষ বিশেষে ॥
অশ্ব পৃষ্ঠে দাসদাসী তোলাইয়া যানে।
ঘোড়ামিত্র বলিয়া গালি দেন জ্ঞাতিগণে ॥
ধন বলে ভূমি করে দেশে আসিয়া বসে।
কুলশাস্ত্রে আছে তাহা জ্ঞান পরসে ॥"

(ঘনশ্যামী)

বটেশ্বরের পুত্র টিকাইত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় 'মগধদেব' আখ্যায় অভিহিত, সম্ভবতঃ মগধ হইতে এ দেশে আসিয়া বাস করায় "মগধদেব" নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। তিনি সম্ভবতঃ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া "রাজটীকা" পাইয়া ছিলেন, এজন্য "টিকাইত" নামেও সম্মানিত হইতে পারেন। মগধ হইতে পুনরায় তাঁহার এ দেশে আসিবার কারণ—মুসলমান আক্রমণ।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—১১৬২ খৃষ্টাব্দে বটেশ্বর মগধেশ্বর হইয়াছিলেন। এদিকে অদ্ভুতসাগরের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) গৌড়াধিপ বল্লালসেনের জীবনকাল শেষ হইয়া আসিয়াছিল।* ইহার ২৭ বর্ষ পরে (১১৯৭ খৃষ্টাব্দে) খিলজী বংশীয় মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার মগধ বা বিহার আক্রমণ করেন। সেই সময়কার মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজের তবকাত্‌-ই-নাসিরি পাঠে জানা যায় যে—কেবল বিহার বা মগধের রাজধানী বলিয়া নহে—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সমগ্র বিহার বা মগধ প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।† এ সময় বটেশ্বরমিত্র জীবিত ছিলেন কিনা তাহার ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে এ সময়ে মগধে (১১৬২ হইতে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) প্রায় ৩৫ বর্ষ কায়স্থ মিত্র-বংশের শাসন চলিয়াছিল। টিকাইত মিত্র প্রাণভয়ে ধন মান রক্ষার্থ সম্ভবতঃ উক্ত সময়ে (১১৯৭ খৃষ্টাব্দে) রাঢ়দেশে পলাইয়া আসেন, কারণ এ সময় রাঢ়দেশে মুসলমান আক্রমণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তখনও গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন প্রবল প্রতাপে রাঢ়দেশ শাসন করিতেছিলেন এবং পিতৃসম্বন্ধ হেতু সপরি-

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p. 551.

বার টিকাইত মিত্রকে তাঁহাদের কুলস্থানে আশ্রয় দান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ক্রমে বটমিত্রের বংশধরগণ রাঢ়ের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ঘনশ্যাম মিত্রের কারিকায় এইরূপে তাঁহাদের কুলস্থান গুলির উল্লেখ আছে—

"ধামতড়ি ১ পদুমড়ি ২ কোড়গাঁ ৩ নৈহাটী ৪।
পাঁচবাড়িয়া ৫ মুকপাড়া ৬ কৈয়ড় ৭ ভালকুটী ৮ ॥
নগাঁ ৯ কাঁন্ধরি ১০ আর টিকরি ১১ সাটই ১২।
গজপতিপুর ১৩ সিদ্ধিপুরা ১৪ মোনাই ১৫ আকরগাঁই ১৬ ॥
ধামতৈল ১৭ হিজরোড় ১৮ পদ্মনহড় ১৯ নারায়ণপুর ২০।
গজপতিপুর ছাড়িয়া বাটী তেজে হইল দূর ॥
নৈহাটী ছাড়িয়া পরে ঘোষহাট গত।
আকরগাঞি বলিয়া ডাকে বটের বংশজ ॥" ইতি

উক্ত গ্রাম সমূহের মধ্যে তিন চারিটী ছাড়া অধিকাংশ স্থানে মগধপতি বটের বংশ বিদ্যমান। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনাদের পূর্ব্ব পরিচয় বিস্মৃত।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ সমাজের কর্ত্তব্য।†

প্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন উপস্থিত হ'বে যে কায়স্থ-সভা ক'রে কি লাভ? আমরা সমস্ত জাতিকে, সমস্ত বাঙ্গলাকে, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বজাতি ব'লে আলিঙ্গন করি না কেন? কায়স্থ, কেবলমাত্র কায়স্থের মধ্যে দল পরিপক ক'রে, একটা হুজুগ উপস্থিত কচ্ছে কেন? এতে উপকার না হয়ে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে ইঁহাদের বিস্তৃত পরিচয় ও বংশাবলী প্রকাশিত হইবে।

† ৬ই বৈশাখ (১৩২৬), নড়াইলে হাটবাড়িয়ার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার যে ১৭শ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই অভিভাষণ পাঠ করেন।

অপকার হ'তে পারে, জাতীয়-বিদ্বেষবহ্নি পুনরায় বেশীভাবে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠতে পারে। এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার ক'রতে হবে যে, জাতীয়তার ভাব সর্ব্বোচ্চ, শীর্ষস্থানীয় ভাব নয়। শুধু সামাজিক ব্যাপারে কেন, রাজনৈতিক বা ধর্ম্মজগতেও সাম্প্রদায়িক ভাব সর্ব্বোচ্চ ভাব নয়। জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, অর্থের গণ্ডি ছাড়াইয়া যে ভাব উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে, তাহাই উচ্চভাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 'বসুধার সঙ্গে কুটুম্বিতা' সংস্থাপন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আমরা ক্ষুদ্র হ'য়েই জন্মাই—একটুকু শিশু। তার কুটুম্বিতার শক্তিও খুব প্রশস্ত নয়। প্রথম অবস্থায় সেই শিশুর গণ্ডি মাত্র একজনকে বেষ্টন করে—মাতা। ক্রমান্বয়ে যেমন দেহ বাড়্তে থাকে, কুটুম্বের সংখ্যা বাড়্তে থাকে; বাপ, ভাই, বোন, আরও কতলোকের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপিত হয়। সে রকম একটা সমাজও ক্ষুদ্র হয়ে জন্মায়, তার সহৃদয়তা বহুব্যাপ্ত হয় না। ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর, আপনার ভিতর, আত্মীয়-স্বজনের ভিতর, সপিণ্ড-স্বগোত্র সমানোদকের ভিতর, স্ববর্ণের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে। থাকে থাক্, সে কথা হচ্চে না; থাকা উচিত কি না?—যদি উচিত হয়, কতটুকু সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত?—তাই হচ্চে প্রশ্ন। বাস্তবিক, সঙ্কীর্ণতা যে সামাজিকতার স্বাভাবিকধর্ম্ম, তাতে সন্দেহ কর্‌বার উপায় নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ হ'তে আরম্ভ ক'রে সুসভ্য ইয়ুরোপীয় সমাজেও আমরা সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষে, ঐ ভাব দেখ্‌তে পাই। আমাদের নিজের দেহের ভিতরে দেখ্‌তে পাই, পা পায়েরই কার্য্য ক'র্‌তে চায়। হস্ত যেমন চক্ষুর কাজ ভাল ক'রে ক'র্‌তে জানে না, তাকে হাতড়ে বেড়াতে হয়—তেমনি নিজের কাজ নিজে ভাল ক'রে করা যায়, পরের কাজ সে রকম করা যায় না। প্রকৃতি নিজের কাজ ক'র্‌তেই আগে আমাদের শিখায়, সেইজন্য আমার মনে হয়, নিজের কাজই আগে করা ভাল। সকল জাতিই আগে নিজের কাজ করুন, নিজের উন্নতি করুন, তারপর যে শক্তি-সামর্থ্য উদ্বৃত্ত থাকে, তার দ্বারা পরের কাজ করা যেতে পারে। জগতে সর্ব্বত্রই যে জাতীয় সংকীর্ণতা দেখা যায়, তা অবশ্য কোন অলঙ্ঘনীয় আবশ্যকতার অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই আবশ্যকতা কি, তা দেখ্‌তে চেষ্টা করা যাক্। সঙ্কীর্ণতার একটা কারণ, বস্তুবিশেষের সহিত তুলনায় জগতের অত্যন্ত বিস্তৃতি; ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্যের সহিত তুলনায় মনুষ্য সমাজের বহুবিস্তৃতি। যেমন Rothschildএর অর্থও সমগ্র মানব মানবমণ্ডলীর ভিতর সমভাবে বিতরণ করিয়া দিলে প্রত্যেকের হয় ত ২।৪টা পয়সা মাত্র

হবে, তাতে কারও অভাবমোচন হবে না, তেমনি কারো ক্ষুদ্রশক্তি সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে হয়ত কারও উপকার হ'বে না; কাজেই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ক'র্‌তে হয়, গণ্ডী ছোট ক'রতে হয়, সহৃদয়তাকে সীমাবদ্ধ ক'র্‌তে হয়। অন্যথা সমগ্র বসুধাকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে হস্ত প্রসারিত ক'র্‌লে, বেড়ে পাওয়া যায় না।

সামাজিক সঙ্কীর্ণতার আর একটি কারণ আছে—সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব। এক সমাজের মধ্যে ধনী আছে, নির্ধন আছে, কৃষক আছে, বণিক্ আছে, ব্রাহ্মণ আছে, শূদ্র আছে, ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, একের স্বার্থের উপর অন্যের হস্তক্ষেপ ক'র্‌বার প্রবল ইচ্ছা আছে; কাজেই প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই স্ব-স্ব স্বার্থরক্ষা কর্‌বার জন্য বিশেষ উদ্যম কর্‌তে হবে; সম্প্রদায়মধ্যগত ব্যক্তি-বর্গকে পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ হ'তে হবে। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের সহায়তা ক'রতে হবে। অন্যথা সে সমাজ অন্য সমাজের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; অন্য সমাজ তাহাদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ কর্‌তে থাক্‌বে। এই ত্রিবিধ কারণই আমাদের কায়স্থ-সভার অস্তিত্বের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি। প্রথম কারণ—আমাদের শক্তি-সামর্থ্য সমগ্র মনুষ্যসমাজকে বেষ্টন কর্‌বার পক্ষে যথেষ্ট নয়; দ্বিতীয় কারণ—প্রকৃতি নিজের কাজ করতেই আমাদের আগে শিখিয়েছে এবং ভালরূপ শিখিয়েছে, পরের কাজ কর্‌তে সেরূপ শেখায় নাই। তৃতীয় কারণ—একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট বহু সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব রয়েছে—আত্মরক্ষা ক'র্‌বার আবশ্যকতা রয়েছে; সেইজন্য পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ হ'বার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এখন আমাদের আর একটী বিষয় বিশেষ ক'রে দেখ্‌তে হবে। হাত যেমন হাতেরই কাজ করে—চক্ষুর কাজ করে না; তেমন এদের সকলকেই স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে, এরা কেউ স্বাধীন নিরপেক্ষ সত্ত্বা নয়, এরা কোন বৃহত্তর সত্ত্বার অংশবিশেষমাত্র। সেই বৃহত্তর সত্ত্বা হচ্ছে মনুষ্যদেহ। হাত স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্য ভিন্ন কার্য্য ক'রতে পারে না, হৃৎপিণ্ডের সাহায্য ভিন্ন কার্য্য ক'রতে পারে না, উদরের পরিপোষকতা ভিন্ন আপনার অস্তিত্ব রক্ষা ক'রতে পারে না; শুধু তাই নয়, এদের বলই হাতের বল, এদের স্বাস্থ্যই হাতের স্বাস্থ্য, এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে থাক্‌তে বাধ্য; একমাত্র নিজেকে নিয়ে, সে হাত, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তে পারে না। সেই রকম সমগ্র জাতির শক্তি, স্বাস্থ্য, সবলতার উপর কায়স্থজাতির শক্তি স্বাস্থ্য নির্ভর

করে। অন্য সমাজের হানি ক'রে কায়স্থ-সমাজ নিজের স্বার্থসিদ্ধি ক'রতে পারে না। এইরূপ ক'রতে গেলে আপাতত কোন সমাজের স্বার্থবৃদ্ধি হ'তে পারে বটে, কিন্তু স্থায়ী অমঙ্গল হয়। শুধু যে অন্য সমাজের হানি ক'রে কায়স্থ-সমাজ নিজের স্বার্থসিদ্ধি ক'রতে পারে না—তা নয়; উদ্বৃত্ত শক্তির দ্বারা অন্যান্য সমাজের উৎকর্ষ সাধন ক'রতে বাধ্য। কায়স্থ-সমাজ এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌বে যে, অন্যান্য সমাজের জীবন, শক্তি স্বাস্থ্যের সহিত তার জীবন, শক্তি, স্বাস্থ্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। সাম্প্রদায়িকতা যে আদর্শভাব নয়, তা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ভাবকে অপরিহার্য্য উৎপাত, অর্থাৎ necessary-evil বলা যেতে পারে। সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে অবৈধ প্রতিযোগিতা থাকার জন্যই এই ভাবের আবশ্যক। কিন্তু আদর্শভাব, সেই বসুধা-বিস্তৃত কুটুম্বিতার ভাবে উপনীত হ'তে গেলে এই প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা ত যেতেই পারে না, বরং যার যতদূর শক্তি, এই বৈরভাব দূর কর্‌বার চেষ্টা ক'রতে হবে। সাধারণ ইংরাজ-সৈনিকের স্বভাব সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে; একজন সৈনিককে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৈন্য কোন্ সৈন্য? উত্তর—কেন? অবশ্য ইংরাজ-সৈন্য! এই সৈন্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি কে? কেন? আমাদের সেনাপতি! এই সৈন্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রেজিমেণ্ট কোন্‌টা? কেন? আমার রেজিমেণ্ট! এই রেজিমেণ্টের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৈনিক কে?—আমি! সর্ব্বদেশেই মূর্খলোকের মনের ভাব অনেকটা ঐ রকম। যে যত বড় মূর্খ, সে নিজেকে তত পণ্ডিত মনে করে; যে যত অযোগ্য, সে নিজেকে তত সুযোগ্য মনে করে। আমাদের কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যা'তে এইরূপ অবৈধ অহঙ্কারের ভাব প্রবেশ না করে, তার জন্য আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকৃতে হবে। আমাদের মনে করা উচিত যে, আমরা সর্ব্বাপেক্ষা হীন। তবে আমাদের অপেক্ষা হীন কে? যে কেবলমাত্র জাতীয়গৌরবে স্পর্দ্ধিত হ'য়ে মনে করে যে, আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তা সে ইংরাজ হোক্, আর বাঙ্গালীই হোক্, ব্রাহ্মণই হোন্ আর ক্ষত্রিয়ই হোন্। জাতিগত শ্রেষ্ঠতাতে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতা জন্মে না, এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে। আবার ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতা থাকৃলে সে যে জাতিই হোক্, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথাও স্মরণ রাখ্‌তে হবে।

কায়স্থের আরো কর্ত্তব্য, পূর্ব্বে যা বলা হইয়াছে, তা হ'তেই পাওয়া যাচ্ছে—অবৈধ পক্ষপাত ক'র্‌তে সে পারে না। যেস্থলে জাতিনির্ব্বিশেষে কল্যাণকর

কার্য্য করা যেতে পারে, সেস্থলে কেবলমাত্র কায়স্থের জন্য সে কার্য্য করা উচিত নহে। একটা কায়স্থ-বিদ্যালয় করা গেল। তাতে কেবল কায়স্থ প'ড়বে, অন্য জাতি প্রবেশ ক'রতে পারবে না; এ ভাব নিতান্ত সাজ্ঘাতিক ভাব। এতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্রতার ভাব, দূরীভূত না হ'য়ে আরও বদ্ধমূল হয়। যেস্থলে কায়স্থ-সমাজের সহিত অন্য কোন সমাজের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈরতা রয়েছে, সেই খানেই কায়স্থ কায়স্থের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে পারে, অন্যথা পারে না। যেখানে সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী কায়স্থের ন্যায্য অধিকার হ'তে তাকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করছে, সেখানেই কায়স্থের সাম্প্রদায়িক শক্তিপ্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সাম্প্রদায়িক শক্তি না থাকৃলে কিংবা তা প্রয়োগ ক'র্‌বার ব্যবস্থা না থাকৃলে, কায়স্থকে তাহার ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'তেই হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তি ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের শক্তিদ্বারা এ স্বার্থরক্ষা করা যায় না।—কাজেই কায়স্থ-সভার আবশ্যকতা।

কায়স্থ-সভার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল কি না—সন্দেহ করা যেতে পারে। আমার মতে এই সভার আবশ্যকতা সপ্রমাণ করা প্রয়োজন; কারণ, আমি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকেই এর আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রতে শুনেছি। এখন কায়স্থ-সভার এবং কায়স্থ-সমাজের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব।

কেবল যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রলেই ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না, এমন কি নিয়মিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক'রলেও ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নিতান্ত সহজ নয়; ভগবানের একটা বিশেষ কার্য্যের সহায়তা করা এই ধর্ম্ম। কার্য্যটি বিশেষ কঠিন, এমন কি তাহা সাধন ক'র্‌তে ভগবান্‌কেই স্বয়ং যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'তে হয়। এই কার্য্য—দুষ্কৃতের দণ্ড বিধান। এই দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিবিশেষ হ'তে পারে, সমাজের অন্তর্গত সম্প্রদায়-বিশেষ হ'তে পারে, কিংবা জাতিবিশেষ হ'তে পারে। এই দুষ্কার্য্য কাহারও নিজের স্বার্থের প্রতিকূলে হ'তে পারে কিংবা পরের স্বার্থের প্রতিকূলে হ'তে পারে। কা'র স্বার্থ, ক্ষত্রিয়কে তা দেখ্‌তে হবে না; নিজের স্বার্থের প্রতিকূল কি অনুকূল হ'ল, তা দেখ্‌তে হবে না; দুষ্কৃতমাত্রেরই দুষ্কার্য্যের যথাসাধ্য বাধা প্রদান ক'র্‌তে হবে। মহানুভব ইংরাজরাজ আমাদের সৈনিক বিভাগে প্রবেশের অধিকার দিয়াছেন। এই অধিকারের সদ্ব্যবহার, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কায়স্থসন্তান মাত্রেই এই কর্ত্তব্য পালন জন্য নিজেকে

অর্পণ ক'র্‌তে বাধ্য। এ-তে বেতনের পরিমাণ দেখ্‌তে হবে না; স্বধ-
স্বচ্ছন্দতা, ভাবী উন্নতি, চাকরি জোগাড়ের সুবিধা অসুবিধা, দেখতে হবে
না; একমনে, কেবলমাত্র স্বধর্ম্মপালনব্রত উদ্‌যাপনকল্পে আত্ম-সমর্পণ
ক'র্‌তে হবে। যুদ্ধ-ব্যবসা অবলম্বন কায়স্থের অগ্রগামী কর্ত্তব্য ব'লে আমরা
যতদিন বুঝ্‌তে না পার্‌ব, ততদিন প্রকৃত কায়স্থ-সমাজের পুনরভ্যুদয় হ'বে
না। আরও বিশেষ কথা আছে। সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ ক'রে রাজকার্য্য
করার সুযোগ হয়ত, অতি অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষে ঘট্‌বে; কিন্তু এই
কার্য্যের জন্য উপযোগী হওয়া, সুস্থ সবল দেহ, নির্ভীক চিত্ত, অর্জ্জন ক'র্‌বার
পক্ষে চেষ্টা, যত্ন, বিশেষ উত্তম করা, সকলেরই আয়ত্তাধীন। কায়স্থ-সন্তান
মাত্রেরই ব্যায়াম করা নিরতিশয় আবশ্যক; আত্মরক্ষা, বিশেষতঃ পরকে রক্ষার
শক্তি-সামর্থ্য অর্জ্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক। শুধু যে চেষ্টা করা আবশ্যক
তা নয়, এই চেষ্টা তার স্বধর্ম্মের প্রথম স্থান অধিকার করছে, একথা
সর্ব্বদা স্মরণ রেখে চেষ্টা করা আবশ্যক। ক্ষত হ'তে নিজেকে এবং
বিশেষতঃ পরকে ত্রাণ ক'র্‌তে সামর্থ্য না থাক্‌লে ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না,
একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে। পল্লীগ্রামে চুরি ডাকাতির অভাব নাই,
দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচারের অভাব নাই, এসব স্থানে কায়স্থ-সন্তানকে
সর্ব্বাগ্রে আত্ম-বিসর্জ্জন ক'রে পরকে রক্ষা কর্‌বার জন্য অগ্রসর হ'তে হবে;
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা এরূপ ক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া কোন অংশে কম
গৌরবের বিষয় নয়। কায়স্থকে স্মরণ রাখ্‌তে হবে, পরের জন্য প্রাণ দিবার
অগ্রগামী অধিকার তাহার।

আর একটী বিশেষ কথা আছে। পূর্ব্বে বলেছি এই মহৎ কর্ত্তব্য
পালন ক'র্‌তে গেলে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য অর্জ্জন করা একান্ত
আবশ্যক; তা না হ'লে এ কর্ত্তব্য পালন করা যায় না। এই
সামর্থ্যের প্রতিরোধক কোন আচার ব্যবহার সমাজে প্রচলিত থাকলে
কায়স্থ তা সর্ব্বথা বর্জ্জন ক'রতে বাধ্য। সে আচার-ব্যবহার যতই প্রাচীন
হোক্, যতই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হোক্, যতই আধুনিক শাস্ত্র-ব্যবস্থিত হোক্, তা
সর্ব্বথা বর্জ্জন ক'র্‌তে হবে; কারণ যে আচার-ব্যবহার, শক্তি-সামর্থ্য অর্জ্জনের
প্রতিরোধক, তা কায়স্থের মূলধর্ম্মের বিরোধী। অপরিণত বয়সে সন্তান
উৎপাদন এই শ্রেণীর একটা ব্যবহার। এইরূপ সন্তান যে তেমন সুস্থ সবল
হয় না—হ'তে পারে না, সে কথা যুক্তির দ্বারা বোঝাবার আবশ্যকতা নাই,

আর যাঁরা যুক্তির অপেক্ষা করেন, তাঁদের নিকট যুক্তিপ্রয়োগ ক'রেও
কোন ফল নেই। এ এত সহজবোধ্য বিষয় যে, তাকে এর অপেক্ষা সহজ
অবস্থায় পরিণত করা যায় না। অপরিণত বয়সে সন্তান উৎপাদনের কথা
হচ্ছে। যখন অপরিণত বয়স বলা হ'য়েছে, তখনই তা সন্তান উৎপাদনের
উপযোগী বয়স নয়, বলা হ'য়েছে, আর যুক্তির আবশ্যক কি? তবে এই
বয়সের পরিমাণ কি, তা নিয়ে তর্কবিতর্ক করা যেতে পারে। এই অপরিণত
বয়সে সন্তান উৎপাদনই বর্ত্তমান ভারতবর্ষের লোকের শৌর্য্যবীর্য্যহানির একটা
প্রধান কারণ, তা স্মরণ রাখ্‌তে হবে। বলা যেতে পারে যে, বেশী বয়সে
বিবাহ দিলে ব্যভিচারের প্রশ্রয় হ'তে পারে। সামান্য ব্যভিচার নিবারণ
অপেক্ষা সমাজরক্ষা কি বেশী মূল্যবান্ কর্ত্তব্য নয়? দুর্ব্বল সন্তান সে
কর্ত্তব্যপালনে সম্যক্ সমর্থ নয়। অন্য সম্প্রদায় যাহাই করুন, কায়স্থ-সমাজ
কোন রকমেই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয়দায়ক রীতিনীতির পোষকতা ক'র্‌তে পারেন না।
আমার মতে ব্যভিচার শতগুণ বৃদ্ধি হ'লেও জাতীয় দুর্ব্বলতা একগুণ বৃদ্ধি হ'তে
দেওয়া যেতে পারে না। এখন এই পরিণত বয়স কোন্ সময় হইতে
আরম্ভ, তা সাধারণের বিচার্য্য নয়, বিজ্ঞানবিদের নিকট জান্‌তে হবে। তবে এ
সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ পক্ষে সাধারণের একটি উত্তম সুযোগ আছে; যখন
একটা অপরিণত বয়স আছে, তখন বিবাহ যতদূর সম্ভব, স্থগিত রাখাই এ সম্বন্ধে
বিজ্ঞতা। তা না ক'রে, নিজ হ'তে একটা পরিণত বয়স স্থির করতে যাওয়া
নিরাপদ নয়। হয়ত নিজের সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে যে বয়স স্থির করা হ'ল,
তা নিতান্ত কম বয়স হয়ে যেতে পারে। পাত্র না জুটিবার আশঙ্কায় কন্যাকে
অপরিণত বয়সে পাত্রস্থ করা কায়স্থের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। গৌরীদান প্রভৃতি কদাচ
কায়স্থের ধর্ম্ম হ'তে পারে না, তা মনুই বলুন, আর আমাদের বিধাতা—যিনি
বিধাতার উপর বিধাতা সেই রঘুনন্দনই বলুন।

সুস্থ সবল দেহ অর্জ্জনের দ্বিতীয় অন্তরায় অবরোধ-প্রথা। এই প্রথার
যতই গুণ থাকুক, কায়স্থের পক্ষে সেই গুণের সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ
নেই; কারণ কায়স্থের যে প্রধান কর্ত্তব্য, যে কঠোর কর্ত্তব্য, তা অগ্রে
পালন ক'র্‌তেই হইবে; তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নাই। বাল্যবিবাহ,
অবরোধ-প্রথা, ইত্যাদির সাহায্যে জীবনাতিবাহন যতই সুখের হোক, হতভাগ্য
কায়স্থের অদৃষ্টে সে সুখ নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অট্টালিকায় বাস করা যায়
না, রসনার তৃপ্তিকর আহার্য্যের প্রতীক্ষা করা যায় না, দুগ্ধফেননিভ শয্যায়

প্রতীক্ষা করা যায় না; আকাশই যেমন তাহার চন্দ্রাতপ, কঠোরতাই যেমন তাহার প্রাপ্যসামগ্রী, আত্মবিসর্জ্জনই যেমন তাহার অধিকার, তেমন কায়স্থের ভাগ্যে এই সমস্ত হানিজনক প্রথার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনাতিবাহনসুখ নিতান্তই নিষিদ্ধ। তাহার ভাগ্য নিতান্ত কঠোর, তাহার কর্ম্ম নিতান্ত কঠোর, তাহার আচার-ব্যবহারও তদুপযোগী কঠোর হবে; অন্যথা যজ্ঞোপবীত ধারণের সম্পূর্ণ সফলতা উদ্ভূত হবে না। দুষ্কৃতের বিনাশ, অত্যাচারের নিরাশ, ধর্ম্মসংস্থাপনের পথ উন্মুক্ত রাখা যে তার কর্ত্তব্য, যজ্ঞোপবীতের সঙ্গে তা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে। সেই ভাবে নিজেকে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে, আত্মীয়-স্বজন-স্বজাতিকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। চৌকীদারের কর্ত্তব্য, যেমন রাত্রিযাপন ক'রে সুপ্ত অধিবাসিগণের ধনসম্পদ্ রক্ষা করা, কায়স্থকে মনে কর্‌তে হবে যে, অন্যান্য সম্প্রদায় সুখ-স্বচ্ছন্দে নিদ্রিত থাকলেও সকল সম্প্রদায়ের ধনসম্পদ্ রক্ষা করা তার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য কার্য্যের বেতন এখানে পাওয়া যাবে না, মুদ্রায় পাওয়া যাবে না; অন্যত্র পাওয়া যাবে। অবশ্য অর্দ্ধ পয়সার সুতো গলায় প'রে তার সঙ্গে সঙ্গে যে আমরা পূর্ণবিকসিত ক্ষত্রিয় হ'য়ে পড়ব, এ আশা আমি করি না; কিন্তু সেই যজ্ঞসূত্রের সঙ্গে এক কণিকাও ক্ষত্রিয়ের ভাব ধারণ কর্‌তে হবে।

আমাদের জীবনে আজ একটা বিশেষ দিন; এতগুলি স্বজাতি একত্র সম্মিলিত হয়েছি, পরস্পরের সহিত সহানুভূতি কর্‌তে পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়েছি; রোজ রোজ আমাদের অদৃষ্টে এ সুযোগ ঘটে না, কাজেই আজ একটা শুভদিন—জীবনে একটা মহেন্দ্রক্ষণ। এই শুভদিনের শুভ-সুযোগে নিজেকে একটু উন্নত কর্‌তে, স্বজাতিকে একটু উন্নত কর্‌তে, ভবিষ্যৎকে একটু উজ্জ্বলতর কর্‌তে, চেষ্টা করতেই হ'বে। আমাদের জীবনে ক্ষুদ্রতা ত' আছেই, উদরান্নের জন্য ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ান ত' আছেই, পণ-প্রথার যন্ত্রণায় ঝরঝর ক্রন্দন ত' আছেই, কল্য হ'তে আবার হয়ত' তাই থাকবে; কিন্তু আজকার এই সুযোগে সেইসব ব্যাপার কথঞ্চিৎ ভুলিয়া নিজের জীবনকে—জাতীয় জীবনকে একটুখানি উন্নত ক'র্‌তে চাহিব না কেন? যদিও সেই উচ্চজীবনের আশা-ভরসা জল্পনা-কল্পনা সমস্তটা স্থায়ী হ'বে না, কিন্তু একটুও কি থেকে যাবে না? নিশ্চয় যাবে। যদি না থেকে যায়, তবে একটা জাতির উন্নতি কেমন ক'রে হয়? এইরূপ জাতীয়-সম্মিলন-ক্ষেত্রে যে মহৎ ভাব জাগরিত হয়, তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না, হ'তে

পারে না, তা আমরা হতে দিব না; তার কিছু অংশ ধরে রাখ্‌বো; এই রকম করে রাখ্‌তে রাখ্‌তে আমরা উন্নত হব। এই রকম ক'রে রাখ্‌তে রাখ্‌তে অন্যে উন্নত হয়েছে, ইয়ুরোপ উন্নত হয়েছে, এমেরিকা উন্নত হয়েছে, জাপান উন্নত হয়েছে, আমরা কি হবো না? এই সভার বহু সভ্য যে বহু বৃহৎ ভাবের অবতারণা করবে, তার কিছুই কি আমরা ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বো না? আমি না রাখ্‌তে পারি, অন্য আর একজনও হয়ত' না রাখতে পারেন; কিন্তু এ কথা বিশ্বাস কত্তে কিছুতেই রুচি হচ্ছে না, এই জনসমাগমের মধ্যে এমন একজনও উপস্থিত নাই যিনি এই ক্ষুদ্র জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা বিসর্জ্জন করে, অস্বাস্থ্যকর দেশাচারের দাসত্ব হতে নিজকে স্থায়ীরূপে উন্মুক্ত করিতে সমর্থ নহেন; আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের সেই মহীয়ান্ ভাবের দ্বারা নিজের জীবনকে স্থায়ীরূপে গঠিত ক'র্‌তে সমর্থ হবেন না। সেই দিনের কথা স্মরণ করুন, সেই চন্দ্র-সূর্য্যবংশের কথা স্মরণ করুন, সেই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধমান ক্ষত্রিয়গণগুলীর কথা স্মরণ করুন, সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কঠোর অধ্যবসায়, সেই আত্মবিসর্জ্জন, সেই স্বার্থত্যাগের কথা স্মরণ করুন, আমাদের ক্ষমতায় না হলেও সেই মহাপুরুষগণের পুণ্যবলে এই সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে একজনও নিজের জীবনকে উন্নতস্তরে অধিষ্ঠিত ক'র্‌তে পার্‌বেন; একজন কেন? একশত জন পারবেন; কণিকা পরিমাণ উন্নতি হয় ত' সকলেই কর্‌তে পারিবেন। অতএব আমাদের হতাশ হবার আবশ্যকতা নাই। যতদিন ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ বহিতেছে, ততদিন হতাশ হবার আবশ্যকতা নাই, যতদিন পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি হৃদয়মন্দিরে বিরাজ-মান রহিয়াছে, ততদিন হতাশ হবার আবশ্যকতা নাই।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।

স্বর্গীয় মদনমোহন দত্ত

আনুমানিক ১৭১০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন সুপ্রসিদ্ধ হাটখোলার দত্তবংশে কলিকাতা মহানগরীতে বর্ত্তমান নিমতলাঘাটের সৎকার-স্থানের এবং দরমাহাটা ষ্ট্রীট ও ষ্ট্রাণ্ডরোড যেখানে মিলিত হইতেছে তাহার পূর্ব্বদিকে যে ভগ্ন প্রাসাদটী

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই একটী প্রকোষ্ঠে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ স্থানটী এখন
পর্য্যন্তও চিহ্নিত হইতেছে ; কিন্তু উক্ত ভগ্ন গৃহখানি পড়িয়া গেলে উহা আর কিছু
দিন পরে স্মরণাতীত হইবে। মহাত্মা গোবিন্দশরণ দত্ত শীর্ষক প্রবন্ধে মদনমোহনের
কয়েকজন পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। মদনমোহনের
পিতামহ রামচন্দ্র গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তে জোড়াশাঁকোতে চিৎপুররোডের উপর
ভূমি লাভ করেন ও তৎসহ গোবিন্দপুর বিক্রয় করিয়া অর্থও প্রাপ্ত হন। চিৎপুর
রোডকে তৎকালে পিলগ্রিম রোড বলিত। ঐ পথ দিয়া কোম্পানীর সৈন্যগণ
সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। হিন্দুর বসতবাটী ঐরূপ একটী স্থানে হওয়ায়
রামচন্দ্রের ঐ স্থানটী মনঃপূত হয় নাই। যাহা হউক তিনি কয়েক বৎসর ঐ
স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং তথায় শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বাটীর
পশ্চাতে একটী সুন্দর বাগিচা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানটী তৎকাল হইতে অদ্য
পর্য্যন্তও রামবাগান নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। তাহার বাটীর সম্মুখে চিৎপুর
রোডের পশ্চিম পার্শ্বে অনতিদূরে একটী বাজারও পত্তন করেন। তাহা তৎকালে
রামবাজার নাম লাভ করে। আপ্‌জন্ সাহেবের ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার মান-
চিত্রে রামবাজারের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। পরে আন্দুলের রাজবংশ-স্থাপক
রামচরণ রায় যিনি মদনমোহনের দ্বারা লর্ড ক্লাইভের নিকট পরিচিত হইয়া
কোম্পানীর অধীনে মুন্সীগিরি পদে অধিষ্ঠিত হন, ঐ জোড়াশাঁকোর (যুগ্মসেতুর)
নিকট ঐ সকল সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বাস করিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে দুইটী
ক্রীক গঙ্গা হইতে জোড়াশাঁকো পর্য্যন্ত আসিয়া মিলিত হইয়া একটী নালা হইয়া
লবণ-হ্রদের (Salt-water lake) দিকে যাইত। ঐ দুইটী নালা সংযোগের
স্থানে যুগ্মসেতু ছিল বলিয়া ঐ স্থানটী জোড়াশাঁকো আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং অদ্যাবধি
ঐ নামে ঐ স্থানটী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যখন কোম্পানীর সৈন্যসকল
পিলগ্রিম রোড দিয়া ঐ যুগ্মসেতু পার হইয়া চাণক প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন
করিত, তখন রামচন্দ্র তাঁহার বসতবাটী ঐরূপ রাস্তার উপর হওয়ায় নিশ্চিন্ত থাকিতে
পারিতেন না। সুতরাং তিনি গঙ্গাতীরে তাহার বাসস্থান স্থির করিয়া
জোড়াশাঁকোর বাটী পরিত্যাগ করিয়া হাটখোলায় নিমতলাঘাটের সম্মুখে পাকাবাটী
নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, মাণিক্যচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তথা
গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে তিনিই প্রকৃত হাটখোলার দত্তবংশের
মূল পুরুষ। রামচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্চলেও একটী কীর্ত্তির কথা আমরা অবগত আছি।
পাটনায় ফুট বাজারের নিকট পাটনেশ্বরী নামে যে দেবী পূজিত হইয়া থাকেন, রামচন্দ্র

সেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা-রক্ষার জন্য কিছু সম্পত্তি করিয়া দেন। উহার ট্রাষ্টি রাজা জয়কিশন ছিলেন, এখনো তাঁহার ভ্রাতা রায় বাহাদুর রাধাকিষণ আছেন। স্থানীয় লোকেরা সাধারণতঃ ঐ ঠাকুরাণীকে "ছোট পাটান দেবী" বলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের চারিটী পুত্র, তন্মধ্যে মদনমোহন জ্যেষ্ঠ। এই মদনমোহনই "স্বনামপুরুষো ধন্য" বাক্যের যথার্থ দৃষ্টান্ত। মদনমোহনের বাল্যকালের ঘটনাবলী রক্ষিত না হওয়ায় আমরা সেই সময়ের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক দিতে পারিলাম না। তবে যতদূর আমরা শুনিয়াছি তাহাতে বিবেচিত হয় যে মদনমোহন অত্যল্প বয়স হইতেই বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ও স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন।

মদনমোহন সম্বন্ধে ৺লোকনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার "Modern History of the Indian chiefs, Rajas, Zamindars &c." পুস্তকে ২০ পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি লিখিয়াছেন।

"Among the ancestors of the Datta family, the name of Madanmohan is highly popular. He was a respectable Zamindar, banker and owner of several ships. It was under his case, that Ram Dual Dey not only acquired a liberal education but amassed a considerable wealth. Madan mohan was extremely pious and his religious endowments were immense. He had excavated tanks and wells and delicated temples to *Siva* at Ampta, Midnapore, Dacca and other places; but the most prominent of all his acts was the erection of the stair-case to the top of the hillock "Pretsila" at Gya, which has indeed rendered his name immortal in our country."

ঘোষ মহাশয়ের উপরি উদ্ধৃত কথাগুলিতে স্বল্প স্থানে আমরা মদনমোহনের জীবনের অনেকগুলি ঘটনা প্রাপ্ত হই, কিন্তু ঐ গুলি উহা অপেক্ষা কিছু বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মদনমোহন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন স্থির করেন। তজ্জন্য পিতা ও পিতৃব্যের ন্যায় তিনি কোম্পানীর অধীনে প্রথমতঃ কোন কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। কলিকাতার প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিকগণের মধ্যে তৎকালে পোস্তার রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ধর একজন বিশেষ ধনী ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান তৎকালে নূতন বাজারের উত্তরাংশে চড়কডাঙ্গায় ছিল। বর্ত্তমান কালে ঐ চড়ক ডাঙ্গাষ্ট্রীটের নাম টেগোর ক্যাসেল রোড হইয়াছে। উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ

ধরকে লোকে চলিত কথায় নকুধর বলিয়া ডাকিত। নকুধরের সহিত মদনমোহনে
বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। উভয়ে উভয়কে যথোচিত সাহায্য করিতেন এমন কি ব্যবসায়ে
উভয়ে যুক্তি না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। হালসীর বাগানে যেরূপ
আমির চাঁদ ও গোবিন্দরাম মিত্রের বাগিছা ছিল, সেইরূপ বর্ত্তমান হেদুয়া পুষ্করিণী,
শুড়িপাড়া, হরতুকীবাগান প্রভৃতি স্থানে মদনমোহনের সুপ্রসিদ্ধ বাগিচা ছিল।
১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের আপজানের ম্যাপে ঐ স্থানের বর্ত্তমান মাণিকতলা ষ্ট্রীটের অংশকে
মদন দত্তের ষ্ট্রীট বলিয়া দেখান আছে। মদনমোহন প্রত্যহ প্রাতে স্নান আহ্নি
সমাপনান্তে পাল্কি আরোহণ করিয়া উক্ত স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। কথি
আছে, যে শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ তৎকালে যৎসামান্য দালালী
কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ সময়ে পথে চলিতে চলিতে মদনমোহনকে সুতানুটী
হাটখোলা প্রভৃতি বাজারের দ্রব্যাদির অবস্থা জ্ঞাপন করাইতেন। পরে নকুধরে
একজন কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইলে মদনমোহন নবকৃষ্ণকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠি
করাইয়াছিলেন। ক্রমে নবকৃষ্ণ নকুধরের ও মদনমোহনের সুপারিসে লর্ডক্লাইভে
অধীনে কোম্পানীর মুন্সী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কা
করিলে বিস্তর অর্থ ও মহারাজ বাহাদুর প্রভৃতি বহুমান্যাস্পদ সম্মান ও খেতাব লা
করেন এবং ক্রমে ক্রমে মদনমোহনের সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন।

ব্যবসা ও বাণিজ্যে সকল সময়েই সুবিধা হয় না। কখন কখন ব্যবসা পড়ি
গেলে ব্যবসায়ী অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হন। মদনমোহনের ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়াছিল
কয়েক বৎসর ব্যবসা চালাইয়া তিনি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাতে তাঁহার না
সম্ভ্রম পর্য্যন্ত অস্তমিত হইতে চলিয়াছিল। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি
কোম্পানীর অধীনে লবণ-বিভাগের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন
তৎপূর্ব্বে তাঁহারও লবণের খুব বড় ব্যবসা ছিল এবং কোম্পানী ক্রমে লবণের ব্যব
করায়ত্ত করিলে দেশীয় লবণ-ব্যবসায়িগণ নোকসান দিয়া ক্রমে ঐ ব্যবসা পরিত্যা
করিতে লাগিলেন। মদনমোহনের উক্ত ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলি
কোম্পানী তাঁহাকেই লবণের দেওয়ান পদে অধিরূঢ় করেন। তখনকার কালে
কোন ব্যক্তি কোম্পানীর কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম করিতেন তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে
প্রভূত অর্থশালী হইয়া উঠিতেন। পুনরায় অনেকেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার খুব কম
ছিল। যেন তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জ্জন করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জা
করিতেন। এই সকল কথা ঐ কালের ইতিহাস পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পা
যায়। মদনমোহন ভিন্ন-প্রকৃতির লোক হইয়া ঐ প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করায়

রাজা প্রভৃতি খেতাব সংগ্রহ করার যত্ন করেন নাই। কোম্পানীর অধীনে দেওয়ানের কর্ম্মে এবং স্বীয় কারবারে যাহা পাইতেন তাহাই তাঁহার যথেষ্ট মনে হইত এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁহার সম্ভ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাগ্যচক্রে পূর্ব্ব বিপদ্ অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্ তাঁহার সম্মুখে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়াছিল। এ বিপদ্ হইতে উদ্ধারের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সসৈন্যে হঠাৎ কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। কোম্পানীর সাহেবগণ কলিকাতাকে নবাবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছিল। সেই সময় মদনমোহন সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া স্বীয় ভগ্নীর আলয়ে কিছুদিন বারুইপুরে অবস্থান করেন। এদিকে তাঁহার কলিকাতাস্থিত সম্পত্তি সকল লুটপাট হইল, কিন্তু তাঁহার বাণিজ্যের জাহাজগুলির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। নবাব কলিকাতা অবরোধ করিলে কোম্পানী দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের প্রতি হুকুম করিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের আপন আপন সম্পত্তি রক্ষা করিবেন এবং সহরে স্থানে স্থানে ফটক নির্ম্মাণ করিয়া নবাব-সৈন্যের পথ বন্ধ করিবেন। গোবিন্দরাম মিত্র ঐ আজ্ঞা পাইয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে খাদ কাটিয়া ও স্থানে স্থানে পথ রোধ করিয়া নবাবসৈন্যের অগ্রসরের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প আয়াসেই শত্রুপক্ষীয়গণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে মদনমোহন কোম্পানীর অনুজ্ঞানুযায়ী কিছুই না করিয়া সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহাতে কোম্পানী তাঁহার প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন সমস্ত মিটমাট হইয়া গেল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি দেন। ইংরেজগণের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কেবল হলওয়েল প্রভৃতি কয়েক জন দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া "ব্ল্যাকহোল" ব্যাপারে লিপ্ত হন। সে যাহা হউক মদনমোহন যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন তিনি তাঁহার ক্ষতিপূরণের জন্য কোন খেসারত প্রাপ্ত হন নাই। কলিকাতার ক্ষতি করায় নবাবকে দেশীয় ব্যক্তিগণের খেসারত স্বরূপ কুড়ি লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল, কিন্তু মদনমোহন ঐ টাকা বণ্টনের সময়ে কোনরূপ ভাগ প্রাপ্ত হন নাই। এস্থলে লং সাহেবের পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"The Board are of opinion that all natives and black inhabitants who have not engaged in the service of our

enemy during our troubles should be restored to their houses
and property found in the place, but as they neglected to
secure the outskirts of the town, when they were required
to do it or to lend any assistance in the defence of the
place we are of opinion they have forfeited all right and
title to any restitution of the damages they have suffered.
(p. 92, Ed. 1869. Long's selection from unpublished records.)

এইরূপে মদনমোহন তাঁহার ক্ষতিপূরণের জন্য কোন অর্থ না পাইলেও বারুইপুর
হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতার তৎকালীন সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তির
সহিত বাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে তাঁহার ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে
থাকে এবং তাঁহার যশ ও শ্রী তাহাকে যুগপৎ আশ্রয় করে। তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ
অসংখ্য দীন দুঃখী ভোজন করিত। তিনি বহু আত্মীয়কে ভরণ পোষণ করিতেন।
দেবতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। মদনমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া
আসিলেই তাঁহার সহিত লর্ড ক্লাইভ তাঁহার বাটীতে আসিয়া দেখা করেন ও সেই
কালে নজর স্বরূপ ক্লাইভ সাহেব একটী অতি উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ ঘড়ি প্রদান করেন।
সে ঘড়িটি এখনো তাঁহার বংশধরগণের ঘরে বিরাজ করিতেছে। ঐ ঘটনার
কয়েক বৎসর পরে লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৫ খৃঃ) যখন সল্ট কমিটি গঠন করেন তাহাতে
মদনমোহনকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া যোগদান করান। তৎকালে দেশীয় ব্যক্তি-
গণকে কোম্পানীর মর্য্যাদাসূচক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দেখিলেই লোকে তাঁহা-
দিগকে দেওয়ান বলিত। মদনমোহনও সেইরূপ সল্ট কমিটির দেওয়ান ছিলেন।

সকলেই অবগত আছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থবংশীয় ৺রামদুলাল দেব মহাশয়
মদনমোহনের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা ক্রমে অতুল
বিত্ত লাভ করিয়া কলিকাতার মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনী আখ্যায় সম্মানিত হন।
তাঁহারই পুত্র ছাতুবাবু (যাঁহার ভাল নাম আশুতোষ দেব) ছিল। রামদুলালের
মাতামহ ৺রামসুন্দর বিশ্বাস অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় দিনপাত করিতেন। তাঁহার
পত্নী স্বীয় কায়িক পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতেই তাঁহাদিগের সংসার
অতি কষ্টে চলিত। রামদুলালের পিতা ৺বলরাম সরকার রেকজানি গ্রামে
গুরুমহাশয়ের কার্য্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় পত্নী দুইটী পুত্র (দুলাল
ও নারায়ণ) এবং একটী কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় আপনার পিতৃগৃহে আশ্রয়
গ্রহণ করেন। এইরূপে রামসুন্দরের কষ্টের সংসারে অনেকগুলি পোষ্য একত্র হইলে
কাজেকাজেই রামসুন্দরের পত্নী দুইটী শিশু দৌহিত্রসহ মদনমোহনের নিকট কর্ম্ম-

প্রার্থী হন। তিনি তাঁহার গৃহ-দেবতার নৈবেদ্য সাজাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে
নিযুক্ত করেন। ঐ সঙ্গে দুলাল ও নারায়ণ সরকার মদনমোহনের গৃহে প্রতি-
পালিত হইতে থাকেন। ক্রমে ঐ দুই বালক মদনমোহনের তৃতীয় পুত্র রসিকলালের
সহিত একত্র থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং রসিকলাল যখন পক্ষিশিকারে
যাইতেন ঐ দুই বালক তাহার বন্দুক স্কন্ধে লইয়া যাইত। দুলাল সরকার একটু
বড় হইলে প্রথমতঃ মদনমোহনের আফিসে শিক্ষানবিশ হইয়া প্রবেশ করেন।
দুলাল এক দিবস মদনমোহনকে তাহার সংস্থানের জন্য নিবেদন করিলে তিনি
তাহাকে তাঁহার কুঞ্জিকাবনে কর্ম্মে মাসিক চারি টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন।
মদনমোহন যখন "সল্ট কমিটিতে" যাইতেন তখন ঐ বালক লবণ-গুদাম গুলির
চাবি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৮৬৪
খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজে রামদুলালদের জীবনী-বিষয়ক যে প্রবন্ধটী পাঠ করেন
তাহাতে এই সকল বৃত্তান্তবিস্তৃত ভাবে বিবৃত আছে। তাহাতে লেখা আছে
প্রসিদ্ধ দেওয়ান নন্দকুমার বসু ও রামদুলাল উভয়েই মদনমোহনের অনুগ্রহে আপন
আপন উন্নতি লাভ করেন। উক্ত বালকদ্বয় গ্রীষ্মকালে এক দিবস আফিস যাইবার
সময়ে পথে অত্যন্ত গরম ও ধূলার ঝটিকা সহ্য করিতে না পারিয়া অসুস্থ বোধে
বাটীতে ফিরিয়া আসেন। উভয়েই তখন মদনমোহনের বাটীতে থাকিতেন।
মদনমোহন আফিস হইতে বাটীতে আসিয়া পাল্কি হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই
উভয়কে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া তাহাদের শারীরিক অসুস্থতা বোধে তাহাদিগকে
আস্তে আস্তে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া তাহাদিগের কি অসুখ হইয়াছে জানিতে চাহেন।
তাহাতে তাহারা তাঁহাকে প্রকৃত ঘটনা বলিলে তিনি তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া
তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। এ কথায় রামদুলাল বিশেষ লজ্জিত হইয়া তাঁহার
নিকট কঠোর পরিশ্রমরূপ বিল সরকারী কর্ম্মের জন্য প্রার্থী হন। সেই কর্ম্মের
বেতন মাসিক পাঁচ টাকা মাত্র ছিল। তাহাতেই রৌদ্র ও বৃষ্টিতে অপরিমিত
পরিশ্রম করায় তিনি রামদুলালকে মাসিক দশটাকা বেতনে "শিপ্ সরকারের"
কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। রামদুলাল ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া উহা অধ্যবসায়ের সহিত
করিতে থাকেন। সেই সময়ে রামদুলাল এক দিবস একখানি জলমগ্ন জাহাজ লক্ষ্য
করেন। তাহার কয়েক দিবস পরে মদনমোহন তৎকালিক অক্সন ওয়ালা টুলো
কোম্পানীর নিকট হইতে কয়েকটী দ্রব্য ক্রয় করিতে রামদুলালকে পাঠান। কিন্তু
যে দ্রব্যগুলি ক্রয় করিবার আবশ্যক ছিল তাহা বিক্রয় হইয়া যাইবার পর রামদুলাল
তথায় পৌছিয়া দেখেন যে পূর্ব্বকথিত জাহাজখানি তখন বিক্রয় হইতেছে।

তৎক্ষণাৎ তিনি ১৪০০০৲ চৌদ্দ হাজার টাকা দর ডাকিয়া উহা ক্রয় করেন এবং উহার মূল্য সেই ক্ষণেই জমা দেন। যে ব্যক্তি ঐ জাহাজের বিষয় জানিতেন তিনি তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া রামদুলালকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা লাভ দিতে অঙ্গীকার করিলে জাহাজখানি পুনরায় তাঁহাকে বিক্রয় করেন এবং লাভের সমুদায় অর্থ মদনমোহনের হস্তে প্রদান করেন। তাহাতে মদনমোহন সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া এবং রামদুলালের লোভশূন্য ব্যবহার দর্শন করিয়া সদয় চিত্তে তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকা রামদুলালকে দান করিলেন। তাহাই রামদুলালের মূলধনরূপ ভাগ্য-লক্ষ্মী হইয়া ব্যবসায়ে স্থান পাইয়াছিল এবং কথিত আছে যে রামদুলাল মৃত্যুকালে ঐ টাকা বৃদ্ধি করিয়া এবক্রোড় তেইস লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। মদন-মোহনের চরিত্রে উদারতার উচ্চ অবস্থা না থাকিলে তিনি রামদুলালের বুদ্ধি ও ক্রিয়ার যে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল তাহা হস্তে পাইয়া তাঁহারই প্রাপ্য বোধে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। তাঁহার তৎকালে সে অভাব ছিল না। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তিনি অক্লেশে ও অকাতরে সদনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই দাতব্য করিতেন।

মদনমোহনের জীবনে উচ্চ অন্তঃকরণের আরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার পাল চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র পান্তি কোন সময়ে তৎকালিক পল্লীগ্রামোচিত সামান্য পরিচ্ছদে মদন-মোহনের কাছারিতে উপস্থিত হইয়া গ্রাম্যভাষায় সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে মদনমোহন তাহাকে অন্য একটী কক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন মদনমোহনের ভ্রাতা দেওয়ান গোকুলচন্দ্র দত্তের নামে তাঁহার ব্যবসায় সাহায্য করিবার জন্য একখানি পত্র চাহিলেন। গোকুলচন্দ্র তখন কোম্পানীর অধীনে আফিস বিভাগের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও কৃষ্ণচন্দ্র পান্তির সহিত মদনমোহনের কোন পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না, তথাপি মদনমোহন তাঁহার সহিত এ স্বল্প সময়ের মধ্যে যে আলাপ করিয়াছিলেন তাহাতেই কৃষ্ণচন্দ্রকে একজন সচ্চরিত্র ও সাহায্য পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া একখানি সুপারিশ পত্র স্বীয় ভ্রাতা গোকুলচন্দ্রের নামে দিয়াছিলেন। এ পত্র পাইয়া গোকুলচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র পান্তিকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন এবং হাটখোলার মধ্যে তৎপরেই কৃষ্ণচন্দ্র পান্তি একজন প্রধান মহাজন বলিয়া গণ্য হন।

মদনমোহন তৎকালিক সমাজের নেতা ছিলেন তাহারও উদাহরণ আমরা দুই একটী ঘটনায় প্রাপ্ত হই। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ যোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার

ঠাকুর বংশীয়গণ কোন পুরুষে পীরালী আখ্যা প্রাপ্ত হন। রামজয় ঠাকুর ঐ স্থানে ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মদনমোহনের সমসাময়িক দর্পনারায়ণ ঠাকুর। তিনি ঐ আখ্যা অপনোদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে অবশেষে নদীয়ার ব্রাহ্মণরাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন ও তাঁহার নিকট লক্ষ টাকা খরচের জন্য পাঠাইয়া দেন, তিনি আরও ৪।৫ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন তাহাও বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতায় আগমন করিয়া অভয়চরণ মিত্রের বাটীতে অবস্থান করেন এবং "সমন্বয়" করিবার জন্য সকল ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তিকে দর্পনারায়ণের বাটীতে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। প্রথমতঃ স্থানীয় নেতৃগণ নানা কারণ দেখাইয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত না হইলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মদনমোহনের সাহায্য ব্যতীত কিছুই করিতে পারিবেন না বুঝিতে পারেন। রাজা এরূপভাবে মদনমোহনকে সংবাদ দেন যে "সমন্বয়ে" তাঁহার উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজা "সমন্বয়ে" যাইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজার নিকট হইতে লোক আসিলে মদনমোহন তর্পণ শেষ করিয়া যাইবেন বলিয়া উত্তর দেন। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রাজা বলিয়া পাঠান যে তিনি স্বয়ং মদনমোহনের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে "সমন্বয়ে" লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। তদুত্তরে মদনমোহন বলেন যে, সে দিবস তাঁহার তর্পণ করিতে একটু বেশী সময় লাগিবে কারণ তাঁহার জীবনে সেই দিনই শেষ তর্পণ করিতে হইবে। "সমন্বয়ে" উপস্থিত হইলে পরে তিনি আর তর্পণ করিবার যোগ্য হইবেন না। এইকথা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শ্রবণ করিয়া দর্পনারায়ণের বাটীর দিকে না গিয়া কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া গেলেন এবং দর্পনারায়ণ যে টাকা তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন কথিত আছে তজ্জন্য তিনি গৌরীপুর জমীদারী দর্পনারায়ণকে অর্পণ করেন।

কালুঘোষ, যাঁহার নামানুযায়ী মেদিনীপুরে কর্ণেলগঞ্জ হইয়াছে, তাঁহার বাটী বাদুড়বাগানে যে ভূমিতে চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে মেট্রোপলিটন কলেজ করেন সেই স্থানে ছিল। তিনি পল্টনে কর্ম্ম করিয়া কর্ণেল পদ লাভ করেন। তিনিও কোন সময়ে সামাজিক স্থান লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে একটী সভা করিয়া সকল প্রকার ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। মদনমোহন তাঁহার আহ্বানে ঐ সভাতে উপস্থিত হইয়া পাল্কি হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই বলিয়াছিলেন "আগে ঠাকুরটী, তারপর কুকুটী", মদনমোহন স্বল্প কথার লোক ছিলেন, বেশী কথা বলিতেন না। তাঁহার মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইবামাত্র

সকলেই তাঁহার কথা অনুমোদন করিলেন। তিনি পুনরায় পাল্কিতে চড়িলেন, সভাও
তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হইল। ঘোষ মহাশয়ের প্রয়াস সিদ্ধ হইল না।

বৃদ্ধ বয়সে মদনমোহন ধর্ম্মকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। তিনি কাশী,
গয়া, পুরী প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্রই তাহার নিদর্শন
রাখিয়া আসিয়াছেন। কাশীধামে ছত্রিশযোগিনী ঘাটে তাঁহার বৃহৎ শিব প্রতিষ্ঠিত
আছে ও তথায় এখনও তাঁহার নির্ম্মিত পাকা অট্টালিকা রহিয়াছে। গয়াধামে
তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। প্রেতশিলা পাহাড়ে উঠিতে
যাত্রীদিগের বিশেষ কষ্ট হইত। কথিত আছে, অহল্যাবাঈ ঐ পর্ব্বতে উঠিবার
জন্ম সিঁড়ি নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও কোন কারণে
অগ্রসর হইতে পারেন নাই। মদনমোহন গয়াধামে তীর্থ করিতে গিয়া ঐ কার্য্যে
ব্রতী হন ও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া উহা সমাধা করেন এবং পর্ব্বতের উপর
সুপ্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার
তীর্থ ভ্রমণ পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"ইদানীং হাটখোলা—নিবাসী
মদন দত্তের মাতা যৎকালে গয়াধামে পুত্র সমভিব্যাহারে যান, প্রেতশিলায় উঠিতে না
পারায় প্রায় এক বৎসর গয়াতে থাকিয়া তুই পর্ব্বতের সিঁড়ি করিয়া তাহার প্রতি
—সোপানে নামাঙ্কিত করিয়া পরে শ্রাদ্ধ করেন। এই সিঁড়ি করিয়া মনুষ্যগণের
কত ক্লেশের শান্তি হইয়াছে তাহা কি কহিব। প্রশস্ত সোপান সকল। সোপা-
নের মধ্যস্থলে মদন দত্তের নাম লিখিত আছে। প্রায় ২ ক্রোশ উর্দ্ধে উঠিতে
হয়।"

প্রেতশিলার সিঁড়িটী ৩৯৫ ধাপে গঠিত। উপরে মন্দিরের সম্মুখে একটী
প্রস্তরফলকে লিখিত আছে :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীশিবদুর্গা শরণং। জয়রামঃ।
এই বর মাগি প্রভু তোমার চরণে।
সবংশে কুশলে রাখ মদন মোহনে॥

শ্লোকঃ।
দৃষ্ট্বা কষ্টং নরাণামতি বিষমপথারোহণার্থোদ্ধরাণাং
প্রেতাদ্রেদবদ্য সোপানকমতিবিততং সৌখ্যমারোহণায়।
কৃত্বা তাপোপশান্ত্যা ঋতুনবরসভূসংখ্যশাকেত্রসৌধং
শ্রীনাথপ্রীতয়ে শ্রীমদনপরঃ ভবন্মোহনাখ্যোঽকার্ষীৎ॥

শ্রীমদনমোহন দত্ত সাং কলিকাতা। গোমস্তা। শ্রীগঙ্গানারায়ণ কর, সাং
উড়িষ্যা, গ্রাম গোপালপুর, পরগণে বালুবিশি, সরকার কটক। তহবিলদার কালী-
চরণ চৌধুরী, সাং সিয়াগড়ি, পরগণে পাণ্ডুয়া। আরম্ভ ১৬৯৬, সাঙ্গ ১৬৯৭।
সন ১১৮২ সাল। মৌহরির শ্রীরামনারায়ণ রায়, সাং চাঁদহাটী, পরগণে বর্দ্ধমান।
হাজিরী নবিশ শ্রীনারায়ণ ঘোষ, সাং রঘুনাথপুর, উড়িষ্যা।"

জগন্নাথ যাইবার পথে বৈতরণীতে মদনমোহন বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন ও
সেখানে দ্বাদশ যমমন্দিরের সংস্কার করেন এবং পুরীধামেও বহু অর্থ ব্যয় করিতে
কুণ্ঠিত হন নাই। উভয় স্থানের পাণ্ডাগণ মদনমোহনের কীর্ত্তিকলাপ গান করিয়া
থাকেন। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ তীর্থে পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি তিনি
বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ শেষোক্ত কার্য্যে তিনি কৃষ্ণচন্দ্র বসুকে নিযুক্ত করেন।
কলিকাতায় তাঁহার বাটীর সম্মুখে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত শিবের ন্যায় একটী বৃহৎ শিব
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলেও বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়
ও শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সকল দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার জন্য
সম্পত্তিও দিয়া গিয়াছেন।

লর্ড ক্লাইভ সাহেবের সল্টকমিটির কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই মদনমোহন
দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বীয় ব্যবসা ও জমীদারীর কার্য্যে লিপ্ত
হন। সেই সময়ে লবণের কার্য্য আপন হিসাবে ও পুত্র রসিকলালের নামে
কোম্পানীর নিকট হইতে ইজারা লইয়া চালাইতেছিলেন। তিনি কোম্পানীর
তৎকালিক সাহেবদিগের সহিত বিশেষ বাধ্যবাধকতা রাখিতেন। যশোহর
জেলায় লবণখালারীগুলিতে অনেক লবণ প্রস্তুত হইত। ঐ স্থানে ঐ খালারীগুলি
ও মালঙ্গিদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য তিনি কোম্পানীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া
টালা নামক একজন সাহেবকর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। দেশীয় ব্যক্তি হইয়া
সাহেবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করার তৎকালে কথা উঠিয়াছিল ও কলিকাতা কণ্ট্রোলিং
কাউন্সিল উহাতে তৎপূর্ব্বে অনুমতি দিয়াছিলেন এই কথা প্রকাশিত হইলে
ঐ কথার নিবৃত্তি হয়। রায়মঙ্গলে ও যশোহর শিবপুরে অনেক লবণ খালারী
তাহার ইজারাভুক্ত ছিল। সে গুলি লইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ম্মচারীর সহিত
বিপক্ষদল কলহ করিত। কলিকাতা কাউন্সিল মদনমোহনকে ঐ গুলির স্বত্ব
দিয়াছিলেন। তাহার বিপক্ষদল ঢাকা কণ্ট্রোলিং কাউন্সিল হইতে লবণ প্রস্তুতের
অধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপে উভয়পক্ষে কলহ বাধিলে মদনমোহনের স্থানীয়
কর্ম্মচারী সমস্ত খালারী দখল করিয়া লন। পরে উভয় কাউন্সিল হইতে

কোম্পানীর সাহেব উপস্থিত হইয়া একটা নিষ্পত্তি হয়। তাহাতে স্থির হয় যে সেই বৎসর মদনমোহন সমস্ত খালারীগুলি চালাইবেন এবং পর বৎসর হইতে ঢাকা কাউন্সিলের পক্ষ হইতে খালারীগুলি অপর পক্ষের দ্বারা চালিত হইবে।

কলিকাতা সহরে মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত ঐরূপ একটী বিবাদের কথা আমরা শুনিতে পাই। কলিকাতার সুতানুটী অংশ কোম্পানী মহারাজ নবকৃষ্ণকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শোভাবাজারে বাজারটী তাহাতে তাঁহার হাতে আসে। সেই বাজারের চারিদিকের দোকান ঘরগুলি মদনমোহনের সম্পত্তি ছিল। তাহাতেই মদনমোহনের কর্ম্মচারী মহারাজ নবকৃষ্ণকে ঐ বাজারের কর আদায়ে বাধা দেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ অগত্যা কোম্পানীর নিকট সে কথা নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিলে স্থির হয় যে বাজারটী যখন কোম্পানী তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তখন মদনমোহন বাজারে কোন স্বত্ব পাইবেন না, কিন্তু বাজারের চতুঃপার্শ্বস্থিত দোকানগুলির সমস্ত স্বত্ব মদনমোহনের থাকিবে এবং উহাতে মহারাজ নবকৃষ্ণ কোনরূপ ব্যতিক্রম করিবেন না। ৺এম ঘোষ কৃত মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনীতে এ সম্বন্ধে কোম্পানী-প্রদত্ত হুকুম প্রভৃতির নকল ছাপা আছে।

জমীদারীর কার্য্যেও মদনমোহন অনেক সময়ে লিপ্ত থাকিতেন। পুর্ণিয়া জিলায় দেবীসিংহের আধিপত্যের কথা কাহারো অবিদিত নাই। যখন তিনি পুর্ণিয়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন কোম্পানী ঐ জিলার খাজানা ও কর আদায় করিবার ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলে, মদনমোহন ও হাজারিমল উহা ইজারা দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া লন। তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত দুর্দ্দৈব দুর্ভিক্ষ হওয়ায় দেশের লোক হাহাকার করিতে থাকে। পূর্ব্ববর্ষে অর্থাৎ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মন্বন্তরের প্রকোপ যথেষ্ট ছিল। ১১৮৯ সালের জন্য উক্ত ইজারাদারদিগের আট লক্ষ টাকা দিবার কথা থাকে, কিন্তু দেশের তখন এতই শোচনীয় অবস্থা যে তাঁহারা অনেক কষ্ট করিয়াও তাজপুর পুর্ণিয়া হইতে উহার অর্দ্ধেক টাকা তুলিতে পারিলেন না, অথচ তৎকালে কোম্পানীকে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা দিয়া দেশের অবস্থা জানাইতে বাধ্য হইলেন। শুনা যায় মদনমোহন স্বয়ং ঐ সময়ে পূর্ণিয়া তাজপুরে গিয়া দেশের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া প্রজাদিগের দুঃখ অনুভব করিয়া খাজানা মাপ করিয়া দেন। কোম্পানী অনুসন্ধানে সে কথা জানিয়াছিলেন এবং প্রকাশ করেন যে মদনমোহন ও হাজারিমলের গোমস্তা জগন্নাথ তলাপাত্রের উপর খাজানা আদায়ের সম্পূর্ণ ভার থাকিলে এবং ইজারাদার স্বয়ং না আসিলে কোম্পানীর আয় আরো বৃদ্ধি হইতে

পারিত। যে যাহা হউক উক্ত ইজারার ক্ষতি হওয়ায় পরবর্ষে তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন নাই। ঐরূপ জমীদারী সকল জেলাতেই সে সময়ে মদনমোহনের কিছু না কিছু ছিল। অধিকাংশ সময়ে কোম্পানীর প্রাপ্য খাজানা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকা কোম্পানীতে তিনি জমা দিতেন ও পরে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা বাদে তাঁহার টাকা ফেরত লইতেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে একটী কাগজে আমরা দেখিতে পাই যে সন্তোষ ও বরগা পরগণার জমীদারীর দরুণ দিনাজপুর কণ্ট্রোলিং কাউন্সিলের নিকট হইতে ৪৫০০০৲ মদনমোহনের ফেরত পাওনা হয়।

কলিকাতার মধ্যে মদনমোহন একজন প্রধান ব্যাঙ্কর ছিলেন। দেশবিদেশ হইতে কোম্পানীর টাকা পাঠাইতে হইলে তাহার গদিতে সদা সর্ব্বদাই হুণ্ডি আসিত এবং সে গুলি তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইয়া তাহাদের দরুণ টাকা প্রদত্ত হইত। কোম্পানীর রাজত্বের পূর্ব্বে মুর্শীদাবাদ নবাব সরকারে জিলা হইতে টাকা পাঠাইতে হইলে প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের গদিতে ঐরূপ হুণ্ডি দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিতে হইত। তখনকারকালে নগদ টাকা লোক দ্বারা পাঠাইতে স্থানীয় দেওয়ান বা নায়েবগণ ভয় পাইতেন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা যথেষ্ট ছিল এবং দস্যু ও ডাকাতের ভয় কিছু কম ছিল না। ঐ সকল টাকা পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইত। সুতরাং ব্যবসাদারদিগের উপর হুণ্ডির ব্যবস্থাই টাকা পাঠাইবার একমাত্র নির্ভয় উপায় ছিল।

মদনমোহনের প্রায় সকল কারবারেই তৎকালিক কলিকাতার অন্যান্য ধনী ও খ্যাত নাম্না ব্যক্তিগণকে যোগদান করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বে নকুধরের নাম আমরা উল্লেখ করিয়াছি। হাজারিমল, শোভারাম বসাক, প্রভৃতি অনেকের নাম আমরা অনেক স্থলে প্রাপ্ত হই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে মদনমোহন যৌথকারবারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মদনমোহন দত্তের যৌথকারবার বিষয়ক একখানি পাণ্ডুলিপি দুই বৎসর পূর্ব্বে পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়। মদনমোহন যে সময়ের ব্যক্তি সে সময়ে দেশীয় ব্যক্তিগণ জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী সম্বন্ধে অনেকটা অনভিজ্ঞ ছিলেন। মদনমোহনই উহা এ প্রদেশে চালাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে যত্নবান হন।

মদনমোহন খোড়োপের বসুবংশের যে শাখা আমতায় বাস করিয়াছিলেন সেই বংশের কন্যা দুর্গামণিকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্যসত্বেও স্বয়ং গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন ও কথিত আছে যে একাই পাঁচ ছয় শত লোকের আহার স্বল্পকালের-মধ্যে অক্লেশে রন্ধন করিয়া দিতে পারিতেন। মদন-মোহন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন, তজ্জন্য তাঁহার পত্নীকে

সর্ব্বদাই উত্তম পাক প্রস্তুত করাইবার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত। ব্রাহ্মণ-ভোজনে মদনমোহন প্রত্যেক পাতে তৎকালিক ষোল টাকা খরচ করিতেন একথা এখনে কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে ব্রাহ্মণগণ মদনমোহনের যশ কীর্ত্তন করিতে করিতে উল্লেখ করেন।

মদনমোহনের চারি পুত্র। তন্মধ্যে রামতনু প্রথম, চৈতন্যচরণ দ্বিতীয়, রসিক লাল তৃতীয় ও হরলাল চতুর্থ ছিলেন। মদনমোহন জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনুকে ব্যবসাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন, ও কোন সময়ে তাঁহাকে কোম্পানীর অধীনে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেণ্টের দেওয়ানের কর্ম্ম করিয়া দেন, কিন্তু তিনি তৎকালে অত্যন্ত সৌখিন বাবু হইয়া অনেক অর্থ অপচয় করেন। সেই কারণ মদনমোহন মৃত্যুর পর স্বীয় সম্পত্তির কোন অংশ রামতনুকে দিয়া যান নাই। চৈতন্যচরণের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উইলে তিনি রসিক লাল ও হরলালকে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যান এবং স্বীয় পত্নীর জন্য দশ হাজার টাকা মাত্র দিয়া যান। ইংরাজীতে মদনমোহনের উইল অনুবাদিত হইয়া যেরূপ মণ্টিউ সাহেবের পুস্তকে স্থান পাইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"To Sreejoot Russick Lall and Her Lall Dutt I Sree Muddunmohun Dutt write, Sreejoot Russick Lall Dutt and Her Lall Dutt shall have the whole of whatever I am possessed of after me and also be the attornies Nobody else has any claim ! only they shall give Rs. 10,000 to my wife. The End. Dated 1st Joisty 1193."

মদনমোহন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল অর্থাৎ ১১৯৩ সালে ২১ চৈত্র তারিখে রবিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া উপরিউক্ত উইল সম্বন্ধে বিবাদ উঠিলে সুপ্রিম কোর্টে বিচার উপস্থিত করা হয়। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে মদনমোহনের প্রথম পুত্র রামতনু পিতার জীবিতকালে তাঁহার বহু সম্পত্তি ভোগ করিয়া পিতার আলয় হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনি উক্ত উইলের ভাগিদার হইতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয় চৈতন্যচরণ স্বয়ং বধির ছিলেন এবং পিতা তাঁহাকে তাঁহার ভরণ পোষণোপযোগী স্বতন্ত্র সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। অপর দুই ভ্রাতা রসিকলাল ও হরলাল আদালতের বিচারে উক্ত উইলের পূর্ণ সর্ত্তাধিকারী হন। ইহাই বঙ্গদেশে জমীদারবর্গের মধ্যে প্রথম উইল যাহাতে হিন্দু পিতা পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ইচ্ছা করিয়া উইল দ্বারা প্রথম দুই পুত্রকে না দিয়া অপর দুই পুত্রকে দিয়াছিলেন

এবং ইহাই নজির হইয়া ভবিষ্যতে আদালতে সদাসর্ব্বদাই দেখান হইয়া থাকে।

এ স্থলে মদনমোহনের উইলের সন্ধান লইতে গিয়া মণ্টিউ সাহেবের পুস্তকে আর একটী সংবাদ পাওয়া যায়। মদনমোহন হেদুয়াবাগান প্রভৃতি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া স্বত্বাধিকারী হন ও উহা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চৈতন্যচরণকে দিয়া যান। রামতনু ঐ সম্পত্তি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার নিকট হইতে বেনামিতে ক্রয় করেন। কথিত আছে রামতনু হেদুয়া বাগানটী কোম্পানীকে বাগিচা করিবার জন্য দান করেন। ঐ সম্পত্তি দুই ভ্রাতার মধ্যে যেরূপে হস্তান্তর হইয়াছিল তাহা মণ্টিউ সাহেবের পুস্তক হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"With or in connection with the record of this trial are filed these (translated) documents of a transaction of sale by the defendant Choitun Churn Dutt viz.

Sree Sree Huree
Suruno

Sri Chytunnoo Churn Dotto.

To my ever well-remembered Sree Ram Caunto Mitter Jah greeting.

I Sree Chutunnoo Churn Dotto Isho execute the following receipt. I sell unto you for the sum of Rs. 4001 received by me a garden at Seemleah in Calcutta called Hudooah bagaun with the tank etc. being property purcaased by my late father measuring 31 beeghhs 15 Cottahs with its appurtenances paying you Rs. 1,780 on account of your bond out of his money. I have received the balance being Rs. 2,221 and give this receipt for the whole Sale Rs. 4001 : the year 1194, the 20th Phalgoon.

Sree Sree Ram

Sree Ram Caunto
Mitter. inhab.
Aatpore.

To the high exalted Sreejoot Ramtonau Dutt Jah Mohashaya, greeting.

I Sree Ram Caunto Mitter Isho execute the following agreement. You have purchased from Sreejoot Choitun Churn Dutt in my name the late Muddun Mohun Mohashaye's garden with its appurtenances situated in Seemleah in Calcutta called Hadooah's garden. You have used the name in the purchase of the garden, but I have no concern in it, the year 1194, date 30th Phalgoon.

দত্তবংশমালায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে মদনমোহনের পুণ্যকীর্ত্তি এইরূপে বর্ণিত আছে।

ধার্ম্মিকঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্তৎপুত্রো ধর্ম্মভৃতাম্বরঃ।
অজীজনৎ মহাভাগং শ্রীমন্মদনমোহনং ॥৬
তদানীমভবৎ কালো যস্মিন্ গঙ্গাতটে ভুবি।
গৌড়ে প্রাদুরভূৎ পুণ্যময়ী কিলকিলা পুরী ॥৭
শ্রীভাগবতনির্দ্দেশাৎ পরমাত্মা চতুর্ভুজঃ।
কলৌ কিলকিলাং দেবঃ কৃতবান্ মোক্ষদায়িকাং ॥৮
অযোধ্যাস্তাঃ যথাপূর্ব্বং সেব্যা আসন্ মুমুক্ষুভিঃ।
তথা কিলকিলা সাক্ষাদভবন্মোক্ষদায়িকা ॥৯
যথা গঙ্গা যথা বিষ্ণুর্যথা দেব স্ত্রিলোচনঃ।
যথা ত্রিলোচনা দেবী তৎস্থানং দেবপূজিতং ॥১০
যথা বিপ্রাদয়োবর্ণাঃ যথা তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যৎস্থানং পরমং ক্ষেত্রং সর্ব্বপাপ বিনাশনং ॥১১
যত্র রাজা ভিষক্বর্গাঃ কায়স্থা বিপ্রপূজকাঃ।
তৎস্থানং বিদুষাং সেব্যং কলিকালে বিশেষতঃ ॥১২

স্নাত্বা গঙ্গাজলে বিপ্রাঃ পূজয়িত্বা চ কালিকাং।
বসন্ কিলকিলা পুর্য্যাং লভন্তে ফলমুত্তমং ॥১৩
জ্ঞানমার্গং সমাশ্রিত্য যে তত্র ব্রহ্মবাদিনঃ।
যান্তি দুর্লভং মোক্ষং তে বেদান্ত সমাশ্রয়াৎ ॥১৪
ভক্তানাং সমচিন্তানাং মার্গমাশ্রিত্য যঃ পুমান্।
তিষ্ঠেৎ কিলকিলাক্ষেত্রে কীর্ত্তনৈঃ স ভজেদ্ধরিং ॥১৫
কালে কিলকিলাক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদতঃ।
সর্ব্বে সংকীর্ত্তনে মত্তাঃ ভবিষ্যন্তি মহাত্মজাঃ ॥১৬
তিষ্ঠন্ কিলকিলাপুর্য্যাং সংসেব্য বিপ্রবৈষ্ণবান্।
বর্ণাশ্রমগতান্ ধর্ম্মান্ ভেজে মদনমোহনঃ ॥১৭
অদ্যাপি বৈদিকৈর্বিপ্রৈঃ গীতং গৃহে গৃহে সদা।
ন কোপি ভোজয়েৎ বিপ্রান্ যথা মদনমোহনঃ ॥১৮
কাশ্যাদি পুণ্যক্ষেত্রে সঃ দেবলিঙ্গানি ভূরিশঃ।
জলাশয়াদি কীর্ত্তিঞ্চ কৃতবান্ বহুযত্নতঃ ॥১৯
টঙ্ক-নির্ম্মিতসোপানং গয়ায়াং প্রেতপর্ব্বতে।
প্রাসাদঞ্চ মহাভাগশ্চকার প্রেতমুক্তয়ে ॥২০
বিপ্রাণামুপদেশেন দত্তো মদনমোহনঃ।
সর্ব্বান্ সামাজিকান্ ধর্ম্মান্ ররক্ষ বহুযত্নবান্ ॥২১
তস্য জ্যেষ্ঠাত্মজো রামতনুসংজ্ঞাধরঃ পুমান্।
তনুবাবু ইতি খ্যাতির্নগরে তস্য বর্ত্ততে ॥২২

মদনমোহনের খুল্লতাত ভ্রাতা ৺জগৎরাম দত্ত তৎকালে বিহার প্রদেশে কোম্পানীর পাটনা কণ্ট্রোলিং কাউন্সিলের অধীনে দেওয়ান ও মুৎসুদ্দি পদে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনিও হাটখোলার দত্তবংশের একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহারই পুত্র ধার্ম্মিকপ্রবর অমায়িক ৺কাশীনাথ দত্ত। নিমতলা ষ্ট্রীটের উপর হাটখোলার দত্তদিগের যে নূতন বাটী হইয়াছে তাহাই অদ্যাপি কাশীদত্তের বাটী বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত আছে। মদনমোহনের পুত্র রামতনু এবং জগৎরাম ও তাঁহার পুত্র কাশীনাথের জীবনের ঘটনাগুলি একটী প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত।

বরপণ।

সমস্ত দিবস আফিসের কার্য্য করিয়া ক্লান্তদেহে এবং চিন্তাক্লিষ্ট অন্তরে সন্ধ্যা সাতটার সময় যোগেশচন্দ্র হেদুয়াপুষ্করিণীর দক্ষিণপার্শ্বে ট্রামগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া হেদুয়ার উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শূন্য স্থান দেখিয়া সেই স্থানে ঘাসের গালিচায় উপবেশন করিলেন,—উদ্দেশ্য কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া বাটী যাইবেন। হেদুয়াতলা হইতে তাঁহাদের বাটী পাঁচ মিনিটের পথ। তিনি অল্পক্ষণ তথায় বিশ্রামসুখ অনুভব করিবার পরেই হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠস্বরে বজ্রধ্বনির ন্যায় "বল কি?" এই শব্দটি আসিয়া সজোরে তাঁহার কর্ণকটাহে আঘাত করিল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি দেখিলেন তাহার নিকট হইতে কয়েক হস্ত ব্যবধানে একখানি লৌহাসনে দুইটি লোক আসিয়া বসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যেই একজন সেই "বল কি?" বলিয়া তাঁহার বিশ্রাম ও চিন্তার ব্যাঘাত করিয়াছে। তিনি যখন এই স্থানটি বিশ্রামের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, তখন লৌহাসনখানি শূন্য ছিল, নচেৎ তিনি এখানে উপবেশন করিতেন না। তাঁহার মনে হইল উঠিয়া যাইবেন, কিন্তু পরক্ষণে অপর ব্যক্তির কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তিনি উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিলেন না, শুনিলেন "একথা কি কেউ বিশ্বাস করিত। সুধীন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার এটর্ণির নিকট একখানি পত্র রাখিয়াছিল; পত্রখানির উপরে লেখা ছিল আমার মৃত্যুর পর খোলা হইবে সেই পত্রে লিখিয়াছে—কথাগুলি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে—দাদামহাশয় যখন তিন তিন বার মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, আমি মহাদুর্ভাবনায় পতিত হইলাম—যে সমস্ত হুণ্ডি কাটিয়াছিলাম তাহাদের ডিউ নিকটবর্ত্তী হইল—তাহাদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া আরও তিন মাসের সময় লইলাম। ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলাম; Toxicologyতে আমি মেডিকেল কলেজের Record break করি; তিন মাসের মধ্যে কি কিছু করিতে পারিব না? সেই রাত্রেই Toxicology হইতে সমস্ত Slowpoisonএর symtoms বিচার করিয়া একটি মনোনীত করিলাম—তাহার নাম প্রকাশ করিলে সাধারণের অমঙ্গল হইতে পারে—তিন মাসের মধ্যে দাদা মহাশয় আমার জিম্মায় তাঁহার ইহজগতের সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন—তিন বৎসরের মধ্যে আমার হস্তে তাঁহার অতুল বৈভব সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অন্তর্হিত হইল। পিতামহ-হত্যার গুরুভার আর বহন করিতে পারিলাম না—পিতামহকে যে বিষে হত্যা করিয়াছিলাম নিজেও সেই বিষে আত্মহত্যা করিলাম।

"কি ভয়ঙ্কর শাস্তি।"

"এ কি শুনলে তার স্ত্রীকে যে পত্র লিখে গেছে তা পড়লে পাষাণেরও হৃদয় হইতে অশ্রু নির্গত হয়।"

"এখন কি আছে?"

"কিছুই নাই?"

"স্ত্রীর জন্যেও কিছু রেখে যায় নি?"

"স্ত্রীর জন্যে কি রেখে গিয়েছে শুনবে,—নিজের জীবন-কাহিনী তার মৃত্যুর পরই বেরুবে।"

"তাই বিক্রি করে স্ত্রীর ভরণ পোষণ চলবে?"

"হ্যাঁ তাও আবার তার এটর্ণীর নিকট নয়—কে একজন আশু মহলানবিশ নাকে—সে না কি তার মৃত স্ত্রীর নামে এক "বিজনবাসিনী পুস্তকালয়" স্থাপন করেছে—সে না কি বড় ভাললোক তার সঙ্গে আধাআধি বখরা।"

"তা মন্দ হয় নি, স্ত্রী চিরকাল বিজনবাস করেছেন এখন বিজনবাসিনীর হস্তে পতিত হইলেন।"

"যা বলেছ, আহাম্মক যে হয় তার সকল কার্য্যেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায়।"

"চল ওঠা যাক, তোমার কথা শুনে তার স্ত্রীর পত্রখানি একবার পড়তে ইচ্ছা হয়।"

"পড়বে, আমি তোমাকে এনে দেব।"

"তুমি এত কথা সব জানলে কি করে।"

"সে আর এক দিন বলবো।"

বন্ধুদ্বয় প্রস্থান করিলে যোগেশচন্দ্র ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর দিকে গমন করিলেন। তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে কিন্তু Toxicology এবং slow poison কথা দুটি আগন্তুক ভদ্রলোক যেন আগ্নেয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়া গেলেন—যোগেশচন্দ্র শত চেষ্টা করিয়াও তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না।

পর দিবস আফিস হইতে আসিবার সময় যোগেশচন্দ্র একখানি Toxicology ক্রয় করিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে যোগেশচন্দ্রের একটু পরিচয় না দিলে সকলের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। যোগেশচন্দ্র কুলীন কায়স্থ, তিনি গভর্মেণ্ট আফিসে দেড় শত টাকা বেতনে চাকরী করেন; তাহার তিন পুত্র ও একটি কন্যা। একটি পুত্র এবারে B. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এস,

সি, পড়িতেছে আর একজন গর্ভমেণ্ট আর্টস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে এবং ছোটটী ম্যা
কুলেসন পাশ করিয়া আই, এ পড়িতেছে। কন্যাটিরও বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে,
কন্যার বিবাহের চিন্তায় যোগেশচন্দ্রের এবং তাহার সহধর্ম্মিণীর আহারনিদ্রা ত্যা
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কত পরামর্শ কত বাঁধাবাঁধি করিয়াও কুলীনকায়স্থে
কন্যা-বিবাহ-রূপ অলঙ্কার-সাগর পার হইবার কোনও উপায় স্থির করিতে পারে
নাই—কি করিবেন তিনি সামান্য দেড়শত টাকা বেতনে? তাহার ভিন্ন
বাটীভাড়া, সংসার খরচ, লৌকিকতা প্রভৃতি রক্ষা করিয়া তিন পুত্রের পাঠো
পুস্তকের খরচা যোগাইতে হয়। পুত্রেরা এক একটি পাশ করে আর গৃহিণীর হা
একখানি করিয়া অলঙ্কার বিক্রমপুর গমন করে, শেষ হাতের চুইগাছি বা
এবারে এম এস সি ও আই এ পরীক্ষার সরঞ্জাম ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছি
এ হেন অবস্থাবিশিষ্ট বিবাহবয়সোত্তীর্ণ কন্যাভারগ্রস্ত যোগেশচন্দ্র কি করিবে
কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? আপনারা মুখে সকলেই বলেন, বরপণপ্র
আমাদের সমাজের কালস্বরূপ হইয়া য়ুরোপ হইতে আগমন করিয়াছে; ই
সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে, ইহা উঠিয়া যাওয়া উচিত। প্রকাশ্য সভায় আপনা
বক্তৃতা করিয়া তাহার পর মুহূর্ত্তে গৃহে ফিরিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত বিধাতার অভি
পিতাকে বলেন "আপনার টাকা নিয়ে যে বড় মানুষ হব তা নয়, আমার অনে
আছে, তবে তিন হাজার টাকার অলঙ্কারে—আশবাবে দুই সহস্র আর নগদ পাঁ
হাজার টাকা না হইলে গৃহিণীর মত হয় না। সুতরাং আপনারা কি বলিবে
আপনাদের বলিবার কি আছে? পুত্রবিক্রয়ের ব্যবসা যে আপনারা আপনাদি
পূজ্যপাদ গৌরাঙ্গ প্রভুদিগের দাসদাসী বিক্রয়ের প্রথা হইতে শিক্ষা লাভ করি
ছেন সে শিক্ষা আপনাদের হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায়, ধমনী ও শিরার প্রতি
রক্তে বিদ্যমান, তবে প্রথাটী বিপরীত—তাহারা দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় করিয়ে
আপনারা দাসী ক্রয় করিয়া ধনবান্ হন; যদি দাসী এইরূপে ক্রয় করিতে হই
পুত্র বিক্রয় করিতে হইত আপনারা কখনই এ কার্য্য করিতেন না—আপনারা
বলেন আমরা হিন্দু কিন্তু হিন্দুর আচার ব্যবহার পালন করেন না। আপনা
মুসলমান নন খ্রীষ্টান নন বৌদ্ধ নন আপনাদের ধর্ম্ম অর্থ—অর্থের জন্য যদি অপ্রা
থাকিবার সম্ভাবনা থাকে আপনারা না করিতে পারেন এমন কার্য্য জগতে নাই
আপনাদের ধর্ম্ম অর্থ—দেবতা স্বার্থপরতা—সেই দেবতার সেবায় আপনা
আপনাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়া বসিয়া আছেন, তাই দেবতা আপনাদি
সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ৺বারাণসীধামে মৃত্যু হইলে শিব বরের ন্যায়, আপনাদের দে

আপনাদিগকে বরদান করিয়াছেন—কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া আদাঁড়ে গাদাঁড়ে পর্য্যন্ত যেমন অসংখ্য শিব দেখিতে পাওয়া যায়, আপনারাও সকলে সেইরূপে সমাজের উচ্চ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আদাঁড় পাদাঁড় পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন আপনাদিগকে দণ্ডবৎ। কিন্তু আপনাদিগের মধ্যে সমাজের উচ্চ স্থানে যিনি বসিয়া আছেন তিনিও শিবের ন্যায় সর্ব্বলোকপ্রভু এজন্য শুধু আপনাদের বলিয়া নয় ভারতবর্ষের সর্ব্বজনের প্রতি তাঁহার কৃপা সমান ভাবে বিতরিত। কবির কথায় বলিতে গেলে—আপনাদের দেবসেবা সফল হউক আপনারাও দেব কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকুন—তাহার সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইতেছে কিম্বা হইয়াছে। পাঁচ পারসেণ্ট দরে আবার দেবতা ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। দেবতাকে ঋণদানে ঋণী করিয়া রাখুন, অনেক স্বার্থ সাধন করিতে পারিবেন। আপনাদিগের যাহা হউক যোগেশচন্দ্রের কি তাহার কন্যার বিবাহের কি আপনারা কিছু জানেন? কিছুই না—জানিতে চাহেন শুনুন।

Toxicology ক্রয় করিয়া আনিবার কতিপয় দিবস পরে যোগেশচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু নীলাম্বর বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন, বিরক্ত হইয়া নীলাম্বর বাবু বলিলেন, "যোগেশ ওকথা আর কেন, ওত অনেকবার হয়ে গিয়েছে, তুমি কি শেষে আমাদের বন্ধুত্বটাও বিচ্ছেদ করবে।" "না তোমার সহিত বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্যই আমি তোমার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে চাই—আমি তোমার কথামত নগদ পাঁচ হাজার বরং আরও কিছু বেশী দিব—আমি সর্ব্বস্বান্ত হইব বটে, কিন্তু শোভা সুখে থাকিবে।"

"ও! তাহলে তোমার টাকা আছে, তুমি আমাকে—মেয়েকে ফাঁক দিবার মতলবে ছিলে, তাইত বলি এতদিনের গভর্ণমেণ্ট আফিসের চাকরী আর দশটা পাঁচটা নয় একটা মেয়ের বিয়ে দিচ্চ, তুমি আর সামান্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে পার না। শ্রীধরপুরের বোসেরা দশ হাজার টাকা দেবে বলেছে। তবে"—এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই যোগেশচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল—কিন্তু পরক্ষণেই "তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমার অবস্থাত জানি, তোমার নিকট কি আর আমি অন্যায় দাবী করতে পারি; তোমাকে আমি যা কথা দিয়েছি তাই।

"বেশ তবে সব পাকাপাকি করে গেল?"

"পাকাপাকি, পাকাপাকি।"

"কেন তাতে দোষ কি তোমার দাবীর হাজার টাকা আমি দিব।"

"তাতো দেবেই তাতো দেবেই—তা বেশ সব স্থির করে ফেলা যাবে। আগামী রবিবার তোমার আফিস নাই সেই দিনই তোমার বাটীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইবে।"

"আচ্ছা, তবে আজ আসি।"

"নাদা জলখেয়ে যাও অনেকক্ষণ এসেছ।"

"তোমাকে আর সে আহ্নিক করিতে হইবে না এখন এই রাত্রি আটটার সময় জল খেয়ে আর বাড়ী গিয়ে খেতে পারবে না।"

"তা না খাও খাও, কিন্তু নিরুপমের সঙ্গে দেখা করে যাবে না।"

"না রাত্রি হয়েছে।"

অতঃপরে বলে নীলাম্বর বাবু আর কি যোগেশ বাবুর বাটীতে বিবাহের কথাবার্ত্তার স্থান খরচা বাচাইবার জন্য স্থির করিয়াছিলেন।

"হাঁগা? দিন দিন তোমার শরীরের দশা, ওরকম হয়ে যাচ্চ কেন?" বলিয়া যোগেশচন্দ্রের পত্নী সুষমা সুন্দরী একদিন স্বামীর নিকট বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলে যোগেশচন্দ্র তাচ্ছল্য ভাবে উত্তর করিলেন "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং, রোগে ধরেছে"।

"তা কাউকে দেখাও"।

"দেখিয়েচিত ওষুধ খাচ্চি।"

"আমার মাথামুণ্ড খাচ্চ কি এক ফোঁটা জলপড়া খাচ্চ, তাতে শরীর ভাল হওয়া দূরে থাক দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে, তুমি একবার হেম সেনকে দেখাও।"

"শরীর কি চিরদিন থাকবে সার্‌বার হয়ত এই ওষুধেই সারবে আর যদি তোমার মাথার সিঁদুর হাতের নোয়া ছ'গাছি খস্‌বার সময় হয়ে থাকে, কিছুতেই সার্‌বে না।"

"কথা শুন্‌লে গা জ্বলে যায়, সেইজন্যে ত কথা কইতে ইচ্ছে করে না, তা আফিস যাওয়া বন্ধ করে দিনকতক ছুটি নাওনা কেন। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

"ছুটি নিয়ে খাব কি? বুঝতে পাচ্চ ত, টাটার সেয়ার কখানা তোমার নামে করে রেখেছিলাম, লাইফ ইন্‌সিওরের টাকাটা তাইতেই চলে যেত এখন সেটাও ঘাড়ে পড়লো।"

"তুমি ত মেয়েমানুষ বলে আমার কোন কথাই শুন না, বীরেন ধীরেনের বিয়ে দিলে একটি পয়সা নিলে না। তা যদি নিতে তা হলে কি আজ খোকার বিয়ের জন্য ভাবনা হতো।"

—"তা হতো না বটে, তবে বউমাদের বাপেদের পথে বসাতে হতো।"

—"তাই বুঝি নিজে পথে বসতে যাচ্চ।"

"আমার ভাবনা ভাবছি না, তোমার ভাবনাতেই আমি অস্থির।"

"আমার ভাবনা ভেবে ভেবে ত তোমার ঘুম হয় না। যা কিছু খুদ কুঁড়ো ছিল সবই ত গেছে, পুঁজির মধ্যে ঐ টাটার সেয়ার কখানা ছিল তা খুইয়ে ত, হাজার টাকা দিয়ে খোকার বিয়ের পাকা দেখা হলো, এখন বিয়ের সময়ে আর চার হাজার টাকা কোথা থেকে দেবে।"

"ভাবছো কেন—ভগবান্ দেবেন।"

"ভগবান্ সব দিয়েছেন, এখন খোকার বিয়ের দিনে চার হাজার টাকার তোড়া বেঁধে বয়ে এনে তোমার বেয়ের হাতে দিয়ে দেবেন।"

"তার ত এখনও বিলম্ব আছে, দেখনা এর মধ্যে কি হয়।"

"আচ্ছা তা দেখবো, কিন্তু তুমি আজই ছুটীর দরখাস্ত করো, না হলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো।"

"ছুটির দরখাস্ত করিছি, এইকটা দিন পরে তিন মাসের প্রিভিলেজ লিভ সাহেব মঞ্জুর করেছেন।"

"এই কটা দিন মানে?"

"এই আজ হল অগ্রহায়ণ মাসের ২৮শে, ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত, তার পরেই ছুটী—"

"সেত বড়দিনের ছুটি।"

"সেই বড়দিনের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে আমারও ছুটী।"

"বেশ এই কটা দিন না হয় আফিস কর, কিন্তু বড়দিনের ছুটীর পরে যদি তুমি আবার আফিসে যাও আমার মনে যা নেয় আমি করবো।"

"আচ্ছা আচ্ছা তুমি এখন আমার ওষুধটা দাও দিকিন।"

সুষমা স্বামীকে ঔষধ ও জল আনিয়া দিলেন, যোগেশচন্দ্র ঔষধ সেবন করিয়া বলিলেন, "আমি একটু বিশ্রাম করি, তুমি তোমার কাজ কর্ম্ম দেখগে। গৃহিণী প্রস্থান করিলে যোগেশচন্দ্র ভাবিলেন, ২৪শে আশ্বিন হইতে ২৮শে অগ্রহায়ণ—দুইমাস পাঁচদিন হইয়াছে আর পঁচিশদিন বড় জোর একমাস—তাহার পরে ছুটি একেবারে ছুটি—সুষমার কষ্ট হইবে কি করিব। কুলীন কায়স্থের গৃহে কন্যা যে কাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাই আমি ইচ্ছা করিয়া কালকে ডাকিয়া আনিতেছি। সকলেই ত অনিচ্ছায় ডাকে—বীরেন ধীরেনের বিবাহের সময় ভাবিয়াছিলাম আমি সৎকার্য্য করিতেছি, ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হইবেন, ভগবান্

নাই, থাকিলে কি আমাকে জীবনের বিনিময় বরপণ সংগ্রহ করিতে হইত—হউক তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই—আমার শোভা সুখে থাকুক—বীরেনের আর এম্-এস্‌সি পাশ করা হবে না, বীরেনকেও স্কুল ছাড়িতে হইবে—শরতেরও পাঠ শেষ করিতে হইবে—সুখময়ের কথা চিন্তা করিতে গেলে আমার শোভার সুখের তৃপ্তিটুকুও দূর হইয়া যায়—আর ভাবতে পারি না—বীরেন, ধীরেন শরৎ এরা তিনজনেও কি বিধবামাতার একমুষ্টি আহার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে না—না পারে সুখময়ও মরিবে—আমি বিষ খাইয়া মরিতেছি—না অনাহারে মরিবে—তাহাতে আর পার্থক্য কি—জন্ম হইলে মৃত্যু হইবে, তাহা আর মরণ যেরে কি আসে যায়—যোগেশচন্দ্র আর চিন্তা করিতে পারিলেন না তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ইহাতেই প্রপীড়িত হইল ; তিনি বিক্ষিপ্ত হইলেন।

যোগেশচন্দ্র বড়দিনের ছুটির সঙ্গে বিক্ষিপ্তচিত্ত লইয়া বাটীতে আসিয়া যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন সে শয্যা আর তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, দিনে দিনে তাঁহার শরীর রক্তশূন্য হইয়া যাইতে লাগিল, বীরেন ধীরেন শরৎ তাহাদের বন্ধু বান্ধবের ধরিয়া বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখাইলেন, কিন্তু কেহ রোগ ধরিতে পারিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে পরলোকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তিনি একদিন তাঁহার বন্ধু ও ভাবী বৈবাহিক নীলাম্বর বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, ভাই নীলু তোমাকে যে বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিয়া যাইব, আমার অদৃষ্টে তাহা নাই, কিন্তু ফাল্গুন মাসের মধ্যেই যেন শোভার বিবাহ হয়, নচেৎ চৈত্রমাসে শোভা বৃদ্ধ বয়সে পড়িবে তুমি যদি কথা দাও আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে মরিতে পারি—আমি আজীবন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা অবশ্য অধিক নহে—তবে তোমার প্রাপ্য চারি সহস্র টাকার কিছু উপর হইবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মৃত্যুশয্যায় তোমাকে মিথ্যা বলিতেছি না। নীলাম্বর বাবু বন্ধুকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "কেন তুমি এত ব্যাকুল হইতেছেন, লোকের রোগ হয় সারিয়া যায়, তুমি সারিয়া উঠিবেন, এখন এসব কথার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু যোগেশবাবু ছাড়িলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রত্রয়কে ডাকাইয়া নীলাম্বর বাবুর সম্মুখে বলিয়া দিলেন আমার সঞ্চিত যে চারি সহস্রের কিছু অধিক টাকা আছে আমার মৃত্যুর পর শোভার বিবাহের দিনে যেন নীলাম্বর বাবুকে তাহা দেওয়া হয়। সে টাকা আমার বাক্সে বরপণ বলিয়া একখানি সিলকরা লেফাফার মধ্যে আছে। নীলাম্বর বাবু প্রফুল্লচিত্তে বন্ধুর কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন, "যদি সত্য সত্যই যোগেশ

মৃত্যু হয় তিনি অশৌচান্তে মাঘ মাসেই নিরূপমের সহিত শোভার বিবাহ দিবেন।

দিনের পর কত দিন যাইতে লাগিল, যোগেশচন্দ্রও ততই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। জননী কত দেবতাকে মানসিক করিলেন, মা কালীকে বুক চিরিয়া রক্ত দিবেন, সোনার বেলপাতা দিয়া পূজা দিবেন, তারকনাথ, বৈদ্যনাথ, পঞ্চানন কেহই বাদ গেলেন না, সকলের নিকটই পূজা মানসিক হইল, কিন্তু কোন দেবতাই কিছু করিতে পারিলেন না। পৌষ মাসের ২৫শে তারিখে যোগেশচন্দ্র স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে এক প্রকার পথে বসাইয়া কন্যার বিবাহের জন্য বরপণ দিবার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষপান করিয়া আপনাকে চণ্ডালসমাজের বলি উৎসর্গ করিলেন।

২৮শে ফাল্গুন শোভার বিবাহের দিন স্থির হইল। বীরেন্দ্রনাথ ভগিনীর বিবাহের কোন আয়োজনই করিতে পারিলেন না, পত্নীর যাহা দুই একখানি অলঙ্কার ছিল বিক্রয় করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, বীরেন্দ্রনাথের শ্বাশুড়ীর কঠিন পীড়া হওয়ায় যোগেশচন্দ্রের শ্রাদ্ধের পরদিবসই তাহার পিতা তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। সত্যসত্যই শোভার হাতে দুইগাছি লাল সূতা এবং একখানি হরিদ্রারঞ্জিত নূতন বস্ত্র ভিন্ন বীরেন্দ্রনাথ আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। বিবাহের দিন বাক্স খুলিয়া সেই শীলমোহরযুক্ত লেফাফাখানি বাহির করিয়া দেখিলেন, তাহার উপরে পিতার হস্তাক্ষরে লেখা "বরপণ"। "শোভার বিবাহের দিনে এই চিঠিখানি আমার বন্ধু এবং ভাবী বৈবাহিক নীলাম্বর বাবুর হস্তে দিবে"।

সন্ধ্যার সময় বর আসিল বরযাত্রিগণ বর পৌঁছাইয়া দিয়াই যে যাহার গৃহে প্রস্থান করিলেন, কেবল বর, বরকর্ত্তা, নীলাম্বর বাবু, পুরোহিত, নাপিত ও নীলাম্বর বাবুর একজন ভৃত্য মাত্র, বিবাহ-বাটীতে প্রবেশ করিল।

অল্পক্ষণ পরেই বীরেন্দ্রনাথ যোগেশচন্দ্রের রক্ষিত সেই শীলমোহর করা পত্রখানি আনিয়া নীলাম্বর বাবুর হস্তে দিলেন, নীলাম্বর বাবু নগদ চারি সহস্র টাকার আশা করিতেছিলেন। একখানি শীলকরা পত্র পাইয়া তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে ; যাহা হউক শঙ্কিত হৃদয়ে কম্পিত হস্তে তিনি লেফাফাখানি ছিঁড়িতে তাহার মধ্য হইতে একখানি প্রকাণ্ড পার্চমেণ্ট কাগজ বাহির হইল, সেখানি খুলিয়া নীলাম্বর বাবু দেখিলেন, সেখানি যোগেশচন্দ্রের life-policy। তাহার পৃষ্ঠে যোগেশচন্দ্র স্বহস্তে লিখিয়াছেন কন্যার বিবাহের বরপণের জন্য তিনি তাঁহার life-policy তাঁহার বন্ধু এবং ভাবী বৈবাহিক

নীলাম্বর বাবুর নামে endorse করিয়া দিলেন, এ পলিসির টাকায় তাঁহা উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিসনগণের কোন দাবী দাওয়া নাই। নীলাম্বর বাবু দেখিলে policy খানি চারি সহস্র টাকার with profit-policy ; সংক্ষেপে হিসা করিয়া দেখিলেন এই চারি সহস্রের উপর তিনি প্রায় পাঁচ শতটাকা অধি পাইবেন, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল !

কয়েকমাস হইল শোভার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, শোভা এক্ষণে নীলাম্বর বাবু বাটীতে। বীরেন্দ্রনাথ মাতা ও ভ্রাতাদিগকে লইয়া দ্বিতল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন, শরৎ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পিতার আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেছে এবং ধীরেন ছবি আঁকিয়াও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। ধীরেন্দ্রনাথকে তাহার পিতার আফিসের বড় সাহেব পড়াইতেছেন— তাঁহার ইচ্ছা যদি ধীরেন্দ্রনাথ এম-এস-সি পাশ করিতে পারেন, তিনি তাঁহাকে পিতার পদে নিযুক্ত করিবেন। নীলাম্বর বাবু ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট ৪৬৭৩৷৷/০ পাইয়াছেন। আমাদেরও কথা ফুরাইয়াছে। যোগেশচন্দ্র যে আত্মহত্যা করিয়াছেন একথা কাহারও মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু ঘটনাচক্রে সুদীনের পিতামহ হত্যা ও আত্মহত্যার কথা সুষমার কর্ণগোচর হইল। ধীরে ধীরে তিনমাসে জ হইয়া মৃত্যু—তবে কি—তবে কি—হা ভগবান্! আমার গর্ভে কন্যা দিয়া কি আমাকে স্বামিঘাতিনী করিয়াছ ? নিশ্চয়—নিশ্চয়—সেই ওষুধ ! সেই ওষুধ! নিশ্চয়ই ঐ বিষ—হায় হায়, আগে কেন জান্‌তে পারিনি—কি কর্‌বো, কি কর্‌বো— আচ্ছা যদি সত্য না হয়, যদি এ আমার মিথ্যা অনুমান হয়—না না মিথ্যা নয়— কে যেন আমার মনের মধ্যে বল্‌ছে মিথ্যা নয়—সে ওষুধের শিশি আমার নিকট আছে—বীরেনকে দিয়া দেখাতে হবে সে কি ঔষধ—নচেৎ আমি স্থির হতে পারি না।

বীরেন্দ্র একদিন কলেজ হইতে আসিয়া মাতাকে বলিলেন "মা তুমি যে ঔষধ দেখিতে দিয়াছিলে, সে একপ্রকার বিষ।"

"বিষ!"

"হ্যাঁ"

"সে বিষ যদি কেউ খায়।"

"দু একদিন খেলে কিছু হয় না, কিন্তু বেশীদিন ধরে খেলে মৃত্যু হয়।"

আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া সুষমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এই মূর্চ্ছাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল।

মাতার অসুস্থতার কথা শুনিয়া শোভা মাতাকে দেখিতে আসিতেছে শুনিয়া সুষমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বারণ কর, বারণ কর, আমার সাম্‌নে সে যেন আর কখন না আসে, তার সঙ্গে মাতা-কন্যার সম্বন্ধের মাঝখানে পাঁচীল উঠে গিয়েছে—সে তার বিয়ের বরপণ—সে পাঁচীল ভাঙ্গবার নয়—তাকে ফিরে যেতে বল্—" কথাগুলি শোভা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। বীরেন্দ্র বলিল, "মাতা প্রলাপ বলিতেছেন, তুমি আর এখন মার সঙ্গে দেখা করিও না"—মলিন মুখে সজল নয়নে শোভা ফিরিয়া গেল,—কিন্তু তাহার বিবাহের বরপণ—মাতা কন্যার মাঝখানে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভারে তাহার হৃদয় পিষ্ট হইয়া গেল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উপনিষদের উপদেশ।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এখন কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। অতএব এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কায়স্থ যখন ক্ষত্রিয় তখন ক্ষত্রিয়ের প্রাচীন শৌর্য্যবীর্য্যের মহিমায় সে যেমন গৌরব অনুভব করিতে পারে, সেরূপ ক্ষত্রিয়ের অধ্যাত্মজ্ঞানের গৌরবেও সে নিজেকে গৌরবিত মনে করিতে পারে। এ প্রবন্ধে সেই গৌরবের সামান্য পরিচয় দিব।

সকলেই রাজর্ষি জনকের নাম শুনিয়াছেন, এবং অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে বিদেহরাজ জনকের সভাতেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্যার উচ্চ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই জনক "অধীতবেদ উক্তোপনিষৎক" প্রভৃতি বিশেষণে উপনিষদ্-গ্রন্থে বিশেষিত হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে এই ক্ষত্রিয়রাজ জনক 'বুড়িল' নামক একজন ঋষিকে গায়ত্রীর গূঢ় রহস্য (যাহাকে 'তুরীয়ং দর্শতং পদম্' বলা হইয়াছে সেই রহস্য) বিবৃত করিয়াছিলেন। গায়ত্রী বেদবিদ্যার চরম,—ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই গায়ত্রীরই গূঢ় রহস্য ক্ষত্রিয় রাজা জনক ব্রাহ্মণ বুড়িলকে উপদেশ করিলেন।

"এতদ্ধবৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিমুবাচ।"

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহা কি কম গৌরবের কথা ?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় অনেকদিন পর্য্যন্ত জন্মান্তরবাদ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন পর্য্যন্ত ঐ রহস্য ক্ষত্রিয় রাজন্যদিগের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচারিত হয় নাই। এই রহস্য-বিদ্যার নাম ছিল 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা'। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রবাহন জৈবালিক নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা এই বিদ্যা প্রথম ব্রাহ্মণের নিকট বিবৃত করিল। কথিত আছে যে শ্বেতকেতুর পিতা গৌতম রাজর্ষি জৈবালির সমীপস্থ হইয়া ঐ বিদ্যা প্রার্থনা করিলে রাজা বলিয়াছিলেন —'হে গৌতম আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন এ বিদ্যা আপনার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই "যথেয়ম্ ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরাবিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি।'

উপনিষদে আর একটী বিদ্যার উপদেশ আছে তাহার নাম 'বৈশ্বানর' বিদ্যা। এই বিদ্যায় যিনি বৈশ্বানর আত্মা অর্থাৎ Universal self সেই আত্মার উপদেশ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যায় যে আর একজন রাজর্ষি (তাঁহার নাম অশ্বপতি কৈকেয়) পাঁচ জন "মহাশাল মহাশ্রোত্রীয়" ব্রাহ্মণকে এবং তাঁহাদের আচার্য্য-স্থানীয় ব্রাহ্মণ আরুণিকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

"তে হ সমিৎপাণয় পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে। তান্ হ অনুপনীয়েব এতদ্ উবাচ।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান-উপদেষ্টা আর একজন ক্ষত্রিয় রাজার আমরা সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার নাম ছিল অজাতশত্রু। তিনি বালাকি নামক এক বেদবিদ্যাভিমানী ব্রাহ্মণের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। এই বালাকি এক দিন রাজর্ষি কাশীরাজ অজাতশত্রুর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি'; তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব। বালাকির যতদূর জানা ছিল তিনি তাহা বিবৃত করিলেন। প্রত্যেক বিবরণের পরই রাজা অজাতশত্রু বলিলেন—'নৈতাবতা বিদিতম্ ভবতি' ইহা দ্বারা ত জানা গেল না।' তখন বালাকি নীরব হইলেন এবং বিনীতভাবে অজাতশত্রুকে বলিলেন, তবে আপনি আমাকে উপদেশ করুন। অজাতশত্রু বলিলেন, 'এ যে প্রতিলোম ব্যাপার হইল। যাহা হউক বলিতেছি।' এই বলিয়া তিনি জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার পরিচয় দিয়া জীব। ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিলেন।

এইরূপ আরও কয়েক স্থলে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশের বিবরণ উপনিষদে পরিদৃষ্ট হয়। ইহা হইতে মনে হয় যে তখনকার ক্ষত্রিয়েরা কেবল

অসিজীবী ছিলেন না মসিজীবীও ছিলেন—যুদ্ধের সময় তাঁহারা অস্ত্র চালন করিয়া শত্রু সংহার করিতেন এবং শান্তির সময় মৌখিক বা লেখনী সহযোগে ব্রহ্মবিদ্যার পঠন পাঠন করিতেন। কালে অসিবিদ্যা ও মসিবিদ্যা বিবিক্ত ও বিযুক্ত হইয়া গেল। তাহার ফলে এক দিকে অসিধারী ক্ষত্রিয়, অপর দিকে মসিধারী ক্ষত্রিয়— এ যুগের কায়স্থ-সম্প্রদায়। এখন সময় আসিয়াছে—এখন অসির সহিত মসি সম্মিলিত হইয়া আবার ক্ষত্রিয় জাতিকে বরেণ্য করিবে। বিধাতা শীঘ্র এ শুভ দিন আনয়ন করুন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সভা-সমিতি

রংপুর শাখা কায়স্থ-সভা। এই সভার গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, বিনা চাঁদায় আর কাহাকে এই সভার সভ্য রাখা হইবে না। মাসিক ১৲, ||০ ও |০ চাঁদা ধার্য্য হইল। যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য তিনি সেইরূপ চাঁদা দিবেন। যেহেতু চাঁদা না হইলে কার্য্যালয়ের ভাড়া ও দরওয়ানের বেতন প্রভৃতি সাময়িক সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া সভা পরিচালনের পক্ষে অসুবিধা ঘটে। এবার এই শাখাসভা একটী 'সেবা-সমিতি' স্থাপন করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ অর্থাৎ অসহায় কায়স্থ রোগীর শুশ্রূষা করা, শবদাহ, দরিদ্র ও কন্যাদায়গ্রস্তের সাহায্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই নবগঠিত সমিতির সম্পাদক হইয়াছেন, কর্ম্মী রংপুরদর্পণের. ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু বর্ম্মা রংপুর সভার কর্ম্মকর্ত্তৃবৃন্দের এই সদনুষ্ঠানে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রাপ্তি স্বীকার

কায়স্থ-সভার গত বর্ষের বারেন্দ্র সহঃ সভাপতি জেলা নদীয়া চিথলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায় মহাশয় গত ১৭ই বৈশাখ ১০৲ চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে প্রেরণ করেন। গত সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে যশোহর জিলার সোমপুরের শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ১৲ সুলতানপুরের অঘোরকুমার পাল চৌধুরী ১৲, লক্ষ্মীপাশার শ্রীহরিপদ ঘোষ ১৲, শ্রীরসিকলাল বসু

১৲ শ্রীআশুতোষ ঘোষ ১৲ শ্রীনলিনীকান্ত বসু ১৲ শ্রীসুখময় বসু ১৲ শ্রীরাখালচন্দ্র বসু ॥০, শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ১৲ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲ শ্রীপ্রিয়নাথ বসু ১৲ বারুইপাড়ার শ্রীপ্রসন্নকুমার মিত্র বর্ম্মা ১৲ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ৻১০, ইটনার শ্রীপঞ্চানন ভৌমিক ১৲ শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় ১৲ শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ ।০ শ্রীশুকলাল ভৌমিক ।০ শ্রীজগন্নাথ নাগ ৵০, বাকশ্রীরামপুরের শ্রীভুবনমোহন মিত্র ৫৲ বারাসিয়া নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ দেব বর্ম্মা ॥০, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দেব ॥০, ফরিদপুর জিলার বর্ণি নিবাসী শ্রীরসিকলাল দাস বর্ম্মা ১৲ হাবাস পুরের শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ডু বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ ১৲ দোলকুণ্ডীর শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা (কুড়াইয়া পাইয়া), ৵০ দৌলতপুরের শ্রীকেদারনাথ দেব বর্ম্মা ২৲, রাজসাহী বিলমারিয়ার প্রবাসী শ্রীহৃদয়নাথ ঘোষ বর্ম্মা ৫৲ ; দিনাজপুরের উকিল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র ২৲ ; শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা ১৲ ; কুমিল্লার ভোলাচঙ্গ নিবাসী শ্রীজগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা ১৲ ; জেলা মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ নিবাসী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার ২৲ ; খুলনা দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ১৲ ; রাণাঘাটের পুলিসের দারোগা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত ১৲ উক্ত ভাণ্ডারে প্রদান করেন। আমরা দাতৃবর্গের এই প্রকার জাতীয় কার্য্যে দানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ত্রিদণ্ডী বা গুণসূত্র

জেলা যশোহরের চৌগাছা ডাকঘরের অধীন মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মা মহাশয় জাতীয় সংস্কারের সহায়তার অভিপ্রায়ে জনৈক দুঃস্থ কায়স্থ-মহিলা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট পৈতা প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিতেছেন। ঐ পৈতার ত্রিদণ্ডীটী দৃঢ় ভাবে পাকান, দীর্ঘকাল, স্থায়ী সুশুভ্র ও সুন্দর। ১নং সরু পৈতা প্রত্যেক কুড়ি ১।০ এবং ২নং ঈষৎ মোটা ৸৵০ কুড়ি এবং ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। উপবীতী কায়স্থগণ ইঁহার নিকট হইতে পৈতা ক্রয় করিলে তিনি আরও সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। যাঁহার প্রয়োজন উপরের ঠিকানায় দেবেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিবেন।

উপনয়ন

৮ই চৈত্র, ১৩২৫। যশোহর চোঙ্গা গ্রামের দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ চন্দ্র মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে গুয়াতালী নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। ইঁহারা সকলেই বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

৮ই বৈশাখ, ১৩২৬। কায়স্থ সভার ১৭ দশ বার্ষিক অধিবেশনে হাটবাড়িয়া শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাটীর উপনয়ন-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়ভার উক্ত রায় মহাশয় বহন করেন।

সাং আউড়িয়া—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন রায়, শ্রীসরোজরঞ্জন রায়, শ্রীগিরিজারঞ্জন রায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, শ্রীরবীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীশশিভূষণ বসু, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু, শ্রীকিশোরীলাল বসু, শ্রীবিমলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীইন্দুভূষণ মিত্র, শ্রীঅমলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীমণীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীফণীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীহরিপদ বসু, শ্রীরামেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, শ্রীসুধীরকুমার দত্ত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীপঞ্চানন দাস, শ্রীনিশিকান্ত দাস, শ্রীশুধাংশুশেখর বসু, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

সাং ভদ্রবিলা—শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু, শ্রীকুমুদরঞ্জন ঘোষ, শ্রীসুধাংশুভূষণ ঘোষ, শ্রীশুধাংশুশেখর ঘোষ, শ্রীশ্যামলাল বসু, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীনকুলেশ্বর মিত্র, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু।

সাং কাশিয়াড়া—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী, শ্রীলালমোহন বসু, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, শ্রীফণীভূষণ রায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু।

সাং সিঙ্গিয়া—শ্রীহরেকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন, শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

সাং রায়পাশা—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সোম, শ্রীসুশীলচন্দ্র সোম। সাং বাঁশগ্রাম—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বসু। সাং ফুলবদিনা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার ঘোষ। সাং দিঘলিয়া—শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ। সাং বিচলী—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দে। সাং সাধুহাটী—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সরকার। সাং ধোপাদহ—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষ। সাং বারাসিয়া—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। সাং সরসপুর—বঙ্কুবিহারী বসু। উক্ত ৬২ জন কায়স্থ সন্তান মস্তক মুণ্ডন ও গৈরিক ধারণ করিয়া ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী।

২৮শে বৈশাখ, ১৩২৬। দিনাজপুর বালতৈড় নিবাসী উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে গোপালবাবু স্বয়ং ও রংপুর বুড়িরহাট নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, এবং জেলা ঢাকার অন্তর্গত বজ্রাভাঙ্গা নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রাধামাধব কুণ্ড যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণকরেন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। জেলা যশোহরের আউরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা মহাশয়দিগের চণ্ডীমণ্ডপে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়। যাহারা নানা কারণে গত কায়স্থ-সভার উপনয়ন কেন্দ্রে-উপনীত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা এই কেন্দ্রে উপনীত হইয়া কায়স্থের জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে প্রাচীন কুলীন কায়স্থ মহোদয়গণের আদর্শ অন্যান্য স্থানের প্রাচীন কায়স্থ মহোদয়গণের অনুকরণীয়। আউরিয়া গ্রামে দ্বাদশবর্ষীয় বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই একপ্রাণে এই জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই শ্লাঘার কথা।

সাং আউরিয়া—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায়, বি এ, শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত, শ্রীবিহারীলাল বসু, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু, শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু, শ্রীঅনাথকুমার ঘোষ, সিঙ্গিয়া হরিখড়া সাকিনের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মিত্র, ভদ্রবিলা সাং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু এই ত্রয়োদশ জন কায়স্থ-সন্তান দক্ষিণরাঢ়ী।

মহেশ্বর পাশায় ৬১৭ জন উপবীতী হইয়াছেন নামের তালিকা না পাওয়ায় প্রকাশিত হইল না। আশা করি তাঁহারা নাম পাঠাইয়া দিবেন।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার নেতৃবৃন্দ যত্নবান্ হইয়া পার-জোয়ারের শুভাঢ্যা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে এক উপনয়ন-কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত হরকুমার দেবরায়, তারকচন্দ্র দেব রায়, কুমুদবন্ধু দেব রায় ডাঃ যামিনীকুমারদেব রায়, উকিল সজনীকুমারদেব রায়, নৃপতিরঞ্জনদেব রায় (বিশ্ববার্ত্তার সহঃসম্পাদক), প্রফুল্লকুমারদেব রায়, ফণীন্দ্রনাথদেব রায়, নীরজীবদেব রায়, র‌ঞ্জিৎকুমারদেব রায়, পরেশরঞ্জনদেব রায়, সঞ্জীবচন্দ্রদেবরায়, রাধেশচন্দ্রদেব রায়, মহেশচন্দ্রদেব রায়, চিরঞ্জীবদেব রায়, যোগেশচন্দ্রদেব রায়, তরণীকুমারদেব রায়, বিনয়কুমারদেব রায়, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর অশ্বিনীকুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রফুল্লকুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত, পণ্ডিত তারাপ্রসাদ দত্ত, অধ্যাপক বনোয়ারীলাল বসু এম-এ, নিত্যলাল বসু এই ২৬ জন যথাশাস্ত্রব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত সংস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই কেন্দ্রের আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন।

গত বৈশাখের সংখ্যায় কায়স্থ পত্রিকার ৩৯ পৃষ্ঠায় সভাপতি প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র স্থলে শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার এবং সমর্থক শ্রীযুক্ত যোগিন্দ্রনাথ সরকার অনুমোদক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নাম বসিবে।

গত বৈশাখের কায়স্থ-পত্রিকায় ৪১ পৃষ্ঠার ৫ম লাইনে "অনুমোদক শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার (রাজসাহী)" স্থলে "অনুমোদক—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (নবদ্বীপ)" হইবে।

শ্রীজয়গোপাল নন্দী বর্ম্মা। সাং [illegible]। ২৪/৪/২৬

কায়স্থ-পত্রিকা

আষাঢ়, ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

মহোপাধ্যায় কায়স্থ গয়াধর

মহোপাধ্যায় নাম শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্যবোধ করিতে পারেন; কারণ এরূপ উপাধি আজকাল প্রচলিত নাই। আজকাল মহামহোপাধ্যায় উপাধি সকলেরই পরিচিত। অধুনা ভারতবর্ষে প্রায় শতাধিক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যমান। কিন্তু এই উপাধিটি নিতান্ত আধুনিক। যদিও ২।১ খানি আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতে ২।১ জন মহামহোপাধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু ৩।৪ শত বর্ষের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে সেই সেই মহাত্মার নামের পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লক্ষিত হয় না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, এই মহামহোপাধ্যায় উপাধিটি ইদানীন্তনকালে উদ্ভাবিত। পূর্ব্বে ইহার প্রচলন ছিল কি না সন্দেহ।

মহামহোপাধ্যায় উপাধির সন্ধান প্রাচীন ভারতে না মিলিলেও আমরা অনেকগুলি মহোপাধ্যায়ের সন্ধান পাইয়াছি। প্রথমে উপাধ্যায় বা অধ্যাপক হইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিলে বা পণ্ডিতসমাজে কোন বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিলে কচিৎ মহোপাধ্যায় উপাধি লাভ ঘটিত। মনুসংহিতায় আছে—

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। জেলা যশোহরের আউরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা মহাশয়দিগের চণ্ডীমণ্ডপে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়। যাহারা নানা কারণে গত কায়স্থ-সভায় উপনয়ন কেন্দ্রে-উপনীত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা এই কেন্দ্রে উপনীত হইয়া কায়স্থের জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে প্রাচীন কুলীন কায়স্থ মহোদয়গণের আদর্শ অন্যান্য স্থানের প্রাচীন কায়স্থ মহোদয়গণের অনুকরণীয়। আউরিয়া গ্রামে দ্বাদশবর্ষীয় বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই একপ্রাণে এই জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই শ্লাঘার কথা।

সাং আউরিয়া—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায়, বি এ, শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত, শ্রীবিহারীলাল বসু, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু, শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু, শ্রীঅনাথকুমার ঘোষ, সিঙ্গিয়া হরিখড়া সাকিনের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মিত্র, ভদ্রবিলা সাং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু এই ত্রয়োদশ জন কায়স্থ-সন্তান দক্ষিণরাঢ়ী।

মহেশ্বর পাশায় ৬।৭ জন উপবীতী হইয়াছেন নামের তালিকা না পাওয়ায় প্রকাশিত হইল না। আশা করি তাঁহারা নাম পাঠাইয়া দিবেন।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার নেতৃবৃন্দ যত্নবান্ হইয়া পার-জোয়ারের গুভাচ্যা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে এক উপনয়ন-কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত হরকুমার দেবরায়, তারকচন্দ্র দেব রায়, কুমুদবন্ধু দেব রায় ডাঃ যামিনীকুমারদেব রায়, উকিল সজনীকুমারদেব রায়, নৃপতিরঞ্জনদেব রায় (বিশ্ববার্ত্তার সহঃসম্পাদক), প্রফুল্লকুমারদেব রায়, ফণীন্দ্রমাধবদেব রায়, নীরজীবদেব রায়, রঞ্জিৎকুমারদেব রায়, পরেশরঞ্জনদেব রায়, সঞ্জীবচন্দ্রদেবরায়, রাধেশচন্দ্রদেব রায়, মহেশচন্দ্রদেব রায়, চিরঞ্জীবদেব রায়, যোগেশচন্দ্রদেব রায়, তরণীকুমারদেব রায়, বিনয়কুমারদেব রায়, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর অশ্বিনীকুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রফুল্লকুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত, পণ্ডিত তারাপ্রসাদ দত্ত, অধ্যাপক বনোয়ারীলাল বসু এম-এ, নিত্যলাল বসু এই ২৬ জন যথাশাস্ত্রব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত সংস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই কেন্দ্রের আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন।

গত বৈশাখের সংখ্যায় কায়স্থ পত্রিকায় ৩৯ পৃষ্ঠায় সভাপতি প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র স্থলে শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার এবং সমর্থক শ্রীযুক্ত যোগিন্দ্রনাথ সরকার অনুমোদক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নাম বসিবে।

গত বৈশাখের কায়স্থ-পত্রিকায় ৪১ পৃষ্ঠার ৫ম লাইনে "অনুমোদক শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার (রাজসাহী)" স্থলে "অনুমোদক—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (নবদ্বীপ)" হইবে।

১

শ্রীগোপাল নন্দী বর্ম্মা। সাং ... ২৪/৪/২৬

কায়স্থ-পত্রিকা

আষাঢ়, ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

মহোপাধ্যায় কায়স্থ গয়াধর

মহোপাধ্যায় নাম শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্যবোধ করিতে পারেন; কারণ এরূপ উপাধি আজকাল প্রচলিত নাই। আজকাল মহামহোপাধ্যায় উপাধি সকলেরই পরিচিত। অধুনা ভারতবর্ষে প্রায় শতাধিক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যমান। কিন্তু এই উপাধিটি নিতান্ত আধুনিক। যদিও ২।১ খানি আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতে ২।১ জন মহামহোপাধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু ৩।৪ শত বর্ষের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে সেই সেই মহাত্মার নামের পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লক্ষিত হয় না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, এই মহামহোপাধ্যায় উপাধিটি ইদানীন্তনকালে উদ্ভাবিত। পূর্ব্বে ইহার প্রচলন ছিল কি না সন্দেহ।

মহামহোপাধ্যায় উপাধির সন্ধান প্রাচীন ভারতে না মিলিলেও আমরা অনেকগুলি মহোপাধ্যায়ের সন্ধান পাইয়াছি। প্রথমে উপাধ্যায় বা অধ্যাপক হইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিলে বা পণ্ডিতসমাজে কোন বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিলে কচিৎ মহোপাধ্যায় উপাধি লাভ ঘটিত। মনুসংহিতায় আছে—

"একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায় স উচ্যতে ॥"

অর্থাৎ যিনি বেদের একদেশ এবং বেদাঙ্গ পর্য্যন্ত বৃত্তি ও অর্থ দিয়া বুঝাইয়া ছাত্রগণের অধ্যাপনা করিতেন, তিনি উপাধ্যায় নামে পরিচিত হইতেন। সুতরাং মনুর মতে বেদাধ্যাপক হইতেছেন উপাধ্যায়। কিন্তু বৌদ্ধ-প্রাধান্য-কালে যাঁহারা সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহারা উপাধ্যায় নামে পূজিত হইতেন।

এই প্রবন্ধে যে মহাত্মার নাম শিরোভাগে শোভা পাইতেছে, তিনি জাতিতে কায়স্থ, বঙ্গবাসী এবং প্রথমে নালন্দাবিহারে একজন প্রধান উপাধ্যায় ছিলেন। তিব্বতের তেঙ্গুর গ্রন্থে কায়স্থ গয়াধর কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহুতর তান্ত্রিক গ্রন্থের অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার পি, কর্দিয়ে তেঙ্গুরস্থিত বৌদ্ধতন্ত্রের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, * তাহাতে আমরা কায়স্থ গয়াধর রচিত অনেকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম পাইয়াছি। আনন্দের বিষয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত হাজার বৎসরের "বৌদ্ধগান ও দোহা" † গ্রন্থে উক্ত ফরাসী ডাক্তারের উল্লিখিত মহোপাধ্যায় গয়াধরের বহু তান্ত্রিক গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছেন।

প্রথমেই লিখিয়াছি কায়স্থ গয়াধর প্রথমে নালন্দায় উপাধ্যায় ছিলেন, এই সময়ে তিনি মহাপণ্ডিত বলিয়াও পূজিত হইতেন। তেঙ্গুর হইতে জানা যায়, নালন্দায় অবস্থান কালে তিনি নিম্নলিখিত তান্ত্রিক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন,—

১। বজ্রডাক নামক মহাতন্ত্ররাজের বিবৃতি।
২। বজ্রডাক তন্ত্রের তত্ত্বস্থিরা নামে পঞ্জিকা।
৩। বজ্রডাক বিবৃতিনিবন্ধ।
৪। গুহ্যতত্ত্বপ্রকাশ।
৫। আর্য্যডাকিনা বজ্রপঞ্জর নামে মহাতন্ত্ররাজের কল্পমুখবন্ধ।
৬। বজ্রগীতিভাষ্য।

* Cordier's Catasogue du fonds Tibetan dela Bibli othe-pue Nationale.

† বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা"—বৌদ্ধতান্ত্রিকগ্রন্থকারনাম সূচী,১৷০খ—১৷৷০ পৃষ্ঠা।

৭। সর্ব্বভূতবলি।
৮। জ্ঞানোদয়োপদেশ।
৯। হেবজ্রবলিক্রম।
১০। হেবজ্রপ্রদীপশূলোপমাচবাদক।
১১। হেবজ্রভট্টারকস্তোত্র।
১২। একবীরনামসাধন।
১৩। হেবজ্রহোমবিধি।
১৪। হেবজ্রস্য সেকনিশ্চয়।
১৫। হেবজ্রমণ্ডলকরক্রমবিধি।
১৬। শ্রীচতুষ্পীঠতত্ত্বচতুষ্ক।
১৭। নৈরাত্মসাধন।
১৮। চতুষ্পীঠ সাধনোপায়িকা।
১৯। শ্রীবুদ্ধকপালতন্ত্রের জ্ঞানবতী নামে পঞ্জিকা।
২০। চতুষ্পীঠ তন্ত্ররাজের স্মৃতিনিবন্ধ নামে টীকা।
২১। সর্ব্বভূতবলিবিধি।
২২। শ্রীবুদ্ধকপাল নামমণ্ডল বিধিক্রম প্রদ্যোতন।
২৩। সুপরিগ্রহনাম মণ্ডলোপায়িকাবিধি।

এইরূপ বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা দ্বারা কেবল মগধ বলিয়া নহে, সমগ্র তান্ত্রিক জগতে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পরে পণ্ডিত ও তান্ত্রিক সমাজে তিনি মহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইলেন। মহোপাধ্যায় উপাধি লাভের পর তিনি নিম্নলিখিত তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন—

২৪। ডাকিনী বজ্রহালপঞ্জর তন্ত্ররাজের তত্ত্ব-গোষ্ঠিকা নামে পঞ্জিকা।
২৫। চতুষ্পীঠ তন্ত্ররাজের উপর মণ্ডলোপায়িকা বিধিসার সমুচ্চয় নামে নিবন্ধ।
২৬। শ্রীবুদ্ধকপাল সাধন।

অবশেষে তিনি গৌড়াধিপের আহ্বানে জগদ্দল বিহারে অধিষ্ঠিত হন। তেঙ্গুরের তালিকায় যে ৫ শতাধিক গ্রন্থকারের নাম প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে (খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী মধ্যে) আমরা ১৮ জন মাত্র মহোপাধ্যায়ের সন্ধান পাইয়াছি। যথা ১ অবধূত শ্রীজ্ঞান, ২ কমল গুহ্য বা কমল রক্ষিত, ৩ কুমার শ্রী, ৪ কুমার কলশ, বা মন্ত্র কর্ষণ, ৫ কায়স্থ গয়াধর, ৬ জিনবর ঘোষ, ৭ কায়স্থ

তথাগত রক্ষিত, ৮ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতিশ,) ৯ পদ্মাকর, ১০ প্রজ্ঞাশ্রীগুপ্ত, ১১ বুদ্ধ গুহ, ১২ বজ্রবোধি, ১৩ শান্তি ভদ্র, ১৪ শ্রীধর, ১৫ শ্রীপণ্ডিত, ১৬ পুণ্যশ্রী মিত্র, ১৭ সুভূতি শান্তি, ১৮ সোমনাথ।

সুতরাং বুঝিতে হইবে কায়স্থ গয়াধর একজন সামান্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি কোন্ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, বা কোন্ রাজার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে নালন্দা হইতে তাঁহার জগদ্দল বিহারে আগমন হইতে বুঝ যায়. জগদ্দল বিহার প্রতিষ্ঠিত হইলে এখানে গয়াধর মহোপাধ্যায় বা সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বলা বাহুল্য, গৌড়াধিপ রামপাল এই জগদ্দল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহার প্রতিষ্ঠার কথা সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার রামচরিতে বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কতকটা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, গৌড়াধিপ রামপালের আধিপত্যকালে (১০৫৭—১০৮৭ খৃঃ মধ্যে) তান্ত্রিক প্রাধান্তের যুগে মহোপাধ্যায় কায়স্থাচার্য্য গয়াধর আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

'দাস,' দাশ, ও শর্ম্মন্ শব্দের ব্যবহার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮)

সম্ভবতঃ নব্যতন্ত্রী বৈদ্যগণ এরূপ আশা করেন যে, যখন তাঁহারা উপবীত ধারণ করিয়াছেন, তৎপরে চিরব্যবহৃত শূদ্রসূচক দাসোপাধির পরিবর্ত্তে তালব্য শ-যুক্ত দাশ শব্দও উপাধিরূপে বিনা বাধায় ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন; তখন ব্রাহ্মণের নিজস্ব শর্ম্মা উপাধিটা আপনাদের উপাধি বা নামের উত্তর গ্রহণ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ-পরিচয়ের চূড়ান্ত চেষ্টা করা হয়। দেখাও যায়, ইদানীং ইহারা নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া পুস্তক, সংবাদ-পত্র ও বিজ্ঞাপনাদিতে (পূর্ব্বোক্ত দাশ এবং) শর্ম্মা শব্দ উপাধিরূপে যোজনা করিয়া

প্রচার করিতেছেন। * তদ্দ্বারা ইঁহারা যে নিজের কার্য্যেই নিজেরা প্রতারিত হইতেছেন এবং সমাজের অজ্ঞলোকদিগের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের প্রয়াস মাত্র পাইতেছেন, তাহা কি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছেন না? ক্ষোভের বিষয় এই, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যসমাজে অনেকে সদ্বিদ্বান্ ও প্রবীণ লোক আছেন, কিন্তু তাঁহারা উল্লিখিত কতিপয় বিকৃত-মস্তিষ্ক উচ্ছৃখল বৈদ্য-সন্তানের কার্য্যকলাপ যে অন্যায় ও অসঙ্গত, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, অথবা বুঝিয়াও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন। হয়ত তাঁহারা "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ, সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্" এই নীতির বশগ হইয়া কালক্ষেপ করিতেছেন, অভিপ্রায় এই নব্যগণ যদি কোন গতিকে এক প্রকার ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারাও সুতরাং অনায়াসে ব্রাহ্মণ বলিয়া একদিন গণ্য হইতে পারিবেন। যাহা হউক ইহা অবশ্য তাঁহারা অবগত আছেন যে, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির দাশ ও শর্ম্মা উপাধি অবলম্বনের প্রথা বা অধিকার পূর্ব্বে কখনই ছিল না। এক্ষণে যদি তাঁহারা তাহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃতকার্য্য দ্বারা আর্য্যশাস্ত্র, আর্য্য-সাহিত্য এবং চির-প্রচলিত শিষ্টাচারের প্রতি ঘোরতর অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাঁহারা হয়ত ইহাও অবগত আছেন যে, হিন্দু-রাজত্বকালে যদৃচ্ছাক্রমে কেহ উপাধি ও আচারধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে নূতন উপাধি ও আচারাদি অবলম্বন করিতে পারিত না। † কেননা প্রজাকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট

---

* এস্থলে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে :—

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র (বিদ্যারত্ন) দাশ শর্ম্মা।

(জাতিতত্ত্ব-বারিধি প্রণেতা, মন্দারমালা সাময়িক পত্রের সম্পাদক ইত্যাদি)

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ।

('নারায়ণ' পত্রের সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম্ এ।

('মালঞ্চ' পত্রের সম্পাদক ও কতকগুলি পুস্তক প্রণেতা)

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাশ শর্ম্মা।

(সন্ধিবোধ ও কতকগুলি কবিতা প্রণেতা)

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রবন্ধ প্রকাশক, হিন্দু-পত্রিকা)

† মনুসংহিতা—অষ্টম অধ্যায়, রাজধর্ম্ম দেখ।

ধর্ম্ম, বৃত্তি ও উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত রাখা রাজার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল।* কালপরিবর্ত্তনে হিন্দুরাজশাসনের তিরোধানের সঙ্গে সনাতন রীতিনীতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া কি আর্য্যশাস্ত্রের অনুশাসন, সামাজিক শাসন, তথা সামাজিকদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যতা, এ সকল অবহেলন পূর্ব্বক একটা উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যের অনুষ্ঠান কি আমাদের কাহারও পক্ষে শোভা পাইবে? না, উহাতে কাহার ইষ্টসিদ্ধি, সুখ এবং পরমার্থ লাভ হইতে পারিবে, † যদি কেহ বলেন, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির উপাধিতে দন্ত্য স যুক্ত দাস শব্দের স্থানে তালব্য শ যুক্ত দাশ শব্দ এবং তৎসহ শর্ম্মা শব্দ ব্যবহার হইলে কাহার কি ক্ষতি হইবে? তদুত্তরে লেখক বিবেচনা করিয়াই বলিতেছেন, উহাতে সমাজমধ্যে বিশৃঙ্খলতা ও অনেক অশান্তির সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। দেখা যাইতেছে, বৈদ্যসমাজের কয়েকটী মাত্র লোকের পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টজনক উপাধি পরিবর্ত্তন ও তদানুষঙ্গিক কতক কতক কার্য্য দ্বারা ইতঃপূর্ব্বেই বৈদ্যসমাজমধ্যে নানাবিধ অশান্তি ও পরস্পরের মধ্যে মনোবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বৈদ্যসমাজ সংস্পৃষ্ট অন্যান্য সমাজেও ঐরূপ অশান্তি ও মনোমালিন্য সঞ্জাত ও বিস্তৃত হইতেছে। এস্থলে বোধ হয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২।৪টা কার্য্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। যেমন,—অধুনা নব্যদলের অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ স্ব-সম্প্রদায়ের অনুপবীতদিগকে পৈতা গ্রহণ ও অশৌচ সংক্ষেপ জন্য প্ররোচনা এবং স্থল বিশেষে পীড়াপীড়িও করিতেছেন। তৎসহ পূর্ব্ব-প্রচলিত দাস উপাধির পরিবর্ত্তে দাশ এবং কতক স্থান দাশ শর্ম্মা, ধর শর্ম্মা, কর শর্ম্মা, গুপ্ত শর্ম্মা প্রভৃতি অভূতপূর্ব্ব উপাধি অবলম্বন করিয়া অস্পষ্ট মিশ্র বৈদ্যজাতিকে 'একতর ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ‡ কেবল তাহাই নহে, তদনুরূপ সম্ভ্রম লাভের অভিপ্রায়েও সমাজস্থ কায়স্থ ও নবশাখ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর উচ্চজাতির

* বিষ্ণুসংহিতায় (৩ অ, ১০২) এইরূপ উক্ত আছে, যথা—"অথ রাজধর্ম্মাঃ। প্রজাপালনেং বর্ণাশ্রমাণাং স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যবস্থাপনম্।"

† যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।
গীতা ১৬ অঃ

‡ কিছুদিন পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ পরিচয়ে যে সকল বৈদ্য পৈতা লইতেন তাঁহারা উহা কটিদেশে বা গলায় মালার ন্যায় রক্ষা করিতেন, কেন না পাছে কোন অপরিচিত লোক তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ ভাবিয়া প্রণাম বা নমস্কার করিয়া ফেলে। পরন্তু উহাদিগের বংশধরেরাই (নব্যতন্ত্রী বৈদ্যগণ) সম্প্রতি আবার ব্রাহ্মণের ন্যায় গলদেশ হইতে কটি পর্য্যন্ত অবলম্বিত করিয়া ধারণ

উপরে আধিপত্যলাভের আশয়ে উহাদিগের সহিত চির-প্রচলিত ব্যবহারের পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিতেছেন। দেখা যায়, নব্যদলের বৈদ্যগণ কায়স্থাদি জাতির সহিত পূর্ব্বে যে পরস্পর ন্যূনত্ব সম্বন্ধ ছিল, তৎপরবর্ত্তী ঐ সকল জাতির নিকট হইতে প্রমাণ পাইয়া দাবি করিতেছেন।

উহাদের পত্রে প্রণাম পাঠ না থাকিলে তাহ গ্রহণ করিতেছেন না, বৈদ্যগণ ইতঃপূর্ব্বে কায়স্থাদি জাতির হুঁকায় তামাক খাইতেন, এক্ষণে তাহা না করিয়া ভিন্ন হুঁকায় তামাকু সেবনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আবার কোথায় কোথায় কোন সামাজিক কার্য্যে বৈদ্য-সন্তানেরা জলপানে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত ভোজনার্থ এক পংক্তিতে বসিতে সাহস না করিলেও যখন ব্রাহ্মণেরা ভোজনার্থ আহূত হন তখন উঁহারাও আপনাদিগকে আহূত, এরূপ ভাণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুবর্ত্তন করেন। ইহাতে কেহ বাধা দিলে বা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলে তাঁহারা নিমন্ত্রণকারীর বাটী হইতে কাল্পনিক ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া অপমানিতের ন্যায় স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যান। অথচ ইতঃপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরে কায়স্থাদির সঙ্গে বৈদ্যগণ ভোজনার্থ আহূত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পংক্তিতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতেন। তাঁহাদের কোন উচ্চবাচ্য ছিল না। আবার, বঙ্গসমাজে 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ' কথাটা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, অধুনা বৈদ্যগণ সহসা তাহার স্থলে 'ব্রাহ্মণ বৈদ্য' কথাটা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অভিপ্রায় এই বোধ হয় যে লোকে বুঝুক সমাজে ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের স্থান। ইত্যাদি আচরণ দ্বারা বৈদ্যগণ বঙ্গসমাজের উচ্চশ্রেণী, এমন কি, নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অযথা অশান্তি, অপ্রীতি কোথায় বা বিদ্বেষভাব উপজাত ও তাহা সঞ্চারিত করিতেছেন, ইহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। কথিত আচরণ সকল কি কাহারও পক্ষে শুভদায়ক হইতে পারে? বরং উহারা সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় একতার পরিপন্থী তাহা কে না স্বীকার করিবে?* দেখা যায়, নব্যদলের বৈদ্যগণ সমাজস্থ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট রাঢ়ীয় ও বৈদিক

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, ফটো ও তৈলচিত্রে ঐরূপ প্রতিকৃতি মুদ্রিত ও অঙ্কিত করিয়া প্রচার ও বৈঠকখানা ঘরে রক্ষা করিতেছেন, অভিসন্ধি এই ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এবং সমাজের অজ্ঞলোকেরা মনে করিবে বৈদ্যদিগের গলায় পৈতা ছিল এবং তাহা গলদেশে তির্য্যগ্‌ভাবে পরিহিত হইত। হায়! বর্ত্তমান শৃঙ্খলাহীন নিরঙ্কুশ হিন্দু সমাজে সকল প্রকার স্বেচ্ছাচারই শোভা পাইতেছে।

* ইহা সকলেই অবগত যে, সুবিস্তীর্ণ বৈদ্য সমাজ (ইহার মধ্যে অম্বষ্ঠ মিশ্র কতক

ব্রাহ্মণদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়া পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাদিগের নবাবলম্বিত উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য বৈদিক প্রণালীতে নিষ্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা উঁহাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী করিতেছেন।

পাঠকগণ! ইহা আমরা বুঝিতে পারি যে, বৈদ্য-সমাজের মধ্যে এমন বহু লোক থাকা সম্ভব যাহারা গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় আভিজাত্য প্রয়াসে নব্য দলের কৃতকার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কিন্তু ইহা বুঝা দুরূহ যে, ঐ সমাজে যে সকল ধর্ম্মভীরু, জ্ঞানবান্ ও প্রবীণ লোক আছেন, তাঁহারা কেন ঐ নব্য দলের অবলম্বিত অশাস্ত্রীয় ও কপটাচার অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তন করিয়া উহাদিগকে প্রোৎসাহিত ও প্রশ্রয়িত করিতেছেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যে নিজ সমাজের অজ্ঞ লোকের অনুকরণীয় হইতেছে, ইহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না?

> যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
>
> গীতা, ৩অ,

এই সম্ভ্রান্ত প্রবীণ অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য মহাশয়দিগের নিকট লেখকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই, যেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল নব্য তন্ত্রের কয়েকটী বৈদ্যসন্তানকে 'একতর' ব্রাহ্মণ হইবার অসাধু অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অপিচ, উল্লিখিত যেসকল আচরণ দ্বারা নিজ বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই এবং বৈদ্য ও তৎসৃষ্ট অপরাপর সমাজমধ্যে পূর্ব্বকালীয় সদ্ভাবের স্থানে বিদ্বেষভাব সঞ্জাত ও তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হইতেছে, তৎপ্রতিবিধানার্থ তাঁহারা যেন যথোচিত মনোযোগী হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। এতদ্ভিন্ন ঐ উচ্ছৃঙ্খল বৈদ্যসন্তানেরা যাহাতে চিরপ্রচলিত দাস উপাধির স্থান দাশ ও শর্ম্মা, এই দুই ব্রাহ্মণ-পদ্ধতির অপব্যবহারে প্রবৃত্ত না থাকেন, এবং তদ্দ্বারা আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যসাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে না পারেন তজ্জন্য আবশ্যক হইলে, যথোচিত সামাজিক শাসনও অবলম্বন করেন।

পরন্তু, এস্থানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন অধুনা হিন্দুরাজশাসন নাই, ব্রাহ্মণগণ হীনপ্রভ হওয়ায় হিন্দুসমাজের উপরে তাঁহাদের পূর্ব্ববৎ সে প্রভুত্ব নাই, এদিকে নামমাত্র সমাজনেতৃগণের কথায় যখন নব্যদল পরিচালিত নহে, তখন লেখকের উপরিউক্ত অনুরোধ অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হওয়াই সম্ভব। এসকল কথা এককালে অঙ্গীকার না করিতে পারিলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সমাজ সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ আচার ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখনও নব্যগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। ইহা স্বীকার্য্য বটে যে, অনেকস্থলে নব্যতন্ত্রীরা আহারাদির কোন বিচার করেন না, তাই বলিয়া তাঁহাদের প্রাচীন পিতা পিতামহেরা কি আহারাদির বিচার ছাড়িয়াছেন? অথবা নব্যদলের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য কি প্রাচীনগণের সম্মতি ব্যতীত নির্ব্বাহিত হইতে পারিতেছে? এখনও দেখা যাইতেছে, অনেক বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ সন্তানগণ দাসোপাধি এবং মাসাশৌচ পরিবর্জ্জন করিয়া নব্যদলের অবলম্বিত আচার স্বীকার করেন নাই। তখন লেখকের উপরি উক্ত ন্যায্য অনুরোধ কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না কেন? বরং তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, নব্য বৈদ্যগণের কৃত অপকার্য্যে যে রোগ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এখনও অসাধ্যের সীমায় উপনীত হয় নাই, সুতরাং এখনও (সময় থাকিতে) প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ বৈদ্যগণের দ্বারা উপযুক্ত প্রতিকার (চিকিৎসা) করা হইলে উহা প্রশমিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে ব্রাহ্মণ-পরিচয়েচ্ছু অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যসন্তানগণকে লেখক বন্ধুভাবে হিসাবে

বৈদ্যও আছেন) উপনীতি লইবার ও দেওয়াইবার ও তৎসহ বৈশ্যাচারে, আজকাল আবার কোথায় কোথায় ব্রাহ্মণাচারে, অশৌচ পালনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ বৈদ্য-সন্তানেরা, বিশেষতঃ বঙ্গজ শ্রেণীর বৈদ্যগণ এপর্য্যন্ত উপনীতিহীন এবং সম্পূর্ণ শূদ্রাচারই আছেন +। ইঁহারা কেহই এযাবৎ 'একতর' ব্রাহ্মণ সাজিতে উৎসুক নহেন, সুতরাং তাঁহারা দাসের পরিবর্ত্তে দাশ (শর্ম্মার কথা দূরে থাকুক) উপাধি গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। সেজন্য উঁহাদিগের সহিত রাঢ়ীয়, বিশেষ করিয়া নব্যদলের বৈদ্যগণের সহানুভূতি নাই, বরং দ্বেষাদ্বেষী ভাব বিদ্যমান দেখা যায়। ইঁহারা শূদ্রাচার বৈদ্যদিগকে এক প্রকার নিম্ন শ্রেণীর বৈদ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া ('জাতিতত্ত্ব বারিধি' দেখ) তাহাদিগের প্রতি ঘৃণ্যভাব প্রদর্শন করিতেছেন। অথচ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, উপনীতিহীন রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্যগণের সহিত নব্য তন্ত্রীদিগের যৌন সম্বন্ধ ও ভোজ্যাচার এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৌতুকের বিষয়, শেষোক্তে বা পূর্ব্বোক্তদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে না পারিয়া নীচ শ্রেণীর বৈদ্য সম্প্রদায় বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন!

+ ইহার মূল কারণ বোধ হয় বৈদ্যজাতি প্রতিলোমজ বলিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রথমাবধিই সংস্কারহীন,—(প্রতিলোমজাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ; ইতি গোতমেন সংস্কারবিরোধাৎ। কুল্লুকধৃত মনু ১০ অ, ২৮ শ্লোকের টীকা)

২।১টী কথা বলিতে ইচ্ছা করিছেন। তাঁহারা অগ্রে আর্য্যশাস্ত্র ও সামাজিক ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা আপনাদিগকে এক প্রকার ব্রাহ্মণ (অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণই) বলিয়া প্রতিপন্ন করুন পশ্চাৎ ব্রাহ্মণের নিজস্ব 'দাশ' ও 'শর্ম্মে' উপাধি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবেন। সমাজের উক্ত ব্রাহ্মণাদি উক্ত শ্রেণীর লোকেরা যখন এযাবৎ তাঁহাদিগকে আদৌ কোনপ্রকার ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই, তখন তাঁহারা গাঁয়ে মানেনা আপনি মড়লের মত একপ্রকার বামন বামন বলিয়া চীৎকারে আকাশ ফাটাইলে কি কোন ফল হইবে? ইহাকে না বলে শকটের পশ্চাৎ অশ্বযোজনা করা! নব্য তন্ত্রের বৈদ্যগণ কি ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুসমাজের সম্মুখে আপনাদিগকে কোনরূপ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছেন যে, অধুনা তাঁহারা ব্রাহ্মণের উপাধি অবলম্বন করিতে এত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছেন? ইহারা যদি একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের প্রকৃত অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝিতে সমর্থ হইবেন, তখন ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত বা পরিগণিত হইবার দুরাশা তৎসঙ্গে 'দাশ ও শর্ম্মা' এই অভিনব উপাধি ধারণ পরিহার করিয়া আপনারা শান্তিলাভ করিবেন ও সমাজ সাধারণেও শান্তি স্থাপন করিতে পারগ হইবেন। অপর যখন আমাদের বৃটিস্ রাজের কৃপায় জাতি নির্ব্বিশেষে বৈদ্য জাতি উচ্চশিক্ষার উপযুক্ততানুসারে রাজকীয় চাকুরিতে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ, অধিকন্তু দেশীয় চিকিৎসা ব্যবসায় যথাসম্ভব উন্নতি প্রদর্শন করিয়া সমাজের নিকট সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছেন, তখন অসাধু উপায়ে সহসা ব্রাহ্মণ হইবার প্রযত্ন ত্যাগ করিলে কি ভাল হয় না? ইহাতে যে হিন্দু-সমাজের অন্যান্য জাতি ও নিজ সম্প্রদায় মধ্যে সদ্ভাব সংরক্ষিত এবং বিদ্বেষ ভাব বিদূরিত হইয়া জাতির একতার সহায়তা হইবে, তাহাতে কি অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে? আশা করি, বৈদ্যগণ স্বত্ব বুদ্ধি লেখকের প্রাগল্‌ভ্য ক্ষমা করিবেন। অতঃপর আমরা মাহিষ্য জাতির 'দাশ' উপাধি ব্যবহার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র

হাভাতের মেয়ে

(গল্প)

১

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে বর্দ্ধমান প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি থামিতেই, একখানি মধ্যশ্রেণীর গাড়ী হইতে কতকগুলি লোক অবতরণ করিয়া "মহাশয় গাড়ীতে কেউ ডাক্তার আছেন" হাঁকিতে হাঁকিতে গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী হইতে কয়েকটী ভদ্রলোক অবতরণ করিয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে একজন যুবক ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "বাবা আবার বাহ্যে পেয়েছে"। "ওই যে বাথ রুমে কমোড আছে, সুশীল সঙ্গে করে নিয়ে যা"—একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এই কথা বলিলে সুশীল বলিয়া যুবকটি অন্য যুবককে ধরিয়া লইয়া বাথ রুমের ভিতর প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরে বাথ রুম হইতে বমনের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটী ব্যস্ত হইয়া বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" বাথরুমের দরজা খুলিয়া মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটি বাহির হইয়া বলিলেন "ভাল নয়, লক্ষ্মণ বাবু আপনি এই গাড়ীতে মরালগঞ্জে গিয়া রাম বাবুকে সংবাদ দিন, এ দিনে বিবাহ হইবে না—যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় বিবাহ হইবে, আর যদি না হয় যদি—"

ব্যস্ত হইয়া লক্ষ্মণ বাবু বলিলেন, "ভাব্‌বেন না, ভাব্‌বেন না আজ না হয় বিয়ে নাই হবে, এর পরেও ঢের দিন আছে, আমি বিয়ে বন্ধ করে রাখবো।"

যে লোকগুলি মধ্যশ্রেণী হইতে নামিয়া "মশায় কেউ ডাক্তার আছেন" বলিয়া গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ ছুটিয়াছিল, এই সময়ে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ডাক্তার পাওয়া গেল না, ফার্ষ্ট ক্লাসে একজন ডাক্তার আছেন, তিনি বলিলেন "আমি দেখিলেই কি রোগ সারিয়া যাইবে, ঔষধ কোথায়? এখনি পাল্কী করে রোগীকে হুগলীর হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।"

লক্ষ্মণ বাবু সে কথার অনুমোদন করিয়া ওয়েটিং রুম হইতে বহির্গত হইয়া নিজ গাড়ীতে না উঠিয়া একখানি মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। লক্ষ্মণ বাবু পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ত্তমানে মরালগঞ্জের জমিদার রামপদ মিত্র চৌধুরীর ম্যানেজার, রামপদ বাবুর কন্যার সহিত অবিনাশ বাবুর—পূর্ব্বোক্ত মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক—পুত্রের বিবাহ, তাই লক্ষ্মণ বাবু কি প্রয়োজনে কলিকাতায়

আসিয়াছিলেন, এবং বরপক্ষীয়দিগের সহিত ফিরিয়া যাইতেছিলেন। বর, বর-পক্ষকে নজরবন্দী রাখাই যদি তাঁহার কলিকাতায় গমনাগমনের কারণ হয় তাহা প্রকাশ ছিল না। কিন্তু রেল গাড়ীতে আসিতে আসিতে হঠাৎ বরের বারংবার পাতলা বাহ্যে হইল; তাহার পরে ব্যাণ্ডেলের বাথ রুমে বমি বাহ্যে হওয়ায় লক্ষ্মণ বাবু, সে বরের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। রামপদ বাবুর কন্যার বিবাহের চিন্তায় কি তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল? না, তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার নয়, যে গাড়ীতে লক্ষ্মণ বাবু উঠিলেন সেই গাড়ীতে আর একটি বরও বর্দ্ধমানে বিবাহ করিতে যাইতেছিল, তিনি হাবড়া ষ্টেশনে তাহাদের পরিচয় লইয়াছিলেন, তাহারাও কুলীন কায়স্থ, রামপদ বাবুদেরই ঘর। লক্ষ্মণ বাবু মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া, সহজেই বরকর্ত্তা অবিনাশ দত্তকে চিনিয়া লইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই তাঁহাকে লইয়া তাঁহার সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের কি কথোপকথন হইল এবং লক্ষ্মণ বাবু অবিনাশ বাবুর হস্তে একখানি দশ হাজার টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—"সেই ভাল, আপনারা দেবীপুরে সকলেই নামিয়া পড়িবেন, সেখানে আমাদের সব বন্দোবস্ত আছে।" গাড়ী হইতে নামিয়া অবিনাশ বাবু বলিলেন, "তাহলে আমি হরিশ বাবুর নিকট -

"ওঃ সেই পাকা দেখায় হাজার টাকা সে ত আপনি পাবেন বলেই দিয়েছি—তদ্ভিন্ন অলঙ্কার বরাভরণ সাজসজ্জা যা যা পাবেন সব ত আপনাকে বলিয়াছি।"

"আপনি মহাশয় লোক। আপনার ঋণ আমি কখন শোধ করিতে পারিব না" বলিয়া অবিনাশ বাবু নিজের গাড়ীতে গমন করিলেন। লক্ষ্মণ বাবু তাঁহার গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন "অর্থপিশাচ, ছোটলোক—কায়স্থ নহে, কায়স্থের গর্ভস্রাব—অনায়াসে অর্থলোভে একটী ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিতে চলিল—আমিও প্রায় উহারই ন্যায় গুণধর, তবে আমি চাকরির খাতিরে একাজ করিলাম—এত সামান্য অন্যায়—চাকরীর খাতিরে আমি যে সমস্ত অপকার্য্য করিয়াছি, যদি আজ্ঞাকারীর পাপের কিছু অংশও আমাকে ভোগ করিতে হয়—অনন্ত নরকেও আমার শাস্তি শেষ হইবে না। যে চাকরী করে সে ঝকমারী করে। চাকরী করিতে গেলে ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, বিবেক, বিচারশক্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া মনিবের আজ্ঞা পালন করিতে হয়; মনিবের স্বার্থরক্ষা করিতে হয়।'

দেবীপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে লক্ষ্মণ বাবু এবং মধ্য শ্রেণী হইতে সপুত্র অবিনাশ বাবু দলবল সহ নামিয়া পড়িতে অজিত বাবু বলিয়া একজন ভদ্রলোক নামিয়া অবিনাশ বাবু প্রভৃতিকে বলিলেন, "এ কি মশায় আপনারা এখানে নামলেন যে?" গম্ভীরভাবে অবিনাশ বাবু বলিলেন "প্রয়োজন আছে।" "প্রয়োজন কি মশায়, এই গাড়ীতে বর্দ্ধমান পঁহুছাইতেই সাতটা বাজ্‌বে, এর পরে ত আর গাড়ী নাই। সেই রাত্রি ১টার সময় আছে। সে ত চারটের সময় বর্দ্ধমানে পৌঁছে।" "আমরা বর্দ্ধমানে বিবাহ দিব না, আসুন বড় বাবু" বলিয়া অবিনাশ বাবুর দলস্থ একজন আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে, অজিত বাবু অবিনাশ বাবুকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া অবশেষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দশ হাজার টাকা নগদ তখন অবিনাশ বাবুর বুকের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; তাহাকে উৎপীড়ন করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া ন্যায় ধর্ম্ম কিংবা সমাজসঙ্গত নয়—আরও এক হাজার নগদ পাওয়া যাইবে—অখিল বাবুকে ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া সেটিও হস্তগত হইবে। নিতান্তই যদি অখিল বাবুকে টাকাটা ফিরাইয়া দিতে হয়, ক্রমে ক্রমে দেওয়া যাইবে—অবশ্য অখিল বাবুর কন্যা অমলার বিবাহ লইয়া না হয় একটু গোলমাল—না হয় বিবাহ হইবে না, তাহাতে ক্ষতি কি? জমিদারনন্দিনী লীলাবতী যখন এ ক্ষেত্রে অমলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন দরিদ্র-কন্যা অমলারই অপকার হইবে। বিশেষ দরিদ্রকন্যা অমলার বিবাহ না হইলে কি ক্ষতি, কিন্তু রামপদ বাবু ধনাঢ্য জমিদার। তাঁহার কন্যার বিবাহ না হইলে তাঁহার জাতি নষ্ট হইবে, তাহা কি কখন সম্ভব হয়? সৃষ্টির আদি হইতে দরিদ্রেরা কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনা এবং ঘৃণা সহ্য করিয়া আসিতেছে, সহ্য করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার জন্যই দরিদ্রদিগের জন্ম। তাহাদের দুঃখে কি সহানুভূতি হইতে পারে? সুতরাং অবিনাশ বাবু বলিলেন "অজিত বাবু, আপনার ভাইঝির বিবাহ অন্যত্র দেখিয়া শুনিয়া দিবেন, আমার ছেলের আমি আপনাদিগের ঘরে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি না।"

অজিত বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই সময় বংশীবাদন করিয়া বনমালী ব্রজবিহারী রেলগাড়ীখানিও ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অজিত বাবু তাহা জানিতেও পারিলেন না।

জগতে কাজের লোকের অভাব থাকিলেও অকাজের কিংবা বেকার লোকের কিছুমাত্র অভাব নাই। অবিনাশ বাবুরা সদলবলে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া

গমন করিতে না করিতে ষ্টেশনের কুলি মজুর পর্য্যন্ত সকলেই সমস্ত কথা জানিতে পারিল এবং অবিনাশ বাবুকে সাধু ভাষায় তিনি যে তাহাদের নিতান্ত আপনার লোক তাহা প্রকাশ্যেই প্রচার করিতে লাগিল।

দেবীপুরের ষ্টেশন মাষ্টারটি অতি ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ঘটনা শুনিয়া অজিত বাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এখন কি কর্‌বেন স্থির করেছেন।"

"কর্‌বো আমার মাথামুণ্ড" বলিয়াই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যা সর্ব্বনাশ হয়েছে, গাড়ী চলে গিয়েছে, এখন উপায়?" ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন আসুন, অত ব্যস্ত হইলে কোন উপায় হইবে না, আপনি এখান থেকে বাড়ীতে তার ক'রে দিয়ে এই পাঁচ মাইল হেঁটে মগরায় যান। দুঘন্টা পরে যে এক্সপ্রেস আছে, মগরায় ধরবে, তা হলে আপনি যাত্রী গাড়ীর আধঘণ্টা পরেই বর্দ্ধমান পৌঁছুতে পারিবেন।"

পকেটে হাত দিয়া অবিনাশ বাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, " ঐ যা, আমার ব্যাগ যে গাড়ীতে রেখে এসেছিলাম, আমার নিকট ত টাকা নাই—কি হ'বে মাষ্টার মশাই?" "কি আর হ'বে আপনি আসুন, আমি সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

অবিনাশ বাবুকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশন মাষ্টার বাবু ষ্টেশনগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্তে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, "মগরা হইতে টিকিট কিনিয়া যাইবেন। এ টাকা আমি আপনাকে ধার দিচ্ছি, টেলিগ্রামের খরচা আপনার লাগিবে না, আমি রেলওয়ের তারে সংবাদ পাঠাচ্ছি, কাকে তার করতে হবে বলে দিন্।"

অখিল বাবুর ঠিকানা লিখিয়া দিয়া অবিনাশ বাবু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—সংসারে মানুষও আছে সত্য; কিন্তু বড় বিরল।

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের হস্তে দাদাকে সংবাদ দিবার ভার সমর্পণ করিয়া অজিত বাবু দ্রুতবেগে মগরার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ মাইল হাঁটিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইতস্ততঃ একঘণ্টা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অজিত বাবু মগরা ষ্টেশনে ছট্‌ফট্ করিয়া, মধ্যশ্রেণীর গাড়ীর দিকে যাইতেছেন, এমন সময় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে, বিজাতীয় বেশভূষায় শোভিত এক ব্যক্তি "অজিত, এদিকে আয়" বলিয়া অজিত বাবুকে আহ্বান করিলেন। অজিত ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন,

"কে, সন্তোষ?" সাহেববেশী সন্তোষ বাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিয়া অজিতকে উঠিতে বলিলেন। "আমার যে ভাই ইণ্টারের টিকিট"। অজিত এই কথা বলিলে সন্তোষ আসিয়াই দ্বার খুলিয়া বলিলেন Never mind come in. অজিত গাড়ীতে উঠিলেন।

সন্তোষকুমার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতা মৃত্যুঞ্জয় বাবু কায়স্থ সমাজের বরপণ-প্রথা-নিবারিণী সভার একজন প্রধান পাণ্ডা। বড় বড় লোকের বাড়ী বড় বড় সভা আহ্বান করিয়া বড় বড় বক্তৃতা করেন। বরপণ প্রথায় কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বনাশ হইতেছে, হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক হইবে—উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বস্থানেই বসু মল্লিক মহাশয় এইরূপ বক্তৃতা দিয়া থাকেন—আর বলেন যে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি কন্যার পিতাকে পীড়ন করিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না। অবস্থা ভাল, কোম্পানীর কাগজ, বাড়ী, যুড়ী সবই আছে, পুত্রভাগ্যও তাঁহার নিতান্ত মন্দ নয়। সন্তোষকুমার গত বৎসর এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হইয়া বর্দ্ধমানে শিক্ষানবিশি করিতেছেন।

সন্তোষের বয়স তেইশ বৎসর হইয়াছে। কিন্তু বসু মল্লিক মহাশয় অদ্যাপি সন্তোষের বিবাহ দেন নাই। বসু মল্লিক মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ বা সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া হাভাতের শ্রেণীর—অবশ্য কায়স্থ-সমাজের অন্তর্গত—অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিই বিনা পণে, কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছেন, অযাচিত ভাবে তাঁহার উচ্চান্তঃকরণের প্রশংসা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বসু মল্লিক মহাশয় বলেন—জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ মানুষের আয়ত্তে নাই। পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তাহার পরে গৃহিণীর অমত, পুত্রের অনিচ্ছা, জন্ম-পত্রিকার অমিল ইত্যাদি অনেক বাধাবিঘ্ন ভীমবল অবলম্বন পূর্ব্বক, হাভাতের দলের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত।

কুৎসাপ্রিয় লোকে রটনা করে, বসু মল্লিক মহাশয়, বন্দীঘাটের রায় সরকার-দিগের গৃহে পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কারণ তাহারা কন্যার বিবাহে নগদে, অলঙ্কারে এবং দ্রব্যাদিতে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকে। বন্দীঘাটের জমীদার নিবারণ বাবুর কন্যার বিবাহের সময় বরপক্ষীয়েরা তাহার কন্যা দেখিয়া কন্যাটি একটু কাল বলিয়াছিলেন, তাহাতে নিবারণ বাবু

উঠিয়া গিয়া একখানি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখিয়া আনিয়া বরকর্ত্তার হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখুন দেকি এইবার আমার মেয়েকে সুন্দর দেখাচ্ছে কি না?"

বরকর্ত্তা বলিলেন "আজ্ঞে সাক্ষাৎ কমলা।"

নিবারণ বাবু সেই হইতে তাহার বংশের কন্যার বিবাহের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি উইল করিয়া যান, তাহার নাম যৌতুক সম্পত্তি। সুতরাং বন্দীঘাটে পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে বসু মল্লিক মহাশয়ের লাঠিও ভাঙ্গিবে না সাপও মরিবে—অর্থাৎ বরপণ প্রার্থনা করিতেও হইবে না অথচ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা করতলগত হইবে।

প্রকৃত পক্ষে বসু মল্লিক মহাশয়ের সেরূপ অভিপ্রায় না থাকিলেও ফলে এক প্রকার তাহাই দাঁড়াইয়াছিল। কারণ বন্দীঘাট হইতে সন্তোষকুমারকে দেখিবার জন্য বর্ত্তমান জমিদার নিশিকান্ত বাবু স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—এবং সেই জন্যই মৃত্যুঞ্জয় বাবু গত কল্য টেলিগ্রাম করিয়া সন্তোষকুমারকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন, সন্তোষ একদিনের ছুটী লইয়া গিয়াছিল, ফিরিবার সময়ে অজিতের সহিত মগরা ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হয়।

নিশিকান্ত বাবু যে সন্তোষকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন, এ কথা মৃত্যুঞ্জয় বাবু কাহারও নিকট এমন কি গৃহিণীর নিকটও প্রকাশ করেন নাই। নিশিকান্ত বাবু যদি সন্তোষকে জামাতা করিবার জন্য মনোনীত করেন, তিনি তাহার সহিত কনে দেখিতে যাইবেন এবং একেবারে পাকা দেখিয়া আসিয়া পুত্রের বিবাহের সংবাদ প্রচার করিবেন। সন্তোষকুমারকে নিশিকান্ত বাবু পছন্দ করিলেন, এবং সন্তোষকুমার বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলে, মৃত্যুঞ্জয় বাবুও নিশিকান্ত বাবুর সহিত বন্দীঘাটে যাত্রা করিলেন।

অজিত গাড়ীতে উঠিলে সন্তোষকুমার বলিলেন, "তুমি মগরায় কি করিতে আসিয়াছিলে।"

"আমার গুষ্টীর পিণ্ডি দিতে আসিয়াছিলাম। আমরা যদি কায়স্থ বংশে না জন্মিয়া হাড়ী ডোমের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতাম ভাল হইত।"

"কি ব্যাপার কি খুলেই বল না।"

"কি আর বলবো বল—আজ আমার ভাইঝির বিয়ে—অবিনাশ দত্তের ছেলের সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়াছিল, পাকা দেখার দিনে এক হাজার টাকা আগাম নিয়েছে, আমি তা'দের খরচা দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তার পর পাজী

বেটা বল্লে কি জান, বলা না কওয়া হঠাৎ ছেলে ও লোকজন নিয়ে দেবীপুরে নেমে পড়লো, আমিও তাদের সঙ্গে নেমে শুনলাম, অবিনাশ দত্ত মরাল গঞ্জের রাঘপদ বাবুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবে তাই সেখানে নেমেছে।"

"অ্যাঁ বল কি, তার পর?

"তার পর আর কি, ছুটো পায়ে পর্য্যন্ত জড়িয়ে ধরলাম, কিন্তু কোন ফল হল না; এখন জাত ত যাবেই— মেয়েটারও পরকাল গেল।" "কেন, জাত যাবে কেন, মেয়েরই বা পরকাল যাবে কেন, এখানে না হয় নাই বিয়ে হলো—অন্য স্থানে বিয়ে দেবে।"

"আমাদের সমাজের নিয়ম—আজই যদি সেই মেয়ের কোন প্রকারে কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়া যায় মঙ্গল, এ রাত্রি প্রভাত হইলে সে মেয়ের আর বিয়ে হবে না।

"কেন তাহাতে সমাজের কি ক্ষতি হইবে?"

"সমাজ জানেন—সমাজ মেয়ের বিয়ে না দিতে পারিলে আমার জাত মারিবেন, মেয়েকে চিরকালের জন্য হতভাগিনী হইতে হইবে; কিন্তু যাহার জন্য আমার এই অবস্থা হইবে, সমাজ অবলীলাক্রমে তাহাকে বুকের মধ্যে আশ্রয় দিয়া লুক্কায়িত করিয়া রাখিবেন; এই আমাদের সমাজ, এই আমাদের ধর্ম্ম, এই আমাদের শিক্ষা!" অজিতের কথা শুনিয়া সন্তোষকুমারের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, "ইহার কি কোন প্রতীকার নাই?"

"না। আমাদের এ এখন সমাজ হইলেও এ সমাজের সমাধি মাটী চাপাই হউক আর রত্ননির্ম্মিত হউক সমাধি—সমাধি।"

"তারপর এখন কি করবে?"

"কি আর করবো? করবার কিছু নাই—ভগবান্ যদি কোন উপায় করেন ভাল, নচেৎ সমাজচ্যুত হইতে হইবে।"

"আর কোন পাত্র দেখিয়া তবে রাত্রেই বিবাহ দাও না কেন?"

"পাত্রের কি বাজারে দোকান আছে যে কিনে আনবো, আর যদি থাকে সে মূল্য দিবার ক্ষমতাও নাই। দেবীপুরের ষ্টেশন মাষ্টারের দয়ায় দাদাকে দুঃসংবাদ দিয়াছি নিজেও যাচ্চি, নচেৎ আমাকে সেখানেই থাকতে হতো" এই বলিয়া অজিত দেবীপুরের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক সন্তোষের নিকট প্রকাশ করিল। সন্তোষ শুনিয়া তাহাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া কহিল, "দেখ ভগবান্ তোমাকে যখন এক বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, আর এক বিপদেও রক্ষা করিতে পারেন।

"তাহলে তাঁকে বর সেজে সে বিপদে উদ্ধার কর্ত্তে হবে।"

সহসা বৈঁচি ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই একটি অর্দ্ধনগ্ন চিরবাস-পরিহিত লো
সন্তোষ ও অজিতকুমার যে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ছিলেন সেই গাড়ীর সম্মু
আসিয়া বলিল—"ভগবান্ই ষ্টেশনমাষ্টার সেজেছিলেন—আর ভগবানই বর সে
এই তোর পাশে বসে আছে, এই তোর ভাইঝির বর, যা বিয়ে দিগে।"

অজিত ও সন্তোষকুমার বজ্রাহতের ন্যায় পরস্পর এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করি
সেই লোকটির দিকে চাহিয়া আর তাহাকেদেখিতে পাইলেন না। তাঁহা
দুই জনেই তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনে এবং গাড়ীতে তন্ন ত
করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেহ তাহা
সন্ধান বলিতে পারিল না।

অজিতকুমার এম, এস্‌সি তে তৃতীয় স্থান এবং সন্তোষকুমার ফিলজফি
এফে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান ব
দর্শনে ইহার কোন মীমাংসাই অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইলেন না।

সন্তোষ বলিলেন, 'Miracle'! অজিত বলিলেন, "ভগবান্! আর তিনি স্ব
উপস্থিত হইয়া অমলার পাত্র আমাকে দেখাইয়া দিয়া গেলেন।"

সন্তোষ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি! সে কেমন করে হবে?"

"কেন তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?"

"না।"

"তবে কেন হবেনা"।

"প্রথম, আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছাই নাই, দ্বিতীয়, পিতার অগোচ
তাঁহার বিনা অনুমতিতে আমি বিবাহ করিতে পারি না।"

"তুমি অবশ্য পুত্রের উপযুক্ত কথা বলিয়াছ! কিন্তু কায়স্থ সমাজ হইতে প
প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তোমার পিতা যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তুমি য
আমাদের জাত রক্ষা কর, তিনি বোধ হয় তোমার এ কার্য্যে সন্তুষ্ট বই অস
হবেন না। ভেবে দেখ এ যেন বাস্তবিকই ভগবানের অভিপ্রায়, নচেৎ আ
তোমার সহিত অমলার বিবাহ হইতে পারে স্বপ্নেও মনে করি নাই—গাড়ী
মধ্যে তোমার সহিত আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা আর কেহই জানে না
কিন্তু দেখ আমি যেমন বলিলাম—ভগবান্‌কে কি বর সেজে এসে আমাদিগকে
বিপদে উদ্ধার করতে হবে, অমনি কে আসিয়া তোমাকেই অমলার বর নির্দে
করিয়া দিয়া গেল; তুমি আর অন্যমত ক'রনা, আমাদের জাতি রক্ষা কর

অমলাকে বিবাহ কর। নচেৎ আমরাও সমাজচ্যুত হইব, অমলাও চিরজীবনের জন্য জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে অথবা আমাদিগকে তোমাদের ওই হৃদয়হীন স্বার্থপর সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—তুমি যদি দয়া করিয়া অমলাকে গ্রহণ কর, সব দিক্ রক্ষা হয়। তুমি আমার অনেকদিনের বন্ধু তাই তোমাকে আমি এত অনুরোধ করিতেছি। তোমার মত পাত্রে কন্যাদানের সঙ্গতি আমাদের নাই—আর যদিও দাদা বাড়ী-ঘর বাঁধা দিয়ে কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেক টাকা সেই অর্থলোলুপ পিশাচ অবিনাশ দত্তকে পাকা দেখার দিন দিয়াছেন। তোমার হাতে ধরে বলছি তাই আমাদের জাত রক্ষা কর।

"বাবা কি মনে করবেন? তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন?"

"আমরা সপরিবারে তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করিব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

কায়স্থ-কবি 'রামশর্ম্মা'

বিগত উনবিংশ শতকে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের এরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ও ইংরেজি ভাবের বন্যায় লোকে সাধারণতঃ ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষিত সমাজে ইংরেজিই মাতৃভাষার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই জন্য আমরা বিগত শতকে ইংরেজি সাহিত্যের এত অধিক প্রচলন দেখিয়াছিলাম। সংবাদ-পত্র ও মাসিক-পত্রিকাদি ইংরেজি ভাষাতেই বেশীর ভাগ লিখিত হইত। এমন কি কাব্য কবিতা প্রভৃতিও কয়েকজন কবি-ইংরেজি ভাষায় লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কুমারী তরু দত্ত ও মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানকালেও ব্রাহ্মণতনয়া শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু ও অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইতেছেন। অপরাপর অনেক ব্যক্তিও কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন ও লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আজ আমরা যে কবি-জীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি ইঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কবি-প্রতিভায় নিকৃষ্ট ছিলেন না।

স্বয়ং মনে হয় তাঁহার কবিতাবলী ইংরেজি ভাষায় লিখিত এদেশীয় যে কোন কবি
শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীর সহিত সহযোগিতায় সমকক্ষ স্থান অধিকার করিতে অসম
নহে। এমন কি ইংরেজ পণ্ডিতগণও ইহার কবিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন
এই কবি সাহিত্যক্ষেত্রে 'রাম শর্ম্মা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কায়স্থ-সমাজে
গৌরবের বিষয় যে, ইনি কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা পাথুরি
ঘাটার ঘোষবংশজ স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কবির পিতা ছিলেন। কলি
কাতা কায়স্থ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ হাটখোলার দত্তবংশজ পরলোকগ
আত্মারাম দত্ত মহাশয়ের বাটীতে সাহিত্যক্ষেত্রে কবি-রামশর্ম্মা বলিয়া সুপরিচি
স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯এ আগষ্ট তারিখে জন্মগ্র
করেন। স্বর্গীয় আত্মারাম দত্ত মহাশয় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর মাতামহ ছিলে
দেওয়ান রামপ্রসাদ রামশর্ম্মার প্রপিতামহ ছিলেন। বঙ্গের দশশালা বন্দোবস্তে
সময় ইঁহারই অগ্রজ দেওয়ান রামলোচন বহু সাহায্য করিয়াছিলেন। রামশর্ম্মা
পিতামহ স্বর্গীয় রামচন্দ্র একজন বিখ্যাত মহাজন ছিলেন। তিনি লোকও
খাঁটি ছিলেন। তাঁহার গৃহে তৎকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত স্বদেশী
বিদেশী বন্ধুবর্গ সর্ব্বদাই আসিতেন। রামশর্ম্মার পিতা স্বর্গীয় কৈলাস
শেরবোর্ণ স্কুলে বিদ্যালাভ করেন। কবি তাঁহার পিতার নিকট হইতে কবি
শক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেন নাই। তবে কাব্যের যদি কলা-বিদ্যা
সঙ্গীত-বিদ্যার সহিত কোন নিকট সম্পর্ক থাকে তাহা হইলে কবি তাঁহা
পিতার নিকট হইতে সেই কলাসমূহের বিনিময়ে কবিত্ব-শক্তি লাভ করি
ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন নিপুণ চিত্রকলাবিৎ ও সুগায়ক ছিলে
প্রথমে ৺কৈলাসচন্দ্র ব্যবসায়ে খুব পারদর্শিতা লাভ করিয়াও শেষে ক্ষতিগ্র
হইয়াছিলেন। কিছুকালের জন্য তিনি তাঁহার ব্যবসা তুলিয়া দিয়া বসিয়াছিলে
কিন্তু সারাজীবন কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকা যাঁহার অভ্যাস, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মবিহী
হইয়া বসিয়া থাকা নিতান্ত কষ্টকর; সুতরাং তিনি তখনকার প্রসিদ্ধ এ
Remfrey and Rogersএর আফিসে হেড্ এসিস্ট্যাণ্টের কর্ম্মে নিযু
হন; কিন্তু তাঁহার পুত্রদিগের সম্পূর্ণ অমত দেখিয়া তাহা ত্যাগ করে
৺কৈলাসচন্দ্রের তিনটী সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা খুব অল্প ব
মারা যান; মধ্যম পুত্র আমাদের কবি রামশর্ম্মা এবং কনিষ্ঠপুত্র ৺ভগ
৫৩ বৎসর বয়সেই আমাদের কবির জীবিতাবস্থাতেই ইহলোক
করেন।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে বাল্যকালে পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির অসাবধানতা ও অত্যধিক আদরের জন্যই বালকগণ দুষ্ট হইয়া পড়ে। রামশর্ম্মাকেও তাঁহার পিতামহ মহাশয় একটী দুষ্ট বালকে পরিণত করিয়াছিলেন। এইজন্য বোধ হয় তাঁহার মেজাজটাও একটু কড়া রকমের ছিল। অতি বাল্যকালেই রামশর্ম্মা নিজ প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; কেননা, তিন বৎসর বয়সেই তিনি তখনকার বালকদিগের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক শিশুবোধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে নিকটস্থ ইংরেজি স্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে লেখাপড়া শিখিবার জন্য যত না হউক তাঁহার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে যে সমস্ত পাঠ তাঁহার নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইয়াছিল কিছুদিন পরে তিনি সেই সকল পড়িয়া আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি একজন অধ্যবসায়ী ছাত্র হইয়া উঠিলেন। সকল বিষয় অপেক্ষা ইংরেজি ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন; কিন্তু তাহা হইলেও অঙ্ক শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া ইংরেজিভাষার অধ্যাপক ক্যাপ্তেন পামার সাহেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মহাকবি পোপের কবিতার কতকগুলি দুরূহ শব্দের তিনি এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই স্কুলের মিঃ কারক্প্যাট্রিক কৌতুকচ্ছলে 'লিটিল্ পোপ্' (ক্ষুদ্র পোপ) বলিয়া ডাকিতেন। যখন তিনি মাত্র ছয় বৎসর বয়স্ক তখন স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে মহাকবি পোপ-লিখিত 'A dying Christian to his Soul' নামক কবিতাটী টাউন হলে আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ঐ সভায় তৎকালীন Supreme Court এর চিফ্ জষ্টিস্ Sir Edward Ryan সভাপতি ছিলেন। বঙ্গের গ্যারিক্ বলিয়া সুপরিচিত ৺কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে ঐ কবিতাটী আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্কুলে তিনি বেশীদিন শিক্ষা লাভ করেন নাই। কারণ মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি অতি দক্ষতার সহিত Final Examination পাশ করেন। পরীক্ষাপত্রে তাঁহার লিখিত উত্তর সকল এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে Board of Examinationএর সম্পাদক ডাক্তার মোয়াট্ তাঁহাকে হাওড়া স্কুলের হেড্মাষ্টার হইবার জন্য অনুযোগ করেন; কিন্তু তিনি বন্ধুগণের পরামর্শে নিজের অল্পবয়স্কতা হেতু উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। স্কুলে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি তৎকালীন সংবাদপত্রে, বিশেষতঃ 'Harkara' ও "Citizen' পত্রে গদ্য ও পদ্য উভয় রকম

রচনাই প্রকাশ করিতেন; এবং একার্য্যে তাঁহার অধ্যাপকগণ তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে ক্যাপ্তেন পামারের এরূপ উচ্চ ধারণা ছিল যে তিনি বলিতেন এই কবি পরে ইংরেজগণের ন্যায় লিখিবেন। তাঁহার এই ছাত্র অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় চিহ্ন স্বরূপ যে দিন রাজকুমার প্রিন্স এলবার্ট এডোয়ার্ডের ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন উপলক্ষে একটী ইংরেজী কবিতা লিখিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করেন, সে দিন ঐ অধ্যাপক মহাশয় ইহ জগতে জীবিত থাকিলে কত সুখী হইতেন! তিনি Final Examination পাশ করিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার মনোমত না হওয়ায় উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি মনোযোগ দিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। মহাকবি সেক্সপিয়র, মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তাঁহার প্রধান উপভোগ্য ছিল। কিন্তু তখনকার সময়ে সাহিত্য-চর্চ্চায় অন্ন সংস্থানের কোনও ব্যবস্থা হইত না। ইহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াই তাঁহাকে অন্য উপায়ের চেষ্টা করিতে হইল। তখন সরকারি আফিসে চাকরি করা সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের কাজ ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইনি কোনও আত্মীয়ের মারফৎ সংবাদ পাইয়া মিঃ Robert H. Hollingberryর অধীনে মিলিটারি অডিটার জেনারেলের আফিসে Prize departmentএ একটী চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। যখন তিনি স্বহস্তে Hollingberry সাহেবকে দরখাস্তখানি দিতেছিলেন তখন তাঁহার হাতে একটী প্রবন্ধের হস্তলিপি ছিল। সাহেব ঐ প্রবন্ধটী লইয়া আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া উহার রচনাকৌশলে চমৎকৃত হইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে সেই ২৫৲ বেতনের চাকরিটী দিলেন। হয়ত আজকালকার সরকারি আফিসের ৪০০৲ বা ৫০০৲ টাকা বেতনভোগীরা ইহা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তখনকার কালে লোকে ২০৲ বা ২৫৲ টাকা মাসিক উপায় করিয়া যেসমুদায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এখন ৪০০৲ বা ৫০০৲ টাকাতেও তাহা করা যায় না। তখনকার দেশীয় কর্ম্মচারীর মাহিনা সাধারণতঃ ১৫ হইতে ৫০৲ টাকার মধ্যে ছিল; কিন্তু ইহাদের মান্য বড় কম ছিল না। কবির চাকরির জীবনের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের ধারা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রাইজ ডিপার্টমেণ্টের চাকরি তিনি শীঘ্রই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি Ordinance Commissariatএর অফিসে কার্য্য করেন। তথায় তাঁহার কাজ খুব অল্প ছিল বলিয়া তিনি বেশী সময় বই পড়িয়া কাটাইতেন। Registrar মিঃ James Leonardএর কাছে

তাঁহার ঠিক্ উপরিস্থিত দেশীয় কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলে ঐ সাহেব তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, তিনি নিজের কার্য্যে আদৌ অমনোযোগী নহেন, তাই তিনি তাঁহাকে এই পাঠাভ্যাস রক্ষা করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করিলেন। তাঁহার পাঠে এরূপ অনুরাগ দেখিয়া সাহেব তাঁহাকে নিজের জন্য কিছু নকল করিবার কার্য্য দিলেন। প্রথমবারেই নকল করিবার সময় তিনি মূলটীতে রচনা সম্বন্ধীয় কিছু বদল করিবার জন্য সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রস্তাব এরূপ উপযুক্ত ও সুন্দর হইয়াছিল যে সাহেব তাঁহাকে তাঁহার মূল যথেচ্ছা সংশোধন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। তারপর তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Fort Williamএ Barrack Master Mr. Alexander O' Berne এবং Town ও Fort Major Colonel Sir Orfeur Cavanjahর অধীনতায় ছয় মাস কাল সম্পূর্ণ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। ইহা তাঁহার একখানি সার্টিফিকেট হইতে জানা যায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি ১৫০৲ টাকা বেতনে দেশীয় সহকারীরূপে Inspector General of Ordinance and Magazinesএর আফিসে কার্য্য করেন। Forster এবং Whiffins সাহেব দেশীয় হিসাব তদন্ত করিবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত হন; তাঁহাদের রিপোর্টে রামশর্ম্মার কার্য্যের প্রশংসা ছিল এবং তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে কবি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে Ordinance Audit আফিসে Marine বিভাগে ৪০০৲ টাকা বেতনে হেড্ এসিস্ট্যাণ্ট ছিলেন। ঐ রিপোর্টে তাঁহার প্রশংসা বাহির হইবার পর হইতেই তাঁহাকে হিসাব সম্বন্ধীয় একজন নিপুণ কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য করা হইত। তখনকার Financial Secretary Mr. E. H Lushington তাঁহাকে সাধারণের বাঞ্ছিত assistant to the Accountant General (Bengal)এর পদের জন্য বিশেষভাবে সুপারিস করেন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সেই পদে মনোনীত হইয়া তাঁহার নাম গেজেটে প্রকাশিত হয়। কবি কিন্তু শীঘ্রই Superintendent (first class)এর পদ গ্রহণ করিলেন; কারণ সে সময়ে তখনকার মত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার নিরাপদ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা ছিল না এবং ঐ Assistent to the Accountant Generalএর পদে থাকিলে নানাদেশে ভ্রমণ করিবারও প্রয়োজন হইত। ঐ Superintendentএর পদে তিনি খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ Finance Member

W. Nathaniel সাহেব হিসাব সম্বন্ধীয় গূঢ় বিষয়ে তাঁহার সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতেন। যখন তিনি Accountant Generalএর আফিসে Superintendent ছিলেন তখন Accountant General H. P. Sanderman আফিসে লোক কমাইবার আদেশ দেন এবং রামশর্ম্মাকেও তাঁহার বিভাগের লোক কমাইবার জন্য বলা হয়। যুক্তিপূর্ণ তর্ক করিয়া কিছু ফল হইল না দেখিয়া তিনি নিজের বেতনের বৃদ্ধি বন্ধ করিলে ঐ বিষয়টী মীমাংসিত হয়। এরূপ স্বার্থত্যাগ যথার্থ বীরত্বের পরিচায়ক এবং বর্ত্তমান সময়ে এরূপ ত্যাগীও দুর্ল্লভ। Captain (পরে Major) J. Leonard, Examiner Ordinance, Barrack, Clothing Dockyard Accountant ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় কবি তাঁহার পুরাতন আফিসে Dockyard বিভাগে হেড্ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট (পরে Superintendent বলা হইত) হইয়া পুনরায় যোগদান করেন; কারণ তাহা হইলে তিনি পরে Office of Examiner এর পদে উন্নীত হইতে পারেন এই আশা ছিল; কিন্তু Leonard সাহেবের অকাল মৃত্যুতে সব ব্যবস্থা গোলমাল হইয়া গেল। Captain (পরে Major) Cowper, Leonard সাহেবের মৃত্যুতে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার সঙ্গে কবির খুব ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা ছিল। এই সময় তাঁহাকে Bombay Marine আফিসে একটী ৭০০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করেন না। শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গে ও Marine Accountএর পরীক্ষক Captain Prichard এর সঙ্গে (ইনি পোর্ট কমিশানারের Secretary ছিলেন, পরে Vice Chairman হন) কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু Mr. Summonsএর একটী কর্ম্ম নাই অথচ বেতন আছে এইরূপ পদ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়, পরে Captain Cowperএর অসদ্ব্যবহারে ঘটনাটী গুরুতর হইয়া উঠে। ১০০০৲ হইতে ১২০০৲ টাকার পদে উন্নীত হইবেন ঠিক এরূপ সময়ে তিনি পদত্যাগ পত্র পেশ করিলেন। Captain Richardson সাহেব ক্ষমাপত্র লিখিয়া দিতে চাহিলে, ঐ পদত্যাগ-পত্র প্রতিগ্রহণ করিয়া লইবার নিমিত্ত তিনি Millitary Accounts এর Controller Colonel T. B. Harrison কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আর কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ১৩০৲ টাকা পেন্সন দেওয়া হইল। এইরূপে ৪০ বৎসর বয়সে অসময়ে তাঁহার কর্ম্মজীবনে যবনিকা পড়িয়া যায়। রামশর্ম্মার সময়ে ভারতবাসীদিগের অবস্থা তত ভাল ছিল না। তাহাদিগকে ভাল বেতন ত দেওয়া হইতই না, বরং

তাহাদিগের প্রতি ব্যবহারও অতি অন্যায় রকমের ছিল। রামশর্ম্মা কিন্তু তাঁহার উপরের কর্ম্মচারীদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতার নিমিত্ত তিনি এরূপ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ন্যায়ের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সত্যের উপরও অবাধ ভক্তি ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য সর্ব্বদা সাধু ছিল এবং তিনি একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। যদিও কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরই তিনি সাহিত্যচর্চ্চা সমধিকরূপে করিতে আরম্ভ করেন, তথাপি তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনেও যথেষ্ট লিখিয়াছিলেন। কবি হইলেও তিনি গদ্যেও সুন্দর সুন্দর সাময়িক প্রবন্ধ সকল লিখিতেন এবং সে সকল সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হইত। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বিখ্যাত মিঃ পল্ নাইট সাহেব, ইংলিশম্যানের মিঃ হাটন, মিঃ স্যনডার ও মিঃ ফুলেন সাহেব ও মুখার্জ্জির ম্যাগাজিন এবং রেজ্ এণ্ড রায়তে ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় সকলেই তাঁহার প্রবন্ধ সকল সাদরে গ্রহণ করিতেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের জন্য এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া সাময়িক বিষয়সমূহের উপর প্রবন্ধাদি লিখিয়া দিতেন। মিঃ রবার্ট নাইট তাঁহাকে মোটা পারিশ্রমিক দিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের লেখকশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিলেন। British Indian Association কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহারাজ স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সপ্তাহে মাত্র কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিবেন এই সর্ত্তে তাঁহাকে মোটা পারিশ্রমিক দিয়া Hindoo Patriotএর সম্পাদকের আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি জমিদারদিগের পক্ষ সমর্থন করা ঐ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলেন, 'মহারাজা! আপনি কি আমাকে সামান্য বেতনভোগী মনে করিয়াছেন?' মাত্র এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। তিনি স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া ঘুষ লইয়া সংবাদপত্রাদির জন্য কখন প্রবন্ধ লেখেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধ সকল সামাজিক রাজনৈতিক ও নানাবিষয়ক ছিল। সেগুলি লোকে পাঠ করিয়া খুব প্রশংসা করিতেন। জনসাধারণ তাঁহার প্রবন্ধ সকল পাঠ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। সাধারণতঃ তিনি রামশর্ম্মা নাম দিয়া তাঁহার রচনাবলি প্রকাশ করিতেন; কিন্তু ইহা ছাড়াও তিনি মাঝে মাঝে নারায়ণশর্ম্মা, রাম-শ্যাম যোগী প্রভৃতি নামও ব্যবহার করিতেন। কখনও কখনও তিনি কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, বাবু যোগেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের নামের আদ্যক্ষরও ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেন। Indian Society

নামক একখানি স্বল্পকালস্থায়ী পত্রিকা সুপ্রসিদ্ধ Thacker Spink কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। তাহাতে তিনি উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটী প্রব লেখেন। সেই প্রবন্ধটী তাঁহার এক সিভিলিয়ন বন্ধু তৎকালীন Secretary of State Lord Cranborne (Marquis of Salisbury)র নিকট পাঠাই দেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে দুর্ভিক্ষমোচন করিতে আজ্ঞা দেওয়া হয়। ডাক্তা শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জির ত্রিপুরায় অবস্থানকালে তিনি কয়েক মাস যাবৎ সুপ্রসিদ্ধ রে এণ্ড রায়তের সম্পাদকীয় কার্য্য করেন। তিনি তাঁহার বংশের অপরাপর ব্যক্তি গণের ন্যায় বরাবরই ইংরেজ-রাজভক্ত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুপূর্ব্বেও অন্ধ অ স্থায় তিনি ইউরোপ-সমরের খবর আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন এ ইংরেজদিগের ক্ষতিজনক সংবাদে সাতিশয় দুঃখিত হইতেন। ষাটি বৎসর ধরি তিনি ইংলণ্ডের রাজবংশের জয়গীতি গান করিয়াছেন এবং লর্ড ক্যানিং হই লর্ড কার্জ্জন পর্য্যন্ত রাজপ্রতিনিধিগণ তাঁহার কবিতাবলি রাজপদে অর্পণ করি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি যুবরাজ এ্যালবার্টের এদেশে আগ উপলক্ষে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন সকলে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন যুবরাজের আজ্ঞায় উহার ছয় কপি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট পাঠান হ ছিল, কারণ তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে,মহারাণী এরূপ একটী হিন্দু কবি-রচ রাজভক্তি-পূর্ণ উচ্ছ্বাস আনন্দের সহিত পাঠ করিবেন। তিনি অত্যন্ত রাজ হইলেও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অহিত কার্য্যসমূহের তীব্র প্রতি করিতেন। তিনি Press Act, Municipalities Bill, Age of Cons Bill, Abolition of the Jury System এবং Partition of Benga বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯ বৎসর বয়সে কবি রামশর্ম্মা প্রথম বি করেন। চারি বৎসরের পর তাঁহার প্রিয় সহধর্ম্মিণী একটী পুত্র ও একটী রাখিয়া স্বর্গগতা হন। ২৫ বৎসর বয়সে কবি স্কুল সোসাইটী স্কুলের (পরে স্কুলের হেয়ার স্কুল নামকরণ হয়) বিখ্যাত প্রধান শিক্ষক বাবু উমাচরণ মিত্র দ্বিতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এবার তাঁহার ছয়টী কন্যা ও চারিটী জন্মে। এখন তিনটি কন্যা জীবিত আছেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয়। সারাজীবন তিনি ও তাঁহার একান্নবর্ত্তী ভাবে ছিলেন। তিনি আপন সন্তানসন্ততি ও ভ্রাতার সন্তান গণের মধ্যে কোনও পৃথক্‌ভাব পোষণ করিতেন না এবং সকলকেই সম স্নেহ করিতেন। তিনি নিজের সাতটী কন্যা এবং ভ্রাতার সাতটী কন্যার

ছিলেন; ইহা ছাড়াও তাঁহার অনেক পোষ্য ছিল। তাঁহার ভ্রাতার পুত্রগণও তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার অল্প আয়ের মধ্য হইতে এরূপ খরচ সত্ত্বেও তিনি দানের উপযুক্ত পাত্রদিগকে সর্ব্বদা মুক্তহস্তে দান করিতেন। অর্থের পরিমাণ খুব বেশী হইলেই মানুষ যথার্থ দাতা হয় না; বরং দানের সাফল্য দাতার হৃদয়ে দুঃখীর দুঃখে সমবেদনার পরিমাণের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে, এবং যে মহাত্মা নিজের অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও যৎকিঞ্চিৎ দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া দান করেন তিনিই যথার্থ দাতা। এরূপ দাতা জগতে খুব বিরল, রামশর্ম্মা কিন্তু এরূপ দাতাই ছিলেন।

তাঁহার মাতা তাঁহার মাতামহের একমাত্র সন্তান ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতামহের যথেষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখন তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রও স্বীয় জ্যেষ্ঠ মাতুলের উত্তরাধিকার-সূত্রে বহু সম্পত্তি পাইতেন, কিন্তু তাহাও কখন দাবী করা হয় নাই। তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে ঐ প্রাপ্য সম্পত্তি সকল গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার নিজের একটি পুত্র বা তাঁহার ভ্রাতার একটি পুত্র স্বর্গীয় খেলাত চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্নেহাধিক্য হেতু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। কলিকাতার এক অগাধ সম্পত্তিশালী ধনী বন্ধু তাঁহাকে মাসিক ১০০০্ টাকা বেতনে নিজের সম্পত্তির কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। বর্দ্ধমানের রাজা বনবিহারী কপূর বাহাদুর মাসিক ৫০০্ টাকা বেতনে তাঁহাকে নাবালক মহারাজের শিক্ষক ও অভিভাবক পদে নিযুক্ত করিবার জন্য তিন মাসকাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের সরকারি উকিল রায় সত্যকিঙ্কর সেন বাহাদুর যাঁহাকে রাজা ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি রামশর্ম্মার নিকট ঐ প্রস্তাব করিতে আদৌ সাহসী হন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে বাবু রামনারায়ণ দত্ত মহাশয় ৩০০্ টাকা বেতনে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরা একবার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু ভোট দিবার নিমিত্ত তিনি কখনও কাহাকে অনুরোধ করেন নাই বলিয়া তিনি মাত্র অল্পসংখ্যক ভোট পান।

তিনি সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কৃত্রিম বন্ধুরা বহুবার তাঁহাকে

ব্যবসায় কার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নিজেরা অর্থসঞ্চয় করিয়া লইয়াছিল। তিনি কখনও নিজের নামে কোন ব্যবসায় করিতেন না। সেগুলি তাঁহার ভ্রা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নামে চলিত; কিন্তু যখন নোকসান করিয়া তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইতেন, তখন তিনি তাঁহাদের উদ্ধার করিতে কিঞ্চিৎমাত্রও ইতঃস্তত করিতেন না। তিনি শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন। যখন তিনি বালকবালিকাদে সহিত খেলা করিতেন, তখন তিনি একেবারে তাহাদের মত হইয়া যাইতে এবং তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি স্বর্গের অমল আনন্দ উপভো করিতেছেন। মানবজীবন কি বিচিত্রময়! তাঁহার ন্যায় অমানুষিক দৃঢ় প্রকৃতি লোকও সময় সময় এত কোমল হইতেন। যথার্থই তাঁহার হৃদয়ের ভাবগুলি

‘বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি’

ছিল। তাঁহার মেজাজ বড় উগ্র ছিল। তাঁহার শরীরে এটী একটী মস্ত দো ছিল। তিনি তাহা জানিতেন এবং প্রাক্তনের কর্ম্মফল এই মানসিক দৌর্ব্বল্যে কারণ বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। তিনি খাঁটী সেকেলে ধরণের হিন্দু ছিলেন। পাশ্চাত্যশিক্ষায় ভরপূর হইয়াও তিনি কখনও নিজের হিন্দুত্ব ভুলিয়া যান নাই। তিনি বহু ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়াও তাঁহাদে আচার ব্যবহারের অনুকরণ করেন নাই। তৎকালীন বহু বিশি দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে Captain Alexander O. Berne, Major Santey, Colonel Sir Orfeur Cavanagh, Major James Leonard, Major H. Cowper, Major General Sir Peters Lumsden G. C. B., Colonel Mowbray Thomson, Mr. H. D Sandeman, C S., Colonel T. B. Harrison, Mr. R. P. Harrison, Mr. E. P. Harrison C. S., Capt. J. Bythesea R. N. U. C. Major R. H. Holling berry, Mr. E. H. Lushington, C. S. Mr Charles Trever C. S. Mr. J. O. B. Launders, Mr. W. Clotturry. Mr. J, Hutton, Mr. James Furrell, Mr. Robert Knight, Colonel R. D. Orborne, Rev. W. Hastie, Mr. J. C. Ogilvig, the Gladstones of Gillan ders Arbuthnut & Co. ও Mr. William Digby'র নাম সমধিক উল্লে যোগ্য। এদেশীয়গণের মধ্যে, মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালী ঠাকুর, মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, জ্ঞা

দাস পাল বাহাদুর, চকদীঘির বাবু যোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিঃ লারায়জি নাদসা, রাজা বনবিহারী কপুর, কাশিম-বাজারাধিপতি মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, এলাহাবাদের পণ্ডিত সাহিত্য-রাম ভট্টাচার্য্য, নবাব ইমদ্‌উল্‌মুল্‌ক্ সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী বাহাদুর সি, এস, আই, প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইল। এইসকল লোকের নাম দেখিয়া মনে হইতে পারে যে তিনি ধনী জনপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই সকল বন্ধু তিনি সাধারণভাবেই লাভ করিয়াছিলেন আর ইহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচয় হয়। প্রথম প্রথম তাঁহার ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে কোনও আস্থা ছিল না; কিন্তু পরে তাহাতে তিনি আস্থা স্থাপন করেন এবং ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় প্রথম পুস্তক জ্যোতিষ প্রকাশ রচনা করেন। তাহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত অল্পবয়সেই হয়। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও জননায়ক মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খুল্লতাত স্বর্গীয় গৌরাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাম-শর্ম্মার জীবনে প্রথম ধর্ম্মবীজ রোপণ করেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। রামশর্ম্মা পরে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্রের নাম অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উল্লেখ করিতেন।

তাঁহার জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসরে তিনি যোগাভ্যাসও করিয়াছিলেন এবং তিনি এবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি ও ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন। একজন যথার্থ যোগীর ন্যায় তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি লোকসমাজের অন্তরালে নদীর একটানা স্রোতের ন্যায় বৈচিত্র্যবিহীনভাবে বাণী-জননীর সেবা করিতে করিতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর নির্জ্জন তীরদেশে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। বিগত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ প্রাতে ৭টা ৪৫ মিঃ গতে ৮১ বৎসর বয়সে বরাহনগরে তিনি পুত্র-পরিজনবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া দেশের ও দশের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধান করিয়া এই নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যান।* আমরা কবির ভাষায় প্রার্থনা করি—

“ঈশ্বরের পিতৃবক্ষমাঝে হে মহান্ লভ হে বিশ্রাম।”

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র।

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক মহাশয়-সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে লিখিত।

মহাভারতে কায়স্থ-কথা।

সত্যযুগে এক হরিভক্তিপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন যজ্ঞেই পশুবধ করেন নাই। যজ্ঞে পশুবধ লইয়া অনেক সময়ে মুনি-ঋষিদিগের সহিত তাঁহার মতভেদ হইত, অনেক সময় তাঁহার যজ্ঞ পণ্ড হইবার যোগাড় হইত; কারণ যজ্ঞে পশুবধ লইয়া মতভেদ হওয়ায় ঋত্বিক্ আদি অতিকষ্টেই মিলিত। যাহা হ'ক তিনি তাঁহার জীবনে নির্ব্বিঘ্নে ৯৯টী পশুহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন—শস্য দিয়া সেই সব যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। রাজ-দিগের মৃগয়া করিতে হইত, ইনিও মৃগয়ায় বহির্গত হইতেন—কিন্তু কোন পশুকে প্রাণে মারিতেন না,—কৌশলে ধরিয়া ছাড়িয়া দিতেন। এই রাজা অতিশয় দয়াবান্ ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি রাজার কঠোর কর্ত্তব্য করিতেন, অথচ তাঁহার প্রাণ এত কোমল ছিল যে, স্ত্রীলোকের মধ্যেও এত কোমলপ্রাণা রমণী পাওয়া যাইত না। ইঁহার আরও অনেক গুণ ছিল। ইনি দৃষ্টিমাত্রেই দোষী নির্দ্দোষ বিচার করিতে পারিতেন এবং সকল ভাষা ও সকল বুলি বুঝিতে পারিতেন; দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মানব, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ এবং পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তরু, গুল্ম, স্থাবর, জঙ্গম সকল প্রকার সৃষ্ট পদার্থের ভাব ও ভাষা তিনি বুঝিতেন। এই অসাধারণ গুণ ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহারাজ-চক্রবর্ত্তী একদা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া গভীর অরণ্যানী মধ্যে বিচার করিতে করিতে এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলেন, এবং তাহা মহাবিপদে পতিত দেবতার ক্রন্দনধ্বনি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া যথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন অদূরে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে দানবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্ধন করিতেছে এবং দেবরাজ শতক্রতু অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। রাজার সহিত দানবগণের তুমুল যুদ্ধ হইল। দানবগণ রাজার দুর্ব্বিষহ বৈষ্ণবী শক্তির নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলে, তিনি ইন্দ্রকে বন্ধন মুক্ত করেন। শচীপতি রাজাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ত্রিদিবে গমন করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আগমনে সকলে বিস্মিত হইলেন এবং কি উপায়ে তিনি দুর্দ্দান্ত দানবগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন তাহা সকলে জিজ্ঞাসা করায়, রাজাকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই মানব আমার রক্ষাকর্ত্তা। আজ তোমরা খুব আমোদ আহ্লাদ কর ও আমার পরিত্রাতা এই মহাত্মার যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা কর।"

তাহাই হইল। অলকায় মন্দাকিনী-বিধৌত ইন্দ্রসভায় নৃত্যগীতপটীয়সী উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমার অলৌকিক নৃত্যগীত প্রস্ফুটিত পারিজাতের চিত্তবিমোহন সৌরভে মিলিত হইল। পান, ভোজন, আদর, আপ্যায়ন যথারীতি সম্পন্ন হইয়া দেবানন্দে সকলে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন ইন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ, আপনি আমায় শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য আমি কহিতেছি আপনার রাজ্যে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইবে না, মারিভয় দুর্ভিক্ষ থাকিবে না, প্রজারা অতি সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবে। আর মহারাজ আপনাকে আমি বিবিধ অস্ত্র-সুসজ্জিত এক দিব্য আকাশযান প্রদান করিলাম। আপনি এই বিমান-সাহায্যে শূন্যে উঠিতে পারিবেন এবং এজন্য আপনার এক নাম 'উপরিচর' হইবে। অদ্য হইতে আপনি আমার সখা হইলেন এবং ইন্দ্রসভায় (Council) আপনার এক আসন (Seat) থাকিবে।" মহারাজ উপরিচর কহিলেন—আমি আপনার সৌজন্যে ধন্য হইলাম—এবং ভবিষ্যতে কখনও যদি আপনি বা এই ইন্দ্রপুরী দৈত্যদানব দ্বারা আক্রান্ত হয়, আমায় স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ আমি উপস্থিত হইব ও দেবশত্রুকে পরাজয় করিব"। এই ভাবে উভয়ে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

রাজা উপরিচর ক্রমে ক্রমে ৯৯টী যজ্ঞ করিলেন; আর একটী যজ্ঞ সম্পন্ন হইলেই ১০০টী পূর্ণ হয়—কিন্তু নানা কারণে হইয়া উঠিল না; ঋত্বিক্ পুরোহিত মিলে না—কেহ পশুহীন যজ্ঞ করিতে চাহেন না। রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতি পর্য্যন্ত তাঁহার যজ্ঞ যজ্ঞই নহে এই মত প্রকাশ করিলেন—যাহাতে রাজার শেষ যজ্ঞ না হয় এজন্য অনেকে বাধা বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল। রাজা অনন্যোপায় হইয়া সস্ত্রীক ব্রতী হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র শুনিলেন রাজার যজ্ঞে কেহ ব্রতী না হওয়ায় তিনি ও তাঁহার স্ত্রী যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে কহিলেন, আমার সখা সস্ত্রীক যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন, আপনি মর্ত্ত্যে যাইয়া তাঁহার সহায়তা করুন। বৃহস্পতি কহিলেন—দেবরাজ! সে যে পশুহীন যজ্ঞ। ইন্দ্র কহিলেন—সে যাহা হউক রাজা উপরিচর পরম ধার্ম্মিক ও আমার সখা ও পরি-ত্রাতা, আপনাকে এ যজ্ঞে ব্রতী হইতেই হইবে। বৃহস্পতি রাজী হইলেন এবং রাজা ও রাণী যখন যজ্ঞের প্রায় অর্দ্ধেক শেষ করিয়াছেন তখন উপস্থিত হইলেন। রাজাও তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি যজ্ঞে ব্রতী হইয়া যে দেবতার মন্ত্র পড়িয়া আহুতি প্রদান করেন, সেই দেবতা যজ্ঞকুণ্ড

হইতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উত্থিত হন ও যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। একে একে সমস্ত দেবতা এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত আসিলেন; কিন্তু যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ আসিলেন না—তিনি লক্ষ্মীর সহিত গরুড়ে চড়িয়া অন্তরীক্ষে রাজা ও রাণীকে দর্শন দিলেন—ইঙ্গিত করিলেন যে তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে—আমি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছি। রাজা ও রাণী লক্ষ্মী-নারায়ণকে অন্তরে প্রণাম করিলেন—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বৃহস্পতি তখনও নারায়ণের উদ্দেশে মন্ত্র পড়িতেছিলেন; রাজা কহিলেন, আর আপনাকে মন্ত্র পড়িতে হইবে না; আপনি যজ্ঞ শেষ করুন। যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছেন—রাণী ও আমাকে দর্শন দিয়াছেন। বৃহস্পতি কহিলেন, কৈ আমাকেতো দর্শন দেন নাই। রাজা কহিলেন—আপনি পশুহীন যজ্ঞ, যজ্ঞ নহে বলিয়াছিলেন, এই জন্য বোধ হয় আপনাকে দেখা না দিয়া অন্তরীক্ষে আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন। বৃহস্পতি নিরুত্তর হইয়া যজ্ঞ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজার রাজ্য খুব সুখেই চলিতে লাগিল। বহুদিন পরে একদিন স্বর্গে যজ্ঞে পশুবধ লইয়া ঋষিগণের সহিত দেবগণের মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। ঋষিগণ কহিলেন, যজ্ঞে পশুবধ উচিত নহে—পাপ। লোভী দেবগণ কহিলেন—উচিত, নচেৎ যজ্ঞ হয় না। এই বিবাদের সময় রাজা উপরিচর বিমানে চড়িয়া সখা ইন্দ্রের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ একযোগে তাঁহার উপর এ বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পণ করিলেন। রাজা দেখিলেন বিষম মুস্কিল; একদিকে দেবগণ, অন্যদিকে ঋষিগণ, বিচারক একজন মর্ত্ত্যবাসী মানব; কি করেন—অগত্যা ইন্দ্রসভায় বিচারকের আসনে বসিলেন—সখা ইন্দ্র তাঁহাকে ইসারা করিয়া দিলেন, রাজা কোন বিষয় না ভাবিয়া দেবগণের মত সমর্থন করিলেন।

অমনি ঋষিবৃন্দ গর্জ্জিয়া উঠিয়া, কহিলেন, "নরাধম তুমি নিজে ১০০টী যজ্ঞ করিয়াছ, কোনটীতে পশুবধ কর নাই। বৃহস্পতি পর্য্যন্ত তোমার যজ্ঞে ব্রতী হইতে অসম্মত হওয়ায় তুমি সস্ত্রীক যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলে। আজ দেখিতেছি তুমি মানব হইয়া উপরে উঠিবার ক্ষমতা ও দেবলোকের বিচারকের পদ পাইয়া ক্ষমতা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াছ; এজন্য আমরা তোমাকে অভিসম্পাত করিতেছি যে তুমি দেবতাদের জন্য তোমার সখা ইন্দ্রের ইঙ্গিতে (১) জীবহত্যা পাপকে পুণ্য ইহা নির্দ্দেশ করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে, (২) যজ্ঞে পশুবধের

সমর্থন করিলে, (৩) মাংস, অভক্ষ্য তাহাকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, অতঃপর লোকে সামান্য কারণেও মিথ্যা কহিবে, যজ্ঞের দোহাই দিয়া নিরাশ্রয় পশুগণকে হনন করিবে ও সকল জীবের মাংস ভক্ষণ করিবে। তুমি এই মহাপাপের কারণ। তোমার এই পাপের দণ্ডবিধান জন্য আমরা অভিসম্পাত করিতেছি, (১) তুমি উপরে উঠিবার ক্ষমতা ও স্বর্গের আসন-ভ্রষ্ট হও, (২) তুমি মর্ত্ত্যের রাজত্ব ভ্রষ্ট হও ও (৩) পাতালে গমন কর। মহর্ষিগণের বাক্য শেষ না হইতেই মহারাজা উপরিচর আসনভ্রষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন; তখন দেবতারা কহিলেন, মহারাজ তুমি দেবতাদিগের মান রক্ষা করিবার জন্য যে স্বার্থত্যাগ করিলে, তজ্জন্য আমরা তোমাকে বর দিতেছি যে যতকাল তুমি পাতালে অবস্থান করিবে, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞকালে গৃহভিত্তিতে তোমাকে হবির্ধারা (ঘৃতধারা) প্রদান করিবে। যে যজ্ঞে তোমাকে সর্ব্বাগ্রে এই দেবভক্ষ্য 'আজ্যধারা" প্রদত্ত না হইবে সে যজ্ঞ যজ্ঞমধ্যে গণ্য হইবে না। দেবরাজরূপে আমি ও যজ্ঞেশ্বররূপে নারায়ণ সে যজ্ঞের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিব না এবং তাহা বৃথা যজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে; এই ঘৃতধারা জগতে 'বসোর্ধারা' বা **বসুধারা** বলিয়া প্রচলিত থাকিবে। দেবতারা এই কথা কহিলে মহারাজ চেদিরাজবসু স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আকাশচ্যুত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া পাতালেপ্রবেশ করিলেন।

এই মহারাজ চেদিরাজবসু বলিয়া মহাভারতে উক্ত হইয়াছেন। ইনি রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ছিলেন। ইঁহারই উদ্দেশ্যে আজ অবধি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় স্বস্ব মাঙ্গলিক যজ্ঞকার্য্যে বসুধারা দিয়া সেই চেদিরাজবসুর পূজা করিয়া থাকেন। আমাদিগের পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণকে অনেক স্থানে কহিতে শুনিয়াছি যে, বসুধারা অষ্টবসুর উদ্দেশে দেওয়া হয়, তাহা নহে। অষ্টবসুর বসুধারা হইলে বসুধারায় ৮টী ফোঁটা থাকিত, কিন্তু ফোঁটা ৮টী থাকে না, ৭টী থাকে। উপরে যে বিবরণ বিবৃত হইয়াছে পাঠকপাঠিকাগণ তাহা হইতে বসুধারা কেন দেওয়া হয় তাহা অবগত হইয়াছেন, এখন ৭টী ফোঁটা কেন দেওয়া হয় তাহা কহিতেছি। পাতালটী সপ্ততলবিশিষ্ট, যথা—(১) অতল, (২) বিতল, (৩) সুতল, (৪) তলাতল, (৫) মহীতল, (৬) রসাতল, (৭) পাতাল—এই সপ্ততলের অধিপতি হইয়া চেদিরাজবসু ঋষিশাপে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তথায় নারায়ণের ভজন করিয়া বহুদিন অন্তে শ্রীহরির কৃপায় শাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।*

* তথাপি এখনও কেন আমরা বসুধারা দিয়া সেই ব্রহ্মলোকবাসী বিদেহ মহাত্মাকে পাতালে আনয়ন করি? লেখক।

বসুধারার মন্ত্রে "চেদিরাজবসবে নমঃ" এই কথার উল্লেখ আছে।

প্রণাম মন্ত্র :—"চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত নমোনমঃ।"

পাঠকপাঠিকা, ঐ মন্ত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে চেদিরাজবসুর উদ্দেশেই বসোর্ধারা প্রদত্ত হইয়া থাকে। এখন আপনারা মনে করিতে পারেন, মহাভারতের এ উপাখ্যান তো অনেকেই জানেন; ইহার সহিত 'কায়স্থের' সম্পর্ক কি? সেই সম্পর্ক দেখাইতেছি।

আমরা অবগত হইলাম, (১) সত্যযুগে এক প্রবল পরাক্রান্ত নানা গুণসমন্বিত, শাস্ত্র ও শস্ত্রবেত্তা, পরম ধার্ম্মিক শ্রীনারায়ণের ভক্ত এক ক্ষত্রিয় রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ছিলেন—তাঁহার নাম **চেদিরাজবসু।**

(২, তিনি ঋষিশাপে পাতালে গমন করিলে দেবগণের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্যে **বসুধারার** ব্যবস্থা হয় এবং অদ্যাপি তাহার প্রচলন আছে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ইহা অদ্যাপি বজায় রাখিয়াছেন।

এখন এই সত্যযুগের কথা ছাড়িয়া একবার দ্বাপরযুগের শিশুপালের কথাটাও বিস্মৃত হইবেন না। এই বীর শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ও তাঁহার পিতৃস্বস্পুত্র। ইনিও মহাভারতে চেদিরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনিও যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহার আর বেশী প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

অতঃপর একবার এই জঘন্য কলিযুগ—যে যুগে রঘুনন্দন-মতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই যুগের, এই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের বিষয় একবার স্মরণ করুন। একবার মনে মনে চিন্তা করুন, এই বঙ্গদেশে সেই আদিশূর রাজার যজ্ঞ ও কণোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন—আর ভট্টকবির রাজসভায় কায়স্থগণের পরিচয়-বর্ণনা। সেই গজাশ্বনরযানে পঞ্চকায়স্থের ও গোযানে বিপ্রপঞ্চের কান্যকুব্জ হইতে আগমন। সেই কথা মনে করুন, আর স্মরণ করুন সেই বসুবংশের বাঙ্গালাদেশের বীজপুরুষ **দশরথ বসুকে**—

ভট্টকবি দশরথ বসুর পরিচয় দিতেছেন—

"বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যবসুবংশসম্ভবাঃ"; আরও বলিতেছেন—"স চ চৈদ্যকুলাম্বুজসোমসমঃ।"

পাঠক পাঠিকাগণ! এখন বুঝিলেন মহাভারতে কায়স্থ-কথা আছে কি না? এই যে দশরথ বসুর পরিচয়ে যে রাজচক্রবর্ত্তী বসু ও বসুবংশের কথা বলা

হইল সে কোন্ বসু-বংশ? তাহা কি এখন আরও খুলিয়া বলিব? যে চেদিরাজ বসুর উপাখ্যান পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত এই পরিচয় মিলাইয়া পড়ুন; ঐ শুনুন "স চ চৈদ্যকুলাম্বুজ" এই 'চৈদ্য' মানে কি চেদিবংশীয় নহে? চেদি শব্দের উত্তর ঞ্য প্রত্যয় করিলে 'চৈদ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয়,—অর্থাৎ চেদিবংশীয়। যে চেদিবংশে সত্যযুগে মহারাজ উপরিচর বসু ও দ্বাপরে শিশুপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই চেদিবংশীয় বলিয়া ব্রাহ্মণে ঘোষণা করিলেন; আর আজ অবধি উপরিচর বসুকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বসুধারা দিতেছেন। নচেৎ যজ্ঞ পণ্ড হয়। সেই চেদি-বংশের দশরথ বসুর বংশধর বঙ্গের বসু উপাধিধারী কায়স্থগণ নিজেদের যুগযুগান্তরের গৌরব বিসর্জ্জন দিয়ে, বিনয়-সৌজন্যের বিনিময়ে দাসত্ব ও শূদ্রত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছেন। দেবতাদের রক্ষা কর্ত্তে চেদিরাজ বসু ক্ষত্রিয়ের মত পাতালে গিয়াছিলেন। বিনয়ের বিনিময়ে দশরথ বসুর বংশধরগণ শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছেন। চেদিরাজবসু ভগবদ্ভক্তিবলে পাতাল হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন—**গানকারীকে ত্রাণকারিণী গায়ত্রী মন্ত্র ব্যতীত শূদ্রত্বে অবনমিত জাতির উপায়ান্তর কি আছে?**

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

কায়স্থ-পঞ্জী

আন্তর্গণিক বিবাহ।

৩রা বৈশাখ, ১৩২৬। কলিকাতা। নদীয়া চাকদহ নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলার, ভবানীপুর হরিশ মুখার্জ্জি রোড নিবাসী বঙ্গজ রায় শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের পুত্র শ্রীমান্ প্রমোদকুমারের সহিত শুভ-পরিণয় হইয়াছে। এই বিবাহে দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায় নাই।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।

৯ই বৈশাখ, ১৩২৬। যশোহর গুয়াতলী নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নরেশনাথের সহিত, চেঙ্গাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ চন্দ্র বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলাবালার শুভ পরিণয়ে কোন প্রকার দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায় নাই।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। কোন্নগর নিবাসী ৺গোপালকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকৃষ্ণ মিত্রের সহিত বাকসা নিবাসী শ্রীযুক্ত পান্নালাল চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ পরিণয়ে কোন প্রকার দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায় নাই; কন্যাপক্ষ বিবাহ-ব্যয় দিতে প্রস্তুত থাকিলেও বরপক্ষ গ্রহণ করেন নাই।

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবাহে আমরা দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবাহের সংবাদ পাইয়াছি। একটী ২৫শে তারিখে যশোহর ঝিনাইদহে, অপরটী কলিকাতায় সম্পন্ন হয়। প্রথমটী শ্রীমান্ কামাখ্যানাথ দেব বর্ম্মণের সহিত শ্রীমতী ঊর্ম্মিলাসুন্দরীর বিবাহ এবং দ্বিতীয়টী যশোহর খাসিয়াল নিবাসী ও কলিকাতার বিখ্যাত merchant শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বর্ম্মার ভ্রাতা শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মার সহিত ৺চারুচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুকৃতিবালা দেবীর। এই উভয় বিবাহে দেনা পাওনার কোন কথা ছিল না, পাত্রীপক্ষ স্বেচ্ছায় যৌতুকাদি দিয়াছিলেন, এবং বিবাহ ক্ষত্রিয়োচিত নিয়মে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। জাঁতি ও কাজললতার পরিবর্ত্তে পাত্রী রৌপ্যনির্ম্মিত তীক্ষ্ণ বাণ ও বর রৌপ্যনির্ম্মিত তরবারি হস্তে লইয়া "পাণিগ্রহণ" সংস্কার করিয়াছিলেন, কুশণ্ডিকা, সপ্তপদী-গমন প্রভৃতি বৈদিক বিবাহ-সংস্কারগুলি যথানিয়মে হোমযজ্ঞ সহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। উপবীতী কায়স্থের বিবাহ এই ভাবে ক্ষত্রিয়োচিত বিধানে হওয়া সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই উভয় বিবাহের মন্ত্রী ছিলেন। অপর বিবাহটী হরিঘোষের ষ্ট্রীটস্থ স্তর বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হয়; মিসেস্ কে, সি, দে ও বি, ই, এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। বাজনা, আলো ও প্রীতি-উপহারের বাজে খরচ এই বিবাহে ছিল না।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। ফরিদপুর জিলান্তর্গত ভাঙ্গার "আর্য্য-কায়স্থ-সভার"

...াক বাইসরসী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ ...শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মার সহিত বান্ধব দৌলতপুর নিবাসী "কায়স্থ-কুল-...র" শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা...র বিবাহ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিনা পণে বিনা চুক্তিতে বিবাহ।

যাহারা কন্যাদায়ে প্রপীড়িত তাহাদের দুঃখ বর্ণনা করা যায় না। পণপ্রথার ...দ্ধে আমরা অনেকবার লিখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ...কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক সম্প্রতি কয়েকটি ...হে বরপক্ষ হইতে কোনরূপ যৌতুক দাওয়া করা হয় নাই। (১) মোহন...নের শ্রীযুক্ত হরিদাস দে মহাশয় আপনার পুত্রের বিবাহের সময় কন্যাকর্ত্তা ...চক হইয়া যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতেই সম্মত হন। পরে কন্যাকর্ত্তা ...লেন যে গহনার মূল্য এক শত টাকা বেশী হইয়াছে এবং সেই টাকা যোগাড় ...উঠিতেছে না। হরিদাস বাবু জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ হইতে ...শত টাকা কন্যাকর্ত্তাকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। (২) মোহন...নের শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, (যিনি এক্ষণে কলিকাতা ইউনিভারসিটির ...ষ্ট্রার,) আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় কন্যাপক্ষ উপযাচক হইয়া ...দিয়াছেন তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। দশ পনের হাজার টাকার ...ভন সংবরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

বিগত ২১এ আষাঢ় ভবানীপুরনিবাসী ৺রাজরাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ ...শ্রীমান্ রাজকমল মিত্রের বিবাহ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ মহাশয়ের কন্যার ...সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে কোনরূপ দেনাপাওনার কথা হয় ...। পাত্রটী ধনীর পুত্র স্বয়ং কৃতবিদ্য—অথচ বিবাহে একটী পয়সাও লন নাই। ...সমাজে এই প্রকার আদর্শই প্রার্থনীয়।

কায়স্থোপনয়ন।

...৬ই আষাঢ় ১৩২৬। ভাঙ্গার আর্য্য-কায়স্থ-সভার যত্নে প্রচারক শ্রীযুক্ত ...লাল ধর বর্ম্মার উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে ফরিদপুর জিলান্তর্গত ভাষড়া গ্রামে ...জগচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়নকেন্দ্র হয়। এই কেন্দ্রে ...ত পণ্ডিত স্বর্গীয় কালীকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র, দোলকুণ্ডী নিবাসী

শ্রীযুক্ত হরলাল ভট্টাচার্য্য 'শিরোমণির' আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত পঞ্চদশ জন কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কারাদি সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযোগেন্দ্র মোহন দাস, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস, শ্রীযামিনীকান্ত ঘোষ, শ্রীজিতেন্দ্রমোহন গু, শ্রীকামিনীকুমার গুহ, শ্রীচন্দ্রকান্ত গুহ, শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস, শ্রীমুকুন্দলাল দাস, শ্রীবিজয়চন্দ্র দাস, শ্রীঅন্নদাচরণ দাস, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকিরণচন্দ্র দাস, শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ। ইঁহারা সকলেই ভাষড়া নিবাসী।

১৫ই আষাঢ় ১৩২৬। ফরিদপুর জিলান্তর্গত ছাগলদী গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত চতুর্ব্বিংশতি জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্র সংস্থাপন জন্য ভাঙ্গার আর্য্য-কায়স্থসভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মনদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার এবং প্রাণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। ইঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

সাং ছাগলদী—শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘোষ মজুমদার, শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মজুমদার, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ মজুমদার, শ্রীলোকনাথ ঘোষ, শ্রীবরদাকান্ত বসু, শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু, শ্রীঅমৃতলাল গুহ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীরমণীমোহন বিশ্বাস, শ্রীগোপালচন্দ্র দেব, শ্রীঅমূল্যপ্রসাদ নন্দী, শ্রীগিরিজাপ্রসাদ নন্দী।

সাং কল্যাণপট্টী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস, শ্রীকিশোরীমোহন বিশ্বাস, শ্রীবিনোদবিহারী বিশ্বাস।

সাং খলিসপট্টী—শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন বিশ্বাস।

সাং আগুলদীয়া—শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর গুহ, শ্রীকেদারনাথ গুহ, শ্রীযোগেশ চন্দ্র গুহ।

সাং জগদীয়া—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দত্ত।

সাং গুড়দীয়া—শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মিত্র।

সাং—সাড়ুকদীয়া—শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ ঘোষ।

উপনয়ন-কেন্দ্র।

তারিখ—২২।২৬ শ্রাবণ

বৃহস্পতি ও সোমবার,

সময় প্রাতে ৯টা

সংস্কার-গ্রহণেচ্ছু কায়স্থসন্তান আগামী ১৫—১৯শে শ্রাবণ মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রদ্বারা জানাইলে যথাসংক্ষেপ ব্যয়ে সদ্‌ব্রাহ্মণসাহায্যে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিতে পারিবেন। পূর্ব্বদিবসে হবিষ্যান্ন ও তৎপর দিবসে গঙ্গাস্নান করিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবেন। অন্যান্য নিয়ম পত্রে অবগত হউন।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
৯০ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,
সিমলা পোঃ, কলিকাতা।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।

১০ই চৈত্র, ১৩২৫। চট্টগ্রাম কোকদণ্ডী গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা তাঁহার পিতার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ...চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পৌরোহিত্য করেন। এতদ্ব্যতীত সতীশ বাবুর গুরুদেব এবং ...গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর তর্কপঞ্চানন প্রমুখ প্রায় ৫০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া কৃতীকে ধন্য করেন।

১৮ই বৈশাখ, ১৩২৬। ঢাকা বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বসু তাঁহার পত্নীর মৃত্যুতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মায়াতরু বসু বর্ম্মা ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ করেন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। খুলনা রাখালগাছী নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা তদীয় পিতার আগ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করেন। এই কার্য্যে রমেশ বাবুর সামাজিকগণ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় মিত্র, কেশবলাল ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক যত্নে কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই কার্য্যে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য পৌরোহিত্য করেন।

২৩শে বৈশাখ, ১৩২৬। দিনাজপুর বলতৈড় নিবাসী ৺শরচ্চন্দ্র দাস বর্ম্মার আগ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ১০ আষাঢ় বুধবার দিবস ছোটভাকলা নিবাসী স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয়ের আগ্যকৃত্য তদীয় উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রাদ্ধসভায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য অগ্রদানী প্রভৃতি শ্রেণীরও বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধের দানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ৭।৮ খানি গ্রাম নিবাসী উপবীতী এবং অনুপবীতী স্বজাতীয় ভদ্রলোক এবং অন্যান্য জাতীয় লোক ও বহুসংখ্যক দুঃখী কাঙ্গালী সহ সহস্রাধিক লোককে পরিতোষের সহিত ভোজন করান হইয়াছিল। শ্রীশবাবু এবং তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুত অনাথবন্ধু মজুমদার দেব বর্ম্মা মহাশয়ের আদর আপ্যায়নে সকলেই বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

চতুষ্পার্শ্বে কায়স্থ-বিদ্বেষী সমাজ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীশবাবু তজ্জন্য অণুমাত্রও বিচলিত না হইয়া ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই শ্রীশবাবুর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

শাসন পরিষদে কায়স্থ।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পাটনা নিবাসী রায়বাহাদুর কৃষ্ণসহায়, সার আলি ইমামের স্থলে বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-পরিষদের সদস্য হইলেন। রায়বাহাদুরের এই পদপ্রাপ্তিতে সমগ্র কায়স্থ-সমাজ সম্মানিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এই স্বজাতির গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন ও সরকার বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

গত ২০শে বৈশাখ শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় ৮৯।১ নং গ্রেষ্ট্রীট্ (কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক ১ম অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন—

(উ) যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি এল (সহঃ সভাপতি, সভাপতির আসনে)।

(দ) শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর।	(দ) শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
(দ) " রায় বিনোদবিহারী বসু।	(উ) " প্রেমানন্দ সিংহ।
(উ) " কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা।	(দ) ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।
(ব) " রায় বাহাদুর শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা।	(দ) শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
(ব) " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।	(দ) " মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
(দ) " পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ।	(দ) " ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
(ব) " জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।	(দ) " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
(উ) " গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র।	(দ) " কিরণচন্দ্র দত্ত।
(দ) " বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা।	(ব) " নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(ব) " কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।	(দ) " সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
(উ) " গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।	(দ) " কেদারনাথ মিত্র।
	(দ) " সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।
(দ) " নিবারণচন্দ্র দত্ত।	(দ) " শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
(দ) " দয়ালচাঁদ বসু।	(বা) শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক)
(ব) " মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় বর্ম্মা।	(দ) " নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)

সভার প্রারম্ভে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায়ের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা প্রমুখ কতিপয় সভ্য গত বার্ষিক অধিবেশন অবৈধ ও অকর্ম্মকর উল্লেখে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিবার জন্য গত ১৩ই বৈশাখ যে পত্র লিখিয়াছেন, উক্ত সভ্য মহোদয়গণের পত্রানুসারে যে পর্য্যন্ত বিশেষ সাধারণ অধিবেশন না হয়, সে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কার্য্য-

নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইতে পারে না এবং এই অধিবেশন অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, যে সভাপতি অধিষ্ঠিত হইয়া উপযুক্ত ভাবে সভা না হইলে শরৎবাবু যে পত্র পাঠ করিলেন, সেই পত্রের কথা আলোচিত হইতে পারে না। অতঃপর শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বর্ত্তমান বর্ষের সহঃ-সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় পুনরায় তাঁহার পত্রের কথা উত্থাপন করিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু মহাশয় শরৎবাবুকে সমর্থন করিয়া জানাইলেন, যে পর্য্যন্ত বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত অদ্যকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রকাশ করিলেন, যে পর্য্যন্ত বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে গত বার্ষিক অধিবেশনের সমস্ত কার্য্য নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অবশ্যই সভার কার্য্য পরিচালনা করিবেন। কিন্তু কোন গুরুতর কার্য্যের আলোচনা উক্ত সভার পূর্ব্বে এই সমিতিতে না হইলেই ভাল হয়। কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বলিলেন—যখন আমরা সমিতিতে কার্য্য করিবার জন্য আহূত হইয়াছি ও যখন আমাদের সকল কার্য্য করিবার অধিকার আছে, তখন বিজ্ঞাপিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই হউক। এবং সেই মত সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। অধিকাংশ সভ্যের মতে কুমার অসীমকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ, শরৎকিশোর বসু এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় তাঁহাদের অমতে সমিতির কার্য্য হইতে দেখিয়া সমিতি হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে আলোচ্য বিষয়ের তৃতীয় প্রস্তাবটি অর্থাৎ কার্য্যালয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্র সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করা হউক। সভাপতি মহাশয়ের সেইরূপ অনুমতি পাইয়া শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে—

"সভার ব্যয় সংক্ষেপ উদ্দেশ্যে সভার কার্য্যালয় আমাদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ভবনে স্থানান্তরিত করা হউক। ইহাতে আমাদের বাটী-ভাড়া ও ইলেকট্রিক খরচা বাবদ প্রতিমাসে প্রায় ৩০৲ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।"

শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিবারণবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলেন যে সভার কার্য্যালয় নানা কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে রাখা উচিত নয়। নিজস্ব হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন—সভার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। সভার উদ্দেশ্যানুরূপ কোন কার্য্যই হইতেছে না। এমন কি সভার সভ্য-গণের তালিকা অর্থাভাবে এখনও পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইল না। এই সামান্য কার্য্যের জন্যও বাহির হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছে। এ অবস্থায় যখন আমাদের অনেক খরচ কমিয়া যাইবে, তখন অবিলম্বে কার্য্যালয় তুলিয়া লওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বলেন যে গত ভাদ্র মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে কার্য্যালয় ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা অবধারণ করিবার জন্য একটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত শাখা-সমিতি কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। সেই শাখা-সমিতির অভিপ্রায় না জানিয়া অদ্য এই প্রস্তাবের বিচার হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় শরৎবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে অদ্য এই প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত থাকুক। অদ্য হইতে ৩ সপ্তাহের মধ্যে উক্ত শাখা-সমিতির মতামত পাঠাইতে উক্ত সমিতির সভ্যগণকে অনুরোধ করা হউক।

শাখা-সমিতির সভ্যগণ—

১। সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।
২। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৩। রায় বিনোদবিহারী বসু।
৪। রায় বাহাদুর শরৎকিশোর বসু।
৫। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র।
৬। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু } সম্পাদকদ্বয়।
৮। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ }

প্রথম প্রস্তাব। গত বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির শেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ইহা উপস্থিত স্থগিত রহিল এবং স্থির হইল যে উক্ত অধিবেশনে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মতামত গ্রহণের জন্য তাঁহাদের নিকট উক্ত কার্য্য-বিবরণের খসড়া প্রেরিত হউক। তাঁহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্য-নির্ব্বাচন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন।

(১) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—৯২ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন।

প্রস্তাবক—কুমার অসীমকৃষ্ণদেব বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

(২) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সলিসিটার

১৪২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত।

সমর্থক—শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ।

(৩) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পোঃ রায়পুর, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সমর্থক—অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

(৪) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ ৩২নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সমর্থক—রায় বিনোদবিহারী বসু।

পঞ্চম প্রস্তাব বিবিধ। সভা-ভঙ্গের পূর্ব্বে সম্পাদক শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু জানাইলেন যে নড়াইলে সম্প্রতি যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহা রদ করিবার জন্য কতিপয় সভ্য কোন প্রকাশ্য স্থলে একটী বিশেষ সাধারণ সভা করার জন্য যে Requisition দিয়াছেন তাহা কৈফিয়ৎসহ মুদ্রণ ও ডাক খরচা প্রভৃতিতে সর্ব্বরকমে প্রায় একশত টাকা খরচ হইতে পারে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে আপাততঃ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মঞ্জুর করা হইল তাহার বেশী যাহা খরচ হইবে, তাহা অবশ্য খরচ করিয়া সম্পাদক মহাশয় পরে সমিতিতে মঞ্জুর করিয়া লইতে পারেন।

স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়কে অনুরোধ করা হয়।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর।	স্বাক্ষর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
সম্পাদক।	সভাপতি।
	১৭।২।২৬।

অষ্টাদশ বর্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির

দ্বিতীয় অধিবেশন।

গত ১৭ জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) ইং ৩১ মে শনিবার অপরাহ্ন ৬৷৷০ টার সময় ৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট স্থিত সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ২য় অধিবেশন হইয়াছিল।

উপস্থিত সভ্যগণ—

(দ) কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতির আসনে)।

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।

(দ) „ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ।

(দ) „ দয়ালচন্দ্র বসু।

(উ) কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা প্রাজ্ঞ।

(দ) „ অসীমকৃষ্ণদেব বর্ম্মা বাহাদুর।

(দ) শ্রীযুক্ত ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।

(ব) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

(দ) „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।

(দ) „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।

(দ) „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।

(ব) „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ।
(দ) „ রায় বিনোদবিহারী বসু ।
(দ) „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ।
(ব) „ জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা ।
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা ।
(ব) „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব ।
(উ) „ সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ।
(দ) „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী ।
(দ) „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ।
(বা) „ শ্রীশচন্দ্রমজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক) ।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)

প্রথম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

শরৎবাবুর আপত্তি-পত্র নথী ভুক্ত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। গত মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শন সম্বন্ধে—সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু জানাইলেন, যে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শরৎবাবুর নিকট হইতে পূর্ব্ব বর্ষের ও গত বৈশাখের কতকাংশের হিসাবের খাতা পাওয়া যায় নাই। এ কারণ গত মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শন পক্ষে বাধা ঘটিয়াছে।

শরৎবাবু জানাইলেন যে তিনি তিন দিনের মধ্যে হিসাবের খাতাগুলি ও মজুত তহবিল সম্পাদককে বুঝাইয়া দিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ—সভার অন্যতম সভ্য রসোড়া (জেলা মুর্শিদাবাদ) নিবাসী রামগোপাল সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন—এই প্রস্তাব অদ্য স্থগিদ রহিল।

পঞ্চম প্রস্তাব। সভার কার্য্যালয় সম্বন্ধে—সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় শাখা-সমিতির কার্য্য বিবরণ ও মন্তব্য পাঠ করিলেন :—

"গত ১০ই বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ সভাপতি

মহাশয়ের ভবনে কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় শাখা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। শাখা-সমিতির নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি) ।
রায় বিনোদবিহারী বসু । শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত ।
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক) ।

সভার কার্য্যালয় সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনার পর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা ব্যতীত অপর সকলেই এরূপ স্থির করিলেন "বর্ত্তমান কার্য্যালয় যখন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের উপযুক্ত স্থান নহে এবং সভার আর্থিক অবস্থাও যখন উপস্থিত ভাল নহে, তখন ব্যয় সঙ্কোচ ও অপর সর্ব্বদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের প্রশস্ত ভবনে কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছি। তথায় কার্য্যালয় উঠিয়া গেলে মাসিক প্রায় ৩০৲ টাকা হিসাবে কায়স্থ-সভার খরচ বাঁচিয়া যাইবে এবং তথায় নানা বিষয়ে সভার সুবিধা হইবে।"

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র ।
„ শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত ।
„ শ্রীবিনোদবিহারী বসু ।
„ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ।

"সভার কার্য্যালয় ব্যক্তি বিশেষের বাটী থাকা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে অনেকের আপত্তি আছে এবং নানারূপ অসুবিধা হওয়া সম্ভব। তাহাতে সভারও মর্য্যাদা থাকে না। বিশেষতঃ প্রায় দশ বৎসর নিজ কার্য্যালয় থাকিবার পর এখন ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে কার্য্যালয় করিলে অনেকের সভার উপর আস্থা থাকিবে না এবং ফলে সভার বিশেষ ক্ষতি হইবে। কাগজের দাম এখন অধিক হওয়ায় ও যুদ্ধের জন্য নানা প্রকার গোলযোগে সভার আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ দেখাইতেছে, তাহার উপর গত বৎসর বিতরণ পুস্তিকায় অন্যায় রূপে ২৫৯।৵ টাকা ব্যয় হওয়ায় আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ দেখাইতেছে। প্রকৃত অবস্থা দেখিলে আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে। কাগজের মূল্য বৃদ্ধির জন্য এখন যে কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে তাহার নিরাকরণ কার্য্যালয় ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে লইয়া যাওয়া নহে, সভার প্রকৃত হিতৈষী ও অনুরাগী সভ্যগণের আরও সভ্য সংগ্রহ করা কিম্বা অধিক চাঁদা দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়।"

(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎকুমার মিত্র ।

উক্ত মন্তব্য পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, শাখা সমিতির অধিকাংশের মতে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই গৃহীত হউক। দয়ালবাবু অমৃতবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

যতীন্দ্রবাবু প্রস্তাব করিলেন,—আগামী ২৫শে জ্যৈষ্ঠের বিশেষ সাধারণ অধিবেশনের পর যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে তাহাতে এই বিষয়ে আলোচনা হউক, অদ্যকার সভায় উহার আলোচনা স্থগিত থাকুক। শরৎবাবু যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৩ জন এবং বিপক্ষে ৮ জন মত প্রকাশ করার প্রস্তাব গৃহীত হইল না। অতঃপর অমৃতবাবুর প্রস্তাবের স্বপক্ষে ১০ জন এবং বিপক্ষে ৩ জন মত প্রকাশ করার অধিকাংশের মতে উহাই গৃহীত হইল।

অমৃতবাবু প্রস্তাব করিলেন যে আগামী রবিবারের মধ্যে সভার কার্য্যালয় অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের ভবনে স্থানান্তরিত করা হউক। নিবারণবাবু সমর্থন করিলেন। শরৎবাবু আপত্তি করিলেন—উক্ত সাধারণ অধিবেশনের পরে কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হউক। অধিকাংশের মতে অমৃতবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ—(ক) পত্রিকাদি প্রকাশ এবং প্রেরণে অযথা বিলম্ব সম্বন্ধে পত্রিকা-সম্পাদক অমূল্যবাবুর পত্র পঠিত হয় এবং মিত্রপ্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র মহাশয়ের পত্রও পঠিত হইল। স্থির হইল যে পত্রিকা যাহাতে সত্বর প্রকাশিত হয় তজ্জন্য সম্পাদকগণ বিশেষ ব্যবস্থা করেন এরূপ অনুরোধ করা হউক এবং ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ সভা কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের স্বাক্ষরে ভিঃ পিঃ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক।

(খ) নীতিশবাবুর পত্র পঠিত ও ফাইল করা হইল। নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন যে সহকারী সম্পাদকগণ যদি কার্য্যালয়ে আসিয়া তাঁহার কার্য্যে উপযুক্ত ভাবে সাহায্য করেন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

স্বাক্ষর।	স্বাক্ষর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ।	সভাপতি।
সম্পাদক।	১৫।৩।২৬।

শ্রীগৌর গোপাল নন্দী। শেনগড়। ২।১১।২৭

কায়স্থ-পত্রিকা

শ্রাবণ, ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ

প্রাচীন ভারতের রাজবংশের বংশবল্লী রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল নৃপতি উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম এই সকল গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। অবশ্য সকল রাজার নামই যে বিবৃত হইয়াছে তাহা নহে; যাঁহারা ভারত-বিশ্রুত—যাঁহারা স্মরণীয় কার্য্য করিয়া বরেণ্য হইয়াছিলেন—যাঁহাদের স্মৃতি সংরক্ষিত হওয়া উচিত—যাঁহাদের যশঃসৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত—প্রধানতঃ তাঁহাদেরই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল নৃপতি যে কারণেই হউক দুইটী প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। একটী সূর্য্যবংশ, অপরটী চন্দ্রবংশ। বৈবস্বত মনুর বংশধরেরা সূর্য্যবংশ নামে এবং সোমের বংশধরেরা ইলা বা চন্দ্রবংশ নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য্যবংশ অযোধ্যা, বিদেহ ও বৈশালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। অযোধ্যার নরপতিগণ প্রভৃত শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া প্রধাণতঃ তাঁহারাই সূর্য্যবংশ নামে খ্যাত।

চন্দ্রবংশ পুরুরবা ইলা হইতে উদ্ভূত। অল্পকালের মধ্যেই এই বংশ পৌরব, যাদব, আম্ব, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসু এই পঞ্চ শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। পৌরবেরা উত্তর ভারতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, যাদবেরা পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্ব্বাংশে, আন্বগণ পঞ্জাব ও পূর্ব্বরাজ্যে এবং দ্রুহ্যুগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই চন্দ্র-বংশোদ্ভূত হইলেও চন্দ্রবংশাবলিতে পৌরবদিগকে এবং প্রধানতঃ পৌরবদিগের যে শাখা হস্তিনায় রাজত্ব করিতেন তাঁহাদিগকে বুঝাইত। বংশাবলীতে এই সকল বংশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই বংশাবলীর উপর আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে কি না ?

প্রাচীন বংশাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে রাজন্যবর্গের নামের বিস্তৃত তালিকা ; আর প্রত্যেক বংশের প্রাচীন রাজগণ প্রকৃতপক্ষে জীবিত ছিলেন কি না তাহা জানিবার উপায় নাই ; অধিকন্তু অলৌকিক ঘটনাসমন্বিত তাঁহাদের জীবনও রহস্যময়। এরূপ হওয়াও কিন্তু বিচিত্র নয় ; কারণ, ভারতে তৎকালে ঘটনাগুলি সংরক্ষণ করিবার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। বংশপরম্পরার ইতিকথা মুখে মুখে ব্যক্ত হইলে, তাহার মধ্যে যে কতকটা ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অধিকন্তু ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে, ভ্রান্তি মানবের মজ্জাগত এবং মানব অতীতকে গৌরবময় করিয়া জগতের সমক্ষে ধরিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে না এবং সে পুরাকাহিনীকে কল্পনার রেখাপাতে মধুময়ী করিয়া চিত্তাকর্ষক গল্পে পরিণত করিতে সতত চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও বংশা-বলীকে অবিশ্বাস করিবার কোনরূপ বৈধ কারণই আমরা দেখিতে পাই না।

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে লোকে প্রাচীন প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিত না, সে গুলিকে বিশ্বাসযোগ্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিত না। তাহাদের নিকট সে গুলি 'সম্ভবপর' মতবাদ (theory) বলিয়াই আখ্যাত হইত। সকল দেশের সকল অবস্থাতেই কর্ম্মময় জীবনযাপন ও দেশজয়লাভের ইচ্ছা মানব-মনে বলবতী থাকে। সেই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য যাঁহারা দেশ ও রাজ্য জয় করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন ও শান্তিতে প্রজা-পালন করেন, তাঁহাদের বিশ্রুত কীর্ত্তি-কাহিনী গীতি ও গাথায় চিরদিনই ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সঙ্কলনের অজুহাতে সে গুলি চিরনির্ব্বাসিত হইতেছিল। পরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যত্ন ও চেষ্টায় যখন

ভূগর্ভ হইতে প্রস্তর বা ধাতব প্রমাণ দ্বারা ঐ সকল প্রাচীন কাহিনীর বিবরণ সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, তখন হইতে সুর একটু বদ্‌লাইল। এখন আর প্রাচীন প্রবাদ অবিশ্বাস করিতে হয় না, এখন প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর যিনি এই সমস্ত প্রাচীন প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিবেন না। তাঁহাকেই কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে কেন তিনি এ গুলিকে বিশ্বাস করেন না। এরূপ করাও যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত, কারণ পুরাকালে মানব যে মিথ্যাবাদী ছিল, সে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ করিতে পারিত না, মিথ্যা রচনা করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত, এরূপ প্রমাণ কোথায় ? মানবের নৈতিক অবনতি এতদূর কবে হইয়াছিল—ইতিহাস ত তাহার সাক্ষ্য দেয় না ; বরং সুপ্রাচীন সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই—সত্যের জয় ঘোষণা—সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা !

ভারতের সভ্যতা যে সুপ্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান, একথা একরূপ সর্ব্ব-বাদিসম্মত, এবং প্রাচীনকালে এখানে যে বহু রাজ্য ছিল তাহার বহুল প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। সভ্যদেশ বা জনপদের রাজগণের নাম যে তৎকালীন ব্যক্তিগণ স্মরণ করিয়া রাখিত তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণই নাই। অবশ্য ঘটনাবহুল পাশ্চাত্য জাতিগণের কর্ম্মজীবনের কাহিনী স্মৃতি-সাহায্যে ধারণ করিয়া রাখা সহজ নয়, কিন্তু ভারতে যেখানের আদর্শ 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি,' কীর্ত্তিমান্ পুরুষই জীবিত থাকেন—আর কীর্ত্তি রক্ষার জন্য যে দেশের লোক লালায়িত এবং যে দেশের লোক বংশপরম্পরায় ধরাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সতত ব্যগ্র, সে দেশের লোক কীর্ত্তিমান্ নরপতির নাম স্মরণ করিয়া রাখিবে না কেন ? পুত্রপৌত্রাদির নিকট কীর্ত্তিমান্ প্রাতঃস্মরণীয় নরপতিদের পুণ্যকাহিনী বিবৃত করিবে না কেন ? তাই বলিতেছিলাম, এ দেশে পুণ্যাত্মা নরপতিদের নাম বিস্মৃত হইবার কোন কারণই নাই। ভারতের রাজন্যগণের বংশলতা সম্পূর্ণ অলীক নহে—মূলতঃ সত্য। তবে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে—স্মৃতির সাহায্যে ধৃত মুখে মুখে পরিচালিত নামগুলির মধ্যে স্মৃতিশক্তির অল্পতাবশতই হউক অথবা ভ্রমবশতই হউক দুই একটী ভুল থাকিতে পারে। তারপর প্রাচীন বংশলতাকে যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলেও কি একথা বলা যাইতে পারে না যে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। অতীতকালে ব্যক্তি-বিশেষের বা রাজন্যবর্গের যে জাল বংশলতাও প্রচারিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন ভুলই নাই। তবে একথাও সত্য, মিথ্যা প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন

সত্য যে ছিল তৎসম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই ; আর সত্যের মর্য্যাদা এতদূর ছিল যে, মিথ্যাকে তাহার স্থানে চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মিথ্যা বংশলতা, প্রকৃত বংশলতার অনুকরণ করিয়া থাকে। একথা কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না যে, সত্য বংশলতার আদৌ অস্তিত্ব না থাকিলে মানুষে একটা কাল্পনিক বংশলতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের যথার্থ বংশলতা তখনই সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়, যখনই সেই ব্যক্তি আপনার দলের ভিতর দলপতি হইয়া রাষ্ট্র অথবা জাতিগঠনে ও সংরক্ষণে সহায়তা করেন। আবার কালক্রমে যখন উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে প্রধান, দলপতি বা নৃপতির পদ অন্যে পাইয়া থাকেন, তখন তাহার নাম বংশতালিকায় সংযোজিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সভ্যতার সৃষ্টি হইতে বংশলতা রক্ষারও প্রচলন হইয়াছে। অবশ্য যিনি প্রথমে রাজ্য বা নগর বা জনপদ স্থাপন করেন, তাঁহার জীবনের সহিত মানব অলৌকিক ঘটনা সংযুক্ত করিয়া কখনও তাঁহাকে চন্দ্রদেব বা সূর্য্যদেবের পুত্র বলিয়া, কখনও বা অতিপ্রাকৃতজীবের সন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়া থাকে; এবং তখন হইতে কেবল তাঁহার নয়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের নাম তাঁহার নামের সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। এইরূপে তাঁহার দেহান্তে তাঁহার বংশধরের নামও ঐ তালিকায় সংযুক্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে বংশলতা প্রায়শঃ সত্য।

সভ্যতার আদিমযুগ হইতে প্রকৃত বংশলতা যে বিদ্যমান ছিল তাহাতে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। জাল কৃত্রিম বংশলতা উদ্ভাবন করিবার পূর্ব্বে এবং তাহাকে সত্য বলিয়া চালাইবার পূর্ব্বে যে যথার্থ বংশলতা ছিল তাহাও ঠিক। জাল বংশলতা প্রচারের আবশ্যকতা তখনই হয়, যখন কোন নূতন দলপতি প্রাধান্যলাভ করেন; কারণ তিনি যে সদ্বংশজাত ও তাঁহার বংশগৌরব উজ্জ্বল তাহা সাধারণের নিকট প্রচার করিবার জন্য কৃত্রিম বংশলতার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রাধান্য-প্রাপ্ত নিম্নজাতীয় ব্যক্তির জন্যই কৃত্রিম বংশলতার সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের এবং অর্ব্বাচীন কালের ভারতে যে কৃত্রিম বংশলতা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পুরাণে এইরূপ কৃত্রিম বংশলতা পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই সকল পুরাণ প্রাচীন নহে—অর্ব্বাচীন কালের রচনা।

ভারতবাসী বংশগৌরবে গৌরবান্বিত থাকিতে যত্নবান্। পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিতে ভারতবাসী ভালবাসেন এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী

সংরক্ষণ করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কবি ও চারণদিগের গানে ও গাথায়, পুরোহিত ও ভাটদিগের কুলপঞ্জিকায় সেই সকল কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে সকল নরপতির যশোগৌরবে বংশ সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহাদের বংশলতায় কৃত্রিম কোন কিছু প্রবেশ করিতে পারে না। যখন সেই সকল নরপতি জীবিত থাকেন, তখন জাল করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, আর তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর ত কোনরূপ আবশ্যক হইবে না।

দীর্ঘকালব্যাপী বংশপত্রের দু'একস্থলে ভুলভ্রান্তি হইতে পারে। পার্জ্জিটার সাহেব এইরূপ ভ্রমের দু'একটী নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি বলেন, বিশ্বামিত্র হইতে কান্যকুব্জ-বংশের আরম্ভ হইয়াছে, কাশীবংশ ভ্রমক্রমে পৌরবশ্রেষ্ঠ ভারতনৃপতির বংশধরের বলিয়া কোন কোন পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের নামও ঠিক নয়। ঐতিহাসিক তথ্য যথাযথভাবে বর্ণনা-বিষয়ে তাদৃশ সাবধানতার অভাবে মাঝে মাঝে অনেক নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য রক্ষণ বিষয়ে চেষ্টাও ইহার অন্যতম কারণ। কিন্তু কান্যকুব্জ ও কাশীবংশের যে ভুল তাহা ঐ কারণে নয়। সে ভুল ইচ্ছাকৃত, কৃত্রিম ব্যাপারকে চালাইবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা কি কখনও ফলবতী হইতে পারিয়াছে ? না কখনও পারিত ? এ চেষ্টা যে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তাহার কারণ অন্যান্য পুরাণে প্রকৃত বংশলতা ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং শেষোক্ত প্রমাণগুলি যে বিশ্বাসযোগ্য তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। উত্তর ভারতে চিরাচরিত অবদান-সাহায্যে প্রকৃত বংশলতা জানিতে পারা যায়। সেখানে কৃত্রিম বংশলতা চালাইবার চেষ্টা বিফল। তথাকার রাজসভায় যে চারণ ও কবি থাকিত তাহা নহে—অন্যত্রও থাকিত। একস্থানে ভুল থাকিতে পারে ; কিন্তু সকল স্থানেই যে এক ভুল হইবে এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে যে ভ্রমের নিদর্শন দেখান হইয়াছে, এটীও তাহার অপর একটী কারণ। কান্যকুব্জবংশ ও ভারতবংশ যে অভিন্ন এরূপ স্থির করিবার একটা বিশেষ কারণও আছে ; কারণটী এই :—অনেক ব্রাহ্মণবংশ এই বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং এইরূপে এই বংশোদ্ভব দেখাইতে পারিলে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বে সমাজে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। অধিকাংশ পুরাণে কিন্তু এই দুই বংশকে একবংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। দুইখানি পুরাণে ভুল বংশলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দুইখানি পুরাণের অন্যত্র যথার্থ বংশলতাও প্রদত্ত হইয়াছে।

দুই সহস্র বৎসরের বহুপূর্ব্ব হইতে রামায়ণ যে ভারতের একখানি প্রসিদ্ধ মহাকাব্য তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু সূর্য্যবংশের মিথ্যা তালিকা রামায়ণে প্রকাশিত হইয়াও আদৃত হয় নাই; কারণ অন্যান্য পুরাণের তালিকার সহিত ঐ তালিকার ঐক্য নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামায়ণের ন্যায় মহাগ্রন্থ-বর্ণিত একটা ভ্রমাত্মক বংশতালিকা যখন সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল না, তখন অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারা যায় যে, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ কৃত্রিম একটা বংশতালিকা ভারতে চলিতে পারে না।

অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকেও কখন কখন জাল বংশলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাজন্যবর্গের বংশলতার সহিত এগুলির পার্থক্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টি বিষয়ে দক্ষের বৃত্তান্ত, পিতৃগণের বংশলতা, অগ্নির উৎপত্তি ও বিভিন্ন প্রকারের অগ্নির বিবর্ত্তন ইত্যাদি ব্যাপার কৃত্রিম। পূর্ব্বোক্তরূপ বংশলতার অনুকরণে এগুলি যে গ্রথিত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এগুলি কৃত্রিম বলিয়া অনুমিত হইবে। অপর্য্যাপ্ত উপাদান হইতেও কখন কখন বংশলতা সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। তথাকথিত ভার্গব, আত্রেয়, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় যাহা ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও প্রকৃত নহে। এগুলিতে বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়; কয়েক পুরুষের যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়; তদ্ভিন্ন এগুলিতে কেবল ঋষি ও গোত্রের নাম নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবেই পাওয়া যায়। এই বংশলতাগুলি মৌলিক নহে। অন্যান্য গ্রন্থ-প্রদত্ত তালিকার সংগ্রহ মাত্র। এই বংশলতা রাজন্যবর্গের বংশলতার অনুকরণে অর্ব্বাচীন কালে রচিত হইয়াছে। এগুলির সংগ্রহকারক সাধ্যমত কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। যদি প্রকৃত বংশলতার অস্তিত্ব না থাকিত এবং বংশগুলির খ্যাতি প্রতিপত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কৃত্রিম বংশলতা এবং ব্রাহ্মণবংশ কখনই রচিত হইতে পারিত না। রাজন্যবর্গের প্রকৃত বংশলতা ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন বংশের প্রকৃত তালিকা পাওয়া যায় না। এই রাজগণের সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই ক্ষত্রিয়দিগের বংশলতার অনুকরণে অপর কয়েকটী বংশতালিকা সৃষ্ট হইয়াছিল। কোন্ বংশতালিকা কৃত্রিম এবং উভয় তালিকার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা উভয় বংশলতা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

রাজন্যবর্গের বংশলতা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা ইহা ইচ্ছা করিয়া রক্ষা করেন নাই বা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বলিয়াও এ কার্য্য করেন নাই। এগুলি রাজসভার কর্ম্মচারী দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। রাজার উত্তরাধিকারীর নামাদি অত্যাবশ্যক বলিয়া এগুলি রক্ষিত হইত। ইহাদিগের রক্ষার ভার রাজচারণদিগের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে সযত্নে এ গুলির রক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে—রাজকর্ম্মচারিস্বরূপে তাঁহারা এ গুলির রক্ষক ছিলেন। পুরাকালের ঋষিরা অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা এই সকল সাংসারিক ব্যাপারে বেশী মনোনিবেশ করিতেন না—জগতের স্থায়ী উপকার সাধন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল। তাঁহারা আপন বংশলতা রক্ষণ করিতে কখনই প্রয়াসী হ'ন নাই। যদি এরূপ বংশলতা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে যে ব্রাহ্মণেরা দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিক্ষার অধিকাংশ উপাদান সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তবে কি তাঁহারা তাঁহাদের বংশলতা রক্ষা করিতেন না? তাঁহারা কেবল প্রাচীন কবিগণের বংশলতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আর যখন দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণেরা সমগ্র বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র যাহা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার প্রতি অক্ষর স্মৃতির সাহায্যে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তখন কি বিশ্বাস করিতে পারা যায় না যে, ব্রাহ্মণ, ভাট ও চারণদিগের রক্ষিত বংশলতা সত্য? সুপণ্ডিত পার্জিটার সাহেব বহু গবেষণা করিয়া ভারতীয় প্রাচীন বংশাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এইগুলি বিশ্বাস্য কি না তদ্বিষয়ে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি সমুদয় দিয়াছেন তৎসমুদয়ের অনুসরণ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। সকল দিক্ বিচার করিয়া বলিতে হয় যে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশের তালিকাগুলি সত্য এবং উহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া গ্রহণীয় হওয়া উচিত। আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা যে সত্য তাহার অন্য একটী প্রমাণ এই যে, এইগুলির সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্য, আর্য্যদিগের ভারত-অধিকার এবং উত্তরভারত, পূর্ব্বভারত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চন্দ্রবংশের বিস্তৃতি বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

দুই সহস্র বৎসরের বহুপূর্ব্ব হইতে রামায়ণ যে ভারতের একখানি প্রসিদ্ধ মহাকা তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু সূর্য্যবংশের মিথ্যা তালিকা রামায়ণে প্রকাশি হইয়াও আদৃত হয় নাই ; কারণ অন্যান্য পুরাণের তালিকার সহিত ঐ তালিকা ঐক্য নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামায়ণের ন্যায় মহাগ্রন্থ-বর্ণিত এক ভ্রমাত্মক বংশতালিকা যখন সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল না, তখন অকু চিত্তে বলিতে পারা যায় যে, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ কৃত্রিম একটা বংশতালিকা ভারতে চলিতে পারে না।

অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকেও কখন কখন জাল বংশলতা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু রাজন্যবর্গের বংশলতার সহিত এগুলির পার্থক্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টি বিষয়ে দক্ষের বৃত্তান্ত, পিতৃগণের বংশলতা, অগ্নির উৎপত্তি ও বিভি প্রকারের অগ্নির বিবর্ত্তন ইত্যাদি ব্যাপার কৃত্রিম। পূর্ব্বোক্তরূপ বংশলতা অনুকরণে এগুলি যে গ্রথিত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এগুলি কৃত্রিম বলিয়া অনুমিত হইবে। অপর্য্যাপ্ত উপাদান হইতেও কখন কখন বংশলতা সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। তথাকথিত ভার্গব, আত্রেয়, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় যাহা ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা প্রকৃত নহে। এগুলিতে বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় ; কয়েক পুরুষের যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় ; তদ্ভিন্ন এগুলিতে কেবল ঋষি ও গোত্রের নাম নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবেই পাওয়া যায়। এই বংশলতাগুলি মৌলিক নহে। অন্যান্য গ্রন্থ-প্রদত্ত তালিকার সংগ্রহ মাত্র। এই বংশলতা রাজন্যবর্গের বংশ-লতার অনুকরণে অর্ব্বাচীন কালে রচিত হইয়াছে। এগুলির সংগ্রহকারক সাধ্যমত কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। যদি প্রকৃত বংশলতার অস্তিত্ব না থাকিত এবং বংশগুলির খ্যাতি প্রতিপত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কৃত্রিম বংশলতা এবং ব্রাহ্মণবংশ কখনই রচিত হইতে পারিত না। রাজন্যবর্গের প্রকৃত বংশলতা ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন বংশের প্রকৃত তালিকা পাওয়া যায় না। এই রাজগণের সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই ক্ষত্রিয়দিগের বংশলতার অনু-করণে অপর কয়েকটী বংশতালিকা সৃষ্ট হইয়াছিল। কোন্ বংশতালিকা কৃত্রিম এবং উভয় তালিকার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা উভয় বংশলতা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

রাজন্যবর্গের বংশলতা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু

তাঁহারা ইহা ইচ্ছা করিয়া রক্ষা করেন নাই বা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বলিয়াও এ কার্য্য করেন নাই। এগুলি রাজসভার কর্ম্মচারী দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। রাজার উত্তরাধিকারীর নামাদি অত্যাবশ্যক বলিয়া এগুলি রক্ষিত হইত। ইহাদিগের রক্ষার ভার রাজচারণদিগের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে সযত্নে এগুলির রক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে—রাজকর্ম্মচারিস্বরূপে তাঁহারা এগুলির রক্ষক ছিলেন। পুরাকালের ঋষিরা অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা এই সকল সাংসা-রিক ব্যাপারে বেশী মনোনিবেশ করিতেন না—জগতের স্থায়ী উপকার সাধন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল। তাঁহারা আপন বংশলতা রক্ষণ করিতে কখনই প্রয়াসী হ'ন নাই। যদি এরূপ বংশলতা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে যে ব্রাহ্মণেরা দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিক্ষার অধিকাংশ উপাদান সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তবে কি তাঁহারা তাঁহাদের বংশলতা রক্ষা করিতেন না? তাঁহারা কেবল প্রাচীন কবিগণের বংশলতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আর যখন দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণেরা সমগ্র বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র যাহা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার প্রতি অক্ষর স্মৃতির সাহায্যে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তখন কি বিশ্বাস করিতে পারা যায় না যে, ব্রাহ্মণ, ভাট ও চারণদিগের রক্ষিত বংশলতা সত্য? সুপণ্ডিত পার্জিটার সাহেব বহু গবেষণা করিয়া ভারতীয় প্রাচীন বংশাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এইগুলি বিশ্বাস্য কি না তদ্বিষয়ে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি সমুদয় দিয়াছেন তৎসমুদয়ের অনু-সরণ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। সকল দিক্ বিচার করিয়া বলিতে হয় যে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশের তালিকাগুলি সত্য এবং উহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া গ্রহণীয় হওয়া উচিত। আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা যে সত্য তাহার অন্য একটী প্রমাণ এই যে, এইগুলির সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্য, আর্য্যদিগের ভারত-অধিকার এবং উত্তরভারত, পূর্ব্বভারত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চন্দ্রবংশের বিস্তৃতি বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মহাজাগরণ

দেবতা আমার, রয়েছ সতত জাগি
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই, এ বিশ্বের লাগি।
কবে কোন্ শুভক্ষণে কেহ নাহি জানে,
বিশ্বেরে গড়িতে ইচ্ছা জাগিল পরাণে।
সে অবধি অই তব বিশাল নয়নে
পড়েনি পলক কভু, কভু বা স্বপনে
জাগে নাই ভ্রান্তি-ছবি। ওহে অস্বপন!
পলক-বিহীন তব মহাজাগরণ।
এ শ্রমের কভু কিহে হবে অবসান?
বিশ্ব-যন্ত্রে বেঁধে দিছ তুমি যেই গান
তান লয় সুসঙ্গত :—দুঃখেতে রোদন,
সুখে হাসি ফুটে নিত্য, জনমে মরণ;
স্বপ্নাধ্যায় জীবনের সুখ দুঃখ যত,
এ পারের ও পারের সেতু-বন্ধ মত
মরণ সরল পথ। হে মোর সুন্দর!
কি সুন্দর গড়িয়াছ তব খেলা-ঘর।
মাতৃবুকে আছ তুমি স্নেহরূপে জাগি,
দয়ারূপে ছুটে এস দরিদ্রের লাগি।
রক্ত-আঁখি ফুটে তব উঠে অনাচারে,
আলোময়ী মূর্ত্তি তব জাগে অন্ধকারে!
পুরাতনে জেগে উঠ নবীনের বেশে,
পূর্ণ তুমি ভরে আছ অভাবের দেশে।
নিরাশায় আশারূপে জেগে আছ তুমি,
তোমার জাগ্রত দৃষ্টি সারা বিশ্বভূমি।

শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন

কলিকাতার আট বাবু

খৃষ্টীয় অষ্টাবিংশ শতকের শেষভাগে ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে তৎকালিক বিলাসিতার লীলাক্ষেত্র ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত সুবৃহৎ কলিকাতা সহরে আট জন বাবুর প্রতিপত্তি ও খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। ঐ বাবুদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই অপর বাবুদিগের অপেক্ষা আপনাকে অধিকতর অমিতব্যয়ী প্রমাণ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত থাকিতেন এবং স্বীয় স্বীয় ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। ঐ সকল বাবুগণ অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। তাঁহাদিগের ভৃত্যগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে সপ্তমস্বর্গে তুলিয়া দিয়া নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হইত না; তাঁহাদিগের টাকা রৌদ্রে শুকাইয়া মণকরা আড়াই সের শুখ্তি বাদ দিতে পরাঙ্মুখ হইত না এবং বাবুগণ ঐরূপ অসঙ্গত ব্যাপার বুঝিয়া ও জানিয়া হেলায় তাঁহাদিগকে ঐরূপ অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দিতেন। এমন কি, বৎসরান্তে দোল দুর্গোৎসবের সময়ে তাহারা রাজপ্রাসাদের ন্যায় শোভাযুক্ত হর্ম্ম্য সজ্জিত কাচনির্ম্মিত বড় বড় ঝাড় লণ্ঠনগুলি উইতে খাইয়া গিয়াছে বলিয়া ঐ সকল দ্রব্য পুনরায় ক্রয় করিবার আবশ্যক আছে, ঐ বাবুদিগকে জানাইলে তাঁহারাও সেই প্রার্থনায় অনুমতি দিতেন। এইরূপে তাহারা তাহাদিগকে পূর্ণ মাত্রায় বঞ্চনা করিত। বাবুগণও পক্ষান্তরে নিজ নিজ সম্মান ও বাবুগিরি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অকাতরে ঐরূপ অন্যায় কার্য্য আপনার অনিষ্ট সত্ত্বেও সমর্থন করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে তাঁহাদিগের ইহাতে সম্মান বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহারা যে ঐ সকল কার্য্য অন্যায় বলিয়া জানিতেন না, এমত নহে, পরন্তু তাঁহাদিগকে ঐরূপভাবে কার্য্য করিতে দেখিয়া কেহ তাহা-দিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিতেন যে ঐ সকল ব্যক্তির অর্থের আবশ্যক না থাকিলে তাহারা বা কোন্ সাহসে তাঁহাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অসঙ্গত কথা প্রস্তাব করিয়া খরচের জন্য আবেদন করিতে অগ্রসর হয়। অতএব তাহাদিগের উহা দোষাবহ নহে। পক্ষান্তরে তাঁহারা বাবু হইয়া যাচককে কি করিয়া ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন? উহা করিলে তাঁহাদিগেরই বা কি প্রকারে বাবুগিরি হইবে?

এই আট জন বাবুদিগের মধ্যে তন্নুবাবুই শ্রেষ্ঠতম বাবু ছিলেন। তিনি

কলিকাতার হাটখোলা দত্তবংশে খ্যাতনামা মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রামজ দত্ত। শৈশবাবস্থা হইতেই লক্ষীর ক্রোড়ে পালিত হইয়া কি করিয়া যে অ উপার্জ্জন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। অর্থের সদ্ব্যবহার করা ত দূরের কথা তাহা লইয়া সর্ব্বদাই বাবুয়ানার চরমসীমায় খরচ করিতে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। সেই সময়ের লোকে তাঁহাকে 'বাবু তো বাবু তনু বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাঁহার পরবর্ত্তীকালেও লোকে বাবুয়ানার উপমা দিতে হইলে সর্ব্বদাই তনুবাবুর সম্বন্ধে কোন একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐ সম্বন্ধে মহিমা প্রচার করিত। তিনি প্রত্যহ নূতন নূতন বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং ঐ বস্ত্রগুলি ঢাকা হইতে বহুমূল্যে ক্রীত ও সুন্দররূপে ধৌত হইয়া আসিত। তাঁহার কোমরে দাগ যাহাতে না পড়ে তজ্জন্য ঐ বস্ত্রের এক দিকের পাড় কাটিয়া ফেলা হইত এবং ঐ বস্ত্র একবার পরিত্যাগ করিলে উহা পুনরায় তাঁহার ব্যবহারের উপযুক্ত হইত না। শুনা যায় যে ঐ বস্ত্রগুলি প্রত্যেকটী তৎকালে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইত। তাঁহার অট্টালিকার উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ প্রত্যহ আতর ও গোলাপ জলে ধৌত হইত। রাত্রিকালে তাঁহার গৃহে শত শত ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিত এবং সে গুলির আলো এত অধিক হইত যে, যে কেহ রাত্রিকালে সেই আলোক দ্বারা অক্লেশে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন। বর্ত্তমানকালে বৈদ্যুতিক আলোক অবশ্যই অল্প ব্যয়ে অধিকতর জ্যোতি প্রদান করে,কিন্তু তৎকালে ঐরূপ আলো পাইতে হইলে বহু অর্থের আবশ্যক হইত। তাঁহার বাটীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যতীত পিত্তল কাঁসা ব্যবহৃত হইত না। শুনা যায় যে, শতাধিক স্বর্ণ ও রৌপ্য থালা প্রত্যহ তাঁহার বাটীতে আহারান্তে ধৌত ও মার্জ্জিত হইবার জন্য উঠানে পড়িত। তিনি বৃহৎ বৃহৎ ভোজ দিতে বড়ই ভালবাসিতেন এবং তৎকালে বড় বড় সাহেবগণও ঐ সকল ভোজে যোগদান করিতেন। কিন্তু তাহাতে তিনি কখন অহিন্দু ব্যবহার করিতেন না। সাহেবদিগকে স্বতন্ত্র ঘরে বসাইয়া আপনারা অন্য ঘরে এক সময়ে খাইতে বসিতেন। দুই ঘরের মধ্যে দ্বার খোলা থাকিত। ঐ সকল ভোজে গান, বাজনা ও তামাসা প্রভৃতি সমস্তই হইত এবং উহাতে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত।

তিনি অকাতরে অজস্র অর্থ দান করিতেন। যে কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি কখনই তাহাকে বিমুখ করিতেন না এবং থলির মধ্য হইতে এক মুষ্টিতে যাহা উঠিত তৎপরিমিত মুদ্রা তিনি

যাচককে দিতেন; তাহাতে তাহাদিগের অনেক সময়ে দারিদ্র্য-দুঃখ অপনোদিত হইত। কলিকাতার অন্যান্য বন্ধুগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অপেক্ষা বাবুগিরিতে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা করিয়াও অসমর্থ হইলে সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতেন এবং হিংসা করিয়া সর্ব্বদাই তনুবাবুর নিকট বাবুগিরির পরীক্ষা করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিতেন। তনুবাবুও পক্ষান্তরে সে সকল বুঝিতে পারিতেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। এখানে একটী ঐরূপ ঘটনা—যাহা আমরা শ্রুত হইয়াছি—উল্লেখযোগ্য মনে করিয়া প্রকাশ করা হইল। কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কর্ণে পুঁজ হওয়ায় ডাক্তার তাঁহাকে আতর ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ আতর সহজে সংগ্রহ করিতে না পারায় বাবুদিগের নিকট উহা ভিক্ষা করিবেন স্থির করিয়া প্রথমতঃ বাগবাজারে তাহার পাড়ায় সেই সময়ের বাবু গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট কিছু আতরের জন্য আবেদন করিলেন। গোকুল বাবুর নিকট তখন আরও ২।১ জন বাবু উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য স্থির করিলেন যে, যখন তনুবাবুর বাটী আতরে ছাদ হইতে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত প্রত্যহ ধৌত হয়,তখন ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার নিকট পাঠাইলে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন দেখিতে হইবে। তাঁহারা আরও জানিতেন যে, দত্তবাড়ীতে দান দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পাত্র দিতে নাই বলিয়া একটী প্রবাদ আছে, তাহাতে তনুবাবু যখন উহাকে আতর লইয়া যাইবার জন্য পাত্র আনিতে বলিবেন, তখন তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণের দ্বারা একটী বৃহৎ ঘড়া পাঠাইয়া দিবেন। বস্তুতঃ তনুবাবুকে অপ্রস্তুতে ফেলিবার জন্য ঐরূপ মন্ত্রণা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে গোকুল বাবু বলিলেন, "বাবু তো বাবু তনুবাবু, তুমি হাটখোলায় গিয়া তনুবাবুর নিকট আতর যাচ্ঞা কর, তিনি যাহা দিবেন তাহা আমাকে দেখাইয়া লইয়া যাইও।" ব্রাহ্মণ গোকুল বাবুর আজ্ঞায় প্রাতেই তনুবাবুর বাটীতে আসিয়া একেবারে তনুবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কারণ তনুবাবু সেই সময়ে স্নানের জন্য তৈল মাখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ আতর ভিক্ষা চাহিলে দত্তবাড়ীর প্রথামত ঐ ব্রাহ্মণকে তিনি একটী পাত্র আনিয়া আতর লইয়া যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ কিছু দুঃখিত হইয়া পাত্র কোথায় পাইবেন তজ্জন্য চিন্তিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে গোকুল বাবুকে তিনি যাহা পাইয়াছেন তাহা দেখাইতে হইবে, অতএব তাঁহারই নিকট গিয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিবেদন করিয়া একটী পাত্র চাহিয়া লইয়া আতর লইয়া যাইবেন। এরূপ স্থির করিয়া গোকুল বাবুকে মনোভিপ্রায় জানাইলে তিনি

একটী বৃহৎ ঘড়া ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন যে "তুমি এই পাত্রটী লইয়া গি তনুবাবুর নিকট আতর ভিক্ষা কর।" ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ ঘড়াটী লইয়া তৎপর দিবস পুনরায় স্নানের সময়ে তনুবাবুর সাক্ষাতে ঘড়াটী স্থাপন করিয়া পুনর্ব আনিয়াছি বলিয়া জানাইলেন। তনুবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটী বুঝিয়া লইয়া তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে ঐ ঘড়া পূরাইয়া আতর দিতে অনুমতি করিলেন। কর্ম্মচারি-গণ অতটা আতর ঘরে নাই জানাইলে, তনুবাবু উহা বাজার হইতে তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া দিতে বলিলেন। সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা সেই মুহূর্ত্তেই পালিত হইলে আতরপূর্ণ ঘড়াটী ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইল। শুনা যায় যে, পাঁচ ছয় হাজার টাকার আতর সেই দিবস ক্রয় করিয়া ঘড়া পূরণ করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ আতর লাভ করিয়া আনন্দে গোকুল বাবুর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি ঘড়া-পূর্ণ আতর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং তনুবাবুর বাবুয়ানার মাত্রা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "বাবু তোমার কাণে পূঁজ হইয়াছে তজ্জন্য কিছু আতর ঔষধরূপ ব্যবহার করিবার জন্য আবশ্যক। অতএব আমি তোমাকে একশিশি আতর ও নগদ ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দিতেছি, তুমি ইহা লইয়া গিয়া রোগমুক্ত হও। এক ঘড়া আতরে তোমার কোন আবশ্যক নাই।" ব্রাহ্মণ আতরের মূল্য কত তাহা জানিতেন না। সেই ৫০০৲ টাকা ও এক শিশি আতর পাইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাবুদিগের মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্য কাহার কত বেশী তাহা দেখাইতে গিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদিগের খেয়ালের পরিচয় মাত্র আমরা এক্ষণে পাইয়া থাকি।

তনুবাবুর আরো অনেক খেয়ালের কথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে এস্থলে আর একটী ঘটনা বর্ণনা করা হইতেছে। তৎকালে নীলমণি হালদার নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও অনেক সময়ে তনুবাবুর তুল্য বাবুয়ানা করিতেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া কারুকার্য্যখচিত অতুলনীয় একখানি দর্পণ বিলাত হইতে আনয়ন করেন, এবং সেইখানি তনুবাবুকে দেখাইবার জন্য প্রেরণ করেন। তনুবাবু তাহা প্রাপ্ত হইয়া উহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করিয়া একস্থানে একটু দাগ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় খড়ম দ্বারা ঐ সুবৃহৎ মূল্যবান্ দর্পণখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, বলিয়া পাঠান যে, নীলমণি হালদারের বাটীতে ঐরূপ দাগযুক্ত আয়না শোভা পায় না এবং উহার মূল্য যাহা তিনি শুনিয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ তাহা হালদার বাবুকে পাঠাইয়া দিয়া একখানি

উহা অপেক্ষা সুন্দর নিখুঁত দর্পণ বিলাত হইতে আনাইবার পরামর্শ দেন। তাহাতে নীলমণি বাবুর দর্প চূর্ণ হয়। কথিত আছে উক্ত বাবু তৎকালে লাট সাহেবের ন্যায় আট ঘোড়ার গাড়ী ভিন্ন চলিতেন না। নীলমণি বাবু চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদারের ভ্রাতা এবং পরে উক্ত ভ্রাতার সহিত জড়িত হইয়া লাঞ্ছিত হন।

রামতনু ও নীলমণি হালদার ব্যতীত আমরা গোকুলচন্দ্র মিত্রের নাম ইতোমধ্যে পাইয়াছি। গোকুলচন্দ্র সীতারাম মিত্রের পুত্র। তাঁহার আদিম নিবাস বালীগ্রামে ছিল। তথা হইতে তাঁহারা কলিকাতা বাগ্‌বাজারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি লবণের ব্যবসা করিয়া বহু ধনোপার্জ্জন করেন। আমরা বাগ্‌বাজারে যে মদনমোহন ঠাকুর দেখিতে পাই, উহা গোকুলচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে, উক্ত রাজা কোন সময়ে ভ্রাতা চৈতন্যচরণের সহিত বিবাদ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলে তাঁহাকে গোকুলচন্দ্র লক্ষ টাকা কর্জ্জ দেন এবং ঐ কর্জ্জ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে গোকুলচন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে মদনমোহন ঠাকুরটী লাভ করেন। গোকুলচন্দ্র বহু অর্থব্যয় করিয়া বাগ্‌বাজারে মদনমোহনের মন্দির ও দালান করিয়া গিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ উক্ত আটজন বাবুর মধ্যে অন্যতম বাবু। তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে আবদ্ধ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনিও বাবুয়ানী করিয়া অনেক অর্থ অপব্যয় করেন। রাজা রাজকৃষ্ণ ব্যতীত আমরা সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষ ছাতু সিংহ মহাশয়কে একজন সে কালের বাবু বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা জোড়াশাঁকো-নিবাসী দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ। রংপুরের কলেক্টর গ্রাড্‌উইন সাহেবের দেওয়ান বারাণসী ঘোষ শান্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন। সিংহবংশীয় ছাতুবাবু পরবর্ত্তী-কালের রামদুলালের পুত্র ছাতুবাবু অপেক্ষা বাবুয়ানীতে কোন অংশে কম ছিলেন না।

চোরবাগান মিত্র বংশেও একজন বাবু সেই সময়ে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ঠাকুর বংশে দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও সুবর্ণবণিক্‌দিগের মধ্যে রাজা সুখময় উভয়েই বাবু নামে সে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুর, পঞ্চানন ঠাকুরের পৌত্র এবং স্বর্গীয় মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রপিতামহ।

পঞ্চানন ঠাকুর গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বাস করেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুর চন্দননগরে দিগের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বাবুয়ানী করিবার জন্য অনেক করিতেন। একবার বহু অর্থব্যয় সমন্বয় করিয়া পিরালী আখ্যা হইতে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা সুখময়ের অক্ষয়কীর্ত্তি কলিকাতা পুরী পর্য্যন্ত সড়কটী এখনো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাক্ষ্য দিতেছে। এই অমিতব্যয়ের পরিচয় নহে, বরং সকলের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়া রাজা সুখময় নকুধরের দৌহিত্র এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী ছিলে তাঁহার বাবুয়ানা সৌখিনতা ও বিলাসিতা যথেষ্ট ছিল।

এই আটজন বাবুর মধ্যে অধিকাংশই কায়স্থ, আর কলিকাতার প্রাচীন অবস্থায় কায়স্থ অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী ছিল। অন্যান্য বর্ণে ঠাকুর বংশীয়, শেঠ বসাক বংশীয় ও সুবর্ণবণিক্ নকুধরের দৌহিত্র কয়েক ঘর কলিকাতার অধিবাসিরূপে দেখিতে পাই। ইঁহারা সকলে ছিলেন ও তৎকালিক সমাজ ইঁহাদিগকে লইয়াই গঠিত হইত। আমরা সময়ের কথা বলিতেছি তাহার পরবর্ত্তিকালেও কয়েকজন বাবু হইয়াছিলে কিন্তু আটজনই কলিকাতার প্রথম বাবু।

শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত

হাভাতের মেয়ে

(২)

(গল্প)

কাঞ্চন-নগরে অখিল বাবুর বাটীতে আজ মহাধুম, তিনি ভিটামাটী দিয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন। পৈতৃক ভিটা অনেক দিন স্বাধীনতা করিয়াছে, সুতরাং অখিল বাবু তাহাকে বাঁধা দিয়া মহা পৌরুষের করিয়াছেন। তাঁহার উর্দ্ধতন ৭।৮ পুরুষেরা কেহই এরূপ অসম সাহসের করিতে পারেন নাই, সুতরাং অখিলবাবু নিজ কৃতিত্বে গর্ব্বিত এবং আনন্দি হইয়া আত্মীয়স্বজনগণকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার এই কৃতিত্ব যদি আত্মী স্বজন না জানিল তবে কি ফল হইল; সুতরাং বরপণ দুই হাজার টাকার উপ অতিরিক্ত পাঁচ শত না হইলে আত্মীয়স্বজনকে বাটীতে আনা হয় না; কাজে

ভিটামাটী বাঁধা দিয়া, ২৫০০ টাকাই লইতে হইবে; কেননা, ওপাড়ার বোসজা ও বাটীর ছোটখুড়া, ছুতার পাড়ার মিছারাম দত্ত, কাঞ্চন-নগর কায়স্থ-সমাজের যাহাদিগকে মাথা বলিতে হয় সকলেই সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন। এই অযাচিত পরামর্শ তাঁহারা অবশ্য Gratis দিয়াছেন।

যাহা হউক অখিল বাবু তাঁহাদের পরামর্শমতেই হউক বা তাঁহার নিজের অথবা গৃহিণীর ইচ্ছায় হউক, অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ঋণ করিয়া তিনি আত্মীয়-স্বজনকে আনয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং ভিটামাটী বাঁধা পড়িলেও, বিবাহের আনন্দোৎসবের কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। সাতটার সময় বর ষ্টেশনে আসিবে; অখিল বাবু তাহার যোড়শবর্ষ বয়স্ক পুত্র অরুণকে বলিলেন, "বাবা অরুণ, তুমি ষ্টেশনে সুরেশকে গিয়া আগে থাকৃতে ৪।৫ খানি ঘোড়ার গাড়ী বন্দোবস্ত ক'রে রাখতে বলগে, কি জানি যদি সে সময় গাড়ী না পাওয়া যায়, আগে থাকৃতে ঠিক ক'রে রাখা ভাল।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া অরুণচন্দ্র বেলা ৫টার সময়ই ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন।

সুরেশ অখিল বাবুর ভাগিনেয়। তাঁহার বাটীতে থাকিয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ বিভাগে সে কার্য্য করে। অরুণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "বড়দা, বাবা বলে দিলেন আগে থাকৃতে চার পাঁচখানি গাড়ী ঠিক ক'রে রাখুন।"

"আচ্ছা তুই বাড়ী যা।"

"না বড়দা, আমি তোমার সঙ্গে বর নিয়ে যাব, তোমার পায়ে পড়ি বড়দা।"

"তাইত তুই থাকৃবি, যদি কোন আবশ্যক পড়ে; আমাকে দেখ্‌ছি মামার কাছে বকুনি খেতে হ'বে। আচ্ছা থাক্ তুই।

সহসা রেলওয়ে বিভাগের তারে ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। সুরেশ তার ধরিয়া লিখিলেন—রেলওয়ে তার জরুরি—অখিল ঘোষ কাঞ্চননগর—অবিনাশ দত্ত তাহার পুত্র দ্বিজেনকে লইয়া দেবীপুরে নামিয়া অন্যত্র পুত্রের বিবাহ দিতে গেল, গাড়ী মিস্ করিয়াছি, এক্সপ্রেসে যাইব। যদি অমলার কোন উপায় করিতে পারেন দেখুন—অজিত। 'টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সুরেশের মুখ শুকাইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ হইল—তখনও তারের বিরাম নাই, সুরেশ আবার তার ধরিলেন—সিগনালার বর্দ্ধমান, দেবীপুরের ষ্টেশন মাষ্টার—মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে আমার

একটি বন্ধু একটি আঠারো ইঞ্চি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ফেলিয়া নামিয়া পড়িয়াছে, যদি অনুসন্ধান করিতে পারেন আপনার নিকট রাখিবেন।

তার ফেলিয়া রাখিয়া সুরেশ অরুণকে বলিল—অরুণ একখানা গাড়ী নিয়ে শীঘ্র বাটীতে এই টেলিগ্রাম নিয়ে মামাকে দিগে যা।”

“কেন কেন, কি হয়েছে বড়দা।”

“সর্ব্বনাশ হয়েছে—অমলার বিয়ে পণ্ড হল, জাত গেল, কি হবে। কি হবে?”

অরুণ চমকিত হইয়া টেলিগ্রামখানি পড়িতে যাইতেছিল, কিন্তু সুরেশ বাধা দিয়া বলিল “গাড়ীতে বসে পড়িস্, শীঘ্র বাড়ী যা, সাতটার মধ্যে আমার নড়বার যো নাই, নইলে আমিই যাইতাম।”

অরুণচন্দ্রের হস্ত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া পাঠ করিয়া অখিল বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। টেলিগ্রাম আসিলে, স্বভাবতঃই বাটীর লোকের ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে, বিশেষ যদি সেই বাটীতে আবার আত্মীয় কুটুম্ব থাকেন, তাঁহাদের ঔৎসুক্য বাটীর লোকদিগের অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং একে একে তাঁহারা প্রায় স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলেই বহির্বাটীতে আসিয়া অখিলচন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভীত চকিত নেত্রে অখিল বাবু সকলের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, “আর কি শুনতে এসেছেন, জাত গেল—দ্বিজেনকে নিয়ে দ্বিজেনের বাপ দেবীপুরে নেমে অন্য জায়গায় ছেলের বিয়ে দিতে গেছে।”

“আ বল কি” “ওমা কি সর্ব্বনাশ” “সেকি কথাগো” ইত্যাদি নানাপ্রকার বিস্ময়সূচক শব্দ সকল অভিধান পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়বৃন্দের মুখে আশ্রয় লইল, অনাভিধানিক অনেক শব্দও ব্যবহৃত হইল। অবশেষে বাটীর মধ্য হইতে উচ্চ ক্রন্দনের রোল উঠিতেই পাড়াপ্রতিবেশী চমকিত হইয়া ঘোষেদের বাটীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। জলে, অরণ্যে বা গৃহে অগ্নি লাগিলে অগ্নিদেব উন্মাদে দ্রুতগতি গমন করিলেও কপালে আগুন লাগার সহিত তুলনায় তাঁহাকে অথর্ব বলিতে হয়; দশ মিনিটের মধ্যে কাঞ্চননগরে এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বর্দ্ধমানবাসীই জানিতে পারিল যে, অখিল ঘোষের সর্ব্বনাশ হল, জাত গেল। কেবল রাজবাটীর দরজায় সঙ্গিন দেখিয়া তথায় সেদিন ভয়ে সে সংবাদ প্রবেশ করিতে পারে নাই। আনন্দোৎসবের পরিবর্ত্তে ঘোষেদের বাটী হইতে এখন কেবল শোকোচ্ছ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। আত্মীয়গণ গৃহস্থ অপেক্ষা অধিক চিন্তিত

অবশেষে ও-বাটীর ছোটখুড়া মহাশয় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের ন্যায়, সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “ভয় কি, ভগবান্ আছেন, তিনিই রক্ষা কর্‌বেন; অখিল, তুমি এখনি ইদিলপুরে পাল্কী পাঠাও, আমার সম্বন্ধী আছে, ভাবনা কি—কাণা হোক খোঁড়া হোক, জাত ত রক্ষে হবে।”

খুড়া মহাশয়ের প্রস্তাব শুনিয়া অখিলচন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু আত্মীয়বর্গ তাহাতেই সায় দিয়া বলিলেন, তা ভিন্ন আর উপায় কি? যার যেমন বরাত! অখিলচন্দ্র কোন উত্তর না করিলেও তরুণ যুবক অরুণ আর থাকিতে পারিল না, সে উচ্চরবে বলিল, “যান যান এখুনি সব বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, আপনাদের আর আত্মীয়তা জানাতে হবে না, বাবাকে প্রথমেই বলিয়াছিলাম বাবা, শকুনির পাল ডাকিয়া আনিবেন না—অমলাকে খুন করিব, তবু এই পাজী বেটাদের অভিপ্রায় মত তাহার বিবাহ দিব না।”

“কি, ছোট মুখে বড় কথা, পাজী এত বড় আস্পর্দ্ধা।”

তোমার বাড়ী গিয়ে গলাবাজী কর, শীঘ্র এখান থেকে বেরোও, নইলে অপমান ক’রে বার করে দেবে।

“আচ্ছা এর প্রতিশোধ যদি না দিতে পারি আমার নাম তারক ঘোষ নয়—” এই বলিয়া ছোটখুড়া মহাশয় প্রস্থান করিবার সময় আত্মীয়দিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গেলেন “আপনারা বুঝি উত্তম মধ্যম না খেয়ে, বিদায় হচ্চেন না”—“না না আমরাও আপনার সঙ্গী,” বলিয়া আত্মীয়গণ সমবেত আত্মীয়ামণ্ডলীকে বলিলেন, “নাওগো সব বেরিয়ে চল।” রমণীরা বলিলেন, ‘গাড়ী পাল্কী ডাক, বেরিয়ে কি রাস্তায় যাব নাকি।’

তারক ঘোষ বাবু ফিরিয়া বলিলেন, আমি থাকিতে আপনারা রাস্তায় যাবেন? সেকি, আপনারা আমারও আত্মীয়, আসুন, অনুগ্রহ করিয়া এখন আমার ওখানেই পায়ের ধূলা দিবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই অখিলের বাটী জনশূন্য হইল—অখিল দুঃখিত স্বরে বলিলেন, “বাবা অরুণ, তোমার কথা সত্য হইলেও তুমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, অমলার যদি বিয়ে না হয়, জাত যাবে তা জান?

“আপনার জাত কুটুম্ব নিয়ে আপনি থাকুন, আমি আমার বোন্‌কে নিয়ে গিয়ে ভিন্ন সমাজভুক্ত হইব, তবু আপনাদের কায়স্থ-সমাজে জাতি রাখিবার জন্য ইদিলপুরের মাণকে গেঁজেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে দিব না।” অন্য সময় পিতার কথার এরূপ উত্তর করিলে হয়ত অরুণের ভাগ্যে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যমের ব্যবস্থা হইত। বিপদের সময় বলিয়া, অরুণের পৃষ্ঠদেশ অক্ষত রহিল। বিশেষ সেই

সময়ে অরুণের গর্ভধারিণী আসিয়া বলিলেন, সেই ভাল, চল আজই আম কল্‌কাতায় চ'লে যাই, কালই সপরিবারে একসঙ্গে ভিন্ন সমাজে আশ্রয় গ্রহ করিব।

"তুমি বাছা কেমন লোকের মেয়েগা, একেবারেই কি অত অধীর হ অবিনাশ দত্তের বেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলোনি বলে কি মেয়ের বিয়ে প হয়ে গেল, তাই তোমরা এমন কচ্চ - ভাবছো কেন, একটুখানি বিলম্ব কর দেখনা কি হয়। আমি শুনে এলাম অজিত না কি অমলার বর নিয়ে আসছে।" অখিলচন্দ্র, গৃহিণী, অরুণ এবং দরজার পার্শ্ব হইতে অমলা পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখি একটি বর্ষীয়সী, মলিনবেশা স্ত্রীলোক তাহাদের বারাণ্ডার নিম্ন হইতে এই ক বলিতেছে—"তুমি কে মা!" এ বিপদের সময় কি কৈলাস থেকে আমা আশ্বাস দিতে নেমে এসেছ?" বলিয়া অরুণের মাতা তাহার নিকট সরিয়া আ লেন, স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল— না মা, আমি ভিখিরী পাঁচ জায়গায় ঘুরি, অ খবর পাই। এবাড়ীতে বিয়ে হবে শুনে আশা ক'রে আসছিলাম, পথে শুন বিয়ে ভেঙ্গে গেল। ফিরে যাচ্ছিলাম আবার শুনলাম, তোমাদের ছোট নাকি তোমার মেয়ের বর আনছে—তাই আবার ফিরে এলাম।" "এস মা এ "বলিয়া, অমলার মাতা স্ত্রীলোকটিকে, বাটীর মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য আ করিলেন, এমন সময় দূরে গাড়ীর শব্দ হইল। "ঐ বর আস্‌ছে" স্ত্রীলোকটির ওই বর আস্‌ছে শুনিয়া সকলে সেইদিকে তাকাইলেন। পর মুহূর্ত্তে ফিরিয়া দে আর রমণীকে দেখিতে পাইলেন না। বিস্মিত হইয়া সকলে চারিদিকে অ করিয়াও আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। এই অবসরে গাড়ীখানি বা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে কোচবাক্স হইতে লম্ফ দিয়া সুরেশ নামিয়া আ বাটীর বারাণ্ডায় উঠিয়া বলিল, "বড় মামীমা, বর এসেছে, তোমরা বরণ ক'রে ন অমলার মাতা ও খুড়ীমাতা চক্ষের জলের সহিত মুখের হাসি মিশাইয়া শাঁখ বা উলু দিয়া সন্তোষকুমারকে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। কুটুম্বিনীরা প্র করিয়াছিলেন বলিয়া সাহেবী পোষাকে বর আসায় কোন টীকা টিপ্পনী শু পাওয়া গেল না। ইত্যবসরে অজিতকুমার বাটীর মধ্য হইতে একখানি গর ধুতি ও চাদর লইয়া আসিয়া বলিলেন, "সন্তোষ ভাই পোযাক ছেড়ে ফে সন্তোযকুমার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অরুণ তাঁহাকে সা করিতে লাগিল, এদিকে কপালে আগুনের মত ক্ষিপ্রগামী অনলগতিকে প করিয়া, অমলার সাহেব বরের সহিত বিবাহ হইতেছে কথাটি সমস্ত

নগরময় প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল। ওদিকে ছুতার পাড়ায় মিছারাম দত্তের বাটীতে ওপাড়ার বোসজা ও ওবাটীর ছোটখুড়ার মিলন হইল। কত চুপিচুপি পরামর্শ হইল, তাহার পর বোসজা ও দত্তজা ঘোষেদের বাড়ী যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া অরুণ বলিল, "কাকা বাবু, কতকগুলি শকুনি উড়ে গিয়েছে আবার দুটি আস্‌ছে।"

"সে কিরে! ওত বোস্‌জা ও দত্তমশায়।"

"কেন আসচে জানেন?"

"কেন? বিয়ে দেখতে?"

"না কাকাবাবু বিয়ে দেখতে নয়, আপনাদের পরমাত্মীয় ওবাড়ীর ছোটখুড়ো পাড়ায় রটিয়ে দিয়েছেন, অমলার সাহেব বরের সঙ্গে বিয়ে হচ্চে, তাই দেখতে আসছে।"

"বটে, ভাল ক'রে বোসজা ও আর দত্তমশায়কে অভ্যর্থনা ক'রে বর দেখাগে—যখন দেখবে কে—একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখিস।" বিরক্তি ও ক্রোধের সহিত অরুণ কাকার আদেশ পালন করিতে গেল—বোসজা এবং দত্তমশায় বরসভাগৃহে গিয়া বরাসনে বর্দ্ধমানের এডিশনাল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্" কুলীনশ্রেষ্ঠ লক্ষপতি মৃত্যুঞ্জয় বসুমল্লিকের পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমারকে দেখিয়াই হতভম্ব হইয়া পরস্পরের প্রতি শুষ্ক ম্লানমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সুনম্রভাবে সুবোধ বালকের ন্যায় ধীরে ধীরে বরসভায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বসিতে হইল না; অজিত বাবু আসিয়া বলিলেন। 'যাহোক আপনারাও এসেছেন—আসুন আসুন—দত্তখুড়া আপনি ভাঁড়ার জিম্মা নিন—বোসজা তুমি লুচির ঘরে যাও।'

"যাব বইকি যাব বইকি, চল চল; কিন্তু জামাই বাবাজী একলা থাকবেন?"

"জামাই এখনি বাড়ীর মধ্যে যাবে। তার জন্য আপনাদের চিন্তা করিতে হবে না" বলিয়া অখিলচন্দ্র, দত্তজা ও বোসজাকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সাহেব জামাই আসিয়াছে সুতরাং ও বাটীর ছোটখুড়ার নবমবর্ষীয়া কন্যা ভূতি, পিতার বিশেষরূপ নিষেধসত্ত্বেও বাটী হইতে পলায়ন করিয়া বর দেখিতে আসিয়া অন্দরের দরজা হইতে উঁকি দিতেছিল, ভূতিকে দেখিয়া দত্তজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি বলিলেন 'কিরে ভূতি, বর দেখতে এসেছিস, আয় এদিকে এগিয়ে আয়। এই দেখ! কেমন বর বল দিকি?" ভূতি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "সাহেব বর কই, বাবা বারণ করেছিল বর দেখতে আসতে, এ সাহেব নয়, আমি

পালিয়ে এসেছি, দত্তজ্যাঠা, আমাকে বাড়ী রেখে এস, আমি আর এখন এখানে যেতে পারবো না।'

"আচ্ছা আচ্ছা চল চল, অখিল! আমি এই এলাম আর কি।"

আবার ঘোষেদের বাড়ীর বিবাহের নূতন সংবাদ বাহির হইল, চোরবাগানের মেত্তন মল্লিকের ছেলে বর্দ্ধমানের হাকিমের সঙ্গে অখিল ঘোষের মেয়ের বিয়ে, সাহেব টাহেব মিছে কথা। তারক খুড়া প্রমুখ আত্মীয়গণ এ সংবাদে মৃয়মান হইলেও যখন অজিতকুমার অরুণকে সঙ্গে লইয়া খুড়ামহাশয়ের বাটীতে আসিয়া বলিলেন, "মাপ চা পাজি ছুঁচো খুড়োকে অপমান, এত বড় আস্পর্দ্ধা"। তারক খুড়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, বাবাজী ওর সঙ্গে যে ঠাট্টা তামাসার সম্বন্ধ ও তামাসা করেছিল। আমিও তামাসা করে রাগভরে চলে এসেছিলাম। ঘাড় নাড়িয়া খুড়া একটু মৃদু হাসি হাসিলেন। "না না খুড়ো বুঝতে পারছ না, এখন না শাসন কল্লে এর পরে আরও বিগড়ে যাবে।"

"না না সোণার চাঁদ ছেলে, তাকে আর পায়ে ধরতে হবে না চল চল আমরা যাচ্চি। আসুন আপনারা সকলে, ছেলে মানুষের কথা আর ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনবেন না।"

আবার ঘোষেদের বাটী হইতে, বিবাহোৎসবের আনন্দ-কোলাহল উঠিতে হইতে লাগিল। অখিলচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না যে, তারক খুড়া প্রমুখ কুটুম্ব-গণকে আবার আহ্বান করিয়া আনেন, কিন্তু অজিত বলিল, একটা দোষের কথা হবে, আর আমাদের জিনিষ পত্র নষ্ট হবে—একটা মুখের কথা বই নয়—মনে মনে যা আছে থাক।

এমে পাশ করা ভ্রাতাকে সবজজ কোর্টের পেশকার অখিলচন্দ্র বালক বলিয়াই জানিতেন, তিনি তাহাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন—কিন্তু এক্ষণে তিনি তাহার বুদ্ধি বিবেচনায় চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—অজিত ঠিক কালের উপযুক্ত লোকই হয়েছে।

সন্তোষকুমার কলিকাতা হইয়া বর্দ্ধমান আসিবার তৃতীয় দিবসে উমাসুন্দরী 'সন্তোষের মাতা' সন্তোষের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সন্তোষ বিয়ে করেছে—আমাদের না জানিয়ে—এ যদি সন্তোষের হাতের লেখা না হতো ত অবিশ্বাস করতে পারতাম। এখন, উপায়! উনি যে, বন্দীঘাটে সরকারদের মেয়ে দেখতে গেছেন। না, সন্তোষ দেখছি আমাকে মহা বিপদেই ফেল্‌লে। তা কি করবো, আমার ছেলে আগে,

টাকা আগে, এখন বউমা'টি আমার মনের মত হয়, তাহলে আর আমার কোন ক্ষোভ থাকে না।

সন্তোষের সহিত অমলার বিবাহ দিয়া অজিতকুমার সন্তোষের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন মেত্তন মল্লিক সহজ লোক নয়—হয়ত পুত্রের সহিত তাহার চিরবিচ্ছেদ হইবে—যদিও তাহাতে অমলার কষ্ট হইবে না—অজিতের কষ্ট হইবে, হয়ত এই বিবাহ হইতে পিতার সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইল ভাবিয়া অজিত অমলাকে বিষচক্ষে দেখিবে। রাত্রি তিনটার সময় শয়ন করিলেও অজিতের নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষে উঠিয়া সে দিদির (সুরেশের মাতা) নিকট হইতে একশত টাকা লইয়া কিজন্যে কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং সেই টাকাটি খরচ করিয়া আসিল।

এদিকে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিবারণ বাবুর কন্যার সহিত সন্তোষকুমারের বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিতেছেন—শীঘ্রই নিবারণ বাবু পাকা-দেখার সওগাদ পাঠাইবেন—এইবার তিনি নির্ভয়ে পুত্রের বিবাহের কথা প্রকাশ করিতে পারেন—কেহ তাঁহাকে, কার্য্যে এবং বাক্যে ভিন্ন বলিতে পারিবে না।

গমনকালে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিবারণ বাবুর সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে মধ্যশ্রেণীতে আসিতেছিলেন, হুগলী হইতে দুই তিন ব্যক্তি সেই মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন—তাহার মধ্যে একজন বলিলেন "যাই বল, ও দলের মধ্যে মেত্তন মল্লিকই মানুষ তাঁর কাজে মুখে এক, ভদ্রলোকের জাত বাঁচালে, একটি পয়সা নিলে না। এই রকম লোক যদি দু-পাঁচ-জন একটু চেষ্টা করে—সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী এই বরপণ-প্রথা সমাজ হইতে উঠিয়া যায়।"

অপর একজন বলিলেন, "আমি শুনেছিলাম মেত্তন মল্লিক বন্দীঘাটে ছেলের বিয়ে দিবার চেষ্টা কচ্চে, চাইতে হবে না অথচ পঞ্চাশ হাজার পাবে।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "তা চেষ্টাত ছেলে মেয়ে থাকলেই লোকে করে থাকে—আর মেত্তন মল্লিক চেষ্টা করিলে বিয়েও হত, কিন্তু দেখ কি মহানুভব, কি স্বার্থত্যাগী!

"আর অবিনাশ দত্ত বেটা কি চশমখোর ছোটলোক।" বলিয়া অপর ব্যক্তি শ্রীরামপুরে নামিয়া গেলেন। তিনি একখানি খবরের কাগজ ফেলিয়া গিয়াছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু উপরোক্ত কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া বসিয়াছিলে এক্ষণে সেই ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত কাগজখানি লইয়া অন্যমনে নাড়াচাড় করিতে হঠাৎ তাঁহার চক্ষে বড় বড় অক্ষরে কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বসু মল্লিক তাহার নয়নপথে পতিত হইল—তাহার পরে ধীরে ধীরে, তাঁহার অশে প্রকার গুণের কথা, মহানুভবতার কথা, এবং যেরূপে তাঁহার পুত্রের বিবা দিয়াছেন সে কথা সমস্ত পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—কাগজখানি বাঙ্গলার প্রধান সংবাদ পত্র "পূর্ব্ব-ভারত"। হাবড়ায় গাড়ী আসিলে চিত্র পুত্তলীর ন্যায় তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

গৃহিণী তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"তোমাকে একটা নূতন খবর দেব।" মৃত্যুঞ্জয় শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন "আমি জানি।"

গৃহিণী বলিলেন "কি বল দিকিনি।"

"তোমার ছেলে কোন জোচ্চরের পাল্লায় পড়ে এক হাভাতের মেয়ে বিয়ে করেছে।"

"তা করুক" পূর্ব্বভারত কি লিখেছে দেখেছ ?"

"দেখিছি।"

"তাতেও তুমি সন্তুষ্ট নও ?"

"আর সন্তুষ্ট হয়ে কি করবো।"

এমন সময় বাহির হইতে সন্তোষ ডাকিল "মা"।

পুত্রবধূ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় বাবু টাকার শোক ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে কায়স্থ-সমাজের তিনি যথার্থই উপযুক্ত সন্তানের পরিচয় দিয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

কৌলীন্য-রহস্য

সে আজ অনেক দিনের কথা, যেদিন বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ-রাজার কাছ থেকে, কৌলীন্য মর্য্যাদা পেয়েছিল। সে দিন আজ অতীতের তমসা-গর্ভে লীন হয়ে গেছে—কিন্তু তার স্মৃতি আজ পর্য্যন্ত এই কায়েত বামুনকে কৌলীন্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত ক'রে রেখেছে। তখন

এই বাঙ্গালা দেশে গুণের আদর ছিল—তখন নবগুণ কৌলীন্যের লক্ষণ ব'লে বিবেচিত হ'ত। যাঁরা বামুন কায়েতকে ব্রাহ্মণ, শূদ্র—আর্য্য, অনার্য্য—প্রভু, ভৃত্য—উত্তম, অধম—উচ্চ, নীচ প্রভৃতি সম্বোধনে সম্বোধিত করেন, তাঁরা একবার কৌলীন্যের লক্ষণগুলির বিচার করে দেখবেন। যে নয়টী গুণে ব্রাহ্মণ কুলীন, সেই নয়টী গুণেই কায়স্থও কুলীন; ব্রাহ্মণ ১০টী বা ১২টী কৌলীন্যগুণসম্পন্ন নহেন, এবং কায়স্থও ৮টী বা ৬টী গুণে কুলীন নহেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নবগুণ * যেমন ব্রাহ্মণকে কৌলীন্যের উপযুক্ত ক'রেছিল, সেই নবগুণই সমভাবে কায়স্থকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলে নির্দ্দেশ ক'রে গেছে; এখন একজনকে ভৃত্য, নীচ, অধম, শূদ্র ইহা নির্দ্দেশ করতে যারা পাঁজি পুঁথি ও শাস্ত্র বচন বাহির করেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে (অজ্ঞাতসারে) নিজেদের শূদ্রত্ব, অধমত্ব, নীচত্ব ও ভৃত্যত্বই জাহির করিয়া থাকেন। মহারাজা বল্লালসেনের তুলাদণ্ডে এই উভয় জাতির ওজন হইয়া উভয়কে আজ অবধি মার্কামারা (Trade Mark) কুলীন করিয়া রাখিয়াছে। এমত অবস্থায় একজন ব্রাহ্মণ আর একজন শূদ্র হইতে পারে না, যাঁহাদের মস্তিষ্কে এই সহজ সত্যটুকুও প্রবেশ করে না, তাঁহারা দয়ার পাত্র।

কৌলীন্যের প্রথম লক্ষণ আচার। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ এবং স্মৃতি শাস্ত্রের অর্থাৎ মন্বাদি বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের অনুশাসন পালন করার নাম "আচার"। এ আচার, কুলের আচার নয় যে পয়সা দিলেই মিলবে বা কাহারো নিকট চাইলেই পাওয়া যাবে। দ্বিজাতির ঘরে না জন্মিলে এ আচারে অধিকার হয় না! ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়েই দ্বিজাতি, একারণ কৌলীন্যের ১ম লক্ষণ আচারে অধিকারী।

(২য়-৩য়) বিনয়, ও বিদ্যা—বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। আর পাণ্ডিত্য থাকিলে তবে লোকে বিনয়ী হয়। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিসম্পন্ন না হ'লে পণ্ডিত হয় না, আর

* শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে যজ্ঞসূত্র পৈতাকে চলতি কথায় নগুণ কহে, অর্থাৎ নয়গুণ বা নবগুণ। কারণ তিন দণ্ডীতে একটী পৈতা হয়, এক এক দণ্ডীতে তিন ফের করিয়া সুতা থাকে, তিন দণ্ডীতে নয়টী খেই হয়। আবার কৌলিন্যও নয় গুণ। ইহাতে বুঝা যায় যজ্ঞ-সূত্র না থাকিলে অর্থাৎ দ্বিজাতি না হইলে কুলীন হয় না। শূদ্রের কৌলিন্য ও বন্ধ্যার পুত্র একই কথা। যজ্ঞ-সূত্র গ্রহণে কৌলিন্য নষ্ট হয় না, বরং রক্ষা হয়। কুলীন মহাশয়গণের পৈতা গ্রহণে আপত্তি থাকা সমীচীন নহে। (লেখক)

বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির অনুশীলনে মাত্র দ্বিজন্মাদিগেরই অধিকার। এখন যাঁরা বিদ্যাবাগীশ বিনয় তাঁদের কাছ থেকে অনেকদিন বিদায় নিয়েছেন, অহঙ্কার এসে সেই স্থান অধিকার ক'রেছে। বেদ-বিদ্যা দ্বারা যাঁর বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়েছে তাঁহাকেই বিদ্যাবন্ত বলে, এবম্প্রকার পণ্ডিতেই বিনয়ী হইয়া থাকেন।

বিদ্যা মানে ব্রহ্মবিদ্যা। অর্থকরী বিদ্যাকে অবিদ্যা কহে, এই অবিদ্যার অত্যাচারে আজ বাঙ্গালা দেশ যেতে বসেছে। ব্রহ্মবিদ্যা পুরাকালে ক্ষত্রিয়জাতির একচেটিয়া ছিল; ইহাকেই মহাপুরুষগণ রাজযোগ আখ্যা দিয়েছেন। যথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনোরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ; এবং পরম্পরা প্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ। আর উপনিষদ্ পাঠে জানা যায় এই বিদ্যা ক্ষত্রিয়গণই ব্রাহ্মণগণকে উপদেশ করিয়া আসিয়াছেন। তাই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ কৌলিন্যের ২য় ও ৩য় লক্ষণে অধিকারী।

(৪) প্রতিষ্ঠা :—কৌলিন্যের ৪র্থ লক্ষণ প্রতিষ্ঠা; এইবারই কঠিন সমস্যা। যোগশাস্ত্রকারগণ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটী প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করেছেন। ইহার নাম "যম-প্রতিষ্ঠা"। যোগসাধন করতে হ'লে অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করতে হয়; যথা "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি" ইহাই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহার মধ্যে অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহাঃ যমাঃ—এই প্রকার শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এইগুলি হইল নিয়ম সাধন। যোগমার্গে অগ্রসর হবার নির্ণয় হচ্চে—সদা সত্যকথা কহিবে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইবে না, কাহাকেও হিংসা করিবে না ইত্যাদি। ইহাই নিয়ত অভ্যাস করতে হয়। তাহারি নাম সাধনা। তাই প্রতিষ্ঠা কৌলিন্যের ৫ম লক্ষণ।

(৫) তীর্থদর্শন :—সত্য, তপঃ, ইন্দ্রিয়বিজয় ও ব্রহ্মচর্য্য এইগুলিই যথার্থ তীর্থ হলেও আজকাল ট্রেনগাড়ীর কল্যাণে অনেকেই তীর্থদর্শন বা ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিতে যান; পূর্ব্বে পথের দুর্গমতা ও ট্রেণের অদর্শন হেতু পদব্রজে হাঁটিয়া ও উইল করিয়া তীর্থদর্শন করিতে হইত। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ও ক্ষত্রিয় বলরাম, দুই জাতির এই দুই অবতার তীর্থদর্শন করিয়া পাপক্ষয় করিয়াছিলেন। কৌলিন্যের ৫ম লক্ষণ তীর্থদর্শন— তাই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে দেওয়া হয়েছে।

(৬) নিষ্ঠা :—গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।"

এ সংসারে যাঁরা প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের নিমিত্ত পূর্ব্বে দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বলেছি, একটী জ্ঞান-নিষ্ঠা, অপরটী নিষ্কাম কর্ম্ম-নিষ্ঠা। যাঁরা সাংখ্য-পন্থী তাহাদের জ্ঞান-নিষ্ঠা, আর যাঁরা কর্ম্মেতেই অধিকারী তাঁহাদের কর্ম্ম-নিষ্ঠা। ব্রাহ্মণের জ্ঞান-নিষ্ঠা ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম-নিষ্ঠা এই জন্যই কৌলীন্যের পঞ্চম লক্ষণ নিষ্ঠা—ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমভাবেই পাইয়াছেন।

(৭) আবৃত্তি :—বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ—বেদ ও উপনিষদ্—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের গৌরব। বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ও উপনিষদের বক্তা ক্ষত্রিয়গণের পরিচয় বেদ ও উপনিষদে পাওয়া যায়। জ্ঞানমার্গের সাধনা লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বহুকাল হইতে উভয় উভয়কে অতিক্রম করবার চেষ্টা ক'রে আসচে। তাহার ফলে যে জ্ঞানামৃতের উদ্ভব হ'য়েছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বংশধরগণ চিরকাল "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" এইজন্য কায়স্থ ব্রাহ্মণের কৌলীন্যের ৭ম লক্ষণ—আবৃত্তি।

(৮) তপস্যা :— ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমভাবেই করিয়াছেন। একারণ তপস্যা কৌলীন্যের ৮ম লক্ষণ। যত মুনি ঋষির সন্ধান পাওয়া যায় তন্মধ্যে প্রায় সবই ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। যে গায়ত্রী বেদের সার সেই গায়ত্রী-মন্ত্রের দ্রষ্টা বিশ্বামিত্র।

(৯) দান :—এইটী কিন্তু ছাঁকা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। "দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং"—দান করা ও প্রভুত্ব করা ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ ধর্ম্ম। এজন্য কৌলীন্যের নবম লক্ষণ হচ্চে 'দান'। এখন বুঝুন্, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে কেন কৌলীন্য পেয়েছিলেন। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙ্গলার রাজা, কায়স্থজাতির যে রাজন্য-গৌরবের পরিচয় দিয়ে গেছেন, আজ কায়স্থের সে গৌরব কোথায়? চিরসম্মানিত ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতি অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে প্রতারিত হ'য়েছেন; বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। আর স্বার্থপর কুচক্রীর চক্রান্তে বিশ্বস্তের সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার ন্যায় নিজের আভিজাত্যটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে, বংশগৌরব ও আত্মসম্মান কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়ে দিয়েচেন; আর কেন, যাকে বিনয় দেখাবে, দেখ্‌তে হবে সে বিনয় দেখাবার যোগ্য কিনা। অপাত্রে দান করলে পুণ্যতো হয়ই না বরং পাপ হয়, ইহা ভগবদ্বাক্য,—এই বাক্য অমান্য ক'রে, অপাত্রে বিনয় দেখিয়ে সম্মানিত কায়স্থের জাতীয়-আত্মহত্যা ঘটেছে। এখন এই অপঘাত-মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত চাই। পৈতা হারিয়ে বিনয় দেখিয়ে

দাস * উল্লেখে আজ কায়স্থের শূদ্রত্ব এসেছে। যজ্ঞসূত্র ধারণ ক'রে সৈঁ... দাসী শব্দ পরিবর্ত্তনেই কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার শিক্ষা-সমিতির ১৫শ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী

১৯১৬ সালের ৭ই মে কলিকাতা ১নং হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে শিক্ষাসমিতির **পঞ্চদশ অধিবেশনে** সম্পাদক-সমিতির গঠনসময় হইতে ইতি... জানাইয়া ও সমিতির অবস্থা জ্ঞাপন করাইয়া যাহাতে সমিতির আয় বৃদ্ধি... তজ্জন্য সমবেত চেষ্টা করিতে সভ্যগণকে অনুরোধ করেন। ঐ অধিবেশনে সমিতির ভাণ্ডার শূন্য বলিয়া সাহায্যের কোনও আবেদন গৃহীত হয় নাই। ১৯১৫ সালের ১৮ই জুলাই হইতে ১৯১৬ সালের ৬ই মে পর্য্যন্ত ৩২৯॥/০ টাকা খরচ হয়।

১৯১৭ সালের ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা ৪৩নং ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটে মহারাজা বাহাদুরের বাসাবাটীতে শিক্ষাসমিতির **ষোড়শ অধিবেশন** হয়। ঐ অধিবেশনে শিক্ষাসমিতির বিশিষ্ট সভ্য স্বর্গীয় বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার নামে একটী স্কলার্শিপ স্থাপন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং চাঁদা আদায়জন্য শ্রীযুক্ত বাবু নরেশচন্দ্র সিংহকে সম্পূর্ণ ভার অর্পণ ও শ্রীযুক্ত বাবু নিতাইচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি এল্, ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ... সিংহ এম, এ, বি, এল মহাশয়দ্বয়কে সহকারী নিযুক্ত করা হয়। সমিতির ফণ্ডের অবস্থা মন্দ থাকায় এ অধিবেশনেও কোনও বৃত্তিগ্রাহীর আবেদন গৃহীত হয় নাই।

* দত্ত মহাশয় দাস না বলায় কৌলীন্য বঞ্চিত হয়েছিলেন—হায়রে কাল!! তাঁর বংশধর আজ পৈতাও লন না, আবার দাস বল্‌তেও অজ্ঞান। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এ বুদ্ধি... সন্মৌলিক হতে হতো না। এ কয়েক শতাব্দী মেয়ের বিয়ের হাপা পোয়াতে হতো... এখন Too Late, এখনও কি দত্তমহাশয়গণ তাঁহাদের "পুরের হিতকারী" ও "যাহারা ক্রমে"তৎপদ" দেখিয়ে আসছেন (Commission agent তাঁদের চিন্‌তে পারলেন না? ... চোখে দেখে—পরের কাণে শুনে,—পরের মুখে উদরপূর্ত্তি পর্য্যন্ত ক'রে আর কতদিন চলবে? কায়স্থ!! —লেখক

১৯১৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর মহারাজা বাহাদুরের বাসাবাটীতে শিক্ষা-সমিতির **সপ্তদশ অধিবেশনে** স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিকের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিককে তাঁহার পিতার নামে বৃত্তি স্থাপন জন্য ১০০০৲ টাকা সমিতির ফাণ্ডে অর্পণ করার জন্য অনুরোধ করা হয় ও ১০০০৲ টাকা পাইলে শরৎ বাবু পূর্ব্বপ্রদত্ত ১৫০০৲ টাকা ও ঐ টাকার সুদ হইতে কলেজের বালককে বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে সিদ্ধান্ত হয়। ১৯১৬ সালের ৭ই মে হইতে ১৯১৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৪৩২৩।/৬ টাকা খরচ হয়।

১৯১৮ সালের ১১ই জুলাই পাইকপাড়া রাজবাটীতে শিক্ষাসমিতির **অষ্টাদশ অধিবেশনে** সমিতির বিশিষ্ট সভ্য স্বর্গীয় রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে রাজা উপাধি দানে ও শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে M. B E. উপাধি দানে আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট সম্মানিতকরায় সমিতি আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের নামে একটী স্কলার্শিপ স্থাপনজন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রদত্ত ১৫০০৲ টাকা ব্যতীত আরও ১০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যতদিন ১০০০৲ টাকা দিতে না পারিবেন তত দিন বার্ষিক ৪০৲ টাকা ঐ টাকার সুদস্বরূপে দিবেন জানান এবং রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর জানান যে, রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের প্রতিশ্রুত বার্ষিক চাঁদা ১৩২৫ সাল হইতে নিয়মিত রূপে দিবেন। সমিতির পূর্ব্ববৃত্তিভোগী প্রফুল্লকমল সিংহ ও বিমলাকান্ত সিংহ মাসিক ২৲ হিসাবে ৪৲ টাকা শিক্ষাসমিতির ফাণ্ডে দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯১৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর হইতে ১৯১৮ সালের ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত মোট ১৭২৮৶০ টাকা খরচ হয়।

১৯১৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষা সমিতির **উনবিংশ অধিবেশন** হয়। ঐ অধিবেশনে রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় ও কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহকে স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। বালীর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ হাজরা তাঁহার পত্নীর স্মরণার্থে ১০৲ টাকা হেমবালা পুরস্কার দিবার উদ্দেশ্যে ২০০৲ টাকা War bondএ invest করিবার জন্য সমিতির হস্তে অর্পণ করেন। ১৯১৮ সালের ১১ই জুলাই হইতে ১৯১৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২৩১৭॥৶ টাকা খরচ হয়।

১৯১৯ সালের ৩০শে জুন শিক্ষাসমিতির বিংশ অধিবেশন হইয়া

গিয়াছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৯শে জুন পর্য্যন্ত ৭৭৯৶৩ টাকা খরচ হইয়াছে।

১৯১৬ সাল হইতে যে সকল বৃত্তিভোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নাম।

১৯১৬ সাল।

১। বটকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি, এ। ২। সিদ্ধেশ্বর ঘোষ বি, এ। ৩। নলিনাক্ষ দাস বি, এ। ৪। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ হাজরা বি, এ। ৫। মণীন্দ্র গোপাল সিংহ ইন্‌টারমিডিয়েট। ৬। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ। ৭। রসিকলাল সিংহ ঐ। ৮। প্রতাপচন্দ্র সিংহ ঐ। ৯। গৌরীশঙ্কর রায় ঐ। ১০। অভয় পদ সিংহ ঐ। ১১। গণেশচন্দ্র ঘোষ ম্যাট্রিকিউলেশন। ১২। যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ।

১৯১৭ সাল।

১। শম্ভুনাথ বক্সী বি, এস, সি। ২। অশ্বিনীকুমার সরকার বি, এ। ৩। পঞ্চানন সিংহ আই, এ। ৪। শ্রীশচন্দ্র দাস আই, এ। ৫। ভুজঙ্গভূষণ ঘোষ আই, এ। ৬। জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ আই, এস, সি। ৭। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ম্যাট্রিকিউলেশন ৮। ভক্তিপদ দত্ত ঐ। ৯। ধর্ম্মদাস ঘোষ ঐ। ১০। আদিনাথ ঘোষ ঐ। ১১। বহুবল্লভ ঘোষ ঐ। ১২। কৃষ্ণগোপাল সিংহ ওভারসিয়ার। ১৩। ভোলানাথ ঘোষ ঐ। ব্রহ্মপদ সিংহ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল। ১৫। অমরেন্দ্র প্রসঙ্গ ঘোষ হাজরা, কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল।

১৯১৮ সাল।

১। ভাগবতভূষণ সিংহ এম, বি। ২। রসিকলাল সিংহ বি, এ। ৩। হেমবরণ দাস বক্‌সি বি, এ। ৪। গোপীমোহন সিংহ বি, এ। ৫। গৌরী শঙ্কর রায় বি, এ। ৬। ভুজঙ্গভূষণ ঘোষ টেক্‌নিক্যাল। ৭। হৃষীকেশ সিংহ কম্পাউণ্ডারী। ৮। আশুতোষ বক্‌সী ম্যাট্রিকিউলেশন।

১৯১৯ সাল।

১। পঞ্চানন সিংহ বি, এ। ২। শ্রীশচন্দ্র দাস বি, এ। ৩। যদুগোপাল ঘোষ আই, এস, সি। ৪। বহুবল্লভ ঘোষ আই, এ। ৫। ননীগোপাল ঘোষ চৌধুরী ম্যাট্রিকিউলেশন। ৬। যতীশচন্দ্র সিংহ ঐ। ৭। বৈদ্যনাথ সিংহ ঐ। ৮। প্রমথনাথ মজুমদার টেক্‌নিক্যাল।

সন ১৯১৬ সাল হইতে অধিবেশনের বিবরণ।

নম্বর	অধিবেশনের সন ও তারিখ	স্থান	সভাপতির নাম	সভায় কতজন বালককে বৃত্তি দেওয়া হয়	কত টাকা	কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত জমা খরচ	কত টাকা লওয়া হয়
১৫শ	৭ মে ১৯১৬	১নং হ্যারিংটন ষ্ট্রীট কলিকাতা	রায় রসময় মিত্র বাহাদুর	০	০	১৯১৫।১৮ জুলাই না: ১৯১৬।৬ মে	৩২৯৫।৶০
১৬শ	২৮ জানুয়ারী ১৯১৭	৪৩নং ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট	মহারাজা বাহাদুর	০	০		
১৭শ	২৯ ডিসেম্বর ১৯১৭	ঐ	ঐ	৩৪	১৩১০৲	১৯১৬।৭ই মে না: ১৯১৭।২৮ ডিসেম্বর	৪৩২৩৷৵৬
১৮শ	১১ জুলাই ১৯১৮	পাইকপাড়া রাজবাটী	কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	৩৫	২৭০৬৲	১৯১৭।২৯ ঐ না: ১৯১৮।১০ জুলাই	১৭২৮৸০
১৯শ	২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯১৯	ঐ	ঐ	০	০	১৯১৮।১১ ঐ না: ১৯১৯।২২ ফেব্রুয়ারী	২৩১৭৷৶৯
২০শ	২৯ জুন ১৯১৯	ঐ	ঐ	২৫	১৯২০৲	১৯১৯।২৩ ঐ না: ২৯ জুন ১৯১৯	৭৭৯৶৩
							৩০৯৬৬৵০

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

বিলাতে কায়স্থকর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রচার

"এম্পায়ার রিভিউ" নামক একখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মিঃ এম, এম, মিত্র ডাক্তার (সিদ্ধিমোহন মিত্র কোন্নগর) বিলাতে বোর্ণমাউথ নামক স্থানে আয়ুর্ব্বেদসম্মত প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেছেন এবং অন্য ডাক্তারেরা যে সকল রোগ আরোগ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া জবাব দিয়েছেন এমন অনেক জটিল রোগ তিনি আয়ুর্ব্বেদীয়মতের চিকিৎসার দ্বারা আরাম করিতেছেন। ১৯১৩ সালের চিকিৎসকগণের কংগ্রেসে মিঃ মিত্র ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। এম্পায়ার রিভিউয়ের লেখক মিস্ আইরেণ ব্যাকহাউস লিখিয়াছেন :—ভূমিকম্প ও ঝটিকাবর্ত্তজনিত শকের (shock) চিকিৎসাপ্রণালী হইতে শেল-শকের (shell-shock) ডাক্তার মিত্র চিকিৎসা প্রণালী স্থির করিয়া বিগত যুদ্ধে "শেল-শক পীড়িত" সেনাগণের চিকিৎসা করিয়া সাফল্যলাভ করিতেছেন। একজন রয়েল আর্ম্মি মেডিকাল আফিসার যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন এবং শেল-শক পীড়ায় ভুগিতেছিলেন, মিঃ মিত্রের চিকিৎসায় ছয় সপ্তাহে আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে সমর্থ হন। মিঃ মিত্র পারদাদিঘটিত বিষ-দোষও নির্দ্দোষরূপে দূর করিয়া থাকেন। মিঃ মিত্রের চিকিৎসার সফলতা দর্শনে ইংলণ্ডের চিকিৎসা ব্যবসায়িগণের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী বিলাতে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। একজন কায়স্থকর্ত্তৃক ইংলণ্ডে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাপ্রচার কায়স্থসমাজের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমরা অবগত আছি, পুরাকালে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতার নিকট হইতে জগতের মঙ্গল করিবার প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাদিগকে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাদ্বারা জগতের উপকার কর—পুত্রগণ এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া জগতে আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসাশাস্ত্রপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় মিত্র-বংশোদ্ভব ডাক্তার শ্রীযুক্ত সিদ্ধিমোহন মিত্র মহাশয় বিশ্বামিত্র গোত্রের উপযুক্ত কার্য্যই করিতেছেন ; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সফলতা ও দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

আলোচনা

১। মহাভারতের ভণিতা বিশেষ যত্নে পাঠ করিয়া দেখা যায় যে, উক্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত লক্ষ শ্লোকে সংগৃহীত সংহিতা-মাত্র। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বিধফলদায়ক বংশাবলীসম্বলিত নানা বিষয়ক দর্শন-জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ। সেই অপূর্ব্ব সংগ্রহ শিষ্যপরম্পরাগত বলিয়া শ্রুতিমূলকবং কেন, শ্রুতিবং গণ্য ; তাই তাহার নাম পঞ্চমবেদ। আদ্যন্তপাঠে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রশ্নোত্তরে ইহা 'ষট্কর্ম্ম' গুণযুক্ত। কুরুবংশ-কীর্ত্তনে ভূরি ব্যাপার ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু উক্ত বংশের ক্রমাগত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠের পর স্থির হইয়া বসিয়া "রোমন্থন" করিলেই আখ্যায়িকাটি হৃদয়ঙ্গম হয়। অন্যান্য পুরাণের যদিচ প্রণালী কতকটা ভারত-ছাঁচে ঢালা, কিন্তু তাহাতে যেস্থানে যে বংশের কথা উত্থাপিত হইয়াছে প্রায়শঃ তাহা সেইখানেই সীমাবদ্ধ। মহাভারতের রীতি প্রায় শ্রুতিসিদ্ধ। যে সমস্ত প্রবাদ শিষ্যমুখে পরম্পরাগত তাহাই তদ্ভাবে কথিত। ইহাতে যদিচ সাহিত্যরীত্যনুসারে কাব্যত্বের অভাব নাই, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা মহাভারতকে ইতিহাস, আর রামায়ণকে মহাকাব্য বলিয়া লিখিয়াছেন। আদ্যন্ত একটি বংশের কীর্ত্তন করিতে গেলে পোপ (Pope) কবির মতে লীডার অণ্ড (Leda's Egg) হইতে প্রারম্ভে সাধারণের রুচিকর হয় না।

ব্যাসদেবের 'ব্যাস' উপাধিলাভের মূলই সংগ্রহকরণ। তিনিই শ্রুতিপঠিত মন্ত্রাদির সংগ্রহ করিয়া চারি সংগ্রহে ঋক্-সাম-যজুঃ অথর্ব্ব নামে প্রচার করেন। এগুলি সবই তাৎকালিক কণ্ঠোদ্গীরিত প্রাচীন অপৌরুষেয়গীত। চতুঃশ্রেণী বিভাগ করায় ব্যাসপদবী পাইয়াছেন। মুখে মুখে চিরদিন প্রচলিত অনাদি বাক্যের সংহিতার প্রয়োজন হইয়াছিল। যাহা মুখে মুখে চলিত ছিল, তাহার কর্ত্তার অভাব ছিল, কাজেই অপৌরুষেয় অনাদি। ঋষিরা বলেন—বেদকর্ত্তা কেহই নাই, বেদবক্তা প্রজাপতি। নারদশব্দে পরম্পরাগত শব্দ-প্রকাশিকাই বোঝায় ; নর—মনুষ্য যাহা প্রবর্ত্তন করেন তাহাই নারদ ; ইংরেজী কথায় ইহাকে Tradition বলে।

২। ঘোষবংশ মহাবংশ, কেননা ঘটককর্ত্তারা সূত্র করিয়াছেন—"ঘোষবংশ

মহাবংশ বোসবংশ দাতা" ইত্যাদি। এই ঘোষবংশের উল্লেখ প্রাচীনতম গ্রন্থ-বেদে, আবার তাহার প্রথম ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়। এমনকি একস্থানে সূচিত আছে—ঘোষায়ৈঃবিৎ-পিতৃ-সদে পতিং-তুরোণে অশ্বিনী বদত্তং। ঘোষের অবি-বাহিতা কন্যার বর খুঁজিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় আনিয়া দিয়াছিলেন। অতএব বলি—ঘোষ কিছু "কেওকেটা" নহে। শব্দ মাত্রই অর্থদ্যোতক; ঘোষ=ঘোষণাপ্রচার, কীর্ত্তিপ্রচার, যশস্বী বংশের প্রচার। মহাভারতে যে "দমঘোষ" নামক রাজার উল্লেখ আছে তাহার "ঘোষ" শব্দ বংশবাচক নহে; তাহা ব্যক্তিগত নামাংশ, যেমন "দেবদত্ত" "বসুমিত্র"; এখানে 'দত্ত' ও 'মিত্র' শব্দ ব্যক্তিগত নামাংশ, যেমন "বীরসিংহ" নামে "সিংহ" শব্দ বংশ-নাম নহে। ঐ দমঘোষের পুত্রের নাম "শিশুপাল", এখানেও "পাল" শব্দ ব্যক্তিগত। যেমন 'সিংহ' বংশ-নাম হইলে ক্ষত্রিয় বোঝায়, তেমনি 'পাল' বংশ-নাম হইলে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে কায়স্থ, তেলি, তাম্বুলী, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতীয় বংশ-নাম। ঘটক পুথিতে লেখে দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ এই আটঘর শুদ্ধ মৌলিক—ইহারাই 'আটঘরে' বলিয়া খ্যাত। এতদ্ব্যতীত বাহাত্তর (৭২) কায়স্থ-বংশ বঙ্গে প্রচলিত। তাহারা "বাহাত্তুরে" বলিয়া খ্যাত। বাহাত্তর ঘরের মধ্যেও আবার ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্তও দেখা যায়। বংশাভিমানে তাঁহাদের বংশধরেরা ক্রমে স্বীয় প্রাচীন গোত্র ত্যাগ করিয়া সৌকালীনাদি শুদ্ধ কায়স্থ কুলীন বংশ বলিয়া প্রচার করেন। মিত্রের ভৈরব নদের উভয় কূলে বাস ছিল—তাহার দক্ষিণ কূলে কোটচাঁদপুরের (যশোহর জিলা) নিকট গৌতলী নামক স্থানে বিশ্বামিত্র বংশ মিত্রেরা থাকিতেন আর তাহার উত্তর বা বাম পারে নিজ চাঁদপুর, সলেমানপুর প্রভৃতি গ্রামে যে মিত্রবংশ ছিল, প্রবাদ তাঁহারা বারুই (তাম্বুলীভেদ) জাতীয় মিত্র। হয়তো তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের পান চাষের বরজ ছিল। ভগবান্‌ই জানেন। রীতিমত বংশ-পুঁথির অভাবে অনুমান মাত্রই সম্বল।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ (বিন্ধ্যাচল)

ওঁ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নবমাধিবেশন।

৩০শে চৈত্র, ১৩২৫, রবিবার, অপরাহ্ন ৫॥০,
৮৯।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
(কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়)।

উপস্থিত :—

১। শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায় বর্ম্মা (সহঃ সভাপতি) সভাপতির আসনে।
২। " গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ।
৩। " মহেন্দ্রচন্দ্র গুহ রায়।
৪। " শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
৫। " দয়ালচন্দ্র বসু।
৬। " কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৭। " রায় বিনোদবিহারী বসু।
৮। " বানাচরণ মজুমদার।
৯। " সুরেন্দ্রমোহন বসু।
১০। " বসন্তকুমার সেন।
১১। " জগৎচন্দ্র পাল।
১২। " নলিনীমোহন রায় চৌধুরী।
১৩। " কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৪। " মন্মথমোহন বসু।
১৫। " যোগেশচন্দ্র সিংহ।
১৬। " নরেশচন্দ্র সিংহ।
১৭। " নিবারণচন্দ্র দত্ত।
১৮। " কেদারনাথ মিত্র।
১৯। " রায় শরৎকিশোর বসু বাহাদুর।
২০। " রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ।
২১। " নীতিশচন্দ্র ঘোষ।
২২। " কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।

২৩। „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।
২৪। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা। } সম্পাদক।
২৫। „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। }

অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, ও রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘো[ষ] চৌধুরী ইহাঁরা অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করি[য়া] পত্র লিখেন।

প্রথমে এই বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গত অধিবেশনের (অ[ন্তিম]) কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইল; সুধু যে স্থলে "আগামী সনেই কুমার বাহাদুরকে সভা[র] সদস্য করা হইবে" ছিল, তাহা সংশোধন করিয়া "আগামী সনেই কুমার বাহাদুর[কে] কার্য্য-নির্ব্বাহ-কসমিতির সদস্য করা হইবে" লিখিত হইয়া সর্ব্ব-সম্মতি[ক্রমে] গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ [বসু] মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই সভার স[ভ্য] নির্ব্বাচিত হইলেন।

(দ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, সাং টালা, কলিকাতা।
(দ) ,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ, ১০৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(দ) ,, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ঐ ঐ ঐ ঐ

দ্বিতীয় প্রস্তাব। ৺সারদাচরণস্মৃতি-সমিতির কার্য্য[-বিবরণী]। গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত স্মৃতিসমিতির যে অধিবে[শন] হয়, তাহার নিম্নলিখিত কার্য্য-বিবরণী ও মন্তব্য পঠিত হইল :—

"গত বুধবার ২৬শে চৈত্র অপরাহ্ণ ৭৷৷০ ঘটিকার সময় কায়স্থসভার [গৃহে] ৺সারদাচরণ-স্মৃতিসমিতির এক অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে [শ্রীযুক্ত] বিনোদবিহারী বসু ও অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ এবং আমি এই তিন জন [মাত্র] উপস্থিত ছিলাম। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নিকট শুনিয়া [আমি] বুঝিলাম যে চেষ্টা করিলে বঙ্গের নানা স্থান—ফৈজাবাদ, এমন কি সুদূর [পশ্চিম] হইতেও মহাত্মা সারদাচরণের স্মৃতিরক্ষার জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে পা[রে।] সাধারণের নিকট ৺সারদাচরণের নামে একটী দাতব্য দরিদ্রভাণ্ডার বা [পাঠ-] মন্দিরের জন্য আবেদন করা যাইতে পারে। তাহার ভার কায়স্থসভার [কার্য্য-] নির্ব্বাহক-সমিতি গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক।"

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, স্মৃতিসমিতির মন্তব্য কার্য্যকরী নহে, এজন্য গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া পুনরায় নূতন সমিতি গঠিত হউক, বৃহৎ সমিতির দ্বারা কার্য্য হয় না :—

১। (দ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।
২। (ব) ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৩। (ব) ,, রায় বাহাদুর শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা।
৪। (উ) ,, যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
৫। (দ) ,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা। (সম্পাদক)

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশন। (ক) সময় ও স্থান।

সম্পাদক শরৎবাবু জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সভ্যগণ পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিয়াছেন যে, গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে বার্ষিক অধিবেশন বন্ধ রাখা হউক, কারণ সেই সময় চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলন ও ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সম্মিলন হইবে এবং গত দশ বৎসর যিনি প্রধান সম্পাদক আছেন, তিনি তাঁহার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধের জন্য গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

পত্রলেখকগণ :—১। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) ২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা (রংপুর) ৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা (কলিকাতা) ৪। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায় (কলিকাতা) ৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব (কলিকাতা)।

সম্পাদক শরৎবাবু আরও বলেন, যে উপরি লিখিত কেদারবাবু আরও লিখিয়াছেন যে ঢাকাতেই বার্ষিক অধিবেশন হওয়া উচিত এবং কোন এক শ্রেণী হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য অন্য শ্রেণী অপেক্ষা অধিক হওয়া বড়ই অনুচিত।

এ বিষয় অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে নড়াইলেই বার্ষিক অধিবেশন হইবে। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সময় বলিলেন, "ভবিষ্যতে নড়াইলের ন্যায় দুর্গম ক্ষুদ্র সহরে, কিম্বা যে সময় অন্যান্য সম্মিলনী হইবে সে সময় কায়স্থ-সভার সাধারণ অধিবেশন হওয়া উচিত নহে।" প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন, "নড়াইলে বহু কায়স্থের বাস এবং স্থানও দুর্গম নহে।"

(খ) বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীর খসড়া। সম্পাদক শরৎবাবু বার্ষিক অধিবেশনের খসড়াটীর প্রথম অংশ পাঠ করিলে সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ধনীদের উপর

কটাক্ষ করিয়া যে অংশ লেখা হইয়াছে, তাহা বাদ দেওয়া উচিত।" মন্মথ
কুমার অসীমকৃষ্ণদেব বলিলেন, "ধনীদের ঔদাস্যের কথা চাপিয়া রাখিয়া কোন
নাই।" ঘোর বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে খসড়া
ঠিক হইয়াছে, ধনীদের ঔদাস্যের কথা থাকাই কর্ত্তব্য, কিন্তু ভাষা সকল
পরিপাটী না হওয়ায় মন্মথবাবুকে উহা সংশোধনের ভার দেওয়া হউক।

(গ) বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবাবলী। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন যে পূ
পূর্ব্ব বৎসরের প্রস্তাবাবলী পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা কিছুই নাই। কেবল প্র
প্রস্তাবে যে "যুদ্ধ-বিজয়-কামনা" ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া "বিজয়লাভে আন
প্রকাশ" করিলেই হইবে। বিনোদবাবু অন্য প্রান্তে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের
প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। কিন্তু উহা অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নাই এবং উ
পরে হইলেও কোন ক্ষতি নাই। বিনোদবাবু বলিলেন "নিয়মাবলী পরিবর্ত্ত
কার্য্য সাধারণ অধিবেশনেই হইয়া থাকে, সুতরাং এক্ষণে না হইলেও কো
আপত্তি নাই।"

(ঘ) আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য মনোনয়ন।
প্রস্তাব সম্পাদক শরৎবাবু উপস্থিত করিলেই—বিনোদবাবু বলিলেন "কার্য্য-নির্ব্বাহক
সমিতির এ সম্বন্ধে আলোচনা বা মনোনয়ন করিবার অধিকার নাই।" শরৎ
বলিলেন, গত বৎসর নূতন নিয়ম হইয়াছে যে "বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি, কর্ম্মচারী
কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যের খসড়া প্রস্তুত করিবেন। ওরূপ নিয়ম থাকিলে
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বরাবরই মনোনয়ন করিয়া আসিতেছেন।" এবং
করিলে কি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মনোনয়ন করিতে পারেন না? মন্মথবাবু
বাবুকে সমর্থন করিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন "গত বৎসর কার্য্য-নির্ব্বাহক
সমিতি হইতে মনোনয়ন হয় নাই।" নিবারণ বাবু ও কিরণ বাবু বলিলেন, "কার্য্য-
নির্ব্বাহক-সমিতি কেবল কতকগুলি নামের তালিকা পাঠাইতে পারেন,
কাহাকে কি পদ দেওয়া হইবে, তাহা বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি নির্ণয় করিবে।"
তাহার পর অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী স্থির হইল যে, কর্ম্মচারী ও সদস্য recom-
mend করা হউক এবং সভাপতি ও সম্পাদকগণের জন্য কতিপয় নাম প্রস্তাবি
হয়। কিন্তু তাহা লইয়া অত্যন্ত বাদানুবাদ উপস্থিত হওয়ায় সভাপতি মহাশয় আদেশ
করেন যে এ প্রস্তাব সর্ব্বশেষে আলোচিত হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের পুরস্কার ও পাথেয় সম্বন্ধে। শরৎবাবু বলিলেন "

বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে সম্পাদকদ্বয়ের উপর এই বিষয়ের
মীমাংসার ভার দেওয়া হয়। তাহার পর নগেন্দ্রবাবু আমাকেই সম্পূর্ণ ভার দেন।
আমি হিসাব ভাল করিয়া দেখিয়া ও যথাযথ অনুসন্ধান লইয়া স্থির করিয়াছি যে
তিনি নিম্নলিখিত হিসাব মত ৪৮৲ টাকা পাইতে পারেন।

৫৭ জন নূতন সভ্যের দরুণ ৫৭৲
প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের ফেরত
ভ্যালুপেয়াব্লের খরচ বাবদ···৯৮০

৪৭।০

সর্ব্বসমেত শ্রীশ বাবুকে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পাথেয় ও পুরস্কার
উভয়ই পাইয়াছেন। তাঁহাকে যে ৩০৲ টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছে, তাহা
তাঁহার প্রাপ্য হইতে কর্ত্তন করিয়া লওয়া হইবে। শরৎবাবুর মতানুযায়ী পাথেয়
ও পুরস্কার মঞ্জুর হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। সভার জমা-খরচ-পরীক্ষা সম্বন্ধে আয়ব্যয়-পরীক্ষক
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্র। শরৎবাবু হেমবাবুর পত্র নগেন্দ্র বাবুকে
প্রদান করিলে তিনি বলিলেন এই পত্রে সম্পাদক শরৎবাবু সম্বন্ধে হেমবাবু কতক-
গুলি অনুযোগ করিয়াছেন তাহা এখানে পাঠ করিতে ইচ্ছা করি না এবং যে
কারণেই হউক হিসাব প্রথম ২।১ মাস মাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে। এদিকে বার্ষিক
অধিবেশন আগতপ্রায়, এখন সময় সংক্ষেপ, একারণ আমি প্রস্তাব করি যে সাহিত্য-
পরিষদে একবার যেরূপ করা হইয়াছিল যে 'আয়ব্যয়-পরীক্ষকের অসুস্থতা-
নিবন্ধন পরীক্ষা করা হয় নাই' লিখিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরেই বাৎসরিক আয়ব্যয়
হিসাব প্রেরিত হউক। এ সম্বন্ধে কিছু বাদানুবাদের পর শরৎবাবুর প্রস্তাব মত
শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র পাল বর্ম্মা মহাশয় ২ দিনের মধ্যে হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিবার
ভার গ্রহণ করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়ের গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা।
শরৎবাবু বলিলেন এই বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৪র্থ অধিবেশনানুযায়ী
বিদ্যালয়ের কমিটী গভর্ণমেণ্টের নিকট এককালীন ১৫০০৲ সহস্র টাকা সাহায্য
প্রার্থনা করেন। আমরা ১০০০৲ টাকা তুলিতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০৲
টাকা সাহায্য পাওয়ার সম্ভব এরূপ উত্তর আসিয়াছে। আমার প্রস্তাব যে ৫০০৲
টাকার জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া বিদ্যালয়কে গভর্ণমেণ্টের অধীন করা উচিত
নয়। আমরা যদি ১০০০৲ টাকা তুলিতে পারি, তবে ৫০০৲ টাকার জন্য

আটকাইবে না। গভর্ণমেণ্ট যদি special grant করিয়া ১৫০০ হাজার টা… দেন, লওয়া যাইতে পারে। মন্মথবাবু শরৎবাবুকে সমর্থন করিলেন। … সম্মতিক্রমে শরৎবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে কুমার অশীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অদ্যকার সভাপতি মহাশয়কে ধন্য… দিতে আরম্ভ করায়, শরৎকিশোর বাবু বলিলেন "সভার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই… সভাপতির আজ্ঞানুযায়ী অদ্যকার তৃতীয় প্রস্তাবের (ঘ) অংশ অর্থাৎ আগামী বর্ষে… কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য মনোনয়নের প্রস্তাব আলোচিত হইবা… কথা।" সম্পাদক শরৎবাবুপ্রমুখ কতিপয় সভ্য শরৎকিশোর বাবুকে সমা… করিলে এ বিষয় লইয়া পুনরায় ঘোর বাদানুবাদ হইতে থাকে। ভয়ানক গোলযো… উপস্থিত হইল। এই গোলযোগে অনেকে চলিয়া যাওয়ায় অগত্যা সভাপ… মহাশয় উঠিয়া পড়িলেন ও সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
(সম্পাদক)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
(ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
(সভাপতি)
৪।৪।২৬

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতায় অপার সার্কুলার রোডস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একটী বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

১। (দ) কুমার মন্মথনাথ মিত্র (সভাপতি)। কলিকাতা।
২। (দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। „
৩। (দ) „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। „
৪। (দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। „
৫। (দ) „ বিজয়চন্দ্র সিংহ। „
৬। (দ) „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। „
৭। (দ) „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা। „
৮। (দ) „ তারকনাথ দেববর্ম্মা। „
৯। (দ) „ কালীকিঙ্কর বসু। „
১০। (দ) „ রায় বিনোদবিহারী বসু। „
১১। (দ) „ কালিদাস বিশ্বাস বর্ম্মা। „
১২। (দ) „ ভুবনমোহন মিত্র। „
১৩। (দ) „ নিবারণচন্দ্র দত্ত। „
১৪। (দ) „ যোগেশচন্দ্র দত্ত। „
১৫। (দ) „ বসন্তকুমার সরকার। „
১৬। (দ) „ নন্দলাল সরকার। „
১৭। (দ) „ অনীলকৃষ্ণ পাল। „
১৮। (দ) „ গোপালচন্দ্র দে। „
১৯। (দ) „ ননীলাল দত্ত। „
২০। (দ) „ কেদার নাথ মিত্র। „
২১। (দ) „ ঋষিন্দ্রনাথ সরকার। „
২২। (দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু। „

আটকাইবে না। গভর্ণমেণ্ট যদি special grant করিয়া ১৫০০ হাজার টাকা দেন, লওয়া যাইতে পারে। মন্মথবাবু শরৎবাবুকে সমর্থন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শরৎবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে কুমার অমীয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর অদ্যকার সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করায়, শরৎকিশোর বাবু বলিলেন "সভার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। সভাপতির আজ্ঞানুযায়ী অদ্যকার তৃতীয় প্রস্তাবের (ঘ) অংশ অর্থাৎ আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য মনোনয়নের প্রস্তাব আলোচিত হইবার কথা।" সম্পাদক শরৎবাবুপ্রমুখ কতিপয় সভ্য শরৎকিশোর বাবুকে বাধা দান করিলে এ বিষয় লইয়া পুনরায় ঘোর বাদানুবাদ হইতে থাকে। ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই গোলযোগে অনেকে চলিয়া যাওয়ায় অগত্যা সভাপতি মহাশয় উঠিয়া পড়িলেন ও সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
(সম্পাদক)	(সভাপতি)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।	৪।৪।২৬
(ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)	

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতার অপার সার্কুলার রোডস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একটী বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

১। (দ) কুমার মন্মথনাথ মিত্র (সভাপতি)। কলিকাতা।
২। (দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। „
৩। (দ) „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। „
৪। (দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। „
৫। (দ) „ বিজয়চন্দ্র সিংহ। „
৬। (দ) „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। „
৭। (দ) „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা। „
৮। (দ) „ তারকনাথ দেববর্ম্মা। „
৯। (দ) „ কালীকিঙ্কর বসু। „
১০। (দ) „ রায় বিনোদবিহারী বসু। „
১১। (দ) „ কালিদাস বিশ্বাস বর্ম্মা। „
১২। (দ) „ ভুবনমোহন মিত্র। „
১৩। (দ) „ নিবারণচন্দ্র দত্ত। „
১৪। (দ) „ যোগেশচন্দ্র দত্ত। „
১৫। (দ) „ বসন্তকুমার সরকার। „
১৬। (দ) „ নন্দলাল সরকার। „
১৭। (দ) „ অনীলকৃষ্ণ পাল। „
১৮। (দ) „ গোপালচন্দ্র দে। „
১৯। (দ) „ ননীলাল দত্ত। „
২০। (দ) „ কেদার নাথ মিত্র। „
২১। (দ) „ ঋষিন্দ্রনাথ সরকার। „
২২। (দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু। „

২৩।	(দ)	„	মণীন্দ্রনাথ কর।	„
২৪।	(দ)	„	সুশীলকৃষ্ণ সরকার।	„
২৫।	(দ)	„	বিপিনচন্দ্র মল্লিক।	„
২৬।	(দ)	„	হেমকুমার মিত্র।	„
২৭।	(দ)	„	যতীন্দ্রনাথ দত্ত।	„
২৮।	(দ)	„	মণীন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা।	„
২৯।	(দ)	„	সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।	„
৩০।	(দ)	„	শিশিরকুমার বসু।	বহরমপুর।
৩১।	(দ)	„	হীরালাল মিত্র।	যশোহর।
৩২।	(উ)	„	কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়।	দিনাজপুর।
৩৩।	(উ)	„	যোগেন্দ্রনাথ সরকার।	কলিকাতা।
৩৪।	(উ)	„	রামকমল সিংহ।	„
৩৫।	(ব)	„	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।	বরাহনগর।
৩৬।	(ব)	„	অবনীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।	কাশীমপুর।
৩৭।	(ব)	„	মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় বর্ম্মা।	যশোহর।
৩৮।	(ব)	„	উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা।	কলিকাতা।
৩৯।	(ব)	„	বসন্তকুমার দেব।	„
৪০।	(ব)	„	রেবতীমোহন কাব্যতীর্থ।	„
৪১।	(ব)	„	জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।	„
৪২।	(ব)	„	জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা।	„
৪৩।	(ব)	„	নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।	„
৪৪।	(বা)	„	গণেশচন্দ্র নন্দী।	„
৪৫।	(বা)	„	বামাচরণ মজুমদার।	পাবনা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনিবার্য্য কারণে সভায় যোগদান করিতে না পা[রিয়া] পত্র লিখিয়াছেন :—

সম্পাদক রঙ্গপুর-কায়স্থ-সভা, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাধি[কা]প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, শ্রীমণিমোহন রায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র[...] রায়, রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়, রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন গত বার্ষিক অধিবেশনের অবৈধতা উল্লেখ ক[রি]... বিগত ১৩ই বৈশাখ তারিখে তদ্বিষয়ের বিচারার্থ এক বিশেষ সাধারণ স[ভা]

আহ্বান করিবার জন্য বিংশাধিক সভ্য এক আবেদনপত্র (requisition) প্রেরণ করেন এবং তৎপরে গত ২১শে তারিখে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের দোষোল্লেখে তাহার বিচারপ্রার্থী হইয়া বিংশাধিক সভ্য আর এক আবেদনপত্র (requisition) প্রেরণ করেন; উভয় আবেদন-পত্রানুসারে অদ্য এক সাধারণ সভা আহূত হইয়াছে। আহ্বানপত্র প্রেরণের পর প্রথম আবেদন-পত্রের স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বার্ষিক অধিবেশনের বৈধতা স্বীকার করিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয় আবেদন-পত্রের স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই দুঃখপ্রকাশ করিয়া আবেদন-পত্রদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধক্রমে উভয় পত্রই সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই উভয় পত্রই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি প্রথম আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারী। তিনি প্রত্যাহার করেন নাই। সুতরাং তিনি সভাকে প্রথম আবেদন-পত্রের বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে সভার নিয়ম অনুসারে যখন কুড়ি জনের আবেদন বিচারার্থ উপস্থিত হইতেছে না, তখন সভা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন না। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় হীরেন্দ্রবাবুর উক্তির সমর্থন করিলেন। অতঃপর বসন্ত বাবু তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র মহাশয় জানাইলেন যে "আমিও প্রথম আবেদনপত্রের একজন স্বাক্ষরকারী। আমি প্রত্যাহারপত্রে স্বাক্ষর না করিলেও আজ আনন্দের সহিত প্রত্যাহার করিতেছি। তবে আমি দুঃখের সহিত কয়েকটা কথা জানাইতে বাধ্য হইতেছি, আমাদের যশোহর জেলার উপবীতী কায়স্থ-সমাজ ব্রাহ্মণদিগের নিকট বিশেষ নিগৃহীত হইতেছেন। আমাদের সভাপতিপ্রমুখ কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সকলে উপবীত গ্রহণ করিলে আর আমাদের নিগ্রহভোগ করিতে হইবে না।" যতীন্দ্রবাবু বলিলেন এ সম্বন্ধে সভা হইতে চেষ্টা হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন "যে উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হইয়াছে, উভয় পত্রের অধিকাংশ সভ্যই যখন সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়াছেন, তখন অদ্যকার সভায় আর কোন বিষয় আলোচিত হইতে পারে না।" শ্রীযুক্ত বামাচরণ মজুমদার মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু জানাইলেন যে আজ এই আনন্দের দিনে আমাকে কয়েকটী দুঃখের সংবাদ দিতে হইতেছে। আমাদের কায়স্থ-

সভায় চিরহিতৈষী কয়েকজন সভ্য সংপ্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে—

১। ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা আমাদের কায়স্থসভার প্রথম হইতে সভ্য। তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ কন্যাকে বঙ্গজ কায়স্থকে সম্প্রদান করিয়া প্রথম আন্তর্গণিক বিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।

২। ৺রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয় ২৪ পরগণার অন্তর্গত বঙ্গ সমাজপতিকল্প স্বনামধন্য ৺নন্দকুমার বসুর বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি নিজে একজন সাহিত্যিক ও সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন এবং সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন।

৩। ৺বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা যশোড়ার মিত্রবংশ-উজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচারার্থ যথেষ্ট পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সভার সকল সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সভার অকৃত্রিম বান্ধব বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

৪। ৺চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় একবার উত্তররাঢ়ীয় পক্ষ হইতে সভার সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি সভার হিতৈষী ও অনুরাগী বন্ধু ছিলেন।

৫। ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় একজন সুপরিচিত বাগ্মী ছিলেন। তিনি কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার-কার্য্যে কায়স্থ-সভার প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

উক্ত সভ্যগণের মৃত্যুতে সভা যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সঙ্গে অতিশোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আর একজনের শোকসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি—তিনি আমাদের স্বজাতীয় বা সভার সভ্য নহেন, কিন্তু তিনি আমাদের সর্ব্বজনপরিচিত সুহৃদ্—এই সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। আজ ৩০ বর্ষ হইতে চলিল তিনি আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদক প্রবন্ধ লিখিয়া কায়স্থ-সমাজের ভক্তিভাজন হইয়াছেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে আমি যখন কান্দিতে গিয়া আমাদের সভার উদ্দেশ্য প্রচারে ব্রতী হই, সে সময় সুহৃদ্‌বর ত্রিবেদী মহাশয় সেই কান্দির কায়স্থ-সভায় যোগদান করিয়া সভার উদ্দেশ্য প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য এই সভার পক্ষ হইতে সেই আচার্য্যপ্রবরের জন্যও শোক প্রকাশ করিতেছি।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মাগণের জন্য নীরবে শোকপ্রকাশ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন—অদ্যকার কায়স্থ-সভার প্রথমেই যে মিলনের আনন্দসংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, যাঁহাদের চেষ্টায় সেই শান্তি স্থাপিত হইল আমাদের সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের অগ্রণী।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৩য় অধিবেশন।

বিগত ১৫ই আষাঢ় সোমবার (৩০শে জুন ১৯১৯) অপরাহ্ণ ৬॥টার সময় ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৩য় অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

১। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, সভাপতি।
২। কুমার শ্রীযুক্ত অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর।
৩। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
৪। „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
৫। „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
৬। „ দয়ালচন্দ্র বসু।
৭। „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
৮। „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
৯। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
১০। „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
১১। „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
১২। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা প্রাজ্ঞ।
১৩। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
১৪। „ প্রেমানন্দ সিংহ।
১৫। „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় বর্ম্মা।
১৬। „ নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
১৭। „ যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা।
১৮। „ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ—পত্রিকা-সম্পাদক।
১৯। „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব সহঃ ঐ ঐ
২০। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা } সম্পাদক।
২১। „ বিজয়চন্দ্র সিংহ }
২২। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা। } (সাধারণ সভ্য।)
২৩। „ পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা। }

প্রথম ও দশম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিব পাঠ ইত্যাদি। সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মি মহাশয় "সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত" এই কথাগুলি ব্যবহারে আপত্তি করায় ত পরিবর্ত্তে "অধিকাংশের মতে" এরূপ লেখা স্থির হইয়া সেই মত পরিবর্ত্তন ক হয়। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের ১০ম দফায় লিখিত শরৎবাবুর এক আপত্তি পত্র পঠিত হইয়া তাহা নথীভুক্ত করা স্থির হয়। অতঃপর গত অধিবেশনে কার্য্য-বিবরণ সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাব। মাসিক আয় ব্যয়ে হিসাব প্রদর্শন ইত্যাদি। কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের আয় ব্যয় হিসাব প্রদর্শন করিলে নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন— "গত ৬ই ও ৭ই বৈশাখ নড়াইলের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে দরুণ এবং কতিপয় সভ্যের চাঁদা ও প্রবেশিকা যাহা নগদ আদায় হয় তাহা আ চার্জ্জ না পাওয়ায় হিসাব বহিতে জমা করিতে পারি নাই। উক্ত বহিতে ১৭ বৈশাখ পর্য্যন্ত ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের স্বাক্ষর আ তৎপরে গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ requisition অনুসারে বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হ উহার পর দিবস (২৬শে জ্যৈষ্ঠ) শরৎবাবু আমাকে ৫খানি হিসাবের খাতা দে ও চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের তহবিল বাবদ ৪৭।৵ টাকা এবং ১৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত ও সে তারিখের পরে শরৎবাবুর সংগৃহীত টাকার জমা খরচ বাদে আমাকে নগদ ১৮৵ টাকা দেন; কাজেই ২৬শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত জমা বা খরচের দায়িত্ব আমার ন এক্ষণে আমার নিকট সাধারণ তহবিলের ১৭২। টাকা ও চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের দ ৪৭।৵০ টাকা মোট ২১৯।৵০ টাকা নগদ আছে। কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট অবগ হইলাম, বিভিন্ন হিসাবে গত বর্ষশেষে কায়স্থ-সভার মোট দেনা ৭২৬৵১॥ পাই আছে যথা—চিত্রগুপ্তভাণ্ডার হইতে সাধারণ তহবিলে গৃহীত হাওলাত ৩৩৪।৩৲, মিত্র প্রেসের পাওনা ২৯৮।৵০, দপ্তরীর পাওনা ৫০৮৵০, বহি বিক্র দরুণ পুস্তক-প্রণেতাদের পাওনা ৪১৮৵৭॥। সভার হিসাব যে প্রণালীতে রা হইয়া থাকে তাহা ঠিক নহে, উহার সংস্কার আবশ্যক।" হিসাব রাখার পদ্ধ সম্বন্ধে বিনোদ বাবু সভ্যগণকে বুঝাইয়া দিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে হিস রাখার নিয়ম পদ্ধতি ও যে প্রণালীতে হিসাব রাখিতে হইবে তাহা স্থির ক ভার আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়, বিনোদবাবু, দয়াল বাবু ও সম্পাদকদ্বয়ের উপর দে হউক এবং তাঁহাদের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে মাসিক হিসাব পুনরায় প্র

করিয়া আগামী অধিবেশনে প্রদর্শন করা হউক। এই কারণ আলোচ্য বিষয়ের ২ও৩ দফার আলোচনা স্থগিত থাকিল।

পঞ্চম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। সভার উত্তরপাড়ীর সভ্য কান্দিনিবাসী রামমোহন সিংহ মহাশয়ের মৃত্যুতে সকলে শোক প্রকাশ করিলেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক, সমর্থক রায় বিনোদবিহারী বসু।

১। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু ৫৮ নং বসুপাড়া লেন কলিকাতা।
২। ,, শৈলজাকান্ত রায়, উকিল—ঘুঘুডাঙ্গা রাজবাড়ী, ২৪ পরগণা।
৩। ,, নন্দলাল রায় চৌধুরী জমিদার বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
৪। ,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ৬৯ বেলেঘাটা মেনরোড, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

৫। ,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া।

প্রস্তাবক—শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

৬। ,, যোগেন্দ্রনাথ গুহ উকিল তামাকুমুণ্ডি, চট্টগ্রাম।
৭। ,, মহিমচন্দ্র চৌধুরী এসিষ্টাণ্ট নাজির ঐ
৮। ,, নূতনচন্দ্র চৌধুরী সদরঘাটরোড, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক—শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ।

৯। ,, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ২।১ সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী, সমর্থক—শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ।

১০। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা ১৫।১।১।এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১১। ,, হরেন্দ্রকুমার বসু ৩৭ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২। ,, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র ৯৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩। ,, প্রফুল্লকুমার বসু ৬৫।১ দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৪। ,, কালীপদ মিত্র পোড়াদহ, নদীয়া।
১৫। ,, যতীন্দ্রমোহন দে যোগাছা, হাবড়া।
১৬। ,, সতীশচন্দ্র বসু ৬৫নং দরমাহাটা নিউরোড, কলিকাতা।
১৭। ,, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ,, ,, ,,
১৮। ,, ইন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এটর্নি, ১৬নং বেথুন রো, কলিকাতা।

১৯। ,, সুশীলচন্দ্র ঘোষ উকিল এম, এ, বি, এল হাইকোর্ট, কলিকাতা।
(সরলবাবু আরও জানাইলেন পুরাতন সভ্য শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয় [illegible] বর্ষ হইতে ৬৲ টাকা স্থলে ১২৲ টাকা হিসাবে চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।)

প্রস্তাবক—রায় বিনোদবিহারী বসু, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

২০। ,, কুমার শরৎচন্দ্র মিত্র ৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা (১২৲ টাকা হি

২১। ,, প্রবোধকুমার দত্ত ৭৮।৭নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্ কলিকাতা (১২৲ হিসা

২২। ,, চারুচন্দ্র মিত্র ১২নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

২৩। ,, কৃষ্ণকিশোর দে এটর্নি ২৩নং গরানহাটা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব, সমর্থক—কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহা

২৪। ,, প্রবোধচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, বানরীপাড়া, বরিশাল।

২৫। ,, হেমচন্দ্র গুহ Bar-at-law পাইকপাড়া, ঢাকা।

২৬। ,, কিশোরীমোহন গুহ ৭৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—নিবারণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ।

২৭। ,, হেমচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর (৬৲ টাকা হিসাবে)।

২৮। ,, উপেন্দ্রনাথ বসু ১৬২।১নং আপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা (১২৲ হি

প্রস্তাবক—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সমর্থব—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।

২৯। ,, রায় সাহেব কমলাকান্ত ঘোষ হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

৩০। ,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ২৮।৪ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

৩১। ,, কবিরাজ মোহিনীকান্ত দেব বর্ম্মা কবিরঞ্জন, জয়পুরহাট, বগুড়া।

৩২। ,, যামিনীমোহন সরকার উকিল, ভাগলপুর।

৩৩। ,, রসিকলাল দাস ২০৭ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

এই সময় কতিপয় সভ্যের অনুরোধে সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয়ে দফা সম্বন্ধে আলোচনা করার অনুমতি করেন।

একাদশ প্রস্তাব। কাঃ নিঃ সমিতির নূতন সভ্য মনোনয়

শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব ও শ্রীযুক্ত শরৎ[illegible] মিত্র মহাশয়ের এ সম্বন্ধীয় পত্র পঠিত হইলে বিনোদবাবু বলিলেন যাঁহারা সাধা[illegible] হিসাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন এইরূপ লোক যাহাতে মনোনীত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচি[illegible] অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির [illegible] নির্ব্বাচিত হইলেন।

উত্তররাঢ়ীয় (১) মহাশয়জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ চম্পানগর, ভাগলপুর।
(২) ,, ,, কুমার কুমারেন্দ্র দেব রায়, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।
(৩) শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহ, ত্রিবেণী।
(৪) ,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ উকিল, ভাগলপুর।
(৫) ,, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।

বঙ্গজ (১) ,, মুকুন্দলাল রায়, মালুচি ঢাকা (৬ জরিফ লেন)।
(২) ,, প্রবোধচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, বানরীপাড়া বরিশাল।
(৩) ,, হেমচন্দ্র ঘোষ ১০৩ মস্‌জিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট্।
(৪) ,, সারদাপ্রসন্ন দাস এম্ এ, অধ্যাপক ২৫ রাজা লেন।
(৫) ,, সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক ৯৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট।

বারেন্দ্র (১) ,, বামাচরণ মজুমদার বর্ম্মা. ৩০ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
(২) ,, প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা উকিল, বগুড়া।
(৩) ,, বেণীমাধব সরকার বর্ম্মা,
(৪) ,, রামগোপাল মজুমদার বর্ম্মা, উকিল কুষ্টিয়া।
(৫) ,, সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা, ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা।

সপ্তম প্রস্তাব। সভ্যের রাজসম্মানে আনন্দপ্রকাশ।

ময়মনসিংহের সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ মহাশয় রায় বাহাদুর উপাধি পাওয়ায় সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এই সময় সভাপতি মহাশয় কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হওয়ায় তিনি সভ্যগণের অনুমতিগ্রহণে শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয়কে অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্য্যাবলী নির্ব্বাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া সভা ত্যাগ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে দয়ালবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অষ্টম প্রস্তাব। ৺দেবরাণী গুহ ভাণ্ডার ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার সম্বন্ধে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু জানাইলেন "গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় যখন খাতা কয়েকখানি ও মজুত তহবিল দিয়াছিলেন তখন আমাকে জানান যে উক্ত ভাণ্ডারদ্বয়ের টাকা উপস্থিত তাঁহার নিকট থাকিল, কারণ দাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয়ের সে সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে তাহা তিনি কাঃ নিঃ সমিতিকে জানাইবেন।" শরৎবাবু জানাইলেন যে দাতা ঐ টাকা তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন, সভায় দেন নাই। বিনোদবাবু বলিলেন, দাতা

যে সর্ত্তে প্রথমে টাকা দিয়াছিলেন, সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র সভ্যগণকে দেখা হউক। কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর মহেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় অনুসারে পরবর্ত্তী অধি শনে আলোচনার জন্য এ বিষয় স্থগিত রাখা স্থির হইল এবং আগামী অধিবেশনে সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র যাহা কিছু আছে তাহা সভায় উপস্থিত করার জন্য সম্পাদ দ্বয়কে অনুরোধ করা হইল।

নবম প্রস্তাব। গত ৩০শে চৈত্রের অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ। গত বর্ষের সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসু কার্য্য-বিবরণী একযোগে লিখিয়া আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এইরূপ হইলে শরৎবাবু জানাইলেন যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্রের লিখিত সম্বন্ধে আয়-ব্যয় রাখার পদ্ধতি সংস্কার করার জন্য যাঁহাদিগের উপর ভার দে হইয়াছে, তাঁহাদিগকে দেওয়া হউক, তাঁহারাই যথা কর্ত্তব্য করিবেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব। বিবিধ। সভার অব্যবহার্য্য র‍্যাক্ কয়েকটী— করিয়া ফেলার জন্য সম্পাদকদ্বয়ের উপর ভার অর্পিত হইল।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
(সম্পাদক)

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
(সভাপতি)
৪।৪।২৬।

কায়স্থ-পত্রিকা

ভাদ্র, ১৩২৬। নবপর্য্যায় ১২শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুল-গ্রন্থ

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়, বঙ্গ, বারেন্দ্র-বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কুলমর্য্যাদার যথেষ্ট আদর ছিল,—কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য সকল কায়স্থপ্রধান গ্রামে কুলেতিহাস লিখিবার ব্যবস্থা ছিল,—ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্য হইতেই কুলজ্ঞ নির্ব্বাচিত হইতেন, এবং তাঁহাদের উপরই কুলেতিহাস লিখিবার বা রক্ষা করিবার ভার ছিল। অনেক স্থানে ঐ কুলজ্ঞগণ বংশপরম্পরায় এই সমাজরক্ষামূলক মহাকার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। কালপ্রভাবে এবং লোকের রুচি অনুসারে কুলবিধি ও কুলমর্য্যাদা রক্ষার আদর হ্রাস হওয়ায়, কুলজ্ঞগণের প্রভাব ও কার্য্য ক্রমেই কমিয়া আসিল। বংশপরম্পরায় যে কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল তাহাও অনেকে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার ফলে রীতিমত কুলেতিহাস রক্ষার প্রথাও বিলুপ্ত হইল। প্রত্যেক কায়স্থকেন্দ্রেই যাহার যথেষ্ট আলোচনা ছিল, এখন তাহা ক্রমে বিরল-প্রচার হইয়া পড়িল। এইরূপে উপযুক্ত রক্ষকের অভাবে অযত্নে, অনাদরে আমাদের সমাজের অসংখ্য কুলগ্রন্থ বা কুলেতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যেমন কুলজ্ঞের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িতেছে, কুলগ্রন্থগুলিও সেইরূপ বিরলপ্রচার অথবা যাহা আছে, তাহাও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে।

প্রায় ৩০ বর্ষের চেষ্টায় বিভিন্ন কায়স্থ-সমাজের প্রায় দুইশত কুলগ্রন্থ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। উহাদের সাহায্যে কায়স্থ-সমাজের ইতিহাস লিখিত হইতেছে। কিন্তু যে কয়খানি মূল কুলগ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়—তাহা অবিকৃত ভাবে রক্ষা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে, সেই উদ্দেশ্যে অদ্য উত্তররাঢ়ীয় সমাজের একখানি প্রধান কুলগ্রন্থ প্রকাশে যত্নবান্ হইলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

ঘনশ্যামী ডাক

অথ সিংহ বংশাবলী

পশ্চিম বসতিস্থলী ।
অযোধ্যা হইতে বুলি ॥
সিংহে অনাদিবর ।
রাঢ় দেশে কৈল ঘর ॥
সূর্য্যসিংহ তার পুত্র ।
বাড়িতে লাগিল সূত্র ॥
তার পুত্র বিশ্বরূপ ।
সকল কুলের ভূপ ॥
বরাহ তাহার বেটা ।
কে সয় কুলের ছটা ॥
ভৈরব মদন দুই ।
মদন বংশ ত্যাগে থুই ॥
রাণা মদন উত্তরা পন্থ ।
তলে ছাড়া গণে অন্ত ॥
অর্কবিধি সুরাপানে ।
পিণ্ড দিল তার নামে ॥
ভৈরব হৈতে ভোমন ।
ভোমনের পুত্র এমন ॥
এমনের পুত্রবর ।
করণগুরু লক্ষ্মীধর ॥
বিস্তারিয়া বলি সূত্র ।
তার হইল তিন পুত্র ॥
আগে জ্যেষ্ঠ গদাধর ।
ভাবে হইলা মধ্যতর ॥
ভগীরথ বঙ্গগত ।
বঙ্গেতে হইলা রত ॥

ব্যাসসিংহ সর্ব্বশেষ ।
কক্ষা জার রাঢ়দেশ ॥
করাতিয়া নাম খ্যাতি ।
কে তার সমান পাতি ॥
গদাধর বয়োজ্যেষ্ঠ ।
করাতিয়া কুলশ্রেষ্ঠ ॥
রাঢ় দেশে দুই জন ।
প্রচারিল জনগণ ॥
জ্যেষ্ঠ ঠাকুর কর পাছে ।
শুন যাতে ভাব আছে ॥
ব্যাসের যুগল পুত্র ।
বলিব তাহার সূত্র ॥
বামদেব সিংহ বড় ।
বনমালি ভাবে দড় ॥
করার বামদেব খ্যাতি ।
ভাব ছাড়া জার পাতি ॥
বসতি কল্যাণপুর ।
ভাব হইলা অতি দূর ॥
বনমালি বন কাটি ।
সকল কুলের আটি ॥
কেশব তনয় তার ।
নিরাবিল কুল জার ॥
বিস্তারিয়া বলি সূত্র ।
তার হইল দুই পুত্র ॥
বিনায়ক সিংহ জ্যেষ্ঠ ।
জে হইল কুলশ্রেষ্ঠ ॥
জগন্নাথ তার পরে ।
অধিকারী নাম ধরে ॥
বিনায়কের দুই পুত্র ।
তাথে হইল (কুল) সূত্র ॥

কুলে রাজ লক্ষ্মীধর।
প্রতিরাজ তার পর॥
প্রতিরাজ করণে আট
রাজা হইতে কক্ষাখাট॥
লক্ষ্মীধর কুলে রাজা।
শ্রীচরণে কৈল পূজা॥
সভাতে বাড়িল মান।
আগে পাইল গুয়াপান॥
লক্ষ্মীধর মানে বড়।
জগন্নাথ কুলে দড়॥
কথায় হইল ভারি।
বিখ্যাত সর্ব্বাধিকারী॥
জগন্নাথ লক্ষ্মীধর।
ভাবে দুই সমসর॥
রাজসূত্রে বহুভাব।
স্থান বুঝিয়া কুলের লাভ॥
রুদ্রসিংহ অগ্রগণ্য।
কথায় বলিব ধন্য॥
তবে বলি দামোদর।
সাসপাড়া করিল ঘর॥
তার পরে বিদ্যাধর।
রাজ্য ব'নে দেশান্তর॥
দক্ষিণ রাঢ়েতে গতি।
আমুল্যায় কৈল স্থিতি॥
আস বসি বঙ্গ বেড়্যা।
কক্ষা খাট রাঢ় ছাড়া॥
কহিল রাজার সূত্র।
প্রধান রাজার রুদ্র॥
দুই পুত্র আদি পক্ষ।
নাই যার সমকক্ষ॥

জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্ধারণ।
তার পরে হইলা গণ॥
বিষ্ণুসিংহ পক্ষান্তর।
পুর্ণ্যায় করিল ঘর॥
উদ্ধারণের দুইপুত্র।
বিস্তারিয়া বলি সূত্র॥
বল্লাল তাহার জ্যেষ্ঠ।
ডিহি কান্দি বাস শ্রেষ্ঠ॥
তার পরে তারা প্রতি।
দোহাল্যা করিলা স্থিতি॥
কহিল উদ্ধরণ বংশ।
দুই গ্রামে হইল অংশ॥
তবে বলি গণপতি।
কথা যাহার খ্যাতি॥
গণপতি রাজার বেটা।
যে ধরে গুআর বাটা॥
একপক্ষে দুইজন।
সমভাব সমপণ॥
অগ্রগণ্য জীবধর।
তবে বলি প্রভাকর॥
তার পরে পক্ষান্তর।
নারদ মধু সহোদর॥
নারদ বিধানপর
জীব প্রভা সমসর॥
পক্ষান্তরে দুইজন।
নন্দন আর বিকর্ত্তন॥
মধু নন্দন বিকর্ত্তন।
সমভাব সমপণ॥
অগ্রগণ্য জীবধর।
তবে বলি প্রভাকর॥

নারদ তেমতি ভাব ।
আদান প্রদান লাভালাভ ॥
বল্লাল তাহার পর ।
কিছু ভাবে আন্তর ॥
মধু নন্দন বিকর্ত্তন ।
তারা পতি তারা সম ॥
তার পরে বলি ঘর ।
আদাড় বনা দামোদর ॥
বিষ্ণুসিংহ পুন্নায় বসতি ।
আদাড় বনা মধ্যস্থিতি ॥
প্রতিরাজ তার পর ।
আম্বাপ্রায় মন্দতর ॥
কহিল রাজার সুত্র ।
জগন্নাথের তিন পুত্র ॥
শ্রীধর সভার জ্যেষ্ঠ ।
বালিয়া বসতি শ্রেষ্ঠ ॥
মাধসিংহ জামুয়া স্থিতি ।
তারপর নিশাপতি ॥
গোবিন্দ তাহার পর ।
প্রায় ভাবে সমসর ॥
স্থানে গেলা কোন বংশ ।
জাম্বুয়াতে কাহার অংশ ॥
কেহো বা ছাতিনাগত ।
ভাটরায় আছেন কত ।
সভারি জাম্বুয়া মূল ।
যত জগন্নাথের কুল ॥
জাম্বুয়া বান্যা সমভাব ।
আদান প্রদান লাভালাভ ॥
পরে জ্যেষ্ঠ গদাধর ।
কান্দি দধি আমেদপুর ॥

উমা দধি ভাবে করি ।
জিঙ্গনাদি কুলে ঐরি ॥
জ্যেষ্ঠা মারি দেবে ভঙ্গ ।
ছাড়ে উমা পিতৃ সঙ্গ ॥
জিঙ্গন তিঙ্গন পদম নিলা ।
পিতৃত্যাগে উমা জিলা ॥
জিঙ্গন তিঙ্গন জে জে ঠাঞী ।
তাথে কেবল ভাব নাঞী ॥
জে করণে করে তায় ।
পরশ মাত্র কুল জায় ॥
দই কন উপনহি দেশে ।
ভাঙ্গা নাজা জিঙ্গন শেষে ॥
বামদেব করারি দোষে ।
কল্যাণপুর ঐরি শেষে ॥

ইতি বংশাবলী সমাপ্ত ।

অথো কক্ষোল্লাস ।

জয় হরি জয় সুত জম্বুদ্বীপে ।
কক্ষা তৎসম তস্যা সমীপে ॥
উভয় চরি জয়হরি যদুরামে ।
সম কক্ষান্বিত নাম—গ্রামে ॥
বল্লভ কুলরুচি রাজারামে ।
মাণিক তনয়া বিলসিত বামে ।
পরে বিতবনিয় দিগম্বর পন্দে ।
তথা দামুদর সুত নিজ যুথ বান্দে ॥
জয়জানে তিন এক করিয়া বিশ্রাম ।
কুলহিতে জয়ঘোষ বাড়াইল নাম ॥
সন্তোষাক্ষে সুবিদিত ধরণী ।
সানন্দাক্ষে কন্যা দমনী ॥

সিদ্ধানন্দী মল্লিক মোক্ষা।
মণি ধারান্বিত নির্ম্মল কক্ষা॥
বংশ বদন কুল বিতরণ কক্ষা।
রঘুকুল সম্ভব বিদিত সমূক্ষা॥
ত্রিবিক্রম কুল সুচার চঞ্চী।
রাধাবল্লভ কেবল বঞ্চী॥

ইতি জয়হরিসিংহের
কক্কোল্লাস।

ডাক সরসি জাম্বু দেখ।
যুগল মুরারী বড় বেগ॥
পাকে থাকে থাকে বেগ।
কুলাচলে সিলাবেক॥

ঘনশ্যামী।

অথ বালিয়া বংশ

শ্রীধরেতে বেল্যাগাই।
তাথে যুগলধারা পাই॥
হরিহর মুরারী মূল।
হরিহরেতে অনুকুল॥
শ্রীরাম তাহার পুত্র।
তার ছিলা তিন পুত্র॥
পুষ্পকেতু মালাধর।
কুলানন্দ তারপর॥
তবে বলি মুরারী বংশ।
পঞ্চসুতে গ্রাম অংশ॥
ছিরাম হাড়ে বলিভদ্র।
রুদ্র নকড়ি পঞ্চপুত্র॥
মহাকানু শ্রীরামধারা।
আজনাভালাষ বংশ তারা॥

[ক্রমশঃ]

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিবাদের উত্তর

"কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিবাদ" শীর্ষক প্রস্তাব, কোন কোন পুস্তক-বক্ষে সন্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, স্ব স্ব সমাজের উন্নতি সাধিত করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক সামাজিকেরই কর্ত্তব্য। সমাজে যে সকল কুসংস্কার বা কুপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক সমাজকে শাস্ত্রীয় বিধানে পূত পবিত্র করিয়া নববলে বলীয়ান্ ও নব উদ্ভাবিত পথে পরিচালিত করা প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষীরই একান্ত কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হইয়াই কায়স্থ-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বকীয় বর্ণধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করিতে বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহী হইয়াছেন। ইহাতে হাস্যাস্পদ হইবার বা নিন্দার বিষয় কি আছে তাহা আমরা জানি না। কায়স্থ-সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরে, ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজিক উন্নতি-সাধনের জন্য যদি ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং তাহাতে যদি ব্রাহ্মণগণ বা ব্রাহ্মণসমাজ নিন্দনীয় না হন তাহা হইলে কায়স্থসভার প্রতিষ্ঠার জন্য কায়স্থগণ বা কায়স্থসমাজ নিন্দনীয় হইবার কারণ মাত্র বিদ্যমান নাই। কায়স্থগণ সামাজিক উন্নতি করিতে অগ্রসর হইয়া নিশ্চয়ই "ধর্ম্মপথের প্রতি-কূলাচারী" নহেন। বর্ণ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে অন্যের গাত্রদাহ কেন হয় তাহা ত আমরা বুঝি না।

'দত্তক গ্রহণ' লইয়া কেহ কেহ কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চাহেন। আমরা বলি দত্তক গ্রহণের পাত্রাপাত্র দেখিয়া জাতি বা বর্ণ নির্ণীত হইতে পারে না এবং তাহা শাস্ত্রসম্মতও নহে। যদি কায়স্থগণের ভাগিনেয় বা শ্যালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা শাস্ত্রানুসারে গর্হিত কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য্যের ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণই তজ্জন্য দায়ী। আমরা মন্বাদি সংহিতায় দেখিতে পাই পিতা মাতা যে পুত্র অপরকে দান করেন সেই পুত্রকেই দত্তক পুত্র বলে—

'পিতা মাতা বা দদ্যাতাং' ইত্যাদি।

১৬৮।৯ মনু।

আপৎকালে পিতা মাতা স্বজাতীয় পুত্রকে যে প্রীতিপূর্ব্বক দান করেন তাহাকেই দত্তক পুত্র বলে।

দদ্যান্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকোভবেৎ।

১৩৩।২. যাজ্ঞবল্ক্য।

পিতা মাতা যে পুত্র অপরকে দান করেন তাহাকে দত্তক পুত্র বলে।

মন্বাদি সংহিতায় দত্তকপুত্রের এই সংজ্ঞা ব্যতীত পুত্রগ্রহণের কোন ব্যবস্থা আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই।

দান করা পুত্রই যখন দত্তকপুত্র বলিয়া পরিগণিত, তখন শাশুড়ী জামাতাকে বা ভগিনী ভ্রাতাকে যে পুত্র দান করিতে পারিবে না এমন কোন নিষেধ-বচন আমরা পাই নাই। দত্তক-গ্রহীতা গৃহীত দত্তকের মাতাকে অবিবাহিতাবস্থায় বিবাহ করিতে না পারিলে যে, দত্তক গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া আজকাল নিয়ম বা ধূয়া চলিতেছে তাহা নিতান্তই আধুনিক, প্রাচীন স্মৃতিতে উহার কোনই উল্লেখ নাই। দত্তকগ্রহণ বিষয়ক 'দত্তকচন্দ্রিকা' বলিয়া যে একখানা পুস্তক বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে তাহাও সমীচীন ও সর্ব্বসম্মত নহে। স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত Hindu Law নামক পুস্তকে, ঐ দত্তকচন্দ্রিকা যে ইং ১৮০০ সালে রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। শূদ্র যে সগোত্রে বিবাহ করিতে পারে বা সগোত্রে বিবাহ করিতে পারিলেও সহোদরাকে বিবাহ করিতে পারে তাহা মন্বাদি স্মৃতিতে নাই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতিতে শূদ্রের সগোত্রে বিবাহ দোষজনক নহে বলিয়া উদ্ভট মত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, তাই বলিয়া সহোদরাকে বিবাহ করিতে পারে এমন কোন কথা বলেন নাই। রঘুনন্দন বা পণ্ডিত মহাশয়গণ যে যুক্তিবলে শূদ্রের সগোত্রে বিবাহে দোষ নাই বলিয়াছেন সেই যুক্তিবলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সগোত্রে বিবাহ করিতে পারে?

ধনঞ্জয়ের 'ধর্ম্মপ্রদীপের' মতে গোত্র আদি পুরুষের নাম এবং রঘুনন্দনের মতে আদি পুরুষের নামে ব্রাহ্মণের এবং আদি পুরোহিতের গোত্র বা নামে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গোত্র হইয়াছে।

বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধাদিপুরুষব্রাহ্মণরূপগোত্রং।

পৌরোহিত্যান্ গোত্র-প্রবরান্ রাজন্যবিশঃ প্রাবৃণত॥

রঘুনন্দন।

যদি আদি পুরুষের নামেই গোত্র হয়, তাহা হইলে মনুকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আদিপুরুষ বলিতে হয়। কারণ মনুর মতে, মনু হইতে মরীচি, অত্রি প্রভৃতি ১০ জন ঋষি এবং কর্দ্দম প্রজাপতি সৃষ্ট হন। (শ্রীমদ্ভাগবত

১২ অঃ ৩য় স্কন্ধ) সুতরাং মনুই ১০ জন ঋষির ও কর্দ্দমের পিতা এবং মনুই মানব মাত্রেরই আদি পুরুষ।*

মনু মহাশয়ের পুত্র প্রচেতা দক্ষের কন্যাকে, অপর অপর ৯ জন পুত্র কশ্যপ অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষি কর্দ্দমের কন্যাকে বিবাহ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত) সুতরাং মরীচ্যাদি ঋষিগণ যে সর্ব্বপ্রথম সগোত্রে বিবাহ করিয়া বংশবর্দ্ধিত করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বিদ্বেষিবৃন্দকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের সগোত্র-বিবাহের সুধাময় ফল! মন্বাদি শাস্ত্র শূদ্রসম্বন্ধে যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে বিশেষরূপেই প্রতিপন্ন হয় যে, শূদ্রের পোষ্যপুত্র গ্রহণের কোন কারণই থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ ধনবান্ যাঁহারা তাঁহারাই সম্পত্তি বা বংশরক্ষার জন্য কিংবা শ্রবণ-ভৈরব-পুন্নাম নরক হইতে সশরীরে উদ্ধারের জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন নির্ধন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন না বা বংশলোপের জন্য ততটা চিন্তিত হন না। মন্বাদি শাস্ত্রে শূদ্রের জীবিকা-নির্ব্বাহের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে শূদ্র যে কোনকালেও হিন্দু রাজার রাজত্ব-সময়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের জটিলযুগে আপন দারিদ্র্যদশা পরিবর্ত্তিত করিতে—অন্ততঃ ২।৪টি তাম্রখণ্ড সঞ্চিত করিতে পারিত ইহার ধারণাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কারণ মনু মহাশয় ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ধন চুরি করিয়া হউক, ডাকাতি করিয়া হউক অথবা ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন, ছানা, পায়স, পিষ্টক হইতে চিরবঞ্চিত উচ্ছিষ্ট পাত্রাবশেষ অন্নভোজী শূদ্রের মস্তিষ্কহীন মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াই হউক, তাহার বহু কষ্ট-অর্জ্জিত ধন গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন। (১২৯।১০, ৪১৭।৮ মনু)

সুতরাং হিন্দুরাজার আমলে শূদ্র কোন রূপেই কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত না—আজীবন গরিবই থাকিত এবং পাতকুড়ান ভাত খাইয়াই দানব-লীলার অত্যাচারে মানবলীলা শেষ করিত। সুতরাং যে নিঃস্ব, তাহার সম্পত্তি কোথায় যে, উহা রক্ষা বা ভোগ করিবার জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবে? বিশেষতঃ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে মহাব্যাহৃতি হোম বা যজ্ঞ করিতে বশিষ্ঠের উপদেশ আছে:—

---

* পক্ষান্তরে সম্বন্ধ-নির্ণয়ের মতে এবং অগ্নিপুরাণের "আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা——" এই বচন বলে প্রজাপতিকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আদি পুরুষ বলিতে হয় তাহা হইলে বর্ণচতুষ্টয়েরই 'প্রজাপতি' গোত্র হইয়া পড়ে। (লেখক)।

পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধুনাহূয় রাজনি চাবেদ্য নিবেদনস্য

মধ্যে ব্যাহৃতিহুর্ত্বা দূরে বান্ধবমসন্নিকৃষ্টমেব।

অর্থাৎ পুত্র প্রতিগ্রহ করিতে হইলে বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া এবং রাজ-সকাশে নিবেদন করিয়া বন্ধুগণসমীপে গৃহমধ্যে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া গ্রহণ করিবে। এবং মনু শূদ্রের যজ্ঞাধিকারও নিষেধ করিয়াছেন :—

আহরেৎ ত্রীণি বা দ্বে বা কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।

নহি শূদ্রস্য যজ্ঞেষু কশ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ॥

১৩।১১ মনু।

অর্থাৎ শূদ্রগৃহ হইতে ইচ্ছামত দুই বা তিনটি যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে; যেহেতু শূদ্রের কোন যজ্ঞ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং হিন্দুরাজার সময়ে রচিত শাস্ত্রে শূদ্রের পোষ্যপুত্র গ্রহণের নিয়ম কদাচ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন প্রজাপতি রুচি, মনুকন্যা আকুতিকে বিবাহ করেন। এই আকুতির গর্ভে ব্রাহ্মণনন্দন রুচির ঔরসে এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রের নাম যজ্ঞপুরুষ এবং কন্যার নাম দক্ষিণা। এই দক্ষিণা ঠাকুরাণী স্বীয় সহোদর যজ্ঞপুরুষকে বিবাহ করিয়া দ্বাদশটি পুত্র প্রসব করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের মধ্যে সহোদর সহোদরায় বিবাহ হইয়া যদি ঔরস-পুত্র উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেতর জাতি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে না পারিবার কোন সঙ্গত হেতু থাকিতেই পারে না। শাস্ত্র ব্রাহ্মণের একরূপ, অব্রাহ্মণের অন্যরূপ নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণসন্তান মাতুলকন্যা গ্রহণ করেন। (দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ দ্রষ্টব্য।) যদি মাতুলকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণের কোন দোষ না ঘটে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হয়, তবে মামাতো ভগ্নীর ছেলেকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে কায়স্থগণের দোষ কি? মহাভারতাদিতেও মাতুলকন্যা-বিবাহের নিয়ম দেখা যায়; পৃথা বা কুন্তী বসুদেবের সহোদরা ছিলেন। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বসুদেব-কন্যা সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিৎও স্বীয় মাতুল উত্তরের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং কায়স্থ-বিদ্বেষিবৃন্দ কি বলিতে চাহেন, আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী মাতুলকন্যা বিবাহকারিগণ শূদ্র? না মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহারা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং রুচির পুত্র যজ্ঞপুরুষ যিনি স্বীয় সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই শূদ্র ছিলেন? অথবা সেকালে ঐরূপ বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল, একালে এই রঘুনন্দনীযুগে কোন কারণাধীনে নিষিদ্ধ হইয়াছে? আমাদের বোধ হয় বিদ্বেষবশেই অনেকে যত দোষ কায়স্থের স্কন্ধে চাপাইতে ক্রটী করিতেছেন না। আবার কোন কোন ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন 'ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নাই।' আমরা তাঁহাদের এই উক্তির অসারত্ব প্রতিপাদন ও চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য, আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণের মধ্যে যে অদ্যাপি সগোত্র বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা বারান্তরে দেখাইব।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা

বরপণে অপর দিক্

(গল্প)

বরপণে কি করিয়া কন্যা-পিতৃপক্ষ দারিদ্র্য-কবলে নিষ্পেষিত হইতেছেন মাত্র তাহাই সর্ব্বত্র আলোচিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহার আরও একটী দিক্ আছে যে দিকে ইহা ক্রমে সঞ্চরণশীল বিষরূপে কার্য্য করিয়া বরপক্ষের সুখের সংসার অশান্তির আকর করিয়া তুলিতেছে। কন্যাপক্ষের বরং সান্ত্বনা আছে, দারিদ্র্যপীড়নে আর্ত্তনাদ করিবার এবং অন্যের সহানুভূতি পাইবার অধিকার কন্যাপক্ষের আছে, কিন্তু বরপক্ষের এ সকলের কোনটীই নাই। প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া বরপণগ্রহণরূপ অকার্য্যের ফলে যে বিষদিগ্ধ শল্যকে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে হৃদয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার কুফল তীব্র মর্ম্মবেদনা বরপক্ষকে নীরবেই সহ্য করিতে হয়, অন্যের নিকট প্রকাশে সহানুভূতির পরিবর্ত্তে টিট্‌কারী লাভের একান্ত সম্ভাবনা। আমরা এ বিষয়ে একপক্ষেই দেখিয়া থাকি, এক পক্ষের প্রতিই সহানুভূতি দেখাইয়া থাকি; অপর পক্ষের অশান্তির বিষয় বুঝি না, বুঝিতে ইচ্ছাও করি না, অথবা বুঝিয়াও নিজে উহার বাইরে থাকিতে একান্ত উদাসীন, পরন্তু সেই পরম শত্রু অশান্তির আকরকেই পরমমিত্র জ্ঞানে সাদরে আলিঙ্গন দিতে লোভের কুহকে মোহিত হইয়া সুখের সংসারে অশান্তি-বিষবৃক্ষ রোপণে সততই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি।

কিরূপে এই উভয়কুলবিধ্বংসী বরপণ বরপক্ষেরও তীব্র মর্ম্মবেদনার কারণ হইয়া থাকে, তাহা নিম্নলিখিত সত্যঘটনামূলক আখ্যানটীতে আংশিকভাবে বিবৃত করিব। মনোহর বাবু একজন কুলীন কায়স্থসন্তান। ইঁহার পিতৃদেব যে

ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা রাখিয়া যান তাহাতে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের কোন অভাবই হইবার তাঁহার সম্ভাবনা ছিল না। ক্রমে ইহার কয়েকটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ভূসম্পত্তির আয়ে অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকায়, অধিকন্তু জমিদার সরকারে একটী কার্য্যে নিযুক্ত থাকার জন্য ব্যয়বৃদ্ধিতেও তাঁহার কোন অসুবিধা বোধ করিতে হয় নাই, সুখে স্বচ্ছন্দেই দিনাতিপাত হইতেছিল। ক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রটী বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল। মনোহর বাবু কলিকাতার সন্নিকটেই কর্ম্মস্থানে থাকিতেন, কাজেই সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান লইতে পারিবেন ভাবিয়া শিক্ষার্থী পুত্রকে কলিকাতার কোন স্কুলে দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন। বৈষয়িক অবস্থা উন্নত ; নিজেও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন ; কাজেই পুত্রের শিক্ষার জন্য ব্যয়সঙ্কুলানে কোন অসুবিধাই হইল না। পুত্রটীও মেধাবী, যথাসময়ে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পিতামাতাকে আনন্দিত করিয়া তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধনে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু ইহাই হইল কাল। লেখাপড়া শিক্ষাবিষয়ে উন্নতির পরিচয় পাইয়া পিতা মাতা পুত্রের প্রার্থিত যে কোন প্রকার ব্যয় সন্তোষের সহিত নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পুত্রটী শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী এবং চরিত্রবান্ হইলেও সংযম-শিক্ষার অভাবে কলেজে শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই বিলাসিতার স্রোতে গাত্র ভাসাইয়া দিল। কলেজে ধনিসন্তানদিগের সহিত একত্র থাকিতে ও মিশিতে হয় ; কাজেই এই সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় নিতান্ত আবশ্যক ; এই ভাবিয়া পিতামাতা উহাতে বাধা না দিয়া প্রকারান্তরে সমর্থনই করিতে লাগিলেন এবং নিজের আয়ে তখন আর ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে পুত্রটী যথাসময়ে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিল। তখন আর পিতা মাতা পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথা অযথা কোন প্রকার ব্যয়ই আপত্তিজনক দেখিলেন না। ঋণ যে ক্রমে বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিতেছে ইহাও ভাবিয়া দেখা সঙ্গত মনে করিলেন না। সম্ভবতঃ কুহকিনী আশা তাঁহাদের কাণে কাণে কহিতেছিল "ভয় কি ? যত ইচ্ছা যোগাও, কায়েতের ছেলে, বি, এ, পাস করিলে বৌমার সহিত এত টাকা ঘরে আসিবে যে রাখিবার স্থান পাইবে না।" দুই একটী বিবাহের প্রস্তাবও আসিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির আকর্ষণে

আকৃষ্ট হইয়া জামাতৃপক্ষকে পাঁচ, সাত হাজার যোগাইতে পারেন এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা মনোহর বাবুর স্বদেশে একান্ত বিরল। কাজেই দুই পাঁচশত বা দুই একহাজারের প্রস্তাবে পুত্রের পিতৃদেব উপহাসের হাসি হাসিবার এবং পুত্রের মাতৃদেবী নাসিকা কুঞ্চিত করিবার যথেষ্ট অবসর পাইলেন।

যথাসময়ে পুত্র সসম্মানে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কায়স্থের ঘরের ছেলে তাহাতে অনারে বি, এ, আর পায় কে ? চারি পাঁচ শতের স্থানে চারি পাঁচ হাজারের শুভ প্রস্তাব অবিলম্বেই উপস্থিত হইয়া পিতা মাতার দূরদর্শিতার ও বুদ্ধিমত্তার সুফল প্রদান করিল। পুত্রের বয়স হইয়াছে, আর অধিক বিলম্বে কুফল ফলিতে পারে ভাবিয়া যোগ্যমূল্য না হইলেও পাঁচ হাজারের প্রস্তাবেই সম্মতি দিয়া পিতৃদেব সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

মনোহর বাবুর বন্ধু গণের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ আনন্দিত হইবার কিছুই দেখিতে পান নাই। পাঁচহাজার টাকার চুক্তিতে সম্মত হইবার পূর্ব্বে মনোহর বাবু তাঁহার কোন বন্ধুকে এই বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। বন্ধুটী কিন্তু মনোহর বাবুর বিশেষ শুভানুধ্যায়ী হইয়াও অর্থলোভে ধনী কন্যার সহিত গৃহস্থের ছেলের বিবাহ দেওয়া বিষয়ে একান্ত অপক্ষপাতী, কাজেই তিনি শ্রোতার অপ্রিয় হইলেও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, মনোহর বাবু আপনি শুনিতে চান যে আমি বলি 'হাঁ, বেশ হইয়াছে, বিবাহ দিয়া ফেলুন' ; কিন্তু আমি ঐ কথা কয়টী মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না। এরূপ অবস্থাগত বৈষম্য যেখানে সেখানে পুত্রের বিবাহ না দেওয়াই ভাল, যদিইবা দিতে হয় তাহা হইলে কোন প্রকার চুক্তি না রাখিয়া; আপনি যেখানে সেরূপ না করিয়া রীতিমত দরদস্তুর করিয়া একার্য্যে ব্রতী হইতেছেন, উচ্চ ডাকে পুত্র বিক্রয় করিতেছেন, সেখানে সম্ভবতঃ ইহাতে সুফলের আশা অতি কম। হয় ত শান্তির পরিবর্ত্তে আপনি সম্ভবতঃ অশান্তিকেই সাগ্রহে গ্রহণ করিতে যাইতেছেন। ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসাস্থল উপযুক্ত পুত্রকে এইরূপভাবে বিক্রয় করিয়া অপর ছেলে কয়টীকে মানুষ করিবার পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিতে যাইতেছেন।" মনোহর বাবু কিন্তু কথাগুলি শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। অর্থাকাঙ্ক্ষা এবং তৎপ্রাপ্তির আকর্ষণ এমনই প্রবল যে, মানুষকে মাত্র একদিক্ই,—সুখের দিক্ই দেখাইয়া থাকে। ইহার যে আর একটী দিক্ আছে, অদূর ভবিষ্যতে যে ইহা অশান্তির আকর হইতে পারে, ইহা ভাবিবার, বুঝিবার অবসর দেয় না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

শুভদিনে শুভক্ষণে মনোহর বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। সালঙ্কারা বধূমাতা বাঞ্ছিত রজতখণ্ডসহ শ্বশুর-গৃহে আগমন করিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর নয়নের তৃপ্তিসাধন করিলেন। নববধূদর্শনাভিলাষী সমাগত প্রতিবেশীদিগকে বধূসহ অলঙ্কারাদি প্রদর্শন করাইয়া শ্বশুর-শাশুড়ী আত্মপ্রসাদ লাভে সমর্থ হইলেন। এইরূপ আনন্দোৎসবে কয়েক দিন কাটিয়া গেলে নববধূ স্বামীকে সহচররূপে লইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা হইলেন। শ্বশুরগৃহে রাখিয়া গেলেন শ্বশুর-শাশুড়ীর চির-আকাঙ্ক্ষিত রজতখণ্ডগুলি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইতে লাগিলেন। সূক্ষ্মদর্শী কেহ কেহ কিন্তু দেখিলেন এই রজতরাশিরূপ আবরণের মধ্যে একটী কৃষ্ণ সর্প লুক্কায়িত যাহা এই রজতখণ্ডগুলির ক্রমে তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়া বিষোদ্গার করিতে থাকিবে।

বাল্যে সংযমশিক্ষার অভাবে বিলাসপ্রিয় পুত্রের বিলাসলালসা ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। বিশেষতঃ এক্ষণে সে ধনী লোকের জামাতা। তাহাদের সহিত মিশিতে হইলে সেইরূপ ভাবে চলা আবশ্যক—এই ভাবিয়া স্নেহান্ধ পিতা মাতা পুত্রের ব্যয়াধিক্যে কিছুই আপত্তিজনক দেখিতে পাইলেন না। পুত্র যখন সম্মানে বি, এ পাস করিয়াছে এবং বড়লোকের জামতা, তখন নিশ্চয়ই একটা চাকুরী পাইয়া তাঁহাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিবে, এই ভাবিয়া উত্তমর্ণগণকে সুদের বাবদ কিছু দিয়া পুত্রবিবাহলব্ধ অর্থের অবশিষ্টাংশ তাহারই কলিকাতায় অবস্থানের ব্যয়ে নিয়োজিত করিলেন। পুত্র কিন্তু নিজের জ্ঞানার্জ্জনের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া চাকুরির অন্বেষণ না করিয়া এম্, এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন; কাজেই সঞ্চিত অর্থ শীঘ্রই নিঃশেষিত হওয়ায় পিতামাতাকে পূর্ব্ব অস্বচ্ছলাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হইল। পূর্ব্বেই দায়গ্রস্ত ছিলেন, সুতরাং ঋণপ্রাপ্তির আর কোন সম্ভাবনা নাই, কাজেই পুত্রের কলিকাতার ব্যয় চালাইবার আর কোন উপায় নাই। কেন তাহার বিবাহার্জ্জিত অর্থ অন্যভাবে ব্যয়িত হইল পুত্রের এই নিতান্ত সঙ্গত প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। সুতরাং পিতৃকর্ত্তব্যের ত্রুটি হেতু পুত্রকে শ্বশুরের উপরই নির্ভর করিয়া পিতৃমাতৃভক্তি শ্বশুর-শাশুড়ীর দিকেই স্থানান্তরিত করিতে হইল।

একান্ত পিতৃ-মাতৃভক্ত ধীমান্ পুত্র এখন আর পিতা-মাতাকে সেরূপ ভাবে দেখেনা, এমন কি তাহার কুশল জানাইয়া পিতা-মাতাকে সুখী করিতেও অনেক

সময় শৈথিল্য প্রকাশ করে। মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়াও পুত্র স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় অবকাশের সময়ে শ্বশুরের শৈলাবাসে বেড়াইতে চলিলেন। মাতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। রোগ ক্রমশঃ প্রবলতররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পুত্রের নিকট পত্রের পর পত্র যাইতে লাগিল। কিছু দিন পরে পুত্রের শুভাগমন হইল বটে, কিন্তু মাতা সে আনন্দ উপভোগে বঞ্চিতা হইলেন। তিনি রোগ-শয্যা হইতে আর উঠিলেন না, শীঘ্রই মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া মর্ম্মবেদনা জুড়াদলেন।

পতিগতপ্রাণা জীবনসঙ্গিনীকে হারাইয়া মনোহর বাবু নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। পুত্রের ব্যবহারও নিতান্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক। অন্যের নিকট দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিবেন সে আশাও নাই; কারণ তাহাতে সহানুভূতির পরিবর্ত্তে "কেন লোভে পড়িয়া এরূপ কাজ করিলে" এই উক্তিই শুনিতে হইবে। কাজেই নীরব দুশ্চিন্তার কুফল কঠিন রোগ দেখা দিল। পূর্ব্বেই ঋণভার বর্দ্ধিতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, আর বাড়াইবার উপায় নাই। পুত্র কিছু অর্জ্জন করিয়া পিতৃদারিদ্র্য দূর করিবে সে সম্ভাবনাও নাই। কাজেই বন্ধুদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট ভিক্ষা ব্যতীত অন্য উপায় রহিল না। কিন্তু ইহাতে রোগ-বৃদ্ধি ব্যতীত রোগোপশমের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। সেবা করিবারও কেহ ছিল না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় লইলেন।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা

আন্তর্গণিক বিবাহ

সমগ্র ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সমাজে আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন সম্বন্ধে দুই একটী কথার জন্য এই প্রবন্ধের সূচনা।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বিরাট্ কায়স্থ-সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পরের নিকট পরস্পর পরিচয় বা মিলনের জন্য কেমন একটী প্রবল আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে বিশেষতঃ গৌড়বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি আদান প্রদান হয়, তৎপক্ষে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ও নেতৃবর্গ প্রতিবারে বলিয়া আসিতেছেন,

অবশ্য তাহার দ্বারা কিছু যে কার্য্য না হইয়াছে এমত নহে। গৌড়বঙ্গের শ্রেণীচতুষ্টয়ের বহু গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মহোদয়গণ ও কায়স্থসমাজ হিতৈষী ব্যক্তিবৃন্দ ও চারিশ্রেণীর শিক্ষিত কায়স্থ যুবকবৃন্দের সহিত আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে প্রায়শঃ আলাপ দ্বারা বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এতৎসম্বন্ধে আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক শ্রেণীই কি যেন কাহার মুখাপেক্ষী হইয়া, বা কোন মোহজনক, অনিশ্চিত বাধায় বা ধাঁধায় পড়িয়া আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে সঠিক স্থির করিতে ইতঃস্ততঃ করিতেছেন এবং অনেকেই স্পষ্টই বলেন যে, পরস্পর কায়স্থসমাজ বা বিভিন্নশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বিবাহাদি আদান প্রদান হওয়া মূলতঃ জাতি বা বর্ণ হিসাবে দোষ দেখা যায় না, এইরূপ বলিয়া থাকেন। তবে পরস্পরের মধ্যে কি যেন এক বাধা থাকায় কায়স্থসমাজে এই মহা-মঙ্গলময় কার্য্য হইতে বিলম্ব হইতেছে এবং সচরাচর এইরূপ কথা উত্থাপিত হইতে দেখা যায় যে, আমি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, আমি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ইত্যাদি। আমরা যদি স্ব স্ব শ্রেণী ছাড়া অন্য শ্রেণীর সহিত বিবাহাদি কার্য্য করিয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের পরস্পর সমাজের মধ্যে এমনি একটী ঘনীভূত ঘটনা ও মহা-গোলমাল উপস্থিত হইয়া পরস্পরকে মহা গোলমালের ভিতর পড়িতে হইবে যে, পরে হয়ত একঘ'রে হ'য়ে থাক্‌তে হবে। এইরূপ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

সমাজের যাঁহারা প্রবীণ, প্রধান বা যাঁহাদের হাতে কিছু কর্ত্তৃত্ব আছে, তাঁরা হয়ত তখন এতৎসম্বন্ধে নির্ব্বাক্ হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিতে পারেন; চারি শ্রেণীর অনেক কায়স্থ-মহাত্মা বা নেতৃগণ এই কার্য্যটী মঙ্গলজনক বলিয়া কায়স্থ-সমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ-প্রচলন জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু হয়ত কাজের বেলায় চারি শ্রেণীর কায়স্থ-নেতৃগণ বা কুলীনবৃন্দের মধ্যে অনেকেই মুখ লুকাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিবেন। শেযে হা'ল ধরিবার কেহই থাকিবে না ইত্যাদি আতঙ্কের কথা বর্ত্তমানে কায়স্থ-সমাজের অনেকে উত্থাপন করিয়া বসেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত ভিত্তিহীন ভ্রান্ত, অন্ধ ধারণা ও আতঙ্কের বশবর্ত্তী হইয়া বসিয়া থাকায় এই শুভ মহা-মিলনের অন্তরায় ঘটিতেছে এবং অনেকে প্রকাশ্যে বলেন যে, আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে ও কায়স্থ-সভায় এযাবৎকাল চারি শ্রেণীর অনেক কায়স্থ মহোদয় বা রাজা মহারাজা এই প্রস্তাব উত্থাপন, অনুমোদন বা সমর্থন করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু কই উক্ত মহানুভবগণকে আজ পর্য্যন্তও

এই শুভকর কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিতেছি না কেন? তাঁহারা কাহার বা কিসের আশঙ্কায়, কাহার নিষেধে বা কি বুঝিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছেন?

আমরা মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ বা কেহ চাকুরীজীবী বা গরীব কায়স্থ। আমরা যদি সৎসাহস পূর্ব্বক বা সদ্‌দৃষ্টান্ত স্বরূপ কায়স্থ-সভার সমর্থিত আন্তর্গণিক বিবাহ করি, তাহা হইলে তখন সমাজে একটী মহা গোলযোগ উঠিয়া কোন্ দিকের ঢেউ কোথায় যাইবে বলিতে পারি না। কায়স্থ-সভা কি তখন দেখিতে আসিবেন? এইরূপ উক্তি বা অনুভব সাধারণতঃ কায়স্থবৃন্দের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত উক্তি, প্রত্যুক্তি ও সৎসাহসহীনতায় কায়স্থসমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে বিলম্ব ঘটিতেছে; চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে অনেকেই জাতীয় ইতিহাসাদি ও পরস্পরের কুলমর্য্যাদা রূপ সামাজিক ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনায় বুঝিয়াছেন যে, পরস্পর সমাজ বা বিভিন্নশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি মূলতঃ জাতি বা ধন হিসাবে দোষ না থাকিলেও এবং পরস্পর শ্রেণীমধ্যে মিলনের কি এক অবান্তর জটিল অন্তরায়রূপ বাঁধ থাকায় ও কোন কোন কায়স্থ সমাজে বিভিন্ন সমাজের কায়স্থগণের সহিত আন্তর্গণিক বিবাহ দেওয়ার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজে সম্পূর্ণভাবে এই প্রস্তাব এযাবৎ সভাধিবেশন দ্বারা কুলীন মৌলিকাদি সমন্বয়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত, অনুমোদিত ও গৃহীত না হওয়ায় বা আন্দোলন না হওয়ায় বা আন্তর্গণিক বিবাহের শুভফল জ্ঞাত হইতে না পারায় বা হঠকারিতায় আন্তর্গণিক বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফেলিলে স্ব স্ব সমাজে একটী ভয়ানক গোলমাল হওয়া অনিবার্য্য—এই আশঙ্কায় কায়স্থসমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ-প্রচলন সম্বন্ধে বহু বিলম্ব ঘটিতেছে। আন্তর্গণিক বিবাহে মূলতঃ কায়স্থসমাজে দোষের বা জাত্যন্তর হওয়া রূপ ভীতির কোন কারণ নাই ইহা অনেক কায়স্থই বুঝেন বা অনেকেরই আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ও চারি শ্রেণীর সামাজিক কুলীন মৌলিকাদি কায়স্থগণ সমবায়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে ও তাহা সমাজমধ্যে প্রচারে বিলম্ব ঘটায় বা ব্যাবহারিক হিসাবে কার্য্য করিলে বিষময় ফল হইতে পারে বা সমাজের পরস্পর পরস্পরের সামাজিক আচারাদির কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য থাকা প্রযুক্ত ও কতকগুলি ভ্রান্ত ও অমূলক আতঙ্কে ভীত হইয়া "ন গণস্য অগ্রতো গচ্ছেৎ" এই নীতি অবলম্বন করিয়া অমুক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্যাবহারিক ভাবে কার্য্যে অগ্রে প্রবৃত্ত হউন, পরে দেখা যাইবে এমতভাবে পরমুখাপেক্ষী থাকা বা অনেকেই প্রাচীন মান্ধাতা আমলের কতকগুলি অন্ধ ও বদ্ধ বিশ্বাস ও ধারণার বশবর্ত্তী

হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ-কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেছেন না এবং অনেকের এবিষয়ে যথেষ্ট সৎসাহস থাকা সত্ত্বেও পরস্পর সমাজের সম্পূর্ণ আচরণ ও সামাজিক নিয়ম-প্রণালী না জানা হেতু বা নিজ নিজ আভিজাত্য বা কুল-মর্য্যাদা। কিভাবে বজায় রাখিয়া আদান-প্রদান রূপ আন্তর্গণিক বিবাহ চলিতে পারে তাহা এ পর্য্যন্ত স্ব স্ব শ্রেণীর সমাজপতি, সভাপতি বা গোষ্ঠীপতি দ্বারা স্থিরীকৃত না হওয়ায় কায়স্থ-সমাজচতুষ্টয়ে আন্তর্গণিক বিবাহের প্রসার লাভে বিলম্ব ঘটিতেছে—তাহা ছাড়া কোন কোন সমাজে বিবাহের অত্যধিক ব্যয়াধিক্য ও বহ্বাড়ম্বরের কথা উত্থাপন করিয়া আন্তর্গণিক বিবাহ-প্রস্তাবে নিশ্চেষ্ট ও নিরস্ত থাকিতেছেন, এবং অনেকেই নিজ নিজ সমাজের ব্যক্তিগত বা বংশগত আভিজাত্য বা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অনুভব করিয়া বা কোথাও কোথাও স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়া অপর শ্রেণীর সহিত আন্তর্গণিক বিবাহ হওয়া সহজসাধ্য নহে বা তাহা কখন হইতে পারে না ইত্যাদি আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া স্ব স্ব সমাজের বা ভিন্ন শ্রেণীর উৎসাহী কায়স্থগণকে নিরুৎসাহ করিতে পশ্চাৎপদ হন না বা এই সমস্ত নানা জাতীয় বাধাবিঘ্ন ও আশঙ্কায় ও বলিতে গেলে প্রত্যেক সমাজের কায়স্থগণের কিছু কিছু অবিবেচকতাও আত্মম্ভরিতায় ও জাতীয় বাধা বিঘ্ন, নিরুৎসাহিতা ও নানাজাতীয় মিলনের অন্তরায়সূচক ঘাত, প্রতিঘাত ও আপত্তি প্রতিনিয়ত উদ্ভাবিত হইয়া গৌড়বঙ্গ রাঢ়ের কায়স্থ শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে এ পর্য্যন্ত মঙ্গলকর আন্তর্গণিক বিবাহ-প্রচলনে বিলম্ব ঘটিতেছে। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন, নিরুৎসাহ, অসার আপত্তি ও অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ধারণা ইত্যাদি অহরহঃ কায়স্থসমাজকে উপদ্রুত করায় নানা প্রকার মতদ্বৈধতা ও জল্পনা কল্পনা উপস্থিত হইয়া একে একে এই শুভ প্রস্তাবগুলি নীরবে বিলীন হইতে চলিয়াছে।

এই সমস্ত বিষয় চারি শ্রেণীর বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্থায়ী অকপট ও বিরাট্ সংঘসম্মেলন ও প্রতিভার দ্বারা একীভূত মীমাংসা করিয়া বিভিন্ন কায়স্থসমাজের ব্যক্তিগণকে বিশেষতঃ গৌড়বঙ্গের কন্যাদায়-প্রপীড়িত, পণ-প্রথায় জর্জ্জরিত কায়স্থসমাজে আন্তর্গণিক বিবাহের উপকারিতা ও মহামঙ্গলময় মিলনের পূর্ণ আনন্দের কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহা অবশ্য করণীয় ও প্রচলনীয় বা সামাজিক রীত্যনুযায়ী করণীয়, প্রচলনীয় ও অবশ্য পালনীয় তাহা অকপট ও নিঃসঙ্কোচ ভাবে, স্থায়ী ভাবে বা কার্য্যকরী হিসাবে কায়স্থসমাজকে বুঝাইয়া দিতে হইলে বৎসরান্তে কায়স্থ-সভার দুই এক দিনের অধিবেশনের প্রস্তাব, অনুমোদন ও সমর্থনে ফললাভ হওয়া সুদূরপরাহত।

এতৎসম্বন্ধে বিশেষতঃ গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর কুলীন মৌলিকাদি কায়স্থ-গণের ও চারি শ্রেণীর সমাজতত্ত্বজ্ঞ কায়স্থ মনীষী সমাজপতি, সভাপতি, গোষ্ঠীপতি ও কুলাচার্য্য ঘটকগণ ও সমাজহিতৈষী শিক্ষিত কায়স্থ যুবকগণের একত্র মতামত লওয়ার জন্য বা ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কায়স্থপ্রধান স্থানে বা কায়স্থসমাজে কি উপায়ে আন্তর্গণিক বিবাহ স্থায়ী ভাবে প্রচলন সহজ-সাধ্য হয় তৎপক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা সমগ্র গৌড়-বঙ্গের কায়স্থবর্গকে বা কায়স্থ-শাখা-সভা সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট বা কায়স্থপ্রধান গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট "বিশেষ পত্র" দ্বারা জানাইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক শুভ আন্তর্গণিক বিবাহরূপ মহামিলনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিবেন। ইহাই কায়স্থ সভার নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। আশা করি প্রভাবশালী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এতৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সত্বর কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে ত্রুটী করিবেন না। সমাজগণ্ডী ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর না করিয়া প্রসারের দিকে সকলেরই দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

সর্ব্বশেষে আমার প্রার্থনা, উদাহরণস্বরূপ প্রত্যেক বিভিন্ন কায়স্থসমাজের প্রথমতঃ সমাজ-নেতৃগণ স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক আন্তর্গণিক বিবাহে সৎসাহস ও সৎদৃষ্টান্ত দেখাইতে সচেষ্ট হউন। গৌড় বঙ্গের উৎসহশীল শিক্ষিত কায়স্থ যুবকগণ এই কার্য্যে সামাজিক মনীষিগণ সহ সম্মিলিত হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন করুন, বৈধ আন্দোলনে সমগ্র ভারতীয় কায়স্থসমাজ জাগিয়া উঠুক। শ্রীভগবান্ এই শুভ কার্য্যে সমস্ত কায়স্থসমাজকে হৃদয়ের বহুদিনের ক্ষুদ্রত্ব ও মূঢ়তা নাশ করিয়া ক্ষত্রোচিত বল ও সৎসাহস প্রদান করুন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্ম রায়

"বসু-বংশ"

কোন বংশের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে কুলগ্রন্থ ব্যতীত উপায় নাই ; দুঃখের বিষয় কুলগ্রন্থের প্রমাণাবলীর উপরও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। বসুবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে বিভিন্ন দুইটী মত দেখা যায়। প্রথমতঃ চিত্রগুপ্তের ৮টী মহাশয় পুত্র হইয়াছিল, ইহাদের এক এক জন হইতে বহু গোত্র উৎপন্ন হইয়াছে ; তন্মধ্যে ২১ বংশ প্রধান। এই ২১ বংশের মধ্যে আবার অষ্ট বংশ কুলপতি। তাঁহাদের অন্যতম চন্দ্রহাস হইতে বসুবংশের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সপক্ষে আর এক কথা পাওয়া যায় যে, "অরবিন্দকুলে বসু শ্রীবাস্তব্য জানিহ"। এই মত অনুসারে বলা যায় যে, চিত্রগুপ্ত-পুত্র শ্রীবাস্তব্য-কুলে চন্দ্রহাস হইতে বসুবংশের উদ্ভব।

২য়তঃ "বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যবসুবংশসম্ভবাঃ"

অন্যত্র—"স চ চৈদ্যকুলাম্বুজঃ সোমসমো গৌতমগোত্রজঃ"

অর্থাৎ দশরথ বসু—রাজচক্রবর্ত্তী বসুতুল্য চৈদ্য বসুবংশে জন্মেন।

সুতরাং একই কুলগ্রন্থে এক স্থলে বসুবংশকে চিত্রগুপ্তজ শ্রীবাস্তব্য-কুলে চন্দ্রহাসের বংশে জন্ম, অপর স্থলে চৈদ্যকুলের বসুবংশে দশরথের জন্ম বলিয়াছেন। এস্থলে কোন্ মত গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই বিচার করিতে হইবে। কুলগ্রন্থকার কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন ইহার কোন উল্লেখ নাই। দশরথ বসুর বংশ পূর্ব্বাপর বসুবংশ বলিয়াই পরিচিত রহিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রহাসের বংশে বসু নামে কোন ব্যক্তি যে জন্মিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ রাজবংশ বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় বসু নামে চিত্রগুপ্তজ রাজচক্রবর্ত্তী বসুতুল্য কোন রাজা পুরাণ ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। অপর চৈদ্য বলিতে চেদি-বংশীয় ভিন্ন অন্য বলিবার উপায় নাই, কিন্তু চিত্রগুপ্ত শ্রীবাস্তবের নাম অনুসারে বাস্তব্য নাম হইলেও অন্য কারণে অপর কেহ কেহ বাস্তব্য আখ্যা লাভ করিয়াছেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বৈদিক গ্রন্থ মাধ্যন্দিন ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়—কোন দানশীল প্রজারঞ্জক রাজা দেবগণ কর্ত্তৃক বাস্ত অর্থাৎ যজ্ঞে পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া বাস্তব্য নামে আখ্যাত হন। পরে তিনি অস্ত্রপ্রয়োগে উদ্যত হইলে যজ্ঞভাগ কল্পিত হয়। এই রাজা যদি চৈদ্যকুলের কেহ হন তবে চৈদ্য বসুবংশকে বাস্তব্য বলিতেও পারা যায়। উৎপত্তি-প্রসঙ্গ প্রবাদমূলক কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু বংশপ্রসিদ্ধি

কল্পিত হয় না। কাজেই আমরা বসুবংশকে চৈদ্য বসু বংশ বলিতে বাধ্য। যেহেতু রামায়ণ, মহাভারতে ও বায়ু পুরাণাদিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রবংশীয় বসু রাজা চেদিদেশে আধিপত্য করেন। রামায়ণ বালকাণ্ডে ৩২ সঃ পাওয়া যায়, চন্দ্রবংশীয় বসুরাজা গিরিব্রজ নগর স্থাপন করেন। মহাভারতে (আদিপর্ব্ব) আছে, বসু রাজার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ গিরিব্রজ শাসন করেন। নিজে দেবরাজ ইন্দ্রের উপদেশানুসারে চেদি রাজ্য শাসন করিতে থাকেন, তাঁহার অন্য পুত্রের মধ্যে কতক পাঞ্চাল দেশ শাসন করেন—তাঁহারা পাঞ্চাল এবং যাঁহারা পৈতৃক চেদি শাসন করেন তাঁহারা চৈদ্য বলিয়া পরিচিত হন। এই চৈদ্য কুলের কোন কোন পূর্ব্ব পুরুষেরা বসুনামে বংশপরিচয় দেন, কেহবা কুরুবংশীয় পাণ্ডবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র হন। বৃহদ্রথের অধঃস্তন অষ্টম পুরুষে জরাসন্ধ জন্মেন এবং চৈদ্যকুলে শিশুপাল জন্মেন। মাগধ, পাঞ্চাল, চৈদ্য ইহারা সকলেই বসুর বংশধর বলিয়া চৈদ্যবসুবংশ বলা হইয়াছে। রামায়ণ বালকাণ্ড ৩২।৫। সঃ, বায়ুপুরাণ ৯১ অঃ হইতে বসু রাজার কুর্শিনামা দেওয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিবার সময় চেদিরাজ বসুর উদ্দেশে বসুধারা দেওয়া হয়। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৮ অধ্যায় ইহার বিবরণ দেখিতে পাইবেন। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয়ী সম্রাট কর্ণদেব এই চেদিবংশীয়। তিনি চৈদ্য বসুবংশের সামাজিক পালরাজ ৩য় বিগ্রহ পালের নিকট কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ দেন। * পালরাজগণ যে কায়স্থ তাহা আইনই আকবরী ও গণপতি নাগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধাদি দ্বারা বুঝিতে পারিবেন।

* রাম-চরিত।

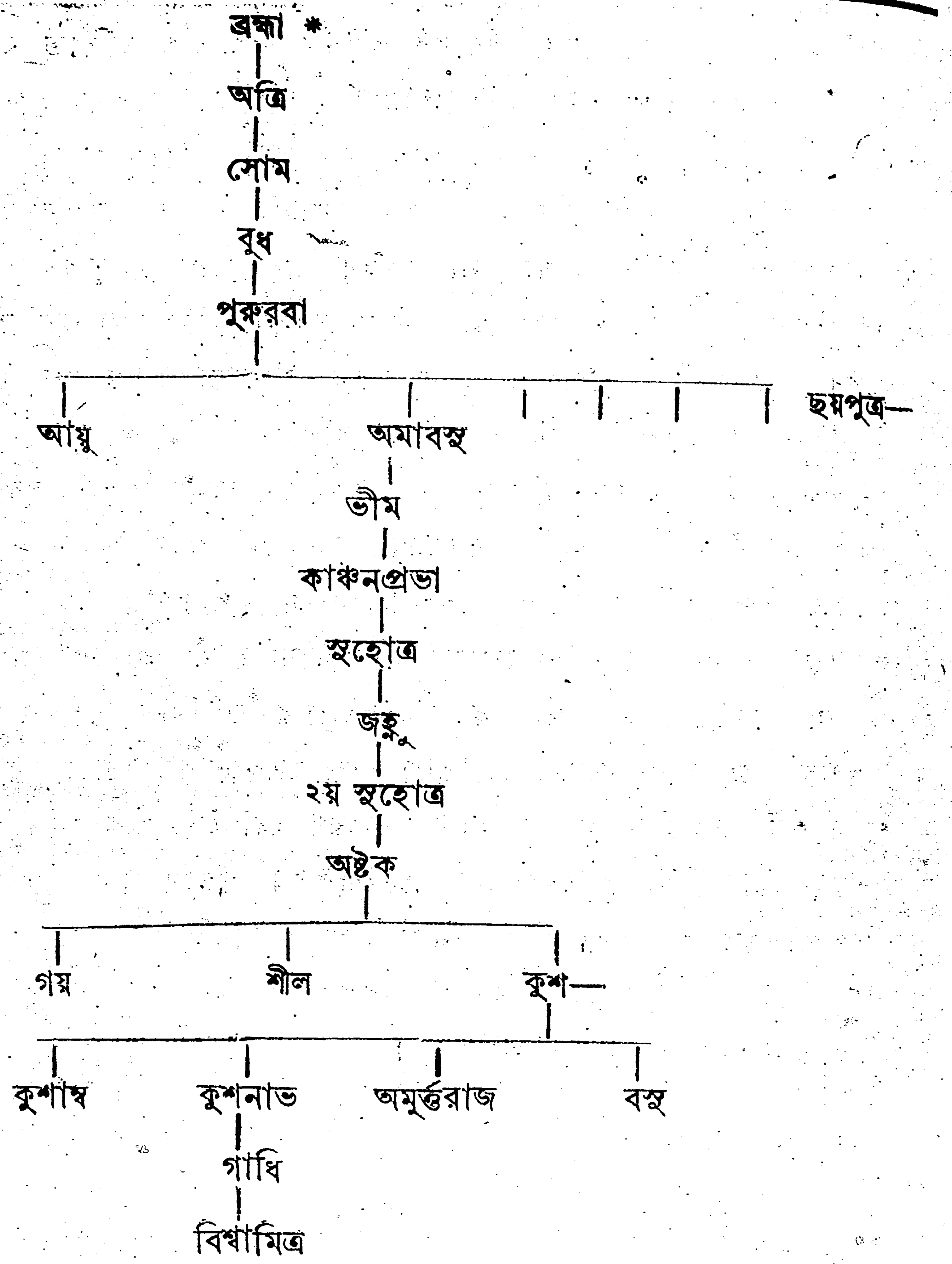

অতএব বঙ্গদেশীয় বস্থবংশকে চন্দ্রবংশীয় চৈত্য বস্থর বংশধর বলিয়া স্থির করিলাম। এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত থাকিলে আশা করি অবশ্যই কায়স্থ-পত্রিকায় দেখিতে পাইব। †

* রামায়ণ বালকাণ্ড, ৩২।৫১ ; বায়ুপুরাণ—৯১ অ

† "কায়স্থ-সন্দর্ভ ও শ্রীগর্গ-সংহিতা" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা গিয়াছে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।—লেখক।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু বর্ম্মা

সেকালের কথা

১। ইংরেজ আমলের প্রথমাবস্থায় বঙ্গে প্রধান দুই ঘর ভূম্যধিকারী ছিলেন। উত্তরার্দ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াওয়ালা, আর দক্ষিণার্দ্ধে সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায়। সন্তোষবাটী পরগণা তাঁহারই নামে প্রচলিত।

প্রবাদ এক সময়ে সন্তোষ রায়ের অনেক রাজস্ব বাকী পড়ে। মুর্শিদাবাদের নবাব দপ্তরে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। এপ্রথা এখনও উঃ পশ্চিম প্রদেশে জারি আছে —কালেক্টরী বাকী খাজানার জন্য জমিদারকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। নবাব-মঞ্জীলের নিকটই তাঁহার বাসা হয়। বড় রাস্তায় বড় একটা পাঁঠা চরিয়া বেড়াইতেছিল। সাবর্ণকর্ত্তা তাহা ধরাইয়া আনাইয়া কাটিয়া খাইলেন। এই সমাচার নিজাম-দপ্তরে পৌঁছিলে সাবর্ণের মামলা ও বাকী খাজানার ব্যাপার "পেশ" হইল। চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন,—"জঁহাপনা! ঐ খাসী এই পেটে গেছে" আপন পেট চাপড়াইয়া দেখাইলেন। একটা অত বড় খাসী খাইয়াছে শুনিয়া নবাব অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "তুমি কি সমস্ত খাসীর মাংস একদিনে খাইয়াছ।" সন্তোষ রায় হাঁ হুজুর বলায়—তাঁহাকে পরদিন এক খাসী দেওয়া হয় ও সরকারের নজরবন্দীতে সেই মাংস পাক করিয়া খাইতে আদেশ হয়। সাবর্ণ মহাশয় সেদিন সেই সমগ্র ছাগ পাক করিয়া উদর পূর্ণ করিলেন। নবাব নাজীম বলিলেন, "যহ দেউ হৈ" ইহাকে আর মুর্শিদাবাদে রাখিলে সকলকে খাইয়া ফেলিবে। একে ছাড়িয়া দেও, যাহা বাকী বকেয়া (প্রায় সাত লক্ষ) মাপ, আর ইহাকে খাসী খাইবার জন্য এক মহল খেলাৎ স্বরূপ দাও।

২। হাটখোলার দত্ত চৌধুরীবংশীয় ৺কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয় দরজিপাড়ায় বাস করিতেন। ঐ অঞ্চলে এখনও ঐ নামে এক ষ্ট্রীট আছে। তিনি কোন বাঈ রাখিয়াছিলেন বলিয়া সমাজপতিরা তাহাকে একঘরে করিয়াছিল। রামদুলাল সরকার কৃতজ্ঞতানুরোধে উক্ত দত্তবংশীয়কে সমাজে তুলিবার জন্য একলক্ষ টাকা বড়িষার সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ চৌধুরীদের দেন। * সাবর্ণ চৌধুরীরা প্রাচীন জমীদার, ব্রাহ্মণ বংশ। বহুতর নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা ব্রহ্মত্র ভূমি দিয়া বসাইয়া কন্যা দান করিয়াছিলেন।

* ২৪ পরগণার তাৎকালিক ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব সেই টাকা হইতে প্রাচীন ক্ষুদ্র কালী-

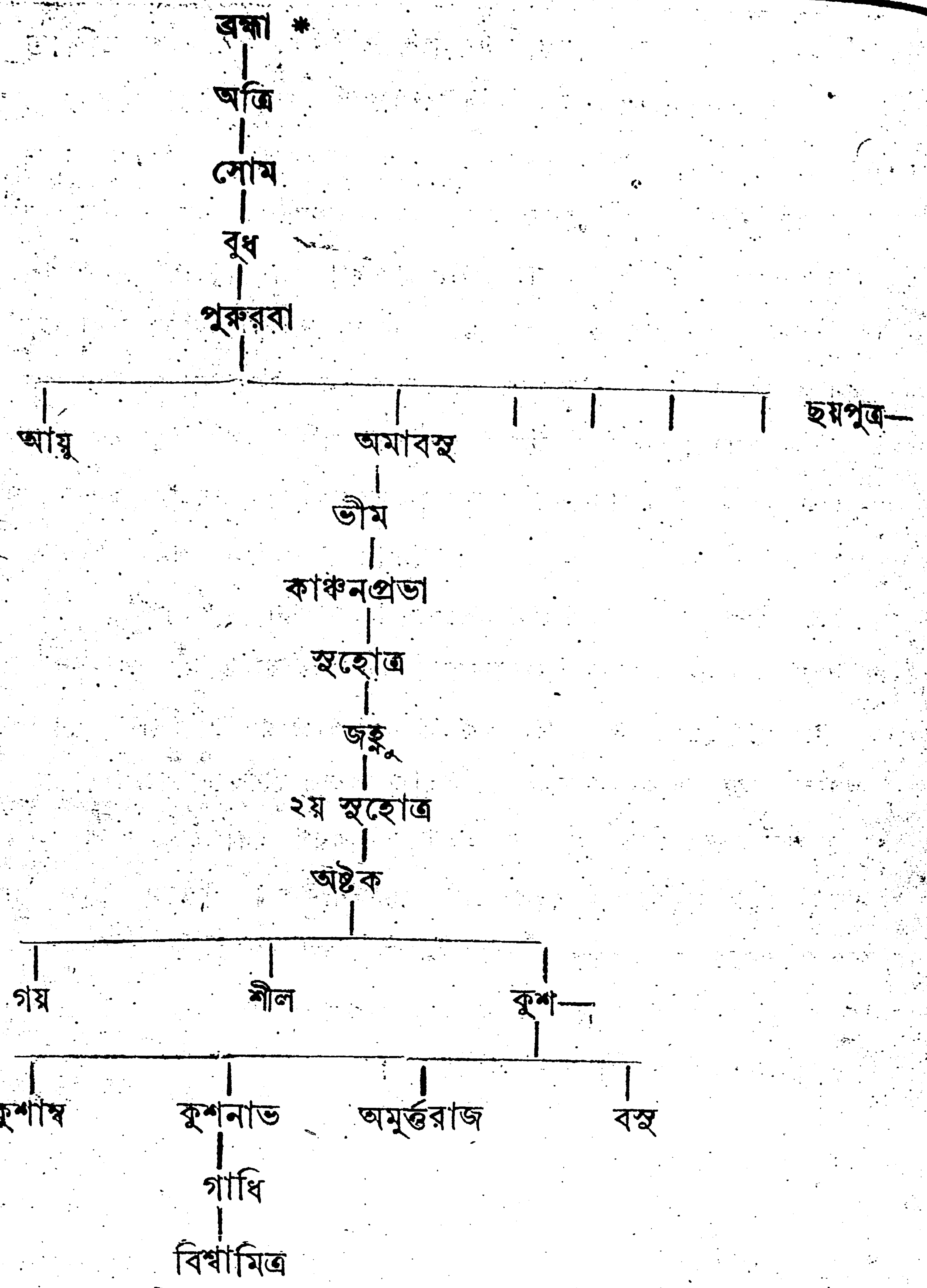

অতএব বঙ্গদেশীয় বসুবংশকে চন্দ্রবংশীয় চৈত্য বসুর বংশধর বলিয়া স্থির করিলাম। এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত থাকিলে আশা করি অবশ্যই কায়স্থ-পত্রিকায় দেখিতে পাইব। †

* রামায়ণ বালকাণ্ড, ৩২।৫১ ; বায়ুপুরাণ—৯১ অ

† "কায়স্থ-সন্দর্ভ ও শ্রীগর্গ-সংহিতা" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা গিয়াছে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। —লেখক।

শ্রীহেমন্তকুমার বসু বর্ম্মা

সেকালের কথা

১। ইংরেজ আমলের প্রথমাবস্থায় বঙ্গে প্রধান দুই ঘর ভূম্যধিকারী ছিলেন। উত্তরার্দ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াওয়ালা, আর দক্ষিণার্দ্ধে সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায়। সন্তোষবাটী পরগণা তাঁহারই নামে প্রচলিত।

প্রবাদ এক সময়ে সন্তোষ রায়ের অনেক রাজস্ব বাকী পড়ে। মুর্শিদাবাদের নবাব দপ্তরে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। এপ্রথা এখনও উঃ পশ্চিম প্রদেশে জারি আছে —কালেক্টরী বাকী খাজানার জন্য জমিদারকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। নবাব-মঞ্জীলের নিকটই তাঁহার বাসা হয়। বড় রাস্তায় বড় একটা পাঁঠা চরিয়া বেড়াইতেছিল। সাবর্ণকর্ত্তা তাহা ধরাইয়া আনাইয়া কাটিয়া খাইলেন। এই সমাচার নিজাম-দপ্তরে পৌঁছিলে সাবর্ণের মামলা ও বাকী খাজানার ব্যাপার "পেশ" হইল। চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন,—"জঁহাপনা! ঐ খাসী এই পেটে গেছে" আপন পেট চাপড়াইয়া দেখাইলেন। একটা অত বড় খাসী খাইয়াছে শুনিয়া নবাব অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "তুমি কি সমস্ত খাসীর মাংস একদিনে খাইয়াছ।" সন্তোষ রায় হাঁ হুজুর বলায়—তাঁহাকে পরদিন এক খাসী দেওয়া হয় ও সরকারের নজরবন্দীতে সেই মাংস পাক করিয়া খাইতে আদেশ হয়। সাবর্ণ মহাশয় সেদিন সেই সমগ্র ছাগ পাক করিয়া উদর পূর্ণ করিলেন। নবাব নাজীম বলিলেন, "যহ দেউ হৈ" ইহাকে আর মুর্শিদাবাদে রাখিলে সকলকে খাইয়া ফেলিবে। একে ছাড়িয়া দেও, যাহা বাকী বকেয়া (প্রায় সাত লক্ষ) মাপ, আর ইহাকে খাসী খাইবার জন্য এক মহল খেলাৎ স্বরূপ দাও।

২। হাটখোলার দত্ত চৌধুরীবংশীয় ৺কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয় দরজিপাড়ায় বাস করিতেন। ঐ অঞ্চলে এখনও ঐ নামে এক ষ্ট্রীট আছে। তিনি কোন বাঈ রাখিয়াছিলেন বলিয়া সমাজপতিরা তাহাকে একঘরে করিয়াছিল। রামদুলাল সরকার কৃতজ্ঞতানুরোধে উক্ত দত্তবংশীয়কে সমাজে তুলিবার জন্য একলক্ষ টাকা বড়িষার সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ চৌধুরীদের দেন। * সাবর্ণ চৌধুরীরা প্রাচীন জমীদার, ব্রাহ্মণ বংশ। বহুতর নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা ব্রহ্মত্র ভূমি দিয়া বসাইয়া কন্যা দান করিয়াছিলেন।

* ২৪ পরগণার তাৎকালিক মাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব সেই টাকা হইতে প্রাচীন ক্ষুদ্র কালী-

সাবর্ণ্য চৌধুরীরা বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী। তখনকার সময়ের বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ তাঁহাদের সমাজভুক্ত। উক্ত দত্ত বাবুকে সমাজভুক্ত করার জন্য যে মহাভোজ হয় তাহাতে সহস্রাধিক বড়িষার সাবর্ণ ও তৎ সম্পর্কীয় ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া ভোজন করেন ও সেই সঙ্গে তত্রত্য কায়স্থ মহাশয়রাও ভোজন করিয়া কালীপ্রসাদ দত্ত বাবুকে সমাজে গ্রহণ করেন; কারণ তাৎকালিক সমাজে শুধু ব্রাহ্মণ ভোজনে কাহারো সামাজিক গোল মিটিত না এখনও মেটে না বড়িশার ৺দেবান অভয়চরণ ঘোষ সাবর্ণের খাতিরে তাঁহার ৫ম বর্ষীয়া কনিষ্ঠা কন্যা পদ্মামণিকে—পুত্র সাজাইয়া ঐ ভোজে শরশুনার ঘোষবংশের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ছিলেন। ইহাই কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা।

৩। বাইরাখা সে কালের এক বড় আস্পর্দ্ধার ব্যাপার ছিল। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ "নক্কীবাই" রাখিয়াছিলেন। প্রবাদ তাঁহার খাতিরে বড় ধূম-ধামে মহরমের তাজিয়া বাহির করিয়া পাথুরেঘাটা দিয়া যাইতেছিলেন। ৺ গোপীমোহন ঠাকুর তাঁহার বারাণ্ডা হইতে বলিলেন "মহারাজ এ আবার কি? সেদিন হরিসংকীর্ত্তনে দেখলুম, আজ আবার তাজীয়ার সঙ্গে?"

রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন। মহাশয় আপনাকে তাতেও দেখি নাই আর এতেও আপনি নাই—মহাশয় উভয় বঞ্চিত।

৪। সে কালে এ প্রকার ঘোটমণ্ডল সাধারণ ছিল। মতিলালশীল বাবুও সমাজে, আসিলে, বৈঠকখানার দ্বারে দাঁড়াইতেন; ফরাস বিছানা হইতে "হুকা তুলাইয়া দিতেন।"—এইরূপই কলিকাতার সামাজিক Dark age ছিল।

৫। মস্করামো ভাঁড়ামো-সঙ্গত ব্যঙ্গোক্তি তৎকালে আদরের ব্যাপার ছিল। দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ঠাকুরমা পিসীমার মজলিশেই "গোপাল ভাঁড়ের" বহুতর গল্প শোনা যায়। নকল করা তাৎকালিক যাত্রাদি বা কবিগানে প্রশংসনীয় ছিল। তখন সঙ্গত কটূক্তিও ভদ্রে আদর করিয়া প্রশংসা করিত।

তারকেশ্বর, সিঙ্গুর বা গোপাল নগরের ছকু সিংহ প্রসিদ্ধ কায়স্থ

ঘাটের মন্দিরের উপর বর্ত্তমান বড় মন্দির প্রস্তুত করেন। ৫১ পীঠ কালীঘাট কায়স্থের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। বাঙ্গালার মৌলিক কায়স্থ রামদুলাল সরকারের এই সুমহতী কীর্ত্তি আজও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

জমিদার ছিলেন। তাঁহার উদারতার নকল করিয়া যাত্রার অভিনয়ে "ছকু বাবু সং" পেটে জড়ান ৫।৭ খানা কাপড় বক্‌শিস দিতে দিতে লাঙ্গোট মাত্র সম্বল হইলে, হাততালির চাপটে আসর সরগরম হইত।

হাঠখোলার জমীদার আত্মারাম দত্ত বেদেদের ভোজবাজীর চাতুরী প্রকাশ করিয়া তাহাদের হেলন করাইয়াছিলেন। তাই প্রত্যেক বেদে আজও ভোজবাজী প্রদর্শনে "আত্মারাম দত্ত"কে গালীগালাজ করিয়া থাকে।

বিবাহে বিলাতে জুতা ছুঁড়িয়া "বরকন্যাকে" প্রহার-প্রথা আজও আছে। ৫০ বছর পূর্ব্বে কলিকাতা সমাজে দোল উপলক্ষে গালার কুঙ্কুমও আবীর ভরা জুতা ব্যবহার হইত। আত্মীয় সমবয়স্ক কুটুম্বদিগকে তদ্দ্বারা সম্মান করা হইত। জুতাকে জুতা মারা হইল অথচ ভিতরে আবীর ফাগ্ 'ফল্গুৎসব'। নূতন জামাতার পরিবেশিত ভাতের মধ্যে কতপ্রকার তামাসা হইত। এখন সভ্যতার তোড়ে সে সমস্ত প্রাচীন "অসভ্য" প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বেহার দেশে বিবাহ উপলক্ষে বরকন্যা কোন আম বাগানে মহিলাসমূহের দ্বারা আম্রপল্লব দিয়া তাড়িত হয়। পশ্চিমপ্রদেশে বিবাহে অন্নভোজনকালে কন্যা-পক্ষীয় মহিলাগণ বরের মাতা পিতা পিসী মাসী ইত্যাদিকে গালিগালাজ দিয়া গীত করে। কলিকাতার সমাজেও সেকালে এই প্রথা কতক কতক চলিত; কিন্তু "ছাঁদলা তলায়"—বক্তা ছিলেন নাপিত। বাসর ঘরে বরের প্রতি শ্যালী সম্বন্ধীয় অনেক মহিলা কান টানিয়া ত্যক্ত করিতেন। ছাঁদলাতলায় বরের নাকের উপর নল ছেঁচা—তাঁহার মুখে তালাচাবী ছোঁয়ান ও মুখে একটু মধু-মাখান ও অন্যান্য ব্যবহার আর নাই শুনাইলাম।

৬। তাৎকালিক সমাজের দোষও ছিল, গুণও ছিল। অনেক বড়লোকের নামকরণে সেগুলি জড়িত থাকিত। ফরাসডাঙ্গার প্রাণকৃষ্ণবসু যিনি কলিকাতা পরমিটের খ্যাতনামা খাজাঞ্চী ছিলেন—তাঁহার পিতার নাম কমল বসু। ইনি ফিরিঙ্গী জাহাজের মুচ্ছদ্দী ছিলেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে ফিরিঙ্গী কমল বসু বলিত—তিনি যোড়াসাঁকোর সিঙ্গীদের শ্রীকৃষ্ণ সিংহের শ্বশুর। "ফরাসা কানাইদত্ত" ইনি হাটখোলার দত্ত বাবু। ইহাঁর বৈটকখানায় "যাজীম" সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখিতেন, এমন কি তাঁহার ইষ্টদেব গুরুর পায়ের দাগ ঐ শুভ্র "যাজীমে" পড়িলে তাঁহাকে বারান্তরে পা ধুইয়া বৈঠকে আসিতে হুকুম হয়। "তনুমগ" ইনি মগ সৌদাগরের মুচ্ছুদ্দী ছিলেন।

৭। "অষ্টবসু" কলিকাতাস্থ আটজন বসুবংশ ধনীদের নাম। পীর গোরাচাঁদ" ইনি ঠনঠনের জনৈক ধনী গোরাচাঁদ দত্ত। ৺নন্দলাল সিংহ

স্বীয়দ্বারে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়াছেন এমত সময় "শিবু চম্পটী" নামক জনৈক মস্কারামের বিদ্রূপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একযোড়া দোশালা দিলেন। সঙ্গত বক্তার তখন এত মান ছিল।

শ্রীবৃদ্ধ—

বঙ্গসমাজে 'দাস' 'দাশ' ও 'শর্ম্মন্' শব্দের ব্যবহার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৯)

মাহিষ্য জাতি ও তাঁহাদের উপাধি।

বঙ্গদেশীয় কৈবর্ত্ত-সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখদিগের দেখাদেখি আপনাদিগের জাতীয় উৎকর্ষতা লাভের প্রয়াসী হইয়াছেন। অধুনা তাঁহারা সভা সমিতি ও সংবাদ-পত্রাদিতে প্রচার করিতেছেন যে, তাঁহারা জাতিতে মাহিষ্য; কিন্তু ঐ জাতির মূলতত্ত্ব বা আকারাদি কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার কোনও সদুত্তর দিতে না পারিয়া কেবল আমরা মাহিষ্য জাতির বংশধর, এই পরিচয় দিয়া থাকেন, কেহ কেহ বলেন, স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে অনেক শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া হালিক কৈবর্ত্তকে আর্য্য, শুদ্ধ, মাহিষ্য এবং বৈশ্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ ও সমাজতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত ইহারা দুই বিভিন্ন আকরোৎপন্ন দুইটী পৃথক্ জাতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুসমাজমধ্যে বিভিন্ন স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছেন। অতএব বক্ষ্য-মাণ শাস্ত্রীয়প্রমাণ ও বৃত্তিবিচার দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, কৈবর্ত্ত-জাতি কখনও মাহিষ্য-বংশধর অথবা ভ্রষ্টাচার মাহিষ্যও হইতে পারে না। এস্থলে অগ্রে মাহিষ্য জাতির কথা শাস্ত্রীয় প্রমাণ আহরণ করিয়া বলিতেছি।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

বৈশ্যশূদ্রায়াস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ। ১অঃ ১২,

অর্থাৎ বৈশ্যনারীতে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রকে মাহিষ্য জাতি বলে। তাঁহার মতে অম্বষ্ঠের ন্যায় ইহারও অনুলোম বিবাহোৎপন্ন। পরন্তু মনুসংহিতার

টীকাকার কুল্লূক ভিন্ন ভাষ্যকার (মেধাতিথি) ও অন্যান্য টীকাকারগণের মতে অম্বষ্ঠাদি অনুলোম জাতিরা সাধারণভাবে উৎপন্ন, অর্থাৎ বিবাহোৎপন্ন নহে। এতাবতা মাহিষ্য জাতি অম্বষ্ঠের ন্যায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সম্ভব হয়। তন্মধ্যে যাহারা বিবাহোৎপন্ন তাহারা শাস্ত্রশাসনে বৈশ্যাচারে অধিকারী—উপনয়ন সংস্কার তাহাদের কর্ত্তৃক অবশ্য অনুষ্ঠেয়, এবং মাতৃকুলের উপাধি তাহাদের বংশে বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর। ইহা হইলে ইহারা হিন্দুসমাজে শূদ্রস্থান অপেক্ষা কিছু উচ্চস্থান লাভ করা সঙ্গত হয়? আর যাহারা বিবাহোৎপন্ন নহে তাহারা সমাজে হীনশূদ্র রূপে গৃহীত হওয়াই সম্ভবপর হয়, এবং তাহাদের দাসোপাধিই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আর শাস্ত্রে মাহিষ্যের জীবিকা সাধারণতঃ নৃত্যগীত জ্যোতিষ ব্যবসা ও শস্যরক্ষা উক্ত হইয়াছে* ইহাতে বিহিত ও অবিহিতের কোন বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না। যাহা হউক মাহিষ্য নামে কোন জাতি বঙ্গদেশে বিদ্যমান থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বিস্তৃত ভারতের মধ্যে ঐ জাতির বংশধর কোথাও থাকা অসম্ভব না হইতে পারে—প্রবন্ধলেখক তাহা অবগত নহেন। অতঃপর আমরা কৈবর্ত্তজাতির আকর ও বৃত্তিবিষয়ক শাস্ত্র-প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥
মনু ১০ অঃ ৩৪

কুল্লূকের টীকা—

নিষাদ ইতি। ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতো নিষাদঃ প্রাগুক্তঃ প্রকৃতায়ামায়োগব্যাং মার্গবং দাশাপরনামানং নৌব্যবহারজীবিনং জনয়তি। যমার্য্যাবর্ত্তদেশবাসিনঃ কৈবর্ত্তশব্দেন কীর্ত্তয়ন্তি॥ অর্থাৎ—নিষাদ (ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে জাতঃ) হইতে অয়োগবী (অয়োগব শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে জাত—তাহাদের দাস্য, প্রসাধন ও বাগুরা বৃত্তি) নারীর গর্ভে উৎপন্নকে মার্গব বলে। আর্য্যাবর্ত্তে এই দাশোপধিক নৌজীবিগণ কৈবর্ত্ত নামে আখ্যাত হয়। অতএব জানা যাইতেছে যে, মনূক্ত মার্গব আর্য্যাবর্ত্তে কৈবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ এবং দাশোপাধিক (মৎস্যহিংসক) এবং নৌজীবীও বটে।

* নৃত্যগীত নক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাম্ উশনা, কুল্লূকভট্টধৃত মনু ১০।৬ শ্লোকের টীকা দেখ।

অপিচ, জ্যোতিষং শাকুণং শাস্ত্রং স্বরশাস্ত্রঞ্চ জীবিকা। সহ্যাদিখণ্ড, স্কন্দপুরাণ।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল তাহাতে জানা যায় যে, মাহিষ্যজাতির আকর ও বৃত্তির সহিত কৈবর্ত্ত জাতির আকর ও বৃত্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই; অথচ বঙ্গীয় কৈবর্ত্তজাতির এক সম্প্রদায়ের কতক লোক (যাঁহারা ইত্যগ্রে আপনাদিগকে হালিক কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন) অধুনা আপনাদিগকে মাহিষ্য-বংশধর বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইঁহারা বলেন কৃষি আমাদিগের বৃত্তি; ঐ বৃত্তি যখন বৈশ্যের নির্দ্ধারিত বৃত্তি, তখন উহা মাতৃকুল হইতে আমাদের পাওয়া হইয়াছে মনে করিতে হইবে। বস্তুতঃ কতকাল হইতে ও কিরূপে কৈবর্ত্তরা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তাহারকোনও প্রমাণ পাওয়া দুরূহ। সকলে অবগত আছেন, বহুকাল যাবৎ হিন্দুরাজশাসনের অভাবে হিন্দুসমাজে বৃত্তি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; এমতাবস্থায় কয়েক পুরুষ কৈবর্ত্ত-জাতি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিলে তাঁহারা কখনও বৈশ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। সেরূপ হইলে চাষা-ধোপা জাতীয় লোককেও বৈশ্যজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ঐরূপ তন্তুবায়, নাপিত জাতির সম্প্রদায়বিশেষ দুই চারি পুরুষ ধরিয়া লেখকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। সেজন্য তাহাদিগকে কি ক্ষত্রিয় শাখাবিশেষ কায়স্থ জাতি বলিয়া অবধারণ করা যাইবে? অতএব কতক হালিক কৈবর্ত্তগণের অবলম্বিত কেবল কৃষিবৃত্তি তাহাদিগের সমস্ত জাতিকে বৈশ্যসদৃশ মাহিষ্য জাতিতে কখনও পরিণত করিতে পারিবে না।

অপর হালিক কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে কতকগুলি দন্ত্য 'স' যুক্ত দাসোপাধিক আছে; তাহা অবশ্য সাধারণভাবে শূদ্রজাতিত্বের পরিচায়ক হইতে পারে; কেননা ইহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে যে, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বলিখিত অবিহিত মাহিষ্যবংশীয় ছিলেন এবং সেজন্য ঐ দাসোপাধি তাহাদিগের বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা অধিকতর সম্ভব হইতে পারে যে, কৈবর্ত্তজাতির স্বাভাবিক তালব্য 'শ' যুক্ত দাশোপাধি কালসহকারে ইদানীং পরিবর্ত্তিত আকার (দাস) ধারণ করিয়াছে। * অতএব কতক কৈবর্ত্তের কৃষিবৃত্তির ন্যায় দাসোপাধিও তাহাদের জাতিসাধারণের মাহিষ্য পরিচয়েরও কোনও সহায় হইবে, এরূপ বোধ হয় না। এদিকে দেখা যায়, হালিক কৈবর্ত্তগণের মধ্যে কতক লোক বর্ত্তমানকালোচিত কতকটা সভ্যভব্য ও যথাসম্ভব ভূমি ও বিত্তশালী হইয়াছেন এবং রাজকীয় ও ব্যবহারাজীবীর বৃত্তি পর্য্যন্তও অবলম্বন করিতেছেন। পরন্তু এযাবৎ তাঁহারা সমাজের উচ্চশ্রেণীর সহিত জলচল হইতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় হালিক কৈবর্ত্তগণ বিহিত মাহিষ্য জাতির অন্বয় বলিয়া পরিচিত ও তদ্বৎ আচারসম্পন্ন হইতে না পারিলে তাঁহাদের জাত্যুৎকর্ষের আশা কোথায়? বর্ত্তমান সমাজে নবশাখগণের অপেক্ষা নিকৃষ্টস্থানে অবস্থিত এবং উচ্চজাতির সহিত জল অচল থাকিয়াও কি সাহসে তাঁহারা জাত্যোৎকর্ষের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা যায় না। মনে কর, হালিক কৈবর্ত্তগণ হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ ও তদনুরূপ যুক্তি না মানিয়া আপনাদিগকে

* কৈবর্ত্ত দাশধীবরৌ—অমর।

গাঁয়ে মানে না আপনি মড়লের মত নামমাত্র মাহিষ্য বলিয়া প্রচার করিলে কি লাভ হইবে? লাভের মধ্যে হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর সহিত প্রাচীন সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষভাব সঞ্জাত হইবে; তাহা বিশেষতঃ অধুনা কিছুতেই স্পৃহনীয় নহে। লেখক এই উপলক্ষে হালিক ও জালিক উভয় সম্প্রদায়ের কৈবর্ত্তকে দুই চারিটী কথা বন্ধু হিসাবে বলিতে চাহেন। এবং আশা করেন তাঁহারা তাহার কথা প্রণিধান করিবেন।

(১) যাঁহারা হালিক কৈবর্ত্ত তাঁহারা আপনাদিগকে বিহিত মাহিষ্য জাতি বলিয়া প্রমাণ করিতে যে পারিবেন, তাহার আশা অতি অল্পই। আর যাঁহারা অবিহিত মাহিষ্যের বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইবেন, তাহাতে তাঁহাদের আভিজাত্য বা গৌরবের বিষয় কি আছে? এদিকে জোর করিয়া সমাজে জলচল হওয়ার প্রত্যাশাও নাই। অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহারা মাহিষ্য পরিচয়ের অধ্যবসায় ত্যাগ করিয়া আপনাদিগের কৃষিবৃত্তির উন্নতি ও বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী লেখাপড়া শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিলে তাঁহাদিগের নিজের ও সমাজসাধারণের উপকার করা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; অধিকন্তু সমাজের অন্য জাতির সহিত তাঁহাদের যে সদ্ভাব ছিল তাহাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

(২) মৎস্য ও নৌজীবী জালিক কৈবর্ত্তগণের (জেলে, মালা, নিকিরি) প্রতি আমার বক্তব্য এই, অধুনা বঙ্গদেশে যেরূপ মৎস্যবংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ সুতরাং দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মৎস্যবংশের যথোচিত বৃদ্ধিচেষ্টা, দেশবিদেশে মৎস্যের ব্যবসা দ্বারা একদিকে আপনাদিগের উন্নতি অন্যদিকে সমাজের উপকার করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য হইতে পারে। আর নৌজীবি (মালা ও মাঝী) গণ নাবিকের কার্য্য উত্তমরূপ শিক্ষা করিলে দেশ বিদেশে বাণিজ্যের সহায়তা এবং মৎস্যজীবী জেলেদিগেরও সমুদ্রে মৎস্য ও মুক্তা ধরিবার সহায়তা করিয়া স্বজাতির উন্নতি ও তৎসঙ্গে স্বদেশের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৩।৩৫॥

অন্যত্র,

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" ১৮ অঃ। ৪৫

অপি, চ "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯ অঃ। ৩২

শ্রী ভুবনেশ্বর মিত্র।

কায়স্থ-পঞ্জী

কায়স্থ-সভার প্রচারক।—কায়স্থ-সভার নবনিযুক্ত বৃত্তিভোগী প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা ফরিদপুরে, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা যশোহরে ও অবৈতনিক প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সিরাজগঞ্জে, কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন; আমরা তাঁহাদের প্রচার-কাহিনী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। প্রচারকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য ততই সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে। প্রচারকদিগের কার্য্যে সাহায্য ও সহানুভূতি করিতে আমরা সহৃদয় স্বজাতিমহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছি।

কায়স্থসভার উপনয়ন-কেন্দ্র।—আষাঢ়ের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত উপনয়ন-কেন্দ্র, সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয়ের ৯নং বিশ্বকোষ কুটীরে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। যজ্ঞস্থলে রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, কুলভাস্কর কেদারনাথ দেব বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব, বাগ্মী সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, প্রচারক মাখনলাল ধর বর্ম্মা ও শ্রীশচন্দ্রমজুমদার বর্ম্মা, স্বেচ্ছাসেবক কামাখ্যানাথ রাহা বর্ম্মা ও রামমোহন ঘোষ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু সকলকেই সমাদরে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন ও পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। উপবীতী মাণবকগণের হবিষ্যান্নের ব্যবস্থাও অতি পরিপাটী হইয়াছিল। এই উপনয়ন-যজ্ঞের যাবতীয় ব্যয়ভার উক্ত প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদকের ভবনে নিজব্যয়ে এই প্রথম কায়স্থসভার উপনয়ন-কেন্দ্র দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এ কার্য্য কায়স্থসভার সম্পাদকের উপযুক্তই হইয়াছিল। নিম্নে উপবীতী কায়স্থগণের নাম প্রদত্ত হইল। ইঁহারা সকলেই মস্তক মুণ্ডন, গঙ্গাস্নান ও ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যথাশাস্ত্র উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু, সাং আলগী, ২। শ্রীযুক্ত ননীলাল ধর (ইনি প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা) সাং দোলকুণ্ডী, ৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ, সাং বাজিৎপুর, ৪। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ সাং শিরুয়াইল, ৫। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র, ৬। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মিত্র, ৭। আশুতোষদেব বিশ্বাস,

ইঁহাদের সাকিন ভুজারপুর, ৮। শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র ধর, ৯। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ধর সাং ডোমরাকান্দী, ১০। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বসু, ১১। শ্রীযুক্ত দ্বিজবর বসু, ১২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র হোড়, ১৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ হোড়, ১৪। শ্রীযুক্ত কালীকুমার সিংহ, ইঁহাদের সাকিন কাঁইচাল, ১৫। শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস, সাং করিমপুর, ১৬। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল মিত্র, সাং শ্যামাইল।

উপনয়ন-সংবাদ।—বনয়ারী নগরের অন্তর্গত গাগরচণ্ডী গ্রামবাসী ৺কৃষ্ণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্রত্রয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন, মোহিনীমোহন ও যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। স্বগ্রামবাসী কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্যের এবং বালবেড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সদস্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাড়াস বড় তরফের একতম প্রধান কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল রায় দেব বর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টা যত্নেই এই উপনয়ন সম্পন্ন হইয়াছে।

নগর বাঁকা সরকার বাটীর কেন্দ্র।—এই কেন্দ্র বিগত ৬ই শ্রাবণ মঙ্গলবার যশোহর জিলার দরিয়াপুর নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয় ও নগর বাঁকা গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ নন্দী যথাশাস্ত্র সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত-বংশীয় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী (পণ্ডিত শ্রীমদ্ অদ্বৈত দাস) মহাশয় এই উপনয়ন-কার্য্য সমাধা করেন। আমরা প্রভুপাদ মহাশয়ের সৌজন্যে কৃতজ্ঞ।

জনৈক যুবকের উদারতা।—রয়েড়াগ্রাম-নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত দক্ষিণরাঢ়ী মৌলিক কায়স্থ-সন্তান বিনা পণে এবং এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অনাথা এবং অসহায়া বিধবা কুলীন কায়স্থ (ঘোষ বসু অথবা মিত্র) কোন রমণী যদি কন্যাদায়-গ্রস্ত থাকেন, তাহা হইলে "যশোহর-সংবাদদাতা" রয়েড়া—পোঃ যশোহর এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। পাত্রের বয়স ২৮।২৯, এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, অবস্থা স্বচ্ছল, জঙ্গল বাধালের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশের দৌহিত্র। পাত্রী দেখিয়া বিবাহ স্থির হইবে।

ক্ষাত্রিয়াচারে বিবাহ।—যশোহর জিলার পরমেশ্বরপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার

বসু বর্ম্মার বিবাহ রায়গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বিজয়ালক্ষ্মী দেবীর সহিত ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যথারীতি কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদী গমন-প্রভৃতি সম্পন্ন হয়।

রায় গ্রামের ঘোষ মহাশয়গণের পুরোহিত এই ক্ষত্রোচিত বিবাহে ক্ষত্রিয়োচিত আচারে সম্প্রদানের মন্ত্র পড়াইয়াছিলেন। ডাক্তার অশ্বিনীকুমার বসু কায়স্থ-সভার সভ্য এবং একজন কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারক।

২৮শে আষাঢ় বর্দ্ধমান, শ্রীপাট বড়কান্দরার শ্রীজয়গোপাল ঠাকুর বংশীয় শ্রীযুক্ত রসরাজ ভাগবতভূষণ ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত জীবানন্দের সহিত মুর্শিদাবাদ কাসনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের ৪র্থ কন্যা শ্রীমতী শক্তিরূপার শুভ পরিণয় চিরন্তন কুলপ্রথা অনুযায়ী ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উভয়ই উত্তররাঢ়ী, এই বিবাহে কোনরূপ দেনা পাওনার কথা হয় নাই, এমনকি কন্যাকর্ত্তার অবস্থা বুঝিয়া দয়ালহৃদয় ঠাকুর মহাশয় সামান্য তৈজসপত্রাদি দান পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। এ বিবাহের বরযাত্রী অধিকাংশই ক্রিয়ানিষ্ঠ রাঢ়ী বৈদিক মৈথিল ব্রাহ্মণ, এবং দুইজন ক্রিয়ানিষ্ঠ স্বজাতি ও বৈষ্ণব। বাদ্যাদি প্রীতিউপহারের বাজে খরচ ছিল না।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ (১) গত ১২ই শ্রাবণ ৺চারুচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের স্ত্রী—পুত্র, কন্যা, জামাতা, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ সানুজ শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় তাঁহাদের জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধকার্য্য তাঁহাদের কলিকাতায় বিডনষ্ট্রীটস্থিত ভবনে সম্পন্ন হয়। অনেক গণ্য মান্য কায়স্থ-ব্রাহ্মণ এই শ্রাদ্ধে যোগদান করেন। কলিকাতার বিখ্যাত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদায়, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির ভুরিভোজন ও দরিদ্র-সেবার কোনই ত্রুটি হয় নাই। পণ্ডিত প্রবর চণ্ডীচরণস্মৃতিভূষণ মহাশয় অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন।

(২) বিগত ১৩ শ্রাবণ মঙ্গলবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত বাইশরশি গ্রামে স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মল্লিক দেববর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মল্লিক দেববর্ম্মা মহাশয় ত্রয়োদশ দিবসে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। মল্লিক মহাশয়ের কুলপুরোহিত মহাশয়গণ এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য

জাতি এই শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক কাঙ্গালীকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। ভাঙ্গা-আর্য্য-কায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা অক্ষয়বাবুর বিনীত ব্যবহারে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

(৩) বিগত ১৩ই ভাদ্র যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন বারাসিয়া গ্রামনিবাসী কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ রাহাবংশীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মা মহাশয়, তদীয় জ্যেঠাইমাতা ঠাকুরাণীর আদ্যশ্রাদ্ধ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন করাইয়াছেন। এতদুপলক্ষে সামাজিক কায়স্থ ব্রাহ্মণগণ সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

আমরা ভূপেন্দ্র বাবুর এই সদ্দৃষ্টান্তে আনন্দিত হইলাম।

শ্রাদ্ধে কৃতজ্ঞতা।* "বিগত ২রা ভাদ্র মঙ্গলবার জন্মাষ্টমী দিনে আমার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ দেশে ও গঙ্গাতীরে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর্ষার প্লাবনে দেশের নানাবিধ অসুবিধা ও পবিত্র ভাগীরথীতটে ৺ জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ করিবার বাসনা থাকায় কতিপয় মহৎ ব্যক্তির পরামর্শানুসারে মদীয় মাতৃশ্রাদ্ধ গঙ্গাতীরেই সম্পন্ন হইয়াছে। কোটালিপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে এই কার্য্য করাইয়াছিলেন।

বাগবাজারের প্রসিদ্ধ ৺নন্দলাল বসু মহাশয়ের পুত্র কায়স্থসভার বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, কায়স্থসভার সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, মাদারিপুর দৌলতপুর-নিবাসী কুলভাস্কর শ্রীকেদারনাথ দেব বর্ম্মা, যশোহর খাসিয়ালের প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিষচন্দ্র ও কালিদাস বিশ্বাস বর্ম্মা, নীরবকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা মহোদয়গণের অর্থসাহায্য ও সহানুভূতিতে তাঁহাদের এ দীন দরিদ্র স্বজাতি ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহাকে অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধাদি করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া তথায় মদীয় পত্নী ও কুলপুরোহিতের সাহায্যে

* শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা মহাশয় বিখ্যাত ঘটক নন্দরাম মিত্রবংশীয়। এক্ষণে খোপাদহ যশোহরে বাস করেন। তিনি বহুদিন উপবীতী হইয়াছেন; তজ্জন্য অনেক লাঞ্ছনাও ভোগ করিয়াছেন। তিনি একজন স্বেচ্ছা-প্রচারক, তাঁহার তেজস্বিতা ও আন্তরিকতা প্রশংসার্হ। কায়স্থসভা তাঁহাকে এক্ষণে যশোহর অঞ্চলের প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা কায়স্থ-সভার নব প্রচারকের কার্য্যে সফলতা প্রার্থনা করি।
কাঃ পঃ সঃ

ত্রয়োদশাহে অন্নজল বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন। ঐদিন ব্রাহ্মণভোজন সম্পন্ন হয়, পরদিন আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতিবর্গকে ভোজন করাইয়া নিয়মভঙ্গ হয়। বলা বাহুল্য বিহারীলাল ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় আমার দেশের এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। বাগ্মী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উৎসাহ-বাক্যই আমাকে এ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।"—শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ-সংস্কার-সমিতি।—আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গের কেন্দ্রস্থল কলিকাতা ৩২ নং জয়মিত্রের ষ্ট্রীটে "বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ-সংস্কার-সমিতির" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র মহাশয় এই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। পুত্রকন্যাগণের বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা-দান, অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত উপায় নির্দ্ধারণ, পরিমিতাচার অভ্যাস, যথেচ্ছাচার বর্জ্জন, সামাজিকতার বৃদ্ধি, বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন, জাতীয়ভাব পরিপোষণ ও আপোষে বৈষয়িক বিরোধ-মীমাংসা প্রভৃতি সমাজ ও দেশহিতকর কার্য্যগুলি সুশৃঙ্খলায় পরিচালন করাই এই সভার উদ্দেশ্য। উপযুক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখিয়া "সমিতি" প্রবন্ধাকারে উপদেশমালা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছেন ও সহৃদয় স্বজাতিবৃন্দের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। এতদর্থে প্রত্যেক বিবাহ-সভায় বর, কন্যা, বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী মহোদয়গণের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া সকলকে সংবর্দ্ধনা করিতেছেন। সমিতির উদ্যমশীল কতিপয় সদস্যের যত্নে পাটনা সিটি অর্থাৎ বাঁকীপুরে সমিতির বিহারশাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত শাখা-সভাও মূল সভার উদ্দেশ্য মত কার্য্য করিতেছেন; অতি শীঘ্রই দিল্লি নগরীতে আর একটি শাখা-সভা সংস্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। প্রত্যেক জেলায় এইরূপ এক একটি শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আমরা ভগবৎসন্নিধানে সভার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির চতুর্থ অধিবেশন

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

৪ঠা শ্রাবণ, রবিবার অপরাহ্ন ৫॥টা

উপস্থিতি—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
২। ,, জ্ঞানেন্দ্র কুমার বসু কাব্যার্ণব।
৩। ,, বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা।
৪। ,, মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
৫। ,, সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী।
৬। ,, যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
৭। ,, শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা।
৮। ,, জিতেন্দ্রনাথ রায়।
৯। ,, রায় বিনোদবিহারী বসু।
১০। ,, রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ।
১১। ,, দয়ালচন্দ্র বসু।
১২। ,, নিবারণচন্দ্র দত্ত।
১৩। ,, কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর।
১৪। ,, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
১৫। ,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
১৬। ,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।

১৭। „ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

১৮। „ প্রেমানন্দ সিংহ।

১৯। „ কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় বর্ম্মা প্রাজ্ঞ।

২০। „ বামাচরণ মজুমদার বর্ম্মা।

২১। „ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

২২। „ কেদার নাথ দেব বর্ম্মা।

২৩। „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।

২৪। „ ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।

২৫। „ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

২৬। „ যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা।

২৭। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

২৮। „ কেদারনাথ মিত্র।

২৯। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)

৩০। „ মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র উকিল, দিনাজপুর, অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ-প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব। ৩০শে চৈত্রের ও গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। পঠিত হইলে অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শন। সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কাঃ নিঃ সমিতির বিগত অধিবেশনের নির্দ্দেশ মত গত ১৮ই আষাঢ় বর্ত্তমান বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, দয়ালবাবু ও বিনোদবাবু সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া (অন্যতম আয়-ব্যয় পরীক্ষক অসুস্থতা জন্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই) বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম হইতে যে প্রণালীতে হিসাব রাখা উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরা অনুমোদন করিয়াছি এবং সেইমত গত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের হিসাব যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আমি যে তারিখে তহবিল পাইয়াছি, তাহার পূর্ব্ব তারিখ পর্য্যন্ত শরৎ বাবুর দস্তখত হয় নাই। পূর্ব্বে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের টাকা (যাহার মধ্যে ৩২৫৲ টাকা গৃহ-নির্ম্মাণ-ভাণ্ডার বলিয়া জমা আছে) সভার সাধারণ হিসাব বহিতে জমা করার নিয়ম ছিল না, উহার জন্য যে পৃথক্ খাতা আছে তাহাতেই জমা করা হইত। এ প্রথা অসুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় বৈশাখের প্রথমে উক্ত ভাণ্ডারে খরচ বাদে যে টাকা ছিল তাহা এককালীন জমা দেখাইয়া সেই তারিখেই ঐ ভাণ্ডার খাতে দাখিল খরচ লিখিয়া উক্ত পৃথক্ খাতায় জমা করা হইয়াছে। যেহেতু সভা-সংক্রান্ত যে কোন বাবদের টাকা আদায় হইবে তাহা সমস্তই সভার সাধারণ হিসাব বহিতে, অর্থাৎ জমায় জমা করা উচিত। গত অধিবেশনে গত বর্ষের দরুণ কায়স্থ-সভার মোট দেনা ৭২৬৶১॥ টাকা ছিল যাহা উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহার আংশিক ২৮৭॥৶০ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। সময়ের অল্পতা জন্য আয়-ব্যয় পরীক্ষকের দ্বারা ত্রৈমাসিক হিসাব চেক্ করাইতে পারা যায় নাই, সম্ভবতঃ আগামী অধিবেশনে চেক্ করার ফলাফল জানাইতে পারা যাইবে। গত বর্ষের অন্যতম আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার গত ২২শে ও ২৮শে চৈত্রের পত্রে হিসাব রাখার পদ্ধতি সম্বন্ধে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও যথাসম্ভব গৃহীত হইয়াছে। সেই নির্দ্দেশ মত গত বর্ষের হিসাব-বহি লেখা না হওয়ায় তিনি উহা পরীক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই; ইহাতে তাঁহার কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই এবং সেরূপ কোন মন্তব্যও সভা হইতে প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহাকে জানান হইয়াছে।" তৎপরে হিসাব প্রদর্শিত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। কতিপয় খরচ সম্বন্ধে। সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু গত বার্ষিক অধিবেশন সংক্রান্ত ১৩৪৶৬ টাকা এবং গত বিশেষ সাধারণ অধিবেশন সংক্রান্ত ৮২৷০ টাকা মোট ২১৬।৬ টাকার হিসাব দাখিল করিলে উহা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে মঞ্জুর হইল, কিন্তু গত বার্ষিক অধিবেশন সংক্রান্ত খরচের টাকা আদায়ের পুনরায় চেষ্টা করার জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করা হইল। সাবেক হাওলাত ১৫৯৶৬ টাকা সম্বন্ধে দিনাজপুরেরর মহারাজ বাহাদুর হাওলাত পরিশোধ সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সমিতিকে জানান হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। বর্ত্তমান বর্ষের সভার অনুমানিক আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ। এ সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদের পর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, একটী সব কমিটী গঠিত হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে নিম্নলিখিত সভ্যমহোদয়গণকে লইয়া বজেট কমিটী গঠিত হইল :—

১। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়।	৫। রায় বিনোদবিহারী বসু।
২। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার।	৬। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু।
৩। ,, প্রেমানন্দ সিংহ।	৭। ,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ।
৪। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ।	৮। ,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয়।

মন্মথ বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, বজেট কমিটীকে ১৫ দিনের মধ্যে কমিটীর মন্তব্য সম্পাদকদ্বয়ের নিকট পেস্ করিতে অনুরোধ করা হউক। ইহাও গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। ৺দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার সম্বন্ধে বাদানুবাদের পর আলোচনা পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ পূরণ। (উকীল, ভাঙ্গা আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়কে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মার প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুর সমর্থনে কাঃ নিঃ সমিতির জনৈক সভ্য নিযুক্ত করা স্থির হইল।

সপ্তম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। ৺নিবারণচন্দ্র দাস বর্ম্মা আমগ্রাম, ফরিদপুর ৺চন্দ্রনাথ সিংহ বারহারোয়া, মুর্শিদাবাদ, মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে সকলে শোক-প্রকাশ করিলেম ও স্থির হইল যে তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সভার সমবেদনা জ্ঞাপন করা হউক।

অষ্টম প্রস্তাব। নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি এ, ২২নং যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা। প্রস্তাবক বিনোদ বাবু সমর্থক নগেন্দ্র বাবু।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার এক্সাইজ সবইনেস্পক্টর, ১৫।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কর্ম্মাধ্যক্ষ, সমর্থক নগেন্দ্র বাবু।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন, কলিকাতা। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু।

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু, ৩নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব, সমর্থক শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত বীজেন্দ্রনাথ দত্ত ভবানীপুর। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা (কানপুর) সমর্থক নগেন্দ্র বাবু।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮৷৹টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
সম্পাদক	সভাপতি

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির

পঞ্চম অধিবেশন

২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৬, সাল রবিবার

অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা

সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন

উপস্থিতি—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)
২। ,, রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ।
৩। ,, কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
৪। ,, গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, এম, এ, বি, এল।
৫। ,, দয়ালচন্দ্র বসু।
৬। ,, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, এম্, এ।
৭। ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।
৮। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
৯। ,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ।
১০। ,, কেদারনাথ মিত্র।
১১। ,, লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি, এ।

১২। „ সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী।
১৩। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
১৪। „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি, এল্।
১৫। „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
১৬। „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা।
১৭। „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম্, এ।
১৮। „ কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা।
১৯। „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি, এল্।
২০। „ রায় বিনোদবিহারী বসু, বি, এ।
২১। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ।
২২। „ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
২৩। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্, এ, বি, এল্।
২৪। „ যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, বি, এল্।
২৫। „ জিতেন্দ্রনাথ রায়।
২৬। „ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল।
২৭। „ জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, বি, এ।
২৮। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্।
২৯। „ বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা।
৩০। „ প্রেমানন্দ সিংহ বি, এল্।
৩১। „ ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা এল্, আর, সি, পি, এল্, আর, সি, এস্।
৩২। „ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
৩৩। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা } সম্পাদক।
৩৪। „ বিজয়চন্দ্র সিংহ }
৩৫। „ মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)।

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ। কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২য় প্রস্তাব। পরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আয়-ব্যয় প্রদর্শন। গত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ৩ মাসের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব। কর্ম্মাধ্যক্ষ সম্বন্ধে কতিপয় সভ্যের পত্র। সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন—

(ক) গত বার্ষিক অধিবেশনে সভার যে ব্যয় হইয়াছিল তাহা এবং তথায় যে অধ্যাপকদ্বয় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের বিদায়াদির খরচ আদায় করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে গতবারের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অনুরোধ করেন। তদনুসারে সেখানে পত্র লেখায় তথাকার অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মিত্র ও সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সভায় পত্র লিখিয়া এই মর্ম্মে জানাইয়াছিলেন যে, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র নড়াইলে গত বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সভার ক্ষতিজনক একটী মুদ্রিত পত্র বিলি করায় এবং তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া উক্ত অধিবেশন রদ করার চেষ্টা করায় যশোহরবাসী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সভার সংশ্রব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এইরূপে সাধারণের উৎসাহ হ্রাস হওয়ায় তাঁহারা আর চাঁদা তুলিতে পারিবেন না, কাজেই আর কিছু দিতেও পারিবেন না। তাঁহারা আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, যে কর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা সভার এরূপ অনিষ্ট সাধন হইল সভা তাহার কি প্রতিকার করিলেন। (খ) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার ও আশুতোষ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন যে কর্ম্মাধ্যক্ষের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যশোহরজেলাবাসী অনেকেই সভ্যপদ ত্যাগ করিতেছেন এবং নূতন সভ্য হইবার সম্ভাবনা কম। (গ) বাজেট কমিটির অন্যতম সভ্য কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় অসুস্থতা জন্য উক্ত কমিটীতে যোগদান করিতে অক্ষম হওয়ায় পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন যে সভার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা অনুসারে কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন ৩০৲ টাকার অধিক হওয়া উচিত নহে। কর্ম্মাধ্যক্ষ গত নড়াইলের অধিবেশনে যে ব্যবহার দেখাইয়াছেন তাহাতে এখনও যে তাঁহাকে রাখা হইয়াছে এই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সমস্ত পত্রের লিখিত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, নীতীশ বাবু ও সতীশ বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিলে সুরেন্দ্র বাবু, নিবারণ বাবু, অমূল্য বাবু, জিতেন্দ্র বাবু, ললিতা বাবু, গৌরাঙ্গ বাবু, কেদারনাথ দেব প্রভৃতি চারিশ্রেণীর সভ্য যাঁহারা নড়াইলের সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা পত্রগুলির লিখিত বিষয়ের যথার্থতা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিলেন। ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "নড়াইলের সভায় যে সমস্ত সভ্য উপস্থিত

ছিলেন, তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করা যায় না।” অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—“নড়াইলে অনুষ্ঠিত সভা সম্পর্কে কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সম্পাদককে না জানাইয়া যে মুদ্রিত leaflet বিলি করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই কার্য্য এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অবৈধ বিবেচনা করিতেছেন।” শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় সমর্থন করিলে অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব। বর্ত্তমান বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে বজেট কমিটীর মন্তব্য এবং প্রচার-সমিতির অভিমত।

সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, বজেট কমিটির মুদ্রিত মন্তব্য কাঃ নিঃ সমিতির সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। (ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য)

অতঃপর প্রচার-সমিতির মন্তব্য পঠিত হইল:—৩০শে আষাঢ় ১৩২৬। সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে প্রচার-সমিতির অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন:—কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি,) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। স্থির হইল—“কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সমিতি স্থির করিতেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে অনধিক ৬০০৲ প্রচার-কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে। এই প্রচার-কার্য্যের জন্য যথাসম্ভব চারি শ্রেণী হইতে ৪জন উপযুক্ত প্রচারক নিযুক্ত করা হউক এবং তাঁহাদিগকে ন্যূনকল্পে মাসিক ১০৲ এবং তাঁহারা যে সকল নূতন সভ্য করিবেন, সেই সকল সভ্যের প্রবেশিকার টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ দেওয়া হউক। আবশ্যক বিবেচনা করিলে সভা প্রচারকদিগের পাথেয়ের ব্যবস্থা করিবেন।”

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীবিনোদবিহারী বসু।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বজেট কমিটীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে কিছুকাল আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করেন যে, বজেট কমিটীর মন্তব্য পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় প্রস্তাব করেন, “বজেট কমিটীর

কাংশ সভ্যের মতে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রচার-সমিতি যে ব করিয়াছেন তাহা গৃহীত হউক।” শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয় সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় একটী সংশোধিত প্রস্তাব রিলেন যে, বজেট কমিটীর মন্তব্য হইতে “এখন সভার কার্য্যালয় বেলা ২টা তে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা রাখার নিয়ম হওয়ায় সাধারণ আবশ্যকীয় র্য্যাদির কোন অসুবিধা হইতেছে না।” এই অংশ তুলিয়া দেওয়া হউক। হাতে আপত্তি না হওয়ায় মন্মথ বাবুর এই সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হইল। ঃপর মন্মথ বাবু পুনরায় একটী সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন,—বজেট মিটীর মন্তব্য মধ্যে “আমরা কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন মাসিক ৩০৲ টাকার অধিক ওয়ায় যুক্তি-সঙ্গত মনে করি না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই অংশ কমাইতে ারিলে এবং” এই অংশ তুলিয়া দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় হা সমর্থন করেন। অধিকাংশ সভ্যের মতে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। ঃপর অমৃত বাবুর মূল প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতে গৃহীত হইল। অমৃত বাবু পুনরায় প্রস্তাব করিলেন যে, “বজেট কমিটীর মন্তব্য যাহা অদ্য গৃহীত হইল তদনুসারে সম্পাদকদ্বয় সপ্তাহ মধ্যে সংশোধিত আয়-ব্যয়ের খসড়া প্রস্তুত করিয়া সমিতিতে উপস্থিত করিবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষকে অদ্যকার গৃহীত প্রস্তাব নুসারে নোটিশ দিবেন।” মৃণাল বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয়।

৫ম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ।

লিকাতা ভবানীপুর নিবাসী ৺ শরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এল মহাশয়ের মৃত্যুতে ভা শোক-প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল, তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরিত হউক।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন। প্রস্তাবক নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—বিনোদবিহারী বসু। ১। ডাক্তার নগেন্দ্রচন্দ্র গুহ ৮ নং রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ২। শ্রীআশুতোষ সরকার, টাকী (২৪ পরগণা), ৩। অম্বিকাচরণ মজুমদার, বৈটপুর (খুলনা)। প্রস্তাবক শ্রীমাখন লাল ধর বর্ম্মা প্রচারক, সমর্থক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। ৪। ইন্দুভূষণ দাস সরকার মিদার, গোপালপুর, পোঃ (ঈশানপুর ফরিদপুর)। ৫। অক্ষয়কুমার দেববর্ম্মা, ফরিদপুর চকবাজার। ৬। জিতেন্দ্র মোহন গুহ বর্ম্মা, ফরিদপুর

চকবাজার ৬। জিতেন্দ্রমোহন গুহ বর্ম্মা, দক্ষিণভাসড়া, পোঃ দেওড়া (ফরিদপুর) ৭। নরেন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা, আমগ্রাম, ফরিদপুর। ডাক্তার ক্ষীরোদ লাল দে, এম বি, ৭১ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,। উপেন্দ্রনাথ বসু, ১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, বাগবাজার। ১০। গিরিজানাথ দেব রায় বর্ম্মা ২৪।১এ দুর্গাচরণ মুখার্জির ষ্ট্রীট, বাগবাজার ১১। সুরেশচন্দ্র গুহ, ৫১নং সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২। রসিকলাল দেব বর্ম্মা, ২০৭নং আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার কলিকাতা।

৭ম প্রস্তাব। বিবিধ। সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন—(ক) মহারাজা স্যর গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি, এল, (বাঁকিপুর) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার (ফরিদপুর) ও রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় (গোয়াড়ি) অনিবার্য্য কারণে সভায় যোগদান করিতে নাপারায় দুঃখিত হইয়া সভার প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। (খ) দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর নিতান্ত অসুস্থ অবস্থায় থাকিয়াও কলিকাতার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের বাকি দেনা এবং স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র ও স্বর্গীয় স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি-সভার বাকি দেনা পরিশোধ করার জন্য আমার নিকট ১৫০, শত টাকা চেক্ পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অসুস্থতার জন্য সভা দুঃখ-প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার উক্তদানের জন্য সভাস্থ সকলেই আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। (গ) সভার দ্বারবানের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে দরখাস্ত পঠিত হইল। তাহার কার্য্যাবলী সন্তোষজনক [illegible] হে স্থির হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার সম্পাদকদ্বয়ের উপর অর্পিত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। (স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
সম্পাদক— সভাপতি—

ভ্রম সংশোধন—অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, ভ্রমবশতঃ উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের নামের তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। গত শ্রাবণ সংখ্যায় 'আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক "শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ (বিন্ধ্যাচল)" স্থানে "শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ" হইবে।

এই দুইটী ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

(কাঃ নিঃ সমিতির ক্রোড় পত্র)

বজেট কমিটীর মন্তব্য

বজেট কমিটীর সভ্যগণ গত তিন বৎসরের আয়-ব্যয় আলোচনা করিয়া নিম্নরূপ মন্তব্য প্রচার করিতেছেন :—

সভার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। গত ১৩২৩ সাল হইতে আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, সভার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। গত ১৩২৩ সাল হইতে ১৩২৫ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরের নেট আদায় ৯১৭৮।/৩ পাই এবং ঐ তিন বৎসরের মোট ব্যয় ৯৫৫৩৮৵৯ পাই, সুতরাং এই তিন বর্ষে আয় অপেক্ষা খরচ ৩৭৫॥৵৬ পাই বেশী হইয়াছে। তাহা বাদে ১৩২২ সালের দরুণ ১৯৬৵৩ টাকা ১৩২৩ সালের দরুণ ৩০১।৯ টাকা, ১৩২৪ সালের দরুণ ১৬৮৵৩ টাকা, ও ১৩২৫ সালের দরুণ ৭২৬৵১০ টাকা সভার দেনা ছিল। অপরদিকে বর্ত্তমান বর্ষে ৫৫৫ খানি ভিঃ পিঃ মধ্যে ইতিমধ্যে ২৩২ খানি ভিঃ পিঃ ফেরত আসিয়াছে। আরও কতকগুলি ফেরত আসিবার সম্ভাবনা আছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া সভার উপর নানা কারণে অনেকের আস্থা ও সহানুভূতি কমিয়া গিয়াছে। যে সমস্ত সদুদ্দেশ্য লইয়া কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইয়াছিল উপযুক্ত ভাবে সেই সেই কর্ত্তব্য পালিত হইতেছে না। সহানুভূতির অভাব তাহার অন্যতম কারণ। যাহাতে কায়স্থ-সভা সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে, তজ্জন্য সভ্য মাত্রেরই বিশেষ ভাবে চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত প্রচারক ভিন্ন এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। গত বার্ষিক সভায় বৃত্তিভোগী প্রচারক নিয়োগের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সভা তদনুসারে প্রচারক নিয়োগ করিতে বাধ্য। প্রচার-সমিতিও বর্ত্তমান বর্ষে প্রচার-কার্য্যে ৬০০, শত টাকা ব্যয় করিতে এবং বিভিন্ন শ্রেণী হইতে উপযুক্ত প্রচারক নিয়োগের অনুরোধ করিয়াছেন। গত বর্ষে সভা প্রচার-কার্য্যে ২৬০, টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা সভ্য সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন বাটীভাড়া এবং আলো খাতেও বর্ত্তমান বর্ষে কতকগুলি টাকা বাঁচিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রচার-সমিতি মোট ৬০০, টাকা প্রচার-কার্য্যে ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ অনুরোধ উপেক্ষার বিষয় নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সভার উদ্দেশ্য সংসাধন, সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ ও সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা আয়বৃদ্ধিকরণ উপযুক্ত-রূপে প্রচার ভিন্ন সহজসাধ্য নহে, এ কারণ আমরাও প্রচার কার্য্যে ৬০০, শত

টাকা ব্যয় অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এখন কিরূপে অপর ব্যয় করা যায়? আমরা বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে সভার জন্য বাবদে খরচ হইতেছে তন্মধ্যে কেবল বেতন বাবদ নির্দ্দিষ্ট খরচ ভিন্ন আর খরচই কমান যায় না। বেতন বাবত কার্য্যাধ্যক্ষের ৬৫৲ টাকা দ্বারবান ১১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্বে সভার কার্য্যালয় সকাল ৬৷৷০টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত (প্রায় ১৪ ঘণ্টা) খোলা রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। এ কারণ কার্য্যাধ্যক্ষকে অধিকাংশ সময় সভায় উপস্থিত থাকিতে হইত। কার্য্যালয়ের সাধারণ কার্য্য ব্যতীত তাঁহাকে কায়স্থ-পত্রিকার প্রবন্ধ লেখা, প্রবন্ধ-সংগ্রহ, পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য করিতে হইত। এখন সভার কার্য্যালয় বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা রাখার নিয়ম হওয়ায় সাধারণ আবশ্যকীয় কার্য্যাদির কোন অসুবিধা হইতেছে না। পক্ষান্তরে পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় পত্রিকা সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করায় এবং স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা সভার কার্য্যাদির সাহায্য পাওয়ায় কর্ম্মাধ্যক্ষের কার্য্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। সুতরাং সভার বর্ত্তমান আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও পারিপার্শ্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন মাসিক ৩০৲ টাকার অধিক হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই অংশ কমাইতে পারিলে এবং প্রচারের দ্বারা সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলে আলোচ্য বর্ষের আয় ব্যয়ের কতকটা সমতা রক্ষিত হইতে পারে। নচেৎ অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

স্বাক্ষর

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র। শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায়। শ্রীবিনোদবিহারী ব...
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ। শ্রীপ্রেমানন্দ সিং...

শ্রীমন্মথমোহন বসু।——(আমার এই বক্তব্য যে কর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস করিয়া সভার অবস্থা বিশেষ উন্নত হইবে না। আয় বৃদ্ধি ভিন্ন সভার উন্নতির অন্য উপায় নাই)।

শ্রীনীতীশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।——(আমিও মন্মথবাবুর সঙ্গে একমত। বার্ষিক চাঁদা ৬৲ টাকা হিসাবে করিলে বোধ হয় আমরা উপস্থিত সমস্যা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি)।

কায়স্থ-পত্রিকা

আশ্বিন ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গোবিন্দরাম

কুমারটুলীর মিত্রবংশ কলিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী। গোবিন্দরাম মিত্র ঐ বংশের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং তিনি ঐ স্থানে ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গোবিন্দরামের জন্ম-সময় কেহই অবগত নহেন, তবে অনুমান ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার ইতিহাস তাঁহার নাম ও ক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত। তিনি ১৭২০ খৃঃ হইতে ১৭৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতার 'সহর কোতোয়াল' নিযুক্ত ছিলেন। ইংরাজগণ ঐ পদের নাম ব্ল্যাক জমীদার বলিতেন। তাঁহার হাতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর উভয় বিধ কর্ম্মের ভার ছিল। তিনি কলিকাতার ফৌজদারীর কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভয় করিত ও গোবিন্দরামের ছড়ি বলিয়া একটী কথা সে সময়ে প্রবাদ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। গোবিন্দরামের সমসাময়িক আমরা আমিরচাঁদ যাহাকে ইংরাজগণ ওমিচাঁদ বলিতেন, হুজুরী মল, ও বনমালী সরকারকে দেখিতে পাই। লোকে অদ্যাবধি বলিয়া থাকেন যে

আমির চাঁদের দাড়ি, বনমালী সরকারের বাড়ী।
হুজুরী মলের কড়ি, গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি॥

এই আমির চাঁদ ও হুজুরীমল উভয়ে উভয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা জাতিতে শিখ ছিলেন। তাঁহাদিগের বাটী পঞ্জাবে ছিল এবং তাঁহারা কলিকাতায় ব্যবসা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সে কালের এক একটী ক্ষুদ্র কুবের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমির চাঁদের সম্বন্ধে ইংরাজ ইতিহাসবেত্তারা অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু হুজুরীমলের কথা লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে যে লর্ড ক্লাইভের কোন সময়ে যুদ্ধ চালাইবার জন্য কিছু অর্থ ধার করিবার আবশ্যক হয়। দালালগণ তাঁহাকে হুজুরী মলের নিকট লইয়া আসেন। ক্লাইভ সাহেব প্রথমতঃ তাঁহার আকৃতি ও বাসস্থান দেখিয়া তিনি যে তাঁহার আবশ্যক মত টাকা হুজুরী মলের নিকট হইতে পাইতে পারিবেন আশা করিতে পারেন নাই; তাহাতে তিনি তাচ্ছিল্যভাবে সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধ চালাইবার জন্য টাকা ঋণ দিতে পারিবেন কিনা। তখন হুজুরীমল উত্তর করেন যে, ক্লাইভ সাহেবের যত টাকা আবশ্যক তাহা তিনি যে কোন মুদ্রায় চাহেন তৎক্ষণাৎ দিতে পারেন। তাঁহার নিকট তৎকালে চলিত সিক্কা টাকা, আধুলী, সিকি, কড়ি প্রভৃতি প্রত্যেক মুদ্রাই ক্লাইভের আবশ্যক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছিল। ক্লাইভ প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তখন হুজুরীমল্ তাঁহার কোষাগার ক্লাইভ সাহেবকে দেখাইলে ক্লাইভ সাহেব বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার নিকট আবশ্যক মত ঋণ গ্রহণ করেন। শুনা যায় যে ঐ টাকা লইবার সময় ধামা ভর্ত্তি করিয়া যে মাপ হয় তাহা দ্বারাই কত টাকা দেওয়া হইল গণনা করা হয়। ঐ মুদ্রাগুলির ওজন কিংবা একটী একটী করিয়া গণনা করা হয় নাই। তজ্জন্যই হুজুরীমলের কড়ি একটা প্রবাদ মধ্যে পরিগণিত হয়। হুজুরীমলের সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ আছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন হুজুরীমলের ধনাগার লুণ্ঠনের ইচ্ছা নবাবের সৈন্যদিগের হইয়াছিল। হুজুরীমল স্বয়ং বলশালী ব্যক্তি ছিলেন ও যুদ্ধবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। কলিকাতা-আক্রমণের সময়ে কয়েকজন লোক লইয়া স্বয়ং তিনি তাঁহার ধনাগার রক্ষা করিতেছিলেন এবং মুসলমান সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত খানি কাটা পড়ে। তথাপি মুসলমানগণ তাঁহার ধনাগার লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হয় নাই।

এ সম্বন্ধে হিল সাহেবের রেকর্ড সিরিজে (১৫৭৬-৫৭) লিখিত আছে—

Omichand submitted himself to be taken the day before (June 17th) with a guard, without resistance, but Huzzari-mull—his relation, acted otherwise, by which means he lost his right hand which was cut off in taking him close by the wrist with a scimetar, several of his peons were also killed and wounded in the skirmish, as also some of the women.

গোবিন্দরামের সময়ে কলিকাতায় দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে দুই তিন জনের বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। বনমালী সরকারের বৃহৎ অট্টালিকা প্রবাদ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কায়স্থবংশে মদনমোহন দত্ত, বারাণসী ঘোষ, বলরাম ঘোষ, প্রভৃতি কয়েকজন সেই সময়ে কলিকাতায় বাসোপযোগী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।

গোবিন্দরামের পূর্ব্বে নন্দরাম সেন কলিকাতার ডেপুটী ব্ল্যাক জমিদার ছিলেন। ১৭০০ খৃঃ হইতে ১৭০৭ খৃঃ পর্য্যন্ত রল্‌ফ সেলডন্ সাহেবের অধীনে তিনি ঐ কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু বাউচার সাহেব কালেক্টর হইলে ১৭০৬ খৃ কর্ম্মচ্যুত হন। তৎপরে উল্লিখিত পদ দেশীয় ব্যক্তিকে দেওয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া হয় নাই। ১৭২০ খ্রীঃ গোবিন্দরাম পূর্ণ ক্ষমতা সহ ব্ল্যাক জমীদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সুচারুরূপে ৩২ বৎসর ধরিয়া ঐ কর্ম্ম করেন। পরে হলওয়েল সাহেব তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ হইলে তিনি তাঁহার কর্ম্মের ভার হলওয়েল সাহেবকে দিয়া ১৭৫২ খৃঃ কর্ম্মত্যাগ করেন। ঐ সময়ে হলওয়েল সাহেব তাঁহাকে তাঁহার চাকুরীর প্রথম হইতে হিসাব দাখিল করিতে বলেন; কিন্তু গোবিন্দরাম তাহা করিতে না পারিয়া উত্তর দেন যে, পূর্ব্বের কাগজপত্র ১৭৩৭ সালের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরের কাগজ পত্র উই পোকায় খাইয়াছে।

ইহার পর ১৭৫৬ খৃঃ গোবিন্দরামকে আমরা নবাব সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণ হইতে কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিতে পাই। হিল সাহেবের রেকর্ড সিরিজে লিখিত আছে :—

We should do injustice not to distinguish the spirit shown by Govinram Mitra, who employed several hands at his part of the town by Bagbazar in felling down trees and cutting through the roads to break the enemy's passage, stopped up the small avenues leading into our town and destroyed many houses where the enemy might have obtained shelter.

গোবিন্দরাম মুসলমানদিগের হস্ত হইতে কলিকাতা রক্ষা করিতে গিয়া স্বয়ং বিপদাপন্ন হন এবং তাঁহাদিগের হস্তে পড়িয়া নির্য্যাতিত হন। মুসলমানগণ

তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলে তিনি ইংরাজদিগকে বুঝাইয়া মুসলমানদিগের অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা লইয়া আপনাকে কারামুক্ত করিবার পন্থা করেন। হিল সাহেব অর্‌ম সাহেবের ইতিহাস অনুযায়ী লিখিয়াছেন—

"One or two, however, like Govind Ram Mitra, showed more public spirit, and did all they could to protect the quarters in which they lived. This gentleman, on the capture of Calcutta, was imprisoned by the Nawab's Governor Manik Chand. In the month of December he managed to communicate with the British at Fulta, and sent them information regarding the distribution of the native troops. In reply the Council allowed him to enter the service of the Nawabs so as to regain his liberty."

ইহার পর গোবিন্দরাম ক্রমে আপনাকে মুসলমানদিগের কবল হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হন। তৎপরে আমরা গোবিন্দরামকে ইংরাজ মুসলমানের সন্ধি অনুযায়ী যে টাকা কলিকাতা আক্রমণ-কালে দেশীয় ব্যক্তিদিগের ক্ষতিপূরণের জন্য পাওয়া যায়, তাহা বণ্টন করিবার জন্য একজন কমিশনর রূপে দেখিতে পাই। আমির চাঁদের প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে যে কমিশন হইয়াছিল তাহাতে গোবিন্দরাম একজন কমিশনর ছিলেন। ১৭৭৩ খৃঃ গোবিন্দরামকে মেদনমল পরগণার লবণের কারবারে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। এমতে আমরা ইংরাজদিগের কাগজপত্রে গোবিন্দরামকে ১৭২০ খৃঃ হইতে ১৭৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত পাইতেছি।

একটী প্রবাদ আছে যে গোবিন্দরাম মিত্রের নামানুসারে কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর নামক তিনখানি গ্রাম লইয়া যে কলিকাতার গঠন হইয়াছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত গ্রামখানি পত্তন হইয়াছিল। এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য ও গোবিন্দরামের জীবনীলেখকের কল্পনাপ্রসূত। গোবিন্দরামের জীবনের কয়েকটী ঘটনা আলোচনা করিলে উহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণদত্ত নামক জনৈক লেখক ১৩০৮ সালে নব্যভারতের উনবিংশ খণ্ডের মাঘ সংখ্যায় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল—

"কাল জমীদার অর্থাৎ কলিকাতার বাঙ্গালী সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনীলেখকও বলিয়াছেন গোবিন্দরাম মিত্র ১৬৮৭ খ্রীঃ পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া চার্ণক সাহেবের সহিত এখানে আসিয়া বাস করিলেন এবং নিজ নামানুসারে গ্রামের নাম গোবিন্দপুর রাখিলেন * অথচ উঁহার নিম্নছত্রে

* An account of the late Govindaram Mitra, p. 1.

লিখিয়াছেন ১৬৯৫ সালে যখন গোবিন্দপুরে (?) দুর্গ নির্ম্মিত হয়, সেই সময় তিনি কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করেন। উক্ত দুর্গ যে কলিকাতায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, লেখক তাহা জ্ঞাত ছিলেন না।" উক্ত প্রতিবাদে ইহাই দেখান হইয়াছে যে ১৬৯৫ খৃঃ গোবিন্দপুর যে স্থানে ছিল তথায় দুর্গ নির্ম্মিত হয় নাই এবং ঐ বর্ষেও ইংরাজগণ কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের জমীর প্রজাসত্ত্ব ক্রয় করিবার ক্ষমতাও পান নাই। ১৬৯৮ খৃঃ প্রিন্স আজিম উস্‌সানের নিকট হইতে ফারমান লাভ করিয়া ইংরাজ রামচন্দ্ররায়, মহেশ্বর দত্ত প্রভৃতি অধিবাসিগণের নিকট হইতে রায়তিসত্ব ক্রয় করেন। যে দুর্গের কথা গোবিন্দরামের জীবনী-লেখক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কলিকাতায় বর্ত্তমান লালদীঘী ও ডালহাউসী স্কোয়ারের পশ্চিমে যে স্থলে জেনারেল পোষ্ট আফিস, কাষ্টম হাউস ও ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর আফিস রহিয়াছে সেই স্থানে ১৬৯৬ খৃঃ নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৭০২ খৃঃ সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ১৭০০ খৃঃ রাজার নামানুসারে ঐ দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিয়ম হইয়াছিল। গোবিন্দপুরের উপর যে দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহা ১৭৬০ খৃঃ হইয়াছিল। এমতে উক্ত জীবনীলেখকের অজ্ঞতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এস্থলে পুনরায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে গোবিন্দরাম মিত্রের সহিত জব-চার্ণক সাহেবের কোন সম্বন্ধই ছিল না, কারণ গোবিন্দরাম মিত্র ১৭২০ খৃঃ হইতে ১৭৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত কলিকাতার ব্ল্যাক জমীদারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে কখনই তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার দেওয়া হয় নাই, এ কথা সকলেই বিশ্বাস করেন। সেই হিসাবে ধরিলে ১৭২০ খৃঃ তাঁহার বয়স ২৫ হইতে ৩০ বৎসর অবশ্যই হইয়াছিল। তাহা হইলে তাঁহার জন্মকালের অনতি-পূর্ব্বেই হউক কিংবা ঠিক সেই সময়েই হউক, জব চার্ণক কলিকাতা পত্তন করেন এবং ঐ সময় হইতে তিন বৎসরের মধ্যে পরলোক গমন করেন। এমতে গোবিন্দরাম জন্মিবামাত্র চার্ণক সাহেবের সহিত বন্ধুতা করিতে অবশ্যই পারেন নাই। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন চার্ণক সাহেব কোথায়? যদি ১৬৯০ খৃঃ গোবিন্দরামের জন্ম বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে ১৭৭৩ খৃঃ মেদিনীমলের লবণ-ব্যবসায়সংশ্লিষ্ট গোবিন্দরামের ৮৩ বৎসর বয়ঃক্রম হয় এবং তাঁহার জীবনীলেখকের মতে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে চার্ণক সাহেবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিলে তাঁহার বয়সের সীমা থাকে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রেজিনাল্ড্ ক্রফোর্ড ষ্টার্ণডেল সাহেব তাঁহার কলিকাতার কলেক্টোরেটের ইতিহাসে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দেখাইয়াছেন যে ঐ জীবনীলেখকের কথা অমূলক। ষ্টার্ণডেল্ সাহেব বলেন :—

"In the autobiography of Govindram, written by one of his descendants, he is said to have died in or about 1766, but I have reason to believe that he lived to a much later period, for in the private estate papers of the ancestor of a connection of my own which I discovered among the records of the Mayor's Court, I find entries to prove that Govindram Mitra, Bulloram Mitra, Joyanarayan Ghoshal (the ancestor of the late Rajah Satyananda Ghoshal of Bhocoylash), Radhakrishna Dutt and captain Nicholas Weller, the gentleman referred to, were partners in the salt contract of pergannah Meydunmull in 1772-73, and I find an entry of a receipt in the latter year of Sicca Rs. 24,733 from Govindram Mitra balance of account current, thus showing that Govindram must have been alive up to 1772-73.. The biographer, although a descendant of the black zemindar, is therefore evindently somewhat incorrect in regard to his fact and dates, for he states that "in or about 1686-87 Govindram was brought to the favourable notice of Mr. Job Charnock who, finding him to be an educated, intelligent and active young man, offered him appointment in the service of the Hon'ble East India Company. He further states that Govindram then removed his domicile to a place near the present fort, which has since then been called after his name Govindapur". Now if this were ever correct, Govindaram (supposing him to have been only twenty-five when he is said to have been taken up by Mr. Charnock) would have been about one hundred and five years of age at the date of his death, as given by his biographer, but at least one hundred and twelve in 1773. There is no historical authorities for the assertion that mouzah Govindpore was called after Govindram."

গোবিন্দরামের নামে গোবিন্দপুর পত্তন হয় নাই তাহা এমতে বেশ বুঝা যায়। কলিকাতার শেঠবসাকগণ যে তাঁহাদিগের সপ্তগ্রাম হইতে আনীত গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুরের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাদিগের বাক্যের প্রমাণাভাব। এস্থলে গোবিন্দপুর পত্তন সম্বন্ধে অল্প আলোচনা বোধ হয়

বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গোবিন্দপুর বেশীদিনের গ্রাম নহে। উহা ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হয়। কেননা ডিব্যারো সাহেব যখন ১৫৪০ খৃঃ মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি গোবিন্দপুরের নাম উল্লেখ করেন নাই। ঐ সময়ে গোবিন্দপুর পত্তন হয় নাই। কেরি সাহেবের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগ পাঠ করিলে জানা যায় যে জন সিল্‌ভিরা নামক একজন পর্টুগীজ ১৫১৮ খৃঃ এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পর অর্মের মতে ১৫৩৪ খৃঃ পর্টুগীজসৈন্য গৌড়ের নবাবের আহ্বানে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া হুগলীতে স্থান লাভ করেন। ভিনিসিয়ান বণিক্ সিজার ফ্রেডরিক ১৫৬৫ খৃঃ সাতগাঁ দর্শনে আসিয়া পর্টুগীজদিগকে এ প্রদেশের বাজারে ব্যবসা করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা চট্টগ্রামকে "Porto Grande" অর্থাৎ বৃহৎ বন্দর ও সপ্তগ্রামকে "Porto Piqueno" অর্থাৎ ক্ষুদ্র বন্দর নাম দিয়াছিলেন এবং বেটোর বাজার হইতে দ্রব্যাদি সওদা করিয়া ছোট ছোট নৌকা দ্বারা রওনা করিতেন। ফিচ্ নামক একব্যক্তি ১৫৮৩ খৃঃ এ প্রদেশে আসিয়া পর্টুগীজদিগকে হুগলীতে স্থায়ীরূপে বাস করিতে দেখিয়া ছিলেন। তাঁহারা কেহই গোবিন্দপুরের নাম উল্লেখ করেন নাই। এমতে দেখা যায় যে তখন পর্য্যন্তও গোবিন্দপুরের উৎপত্তি হয় নাই। রাজা টোডরমল অকবর বাদশাহ্ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনের জন্য ১৫৭৯ খৃঃ প্রেরিত হইলে আন্দুলনিবাসী কায়স্থবংশে দত্তকুলোদ্ভব গোবিন্দ শরণ তাঁহার অধীনে আমিনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে কয়েক বৎসর পরে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক রাজা টোডরমলের ইচ্ছাক্রমে বার্ব্বাকপুরের মধ্যে কিছু ভূমি সম্পত্তি লাভ করিয়া নিজ নামে গোবিন্দপুর পত্তন করেন। বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ-পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় মহাত্মা গোবিন্দ-শরণ দত্ত শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গোবিন্দশরণের জন্ম কাল আনুমানিক ১৫৫০ খৃঃ এবং গোবিন্দরামের জন্মকাল আমরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি আনুমানিক ১৬৯০ খৃঃ। অতএব দুইজনের সময়ের মধ্যে ১৪০ বৎসর মাত্র ব্যবধান দৃষ্ট হয়। এই সকল কথা বিচার করিলে গোবিন্দরামকে গোবিন্দপুরের পত্তনকারী বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়। গোবিন্দরাম কলিকাতার মধ্যে সামাজিক হিসাবেও সেই সময়ে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি কোম্পানীর খাতাবাড়ীর দেওয়ান মাণিক্যচন্দ্র দত্তের পুত্র কৌতুকরামের সহিত আপনার পৌত্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার হালসীবাগান-স্থিত যে বৃহৎ বাগিচাটী ছিল তাহা ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার বাগানের পার্শ্বেই আমিরচাঁদেরও

বৃহৎ বাগিচা ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধকালে ঐ বাগিচাদ্বয়ে ছাউনী করিয়াছিলেন। আপজান সাহেবের ১৭৬৪ খৃঃ কলিকাতার মানচিত্রে গোবিন্দরামের সুরক্ষিত বাগিচা অঙ্কিত আছে। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দরামের পুণ্যকীর্ত্তি কলিকাতা চিৎপুর রোডের উপর নবচূড়ার মন্দির আজও তাঁহার যশ বিস্তার করিতেছে।

শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত

বিজয়া

(গল্প)

(১)

মাণিক পাগলের মতই বেড়াইত, তাহার জীবনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কোনও দিকে লক্ষ্যও ছিল না। এমন স্থান নাই যেখানে তাহাকে দেখা যাইত না, পথে, ঘাটে, মাঠে, শ্মশানে, নিকটবর্ত্তী সহরে সকল স্থানেই তাহাকে দেখা যাইত।

তাহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত, গ্রামের ছেলে মেয়েদিগকে সে বড়ই ভালবাসিত। গ্রামের মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া লজ্জা বা সঙ্কোচ প্রকাশ করিত না; সেও অসঙ্কোচে সকলকে মা বলিয়া ডাকিত। সকলেই তাহাকে একটু দয়ার চোখে দেখিত। যাহার বাড়ীতে যাহা হইবে মাণিককে তাহার ভাগ দেওয়া চাইই। মাণিককে একবার বই দ্বিতীয়বার ডাকিতে হইত না।

সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ আবার সময় সময় এত গম্ভীর হইয়া পড়িত, যাহা দেখিয়া তাহার চিরানুগত বালকবালিকাগুলিও কাছে যাইতে সাহস করিত না। কি জানি কেন শারদীয়া পূজার সময় নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহার চিরপ্রফুল্ল মুখ কি এক বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন করিত। ষষ্ঠীর দিনই হউক কিংবা তাহার দুদিন আগেই হউক, সে যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত, তাহার ঠিক থাকিত না। লোকে তাহার এ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত। সকলেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু সে তাহার উত্তরে কোন কথা বলিত না। কেবল এক বিকট হাসিতে সকলের মনে এক বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দিত মাত্র।

প্রায় আট নয় বৎসর পূর্ব্বে মাণিক এই সপ্তগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত সে গ্রামেই রহিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য বালকবালিকাগুলির মায়া কাটাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। মাণিকের পাগলামীর চিহ্ন দুই একবার প্রকাশ পাইত মাত্র, তাহা না হইলে তাহাকে কেহ পাগল বলিতে পারিত না।

তাহার পরণে ছিল মুসলমানের মত লুঙ্গী, তাহাকে যদি কেহ কাপড় দিতে চাহিত তাহা হইলে সে তাহা গ্রহণ করিত না, লুঙ্গী দিলে গ্রহণ করিত। শীতে কম্বল দিতে গেলে হাসিয়া প্রত্যর্পণ করিত। তাহার শীত গ্রীষ্ম কিছুই বোধ ছিল না। এমনই করিয়াই তাহার জীবনটা এই পল্লীগ্রামের অঙ্কে কাটিয়া যাইতেছিল।

মাণিক সমস্ত রজনী শ্মশানে বসিয়া থাকিত। শ্মশানে যাইয়া দেখিত কত শবদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। দলে দলে শৃগাল কুক্কুরাদি এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে নীলসলিলা তরঙ্গিণী কেমন নাচিয়া নাচিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতেছে। এই দৃশ্য দেখাই যেন তাহার জীবনের ব্রত ছিল।

এই নদীর তীরে শ্মশানের অনতিদূরে মুসলমানের কবরস্থান। মাণিক সময় সময় সেই কবরের নিকট বসিয়া উদাসনেত্রে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া থাকিত। তখন তাহার সে মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই মনে করুণার সঞ্চার হইত।

মাণিক কি জাতি তাহা কেহ জানিত না। কেহ কেহ তাহাকে মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পরিচয় শতচেষ্টা করিয়াও কেহ জানিতে পারে নাই। মাণিকের বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহাকে দেখিলে খুব উচ্চবংশীয় বলিয়া মনে হইত।

মাণিক পরের উপকারের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। সেবার গ্রামের একটি ছেলে নদীতে স্নান করিতে যাইয়া ডুবিয়া গিয়াছিল; মাণিক তথায় উপস্থিত হইয়া নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বহুকষ্টে বালকটিকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আর একবার পল্লীতে আগুন লাগিয়াছিল; মাণিক তখন একাই একশত জনের কার্য্য করিয়াছিল, পরের উপকার করাই তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। এই গুণেই সকলে মাণিকের বশীভূত। মাণিকের আহারের চিন্তা নাই। একবেলা আহার, তা ভগবান্ সংগ্রহ করিয়া দেবেনই।

(২)

আশ্বিন মাস। দুর্গাপূজার আর চারিদিন মাত্র বাকী। মাণিক নদীতীরে বসিয়া ভাবিতেছিল—আগামী কল্যই গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"ওরে বাবারে, আজ তোকে জন্মের মতই এই নদীজলে বিসর্জ্জন দিতে এসেছি রে। যা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবিনি আজ তুই তাই করে গেলি! আমি যে সব দুঃখ সয়েও তোদের মুখ চেয়ে সুখে ছিলুম, আমায় আজ কোথায় ফেলে গেলি—"

মাণিক মুখ ফিরাইয়া দেখিল—অভাগিনী দুঃখিনী বিধবা অমলা তাহার বড় ছেলের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া নদীতীরে বসিয়া কাঁদিতেছে, ছেলেটীর বয়স মাত্র দশ বৎসর হইয়াছিল।

অমলা উচ্চকুলোদ্ভবা কায়স্থবংশের বধূ হইলেও সমাজে "একঘরে"; কারণ তাহার স্বামী ছিলেন একজন বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার। গ্রামের সমস্ত লোক অমলাকে স্বামীর নিকট যাইতে নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু অমলা তাহাদের এই মহামূল্য উপদেশ কাণে তুলেন নাই। তিনি বিলাত-ফেরৎ স্বামীর নিকট কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর হইল তাঁহার স্বামী পরলোক গমন করিয়াছেন। অসহায়া বিধবা কলিকাতায় খরচ চালাইতে না পারিয়া শিশু পুত্র দুইটী লইয়া স্বামীর পৈতৃক ভিটায় বাস করিতে আসিয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি সমাজে উঠিতে পারিলেন না। এই বিপদে সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পত্র দিলেন, তিনিও জাতিভ্রষ্টা ভগিনীকে গ্রহণ করিতে স্পষ্ট অস্বীকার করিলেন।

বড় পুত্রটি হঠাৎ জ্বরে মারা গেল, কেহ একটু দেখিল না পর্য্যন্ত। পল্লীবাসীরা অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু (?) লোক কি না, তাই এই পাপের সহায়তা করিতে যাইয়া পাপের অংশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না! তাই অভাগিনী নিজেই পুত্রটিকে নদীজলে বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছেন। মাণিক ছেলেটিকে খুব চিনিত। মাণিক এই ছেলেটিকে এবং ইহার কনিষ্ঠ ভাইটিকে বড় ভালবাসিত। দুই ভাই নরেন ও সুরেন, ইহাদিগকে গ্রামের সকলেই ঘৃণা করিত। সকলের ঘৃণিত জানিয়া মাণিক ইহাদিগকে বেশী ভালবাসিত।

মাণিক নরেনের মৃতদেহের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, তাহার মুখে একটিও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মাণিক দুইদিন পূর্ব্বেও নরেনকে লইয়া কত খেলা করিয়াছে, আর আজ প্রভাতে দেখিতেছে তাহার মৃতদেহ; মাণিক শক্ত কাঠের মতই বসিয়া পড়িল, যেন উঠিবারও শক্তি হারাইল।

অভাগিনী অমলা ছেলেটাকে মাটীতে শোয়াইয়া তাহার পাশে পড়িয়া আছাড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মাণিক আর থাকিতে পারিল না, অমলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল,—"ওকি হচ্ছে বেটী, ওঠ, ওঠ—"

"কে মাণিক? দেখ, নরেন আমার ঘুমিয়ে প'ড়েছে। আর সে চোখ্ মেলে চাইবে না, আর সে তোমার সঙ্গে খেল্‌বে না, বাবা নরেন বাবা নরেন, একবার উঠে দেখ তোর মাণিক দা এসেছে।"

মাণিক ধীর স্বরে বলিল—"মা, যে গেছে, যেতে দাও তাকে, তুমিতো মা অনেক বই প'ড়েছো, অনেক শিক্ষা পেয়েছো। শুধু শুধু কেঁদো না মা। দেখ মা, আমি প্রতিদিনই এই শ্মশানে ব'সে থাকি, কত লোক এখানে তাদের আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ এনে ভস্মে পরিণত ক'রে চ'লে যায়। পাগলী, প্রাণটাকে তো আটকাতে পারলে না। দেহটা যেন তোমার, তাই তুমি চিন্‌তে পারলে। ঐ অনন্ত মহাব্যোমে কত কোটী কোটী আত্মা মহানন্দে বিচরণ ক'চ্ছে, কারণ সেখানে আত্মপর ভেদজ্ঞান নাই। তোমার ছেলে গেছে সেখানে, তাকে ডেকে কেন ব্যস্ত ক'রে তুলছো মা? মুক্তির রাজ্যে তাকে সহজভাবে বিচরণ ক'রতে দাও। এই অন্তঃসারশূন্য দেহটাকে জড়িয়ে ধ'রে আছ কেন, ছেড়ে দাও।"

অমলা উঠিয়া বলিল—"বাবা, আমার যে বড় লেগেছে, আমার বুক যে একেবারে ভেঙ্গে গেছে। বাছাকে আমার কেউ আদর ক'রলে না। খেল্‌তে গেলে কুকুর বিড়ালের মত সবাই দুর দুর ক'রে তাড়িয়ে দিত। এতই ঘৃণিত এরা? কাল দু'তিনবার ফিট হ'য়েছে, কেউ একটু দেখতেও এল না বাবা।"

মাণিক গম্ভীরভাবে বলিল—"এই তোমার সংসার মা, এই তোমার সমাজ, এরাই তোমার আত্মীয় বান্ধব। এ সবের চেয়ে শ্মশান কি ভাল নয় মা? দেখ দেখি, কেমন শান্তিপূর্ণ এই স্থান। অশান্তি এখানে এগুতে পারে না। লোকে এখানে আসে দান ক'রতে, চাইতে আসে না। এই যে চরম লক্ষ্য মানুষের, সুখ দুঃখ সব একাকার। দুঃখ কি মা, তুমিও তো আসবে আবার এখানেই। এই ত্যাগীর ক্ষেত্রে তোমাকেও ত দান ক'রতে আসতে হবে। এখানে আসলেই ত আবার তোমার ছেলেকে পাবে। ওঠ মা, তোমার কর্ত্তব্য কাজ শেষ ক'রে ফেল তুমি।"

অমলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"বাবা, তোমাকে যে আমি পাগল ব'লেই জানতুম।"

মাণিক বলিল—"মা আমি সত্যিই পাগল, পাগল বই আর কিছু নয়।"

অমলা মৃত পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। অভাগিনীর অশ্রুতে মৃত পুত্রের বক্ষ সিক্ত হইতে লাগিল। মাণিক বলিল—"আবার কাঁদছো মা ?"

"বাবা আর একটীও যে বিছানায় পড়ে র'য়েছে। সেও যে বাঁচবে এমন আশাও ক'রতে পারছিনে। এক ফোঁটা ওষুধও বাছার মুখে দিতে পাল্লুম না" এই বলিয়া অমলা কাঁদিতে লাগিল।

মাণিক নরেনের মৃতদেহ দূর নদীবক্ষে নিক্ষেপ করিল। অভাগিনী অমলা আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, অমলা একঘরে, তাই তাহার পুত্রকে কেহ দাহ করিতে আসিল না। তাই উপায়হীনা হইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল।

মাণিক অমলাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল—"আবার কাঁদছো মা ? ঘরে যে তোমার একটি ছেলে তার কথা কি ভুলে গেলে, চল, তোমার ছেলের ওষুধ আমিই এনে দেব। পূজোর কদিন আমায় রাখ্‌লি বেটী, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করালি তুই ? তা হোক্ চল্ ঘরে।"

মাণিক অমলাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের মধ্যে চলিয়া গেল।

(৩)

মাণিক সুরেনের পরিচর্য্যার ভার লইল। সুরেনের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল। মাণিকের অক্লান্ত সেবায় দিন দিন আরোগ্যের পথে যাইতে লাগিল।

সপ্তমী পূজার বৈকাল। মাণিক ঔষধের শিশি লইয়া ডাক্তারখানা হইতে ফিরিতেছিল। মাণিক যে এখনও এখানে আছে তাহা গ্রামের কেহ জানিত না। কারণ, বোধন আরম্ভ হইবার দুইদিন পূর্ব্বেই সে কোথায় চলিয়া যায়, আবার বিজয়ার পর ফিরিয়া আসে। কয়েকটী নব্য ফ্যাসানের যুবক চোখে চশমা আটিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে পূজা দেখিতে যাইতেছিল। মাণিককে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"একি মাণিক যে, এমন ভয়ানক কাজটা কেমন ক'রে ক'রলে তুমি! পূজার বাজনা যে কাল বিকেল হ'তে বেজে উঠেছে।" মাণিক একটু হাসিল মাত্র।

একজন বলিল, "মাণিক এবার পরের কাজের জন্য যেতে পারেনি। কাজ না থাক'লে মাণিক এতদিনে পিট্‌টান দিত।"

আর একটি যুবক বলিল—"কার জন্যে এমন খেটে ম'রছো মাণিক ?"

"বিজয় মিত্রের ছোট ছেলে সুরেনের ভারি অসুক কিনা—" একজন শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"ছি ছি ওদের জন্য এরূপ খেটে ম'রছো"। এমন কাজও ক'রোনা মাণিক, দাও ওষুধের শিশি গুলো ফেলে,"

আর একজন বলিল—"গ্রামের লোক যদি শোনে ত বিষম কাণ্ড হবে, জানত ওরা একঘরে, আমরা কেউ ওদের ছুঁই না,"

মাণিক একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। অমলার হস্তে ঔষধের শিশি দিয়া বলিল, "মা আমায় আজ সাপে তাড়া ক'রেছিল, কিন্তু পালিয়ে এসেছি, তাই কামড়াতে পারেনি, বোধ হয় পরে কামড়াবে।"

অমলা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাবা তুমি আমার জন্য যা ক'রেছো—"

বাধা দিয়া মাণিক বলিল—"ওকথা বলিতেন বেটি, যাদের সবাই ঘৃণা ও উপেক্ষা করে, আমি তাদের বড় ভালবাসি, তারাই আমার বড় আপনার।"

মাণিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুরেন সারিয়া উঠিল।

সেদিন ছিল বিজয়া দশমী, সুরেন মায়ের নিকট ছিল। মাণিক উঠিয়া গিয়া নদীতীরে বসিল। তখন গ্রামে বিজয়ার বাদ্য বাজিতেছিল। শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঢাকের বাজনার রবে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাণিকের সম্মুখে উন্মুক্ত তরঙ্গিণী, ও পারে ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র। দুই একটি বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ মাঝে মাঝে প্রহরীর মত দণ্ডায়মান, সেই শস্যক্ষেত্রের পরে বহুদূরে বনানীশ্রেণী বহুদূর হইতে পাখীগুলি কলরবে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া বনযবনিকার অন্তরালে লুকায়িত হইতেছে। কি জানি মাণিক কি ভাবিয়া সজল নেত্রে বাটী ফিরিল। অমলা মাণিকের এ ভাব দেখিয়া বলিলেন—"একি বাবা, তুমি কাঁদছো ? আজ তোমার এ ভাব কেন ?"

মাণিক সজল নেত্রে বলিল—মা, তোমায় আমি মায়ের মতই দেখছি। আমারও মেয়ে আছে—ঠিক তোমারই মত। তার ছেলে আছে, ঠিক তোমার সুরেনের মত। তোমার কাছে মিছে কথা ব'লব না, আমার যা সত্যজীবনের কথা সবই তোমায় বল্‌বো, কিন্তু মা, তুমি প্রতিজ্ঞা কর, যতক্ষণ আমি এ গ্রামে থাক্‌ব ততক্ষণ কাউকে একথা বল্‌তে পার্‌বে না। তোমার ভাই কাল পরশু আস্‌বে এখানে—এই নাও তার পত্র। আমি তাকে পত্র দিয়েছলুম, সে তার উত্তর দিয়েছে।"

মাণিক তাহার লুঙ্গীর মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া অমলার হাতে দিল; বিস্মিতা অমলা একদৃষ্টে মাণিকের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত মা, আমি যে মহাপাপ করেছি এখন স্বেচ্ছায় তার দণ্ড ভোগ কচ্ছি।

এমন একদিন ছিল যে দিন আমার কিছুরই অভাব ছিল না। অতুল ধন সম্পত্তি, স্নেহশীলা জননী, প্রেমময়ী পত্নী, বড় আদরের পুত্রকন্যা সকলই ছিল। আমার বাড়ীও প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা হইত। তুমি আমাকে চিনতে পারনি, কিন্তু আমি তোমায় বেশ চিনি। তোমার পিত্রালয় যেখানে, আমি সেখানকার জমীদার চন্দ্রকান্ত দত্ত। লীলা নামে একটি বালিকার সঙ্গে তুমি সর্ব্বদা খেলা করতে—সেই লীলা আমারই কন্যা। আজ সব ছেড়ে আমি পথে পথে বেড়াচ্ছি—ঘরে যেতে পাচ্ছি না।

এগার বৎসর পূর্ব্বের কথা বল্‌ছি, সেদিন মহাষ্টমী, সবে মাত্র ভোর হইয়াছে, আমি শয্যাত্যাগ করিয়াছি, সেই-সময় শুনিলাম কে আমায় নীচে ডাকিতেছে, তাহার স্বর বড় করুণ, বড় কাতর। আমি নীচে নামিবামাত্র বৃদ্ধ আবদুল আমায় সেলাম করিল; আমি বল্লুম "কি চাও আবদুল ?"

আবদুল আমারই প্রজা। সংসারে তাহার একটী অষ্টম বর্ষীয় পুত্র ব্যতীত কেহ ছিল না। তাহার যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, তাহার জনৈক খুড়তুত ভাই তাহার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়াছিল, কিন্তু অনেক মামলা মোকর্দ্দমার পর আবদুলই জয়ী হইয়াছে। তাহার সেই খুড়তুত ভ্রাতা ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া এবং মহাক্রোধে আবদুলের ও তাহার পুত্রটির প্রাণনাশের চেষ্টায় ফিরিতে আরম্ভ করিল। এইজন্য আবদুল তাহার পুত্রটিকে আমার নিকট রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবদুল আবার বলিল—"বাবু একে আপনার রাখতেই হবে।" অগত্যা আমি ছেলেটিকে রাখিতে স্বীকৃত হইলাম। আবদুল বলিল—"ওরকম মুখের কথা নয় বাবু, আপনার দেবীমন্দিরে দেবীর স্থান ছুঁয়ে বলুন আমার করিমকে রক্ষা ক'রবেন।" তাহার আগ্রহে আমি অগত্যা দেবীমূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী হইয়া শপথ করিলাম, তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার পুত্রকে অপর কাহারও হাতে প্রদান করিব না। আবদুল আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

বেশ সুন্দর ছেলেটি ছিল। তাহার একমাস দুইমাস করিয়া প্রায় এক বৎসর কাটিল, আবদুল ফিরিয়া আসিল না, একখানি পত্র বই তাহার আর পত্র পাই নাই। আমি এ যাবৎ কয়েকখানি পত্র দিলাম; সকলগুলিই ফেরত আসিল। ইহার মধ্যে মধ্যে গ্রামে একটা কাণা ঘুসা উঠিল সে মরিয়া গিয়াছে। আমার কাণেও সে কথা আসিল, আমি ভাবিলাম, হইতে পারে, নচেৎ তাহার পত্র পাইনা কেন ?

একদিন ভাদ্রমাসের শেষদিনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় দুইজন মুসলমান আসিয়া আমাকে সেলাম করিল। একজন আমারই প্রজা হোসেন, আর একজন অপরিচিত।

হোসেন বিষণ্ণ মুখে বলিল—"হুজুর, আবদুলের খবর শুনেছেন কি ?"

আমি বলিলাম—"শুনেছি বই কি ?"

অপরিচিত একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"খোদার মর্জ্জি বাবু, এত করেও বাঁচাতে পাল্লুম না তাকে। সে যাওয়ার সময়——" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই থামিয়া গেল, অনুভবে বুঝিলাম সে কাঁদিতেছে। মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি তার কে ?"

সে ব্যক্তি আবদুলের সম্বন্ধী বলিয়া পরিচয় দিল।

অবশেষে অবগত হইলাম আবদুল মৃত্যুকালে ইহারই হাতে করিমকে দিয়া গিয়াছে। আবদুল যে আমাকে অঙ্গীকার করাইয়া করিমকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিল তাহাও ইহাকে বলিয়া গিয়াছে, মৃত্যুকালে অতিকষ্টে আমার নিকট একখানি পত্রও লিখিয়া গিয়াছিল, সে পত্রও আমি দেখিলাম।

এক বৎসর ছেলেটিকে কাছে রাখিয়া মায়া হইয়াছিল, বলিলাম "আজ থাক্ কাল এসে নিয়ে যেও।" তাহারা সম্মত হইল।

পরদিন প্রভাতে করিমের বাক্স দলীল পত্র সব তাহার মামাকে বুঝাইয়া দিলাম। করিম কাঁদিতে কাঁদিতে সেলাম করিল। আমারও চোখে জল আসিল। তাহারা চলিয়া গেলে করিমের জন্য আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে আবদুলের প্রতিশ্রুতি যে রক্ষা করিতে পারিলাম ইহা ভাবিয়া আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

(৫)

আবার সেই মহাষ্টমী আসিয়াছে, আরতির সময় নিকটবর্ত্তী, পুলকিত জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে, বাদ্যকরেরা বাজনা বাজাইবার উদ্যোগ করিতেছে। বালক বালিকারা হাসিমুখে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আমি চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

"বাবু বাবু।"

এ কি, এ যে আবদুলের কণ্ঠস্বর, সেই জনতার কোলাহল ভেদ করিয়া তাহার আর্ত্তকণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত যেন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল। আবার আবার সেই আর্ত্তস্বর "বাবু—বাবু"। আমি বাহিরে আসিবামাত্র আবদুল তীরের মত ছুটিয়া আসিল, "বাবু আমার ছেলে, আমার করিম কোথায় ?"

সে একেবারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার চোখ আরও বসিয়া গিয়াছে, আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ভীতনেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

আবার তীব্র কণ্ঠে বলিল—"বলুন বাবু, আমার করিমকে কার হাতে দিয়েছেন? আমি যে বড় বিশ্বাস ক'রে তাকে আপনার হাতে দিয়ে গিছলুম। ঐ ত আপনার সেই দেবী, আপনি ঐ দেবীর সম্মুখে না শপথ ক'রেছেন, আমার ছেলেকে কার হাতে দেবেন না, আজও তো সেই দেবীমূর্ত্তি আপনার সামনে—সেই আপনি আর সেই আমি। আপনার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'লো কোন্‌খান দিয়ে? বলুন, আমার ছেলেকে কোথায় রাখ্‌লেন?"

আমি নির্ব্বাক্, একটি কথাও আমার মুখে ফুটিল না।

উন্মত্তের ন্যায় হস্ত প্রসারিত করিয়া সে বলিল—ঐ দেখুন আপনার দেবতা, দেখুন চেয়ে একবার, কি রকম ক'রে আপনার পানে তাকিয়ে আছে। আপনার কি, সে পরের ছেলে, সঁপে দিলেন তাকে যমের হাতে। আমি যে এই মূর্ত্তির সম্মুখে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলুম, আমার একমাত্র পুত্রকে হত্যা ক'রলেন আপনি? একবার উপর পানে চান—সামনে চান। ওঃ বাপরে করিম, এমনি ক'রেই বুড়ো বাপকে ফেলে রেখে গেলি"—

নিদারুণ মর্ম্ম যাতনায় সে লুটাইয়া পড়িল, সকলে তাহাকে তুলিতে গিয়া দেখিল তাহার দেহে জীবন নাই। আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। এক বার দেবী-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দেখিলাম—দেবী ভ্রূভঙ্গী করিয়া সরোষ নয়নে আমার পানে চাহিয়া আছে।

আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

কিয়ৎকাল পরে আমার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু আমার মনে ঠিক ধারণা হইল—আমিই সেই বৃদ্ধের একমাত্র আশার প্রদীপ জীবনের অবলম্বন পুত্রটিকে হত্যা করিয়াছি। আমার সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। দিন রাত্রি আমার প্রধান চিন্তা হইল কি করিলে আমি এ ভীষণ পাপ হইতে মুক্তি পাইব। দেবীর রোষানল বৃদ্ধের বুকফাটা চীৎকার আমার মস্তিষ্কের ভিতর ভয়ানক গোল বাধাইয়া দিল।

সেই পাপের চিন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহারই জাতীয় ভাব ধারণ করিলাম, আমার মনের ধারণা ইহাই। দুর্গা প্রতিমা আর আমি দেখিতে পারি না। পূজার বাজনা আমার কাণে যেন সেই বৃদ্ধের চীৎকার বহন করিয়া আনে, ঈশ্বরের নাম আমার কাছে অসহ্য, কারণ আমি মহাপাপ করিয়াছি।

আমার কাজ ফুরাইয়াছে, আজ আমি জন্মের মত এখান হইতে চলিয়া যাইব,

এতদিন এ বাজনা শুনিয়াও এখানে ছিলাম মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতাম একটিকে হত্যা করিয়াছি একটিকে বাঁচাইতেছি। আজ আমার সে কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গিয়াছে না।"

রুদ্ধশ্বাসে অমলা বলিলেন—"এতে তোমার অপরাধ কি বাবা, তুমি ত নিদর্শন পেয়েই ছেলে দিয়েছিলে"—

মাণিক অস্থির ভাবে বলিল—"আর বলিস্‌নে বেটী, আর বলিস্‌নে, আমার বুক জ্বলে গেল। কাল তোর ভাই আসবে, তার সঙ্গে যাস্—আমার কথা কাউকে বলিস্‌নে"—এই বলিয়া সে নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। আর কখনও সে গ্রামে তাহাকে দেখা যায় নাই। সে গ্রামের বিজয়া মাণিক সে দিন সমাপন করিল।

শ্রীঅমিয়বালা বসু।

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জী।

(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অথ পঞ্চচামর ছন্দে সিংহ বংশাবলী।

অযোধ্যার অনাদিবর সিংহেশ্বর আলয়।
সর্ব্বারম্ভে বাড়ে আদিত্যসুর ভূপ আশ্রয়॥
অনাদি সূর্য্য বিশ্বরূপ বরাহ দুই বংশতা।
জাজিগাঁ হিলোড়া খ্যাতি বালা মদন বৈরতা॥
সুরাপানে পিণ্ডদানে নন্দে নন্দ-নন্দিনী।
ত্রিপাপজড়িত বালা কুলবৈরিবর্দ্ধিনী॥
ভৈরবে ডোমনে এমন লক্ষ্মীধর করণগুরু।
পুত্র গদা ভগী ব্যাস পিতৃভ্রাতৃ খ্যাত কুরু॥
করাতে ব্যাস প্রাণদান জাতিমান রক্ষণে।
পিতাশ্রিতা করণগুরু সে পুত্রশোক সান্ত্বনে॥

হাউ মাউ ছাউ গাউ চারি গদানন্দনে।
ব্যাসদেব বনমালী ছত্রকান্দি ভবনে॥
সিংহেশ্বর অনাদি আদি ব্যাস বাস নবমে।
বনমালি বনকাটি ভ্রাতৃবর্গ দশমে॥
শ্রেণিচ্যুত ভগীরথ বঙ্গগত বঙ্গজা।
পুত্র জ্যেষ্ঠ গদা খ্যাতি স্থানে স্থানে বংশজা॥
কান্দি আম দাদি দধি অংশে উমা উনতা।
জিঙ্গনাদি কলগী দধি দৈবনাড়ি বৈরতা॥
জ্যেষ্ঠসুত্র ব্যাস খ্যাতি করাতে মিত্রকন্যকা।
জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব করাড়ে ভৃত্য জন্যকা॥
দেবেশে করাড় খ্যাতি কল্যাণগত বৈরিতে।
বনমালি বনকাটি খ্যাতি ডাক রাঢ়তে॥
পুত্র কুলকেশর নাম বিনামেতে শ্রীপতি।
রাজা অধিকারী ব্যাস সমশাখা উৎপত্তি॥
রাজা বিনায়ক সিংহ কান্দি আদি বিভাগ।
সর্ব্ব অধিকারী খ্যাতি জগন্নাথ জম্বাগ॥
পুত্র নেত্র শ্রীধর গোবিন্দ মাধ সিংহক।
ঈসদ্ গৌণ গৌরীদাস তিন কক্ষ মোক্ষক॥
শ্রীধরে বিখ্যাত বেল্যা গোবিন্দ ডাকে ছাতিনা।
ঘোষ দত্ত ভাটারার্য্যে শুদ্ধসাধ্য নাতিনা॥
জম্বুয়ার্দ্ধ মাধসিংহ কক্ষ বিখ্যাত ক্ষিতি।
লক্ষীধর গোপাল দুই বিনায়কের সন্ততি॥
রাজা লক্ষীধরে কান্দি শ্রীচরণে অর্চ্চিত।
পূর্ব্ব উক্ত সভাযুক্ত জাম্বুনাএ পূজিত॥
পুত্র রুদ্র দামু বিস্থা আসবাস পঞ্চমে।
আর্ত্তি ক্ষেম্য ত্যাগশ্রেণী শূন্যবৈরি তৎক্রমে॥
উচ্চভাব রুদ্রসিংহখ্যাতি ক্ষিতিমণ্ডলে।
গণে শ্রেষ্ঠ যস্য বংশ ব্যবহার ভূতলে॥
আদাড়বোনা দাসখ্যাতি ক্ষেত্রীবোনে সাসপাড়া।
রাজবলে শ্রেণিযোগ্য বিস্থানন দক্ষিণরাঢ়া॥

শূন্য অংশে বৈরীপাশে পরশ বঙ্গ বঙ্গবেড়া।
কল্যাণপুর মধ্যে পটি গণ ত্যাগি রাঢ়ছাড়া॥
রুদ্রে তিন উদ্ধারণ গুয়াপান গণপতি।
বিষ্ণুভালাষ পাশা ন্যূন আশে সন্ততি॥
উদ্ধারণে পুত্র দুই বল্লালে তারাপতি।
বর্ণ মাধাই দোহাগি তারাযুগ মাদ্ধি দিভাতি॥
বল্লালে মণ্ডল খ্যাতি তারা দক্ষিণ কপাট।
দ্বাররোধে পথ বিরোধে জম্বাবাড়ী সেবাট॥
গণপতি পক্ষ তিন পুত্র ছয় দ্বিগুণে।
জীবপ্রভা নারদ মধু নন্দন বিকর্ত্তনে॥
ছত্র তিন মণ্ডল মুখ্য জীবপ্রভা নারদা।
আদ্য জুগ্য কান্দি গাঁঞি শেষ মাধাই মধ্যদা॥
মণ্ডলাংশে রমানাথ বসন্ত জীব বংশতে।
বোয়ালিয়া বাসে গাঞিং লিখে পূর্ব্ব গৃহতে॥
তলবৃত্তি হাস না বৃদ্ধি গড়বাড়ি দ্বিগুণে।
বাসহেতু লিখে গাঞি ভিন্ন না পাই লক্ষণে॥
অষ্টাদশ গ্রাম এই উনবিংশ বংশতে।
উত্তম মধ্যম ন্যূন সাধারণ বংশতে॥
জীব প্রভা নারদ শ্রীধর মাধ গোবিন্দ।
ষট্‌কুলি উত্তমসিংহ ঘনু উক্ত প্রবন্ধ॥
মধুনন্দন বিকর্ত্তন বল্লাল তাদামুদা।
ষট্‌কুল মধ্যমসিংহ তাজা ঘোষে ধনদা॥
বিষ্ণুপ্রীতি শুদ্ধ গদা অনু তিন অংশজ।
দোষগুণহীন তনু সহজ সিংহ বংশজ॥
বাস রাণ্যা জিঙ্গনাদি করাড় র'ম কক্ষেত।
বৈরিভাবে চারিবংশ সাধারণ ধর্ম্মেতে॥
শুকপ্রোক্ত পূর্ব্ব উক্ত স্মৃতিযুক্ত পুরাণ।
কোষভাষে ব্যাভার শেষে বুঝ্যা নাও প্রমাণ॥

অথ ঘোষ-বংশাবলী।

অযোধ্যা হইতে আইলা সোম।
বিপ্র সাথে করি হোম॥
তস্য পুত্র অরবিন্দ।
সুত মহেশ মকরন্দ॥
মকরন্দ সপ্তগ্রামে।
পূজিত পিতার নামে॥
দক্ষিণে বাড়িল মান।
বোসে কৈল কন্যাদান॥
বিখ্যাত আকনা বালি।
ভাগীরথী তটস্থলি॥
তস্য জ্যেষ্ঠের পুত্র গণি।
জ্যেষ্ঠ চল চিন্তামণি॥
পাতাণ্ডা চলের স্থান।
চিন্তামণি জয়জ্ঞান॥
তস্য সুত বিশ্বেশ্বর।
আদিত্য তাহার পর॥
আদিত্য তনয় দুই।
নিবাস বালট্টি থুই॥
নারায়ণ দামোদর।
সদা পূজেন মহেশ্বর॥
নর নারায়ণ খ্যাতি।
দেবী বলে সন্ততি॥
সাটী ঘোষ মুরারি বলি।
রাম লক্ষ্মণ বনমালি॥
জনার্দ্দন সঙ্কেত।
কানু ঢুকড়ি পরতেক॥
সঙ্কেত কানু দোকড়ি ভাই।
জাঙ্গাল পার ভীমের ঠাঁই॥

সাটী ঘোষে ছয় গ্রাম।
মাড়্রা ভাটরা নাম॥
মণ্ডলজানা গুরুল্যা পরে।
ঠাকুরপুরা মানিনা তারে॥
মুরারির গ্রাম দুই।
ঘোষ বাতুলী থুই॥
রাম ঘোষ গ্রাম বাড়ি।
মণ্ডলজানা চোয়াতড়ি॥
অনুজ লক্ষ্মণ পরে।
নিবাস লক্ষণপুরে॥
বনমালি ঘোষবাটী।
ক্রমে কক্ষা পরিপাটী॥
তার পর জনার্দ্দন।
বেদ পুত্র বিচক্ষণ॥
বাসু অচ্যুত গরুড় তিন।
কথায় হইলা ক্ষীণ॥
সর্ব্বানুজ শ্রীনিবাস।
দুই পুত্র সুপ্রকাশ॥
বামন হিলোড়া গত।
করণ কুলে অসম্মত॥
জ্যেষ্ঠ লিখি ত্রিবিক্রম।
অষ্ট পুত্র অনুপম॥
ভরত অনুজ তেজা।
যুধিষ্ঠির মহারাজা॥
রাজা যুধিষ্ঠির পরে।
কক্ষ বীজ দিগম্বরে॥
পরে হাজরা দণ্ডপাণি।
শত্রুঘ্ন অনুজ গণি॥
শুক্লাম্বর অনুজ লেখি।
ত্রিবিক্রমে অষ্ট দেখি॥

জ্যেষ্ঠ ভরত লিখি গ্রাম।
বরকুণ্ড ভূকুণ্ডা নাম ॥
নাপিতকুণ্ড বিন্দারপুর।
কুচইডাঙ্গা ভাবে দুর ॥
লিখি তেজ তপাদার।
বালটি মগরা সার ॥
মধ্যম পশ্চিম পাড়া।
তেজে নাই এ চারি বাড়া ॥
হেড়্যা মেঘ যুধিষ্ঠির।
পাক ছাড়া হাকে বীর ॥
ঘোষকান্দি সাটিতড়া।
নন্দী বাণেশ্বর কাকতড়্যা ॥
ধিঙ্গিপুরা পলিসা দুই।
এই ছয় থান লেখে থুই ॥
পরে রাজা নরপতি।
কক্ষায় তাহার স্থিতি ॥
পাঁচথোপী টগরা রুয়া।
সিংহাড়ি জজান অংশে গুয়া ॥
কহিল রাজার স্থান।
অংশে পঞ্চও গ্রামথান ॥
দিগম্বরে লিখি পরে।
জয়জান রসড়া তারে ॥
সাটিতড়া হরিপাড়া।
বল্লভে কুলাই জড়া ॥
দণ্ডপানি ঘোষ পাড়া।
ঘোষ বাণেশ্বর শক্তিপুরা ॥
শত্রুঘ্ন সরিষা বাস।
রাজা বোলে ভাব হ্রাস ॥
সর্ব্বানুজ শুক্লাম্বর।
আকুতা নিবাস পর ॥

সঙ্কেত······থানা।
বহড়ন কুড়া থানা ॥
কালুঘোষের হরাটিয়া।
দোকড়ি বহরা উনকুড়া লঞা ॥
পাচথুপি রসড়া জয়জান।
করণে কুলাই কক্ষা দান ॥
আকুতা শক্তি ঘোষ বাণেশ্বর।
ঘোষকান্দি বাণুপাড়া কক্ষবর ॥
পাঁচথুপি জয়জান লিখি যে রসড়া।
কুলাই আকুতা ঘোষকান্দি বাণুপাড়া ॥
ঘোষ বাণেশ্বর লিখি আর শক্তিপুর।
ঘোষ ঘরে নবগ্রাম বুঝহ চতুর ॥
টগরা লিখি যে গ্রামরুহা সাটিতড়া।
জয়জানে রাজার অংশ আর হরিপাড়া ॥
নন্দী বাণেশ্বরে হেড়্যা মেঘের নন্দন।
মধ্যম কক্ষায় লিখি এই ছয় জন ॥
কুচুইডাঙ্গা মারুড়া পলিসা বিন্দারপুর।
বালটি মগরা গ্রাম ভাবে হৈলা দুর ॥
সিংহাড়ি মণ্ডলার্গা মণ্ডলা চোঞাতড়ী।
তুনা উনকুড়া বাতুলী সমতড়ি ॥
বহর গুরুল্যা ঠাকুরপুরা।
পাতাণ্ডা হিলোড়া গত আর সুদপুরা
কুলজ্ঞি ঢাকুর দেখ যেই কক্ষা নাশ।
বিচার করিঞা দেখ ঘোষ যেই হ্রাস ॥

(ক্রমশঃ)

বহ্নিকণা।

বহু শতাব্দীর অবিশ্রান্ত অত্যাচার ও অনাচারের কবলে বঙ্গদেশ যে কুসংস্কার ও অন্ধতার আবিলতায় অন্ধকার হইয়াছিল,—বিশ্বমুকুট ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠমণি বাঙ্গালা যে কালিমায় বিশ্ববাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য হারাইয়াছিল—আজি জ্ঞানসূর্য্যের দীপ্ত আলোকে সেই অন্ধকার ও কালিমা দূরীভূতপ্রায়! দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে বাঙ্গালা আজি তাহার বহুশতাব্দীব্যাপী জড়তা মুছিয়া ফেলিবে। যাঁহাদের বীর্য্য,—যাঁহাদের জ্ঞান ও প্রেম, যাঁহাদের সুকুমার ও ব্যবহারিক কলা, যাঁহাদের সামাজিকতা এবং সর্ব্বোপরি, যাঁহাদের অত্যুদার হৃদয়, এককালে ধরণীর একান্ত বরেণ্য ছিল—আজিও যাঁহাদের লুপ্ত গরিমার কঙ্কালাবশেষ ধরণীর চক্ষে অতুল—তাহাদেরই বংশধরগণের অন্তর্নিহিত একটি সুগুপ্ত বহ্নিকণা, আজি অমিততেজে বহুশতাব্দীর অনাহত আবর্জ্জনারাশি দগ্ধ করিতে অগ্রসর! বীর্য্যমান পূর্ব্বপুরুষের যে রক্তকণা, উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙ্গালা লাভ করিয়াছিল তাহা কোনদিন লুপ্ত হয় নাই; ঘনান্ধকার অমা-নিশীথের অবিশ্রান্ত নীরধারা ও বিদ্যুৎস্ফুরণের মধ্যে বায়সদূতের তরুকোটরে আত্মগোপনের ন্যায়, এতদিন তাহা আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন ছিল। আজি উজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে বল্লীবিতানে, কোকিলের কল কুজন আত্মপ্রকাশ করিতেছে;—এই ফুল্লজীবনের আহ্বানে আমরাও আজ প্রবুদ্ধ। আজি হৃদয়স্থ প্রচ্ছন্ন রক্তকণা বহ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জাজ্বল্যমান শিক্ষিত সজ্জনপূর্ণ আলোকাজ্জ্বলা নগরীর কথাই নাই—সুধুর পল্লীপ্রান্ত,—শান্ত শ্যামলিমার মাঝখানে যেখানে নীরব কবি চিরকাল স্বপ্ন দেখিয়াছে—অশিক্ষিত কৃষককুল চিরকাল জমীদারের খাজনা দিয়া ও জুতা খাইয়া, ধান বুনিয়া ও লাঙ্গল চষিয়া—বিশ্বরাজ্য তাহার গ্রামসীমায় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা জমীদারের পাদুকা সদ্ব্যবহারের ন্যূনাধিক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে, আজ তথায়ও জাগরণের সাড়া! প্রত্যেক অধঃপতিত (পতিত?) জাতি আজ আত্মপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর—ইহা উন্নতির চিহ্ন। আজ কর্ম্মক্লান্ত ছায়াসুখসেবী কৃষকের বিশেষত্ববর্জ্জিত আলাপনে, অথবা পুষ্করিণীর ঘাটে জলার্থিনা গ্রাম্যবধূর জল্পনাতেও যেন সেই বহ্নিকণার আভাষ ফুটিয়া উঠে। মনে পড়ে সেই যুগাবর্ত্তক দেবতার অগ্নিমূর্ত্তি মহাবাণী "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্ নিবোধতঃ" মনে পড়ে,—সেই বেদান্তের তুমুল দুন্দুভি নাদ! সেই বাণী আজ যেন বাঙ্গালার সহরে পল্লীতে মূর্ত্তিরূপে আসন পরিগ্রহ করিয়াছে।

অগ্নি জ্বলিয়াছে। সহরের রাজবর্ত্মে পল্লীর সঙ্কীর্ণপথে, সহরের সৌধে,

পল্লীর কুটীরে সর্ব্বত্র অগ্নি!—এস! বাঙ্গালার মনীষীবৃন্দ, আজি তোমাদের জীবন-সঞ্চিত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের বোঝায় এই অগ্নিকে আরও উদ্দীপিত করিতে হইবে। এস, জননীর সেবকবৃন্দ! আজি তোমাদের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে এই অগ্নি রক্ষা করিতে হইবে।

চতুর্দ্দিকে অগ্নি! শিক্ষাবিষয়ে, স্বাস্থ্যবিষয়ে, রাষ্ট্র বা সমাজনীতিতে—বাঙ্গালা আজ কোনও বিষয়ে উদাসীন নহে। সে আজ তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছে এবং ইহারই মধ্যে আংশিক সফলতায় গৌরবান্বিত।

কিন্তু এই আংশিক সফলতা পূর্ণতার নিকট অতি নগণ্য। বাঙ্গালাকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা তাহার সূচনা মাত্র। জননী, আজি মহৎ কার্য্যের জন্য মহৎ জীবন চাহিতেছেন।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন মহদাত্মা উদ্বোধিত হয় না। আমি কে? "কি কর্ম্মে নিমন্ত্রিত?" "উত্তরাধিকারসূত্রে সমাজে আমার আসন কোথায়?" এই সমস্ত না জানিলে মনুষ্য কর্ত্তব্যে সন্দিহান হয়—কোন মহৎ কার্য্য তাহার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, বঙ্গের অনেকেই স্ব স্ব আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত নহেন। এই যুগাবর্ত্তনের সন্ধিফলে, এই জাগতিক ক্রমোন্নতির শুভ অবসরে বঙ্গের প্রত্যেককেই স্বকীয় আসন সন্ধান করিয়া তদোচিত সামর্থ্য ও শক্তিতে আপনাকে গঠন করিতে হইবে। মহৎকার্য্য সম্পাদনের ইহাই শ্রেষ্ঠপথ এবং এইপথে একদা গতযুগের বাঙ্গালা উন্নতি-শিখরে সমাসীন হইয়া জগতে বরেণ্য হইয়াছিল।

শুধু যে উপরোক্ত কারণেই বাঙ্গালায় সমাজ-সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। বস্তুতঃ বাঙ্গালার সমাজ ভিন্ন কোনও গতি নাই। আজ হইতে নহে,—দুই এক শত বৎসর হইতে নহে, যুগ যুগান্তর সমাজই বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গসমাজের এই প্রভাব চিরকাল অপ্রতিহত রহিয়া গিয়াছে। যত কিছু দেশ-হিতকর কার্য্য, এ দেশের সমাজই তাহার প্রতিষ্ঠাতা,—সমাজই রক্ষক,—রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। তাই এত রাষ্ট্রবিপ্লবে, বক্ষে এত অশনি-পাতেও বাঙ্গালা, বিশেষতঃ হিন্দু, আজও পৃথিবীর পৃষ্ঠে বর্ত্তমান। অপরাপর দেশের ইতিহাস রাষ্ট্রবিষয়ে, কিন্তু, আমাদের—সমাজ লইয়া। বঙ্গে গত তামসীযুগের মূলীভূত কারণ, সমাজের হীনতা; বর্ত্তমান অভ্যুত্থানের কারণ, সমাজের জাগরণ;

এবং যদি কখনও বঙ্গ তাহার নষ্ট রত্নের উদ্ধার করে তবে তাহাও লুপ্ত সামাজিক বিধির পুনরুদ্ধার করিয়া।

শুভক্রমে, এই শুভমুহূর্ত্তে, বাঙ্গালার অবশ্যকরণীয় সামাজিক সমস্যা সমাধান ব্যাপারটীও উপেক্ষিত হয় নাই। প্রবুদ্ধ বাঙ্গালার প্রাণে আজি যে বহ্নি লেলিহান জিহ্বায়-সমস্ত অজ্ঞানতা দগ্ধ করিতে অগ্রসর, তাহা, যাহাতে ভিত্তির অভাবে চকিত স্ফুরণেই পর্য্যবসিত না হয়—বাঙ্গালার সার্থক-জন্মা সুধী সন্তানগণ সে বিষয়ে মনসংযোগ করিয়াছেন। অনন্তজ্ঞানসমৃদ্ধ ঋষিগ্রথিত প্রাচীন গৌরবময় শাস্ত্রসমুদ্রমন্থনে, তাঁহার সত্য-অমৃতের সন্ধান করিয়া, আজি বঙ্গের নর-দেবগণকে পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহারা অমর হইবেন;—তাঁহাদের বীর্য্য ও প্রেরণা অক্ষর হইবে;—যে, বহ্নি তাঁহাদের অন্তঃস্তলে জাজ্জ্বল্যমান, তাহা বায়ুসংযোগে অনন্তকাল উদ্দীপিত থাকিবে!

বঙ্গকে সঞ্জীবিত রাখিতে তাঁহাদের উদ্যম অতুলনীয়। তাঁহারা সাধারণকে চোখে আঙ্গুল দিয়া স্বরূপ দেখাইয়া দিতেছেন। জীমূতমন্দ্রে আহ্বান করিয়া, তাঁহারা নির্জ্জীবদেহে প্রাণ ফুটাইতেছেন। "ওগো, ব্রাহ্মণ! ওগো, কায়স্থ! ওগো, সর্ব্বজাতি! এই তেজ, এই দীপ্তি তোমাদের পক্ষে নূতন নহে—সাময়িক নহে—চিরন্তন। ইহা তোমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষের দেহ রক্তের একটি কণিকার জ্বালাময়ী বিকাশ। ওগো, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ! তুমি চিরকাল জ্ঞানালোকে ভারতকে সমৃদ্ধ করিয়াছ;—ওগো, ক্ষত্রিয় কায়স্থ! তুমি যুগ যুগ পৃথিবীকে ক্ষত, অশান্তি, বিপ্লব, হইতে ত্রাণ করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছ;—এবং হে শক্তিমান্ বঙ্গীয় জাতিবৃন্দ! হৃদয় দিয়া, তোমরা তোমাদের ভারতজননীকে জগতের বরেণ্যা করিয়াছ। দু'দিনের মোহে স্বরূপ ভুলিয়াছ—এক্ষণে, উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ।"

এই সার্ব্বজনীন উন্নতির মূলে ব্রাহ্মণ-শক্তি অধিকতর রূপে বিদ্যমান। তাঁহারা চিরকাল বর্ণগুরুরূপে ভারতের সামাজিক বিধি প্রবর্ত্তন ও রক্ষণ করিতেছেন। তাই তাঁহাদের সহায়তা ব্যতিরেকে, জাতি-তত্ত্ব এরূপ সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত ও মীমাংসিত হইতে পারিত না। বস্তুতঃ, কায়স্থপ্রমুখ ব্রাত্যজাতির উপনয়নের ব্যবস্থা ও কার্য্য করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত উদারতার অনুসরণ করিতেছেন।

কিন্তু, আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ করা বোধ হয়, এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই শ্রেণী ছুঁৎমার্গী; এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে শ্রেণীকে সমাজ হইতে ঘাড় ধাক্কা দিয়া আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন, ইঁহারা সেই শ্রেণীর। উর্ব্বর জমীতে সুফসলের সহিত যেমন আগাছা জন্মে তেমনি ইঁহারাও

পূতচরিত উদারনৈতিক ভারতীয় ব্রাহ্মণবংশে বসুদেবোপম বিদ্বৎমণ্ডলীসহ বিদ্যমান। স্বার্থপরতাই ইঁহাদের জীবন,—এবং সঙ্কীর্ণতাকে কেন্দ্র করিয়া ইঁহারা জীবন চালনা করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহার পরিণাম নিজের বা বিশ্বের, কাহারও, পক্ষে শুভদায়ক নহে তাঁহা তাঁহাদের বহির্ভূত। এই শ্রেণী দেশের ও সমাজের শত্রু; ইঁহাদের উচ্ছেদে দেশের ও সমাজের মঙ্গল। এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে, ইঁহারা তাঁহার বিন্দুমাত্র সহায়তা না করিয়া, পরন্তু, সংঘর্ষে, তাহার যে শক্তি নষ্ট করিতেছেন—বস্তুতঃই তাহা ক্লেশদায়ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কায়স্থসমাজের সহিত ইঁহাদের ব্যবহার উল্লেখ করিলাম।

কায়স্থগণ তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ সংগ্রহে কৃতকার্য্য ও সুধীসমাজে ক্ষত্রিয়রূপে আদৃত। কিন্তু এই মহাশয়েরা তাহার বিরোধী। যুক্তি-তর্কে কায়স্থের অক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের সামর্থ্য বা সাহস নাই—তাই এই মহানুভবেরা নানাস্থানে নানারূপে উপবীতি কায়স্থগণকে ও ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে নিগ্রহ করিয়া মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এই শ্রেণীর আধিক্যবশতঃ যে কত উদারনৈতিক সুধী ব্রাহ্মণ 'একঘরে' রূপে নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন, তাহা লেখক স্বচক্ষে বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইঁহারা উপবীতি কায়স্থগৃহে যাজন করিয়া—ধর্ম্মকর্ম্মপণ্ডতার ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট করাইবার চেষ্টা করেন। যেখানে ইঁহাদের আধিপত্য অপ্রতিহত, সেখানে ত কায়স্থগণকে তাঁহাদের জাতীয়তা হইতে বহুনিম্নে চাপিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্মভ্রষ্ট করা—জাতীয়তার বহুদূরে রাখিয়া পদদলিত করা—এই কি ব্রাহ্মণের কার্য্য? বস্তুতঃ এই শ্রেণী কায়স্থ-সমাজের সমূহ ক্ষতি করিতেছেন। যদি এই শ্রেণীকে বিবেকানন্দ আটলান্টিকে ডুবাইতে পারিতেন, তবে, বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ বংশোচিত গরিমার সহিত তাঁহাদের শাস্ত্রতঃ সামাজিক আসন অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গ উদ্ভাসিত করিতে পারিত।

উক্ত ব্রাহ্মণগণের এতাদৃশ ব্যবহারের কারণ তাহাদের মজ্জাগত কুসংস্কার। কুশিক্ষার পরিণামে তাহাদের দেবোপম পূর্ব্বপুরুষের আদর্শ চরিত্র তাঁহাদের চক্ষে ম্লান হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের উত্তেজনার প্রবাহে তাঁহাদের সংস্কারের বাঁধ ভাসিয়া যাইবে। উন্নতির আলোকে তাঁহাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হইবে, এবং আশা করা যায়, বিবেকানন্দ-কথিত আটলান্টিকে তাঁহাদের বিলুপ্তি না হইলেও প্রেরণায় তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটিবে।

কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! জীবনের প্রথমদিন হইতে যাহার সহিত তোমাদের পরিচয়—

যাহার প্রতিস্তরে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের অস্থিমজ্জা বিজড়িত—যেখানে প্রতি পদক্ষেপে মহাপুরুষের গরীয়সী কীর্ত্তির কঙ্কালাবশেষ তোমাদের বাল্যের সহায়, যৌবনের বন্ধু, বার্দ্ধক্যের ভরসা, বঙ্গজননী আজ মলিনা! এখন আর মঞ্জুকুঞ্জের বেণুবাদনে অযুতভক্ত পিপাসিত প্রাণে সমবেত হয় না—এখন আর ত্যাগমহিমা-দীপ্ত গীতার কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধের প্রবর্ত্তন করে না। বঙ্গ জুড়িয়া আজ বিরাট ক্ষত। যেমন করিয়া যুগ যুগ জননীকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিয়াছ—আজ তেমনি করিয়া জগৎ সমক্ষে স্বীয় বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া ক্ষত্রিয়ের কার্য্য দেখাও। আত্মকলহে নহে—নীচকে ঘৃণা করিয়া নহে—নীচকে ভাই ভাবিয়া কোলে তুলিয়া—সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—কথিত ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া ভাবিতে হইবে :—

এখন তাঁহারা গভীর আঁধারে !
নহিলে কি ভাই পশিবারে পারে
প্রাণের সোদর তোর ?

শ্রীমনোজমোহন বসু।

অথ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা।

কার্ত্তিক শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে পূজা—

পূর্ব্বাভিমুখে শুদ্ধাসনে বসিয়া **আচমন** করিবে। **বিষ্ণুস্মরণ** ও **স্বস্তিবাচন** করিয়া **সঙ্কল্প** করিবে যথা :—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বপাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক দীর্ঘায়ুর্দ্ধনপুত্র-পৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন-সন্ততি-বৃদ্ধি-লক্ষ্মী-স্থৈর্য্যলাভ-শত্রু-পরাজয়াদি-সুফলাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থং চিত্রগুপ্তপ্রীতিকামঃ সপরিবার-চিত্রগুপ্তপূজনমহং করিষ্যে।

তণ্ডুল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া **সূক্ত** পাঠ করিবে। **সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ঘটস্থাপনা** ও **সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস করন্যাসাদি** করিবে। **প্রাণায়াম, পীঠ-পূজা** করিয়া **ধ্যান** করিবে যথা—

"মহাবাহুং ধর্ম্মরূপং শ্যামং কমললোচনং।
কম্বুগ্রীবং গূঢ়শিরঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননং।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তং মসীভাজন-সংযুতং।
এবং সংচিন্তয়েদ্ভক্ত্যা চিত্রগুপ্তং শুভপ্রদং ॥"

এই ধ্যান মন্ত্র পড়িয়া নিজের মস্তকে পুষ্প দিবে ও **মানসোপচারে** পূজা করিয়া **বিশেষার্ঘ্যস্থাপনা** করিবে। পরে মূল মন্ত্র জপ করিবে। যথা :—**ওঁ চীং চিত্রগুপ্ত-যমায় নমঃ।**

আবাহন, চক্ষুর্দ্দান ও **প্রাণপ্রতিষ্ঠা** করিয়া **গণেশাদিপঞ্চ দেবতার পূজা** করিবে, মূল দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা ও **ধ্যান** করিবে।

ষোড়শোপচার যথা।

"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমন-স্নান বসনাভরণানি চ।
গন্ধপুষ্পৌ ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা ॥"

আসনং ধৃত্বা এতস্মৈ রং রজতাসনায় নম ইতি ত্রিঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রং রজতাসনায় নমঃ। ইতি ত্রিঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রং রজতাসনায় নমঃ। এতে দধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ সংপ্রদানায় ওঁ চীং চিত্রগুপ্তায় দেবায় নমঃ।

"ওঁ সর্ব্বান্তর্যামিনে দেব সর্ব্ববীজময়ং ততঃ।
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহং ॥"

ইদং রজতাসনং ওঁ চিত্রগুপ্তায় দেবায় নমঃ। এবং সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং।

"ওঁ যস্য দর্শন মিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে।
কৃতার্থানুগৃহীতোস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগচ্ছ দেব দেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ।"

ইতি স্বাগতং প্রচ্ছেৎ। পাদ্যং গৃহীত্বা—

"ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ।
তস্মৈ তে চরণাজ্ঞায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে ॥"

ইদং পাদ্যং পূর্ব্ববৎ। অর্ঘ্যং গৃহীত্বা।

"ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণং।
তাপত্রয়বিনির্ম্মুক্তং তবার্ঘ্যং কল্পয়ামাহং—॥"

এষোহর্ঘ্যঃ স্বাহা । জাতি-লবঙ্গ-কঙ্কোল-সহিতমাচমনীয়ং গৃহীত্বা—

"ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে ।
আচামং কল্পয়ামীশশুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥"

ইদমাচমনীয়ং স্বধা পূর্ব্ববৎ । মধুপর্কং গৃহীত্বা—

"ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণ সুখাত্মনে ।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥"

এষঃ মধুপর্কঃ স্বধা পূর্ব্ববৎ । পুনরাচমনীয়ং গৃহীত্বা—

"ওঁ উচ্ছিষ্টো হপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং ॥"

ইদমাচমনীয়ং পূর্ব্ববৎ । স্নানীয় জলং গৃহীত্বা—

"ওঁ পরমানন্দবোধায় নিমগ্ন নিজমূর্ত্তয়ে ।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥"

ইদং স্নানীয়োদকং পূর্ব্ববৎ । বস্ত্রং গৃহীত্বা—

"ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজগূঢ়োরুতেজসে ।
নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহং ॥"

পূইদং বস্ত্রং র্ব্ববৎ । আভরণং গৃহীত্বা—

"ওঁ স্বভাব সুন্দরাঙ্গায় নানা শক্ত্যাশ্রয়ায় তে ।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামমরার্চ্চিতে ॥"

ইদমাভরণং পূর্ব্ববৎ । গন্ধং গৃহীত্বা—

"ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্য পরিপূর্ণ দিগন্তরং
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥"

এষ গন্ধঃ পূর্ব্ববৎ । পুষ্পং গৃহীত্বা—

"ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরং ।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং ॥"

এতৎ পুষ্পং পূর্ব্ববৎ । ধূপং গৃহীত্বা—

"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্য গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্ব দেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥"

এষ ধূপঃ পূর্ব্ববৎ । দীপং গৃহীত্বা—

"ওঁ স্বপ্রকাশো মহাজ্যোতিঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ ।
সবাহ্যভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥"

এষ দীপঃ পূর্ব্ববৎ । অঞ্জনং গৃহীত্বা—

"ওঁ নমস্তে সর্ব্বতোদেব নমস্তে সুখদায়িনী ।
চক্ষুষামঞ্জনং দিব্যং দেবদত্তং প্রতিগৃহ্যতাং ॥"

ইদমঞ্জনং পূর্ব্ববৎ । নৈবেদ্যং গৃহীত্বা—

"ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবিঃ বিবিধানেকলক্ষণং ।
নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণতৎ ॥"

এতন্নৈবেদ্যং পূর্ব্ববৎ । তাম্বূলং গৃহীত্বা—

"ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং ॥"

ইদং তাম্বূলং পূর্ব্ববৎ । তত আমান্ন ভোজ্যান্ন তণ্ডুলাদিকং ওঁ চীং চিত্রগুপ্তায় দেবায় নমঃ ইতি দদ্যাৎ এবং সর্ব্বত্র । গায়ত্রীং পঠেৎ । ওঁ ধর্ম্মায় বিদ্মহে চিত্রগুপ্তায় ধীমহি তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ । ইতি গায়ত্রীং পঠিত্বা পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ । ওঁ চীং চিত্রগুপ্তায় স্বাহা ইতি মন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা ।

"গুহ্যাদিগুহ্যগোপ্তৃ ত্বং গৃহাণাস্মাৎ কৃতং জপং ।
সিদ্ধির্ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥"

ইতি অর্ঘ্যোদকেন জপং সমর্প্য স্তুত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমেৎ । (আরত্রিক) চামরব্যজনাদিকং দর্পণঞ্চ দর্শয়েৎ । ঘণ্টাদি নানাবিধ বাদ্যং কোলাহলঞ্চ কুর্য্যাৎ । ততো হোমং কুর্য্যাৎ । হোতা হস্তপ্রমাণং স্থণ্ডিলং কৃত্বা যজুর্ব্বেদোক্ত বহ্নিস্থাপনং কৃত্বা ওঁ চীং চিত্রগুপ্তায় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ তিলযবগোধূমমিশ্রিতাজ্যেন অষ্টাবিংশতিঃ অষ্টোত্তরশতং বা জুহুয়াৎ । পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ ।

অথ স্তোত্রং ।

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতং ব্রহ্মণঃ সদৃশং মতং ।
ত্বং হি ধর্ম্ম ধর্ম্মময় চিত্রগুপ্ত নমোস্তু তে ॥
শমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ ।
অতো যন্নামশমনমিতি তং প্রণমাম্যহং ॥

যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরং।
কর্ম্মানুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহং॥
বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বদেহিনাং॥

বিশ্বে চ কণয়ত্যেব যমঃ সর্ব্বাংশ্চ সন্ততং।
অতীব দুর্ণিবার্য্যাঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহং॥
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্ম্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবানাং কর্ম্মফলদস্তং যমং প্রণমামহেং॥

স্বাত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রঃ পুণ্যকৃতাং ভবে।
পাপিনাং ক্লেশদোষস্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহং॥
যজ্জন্ম ব্রহ্মণো বংশে জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
যো ধ্যায়তি পরংব্রহ্ম ব্রহ্মবংশং নমাম্যহং॥

চিত্রগুপ্তাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় য পঠেৎ।
যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
মহাপাপী যদি পঠেৎ নিত্যং ভক্ত্যা চ নারদ।
যমঃ করোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতং॥

মসীভাজনসংযুক্ত রাজপূজ্য নমোস্তু তে।
লেখনী-ছেদনী-হস্ত সুরাসুর-নমস্কৃতে॥
সর্ব্বস্ত শুভকল্লোকে ভক্তানাং বরদো ভব।
চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ॥

ধর্ম্মরাজ নমস্তং হি সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশকঃ।
চিত্রগুপ্ত নমস্তেঽস্তু কর্ম্মণা লেখনাবিধ॥
অশুভত্বং পরিত্যজ্য শুভত্বং কুরু মে প্রভো।
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদস্তং মে সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥

ভূমণ্ডলস্ত রাজত্বং দেহি মে ভক্তবৎসল।
যস্য গেহে তু তে পূজা তস্যৈব সর্ব্ব সিদ্ধয়ঃ॥
পাপং নাস্তি শুভং যাতি ইদমেব ন সংশয়ঃ।
যস্য গেহে ত্বমাগচ্ছ যস্য গেহে তবার্চ্চনং॥

ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বং ক্ষমতাং দেব প্রসীদ পরমেশ্বর॥

এই স্তব পাঠ করিয়া **পুষ্পাঞ্জলি** দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। রাত্রিকালেও পূজা, আরতি ও ভক্তিভাবে চিত্রগুপ্তস্তব-পাঠ শুনিবে।

পর দিন প্রাতে **বৈগুণ্যসমাধান ও বিসর্জ্জন** করিবে। অপরাহ্নে **প্রতিমা বিসর্জ্জন** করিয়া **শান্তিজল** লইবে।

ইতি সংক্ষেপে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-যমপূজা সমাপ্ত। *

(শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী)

শম্ভুবিদ্যানিধির গুহবংশ-ঢাকুরী।

"কুলীন কুলজ্ঞ, মৌলিকে যে বিজ্ঞ,
সভা মধ্যে যত জন।
বলি আমি যাহা, মন দিয়া তাহা,
সভাসদ সবে শুন॥
প্রথমে প্রসঙ্গ, পঞ্চ দ্বিজ সঙ্গ,
মকরন্দ আদি করি।
ঘোষ বসু মিত্র, গুহ আর দত্ত,
ও তিনে ক্রম অনুসরি॥
ছাড়িয়ে কোলঞ্চ, আইলেন পঞ্চ,
যজ্ঞ দেখিবার তরে।
গুহ দত্ত কয়, ভৃত্য কা'র নয়,
নিবেদিনু বরাবরে॥

---

* শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তোৎসব—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব আনুষ্ঠানিক-কায়স্থ-সভার উদ্যোগে ১৩১০ সাল হইতে প্রতি বৎসরে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বিতীয়া তিথিতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে বহু কায়স্থ বালকের উপনয়ন হইত। আশা করি সমস্ত কায়স্থসমাজে এইরূপ শ্রীচিত্রগুপ্তোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। কাঃ পঃ সঃ

শুন নৃপমণি, ঘোষ বসু তিনি,
মুখ্যত্ব পাইলে শুন।
গুহ কবি জন, গেলা বঙ্গভূম,
সে দেশে পূজ্য কুলীন॥
রাজ আজ্ঞা হুহ, দশরথ গুহ,
মর্য্যাদা হইল খাট।
ঘোষ বসু তিনে, সেবে ভক্তি মনে,
মৌলিকে প্রধান বট॥
নৃপের আদেশে, রহিলা এদেশে,
যার যে মর্য্যাদা লয়ে।
গুহ দশরথ, আপনে বিখ্যাত,
ক্রমাগত যাই ক'য়ে॥
গুহ দশরথ, রাম নামে সুত,
লক্ষ্মণ অনুজ তারি।
ভরত শত্রুঘ্ন, ভাই চারি জন,
গুহ বংশে সুপ্রচারি॥
ভরত সন্ততি, সুদর্শন খ্যাতি,
গুহ বংশে ধন্য মান্য।
সুদর্শন-সুত, ভুবনে বিদিত,
শিবচন্দ্র কুলে গণ্য॥
শিবচন্দ্র-সুত, বলভদ্র খ্যাত,
মৌলিকেতে চুড়ামণি।
তস্য সুত শুন, নাম ত্রিলোচন,
অনিরুদ্ধ তো বাখানি॥
অনিরুদ্ধ যশঃ, সুত কৃত্তিবাস,
গৌরীবর কবিচন্দ্র।
দেখি তিন ভাই, জয়ী সর্ব্ব ঠাঁই,
নর মধ্যে যেন ইন্দ্র॥
কৃত্তিবাস তার, পুত্র কমলাকর,
[illegible]

গুহ বংশধর, সুত শুভঙ্কর,
মজুমদার হইল খ্যাতি॥
নাম শুভঙ্কর, পুত্র হরিহর,
মজুমদার মহাশয়ে।
তস্য বংশধর, দেবী দুর্গাবর,
যশঃ কীর্ত্তি সবে গায়ে॥
দেবীবর সুত, মৌলিকে পূজিত,
চণ্ডীবর যজ্ঞেশ্বর।

চণ্ডীবরাত্মজ, দৃষ্টে দেবরাজ,
চক্রপাণি পুরন্দর॥
মথুরপাড়া ছাড়ি, সুঝাপুরে বাড়ী,
মামুদসাহী পরগণে।

কুলে শীলে মান্য, ধন্য ধন্য ধন্য,
গণ্য মান্যতা এখানে॥

* ... ...

শুভক্ষণে আগমন নন্দরাম গুহতে।
মজুমদারী কার্য্য ভারি যশ কীর্ত্তি মুখ্যেতে॥
নন্দরামসুত শ্যাম মজুমদার আখ্যান।
সত্যরাম পুরো গ্রাম পালেতে গ্রহণ॥

মেলিকাটী পরিপাটী একার্য্য তে হইল।
বুঝি মর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম দান দ্বিজ তুষিল॥
গয়া কাশী তীর্থবাসী পর্য্যটন করিয়ে।
চন্দ্রমুখ দেখি সুখ মহাপ্রসাদ পাইয়ে॥

দুর্গোৎসব মহোৎসব দেউল দোল আদিতো।
পুরাণ আদি নানা বিধি ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিতো॥
অন্তিমেতে মালা হাতে গঙ্গাজলে বসিয়ে।
ইষ্ট মন্ত্র পুজি যন্ত্র ভ্রান্ত পুরি ভজিয়ে॥

* এখানে কএকছত্র মুল পুথিতে অস্পষ্ট থাকায় উদ্ধৃত হইল না।

গঙ্গাজলে তারা ব'লে দেহ ত্যাগ করিলে।
পুষ্পরথে চড়ি তাতে কৈলাস চলি গেলে॥
শ্যামরাম গুহ নাম সুত নেত্র বাখানি।
পুণ্যফলে বৃদ্ধি কুলে ধার্ম্মিক যে আপনি॥

তস্য সুত শ্রীযোযুত রামনিধি বলিয়ে।
গুণযুত বিধিমত পাছু ক'ব বর্ণিয়ে॥
সহোদর বলি আর শ্রীযুত বৈদ্যনাথ।
নিধি তুল্য তুল্যাতুল্য অনুজ কাশীনাথ॥

পুত্র তিন নহে ভিন কন্যা এক পাইয়ে।
মহাসুখী কন্যা কার্য্য করেন বাছিয়ে॥
কন্যাদান রামশরণ ঘোষ রায় নন্দনে।
কৃষ্ণমোহন ঘোষজা বেভাগাদি যে বাখানে॥
মহাবংশ মধ্যমাংশ বৈদ্যনাথ ঘোষ ধারা।
কুলে মান্য অগ্রগণ্য ঘোষ বংশেতে যারা॥
গ্রহণ সিদ্ধ ঘোষে পদ্ম ভদ্রবিলা গ্রামেতে।
ঘোষোত্তম জানিলাম নিন্দা নাহি তাহাতে॥

তুল্য চন্দ্র সর্ব্বানন্দ ঘোষ যায় গমন।
কেবলরাম ঘোষ নাম তাঁহার যে নন্দন॥
প্রতিসার কার্য্য তার মজুমদার পাইয়ে।
ঘটকেতে দান তাতে আহ্লাদিত হইয়ে॥

পরে কার্য্য করি ধার্য্য শিবচন্দ্র ঘোষেতে।
বুঝি মর্ম্ম করে কর্ম্ম প্রকাশ মোদের মুখেতে॥
বাঘুট্যা বাসী এবে আসি আঙ্গিধানি গ্রামেতে।
বাহাদুরী ক্রিয়া ভারি ভরত ঘোষের বংশেতে॥
কুল কর্ম্ম নানা ধর্ম্ম শ্যামরাম করিয়ে।
গয়া কাশী তীর্থরাশি যত যত ভ্রমিয়ে॥
করি মালা চড়ি দোলা চলি গেলা আপনি।
গঙ্গাজলে যোগ বলে ত্যজি প্রাণ তখনি॥

মহাপুণ্য রাজমান্য ধন্য গুহ বংশেতে।
রামনিধি কার্য্য সিদ্ধি চৌদ্দ লক্ষ জিলাতে॥
ওকালতি কার্য্য সিদ্ধি তৎপরেতে হইয়াছ।
দুই ভাই এক ঠাঁই মোকদ্দমা করিয়াছ॥

মোকর্দ্দমা একারনামা মহাশয়দের দিইয়ে।
সর্ব্বলোক ত্যজি শোক বেড়ায় তারা নাচিয়ে॥
পিতৃ-পুণ্য এই চিহ্ন মহাশয়েতে প্রকাশ।
তোমার দয়া মহামায়া ত্যজি দেখ কৈলাস॥

অচঞ্চলা সে কমলা তব' পরি আছেন।
রাজ-লক্ষ্মী কুল-লক্ষ্মী স্থিরতায় রহেন॥
মজুমদার শুদ্ধাচার শুদ্ধ বংশেতে গণি।
সবে কন পুণ্যবান্ রাঢ় গৌড় হয় ধ্বনি॥

দেখ বাটী পরিপাটী সদাব্রত হইতেছে।
খাসা চাল মুগের ডাল চতুর্ব্বর্ণে পাইতেছে॥
চণ্ডীপাঠ স্থাপি ঘট ভট্টাচার্য্য করেন।
স্বস্ত্যয়ন জপ হোম ব্রাহ্মণাদি ভোজন॥

পঞ্চ বিঘা দীঘি দীর্ঘে আড়ে অর্দ্ধ তাহার।
জলাশয় দিচ্ছো তায় দেখিতে সরোবর॥
যথাশাস্ত্র কিনি বস্ত্র সর্ব্বদ্রব্য আনিয়ে।
মিষ্টান্ন নানা বর্ণ ভাণ্ডারেতে পুরিয়ে॥

দ্বিজগণ নিমন্ত্রণ গ্রাম গ্রাম ধরিয়ে।
আর দেখ অধ্যাপক দেশ বিদেশ ভরিয়ে॥
হেন সভা কে কোথা বা বিনা রাজসাহীরে।
দেখাইবে কেবা কবে তব সভা বিনা রে॥
মেষ রাশি দীঘি আশি করিয়ে উৎসর্গ।
মহা-পুণ্য ধন্য ধন্য বিদায়ে দ্বিজবর্গ॥
তব কীর্ত্তি মোদের শক্তি করিতে কি বর্ণনা।
সুকৃত দয়া যত আমাতে যাবে জানা॥

পিতৃ-কৃত্য অবিরত দ্বিজ মুখে শুনিল।
দৃষ্টতায়ে জন্মেজয় মহারাজে দিইল॥
কলিকাতায় রাজসভায় সদা কাল'ত থাকি।
মহাশয়ের অংশ বংশ সদা কাল যে লিখি॥

রাধামোহন ঘটক কন তব কীর্ত্তি বর্ণিয়ে।
শম্ভুনাথ ঘটক খ্যাত বিদ্যানিধি বলিয়ে॥
পুরস্কার কর মোদের ভ্রম যদি বুঝিয়ে।
আশীর্ব্বাদ করি তবে দেশে যাই চলিয়ে॥

ভ্রম-সংশোধন।

গত শ্রাবণ মাসের মলাটের উপর "৩য় সংখ্যা" স্থলে "৪র্থ সংখ্যা" হইবে। গত ভাদ্র মাসের পত্রিকার কার্য্য-বিবরণীর ১॥৵০ পৃঃ ৪র্থ লাইনে "করাইয়াছিলে"র কথাটি "করিয়াছিলেন" হইবে। ১॥৶০ পৃঃ শেষ লাইনে "অক্ষয়কুমার দেব বর্ম্মা"র পর "অক্ষয় ভাণ্ডার, ফরিদপুর" হইবে। তৎপর ঐ লাইনের "চকবাজার" হইতে "ফরিদপুর" পর্য্যন্ত কাটা যাইবে। ১৶০ পৃঃ প্রথম লাইনে "চকবাজার" কথাটি কাটা যাইবে। ঐ পৃঃ দ্বিতীয় লাইন নরেন্দ্রনাথ "দেব" বর্ম্মা স্থলে "দাস" বর্ম্মা হইবে। ২য় লাইনে ডাঃ ক্ষীরোদলাল দে ও তৃতীয় লাইনে উপেন্দ্রনাথ বসু এই দুই নামের পূর্ব্বে যথাক্রমে ৮ ও ৯ সংখ্যা হইবে। এই কয়েকটী ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

ত্রয়োদশাহে মাতৃশ্রাদ্ধ।

শোভাবাজার-রাজবাটীর দক্ষিণরাঢ়ীয় গোষ্ঠীপতি স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বংশীয় কায়স্থ-সভার সুযোগ্য ও স্বধর্ম্মপরায়ণ সভ্য শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর সানুজ গত ৩১ ভাদ্র বুধবার তাঁহাদিগের রাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীটস্থ ভবনে তাঁহাদিগের পরমারাধ্য স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়-রীত্যনুসারে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। রাজবংশের ইষ্টদেব শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মা, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আচার্য্য, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় হোতা, রাজবংশের পুরোহিত শ্রীগোপালচন্দ্র শিরোমণি ও অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় সদস্য, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য মহাশয় বিরাট, শ্রীমধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় গীতা, রঘুবীর ত্রিবেদী মহাশয় যজুর্ব্বেদী রুদ্রাধ্যায় পাঠ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

রজত ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ, অধ্যাপকবিদায়, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালী-বিদায় প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কার্য্যগুলি যথারীতি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার স্বর্গীয় সভাপতি সুসঙ্গাধিপতি মহাশয়ের সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত ভ্রাতা এই ক্ষত্রোচিত ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া সমগ্র কায়স্থ-সমাজের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বনামপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, পণ্ডিতপ্রবর চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, দক্ষিণারঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, হরিনাথ কাব্যতীর্থ, সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, কালীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, মধুসূদন কাব্যরত্ন, শরৎচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কালীকমল স্মৃতিতীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন, বৈকুণ্ঠনারায়ণ ত্রিবেদী, কেদারনাথ চূড়ামণি, গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, বিভূতিভূষণ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য, রঘুবীর শাস্ত্রী, রত্নেশ্বর শিরোমণি, বসন্তকুমার তর্ক-সিদ্ধান্ত প্রমুখ শতাধিক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভাস্থ হইয়া কৃতীকে ধন্য ও কৃতপূর্ণার্থ করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের শিরোমণিগণ কায়স্থের এই দ্বিজোচিত ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়া কায়স্থ-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সম্মিলিত শক্তি ব্যতীত কখনও এই বঙ্গদেশে কোন মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

কলিকাতার স্বনাম প্রসিদ্ধ উপনীত ও অনুপনীত কায়স্থ-সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে এই ক্ষত্রোচিত শ্রাদ্ধ কার্য্যে যোগদান করিয়া স্বজাতি প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের পরিচয়

প্রদান করিয়াছেন। সকলকার নাম প্রকাশ করিতে কায়স্থ-পত্রিকায় স্থানাভাব—এখানে কএকজনের নাম প্রদত্ত হইল।—নড়াইলের শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায়, হাটবাড়িয়ার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়, মান্যবর ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এটর্নি যতীন্দ্রনাথ বসু, কুমার শরৎচন্দ্র মিত্র, শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র, এটর্নি যতীন্দ্রনাথ মিত্র, বাগবাজারের রায় বিনোদবিহারী বসু, ডাঃ বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ, প্রিন্সিপ্যাল খুদিরাম বসু, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রমথনাথ মিত্র, এটর্নি কৃষ্ণকিশোর দে, প্রতাপচাঁদ মিত্র ও প্রবোধচাঁদ মিত্র, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র হালদার, ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মল্লিক, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি-এল্, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, পটলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মল্লিক, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীনগেন্দ্রনাথ পালিত, মজিলপুরের দত্তবংশীয় সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত, চোরবাগানের মিত্রবংশ প্রভৃতি কলিকাতার বিখ্যাত কায়স্থবংশের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শোভাবাজার রাজ বংশের রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার অনাথকৃষ্ণ বাহাদুর, ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্র প্রভৃতি রাজবাটীর প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়া এই মহৎকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন।

১লা ভাদ্র, ১৩২৬ সাল; সোমবার, অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা।

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিতঃ—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
২। „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
৩। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ।
৪। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
৫। „ দয়ালচন্দ্র বসু।
৬। „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
৭। „ রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ।
৮। „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
৯। „ নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
১০। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
১১। „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
১২। „ হেমন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
১৩। „ কেদারনাথ মিত্র।
১৪। „ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা প্রাজ্ঞ।
১৫। „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
১৬। „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।
১৭। „ জিতেন্দ্রনাথ রায়।
১৮। „ কেদারনাথ দেববর্ম্মা।
১৯। „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
২০। „ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২১। „ কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।
২২। „ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ।
২৩। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মা।		
„ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার।	}	সাধারণ সভ্য।
„ রসিকলাল দেব বর্ম্মা।		
„ মাখনলাল ধর বর্ম্মা।	}	প্রচারক।
„ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা।		

প্রথম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে শরৎবাবু বলেন যে তিনি গত অধিবেশনে বাজেট সম্বন্ধীয় আলোচনার সময় যে সমস্ত আপত্তি করেন সেগুলি লেখা হয় নাই। স্থির হইল যে তিনি সেগুলি লিখিয়া পাঠাইলে সম্পাদক মহাশয় তাহা মিনিট বহিতে লিখিবেন। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভার কার্য্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে সম্পাদকের প্রস্তাব। সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলিলেন যে গত ২ মাস যাবৎ সভার কার্য্যালয় অপরাহ্নে ৫।৬ ঘণ্টা খোলা রাখা হইয়া আসিতেছে এবং তাহাতে কার্য্যাদির বিশেষ কিছু অসুবিধা হইতেছেনা। এ কারণ আমি প্রস্তাব করি যে সাধারণতঃ বেলা ১।।০ হইতে রাত্রি ৭।।০ পর্য্যন্ত (৬ঘণ্টা) সভার কার্য্যালয়ের সময় নির্দ্দিষ্ট করা হউক এবং অবস্থা বিবেচনায় ও আবশ্যক বোধে সম্পাদকের অনুমতি মত এ সময়ের কিছু এদিক ওদিক হইতে পারিবে। নিবারণবাবু ইহা সমর্থন করিলে শরৎবাবু একটী সংশোধিত প্রস্তাব করেন যে সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত (মধ্যে ২ ঘণ্টা সময় বাদ দিয়া) কার্য্যালয় খোলা রাখা হউক, কিন্তু এই সংশোধিত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় নগেন্দ্রবাবুর মূল প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়।

রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে এই সময় ৫ম প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। সভ্যের চাঁদা সম্বন্ধে। ঈশান বাবু প্রস্তাব করিলেন যে সভার চাঁদা বাৎসরিক ৩৲ টাকা স্থানে ৬৲ টাকার কম না হয় এরূপ নির্দ্দিষ্ট হউক। নীতিশবাবু উহা সমর্থন করিলে, অনেকেই আপত্তি করিলেন। এ সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন এককালীন ৬৲ টাকা প্রদান করা অনেকের

সুবিধাজনক হইবে বলিয়া বোধ হয় না; যাহাতে সকল অবস্থার লোকই সভায় যোগদান করিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। চাঁদা বৃদ্ধি করিলে সভ্য সংখ্যা হ্রাস হইবারও আশঙ্কা রহিয়াছে। বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির চাঁদা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা না থাকায় আগামী বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয়গণ এ বিষয় মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত করিবেন এবং প্রত্যেক সভ্যকে তাঁহাদের অবস্থানুসারে সভায় সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠান হইবে ইহাও স্থির হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ। গত ৫ম অধিবেশনে বাজেট-কমিটীর মন্তব্যের যে অংশ গৃহীত হইয়াছে ও প্রচার-সমিতির মন্তব্য যাহা মঞ্জুর হইয়াছে তদনুসারে সভ্যগণের নিকট প্রেরিত সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়, গৃহীত হওয়ার জন্য সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত করিলে শরৎবাবু তাহাতে আপত্তি করেন। অতঃপর এ সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদের পর অমৃতবাবু এই মর্ম্মে সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন যথা:—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী নিয়মিত ব্যয়ের হিসাবে বর্ত্তমান ভাদ্র মাস হইতে প্রতিমাসে বেতন ইত্যাদিতে ৫০৲ টাকা প্রচার বাবদ ৫০৲ টাকা, পত্রিকা ও ডাক মাশুলাদিতে ১৫০৲, টাকা সর্ব্বসমেত ২৫০৲ আড়াইশত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিবার ক্ষমতা সম্পাদক মহাশয়গণকে দেওয়া হউক। নিবারণবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে শরৎবাবু এক সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন "বর্ত্তমান নিয়মাবলী অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এরূপ মাসিক ব্যয় নির্দ্দেশ করিবার অধিকার না থাকায় এই সমিতিতে যদি এই মন্তব্য গৃহীত হয় যে মাসিক আনুমানিক ২৫০৲ টাকা ব্যয় হইবে তাহা সাধারণ অধিবেশনে সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করা না হউক।" নীতিশবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। অধিকাংশের মতে এই সংশোধিত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় অমৃতবাবুর মূল প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

অতঃপর কর্ম্মাধ্যক্ষ সম্বন্ধে কথা উঠিলে, অমৃতবাবু প্রস্তাব করিলেন যে কর্ম্মাধ্যক্ষকে গত অধিবেশনের পর নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে তাঁহার বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর নিকট জানা গেল যে তিনি ঐ বেতনে কার্য্য করিতে রাজী নহেন, ইহা তাঁহার নিকট মৌখিক জানাইয়াছেন। অতএব কর্ম্মাধ্যক্ষকে নোটিশ দেওয়া হউক যে আশ্বিন মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ৬৫৲ টাকা বেতনে তাঁহার চাকরী বাহাল রহিল। ১লা কার্ত্তিক হইতে অন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হউক এবং সম্পাদকদ্বয়কে এতদনুসারে

কার্য্য করিতে ভার দেওয়া হউক। কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহা সমর্থন করেন। অধিকাংশ সভ্যের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব। ৺দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারের ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলিলেন "১৩২০ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে (কায়স্থ পত্রিকার ১৩২০ সালের মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় প্রস্তাব করেন—তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কল্যানার্থ এককালীন ৫০০৲ টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছুক, ঐ টাকার বার্ষিক সুদ হইতে বর্ত্তমান কালে তাঁহারা যে দুই নামে সভার সভ্য আছেন তাঁহারা লোকান্তর গমন করিলেও সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদিগের নামে প্রতি বৎসর ৪৲ টাকা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা লইবেন এবং সুদের বক্রী টাকা কিরূপভাবে সভার উন্নতি কল্পে ব্যয় করা হইবে তৎসম্বন্ধে সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী মাসিক অধিবেশনে প্রকাশ করিবেন। তাঁহার এই সৎ প্রস্তাবে সকলে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। অতঃপর ঐ মাসের নবম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে (১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় ও শ্রীমতী দেবরাণী দেবীর সভায় দেওয়ার নিমিত্ত টাকার দান পত্রের খসড়া (ট্রাষ্ট পত্র) সভায় পঠিত হইলে সকলে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন ও স্থির হইয়াছিল দাতৃদ্বয়ের অর্থ সভা পাইলে ট্রাষ্ট পত্রানুযায়ী কার্য্য করা হইবে। তৎপরে ১৩২২ সালের ৫ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী (ঐ সালের পৌষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পাঠে জানা যায় যে তিনি ২০১ টাকা দান করায় ১৲ টাকা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে জমা বাদে ২০০৲ টাকার সুদ হইতে বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ টাকা হিসাবে কাটিয়া লইয়া বক্রী সুদের টাকা প্রচার কার্য্যে ব্যয় করা হইবে স্থির হয় এবং ঐ টাকা 'মহেন্দ্রনাথ গুহরায় ট্রাষ্ট' বলিয়া জমা করা হইবে ইহাও স্থির হয়। বক্রী ৩০০৲ টাকা তিনি কবে দিয়াছিলেন তাহা কোন কার্য্য-বিবরিণীতে প্রকাশ নাই, কেবল ঐ সালের বার্ষিক অধিবেশনের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা আছে—'শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায় এবং ৺দেবরাণী গুহের দান গ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।' অতঃপর ১৩২৩ সালের অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী (ঐ সালের চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পাঠে জানাযায় যে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় এই ভাণ্ডারদ্বয়ের দরুণ ৫০০৲ টাকা নিজ দায়িত্বে তাঁহার পরিচিত জনৈক বিশ্বাসী লোককে বার্ষিক ৬৲ টাকা সুদে ধার দেওয়ায় তাহা মঞ্জুর হইয়াছিল। তৎপরে

১৩২৫ সালের চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী (ঐ সালের পৌষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) হইতে জানা যায় এই ভাণ্ডারদ্বয়ের টাকা সম্বন্ধে শরৎবাবু বলিয়াছিলেন—'দানকারী স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয়ই কোম্পানীর কাগজ খরিদ দ্বারভাণ্ডারের আয় বাড়াইতে অনিচ্ছুক। তিনি সাধারণভাবে সুদে টাকা দাদন দিয়া ভাণ্ডারের আয় করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই টাকা যে ধন রক্ষকের নিকট রাখিতে হইবে, সভার নিয়মাবলীতে এমন কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ দাতা তাঁহার দান পত্রে আমাকেও একজন ধনরক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত টাকা আমার নিকট থাকার কোন দোষ নাই।' শরৎবাবু যে দান পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই আসল দানপত্র এবং পূর্ব্বোক্ত ১৩২০ সালের অধিবেশনে পঠিত খস্‌ড়া আমি পাই নাই।' কার্য্যবিবরণী যাহা পাঠ করিলাম তাহা হইতে এই ভাণ্ডার দ্বয়ের দরুণ ৫০০৲ টাকা মহেন্দ্রবাবু ব্যক্তিগত ভাবে শরৎবাবুর নিকট যে কেবল গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় না, সভাকেই দান করিয়াছিলেন এবং সভাও কয়েক সর্ত্তে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপই জানা যায়। গত পূর্ব্ব অধিবেশনে এ আলোচনা স্থগিত হওয়ার সময় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় একটী দলিলের মুসবিদা আমাকে দিয়াছিলেন; উহাতে দেখা গিয়াছিল সেখানি একটী নূতন মুসবিদা, একারণ কয়েকজন সভ্য তখন বলিয়াছিলেন গুহরায় মহাশয়কে সভাপতি মহাশয়ের নিকট আসিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে এ সমস্ত বুঝাইয়া একটী মীমাংসা করা উচিত। এদিকে প্রায় ১৫ দিবস হইল শরৎবাবুর বাটীর ফটকের গায়ে একটী প্রস্তর-ফলক লাগান হইয়াছে, যাহার মর্ম্মের সহিত উক্ত নূতন মুসবিদার কতকটা মিল আছে দেখা যায়। একারণ পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে আর কোন চেষ্টা করা হয় নাই। উক্ত ভাণ্ডার দ্বয় সম্বন্ধে কোন কাগজ পত্র শরৎবাবু বা মহেন্দ্রবাবুর নিকট আছে কিনা জানার জন্য তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন পুরাতন কাগজ আমার হস্তগত হয় নাই। যে সর্ত্তে পূর্ব্বে এই টাকা সভায় দান করা হইয়াছিল ও সভা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দানকারী যে সমস্ত নূতন সর্ত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, এক্ষণে সভা সেইমত কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা এবং এই টাকা সম্বন্ধেই বা কি হইবে আপনারা স্থির করুণ।" নগেন্দ্রবাবুর বক্তব্য শেষ হইলে অনেকেই বলিলেন উহা সভারই টাকা, সভায় রাখাই উচিত। শরৎবাবু জানাইলেন যে পূর্ব্বে যে দানপত্রের খস্‌ড়া হইয়াছিল, তাহা মহেন্দ্রবাবু ফেরৎ লইয়াছিলেন ঐ দান পত্র রেজিষ্ট্রী হয় নাই। ঐ টাকার উপর সভার হস্তক্ষেপ করিবারও

কোন অধিকার নাই। মহেন্দ্রবাবু তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তিনি সভাকে দিতে প্রস্তুত নন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যতদূর জানা গেল তাহাতে ইহা সভারই টাকা বলিয়া অনুমান হয়, ব্যক্তিগত ভাবে শরৎবাবুর নিকট গচ্ছিত আছে তাহা বুঝা যায় না। অতঃপর এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইলে দয়ালবাবু প্রস্তাব করেন যে "কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয় এক দানপত্র অনুসারে ১৩২২ সালে ৫০০৲ টাকা সভাকে দান করেন, যে টাকা 'মহেন্দ্রনাথ ও ৺দেবরাণী গুহরায় ভাণ্ডার' বলিয়া পৃথক্ ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় উল্লিখিত দানপত্র অনুসারে উক্ত ভাণ্ডারের একজন ধনরক্ষক বিধায় তাঁহার নিকট ঐ টাকা আছে তিনি স্বীকার করেন, এইরূপ গত ১৩২৫ সালের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায়। এক্ষণে এই সভা তাঁহার নিকট হইতে সুদসহ উক্ত ৫০০৲ টাকা ও দানপত্রখানি সভার বর্ত্তমান সম্পাদকদ্বয়ের নিকট দুই সপ্তাহের মধ্যে অর্পণ করিতে শরৎবাবুকে অনুরোধ করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। প্রস্তাবক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক রায় বিনোদবিহারী বসু—১। (চাঁদসী বরিশাল নিবাসী) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, তারকান্দা রাজ-কাছারী, দাদ্‌রা পোঃ (ময়মনসিংহ)। প্রস্তাবক শশীভূষণ সরকার বর্ম্মা, সমর্থক নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা—২। কবিরাজ যোগীন্দ্রকুমার দেববর্ম্মা কবিরত্ন, ভবানীপুর, পোঃ রাজবাড়ী (ফরিদপুর)। প্রস্তাবক মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক, সমর্থক নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা—৩। অক্ষয়কুমার গুহ বর্ম্মা sub-registrar hon. magistr. ভাঙ্গা (ফরিদপুর) ৪। শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী উকিল, ভাঙ্গা (ফরিদপুর) ৫। দীনেশচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা ৬। সবএসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অক্ষয়কুমার মিত্রবর্ম্মা, দোলকুণ্ডী, পোঃ হাট্ শিরুয়াইল (ফরিদপুর)। প্রস্তাবক জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব, সমর্থক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী—৭। কালীকিঙ্কর সিংহ (উ) বৈদ্যনাথ, দেওঘর। প্রস্তাবক রামমোহন ঘোষ, সমর্থক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী—৮। তারকচন্দ্র ভৌমিক (ব) ৬৫।১ দরমাহাটা ষ্ট্রীট, (কলিকাতা) ৯। বটকৃষ্ণমিত্র ২০।১ মদনমিত্রের লেন, (কলিকাতা)। অতঃপর নগেন্দ্রবাবু তাঁহার "আর্য্য কায়স্থ-সভাকে (মায় প্রচার সমিতি)" বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার শাখা-সভারূপে গণ্য করায় প্রস্তাব করায় তাহাও গৃহীত হয়।

৭ম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) ৺কাশীধাম নিবাসী (৭৭নং যোগ

রাণার গলি) শ্রীমতী বিজনবাসিনী গুহকে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার হইতে আপাততঃ মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করা স্থির হয়।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ ও হীরালাল মিত্র মহাশয় অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখিত হইয়া পত্র লেখায় সভাকে জানান হইল।

রাত্রি ৮॥০ টার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

পঞ্চম অধিবেশনে (১০ই আগষ্ট ১৯১৯) শ্রীশরৎকুমার মিত্রের বক্তব্য—

বজেট-কমিটির মন্তব্য এবং প্রচার-সমিতির অভিমত পঠিত হইলে পর শরৎ বাবু বলেন "বজেট কমিটির মন্তব্যে অনেক ভুল ও অন্যায় কথা আছে, ঐ মন্তব্য পরিত্যক্ত হউক। আয় কম দেখান হইয়াছে। আমি শেষের প্রায় ১০ বৎসর কার্য্য করিয়া আয়-ব্যয়ের বিষয় কিছু কিছু বোধ হয় জানি। উক্ত মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে সভার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে।........আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী।........১৩২৫ সালের দরুণ ৭২৬/১০ সভার দেনা ছিল। বর্ত্তমান অবস্থা স্বচ্ছল নহে সত্য, কিন্তু কেন অস্বচ্ছল তাহা দেখা কর্ত্তব্য এবং তাহা নিরাকরণের উপায় কি তাহাও ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। বজেট কমিটী যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত নয়। পূর্ব্বে অনেকবার আমার পরামর্শ কি তাহা বলিয়াছি, আর বলা বৃথা। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী নহে। তাহা হইলে প্রতিবৎসর দেনা পড়িয়া যাইত। ভাল করিয়া হিসাব দেখিলেই বুঝিবেন যে দেনা বাড়িতেছে না। সভাপতি মহাশয় অনুমতি দিলে এবং কিছু সময় পাইলে হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগিবে, আপনারা হয়ত' অস্থির হইয়া পড়িবেন। ১৩২৫ সালের যে দেনা বজেট-কমিটী বলিয়াছেন তাহার কথাই বলি। ৭২৬/১০ যে দেনা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছাপখানার ২০০৲ টাকা, প্রচারকের ৩০৲ টাকা, বেতন ও ইলেক্‌ট্রিক খাতে ৭৯/০, মোট ৩০৯/০ সত্য সত্য দেনা নহে, কারণ তাহা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু হাওলাতের মধ্যে লিখিত ছিল। ঐ ৩০৯/০ বাদ দিলে দেনা ৪১৭৷১০ দাঁড়ায়। উক্ত ৪১৭৷১০ মধ্যে চৈত্র মাসের ছাপাখানার ৮৫।৴০

এবং নড়াইলের অধিবেশনের ৫০৷৷০ টাকা, মোট ১৩৫৸৶ বাদ দিন, কারণ বৎসরের শেষ মাসের শেষভাগের বিল ত' সে বৎসর দেওয়া হুইতেই পারে না। এখন ২৮১৴১০ বাকি থাকিল। তারপর দেখুন গত বৎসর একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়া ২৭২৸৵০ এবং প্রচারার্থ ২৩০৴১০, মোট ৫০২৸৵১০ অনিয়মিতরূপ খরচ হইয়াছে এবং পুস্তিকার খরচ non-recurring। এখন বুঝিয়া দেখুন দেনা থাকিবার কথা কি কিছু বাঁচিবার কথা। বজেট কমিটির মন্তব্যের মধ্যে আর এক স্থানে রহিয়াছে 'কয়েক বৎসর ধরিয়া নানাকারণে অনেকের আস্থা ও সহানুভূতি কমিয়া গিয়াছে। যে সমস্ত সদুদ্দেশ্য লইয়া কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইয়াছিল, উপযুক্ত ভাবে সেই সেই কর্ত্তব্য পালন হইতেছে না।' আমি জিজ্ঞাসা করি—আস্থা নাই বলিয়াই কি শেষ কয়েক বৎসরে ১২৫ হইতে প্রায় ৮০০ সভ্য হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর সভ্যসংখ্যা বাড়িয়াই যাইতেছে? আরও জিজ্ঞাসা করি—সভার প্রথম কয়েক বৎসরে সভার প্রধান যে উদ্দেশ্য আছে—অর্থাৎ উপনয়ন, আন্তর্গণিক বিবাহ, বিনাপণে বিবাহ, চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার, শিক্ষা ও প্রচার বিষয়ে কি করা হইয়াছিল। কয়জন সভার চেষ্টায় বা ব্যয়ে উপনীত হইয়ছিল? সভার চেষ্টায় কয়টা আন্তর্গণিক বিবাহ ও বিনাপণে বিবাহ হইয়াছিল? বিবাহে পণবিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকারীদের বিষয় কি করা হইত? চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে কত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল বা দুঃস্থ বিধবাদের বা শিক্ষার্থী দরিদ্র বালকদের কয়জনকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল? শিক্ষার জন্য সভা কি করিয়াছিলেন? সভার ব্যয়ে প্রচার কোথায় হইয়াছিল? শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী মহাশয় নিজ ব্যয়ে প্রচার করিতেন বটে। আর শেষ কয়েক বৎসর ঐ ঐ বিষয়ে সভা কি কি করিয়াছেন দেখুন। আমি তাই বলি—এই ভ্রমপূর্ণ ও অন্যায় মন্তব্য পরিত্যক্ত হউক।"

ইহার উত্তরে সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন "বজেট কমিটীর মন্তব্যে গত কয়েক বৎসরের দেনার বিষয় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সভার কর্ম্মধ্যক্ষই খাতা পত্র দেখিয়া আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন, এবং তাহা আমি উপস্থিত করিতেছি। শরৎবাবু ১৩২৫ সালের দেনা ৭২৬৴১০ টাকা মধ্যে ৩০৯৴০ টাকা হাওলাত বলিয়া যাহা বাদ দিতে চাহিতেছেন তাহা কর্ম্মাধ্যক্ষ বাদ দিয়াই হিসাব করিয়াছেন, পুনরায় বাদ দিলে দোকর বাদ পড়ে। 'বিতরণ পুস্তিকা' সম্বন্ধে শরৎবাবুর উক্তি সমীচীন নহে; প্রচারের অত্যাবশ্যকতা বুঝিয়াই ১৩২৪ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ষষ্ঠাধিবেশনে তৎসংক্রান্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল এবং সেই সভায় শরৎবাবুও উপস্থিত ছিলেন। শরৎবাবুর শেষ উক্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে অনেক অপ্রিয় কথা উপস্থিত হইতে পারে, বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছে, আর অনর্থক বাদানুবাদে সময়ক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। শরৎবাবুই বলিতেছেন 'সভার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে,' এই সমস্ত কারণে বজেট-কমিটির মন্তব্য পরিত্যক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

(স্বাক্ষর)
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর)
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
সভাপতি।

শ্রীজয়গোপাল নন্দী। [illegible]। ১৩-৮-

কায়স্থ-পত্রিকা

কার্ত্তিক ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড ৭ম সংখ্যা।

উদ্বোধন

আঁধার মাঝে ঘুমের নেশা ছুট্‌ল এবার ছুট্‌ল রে;
গভীর সুরে কাহার বাণী ডাকৃল মোদের ডাকৃল রে!
ঝাপ্‌টা মেঘের বারির মত ঢুকৃতে হঠাৎ চায় বেগে;
শব্দ ওঠে গভীর সুরে, শয্যা ওঠে সব কেঁপে।
কম্পনেতে শয্যা ছেড়ে উঠ্‌ল ওগো কর্ম্ম-বীর;—
রুদ্ধ দুয়ার খুল্‌তে হঠাৎ শব্দ ওঠে কি গভীর!
শব্দে সেই রাত্রিশেষে মিল্‌ছি মোরা অঙ্গনে;
নিদ্রিত যে এখনো, সে জাগ্রত হও এই ক্ষণে।
পূর্ব্বাকাশের লোহিত ক্রোড়ে উঠ্‌ল রবি উঠ্‌ল রে;
গভীর সুরে কাহার বাণী ডাকৃল মোদের ডাকৃল রে!
রাত্রিশেষে জাগ্রতেরি অস্ফুট অই রব শুনে,—
নিদ্রিত আজ তন্দ্রাবিহীন চক্ষে মিলে অঙ্গনে।

কর্ম্ম-মহাশঙ্খ-নাদে তন্দ্রা তাদের ছুট্‌ল রে ;
কর্ম্ম-বীণার ঝঙ্কারে আজ কিসের সুরে মাত্‌ল রে !
উদ্যমে আর উদ্দীপনায় পূর্ণ তাদের সকল প্রাণ ;—
জাগ্রতেরি বিষাণ-রবে জাগ্রত হয় শেষ রাতে।
নিদ্রিত যে এখনো কি সংজ্ঞা তোমার হচ্ছে না ;
কর্ম্ম-বীর ওই ডাক্‌ছে তোমায় শুনেও কি গো শুন্‌ছ না ?
উঠে এস মোদের সাথে, ডাক্ যে এবার পড়্‌ল রে ;
গভীর সুরে কাহার বাণী নিদ্রিতেরে ডাক্‌ল রে !
নিদ্রিত গো, নিদ্রা তোমার শান্তিভরা এতই কি ?
কর্ম্ম-কোলাহলের মাঝে নিদ্রা তোমার সাজ্‌ছে কি ?
ওঠ, সাজ কর্ম্ম-সাজে, বক্ষে পর বিজয়-হার ;
কর্ম্মধ্বজা উড়িয়ে কর পাথর মাটী একাকার।
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, তুচ্ছ করি' ভয় বা লাজ ;
জাতীয় ধর্ম্ম, রক্ষাতরে লও গো ভাই জাতির সাজ।
ক্ষণিক তরে উত্তেজনায় কর্ম্ম-ধ্বজা ধর্‌বে না ;
জীবন-মরণ-সন্ধিমাঝে কখনো তায় ছাড়্‌বে না।
তোমারই যে কর্‌তে হ'বে হাজার লোকের কর্ম্মটি ;
নিরুদ্যম আর হতাশ হয়ে থাম্‌লে পথে চল্‌বে কি ?
জান্‌বে, তোমার একার মুখে সবাই চেয়ে রইছে আজ ;
কর্ম্ম-বাণী ডাক্‌ছে তোমায়, শীঘ্র পর কর্ম্মসাজ।
মৃতের জীবন গীতার বাণী, শুন ঐ তার ঘোষণা ;
স্বধর্ম্মেতে মরণ ভাল তবু পর-ধর্ম্ম কিছু না।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়

দেবীপুরাণে চিত্রগুপ্ত

শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, চিত্রগুপ্ত যমরাজের দপ্তর-খানার হিসাব-নিকাশী মহরার ছিলেন, এবং পৃথিবীতে তাঁহার কোন পূজা ছিল না ও নাই, তিনি ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করিতে দেখা যাইত, কিন্তু কোন পুরাণাদিতে চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়াচার দেখা যায় না ; কেবল যমরাজের দপ্তর-খানার নিকাশী কাজের বস্তা লইয়া বসিয়া থাকেন, এবং কোন্ জীবের কবে মৃত্যু হইবে, তাহাই হিসাব করিয়া যমরাজ-সমীপে পেশ করেন। যদি কায়স্থগণ প্রকৃতই চিত্রগুপ্তের বংশধর হন, তবে তাঁহারা হিসাব-নিকাসী মহরারের পদের দাবী করিতে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়তার দাবী-দাওয়া করা ন্যায়-সঙ্গত নহে।

শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেব যমরাজ-দরবারে একজন সামান্য হিসাব-নিকাশী মহরার ছিলেন, তাহা কাল্পনিক কথা। তিনি যমরাজের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি যমরাজের সহিত বহুবার যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, এবং দেবমধ্যে গণ্য ছিলেন তাঁহার পূজা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। বিরুদ্ধবাদিগণ শাস্ত্রপুরাণাদির তত্ত্বানুসন্ধানে অন্ধ, সে কারণ তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য নিম্নে কএকটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নসম্পাদিত ও বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দেবীপুরাণে (৩৯ অঃ) মহাবল বলাসুর বিষ্ণুর কৌশলে দেহত্যাগ করিলে তৎপুত্র সুবলাসুর পিতৃমরণে অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া দেবগণকে আক্রমণ করেন। দেবগণ সমবেত হইয়া সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য যেরূপে সকলে অগ্রসর হইয়াছিলেন, দেবীপুরাণে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে,—

"দনুজাস্তে সুরান্ সর্ব্বানযোধ্যন্ত তদাহবে ॥
অথ ভগ্নাংস্তদা দৃষ্ট্বা দেবান্ দেবপতির্মহান্ ।
উদয়াদ্রিসমং রুদ্রং গজরাজং সুভূষিতম্ ॥
সিন্দূরারুণরাগাঢ্যং ঘণ্টাচামরমণ্ডিতম্ ।
চতুর্দ্দন্তং সুরূপাঢ্যং মহাবেগং মহাবলম্ ॥
গজো দনুজসৈন্যস্য কালসর্প ইবাভবৎ ॥
অথ তত্র স্থিতঞ্চেন্দ্রং দৃষ্ট্বা জ্বালো মহাবলঃ ।
ছাগরাজং সমারুহ্য দীপ্তশক্তিং ব্যধারয়ৎ ॥

তং দৃষ্ট্বা মহিষং ধর্ম্মো দণ্ডপাণির্মহাবলঃ।
আরূঢ়শ্চিত্রগুপ্তশ্চ কালকেতুসমন্বিতঃ।
কৃতান্তো নিষ্ঠুর ইব বজ্রদণ্ডো মহাবলঃ।
এবন্তু নির্ঋতির্মেষে পুরুষে চ তদানুজঃ॥
খড়্গপাণিঃ সুরক্তাক্ষঃ শুদ্ধকৃষ্ণাঞ্জনপ্রভঃ।
বহুসৈন্যং সমাদায় ইন্দ্রসৈন্যং সমাগতঃ॥
বরুণো বারুণৈর্যোধৈর্ঝষগঃ পাশধারকঃ।
কৃষ্ণসারং সমাদায় অঙ্কুশেন সমীরণঃ॥
বিমানে কামগে যক্ষো গদাধারী মহাবলঃ।
কুবেরো যক্ষকোটীভির্বৃতস্তত্র সমাগতঃ॥
রুদ্রাশ্চেশানপূর্ব্বাদ্যা বৃষগাঃ শূলপাণিনঃ।
আদিত্যা রথগাঃ সর্ব্বে বিশ্বেদেবা সবাহনাঃ॥
অশ্বিনৌ চাশ্বগৌ তত্র নাগা যক্ষা গ্রহেশ্বরাঃ।
নক্ষত্রা বহুরূপাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তদা তস্থৌ সৈন্যগোপ্তা সুরোত্তমৌ।
মহার্ণবাহবে তস্থুর্মর্য্যাদাং ন মুমোচ সঃ॥"

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এইরূপ অনুবাদ দিয়াছেন—

'তৎকালে, সেই সকল দানবগণ, দেবগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর সুররাজ সুরবৃন্দকে সমরে বিমুখ দেখিয়া সিন্দূররাগ-রঞ্জিত, ভূষণজালে ভূষিত, ঘণ্টাচামরমণ্ডিত, চতুর্দ্দন্ত, সুরকায়, মহাবেগশালী, মহাবলধারী, প্রচণ্ডস্বভাব ও উদয়াদ্রির ন্যায় সমুন্নত গজরাজ ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। তৎকালে সেই মাতঙ্গরাজকে দানবসৈন্যের কাল ভুজঙ্গের সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর পুরন্দরকে ঐরাবতারূঢ় দেখিয়া মহাশক্তিমান্ অগ্নিদেব, ছাগরাজে আরোহণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত শক্তি ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল **দণ্ডপাণি ধর্ম্মরাজ যম** এবং কৃতান্তের ন্যায় কঠোর **বজ্রদণ্ডধারী মহাবলপরাক্রান্ত চিত্রগুপ্ত** কালকেতুর সহিত মহিষোপরি আরোহণ করিলেন। এইরূপ খড়্গপাণি, লোহিতলোচন, উৎকৃষ্ট কৃষ্ণাঞ্জনবৎ-দেহপ্রভাবসম্পন্ন নির্ঋতি মেষে ও তদীয় অনুজ পুরুষে অধিরোহণপূর্ব্বক বহুতর সৈন্য লইয়া ইন্দ্রসৈন্য-মধ্যে যোগদান করিল। পাশপাণি বরুণদেব, মৎস্যে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্য-নিচয়ের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং

বায়ুদেব অঙ্কুশ-হস্তে কৃষ্ণসারমৃগে ও মহাবলশালী গদাধারী যক্ষরাজ কুবের, কামচারী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কোটি কোটি যক্ষগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। ঈশান প্রভৃতি একাদশ রুদ্র, হস্তে শূল লইয়া বৃষে, দ্বাদশ আদিত্য ও মহাবলপরাক্রান্ত সমুদয় বিশ্বদেব রথে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বে এবং নাগ, গ্রহেশ্বর বহুবিধ নক্ষত্রে ও সিদ্ধ বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তৎকালে, সুরোত্তম ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবসৈন্যের রক্ষক হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।'

উক্ত মহাযুদ্ধে চিত্রগুপ্তদেব ধর্ম্মরাজ যমের কেবল তল্পীদার নহেন, তিনিও অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার সমান যোদ্ধা ও সমভাবাপন্ন, দেবক্ষত্রিয়গণের সমান আসনে সমাসীন। উক্ত দেবীপুরাণের প্রমাণ হইতে তাঁহাকে ইন্দ্রের বজ্রধারী এবং ধর্ম্মরাজ যমের ন্যায় মহিষারূঢ় মহাবীর বলিয়া জানা যাইতেছে। তিনি যে কেবল যমরাজের একমাত্র লেখক বা মসিজীবী ছিলেন, তাহা নহে। সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইলে তিনি অসিজীবী ক্ষত্রিয়ের কার্য্যও করিতেন।

গতবারের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রগুপ্তপূজার মধ্যে চিত্রগুপ্তের ধ্যানে **"লেখনী-ছেদনী-হস্তো মসিভাজনসংযুতঃ"** অর্থাৎ তাঁহার এক হস্তে **লেখনী**, এক হস্তে **ছেদনী**, অপর হস্তে **মসিভাজন** অর্থাৎ দোয়াতের পরিচয় তিন হাতের ধারণীয় দ্রব্যগুলির সন্ধান পাইয়াছি। এক্ষণে দেবীপুরাণ হইতে তাঁহার অপর হস্ত **বজ্রদণ্ড** অর্থাৎ চতুর্ভুজ চারিটীরই সন্ধান পাইতেছি। বাল্মীকি-রামায়ণ হইতেও পাইতেছি যে, যে সময় রাবণ যমপুরী আক্রমণ করেন, তৎকালেও যমের সহিত চিত্রগুপ্তদেবও সেনাপতির ন্যায় রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পুরাণান্তরে চিত্রগুপ্ত যমের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের পূজার বিধান ত্রিপুষ্কর-শান্তিতে আছে, (পুরোহিত-দর্পণ, ১১২ পৃষ্ঠায়)

যমরাজের পূজার পর চিত্রগুপ্তের আবাহনপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতঃ পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ। পরে ধ্যান করিবে—

"ওঁ যমমন্ত্রী চিত্রগুপ্তো বিধাতা ধাতৃসংজ্ঞকঃ।
প্রেতরিষ্টপ্রশমনং কুরু দেব নমোঽস্তু তে॥

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় চিত্রগুপ্তের পূজার বিধান আছে। পি, এম্, বাক্‌চির পঞ্জিকায় লিখিত আছে, যম, যমুনা ও চিত্রগুপ্তের পূজা করিতে হইবে।

তর্পণে চিত্রগুপ্তদেবের তর্পণ ব্রাহ্মণগণ করিয়া থাকেন, ত্রিপুষ্কর-শান্তিতে ব্রাহ্মণগণ চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করেন। কিন্তু কেহ কেহ বিদ্বেষবশতঃ বলেন, চিত্রগুপ্ত একজন নিকাশী মহরার।

চিত্রগুপ্তদেবের আরাধনা করিয়া বিশ্ব-বিজয়ী ভীষ্ম ইচ্ছা-মৃত্যু বর প্রাপ্ত হয়েন। দেবীপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পি, এম্, বাক্‌চির পঞ্জিকা পর্য্যন্ত যাঁহারা দৃষ্টি করেন নাই, তাঁহাদের ছোট মুখে বড় কথা উত্থাপন করাই অন্যায়।

বঙ্গবাসী সামাজিক কায়স্থ মাত্রেই আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া জানেন এরূপ অবস্থায় বঙ্গীয়-সামাজিক কায়স্থগণ বিশুদ্ধ দেব ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব এবং দ্বিজবর্ণসম্ভূত, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অতএব বঙ্গীয় চিত্রগুপ্ত-সন্তান কায়স্থগণ স্ব স্ব আজি পিতৃদেবের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালন করুন, ইহাই একমাত্র অনুরোধ।

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা

জাতি ও জ্ঞাতি

ন্যায়দর্শনকার জাতির লক্ষণ করিয়াছেন,—"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ"। এই সামান্য সমর্থন জন্য বৈশেষিক দর্শনকার বলিয়াছেন,—

"ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব।" অর্থাৎ ভাব বা সত্তার ক্রমানুবৃত্তি বা ক্রমাভিব্যক্তি হেতুই জাতি বা সামান্য প্রসিদ্ধি আছে :—

"প্রাদুর্ভাববিনাশাভ্যাং সত্ত্বস্য যুগপদ্‌গুণৈঃ।
অলর্ব্বনিক্ষং বহ্বর্থাং তাং জাতিং কবেয়া বিদুঃ॥"

আবির্ভাব ও তিরোভাবাত্মক গুণ দ্বারা যে এক সামান্য সত্তা বহুরূপে অভিব্যক্ত হয়—তাহাই জাতি। দশমীকারও স্বীকার করেন ;—

"নিত্যৈকানুগত্যপ্রত্যয়হেতুরনেকসমবায়িনী জাতিঃ।"

নিত্য একানুগত প্রত্যয়হেতু অনেকের সমবায়ই জাতি। শব্দশাস্ত্রে লিখিত আছে :—জন্ + ক্তি = জাতি -জন্ম, উৎপত্তি ; গোত্র, বংশ। যথা :—"অনুবৃত্তিঃ গ্রহণাঃ জাতি লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্।" হিন্দুশাস্ত্রে মানব-জাতিঃ ও মনুষ্য

সমাজের যে উচ্চাদর্শ ও উন্নত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—মনুষ্য যতই সে উচ্চাদর্শে দিকে অগ্রসর হইবে, ততই ব্যক্তিত্ব জাতিত্বে এবং জাতিত্ব জ্ঞাতিত্বে পরিণত হইবে।

ন্যায়-শাস্ত্রে জাতিকে নিত্য পদার্থ বলা হইয়াছে—"নিত্যানেকসমবেতা জাতিঃ।"

যাহা নিত্য এবং অনেক-সমবেত, তাহাই জাতি। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সার্ব্বজনীনতায় উপনীত হইলে জাতিত্বে ও জ্ঞাতিত্বে কোনি পার্থক্য থাকে না।

যাহা সত্য, যাহা চিরন্তন, তাহা চিরস্থায়ী।—"সত্যং যত্তত্র সাজাতিতা ব্যক্তয়ো মতাঃ।" এ জাতি নিত্য—এ জাতীয় ভাব সত্য। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের ন্যায় অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও সমগ্র মানব-জাতির একত্বধারণা করিয়াছেন। ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত কোমত humanity ব্যতীত অন্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। জর্ম্মাণ পণ্ডিত Fichte ও মানব-জাতির একত্ব ধারণা করিয়াছেন। যথা :—

"This living and visible manifestation of the divine life we call human race.—As being, absolute being, constitutes the divine life and is wholly exhausted therein so does existence in time, or manifestation of the divine life constitutes the whole united life of mankind and is thoroughly and entirely exhausted therein. Thus in its manifestation, the divine life becomes a continually progressive existence. The progressive culture of the human race is the object of the divine idea. The life of man which in truth essentially one and indivisible divides into the life many proximate individuals."

তাই ব্যক্তিত্ব ও সমাজত্বের সামঞ্জস্য প্রদর্শন জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। পরবর্ত্তী প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, সমগ্র মানব-জাতি বা মনুষ্য-সমাজ এক ও অভিন্ন। যুগযুগান্তর কল্পকল্পান্তর ধরিয়া ইহার পরিবর্ত্তন—পরিবর্দ্ধন—উত্থান—পতন নিয়ত ঘটিতেছে। কিন্তু এই নিত্য মানব-প্রবাহ মধ্যে এক অখণ্ড মানবত্ব—এক বিরাট সমাজত্ব নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। এই সামাজিক একত্ব ও অভিন্নত্ব সাধন-জগতের আদিমতম অপৌরুষেয় গ্রন্থে অনাদি পুরুষ জাগতিক জাতীয় হিতোদ্দেশে যে অপার্থিব উপদেশ দিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥"—ঋগ্বেদ—১০ম—১৯১ সূক্ত

আর্য্যজাতি জগতের প্রায় যাবতীয় সভ্য-জাতির আদিম-পুরুষ। এই কারণেই সভ্য-জগতের প্রাচীন ইতিহাস এই জাতির পুরাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে। জগতের আদিমতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতায় আর্য্য শব্দ যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে প্রাচীন বর্ণ-বিভাগাদির সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। আর্য্য শব্দ ঋ+ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া—নিষ্পাদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ঋ ধাতুর নানার্থ করিয়াছেন।

যথা—(১) সর্ব্বগন্তব্য—যথা :—"ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্যম্।"

ঋগ্বেদ ১।১৩০।৮

—'অরণীয়ং সর্ব্বৈর্গন্তব্যম্'—(সায়ন-ভাষ্য)।

ইন্দ্র, যুদ্ধের সময় আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন।

(২) বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা—যথা:— "বি জানীহ্যার্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্"। ঋগ্বেদ ১।৫১।৮

—'বিদুষোঽনুষ্ঠাতৄন্'-(সায়ন-ভাষ্য)

হে ইন্দ্র! কাহারাই বা আর্য্য এবং কাহারাই বা দস্যু, তাহা তুমি জান। কুশ যজ্ঞরে হিংসাকারীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর।

(৩) শ্রেষ্ঠ বর্ণ যথা :—"হিরণ্যয় মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যুন্ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ।" ঋগ্বেদ ৩।৩৪।৯

—'উত্তমং বর্ণং ত্রৈবর্ণিকাম্'—(সায়ন-ভাষ্য)।

ইন্দ্র হিরণ্ময় ধন দান করিয়াছেন। দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

(৪) আচার্য্য যাস্ক আর্য্যশব্দে "ঈশ্বরপুত্র" বলিয়াছেন।

(নিরুক্ত—৬।২৬)

(৫) আর্য্য ও দস্যু শব্দ ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানে যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর্য্যশব্দে সমুদয় হিন্দুজাতিকেই বুঝায় বলিয়া বোধ হয়।

(৬) অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় সমগ্র লোক আর্য্য ও শূদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"তয়াহং সর্ব্ব পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।"

(৪ কাণ্ড—১২০।৪)

(৭) শতপথ-ব্রাহ্মণে ও কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এক আর্য্য শব্দ দ্বারাই কথিত হইয়াছেন। কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রের ভাষ্যকার বলেন :—

"শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।"

এই সমুদয় বৈদিক প্রয়োগ ও আচার্য্য সায়ন ও যাস্কের ব্যাখ্যা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, **যে সকল মনুষ্য শিক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আর্য্য নামে অভিহিত।** (১)

আর বিদ্যা ও যজ্ঞহীন মূর্খেরাই অনার্য্য (দাস বা শূদ্র) নামে পরিচিত হইয়াছিল। বৈদিক মানবের এই দুই শ্রেণী ব্যতীত অন্য বিভাগাদি ছিল না। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান বর্ণ-বিভাগের নাম-গন্ধও তখন ছিল না। তদানীন্তন ঋষি, রাজা ও সাধারণ মনুষ্য, সকলেই এক বর্ণ ছিল। ক্রমে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যখন সমাজে কার্য্য-বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমগ্র ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করিলে জাতি-ভেদের বা বর্ণ-বিভাগের বিন্দুবিসর্গও পাওয়া যায় না (২)। কেবল ঋক্‌সংহিতায় খিল অংশে বর্ণ-বিভাগের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের যে সূক্তে বর্ণ-বিভাগের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার নাম পুরুষ-সূক্ত। এই সূক্তে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, দেবগণ এক আশ্চর্য্য প্রকৃতি-সম্পন্ন পুরুষকে যজ্ঞে বলি দিলেন। এই পুরুষের দেহ হইতে সৃষ্টির তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হইল। নানাপ্রকার পদার্থের সৃষ্টির বর্ণনা করিয়া শেষে বলিতেছেন ;—

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥
গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়।
* * * * * *
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।"

(১) মহাকুল-কুলীনার্য্য-সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ।—ইত্যমরঃ। অমরকোষে আর্য্য শব্দ মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সজ্জন ও সাধু শব্দের অপর পর্য্যায়।

(২) পৌরাণিক যুগেও আর্য্য ও ম্লেচ্ছ ব্যতীত অপর জাতির প্রমাণ পাওয়া যায় না। যথা :—"ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্যয়েন বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ ক্ষপয়িষ্যান্তি।" বিষ্ণুপুরাণম্।

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্‌সকল ও সামসকল জন্ম গ্রহণ করিল। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ বেদসকল ও যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অশ্ব-সকল ও দুইপাটী দন্তবিশিষ্ট অপর সকল প্রাণী ও গো, মেষ, অজা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল।

—ইঁহার মুখই ব্রাহ্মণ হইল; বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়রূপে পরিণত হইল; বৈশ্য যাহা দেখিতেছ, ইহাই তাঁহার উরু এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, ঋগ্বেদের ভাষা ও পুরুষসূক্তের ভাষা আকাশ-পাতাল তফাৎ।

পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষসূক্তের উদ্ধৃতাংশ বেদ রচনার অনেক পরে লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তিগত অনুমান বা কল্পনা নহে। ভট্ট মোক্ষমূলারপ্রমুখ বেদজ্ঞ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ প্রকৃষ্ট প্রমাণপরম্পরা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পুরুষ-সূক্ত ঋগ্বেদের বহু পরবর্ত্তী এবং প্রক্ষিপ্ত। সূক্ষ্মদর্শী পাঠক উক্ত সূক্তে আরও একটী রহস্য লক্ষ্য করিবেন। উদ্ধৃতাংশে উক্ত হইয়াছে যে, “উল্লিখিত দেবযজ্ঞ হইতে ঋগ্বেদ ও সামবেদ প্রসূত হইল”। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুরুষ-সূক্ত বেদ-বিভাগের পরে রচিত ও প্রক্ষিপ্ত।

পশ্চাল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা এইরূপ অনুমিত হয় যে, পুরুষ-সূক্ত মন্বত্রি প্রভৃতি সংহিতা ও মহাভারতাদি পুরাণ প্রণীত হইবার পূর্ব্বে রচিত ও ঋগ্বেদমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেন না, হারীত-স্মৃতিতে লিখিত আছে:—“বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ”। অর্থাৎ:—পুরুষসূক্তোক্ত বিধি দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে। মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে:—

“লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥”

লোকবৃদ্ধি নিমিত্ত মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে প্রকাশ করিলেন।

মহাভারতেও এই জাতি-সৃষ্টির প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“পুরুরবা উবাচ—কুতশ্চিৎ ব্রাহ্মণো জাতো বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ।
কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হষি॥
মাতরিশ্বোবাচ—ব্রহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রাহ্মণো রাজসত্তম।
বাহুর্ভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ॥

বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ।
বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ॥

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ—পুরুরবা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কোথা হইতে জন্মিল? এবং অপর তিন বর্ণই বা কিরূপে সৃষ্ট হইল? আর ব্রাহ্মণ কেনই বা শ্রেষ্ঠ হইল? তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণনা করুন। তদুত্তরে মাতরিশ্বা বলিলেন,—হে রাজসত্তম! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইয়াছেন। উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য সৃষ্ট হইয়াছেন। এবং হে ভরতর্ষভ, পূর্ব্বোক্ত তিন বর্ণের পরিচর্য্যার্থ চতুর্থ বর্ণ শূদ্র পদদ্বয় হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ পাঠক এই সকল বর্ণনার বিষয় বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন, পুরুষসূক্তে যজ্ঞীয় পুরুষের মুখই ব্রাহ্মণ হইয়াছে। এখানে এক ব্রহ্ম ব্যতীত ব্রহ্মা বা অপর কেহ তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের assistint নাই। মনুসংহিতায় ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়াছেন এবং মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ব্রহ্ম, ব্রহ্মা নামক স্বতন্ত্র দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। মনুষ্য-সমাজে যেমন কর্ম্ম-বিভাগ দ্বারা শ্রেণী-বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে, ঐশী শক্তিও তদ্রূপ কর্ম্ম-বিভাগ দ্বারা বিভিন্ন দেবতায় পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম-চিন্তা—মানব-চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মের রূপকল্পনাও মানব-কল্পনা-বিজৃম্ভিত। সে যাহা হউক, ইহা দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, বৈদিক যুগে জাতি-ভেদ আদৌ ছিল না।

পরবর্ত্তী সময়ে কর্ম্ম-বিভাগ দ্বারা বর্ণ-বিভাগ হইয়াছিল মাত্র। শাস্ত্রে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়—

“একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥”

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

“ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্।”

অন্যত্র ——চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, মনুষ্যজাতি অতি প্রাচীন কালে একবর্ণই ছিল। কর্ম্মবিশেষ দ্বারা চারি বর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রীয় রূপকের রহস্যোদ্ভেদ করিতে

অক্ষম, তাঁহারাই মনে করেন যে, যেই ব্রহ্মা হাঁ করিলেন, আর অমনি শিখাসূত্র-সমন্বিত বেদহস্ত ব্রাহ্মণ বাহির হইলেন। বাহু উত্তোলন করিলেন, অমনি বর্ম্ম-চর্ম্মপরিহিত, শরকার্ম্মুকহস্ত ক্ষত্রিয় বাহির হইলেন ইত্যাদি। অজ্ঞ অশাস্ত্রদর্শী জনগণের কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে সমাজের প্রভূত বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। তাহাদের সংস্কারসম্ভূত গোঁড়ামি গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় প্রচলিত হইয়া সমাজ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা বিজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ, পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ। যাহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তাহাদের অধ্যয়নজনিত পরিশ্রম বৃথা। যথা ঃ—

"যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা।" ইত্যাদি।

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

কিন্তু মহাত্মা সুশ্রুত দুঃখের সহিত বলিয়াছেন,—যাহারা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাৎপর্য্যার্থ অবধারণ করিতে পারে না, তাহারা চন্দন-ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় কেবল বৃথা পরিশ্রম করে। যথা ঃ—

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহুন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি॥

—সুশ্রুতসংহিতা।

একে ত সংস্কৃত ভাষা ছন্দোলঙ্কাররসগুণ-ভারাভরণে বিভূষিত ও পরিপূর্ণ, তাহাতে প্রাচীন ঋষিগণও কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে ভরপুর। কাজেই ইহা নানারূপে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ ও অনুসন্ধিৎসার সহিত অনুশীলন করিলেই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়। সুশিক্ষা দ্বারা কুসংস্কার পরিহার, শাস্ত্র জ্ঞানের প্রধান শরণি। শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন—

"যো হি মুখ্যং পরিত্যজ্য গৌণং সমনুধাবতি।
ত্যক্ত্বা রসায়নং সিদ্ধং সাধ্যং সংসাধয়ত্যসৌ"॥

—যোগবাশিষ্ঠ ৫।৪৩।২৮।

নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ-জন্য অধিক বেগ পাইতে হইবে না। বেদমন্ত্রগুলির অর্থ দুই প্রকার ;—কাব্যার্থ ও তত্ত্বার্থ। পূজ্যপাদ নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য বৈদিক মন্ত্রসমূহের কাব্যার্থ ও তত্ত্বার্থ উদ্ভাবনের প্রণালী ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শন

করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনিও স্বীয় দর্শনে উক্ত কাব্যার্থের অপ্রকৃততা এবং তত্ত্বার্থের সারবত্তা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ঋকের ব্যাখ্যায় আচার্য্য যাস্ক বলেন,—

"যস্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মান্মুখতো হ্যসৃজন্ত"—

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মুখ্য (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া বেদ, তাঁহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার (যজুর্ব্বেদ—৩১।১১), ভগবান্ বা ঈশ্বরের (ভাগবত ও মনুসংহিতা) কিংবা ব্রহ্মার (মহাভারত) মুখ হইতে সৃষ্ট বলিয়াছেন।

বর্ণচতুষ্টয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ সূচনার জন্যই বেদে রূপকচ্ছলে এবংবিধ উৎপত্তি-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। রূপক ভেদ করিয়া, কাব্যার্থ ত্যাগ করিয়া, তত্ত্বার্থ গ্রহণ করিলেই সকল বিবাদের, সমস্ত সংশয়ের নিরসন হইয়া যায়। ব্রহ্ম বা পরমপুরুষ যে নিরাকার, সমগ্র বেদই তাহার প্রমাণ। যে পুরুষসূক্তে তাঁহার মুখ ও হস্ত পদাদির বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতেই তাঁহাকে বলা হইয়াছে ঃ—

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতমগাৎ।"

অতএব মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণের গুরুত্ব নহে ; গুণকর্ম্ম-স্বভাবানুসারেই শ্রেষ্ঠত্ব। কেন না, দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াও উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। কুক্ষিজাত মাতঙ্গাও ক্ষত্রিয়-সমাজে বিশেষ সম্মানিত। সে যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বর্ণবিভাগ আজকালকার জাতিভেদ-প্রথার মত ছিল না। প্রাচীন কালে কর্ম্মবিভাগের জন্যই বর্ণবিভাগ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। তদানীন্তন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সকলেই সমান ক্ষমতা ও সম্মান প্রাপ্ত হইত। ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষে আর্য্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক্ বা পুরোহিত, রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবী, এই তিনটী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রৈবর্ণিকের উৎপত্তি হইয়াছে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কর্ম্মজন্য গুণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আহার, বিবাহ প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল না। বর্ণবিভাগ—গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন ঃ—

এতে সর্ব্বে শব্দ গুণবিষয়েষু বর্ত্তন্তে।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র ইতি এবং হ্যাহ॥

অর্থাৎ ঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই শব্দসমূহ গুণ-'বিষয়েই প্রযুক্ত'। তপস্যা এবং শ্রুতি, এই গুণবিষয়ের কারণ। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেই মত বলিয়া গিয়াছেন এবং আমিও তাহাই বলিতেছি। গুণকর্ম্ম-স্বভাবানুসারে এক আর্য্যবর্ণ

হইতে যে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, মহাভারতীয় ভৃগুর উক্তিতেও তাহা প্রতিপন্ন হয়। যথা ঃ—

"কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মরক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মন্নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ॥"

—মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম—১১।১৪।

অর্থাৎ ঃ—কামভোগপ্রিয়, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী, রক্তাঙ্গ দ্বিজগণই ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গোপালক, কৃষিজীবী, স্বধর্ম্মত্যাগী, পীতবর্ণ দ্বিজগণই বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিংস্র, অনৃতপ্রিয়, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, শৌচাচারশূন্য দ্বিজগণই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, এক আর্য্য বা ব্রাহ্মণ বর্ণই গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাবের তারতম্যানুসারে কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণরূপে পরিণত হইয়াছে। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন ঃ—

"ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবং"। (মনুসংহিতা, ৩২০)।

অর্থাৎ ঃ—ক্ষত্রিগণ ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। শুধু এই নয়, মনু আরও বলিয়াছেন ঃ—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ —মনু, ১০।৬৫।

অর্থাৎ ঃ—শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রতা প্রাপ্ত হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যতা প্রাপ্ত হয়, বৈশ্যও ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। আপস্তম্ব ঋষি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ঃ —

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ। অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ"।

—আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র, ২।৫।১০।১১।

অর্থাৎ ঃ—ধর্ম্মাচরণ দ্বারা জঘন্য বর্ণ শূদ্রাদি, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি-বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে এবং অধর্ম্মাচরণ দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণাদি, নীচবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

এই তো গেল শাস্ত্রানুশাসন। এখন এই ব্যবস্থা-মত কোন কার্য্য বাস্তবিক হইয়াছে কি না, তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পৌরাণিক যুগেও যে প্রাগুক্ত অনুশাসন কার্য্যকর ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

যথা।—"মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যঃ ক্ষত্রোপেতাঃ দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ।"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৪।১৯।৪৬)

'ক্ষত্রোপেতাঃ ক্ষত্রিয়া এব তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণত্বং লব্ধমিতি।'

—তট্টীকায়াং শ্রীধরস্বামী।

অর্থাৎ—মুদ্গলের পুত্র মৌদ্গল্য ক্ষত্রিয় হইয়াও তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাহা হইতে মৌদ্গল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

অন্যত্র।—"গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাৎ ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত।
তে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ।" ভাগবত ৯.২১.১৯।

"ক্ষত্রিয়োঽপি ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপতাং গতাস্তে।"—শ্রীধরস্বামী।

অর্থাৎ—ক্ষত্র হইয়াও গর্গ ব্রাহ্মণ-গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারত পাঠে আরও জানা যায়, বিশ্বামিত্র এবং বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও তপঃ-(ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং) প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কবষ শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়াও বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া, ব্রাহ্মণত্ব ও কবষঋষি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডালবংশোদ্ভব মতঙ্গও বেদজ্ঞ হইয়া ঋষি নামে অভিহিত এবং চারি বর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে—জবালা নাম্নী কোন নীচবংশীয়া, ভ্রষ্টা যুবতীর পুত্র সত্যকাম জাবাল অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও গোতম কর্ত্তৃক উপনীত হইয়া, বেদজ্ঞান লাভ করতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে।—

"করূষাৎ মানবাৎ আসন্ করূষা ক্ষত্রজাতয়ঃ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবৎসলাঃ॥"

(৯ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়।)

মনুর পুত্র করূষ হইতে কারুষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইহারা ক্ষত্রজাতীয়। ইহারা উত্তরাপথের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য ও ধর্ম্মবৎসল।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে ঃ—লোমহর্ষণনামা সূতজাতীয় এক ব্যক্তি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঋষিসমাজে

অসামান্য সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই শাস্ত্রজ্ঞান-প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, সুমতি, অকৃতব্রণ প্রভৃতি ছয় জন ঋষি ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ছয়খানি পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করেন। সুমতি প্রভৃতি ঋষিগণ সূতজাতীয় আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করায় স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, পুরাকালে জাতিগত সম্মানাপেক্ষা গুণগত সম্মানেরই অধিক গৌরব ছিল। গুণবত্তা নিবন্ধন শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিতেন;—পক্ষান্তরে তদভাবে ব্রাহ্মণও শূদ্রবৎ নগণ্য হইতেন।

মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত অজগরপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে:—একদা মহাবল ভীমসেন বন ভ্রমণ করিতে করিতে এক ভীষণ অজগর কর্তৃক আক্রান্ত হন। কিছু কাল পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রমণ ব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সহোদর বৃকোদর কাকোদরের করাল কবলে কবলিত,—মৃতবৎ। তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ ভীত ও ব্যস্ত হইয়া অজগরের নিকট সকাতরে ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। সর্পরাজ বলিলেন,—"মৎকথিত কতিপয় প্রশ্নের সদুত্তর দিলেই তোমার ভ্রাতার মুক্তি হইতে পারে।" উত্তর দিতে সম্মত হইলে নাগেন্দ্র কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ কে, আর শূদ্রই বা কে?—তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন,—

"সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্ব্বং বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

হরিবংশে লিখিত আছে,—

"নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

নাভাগ ও অরিষ্টপুত্র এই দুইজনে বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার ঐ হরিবংশেই ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যথা:—

"পৃষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং জনমেজয়।
শাপাৎ শূদ্রত্বমাপন্নং।" (৯ম অধ্যায়)

পৃষধ্র রাজা গুরুর গো হত্যা করিয়া শাপবশতঃ শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এতাবতা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুণের বা জ্ঞানের তারতম্যানুসারেই মনুষ্যের বর্ণের উৎকর্ষাপকর্ষ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রথা চিরন্তন ও চির প্রবহমান। মনু বলিয়াছেন,—"তপোবীর্য্য প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥"—(মনু—১০।৪২।)

এই সংসারে তপ, জপ ও বীর্য্য-প্রভাবে মনুষ্য যুগে যুগে (জন্মনি জন্মনি ইতি মেধাতিথিঃ) উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, বর্ত্তমান জাতিভেদ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। কেন না, ইহা বংশগত। শাস্ত্রীয় বর্ণভেদ গুণগত। এক হয় যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মতি॥ এই সম্বন্ধে ভক্ত কবীর একটী যুক্তিপূর্ণ দোঁহা লিখিয়াছেন, যথা:—

"যো তুম্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জায়ে।
আউর রাহো তুম্ কাহে ন আয়॥
যো তুম্ তুরুক তুরুকিনী জায়া।
পেটৈ কাহে ন সুনীতি করায়া॥
জো তোহি কর্ত্তা বর্ণ বিচারা।
জন্মত তিন দণ্ড অনুসারা॥"

তুমি যদি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পিতামাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ হইতে চাও, তবে উপনীত ও অধীতবেদ হইয়া কেন জন্ম গ্রহণ কর নাই। আর যদি তুমি তুরুক তুরুকিণী পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়া মুসলমান হইতে চাও, তবে কৃতসুন্নৎ লইয়া জন্ম নাই কেন। আর এই জন্ম ব্যাপারে কোন সুখকর প্রকৃষ্ট পথই বা অবলম্বন করিলে না কেন? জন্ম দ্বারা জাতিত্ব লাভ হয় না, কৃতিত্ব গুণ-কর্ম্মাপেক্ষি।

গুণের সম্মান ও প্রতিভার পূজা সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক। প্রাচীন কালের বর্ণভেদ বা বর্ত্তমান কালের জাতিভেদও সেই গুণের সম্মান ও প্রতিভার পূজা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সে কালের উৎকর্ষাপকর্ষ প্রদর্শন করা গিয়াছে এ কালেও এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাবনা উধুনীর নিবাসী কায়স্থ-বংশীয় স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর রায় মহোদয়ের ব্রাহ্মণ শিষ্যটি কি আমাদের উক্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছে না? কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশীয় স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যিনি বর্ত্তমানে মহান্ত শ্রীমদভিরামদাসস্বামী নামে পরিচিত; তাঁহারও উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় কনোজিয়া প্রভৃতি ও বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ কুলীন ও অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ শিষ্যও আছে।

হিন্দু জাতির গোত্র ও প্রবর প্রাচীনকালের এক বর্ণতার একটী প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত প্রমাণ। তজ্জন্য কিরূপে গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে; শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে দেখা যায় বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে অদ্যাবধি প্রায় বার কোটি বৎসর পূর্ব্বে জলাধিপতি বরুণের মহাযজ্ঞে ব্রহ্মা হইতে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষির জন্ম হয়, যথা :—

"ভৃগুর্বৈ বারুণিরিতি"—শ্রুতিঃ। ভৃগু পুলোমার কন্যাকে (শচীর ভগিনীকে) বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে ভুবন, ভৌবন প্রভৃতি দ্বাদশজন দেবতা উৎপাদন করিয়া পরে চ্যবন ও আপ্নুবান নামক বিপ্রদ্বয়ের জন্ম দান করেন। আপ্নুবানের পুত্র ঔর্ব্ব্য, তৎপুত্র ঋচীক, তত্তনয় জমদগ্নি, তস্য পুত্র পরশুরাম। প্রাগুক্ত ক্রমে ভৃগুবংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শিষ্য-সন্তানাদি সহ পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আশ্রমের গো-সকলকে হিংস্র জন্তুর গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর (বেড়া) রচনা করা হইত। সেই প্রাচীরই প্রথমে গোত্র (গো—ত্রৈ+ড) শব্দের বাচ্য হইয়াছিল। পরে সেই প্রাচীর-বেষ্টিত পরিবারের সকলেই গোত্র শব্দ দ্বারা কথিত হইতেন এবং পরিবারের কর্ত্তা গোত্রকর্ত্তা নামে অভিহিত হইতেন। মৎস্যপুরাণে ভৃগুবংশীয় এইরূপ শতাধিক গোত্রকর্ত্তার নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। গোত্রকর্ত্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঐ সকল গোত্রের প্রবর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত প্রায় "নব্বই (৯০)" গোত্রে একই পঞ্চ প্রবর দৃষ্ট হয়। ভৃগুবংশে কতিপয় গোত্রে পঞ্চ প্রবর এবং কয়েকটী গোত্রে তিন প্রবরও দেখা যায়। নিম্নে তাঁহাদের বংশানুচরিত ও তাহার পার্শ্বে মৎস্যপুরাণের ১৯ অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক প্রদত্ত হইল, যথা :—

ব্রহ্মা :— স্কন্দং শুক্রং মহারাজ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
| তজ্জুহার ততো ব্রহ্মা ততো জাতা হুতাশনাৎ॥
ভৃগু :— ততো জাতো মহাতেজা ভৃগুশঃ তপসাং নিধিঃ।
|
চ্যবন
| } ......ভৃগুঃ পুলোমস্য সুতাং দিব্যাং ভার্য্যামবিন্দত।
আপ্নুবান
পৌলম্যাং জনয়ন্ বিপ্রাণ দেবানাস্তকনীয়াগঃ।
| চ্যবনস্ত মহাভাগ মাপ্নুবানং তথৈব চ।
ঔর্ব্ব্য ... আপ্নুবানাত্মজশ্চোর্ব্বঃ— ॥
|
ঋচীক ... (এতৎ সর্ব্বং মহাভারতস্য অনুশাসনপর্ব্বণি ৫৬ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্যং)
|
জমদগ্নি
|
পরশুরাম "তত্র গোত্রকরান্ বক্ষ্যে ভৃগোর্ব্বৈ দীপ্ততেজসঃ॥

ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্নুবাংস্তথৈব চ।
ঔর্ব্বশ্চ জমদগ্নিশ্চ পঞ্চৈতে প্রবরা মতাঃ॥

ভৃগু বংশীয় অধিকাংশের এই পঞ্চ প্রবর যথা :—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, এবং আপ্নুবান্। ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের গোত্র ও প্রবরের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। শ্রেণী বিশেষে উল্লিখিত গোত্র ও প্রবরের প্রচলন দেখা যায়। মৎস্য পুরাণোক্ত গোত্র কর্ত্তা বা প্রবরগণের নাম অনুসারেই ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের গোত্র প্রবর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কে বলিবে আমরা কোথা হইতে এই সকল গোত্র বা প্রবর পাইয়াছি? এ চিন্তা অলৌকিক বা অপ্রাসঙ্গিক নহে, যে যুগ যুগান্তরে সমাজ ও সম্প্রদায়ের বহু পরিবর্ত্তন হইয়া এক বর্ণ ছত্রিশ (৩৬) কোটী বর্ণে পরিবর্ত্তিত ও পর্য্যবসিত হইলেও মানব বৈজিক উপাদান ও মৌলিক অভিধান বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক

বাঙ্গালী কায়স্থের গৌরব-কথা

বাঙ্গালী কুলীন কায়স্থবংশের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন, চৈদ্য উপরিচর বসু মহারাজের কুলপ্রদীপ, বিদ্বান্, ধীমান্ এবং উচ্চপদস্থ স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় সে দিন বিলাতের এক বিদ্বৎপরিষদে, বঙ্গদেশীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা-কালে অম্লানবদনে বলিলেন যে, বাঙ্গালী কোন কালেই বীরত্বের নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল না। * মুসলমান-সাম্রাজ্যের দিক্‌পালসদৃশ বঙ্গদেশের ভৌমিকপ্রধান চাঁদরায়, কেদাররায়, চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর মহারাজ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণমাণিক্য, প্রতাপাদিত্য রায় প্রভৃতির কথা সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত বসুজ মহাশয় গণনার মধ্যেই আনেন নাই। প্রসিদ্ধ "মহাবংশ" নামক সংস্কৃত ইতিহাস যদিও প্রতাপাদিত্য রায় মহারাজার প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রদ্বীপরাজের আশ্রয়ে লিখিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে যশোরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের যেরূপ কীর্ত্তিগাথা

* ঢাকা হইতে প্রকাশিত "প্রতিভা" পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের গত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় যুগ্ম সংখ্যায় এই লেখকের "সুসংবাদ" প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

গীত হইয়াছে, তাহা হইতে বঙ্গীয় কায়স্থবীর্য্যের যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে আর বাঙ্গালীকে সমরবিমুখ ভীরু অথবা কাপুরুষের জাতি বলিতে পারা যায় না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় মহাসমরের তুরীধ্বনি শুনিয়া শতাধিক বৎসরের নিদ্রিত বঙ্গবীর্য্য যেরূপভাবে জাগিয়া উঠিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহা হইতেও বাঙ্গালী জাতির অতীত কালের বীরত্ব বোধ সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যাইতে পারে। গুণ আধারে না থাকিলে কখনই, কোন কারণেই প্রকটিত হইতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম হইতে যদি বাঙ্গালী জাতির ভিতরে বীরত্বের আগুন লুক্কায়িত না থাকিত, তাহা হইলে কি আর আজ আমরা "বাঙ্গালী পল্টনের" নাম শুনিতে পাইতাম?

ফলতঃ কারণ ভিন্ন কখনও কার্য্যের উদ্ভব হয় না। এই তত্ত্ব আজকাল পাঠশালার শিশুরও সুপরিজ্ঞাত। বঙ্গদেশের ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় চিরকালই পরাক্রমে অজেয় ছিলেন। বাঙ্গালী ক্ষত্রিয় রাজাকে আমরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে উপস্থিত দেখিয়াছি, তাঁহাকে আমরা মহাভারতের মহাসংগ্রামক্ষেত্রে রণক্রীড়ায় প্রমত্ত দেখিয়াছি; অধিক কি, বাঙ্গালী ক্ষত্রিয় রাজাকে পোতবাহিনী লইয়া আরবসাগরের ক্রোড়স্থিত গুপ্তপ্রায় দ্বারাবতী নগরী অবরোধ করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত যাদবদিগের উচ্ছেদ-সাধনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত দেখিয়াছি। সে ত সে কালের কথা। তাহার পর কায়স্থ-ক্ষত্রিয় শশাঙ্ক, নরেন্দ্রগুপ্তদেবকে আমরা রাঢ়ের রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্ত-সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সম্যক্প্রকারেই স্পর্দ্ধা করিতে দেখিয়াছি। শশাঙ্কদেব হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধনকে বিনাশ, হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনীপতি অবন্তীরাজ গ্রহবর্ম্মার উচ্ছেদ এবং ভগিনী রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া সেই বৌদ্ধসম্রাটের উপাস্য বোধিদ্রুমের মূল পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস শশাঙ্কদেবের বীরত্ব-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের উপদিষ্ট নীতিকথা—অর্থাৎ পরের দ্রব্যে লোভ করিও না,—ইত্যাদি লইয়া ক্ষত্রিয়-বীরত্বের মর্য্যাদার পরিমাণ করা যায় না। তাই শশাঙ্কের কার্য্য ন্যায্য অথবা অন্যায্য তাহার বিচারে আমরা অনধিকারী। তাহার পর পালবংশের গৌরবস্তম্ভ ধর্ম্মপাল বাঙ্গালী কায়স্থ হইয়াও যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আপনার পদানত করিয়াছিলেন, তাহাও আজ আর অজ্ঞাত নাই। সেই কথা নূতন করিয়া কহিবার জন্যও আজ আমরা পাঠক মহাশয়গণের সম্মুখে উপস্থিত হই নাই। আজ আর একটি সংবাদ দিবার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থরাজ আদিশূরের অস্তিত্ব লইয়াই আধুনিক "বৈজ্ঞানিক" ঐতিহাসিকগণ সন্দেহের দোলায় দুলিতেছেন। "বৈজ্ঞানিক" এই শব্দের সাহায্যতায় অনেক দম্ভ, অনেক প্রগল্ভতা, অনেক বাহাদুরী যে অবাধে চালাইতে পারা যায়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। প্রথমেই আমরা অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি যে, "বৈজ্ঞানিক" উপাধি ধরিবার আমাদের কোনরূপ অধিকার অথবা ইচ্ছা নাই। ব্রাহ্মণগ্রন্থ, আরণ্যক, উপনিষদ্, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মহাকাব্য, নাটক, শিলালিপি, তাম্রশাসন ইত্যাদি এবং লোকপরম্পরাগত ঐতিহ্য—ইহাদের সকলকেই আমরা ইতিহাসের উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ইহারা সকলেই ইতিহাসের অথবা ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রমাণ;—তবে সকল প্রমাণই যে তুল্যরূপ আদরণীয় অথবা অমোঘ সত্য, তাহা নহে। তাই আমরা আজ বাঙ্গালী কায়স্থ-ক্ষত্রিয় কতকগুলি রাজার সম্বন্ধে একটি প্রবাদমূলক ঐতিহ্যের সংবাদ দিতেছি।

ভারতের ভৌগোলিক অথবা ঐতিহাসিক তত্ত্বের রসিক এবং ধর্ম্মপিপাসু পর্য্যটকের নিকট রাজপুতনার মেবাড় রাজ্যের "শ্রীনাথদ্বার" তীর্থ অজ্ঞাত নহে। নাথজী (শ্রীকৃষ্ণ) স্মরণাতীত কাল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত ছিলেন, পরে ধর্মধ্যাত ঔরঙ্গজেব বাদশাহ্ অত্যাচারের ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাণার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে সেই স্থানেই পরম সুখে বসতি করিতেছেন। কর্ণেল জেমস্ টড্ তাঁহার প্রণীত "রাজস্থানের" ইতিবৃত্ত নামক পুস্তকে "নাথদ্বারের" বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। * সেই নাথদ্বার হইতে সংবৎ ১৯৩৯ (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) অব্দে "হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা এবং "মোহন চন্দ্রিকা" এই যুক্ত নাম-ধারিণী এক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। সেই অগ্রহায়ণ মাসের ১৯।২০ সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় একটি রাজতালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে বিক্রম সংবৎ ১৭৮২ (১৭২৬ খৃষ্টাব্দে) অব্দে লিখিত একখানি পুস্তক হইতে এই তালিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রকাশিত তালিকায় ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির হইতে যশপাল পর্য্যন্ত ১২৪ একশত চব্বিশজন রাজা এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যকাল লিখিত আছে এবং তাঁহাদের রাজ্যকালের সমষ্টি ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন প্রদত্ত হইয়াছে।

* Rajasthan, Vol I, Ambika Ukil's Edition pp 542 570, Annals of Mewar, Chapters XIX and XX.

উহাতে আরও লিখিত আছে যে উক্ত যশপালই সংবৎ ১২৪৯ (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) অব্দে গজনীর শাহাবুদ্দীন গোরীর হস্তে পরাজিত রাজ্যচ্যুত এবং তাঁহার দ্বারাই কারারুদ্ধ হইয়া ছিলেন। এই তালিকার সম্পূর্ণাংশ প্রকাশ করায় সম্প্রতি আমাদের কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা কেবল মাত্র বাঙ্গালী রাজগণের তালিকাই দিব।

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রারম্ভের কাল হইতে ৩৮২২ বৎসর ৩ মাস গত হইলে বৈরাগী রাজবংশের চতুর্থ এবং শেষ রাজা মহাবাহু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা দেশের রাজা "আধীসেন" ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া রাজ্য করিতে থাকেন। তাঁহার বংশে ১২ জন রাজা মোট ১৫১ বৎসর, ১১ মাস ও ২ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। উহার বিস্তৃত বিবরণ যথা,—

রাজা	রাজ্যকাল
১। আধীসেন	১৮—৫—২১
২। বিলাবল সেন	১২—৪—২
৩। কেশব সেন	১৫—৭—১২
৪। মাধ সেন	১২—৪—২
৫। ময়ূর সেন	২০—১১—২৭
৬। ভীমসেন	৫—১০—৯
৭। কল্যাণ সেন	৪—৮—২১
৮। হরী সেন	১২—০—২৫
৯। ক্ষেম সেন	৮—১১—১৫
১০। নারায়ণ সেন	২—২—২৯
১১। লক্ষ্মীসেন	২৬—১০—০
১২। দামোদর সেন	১১—৫—১৯

অন্তিম রাজা দামোদর সেন নিজ অমাত্যবর্গের সহিত অন্যায্য আচরণ করায় তাঁহার অন্যতম অমাত্য দীপসিংহ রাজ্যের সৈন্য সমূহকে আপনার বশবর্ত্তী করিয়া প্রভুর সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে রাজা দামোদর সেন নিহত হইলে দীপসিংহ স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বংশই রাজত্ব করিতে থাকে।

তালিকা আমরা অবিকল মুদ্রিত করিয়াছি। "আধীসেন" কে আমাদের "আদিশূর" এবং "লক্ষ্মীসেন" কে "লক্ষ্মণ সেন" বলিয়াই বোধ হয়। রাজগণের

* শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিজী মহারাজ প্রণীত "সত্যার্থ-প্রকাশ," হিন্দী, সপ্তম সংস্করণ (১৯৬১ সংবৎ অথবা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) ৪২০-৪২৪ পৃষ্ঠা।

BLANK PAGE(S)

রাবর পৌর্ব্বাপর্য্য ও সম্ভবতঃ কালবশে বিকৃত হইয়া থাকিবে। যাঁহারা বঙ্গদেশের সেনবংশের বংশাবলী সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা এই তালিকার আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ নূতন আলোক পাইবেন। বাঙ্গালার সেনরাজগণের এক শাখা যে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। রঙ্গপুরের কায়স্থ-সভার অধিবেশনে দিনাজপুরের মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় দেববর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয় পাঞ্জাবের "সুখেত" এবং "মণ্ডী" নামক দুই শৈলরাজ্যের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ঐ দুই রাজ্যের রাজারা এখনও "সেন" উপাধি ধারণ করিতেছেন এবং তাঁহারা বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বঙ্গদেশের পাল এবং সেন রাজারা যে কতদূর পরাক্রান্ত ছিলেন তাহার সম্বন্ধে যথোচিত অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালী কায়স্থগণের গৌরব-কথা জগতে আরও বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিবে। বঙ্গদেশের কায়স্থ সন্তান যে প্রকৃতই ক্ষত্রিয় রাজাদিগের দায়াদ ও বংশধর, তাহা উপকথা নহে,—প্রত্যুত ঐতিহাসিক তথ্য। তবে "বৈজ্ঞানিক" কি না, তাহা "বৈজ্ঞানিক"গণই অবধারণ করুন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

বঙ্গ-ললনা

বঙ্গের ললনা, স্থান আর পেলে না, জনমিলে শেষ বঙ্গে।
কি পাপ করিলে, হেন সাজা পেলে, পদে পদে মনোভঙ্গে ॥
জনমিলে তুমি, নেবে যায় ভুমি, সাত হাত মাপে পাই।
মঙ্গল সূচক, শুভ শঙ্খ রব, তাও ত করিতে নাই ॥
কচি ছেলে বেলা, কত অবহেলা, পর ঘরে যাবে বলে।
ছিল মাথা উঁচু, হতে হবে নীচু, যাবে টাকা বস্ত্র গলে ॥
বড়সড় হলে, বিয়ে দিতে গেলে, কেহ নাহি শুনে কথা।
ঘুরে দেশময়, ফিরে আস্‌তে হয়, পেয়ে মনে কত ব্যথা ॥
কাঙ্গালের দেশ, কাঁদিছে সবাই, টাটা করে দিবানিশি।
এ অমূল্য ধন, কে করে যতন, টাকা পেলে খালি খুসী ॥

যদি রাজি হল, কত কত বল, ফরমাসের কারখানা।
দুনিয়ায় যা আছে, সবই তারা যাচে, নইলে করে তানানানা॥
স্বভাবের ফলে, ঋতুমতী হলে, গঞ্জনার নাহি পার।
না করিলে বিয়ে, দোষী কিসে মেয়ে, এ অদ্ভুত অবিচার॥
চাহে না তোমায়, খুঁজিয়া বেড়ায়, সঙ্গে কিবা টাকাকড়ি।
পয়সার খাতিরে, বধূ যায় ঘরে, হতে অন্তজের বাড়ী॥
খাবার বাসন, বিছানা শোবার, পরিধেয় বস্ত্র, গাত্র অলঙ্কার।
বিয়ের খরচ, আলো বাজনার যোগাড়, বরত তবেত বিয়ে॥
বরের সাজিতে, পট্ট বস্ত্র চাই, ঘড়ি চেন আংটি তার কিছু নাই
ফুল পেতে শোবে, সেও আনা চাই, গুরুজনে বস্ত্র প্রণামে দিয়ে॥
তা না হলে বিয়ে, হইবে কেমনে থাক তুমি বসে বিষণ্ণ বদনে
বিনা পয়সায়, বঙ্গের সন্তানে, কন্যা সম্প্রদান হয় কি কভু?
পৈত্রিক বিষয়, গেছে উঁচু চালে, বাবু হবে কিসে পুত্র না বেচিলে?
ত্রিশ টাকা মাইনে, বি, এ পাশ হলে, জানে সে ছাড়া সাহেব প্রভু॥
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে শিখেছে গোলামী, পদে পদে পায় আক্কেল সেলামী,
পরের টাকায় ফোতো বাবুগিরি বঙ্গ-ললনার সেই তো বর।
কাজেই তোমার টাকা দরকার, নহিলে কি করে চলিবে সংসার,
লোক লৌকিকতা আহার ব্যাভার, সকলিত চাই অতঃপর॥
ঋষির লিখন ঋতুমতী হলে, পিতা, ভ্রাতা যায় নরকেতে গ'লে
যার মুখ দেখে উঠে প্রাতঃকালে, তার হাতে করে সমর্পণ।
আবার দুদিনে হলে তার মেয়ে, বড় হতে থাকে ঘরে খেয়ে দেয়ে,
সময়েতে তার দিতে হবে বিয়ে, যা হবে অদৃষ্টে আছে লিখন॥
এই ত তোমার বিয়ের ব্যাপার, তত্ত্ব না আসিলে শুনিবে ঝঙ্কার
পদে পদে সবে কত কেলেঙ্কার, সারাটি জীবন, বারটি মাস।
শ্বাশুড়ী ননদী সাপিনী বাঘিনী নহেত তাহারা জননী ভগিনী,
মনোমত না হইলে আমদানী খুবলিয়া খায় গায়ের মাস॥
ভুলেছে সে বধূ ছিল এককালে, কত জ্বালা লেখা বঙ্গ বধূ ভালে,
গঙ্গাপানে পা, এখন সকলে, শেখেনি পালিতে, ঘরের বউ।
আদরের ধন ছেলেটি আমার, তার ভালবাসার অপূর্ব্ব আধার,
নাড়া দিলে তাকে ক্ষতি বেশী কার? ভাল করে মনে ভাবে না কেউ॥

ভাল খেয়ে পরে প্রফুল্লিত মনে, থাকিলে সে বধূ প্রসবে সন্তানে,
শিষ্ট শান্ত শ্রেষ্ঠ রূপে গুণে মানে বংশ করি নিজ সমুজ্জ্বল।
ভাল ব্যবহারে হলে রাজি খুসী, আত্মীয়তা জন্মে সদা মুখে হাসি,
প্রাণপণে সেবে যথা সেবাদাসী, এর বেশী কিবা বল সুফল॥
বাগে পেয়ে এখন যা ইচ্ছা তা কর, বাধ্য হয়ে সহে শক্ত শ্বশুর ঘর,
গিন্নি হয়ে যখন উঠবে অতঃপর, ভাল ব্যবহারের বল কি আশ।
তবেই তাহার খেয়ে দিলে মাথা, ব্যথিত না হবে হেরে তব ব্যথা,
হেন সংসারে বল সুখ কোথা, বৃন্দাবনে গিয়ে করগে বাস॥
নিজ বুদ্ধি বলে সংসারের ছবি, নিরখিলে তুমি এঁকেছে যা কবি,
মন সুখে রাখ যদি সুখে রবি, নাতি পুতি লয়ে আপন জন।
নিজে মেয়ে হয়ে মেয়ের যাতনা, প্রসবিয়ে মেয়ে তুমি বুঝিলে না,
পর ঘরে দিয়ে তবু শিখিলে না, সরল করিতে আপন মন॥
তাই বলি বঙ্গে নারীর কপালে, বিধি বাদী হয়ে সুখ না লিখিলে,
পতিপুত্রবতী তার ত শুনিলে, বিধবার কথা নাহিক কাজ।
তাই বলি তুমি কেন জনমিলে, ভূমিষ্ঠ হইয়া কেন না মরিলে,
দারুণ রোগেতে চিকিৎসা করালে, তিলেক তোমার নাহিক লাজ॥
শ্বশুর শ্বাশুড়ী ভাসুর দেবর, আরো আত্মীয়তা যার সনে বর,
অর্থ শোষে যেন কোথাকার পর, শোনে না বোঝে না মানে না কিছু।
পিতা ভ্রাতা মাতা আত্মীয় স্বজন, এ দুখ ঘুচাতে নাহি দেয় মন,
অর্থ বেশী দিয়ে বাড়ায় আকিঞ্চন, দ্বিগুণ তোমার লেগেছে পিছু॥
চির দুঃখ হতে ত্রাণ যদি চাও, বঙ্গদেশ ছেড়ে যথা খুসী যাও,
বিভু পদে নিজ বিপদ জানাও, কে আর শুনিবে মরম কথা।
অধম বাঙ্গালী জানে সব জনে, মানুষ বলিয়া কেহ নাহি গণে,
নরাকৃতি খালি ভরা অভিমানে, কেবা শোনে বল কাহার কথা॥
বন্যপশু যারা বসতি জঙ্গলে, থাকে দেখ তারা মিলিয়া দঙ্গলে,
সদা প্রীত হয় স্বজাতিমঙ্গলে, তা হতেও দেখ ইহারা হীন।
এদের কাজের নাহি পাবে আঁচ, দেখতে হীরামতি ভিতরেতে কাঁচ,
উৎসন্ন যাবার দেখতে পাই ধাঁচ, অনন্ত নরকে হইবে লীন॥
এদের সেবায় বল কিবা আশা, সব কাজে এরা খালি কর্ম্মনাশা,
অকর্ম্মণ্য নিজে পরের ভরসা, নারীর পয়সায় সাজে কি নর।

কুমারীর ব্রত উচিত পালন, বিভুপদে করি আত্মসমর্পণ,
বিদ্যানীতি জ্ঞান করি উপার্জ্জন, তোমরাই দেশ উন্নত কর ॥
ধরম করম আর জাতীয়তা, তব তরে বেঁচে আছে বঙ্গমাতা,
জাতীয় সংগ্রামে ক্লান্ত পিতা ভ্রাতা, করুণা-নয়নে চাহগো আজ।
ভরাডুবি হলে বুদ্ধি লোপ পেয়ে, সুমুখে যা পায় ধরে যথা ধেয়ে,
অতল জলেতে ডোবে জল খেয়ে, বাঁচান এখন তোমার কাজ ॥

বঙ্গীয়-হিন্দু-সমাজ-সংস্কার-সমিতি।

সহমরণ।

(১)

হরিহরপুরের জমীদার বিনয়কুমার ঘোষের প্রথম বিবাহ পিতা ও মাতা উভয় বর্ত্তমানেই হইয়াছিল। প্রথম বিবাহের এক বৎসর পরেই বিনয়কুমারের মাতার মৃত্যু হয়। রূপে গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী-সমা বধূ লইয়া সংসার করা তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন ঘটিয়া উঠে নাই। বধূ সরলার সেই সময় একটি পুত্র হইয়া মারা যায়। এই সময় তাহার পিতা তাহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। ইহার কিছু দিন পরে জনৈক কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারক সরলার বাপের বাড়ী আগমন করিয়া কায়স্থবৃন্দের মধ্যে উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যতা বুঝাইয়া দিলে, স্থানীয় কায়স্থ বৃন্দ সরলার পিতাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সকলেই বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ, গায়ত্রী সন্ধ্যা, পূজা হোম ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ কার্য্য আরম্ভ করেন, অন্যোন্যোপায় হইয়া বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ হরিহরপুরের জমীদার বিনয়কুমারের পিতার শরণাপন্ন হন। এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া সরলার পিতা ও বিনয়কুমারের পিতার মধ্যে সামাজিক গোলযোগের সূত্রপাত হয় ও ক্রমে তাহা মনোবিবাদে পরিণত হয়। পিতা পণ করেন কন্যাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবেন না। লজ্জাবশতঃ সরলাও ইহাতে দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। বিনয়কুমারের পিতাও তখন সরলার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার মানসেই পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আন্তরিক অনিচ্ছাসত্বেও পিতার মত বিনয়কুমারকে সমর্থন করিতে হইয়াছিল।

আর অভাগিনী সরলা তখন কি করিয়াছিল? বুঝি বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায় ছটফট করিয়া অন্তর্জ্জালায় দগ্ধীভূতা হইতেছিল।

আজ দুই বৎসর গত হইল সরলার পিতা ও বিনয়কুমারের পিতা উভয়ই ভবধাম ত্যাগ করিয়াছেন। চারি বৎসর পিত্রালয়ে কাটাইয়া হৃদয়ে নূতন শোক লইয়া সরলা আবার নিজ বাটী আসিল।

প্রথম স্বামী গৃহে পদার্পণ করিয়াই সরলা চারিদিকে চাহিয়া একখানি নোলক-পরা কচি মুখের অনুসন্ধান করিল। কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইল না। তখন তাহার কেমন একটা আশঙ্কা হইল, "তবে কি স্বামী তাকে ভালবাসে না! আহা! শুনেছি শৈশবেই সে পিতৃমাতৃহীনা হ'য়েছে, বৃদ্ধা পিতামহীর যত্নে পালিতা হ'য়েছে, তারপর বিধি যদি অভাগিনীর উপর সদয় হ'য়ে এমন দেবদুর্ল্লভ স্বামী মিলিয়ে দিলেন, তায় কণামাত্র ভালবাসাও তার অদৃষ্টে ঘটল না! এজন্য দোষী কে? আমি না স্বামী? হয়তঃ আমি সর্ব্বনাশীই সেই বালিকার সুখের পথের কণ্টক! স্বামী হয়তঃ আমার স্মৃতি এখনও ভুলেন নি।" ইত্যাদি চিন্তায় ও উৎকণ্ঠায় দিন টুকু কাটাইয়া রাত্রে মুখে হাসি চোখে জল লইয়া সরলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার ছোট বোন্‌টিকে আনা হয় নি কেন?" বিনয়কুমার প্রেমপূর্ণ সজলনেত্রে সুরবালার পানে একবার চাহিল মাত্র কোন উত্তর দিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে বিনয়কুমার কোর্টে যাওয়ার পর, সরলা তাড়াতাড়ি দাসীকে পাল্কী লইয়া ছোট বউ চারুবালাকে আনিতে পাঠাইল। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে আসিয়া ক্লান্তিবশতঃ গৃহাদি পরিষ্কৃত করা হয় নাই। এক্ষণে নূতন উৎসাহে গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় কোর্ট হইতে ফিরিয়া দেখেন তাঁহার বাটীখানি যেন নূতন করিয়া তোলা হইয়াছে। সাদরে পত্নীকে বক্ষে ধারণ করিলেন, আনন্দে সরলার চোখে জল আসিল।

বৈকালিক ভোজনের সময় থালা হস্তে সরলার পরিবর্ত্তে একটি নীলোৎপলনয়না অবগুণ্ঠনবতী বালিকা বধূ বিনয়কুমারের কক্ষে প্রবেশ করিল। অমনি কে যেন বাহির হইতে সশব্দে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল। গত রাত্রের সরলার প্রথম কথাটি স্মরণ করিয়া বিনয়কুমার নিমেষ মধ্যে সব ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। হঠাৎ কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি একটি উন্মুক্ত গবাক্ষের উপর পড়িল; দেখিলেন একখানি চাঁদের মত হাস্যময় মুখ তথায় বিরাজমান। কৃত্রিম ক্রোধে বিনয়কুমার বলিলেন—"এর সমুচিত শাস্তি পাবে।" মুক্ত দন্তে

অধর টিপিয়া গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া আলুলায়িত কেশদাম উড়াইয়া সরলা ছুটিয়া পলাইল।

তাহার পর আরও দুইটী বৎসর অনন্তকালের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। চারুবালার একটি পুত্র হইয়াছে। সে এখন ষোড়শী।

চারুবালা বড়ই লজ্জাশীলা ও অভিমানিনী। একটুতেই সে লজ্জাবতী লতার মত গুটাইয়া মলিন হইয়া যায়। চারুবালা জ্যোৎস্নায় স্নাত স্নিগ্ধ ফুলের মত কোমল। সরলা স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও রাত্রে চারুবালার পুত্র সুধীরকে লইয়া স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করে। স্বামীর গৃহে সে শুধু গৃহিণীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই নিজকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিল। স্বামীর ভার চারুবালার উপরই প্রদান করিল।

(২)

আজ ২২ দিন অতিবাহিত হইল বিনয়কুমার জ্বরে শয্যাগত। দুইদিন হইতে একটু বিকারের ভাবও লক্ষিত হইতেছে। চারুবালা স্বামীর এ ভাব দেখিয়া আহারনিদ্রা একরূপ ত্যাগ করিয়াছে। সরলা কিন্তু নিয়মিতরূপে সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত আছে। ভিক্ষুক একমুষ্টি চাউল পাইল কিনা, বাটীর সরকার, গোমস্তা দাসদাসী প্রভৃতির যথাসময় আহারাদি হইল কিনা, সে সকলেরই তত্ত্বাবধান করিতেছে। আর মাঝে মাঝে রোগশয্যার নিকট গিয়া আপনার বলয়বেষ্টিত শুভ্র সুকোমল হাতখানি রাখিয়া দেহের তাপের পরিমাণ পরীক্ষা করিতেছে। শরীরের তাপের পরিমাণ অধিক দেখিলেও চারুবালাকে ভরসা দিবার জন্য বলিতেছে "আগের চাইতে গায়ের তাপ অনেক কম আছে।" চারুবালা আশান্বিত মুখে নয়ন বিস্তৃত করিয়া সরলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ব্যারাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। সে দিন পীড়ার আধিক্য হেতু কালীবাড়ী পূজা দিতে যাওয়া হয় নাই। চারুবালার আগ্রহাতিশয্যে গ্রামের দুই ক্রোশ দক্ষিণে যে কালীমন্দির আছে তথায় পূজা দিতে যাওয়া স্থির করিল।

অমাবস্যা রাত্রি। সমস্ত জগৎ যেন নীরব! পল্লীপথ যেন আরও নীরবতা ধারণ করিয়াছে। দুইটী হারিকেন লণ্ঠন লইয়া অগ্রে পশ্চাতে দুইজন দ্বারবান মোটা লাঠি হস্তে চলিয়াছে। দুই তিন জন দাস দাসী পূজোপকরণাদি বহন করিয়া চলিয়াছে। মধ্যভাগে অবগুণ্ঠনবতী সরলা ও চারুবালা কম্পিত পদে ধীরে ধীরে চলিয়াছে। চারুবালাকে স্বামীর নিকট থাকিতে সরলা অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে রাজী হয় নাই। সে নিজের স্বামীর মঙ্গলের জন্য যেরূপ প্রার্থনা করিতে পারিবে, অপরে তাহা পারিবে না ইহাই তাহার বিশ্বাস। গ্রামের একজন

বৃদ্ধা সকলেই তাহাকে ঠানদিদি বলিয়া ডাকে তাহাকে এবং সরকারকে স্বামীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে ইহারা মন্দিরের নিকটস্থ হইল। মন্দির মধ্যে প্রথম পদার্পণ করিয়াই সপত্নীযুগল ভূমি স্পর্শ করিবার উদ্দেশে দেবী চরণে প্রণাম করিল। তাহার পর যথাবিধি পূজা দক্ষিণা ও প্রার্থনাদির পর সরলা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল চারু নাই। তখন তাহার বড় ভয় হইল। তাহার পর ভাবিল নিশ্চয়ই সে অন্য দিকে ভুল করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অনেক ডাকাডাকি অনেক অনুসন্ধান হইল, কিন্তু চারু আসিল না। তখন সরলার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, আবার ভাবিল হয়তঃ সে একাই বাটী ফিরিয়া গিয়াছে। উদ্বেলিত হৃদয়ে শুষ্কমুখে সকলে বাটী ফিরিল। কিন্তু কই! চারু কোথায়?

(৩)

একে একে আরও দুই দিবস অতিবাহিত হইল। চারুবালার কোন সংবাদই নাই। বিনয়কুমারের অবস্থা বড়ই খারাপ। আজিকার দিন কাটে কি না কাটে। বৃহৎ অট্টালিকার অভ্যন্তরে যেন নিরানন্দের ছায়া পড়িয়াছে। সকলেই আশঙ্কার সহিত অপেক্ষা করিতেছে কখন সেই অশুভক্ষণ উপস্থিত হয়। সরলা সপত্নীপুত্র সুধীরকে ক্রোড়ে লইয়া উন্মাদিনীবেশে স্বামীর শিয়রদেশে বসিয়াছে। ঔষধ সেবন করাইতেছে; আর মাঝে মাঝে ক্রোড়স্থিত পুত্রের মুখ ও স্বামীর মুখের কতদূর সাদৃশ্য আছে মিলাইয়া দেখিতেছে। অশ্রুপ্লাবনে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। ডাক্তারগণ একবার গৃহে প্রবেশ করিয়া রোগীর মুখ প্রতি সোৎসুক নেত্রে চাহিতেছেন, আর বার বাহিরে যাইয়া চুপে চুপ কি পরামর্শ করিতেছেন।

একজন ডাক্তার কক্ষে প্রবেশ করিয়া উন্মাদিনী সরলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মা, আপনি আর এ ঘরে কেন? রোগীকে আমরা দেখ্‌ছি। সমস্ত রাত জেগে যদি আপনার কি এই বালকটির কোন অসুখ হয় তা হ'লে এ সময় আরও বিপদ হবে।" আসন্ন সময় উপস্থিত বুঝিয়া আর্দ্রকণ্ঠে সরলা বলিল—"ডাক্তারবাবু, চিরদিনের মতই ত এঁকে ছেড়ে দিতে হবে—তবে যে টুকু সময় কাছে থাকতে পারি সে টুকু থেকে বঞ্চিত করবেন না।" ডাক্তার অপ্রতিভ হইলেন, রুমাল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া মানবের সেই শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেমন একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বিনয়কুমারের জীবনপ্রদীপও নির্ব্বাণের পূর্ব্বে তেমনি একবার জ্বলিয়া উঠিল। বিনয়কুমার চারিদিক্ চাহিয়া ডাকিলেন "সুধীর"। সরলা তাড়াতাড়ি স্বামীর বক্ষের উপর

সুধীরকে রাখিল। বিনয়কুমার শীর্ণহস্তে তাহাকে তুলিয়া চুম্বন করিল। সুধীর আবার মাতার কোলে ফিরিয়া গেল। বিনয়কুমার বলিল—"সরলা! আজ বুঝি তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে। চারু কোথায়? আজ ক'দিন থেকে তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমি চলে গেলে তার বড় কষ্ট হবে। তুমি বুদ্ধিমতী তাকে বুঝিয়ে বলো, জীব ম'রবার জন্যই জগতে আসে। এতে দুঃখ নাই। তোমায় আর কি ব'লবো সরো? মৃত্যুর পরপারে আবার আমাদের দেখা হবে, তখন আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন কেউ ছিন্ন কর'তে পারবে না। বড় দুঃখ রইল, শেষ সময়ে চারুকে একবার দেখ্‌তে পেলাম না, ভ—গ—বা—ন"। বলিতে বলিতে বিনয়কুমারের জীবনপ্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাচণ হইল। সরলা শিশুটিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল।

"আমি এসেছি গো, এসেছি" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় চারুবালা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এমন সময় আর না এলেই ভাল হ'ত।" চারুবালা কেমন এক উদাস চাহনি চাহিয়া বলিল—"তিনি নেই?" সরলা বলিল—"সর্ব্বনাশী, কোথায় ছিলে? শেষ সময় স্বামীর বাসনা পোরাতে পার্‌লে না?" চারুবালা হাসিয়া উঠিল; সে রকম উন্মাদের হাসি হাসিতে তাহাকে আর কখনও কেহ দেখে নাই। হাসিতে হাসিতে সে বলিল—"কালী বাড়ীর এক সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বামীর জন্য দৈব ঔষধ দিবেন ব'লে ল'য়ে যান। তুমি যদি যেতে না দাও তাই লুকিয়ে গিয়েছিলুম। তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছি। সন্ন্যাসী ঠাকুর এ কয়দিন আমার ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন, এ কয়দিন আমি কিছুই খাইনি। আমাকে কুপথে নেওয়ার জন্য কত প্রলোভন দেখিয়েছিল। সেই অন্ধকার ঘরে থেকে আমার মনে হ'ল আমার দেবতা আমায় ডাকছেন, অমনি আমার হৃদয়ে যেন দৈবশক্তি এল; দৈত্যদলনী মহাশক্তিকে স্মরণ ক'রে আমি ভণ্ড সন্ন্যাসীর দ্বার ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছি। এতটা অজানা পথ একা আমি কেমন ক'রে এসেছি তাও জানিনা, এও হয়তঃ সেই মহাশক্তির খেলা।" চারু এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অবশেষে বলিল—"দিদিমণি। আমিও যাই, নইলে সেখানে তার সেবা ক'রবে কে! তুমি স্বেচ্ছায় ত আমায় এ ভার প্রদান ক'রেছ। তোমার সুধীর রইল।" এই বলিয়া মৃত স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহারই পার্শ্বে শয়ন করিল। সকলে ধরিয়া উঠাইতে গিয়া দেখিল চারুবালার দেহ প্রাণশূন্য। সাধ্বী স্বামীর সহিত স্বর্গে চলিয়া গেল।

সরলা আকুল আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"হায়, আমার সংস্পর্শে ফল ফুল জলাশয় জনশোভিত নগর মরুভুমিতে পরিণত হয়, এ আমার দগ্ধ অদৃষ্টের ফল।" তাহার পর পুত্রের মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাপ সুধীর, আর সকলের মত তুইও নির্ম্মম হস্‌নে, তুই আমায় ছেড়ে যাস্‌নে বাপ।" সরলা শোক উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বালক কিছু না বুঝিয়া একমাত্র স্নেহনীড় সরলার কণ্ঠ আগ্রহ ভরে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

শ্রীমতী অমিয় বালা বসু

বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয় কি না?

প্রায় চৌষট্টি বৎসর অতীত হইল ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান এবং তিনি নানা কৌশলে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'উইডো রিম্যারেজ য়্যাক্ট' (বিধবা বিবাহ) নামক একটী আইন মঞ্জুর করাইয়া লয়েন। (ইহাতে শোনা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রয়াস পান)। এই আইন দ্বারা যে কোন বিধবা পুত্রবতী হইলেও বিবাহ করিতে পারিবে, এবং যে পুত্র জন্মিবে সেই পুত্র পিতার সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হয়। আইন বলে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটী বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় শত শত চেষ্টা করিয়াও বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে পারেন নাই। তিনি "বিধবা বিবাহ" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে অনেক যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত তাহা প্রমাণ করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ লইয়া যে এক বিরাট সভা হয়, তাহাতে বঙ্গের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন, এবং স্থিরসিদ্ধান্ত হয় যে, বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সভার বিচারের মীমাংসার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়ায়, উহা পাওয়া যায় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, উক্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তিযুক্ত বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায় এবং তৎকালের পণ্ডিতগণ ও

বৃদ্ধগণ স্বর্গগত হওয়ায়, কালপ্রভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবধা-বিবাহ সম্বন্ধীয় যুক্তি প্রমাণ প্রভৃতি অকাট্য অভ্রান্ত বলিয়া নব্য সমাজে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ১২৯৬ সাল অর্থাৎ ৩০ ত্রিশ বৎসর হইল বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গগত হইয়াছেন। এই ত্রিশ বৎসর মধ্যে কালপ্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় এবং নানা জাতির সংস্রবে হিন্দুসমাজের গতি অন্যরূপ হইতে চলিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত অবস্থায় প্রাণপণ যত্নেও যে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে তাহা নব্য শিক্ষাভিমানী লোকদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপক্রম হইয়াছে। সে কালে ধনী ও প্রতিষ্ঠিত লোক বিধবা-বিবাহে সম্মত হন নাই। সমাজে ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যে কার্য্য করেন সমাজের ক্ষুদ্রলোক তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে চলিয়া থাকে।

ইদানীং ধনী ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণ ও একজন কায়স্থ তাঁহাদের বিধবা কন্যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন, এবং সেই কন্যাকে লইয়া যথারীতি চলিতেছেন। দুইজন বুদ্ধিমান্ কৃতবিদ্য প্রতিষ্ঠাবান ও ধনী কলিকাতা সহরে স্বীয় স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় আধুনিক হিন্দুসমাজ যেন একটু বিচলিত হইয়াছে। দেশের ও সমাজের একমাত্র আশাস্থল যে ছাত্রবৃন্দ তাহারা এইরূপ দুই জনের ব্যবহার দেখিয়া এবং নিজেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার নিদর্শন প্রভাবে এবং নিজেদের ধর্ম্ম কি তাহারা শিক্ষার অভাবে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। এমন কি মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, কেহ জানাইতেছেন যে তিনি বিধবা বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। সম্প্রতি ঢাকা-সহরেও একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উপস্থিত হিন্দু সমাজ এমন সঙ্কটময় সময়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে, তাহাকে দেখাইতে হইবে যে এই বিধবা বিবাহ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র, আচার ও যুক্তিযুক্ত কি না? যদি বিচারে বিধবা বিধবা বিবাহ দেওয়া উচিত হয়, তাহা হইলে অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উহা সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে; আর যদি বিচারে অনুচিত স্থির হয়, তাহা হইলে উহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই বিধবা বিবাহ আমাদের সমাজে এক বিষম সমস্যা। এই ভীষণ সমস্যা নিরাকরণের উপায় কি নাই—আছে। সেই উপায় হইতেছে—আমাদের বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি, পুরাণ, সমাজের আবহমান কালের প্রচলিত রীতি ও সারসিক যুক্তি। এই পাঁচটীর সিদ্ধান্ত মানিতে আর্য্য হিন্দু সমাজ নিতান্ত বাধ্য।

এক্ষণে জানা আবশ্যক পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী সিদ্ধান্তের মধ্যে কাহার কিরূপ প্রাধান্য। ঋষিরা এ সম্বন্ধে যাহা মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহাই স্বীকার করিব। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (বিধবা বিবাহ পৃঃ ১৪) যথা—

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তএব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।
আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারে নতু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগ্ ভবেৎ॥" (মনু ১।১০৯)

শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত আচার প্রতিপালন পরম ধর্ম্ম। অতএব আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ, সর্ব্বদা সদাচার প্রতিপালন বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। আচারভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ বেদের ফলভাগী হইতে পারেন না; পরন্তু আচারযুক্ত হইয়া যদি বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হইতে পারেন।

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৭)

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার আপনার প্রীতি এবং উত্তম রূপ বিবেচনা দ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়ই ধর্ম্মমূল বলিয়া কথিত হয়।

"চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ।
আচারভ্রষ্ট দেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ॥" (পরাশর ১।৩৬)

আচারই বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্মপালক, আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ হয়। "জ্ঞাত্বাচানুতিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকঃ প্রশস্যতমো ভবতি। লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।" (বশিষ্ঠ ১ অধ্যায়)

ধর্ম্ম জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে পরলোকে প্রশংসনীয় হয়। বেদবিহিত কার্য্যকলাপই ধর্ম্ম; যদ্যপি বেদবিধি না পাওয়া যায় তাহা হইলে শিষ্টাচারকেই ধার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিবে।

"দেশধর্ম্মজাতিধর্ম্মকুলধর্ম্মান্ শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ।" (বশিষ্ঠ ১ অধ্যায়)

শ্রুতিতে স্পষ্ট না থাকায় মনু জাতিধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতাযা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" (বৃহস্পতি)

বেদার্থ সঙ্কলন করিয়া নিবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা মনুরই প্রাধান্য। মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা অপ্রশস্ত।

"মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্।" (ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ)

মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধ অর্থাৎ পরম পথ্য।

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতপ্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥" (ব্যাস ১।৪।)

যেখানে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতিকথিত বিধিই বলবান্; এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায় সে স্থলে স্মৃতিকথিত বিধি বলবান্।

ইহা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধে মনুস্মৃতি শ্রেষ্ঠ এবং স্মৃতি অপেক্ষায় বেদ শ্রেষ্ঠ। এই স্মৃত্যাদি অবলম্বনেই দেশাচার চলিয়া থাকে। যেখানে এমন কোন ব্যাপার ঘটিয়া যায় যে বেদ স্মৃতি বা পুরাণে তদ্বিষয় নাই সেখানেই দেশাচার শ্রেষ্ঠ। এই গুলির সহিত সদ্যুক্তি সর্ব্বদাই আছে; তাহা সর্ব্বত্র ধর্ত্তব্য। যদি কোনও যুক্তি আচার, পুরাণ, স্মৃতি বা বেদবিরোধী হয় তাহা হইলে উহা অগ্রাহ্য হইবে, সে স্থলে বেদের আদেশই শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

এক্ষণে বিধবা বিবাহ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জানা উচিত যে বিবাহ কি, এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

কায়স্থ-পঞ্জী।

পটীয়া-আনুষ্ঠানিক-ক্ষত্রিয়-সমাজ।—বিগত ২রা ভাদ্র তারিখে চট্টগ্রামবাসী উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণের চেষ্টায় পটীয়াতে আনুষ্ঠানিক ক্ষত্রিয়-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উপবীতী কায়স্থ ভিন্ন আর কেহ এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন না। সভ্যগণকে প্রবেশিকা চারি আনা ও মাসিক চারি আনা চাঁদা দিতে হইবে। দরিদ্র কায়স্থগণকে সম্ভব মত এই সমাজ হইতে উপনয়নের খরচা দেওয়া হইবে। এবং অন্যান্য বিষয় শ্রীযুক্ত রজনীকুমার বিশ্বাস বর্ম্মা সহঃ সম্পাদক পটীয়া মুন্সেফী

আদালত এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানিতে পারা যাইবে। চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা, বি, এ, বি, এল মহাশয় এই সভার স্থায়ী সভাপতি ও শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয় স্থায়ী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত নূতনচন্দ্র চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা এই সমাজের দীর্ঘ জীবন ও কার্য্য সফলতা প্রার্থনা করি।

নোয়াখালি-কায়স্থ-সভার বিবরণ।—বিগত ২৮শে ভাদ্র তারিখে স্থানীয় টাউন হলে এক কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়, শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু মহাশয় সভাপতি মনোনীত হন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্র যুক্তি সমন্বিত বক্তৃতা করেন; তৎপরে ঢাকাবহর নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া যাহাতে এই আলোচনা প্রসারিত ও স্থায়ী হয় তাহা ভালো করিয়া বুঝাইয়াদেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার ঘোষ বি, এল মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। এতদঞ্চলের কায়স্থগণ প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশবাবুর বক্তৃতা ফলে উপনয়নের আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন। অতঃপর আমরা আশা করিতে পারি যে ঐ স্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণ আগামী যে কোন শুভদিনে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া কায়স্থের জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবেন।

ভাঙ্গা-আর্য্য-কায়স্থ-সভা ও প্রচার-সমিতির বিবরণ।—ফরিদপুর জেলায় কুমার ও শীতলাক্ষানদীর সংযোগস্থলে ভাঙ্গা অবস্থিত, ইহা পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রসিদ্ধ ও অন্যতম বাণিজ্য স্থান। ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য নানা কার্য্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি বহু ভদ্র সন্তান বৎসরের অধিকাংশ সময় ঐ স্থানে অবস্থান করেন।

স্থানীয় উৎসাহী কায়স্থ মহাশয়দিগের বিশেষ উদ্যোগে সন ১৩২৪ সালের ২৭শে ভাদ্র তারিখে "ভাঙ্গার আর্য্য-কায়স্থ-সভা" প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ পর্য্যন্ত যথানিয়মে উক্ত সভার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ ফরিদপুরে কায়স্থের মধ্যে উপনয়নসংস্কার বিস্তার এবং কায়স্থধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা জন্য এই সভার অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহাশয়গণ বর্ত্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ হইতে "প্রচার-সমিতি"র সম্পূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুযোগ্য প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের দ্বারা প্রচার কার্য্য যেরূপ ভাবে চলিতেছে তাহা বিশেষ সন্তোষজনক।

বিগত ৩০শে ভাদ্র মঙ্গলবার ভাঙ্গার প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসা বাটীতে উক্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে "ভাঙ্গার আর্য্য-কায়স্থ-সভা"র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। সভাস্থলে স্থানীয় গণ্যমান্য অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব।—"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য প্রণালী ও সভার নেতৃবৃন্দের যত্ন ও উৎসাহ এবং কলিকাতার গণ্যমান্য শিক্ষিত কায়স্থ মহোদয় দিগের সভার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দর্শনে এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং সাধারণের উপনয়ন গ্রহণের পথ সুগম করণার্থ অচিরকাল মধ্যে কায়স্থ-সভার শীর্ষস্থানীয় স্বজাতি মহোদয়দিগের মধ্যে অনুপনীত মহাশয়গণকে উপনীত হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।—ভীষণ দুর্ভিক্ষ হেতু দেশের সাধারণে যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং নিতান্ত বিপন্নাবস্থায় নিপতিত। ভাঙ্গার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থান হইতে সহায়-সম্পদ-বিহীন নিরাশ্রয় স্বজাতির যে প্রকার মর্ম্মান্তিক কাহিনী শুনা যাইতেছে, তাহাতে এখন কোন মতেই নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না, কিন্তু সম্প্রতি এই সভার ভাণ্ডারে অর্থের অত্যন্ত অভাব হেতু এই সভা সভ্য মহাশয়গণকে এই দুর্দ্দিনে বুভুক্ষিত স্বজাতির প্রতি কৃপাবলোকনে যথাশক্তি সাহায্য প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছেন, এবং সভার তহবিলে সামান্য যাহা সঞ্চিত আছে, তদ্দ্বারা বর্ত্তমানে কতক তণ্ডুল খরিদ করিয়া অনশনপীড়িতের মধ্যে সম্ভবমত কিছু কিছু তণ্ডুল ও অর্থ বিতরণ করিতে স্থির করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।—ফরিদপুর জেলায় কায়স্থোপনয়ন কার্য্য দ্রুত গতিতে সম্পাদিত করিবার জন্য এই সভা ফরিদপুরবাসী প্রত্যেক কায়স্থকে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন এবং "প্রচার-সমিতির" কার্য্য নির্ব্বাহার্থে কায়স্থমাত্রেরই নিকট যথাশক্তি সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

চতুর্থ প্রস্তাব।—উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণকে উপনয়নের মর্য্যাদা রক্ষণার্থ শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থানুসারে ক্ষত্রিয়বর্ণানুমোদিত সংস্কার ও অশৌচাদি প্রতিপালন করিবার জন্য এই সভা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব।—চতুর্থ বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী (জমিদার আবদুলাবাদ)।

সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বর্ম্মা।

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহবর্ম্মা ঠাকুরতা ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত।

২৬ জন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।—এই সভাকে "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা" শাখা মধ্যে পরিগণিত করায় উক্ত সভার মাননীয় সভাপতি ও সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় দিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই শাখা-সভার স্থায়িত্ব ও মঙ্গল কামনা করি।

অল-ইণ্ডিয়া-পাবলিক-লাইব্রেরিস্-কনফারেন্স।

বিগত ৭ই ৮ই ও ৯ই কার্ত্তিক মাদ্রাজ সহরে উক্ত সম্মিলনের প্রথম সাধারণ অধিবেশন সমারোহে হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জে, এস, কুদলকার এম, এ, এল, এল, বি (ষ্টেট-লাইব্রেরি-বরোদা) মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। মহামান্য লর্ড ওয়েলিংডন এই নব সম্মিলনে যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সম্মিলন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্র ও সর্ব্ব প্রকার মাসিক পত্রিকার প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এস, কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার বি, এ, বি, এল মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত সি, এস, গোবিন্দ রাজা মুদালিয়র বি, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত এন, এস, রায়ন বি, এ, মহাশয়দ্বয় সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার মুখপত্র "কায়স্থ-পত্রিকা" এই ভারতবর্ষীয় পত্রিকা প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্য উক্ত সম্পাদক মহাশয় কায়স্থ-পত্রিকা পাঠাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার পত্রানুযায়ী ১৩২৬ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয় সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকা পাঠান হয়। ভারতবর্ষীয়-পত্রিকা-প্রদর্শনীতে 'কায়স্থ পত্রিকার' সমাদর হওয়া পত্রিকার পক্ষে গৌরবের কথা। আমরা এজন্য উক্ত সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কায়স্থোপনয়ন। বিগত ১৪ই ভাদ্র ১৩২৬ পটীয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস বিশ্বাসদেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাসা বাটীতে পটীয়া আনুষ্ঠানিক ক্ষত্রিয় সমাজের উদ্যোগে প্রথম উপনয়ন কেন্দ্র হয়। বাগদণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন ঐ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মোটপাড়ার পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভাটি-খাইনের গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, হুচিয়ার শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, ও সুচক্রদণ্ডীর প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ সহায়তা করেন। উপনয়নের পূর্ব্বদিনে শ্রীযুক্ত রামরতন নন্দী বর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় বহু ব্রাহ্মণ মহোদয়-

গণ সম্মিলিত হইয়া শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করেন। পর দিবস নিম্নলিখিত কায়স্থ সন্তানগণ যথারীতি মস্তক মুণ্ডনাদি করিয়া বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন।

১। মজুমদার,—পূর্ণচন্দ্র ২। বিশ্বাস-হরকুমার ৩। রজনীরঞ্জন ৪। সারদাকুমার ৫। সতীশচন্দ্র ৬। নিকুঞ্জবিহারী ৭। নলিনীরঞ্জন ৮। মনোরঞ্জন ৯। হরিরঞ্জন ১০। নির্ম্মলচন্দ্র ১১। রমণীরঞ্জন, সাং সুদণ্ডী। ১২। দাস—গগণচন্দ্র ১৩। জ্যোতিন্দ্রলাল, সাং ভাটীথাইন। ১৪। বিশ্বাস—অবিনাশ চন্দ্র ১৫। বঙ্কিমচন্দ্র, সাং চক্রশালা। ১৬। সুখেন্দু নন্দী সাং জঙ্গলথাইন। গৈরিক বস্ত্রে দণ্ডীধারণ করিয়া উপনয়ন শেষে ইহারা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। অতঃপর সকলে সমবেত হইলে পণ্ডিত শরৎচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় দ্বিজোচিত বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পূজা জপ, হোম প্রভৃতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা করেন। সমাজের সাহার্য্যকল্পে বাবু রাজচন্দ্র দত্ত এবং আরও অনেকে অর্থ সাহার্য্য করেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নব সমাজের কর্ম্মীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আন্তর্গণিক বিবাহ। এলাহাবাদের উকিল মুন্সী ঈশ্বরশরণ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শঙ্করশরণ বি, এ, (অক্সফোর্ড) বার-এট লর সহিত আলোয়ারের ভূতপূর্ব্ব ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত লছমীসহায় মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরপক্ষীয় শ্রীবাস্তব, এবং কন্যা পক্ষীয় অষ্ঠানা কায়স্থ। পাত্রের পিতামহ শ্রীযুক্ত ছোটলাল সাহেব গোরক্ষপুরের বিখ্যাত উকিল ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। পাত্রীর পিতামহ লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত অবসর প্রাপ্ত গভর্মেণ্ট ফরেষ্ট অফিসার রায় সাহেব জোয়ালাপ্রসাদ। উভয় পিতামহই সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারা ভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ দিয়া যে সৎসাহস দেখাইয়াছেন তাহা ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সমাজের অনুকরণীয়। আমরা বৃদ্ধ পিতামহদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া নবদম্পতীর মঙ্গল ও মধুময় জীবন প্রার্থনা করি।

বিনাপণে বিবাহ। বিগত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সাল ৩৫নং হোগলকুঁড়িয়া-নিবাসী স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দত্ত (সাং হাওড়া, মাপুড়দহ) মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান গোবিন্দ দাস দত্ত বি, এস, সির সহিত ৩নং কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট নিবাসী ৺কালিদাস মল্লিকের পুত্র ও ৺প্রসন্ন নারায়ণ দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সহজ মুখ্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মল্লিক মহাশয়ের ৪র্থা কন্যার শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে কোন দেনা পাওনার কথা হয় নাই। শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু পুত্রের বিবাহের জন্য ২০।২৫ হাজার টাকা পণ প্রস্তাব পাইয়া-

ছিলেন, কিন্তু ঐ মূল্যে পুত্র বিক্রয় করিয়া কায়স্থের গৌরব নষ্ট করেন নাই। পরন্তু এই বিবাহে কন্যা পক্ষ হইতে কিছু না লইয়াও ব্রাহ্মণ বিদায়, কাঙ্গালী বিদায় ও ভোজন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিবাহ ব্যাপারে ২০।২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন আমরা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে ধন্য হইয়াছি, কিন্তু এই টাকার কতকাংশ দীন-দরিদ্র কায়স্থ-বালকের বিদ্যাশিক্ষার্থ বা অনাথা কায়স্থ বিধবার সাহায্যার্থ অথবা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত মন্দির বা জাতীয় পরিষদ্ নির্ম্মাণ জন্য কায়স্থ-সভার স্থাপিত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইলে অধিকতর শোভনীয় হইত।

ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ। বিগত ১৬ই শ্রাবণ তারিখে বগুড়া জেলা-গোপীনাথপুর বড়তারা মোকামে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ গ্রামস্থ স্বজাতি কায়স্থ ও অন্যান্য হিন্দুগণ এই শ্রাদ্ধে যোগদান ও আহারাদি করিয়া কৃতীকে ধন্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মথুরা বাবুর এই সৎসাহস কায়স্থ সভার সভ্যের উপযুক্তই হইয়াছে।

২। বিগত ১৯ আশ্বিন ৪।১ নং আমহার্ষ্টরো নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা মহাশয়ের জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ব্রতী ছিলেন। অধ্যাপকবিদায়, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। কায়স্থসভার সভ্যবৃন্দের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু কায়স্থ-সভার পুরাতন সভ্য তিনি অনুমান ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে উপনয়ন লইয়া এ যাবৎ সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম ক্ষত্রিয়াচারেই করিয়া আসিতেছেন, আমরা তাঁহার মাতার এই ক্ষত্রোচিত শ্রাদ্ধে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(৩) কায়স্থ সভার অন্যতম সভ্য বগুড়া মাদলা-নিবাসী জমিদার ৺কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন তালুকদার (মাদলা, বগুড়া) শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র তালুকদার, (মাদলা) তারাপ্রসন্ন চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র তালুকদার (বেজরা, বগুড়া), প্রভাতচন্দ্র বাগচী (মালঞ্চনগর, বগুড়া), কৃষ্ণকিঙ্কর সাংখ্যতীর্থ (রায়কালি, বগুড়া), কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি (কলসকাঠি, বরিশাল), শরৎচন্দ্র বিদ্যারত্ন (কোটালিপাড়া, ফরিদপুর), হৃষিকেশ বিদ্যাবিনোদ (মালঞ্চি, পাবনা), মাধবচন্দ্র

বিদ্যাবিনোদ (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মনোমোহন ভট্টাচার্য্য (কুড়িগ্রাম, রংপুর), হরিমোহন ভট্টাচার্য্য (কাশিয়াপাড়,) হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (হরিপুর), সারদাসুন্দর চক্রবর্ত্তী (হরিপুর, রংপুর), প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্রতী হইয়া দান দক্ষিণা বরণ গ্রহণ করিয়া বাধিত করিয়াছেন।

আমরা কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কায়স্থ-যোগিনী।—সম্প্রতি বালিয়া জিলা নিবাসিনী শ্রীশ্রীসুবচন মাতাজী, রামনগরে আসিয়াছেন। বেনারস হইতে প্রকাশিত "আওয়া-ত্মা-ই-খালক" নামক সংবাদ পত্রে তাঁহার জীবনী বাহির হইয়াছে। ইনি স্বামীর জীবদ্দশাতেও সন্ন্যাসীনী জীবন যাপন করিতেন। প্রেম-তরঙ্গিনী, বিজ্ঞান-সাগর ও বিদেহ-মোক্ষ-প্রকাশ নামক তিনখানি ভক্তি পুস্তক লিখিয়াছেন যাহা অনেকেই আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেছেন। যাঁহারা স্বর্গীয় কবিতার আস্বাদ লইতে চাহেন তাঁহারা এই ভক্তিময়ী সন্ন্যাসীনীর আবেগময়ী কবিতালহরী পাঠে পুলকিত ও মুগ্ধ হইবেন ইহা উক্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন। রামনগরে বহুলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। তাঁহার শরীরে এমন দিব্য দ্যুতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা সাধু ভক্তের পবিত্র দেহেই সম্ভবে। আমরা সুদূর বঙ্গদেশ হইতে শ্রীশ্রীমাতাজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সপ্তম অধিবেশন।

২৮শে ভাদ্র, ১৩২৬ সাল, রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টা।

সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিতঃ—

১। কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)। ২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা। ৩। শ্রীকেদারনাথ মিত্র। ৪। শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী। ৫। শ্রীশরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। ৬। শ্রীহীরালাল মিত্র বর্ম্মা। ৭। শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত। ৮। শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু। ৯। শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ। ১০। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১১। শ্রীনীতিশচন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা। ১২। রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। ১৩। শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। ১৪। শ্রীকুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা প্রাজ্ঞ। ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত। ১৬। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা। ১৭। শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। ১৮। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেব বর্ম্মা (ফরিদপুর), রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় (কৃষ্ণনগর), শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (ভাগলপুর) মহাশয়গণ সভায় যোগদান করিতে না পারায় পত্র দ্বারা তৎসংবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রথম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন "গত পঞ্চম অধিবেশনে বাজেট কমিটীর মন্তব্য আলোচনার সময় শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি লিখিয়া পাঠানয় উহা যখন কার্য্য-বিবরণীর শেষ ভাগে সংযোজিত হইয়াছে তখন তাহার উত্তরে আমিও যাহা বলিয়াছিলাম তাহাও সংযোজিত হওয়া উচিত।" অনেকেই তাহা অনুমোদন করায় সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ঐ মন্তব্য লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে তাহা লেখা হওয়ার পরে উক্ত কার্য্য বিবরণী সহ ঐ সমস্ত সংযোজিত অংশ গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। গত শ্রাবণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শন। পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উহা যথারীতি গৃহীত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। ব্যাঁঙ্কে সভার টাকা রাখা সম্বন্ধে। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "সভার সম্পাদক স্বরূপ ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের নামে Messrs. Thacker Spink & Co.র ব্যাঙ্কে সভার টাকার Current account ছিল। উহাতে ৯।৶৩ টাকা এখনও জমা আছে। এক্ষণে শরৎবাবুর নামের পরিবর্ত্তে অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নামে উক্ত ব্যাঙ্কে হিসাব রাখার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। শরৎবাবু তাহা অনুমোদন করিয়া আবশ্যকীয় পত্রাদি লিখিয়া দিবেন জানাইলে সেইরূপ করা স্থির হইল এবং এই প্রস্তাবের ইংরাজী অনুলিপি শরৎবাবুর পত্রসহ উক্ত ব্যাঙ্কে পাঠান হইবে তাহাও স্থির হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। ৺দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা সম্বন্ধে। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন গত ৬ষ্ঠ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে এই ভাণ্ডার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অনুলিপি শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়কে পাঠাইয়া মায় সুদ ৫০০৲ টাকা ও দান পত্র অর্পণ করিতে লেখা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেছি :—

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্ কলিকাতা। ২০।৫।১৩২৬

মান্যবর বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা সম্পাদক মহাশয়—সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—১৭ই যে পত্র লিখিয়াছেন পাইলাম।

ট্রাষ্ট পত্রের খসড়ায় মহেন্দ্রবাবুর মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ও বিশদরূপে প্রকাশ ছিল না বলিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে পাঠের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইয়াছিল, তিনিও আমার পিতা ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া দিবেন বলিয়া ফেরত চাহিয়াছিলেন। খসড়া তাঁহারই নিকট থাকা সম্ভব, আমার কাছে নাই, এবং আপনাদের দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মহেন্দ্র বাবুর কখনই ইচ্ছা ছিল না যে সভাকে উক্ত ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা একেবারে দিবেন। তিনি উক্ত টাকা আমার নিকট জমা রাখিয়াছিলেন এবং তাহার সুদের কিয়দংশ মাত্র আপনাদের সভাকে প্রতিবৎসর দেওয়ার অভিপ্রায় ছিল। আমিই চেষ্টা করিতে ছিলাম যাহাতে উক্ত ৫০০৲ এক কালীন সভাকে দান করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, এবং এখন তিনি মনস্থির করিয়া নূতন ট্রাষ্ট পত্র সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত টাকা আমার ও যতীন বাবুর নিকটে থাকা তাঁহার বরাবর অভিপ্রায় ছিল ও এখনও আছে। অপরের হস্তে দিতে তিনি বরাবর নিষেধ করিয়াছেন। এখন যেরূপ ট্রাষ্ট পত্র সম্পাদন করিয়াছেন

তদনুযায়ী আপনারা সুদ হইতে বাৎসরিক কিছু কিছু লইতে যদি আপনারা অনিচ্ছুক হন, সুদ কিরূপে ব্যয় হইবে তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাই হউক, ঐ টাকায় সভার কোন দাবী চলিতে পারে না এবং আমিও আপনাদের দিতে পারি না। ইতি

বশম্বদ—

শ্রীশরৎকুমার মিত্র।

এক্ষণে এ সম্বন্ধে কি করা যাইবে তাহা আপনারা স্থির করুন।" অমৃতবাবু বলিলেন—"এই টাকা শরৎবাবুর নিকট ব্যক্তিগতভাবে গচ্ছিত থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে কার্য্য-বিবরণীতে উল্লেখ করা থাকিত এবং শরৎ বাবুও তাহা সে সময় ব্যক্ত করিতেন। তিনি বলিতেছেন ট্রাষ্ট পত্রের যে খসড়া সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল তাহা মহেন্দ্রবাবুকে ফেরত দেওয়া হয়, কিন্তু সমিতির বিনানুমতিতে উহা ফেরৎ দিবার অধিকার শরৎ বাবুর ছিল না এবং তৎপরে যদি উহা ফেরৎ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা আবার মহেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে ফেরৎ লইয়া সভায় রাখা শরৎ বাবুর কর্ত্তব্য ছিল। আরও বুঝা যায় যে শরৎ বাবুও উক্ত টাকাকে সভার টাকা জ্ঞানেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, কারণ ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকিলে এই টাকা সম্বন্ধীয় এককালীন দানের কথা, তাহাকে সুদে খাটাইবার কথা ইত্যাদি, কাঃ নিঃ সমিতিতে তাঁহার উত্থাপন করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।" অমৃত বাবুর যুক্তি অনেকেই সমর্থন করায় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কাঃ নিঃ সমিতির পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য বিবরণীতে যাহা লেখা আছে তাহা পুনরায় শুনিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ১৩২০ হইতে ২৫ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য-বিবরণীর যে যে স্থানে এ সম্বন্ধে লেখা আছে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলেন—"এই সমস্ত কার্য্য-বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উক্ত ৫০০৲ টাকা সভাকেই দান করা হইয়াছিল এবং শরৎ বাবু সম্পাদকরূপেই সভার নির্দ্দেশমত এতদিন উহা নিজের নিকট রাখিয়া ছিলেন; ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকিলে নিজ দায়িত্বে ধার দিয়া ২৩ সালের অষ্টম অধিবেশনে উহা সমিতির মঞ্জুর করাইবার কোন আবশ্যক ছিল না। ঐ টাকা আইনতঃ সভারই সম্পত্তি।" শরৎবাবু বলিলেন—"এই সমস্ত কার্য্য-বিবরণীতে স্পষ্টরূপে লিখিত না হইলেও মহেন্দ্রবাবু উক্ত টাকা সভায় এক কালীন দান করেন নাই এবং সেরূপ কল্পনাও তাঁহার ছিল না।" অতঃপর কিরণবাবু বলিলেন—"আমি কয়েকমাস কলিকাতায় ছিলাম না, ফিরিয়া আসিয়া শুনিয়াছি শরৎবাবুর বাটির ফটকের গায়ে এই টাকা সম্বন্ধে কি এক প্রস্তর ফলক লাগান হইয়াছে, অতএব তাহাতে

কি লেখা আছে জানিতে ইচ্ছা করি।” নগেনবাবু উক্ত প্রস্তর ফলকে যাহা লিখিত আছে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন যথা :—

ওঁ
কাশী বিশ্বনাথ
ভারতবর্ষীয় কায়স্থ একজায়ী মহাসম্মিলন সমিতি
একতা প্রচলিত হওয়ার মূল নেতা
মাননীয় সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মণ্
ও তস্য পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মণ্
সম্মিলন পুংক্তি ভোজন ১৩২০ সাল
রাজবাড়ী শোভাবাজার কলিকাতা
সহযোগী
দেবরাণী গুহ রায় বর্ম্মণী ধুমঘাট, রাজপরিবার
পাঞ্জাব হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত ১২টী
সভায় সাহায্য করিলেন
স্মরণার্থে তস্য পুত্র
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুহ রায় বর্ম্মণ সিলা স্থাপিত
আদীমবাস, আকারপুর জেলা ২৪ পরগণা।

পাঠ শেষ হইলে অনেকেই বলিলেন—ইহার অর্থ কিছুই বুঝা গেল না এবং ওরূপ শিলালিপি শরৎবাবুর বাটীতে বসানর অনুমতি দেওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই, মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছেন ও রুগ্ন বলিয়া এক্ষণে তাঁহার মস্তিষ্কেরও ঠিক নাই; টাকাটা যখন শরৎ বাবুর নিকট রহিয়াছে তখন তিনি এই সভার টাকা সভায় দিলেই সব গোল চুকিয়া যায়, শরৎ বাবু বলিলেন “আমার বক্তব্য অনেক বারই বলিয়াছি এবং পত্রেও জানাইয়াছি, আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন, আমি টাকা দিতে পারি না।” যতীন্দ্রবাবু বলিলেন “এই ভাণ্ডার লইয়া এরূপ গোলযোগ বড়ই দুঃখের বিষয়, যাহা হউক আমি মহেন্দ্র বাবুকে একবার বুঝাইয়া দেখার চেষ্টা করিব।” তাহাতে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় বলিলেন “মহেন্দ্রবাবু সভায় টাকা দান করিয়াছেন এবং সভাও গ্রহণ করিয়াছেন; এখন তাঁহার কোন নূতন প্রস্তাব সভা শুনিতে বাধ্য নহেন। আমরা মহেন্দ্র বাবুকে জানি না, শরৎ বাবুকেই জানি, তিনি সভার হিসাব বহিতেও বরাবর উহার হিসাব লিখিয়া আসিতেছেন; তাঁহারই নিকট হইতে টাকা প্রাপ্য। কিন্তু এক্ষণে তিনি

তাহা দিতে অস্বীকার করায় অত্যন্ত অন্যায় করিতেছেন তজ্জন্য আমরা বড়ই দুঃখিত এবং সেইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব করি।” তাহাতে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে এ বিষয় অদ্য স্থগিত করিয়া আগামী রবিবারে যেরূপ হয় করিবেন, কারণ তিনি অবগত হইলেন যে মহেন্দ্র বাবু এক্ষণে পীড়িত অবস্থায় শরৎ বাবুর বাটীতেই আছেন, এজন্য তিনি স্বয়ং একবার তাঁহাদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া এ সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিবেন। যতীন্দ্র বাবুর অভিপ্রায় মত আগামী রবিবারের জন্য এ বিষয় স্থগিত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। কর্ম্মচারী সম্বন্ধে। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন “বিগত ৫ম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে গত ২৬শে শ্রাবণ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্রকে নোটীশ দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে তাঁহার বেতন ৩০৲ ত্রিশ টাকা হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে; তাহাতে তিনি আমায় মৌখিক জানাইয়া ছিলেন যে ইহাতে তাঁহার পোষাইবে না। তৎপর দিবস (২৭শে শ্রাবণ) তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য ১৫ দিনের ছুটীর দরখাস্ত করেন এবং আমি তাহা মৌখিক মঞ্জুর করায় তিনি স্বদেশে গমন করেন। তৎপরে ১লা ভাদ্রের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের প্রস্তাব মত তাঁহাকে ৯ই ভাদ্র রেজেষ্টারী পত্রযোগে উক্ত প্রস্তাবের অনুলিপি পাঠাইয়া নোটীশ দেওয়া হয়। তাহার ২।১ দিবস পরে তাঁহার এক পত্র পাই যাহাতে তিনি আরও ১৫ দিবস বিদায় পাওয়ার প্রার্থনা করিয়াছেন। তদুত্তরে তাঁহাকে ১১ই ভাদ্র আর একখানি রেজেষ্টারী পত্রযোগে উক্ত ৯ই ভাদ্রের নোটীশের নকল পাঠান হয় ও এইরূপ মর্ম্মে লেখা হয় যে তিনি সকল বিষয় বুঝ সমুঝ করিয়া না দিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায় কার্য্য করণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে এজন্য তাঁহাকে আর ছুটী দেওয়া অসম্ভব, কাজেই তাঁহাকে পত্র পাঠ কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। সেই তারিখে (২৮শে আগষ্ট) ঐ মর্ম্মে তাঁহাকে এক টেলিগ্রামও করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আজ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত পত্রের কোন জবাব দেন নাই বা সময়মত কার্য্যে যোগদান করেন নাই। ৩।৪ দিন হইল তিনি কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যে যোগদান করিবেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে জানান হয় যে তিনি বিদায় কাল উত্তীর্ণ হওয়ার অনেক পরে আসিয়াছেন, বিশেষতঃ আমাদের পত্রের ও টেলিগ্রামের প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই, এ সমস্ত কার্য্য ভাল হয় নাই, আগামী কাঃ নিঃ সমিতির অধিবেশনে যেরূপ স্থির হইবে সেইরূপ করা যাইবে। তৎপরে অদ্যকার সভায় শরৎবাবুর নিকট হইতে উপেন্দ্র বাবুর গতকল্য তারিখের লিখিত পত্র এই মাত্র পাইলাম। পত্রে কল্যকার তারিখ থাকিলেও অদ্য দুইবার লোক

পাঠান সত্ত্বেও তিনি তাহার হস্তে এই পত্র দিবার সুবিধা বোধ করেন নাই। যাহা হউক এই পত্রে তিনি অনুগ্রহ বিদায়ের প্রার্থনা করিয়াছেন এক্ষণে এ সম্বন্ধে কিরূপ করা কর্ত্তব্য আপনারা স্থির করুন।" অনেকেই বলিলেন, এ অবস্থায় তিনি ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বেতন পাইতে পারেন না। তৎপরে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন "কর্ম্মচারী কার্য্য না করিলে বেতন পাইতে পারেন না ইহাই সাধারণ নিয়ম, অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, সম্পাদকদ্বয়ই যখন তাঁহার নিকট হইতে কার্য্য লইবেন তখন তাঁহাদিগের উপরেই ভার দেওয়া হউক যে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বেতন কর্ম্মাধ্যক্ষকে দেওয়া উচিত কিনা এবং সে সম্বন্ধে যেরূপ হয় ব্যবস্থা তাঁহারাই করিবেন।" উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হইল যথা :—

প্রস্তাবক—শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)।
সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

১। (বঃ) শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ গুহ রায়।
৩০ নং রতু সরকারের লেন, কলিকাতা।

২। (বঃ) শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ।
মোচনা পোঃ, ফরিদপুর।

৩। (বঃ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু।
৩৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। (বঃ) শ্রীযুক্ত অসীতারঞ্জন চন্দ্র।
২৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। (বঃ) শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দেব।
৩০০ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। (বঃ) শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র।
৫ নং কালীকুমার বানার্জ্জির লেন, টালা, কলিকাতা।

৭। (দ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা।
এঃ এষ্টেসন মাষ্টার, কাকিনাড়া E.B.R.
ভাটপাড়া, পোঃ ২৪-পরগণা।

৮। (দ) শ্রীযুক্ত চুনীলাল পাল বর্ম্মা বি, এ,
৪৪ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট কালীঘাট, কলিকাতা।

৯। (ব) শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস বর্ম্মা।
২৬।৩ আরমানিয়ান্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০। (বঃ) শ্রীযুক্ত মানদাচরণ সেন।
আরমানি ঘাট ষ্টীমার আফিস, কলিকাতা।

১১। (বঃ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
৫।১ নং নন্দরামসেনের ফাষ্ট লেন,
কলিকাতা।

১২। (বঃ) শ্রীযুক্ত গনেশচন্দ্র দত্ত
১৮ নং হিদারাম বানার্জ্জির লেন, কলিকাতা।

১৩। (ব) শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী সরকার।
৬৭ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৪। (বঃ) শ্রীযুক্ত কুসুমেশ্বর বসু।
৩৮ নং ব্রজনাথ দত্তের লেন,
বৌবাজার, কলিকাতা।

১৫। (বঃ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রিয় মিত্র।
৪৫।১ নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬। (দঃ) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র।
৩৩ নংওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৭। (বঃ) শ্রীযুক্ত হরকান্ত গুহ বর্ম্মা।
২৬৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮। (বঃ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু।
২৬৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯। (বং) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ধর।
২৬৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২০। (বঃ) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রাহা।
কাউয়াকুরী, দত্তকেন্দুয়া পোঃ, ফরিদপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক)
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

২১। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়।
১৭৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু।

২২। শ্রীযুক্ত কামাক্ষ্যাপ্রসাদ বসু, বি, এল্।
ডেপুটী কালেকটার, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।

২৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু (১২৲ হিঃ)।
২৭, চুনাপুকুর লেন, বৌবাজার, কলিকাতা।

২৪। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মল্লিক (৬৲ হিঃ)।
৩ কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সপ্তম প্রস্তাব বিবিধ। নগেন্দ্র বাবু কয়েকটী সাহায্য প্রার্থীর পত্র সমিতিতে উপস্থিত করায় স্থির হইল যে সম্পাদকগণ সভার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং প্রার্থীগণ উপযুক্ত পাত্র কি না সবিশেষ অনুসন্ধান লইয়া যথা বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্র ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর।	স্বাক্ষর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমন্মথনাথ মিত্র
সম্পাদক	সভাপতি
৯।৭।২৬	

শ্রীজয়গোপাল নন্দী। সাং কোন্নগর।

কায়স্থ-পত্রিকা

অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

নিত্য-ভক্ত দেবেন্দ্রবিজয়ের নিত্য-ধামে প্রবেশ।

ছোট বড়, সামান্য অসামান্য কাজের মধ্য দিয়া মানুষকে দেখিতে হয় সত্য, কিন্তু কাজের তালিকা দেখিতে দেখিতে, আমরা অনেক সময়ে এত মুগ্ধ হইয়া যাই যে, কর্ম্মান্তরালে যে সত্যকার মানুষটি কাজ করিয়া, কৃত কর্ম্মের বিরাট্ স্তূপ পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে দেখি না এবং কর্ম্মস্তূপ-পাদ-মূলে আমরা হৃদয়ের নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিতে ও প্রশংসা করিতে বসিয়া যাই। আজ দার্শনিক দেবেন্দ্রবিজয়ের তিরোধানে আমাদের মনে বারংবার এই কথাই জাগিয়া উঠিতেছে যে, তাঁহাকে কি রকম ভাবে দেখিলে ঠিক দেখা যাইবে, তাঁহার সত্যকার মূর্ত্তি কেমন করিয়া দেখিতে হইবে? মানুষ তাহার জীবন-লীলার যেটুকু হিসাব রাখিয়াছে, তাহা ত যথেষ্ট নয়; তাহা সুদীর্ঘ হইতে পারে, সুবিস্তৃত হইতে পারে, এমন কি, সুচারু হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। আমরা দেখিতে পাই, তিনি ১২৬৪ সালে ২৮শে ফাল্গুন বুধবার দিন, ইংরাজি ১৮৫৮ সালের ১০ই মার্চ্চ তারিখে হুগলি জেলার অন্তর্গত জিরেট বলাগড়ের নিকট বাকসাগর গ্রামে রত্নগর্ভা গঙ্গামণির গর্ভে বরেণ্য কায়স্থ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। সন্তানের পরিচয় দিবার

পূর্ব্বে এইটুকু বলিতেই হইবে যে, গঙ্গামণি নিষ্ঠাবতী ধর্ম্মপরায়ণা বিদুষী রমণী ছিলেন এবং তিনিই পুত্র দেবেন্দ্রবিজয়কে জ্ঞানরাজ্যের প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন। পুণ্যবতী প্রসূতির পুণ্য হৃদয় হইতেই শিশু দেবেন্দ্রের সুকুমার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয়। জনক শ্যামাচরণ, সম্ভ্রান্ত বসু-বংশীয় জমিদারের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাগ্যবিপর্য্যয়ে লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণ তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন, লোকমতের নিকট মাথা হেঁট করিয়া তিনি কোন দিন সত্যকে সহজে ত্যাগ করিতে শিখেন নাই।

দার্শনিক দেবেন্দ্রবিজয়ের শৈশব জীবন পল্লীবাসেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটন কলেজ হইতে তিনি এফ,এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ইহার পর বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন এবং এক ছাত্রাবাসে থাকিয়া সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও আয়ুঃশাস্ত্র আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। ভালো ছেলে ছিলেন বলিয়া কোন দিন তিনি কেবল ক্লাসের পড়ায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না; বর্ত্তমান কালে দেখা যায়, অনেক ভালো ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা বই-কখানি ছাড়া আর কিছু পড়ে না—পড়া আবশ্যক মনে করে না। কিন্তু ছাত্র দেবেন্দ্রবিজয়ের ছাত্রজীবনের এই একটি বৈশিষ্ট্য যে, তিনি জ্ঞানরাজ্যে জাতিভেদ মানিতে পারিলেন না। তাঁর বিজ্ঞান-রস পিপাসু হৃদয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সকল শাস্ত্র হইতেই রস গ্রহণ করিতে লাগিল।

দারিদ্র্য-দুঃখ তাঁহাকে কোন দিন পরাস্ত করিতে পারে নাই, তাঁর চিত্তকে কোন দিনই বিক্ষুব্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। কলেজে যখন তিনি ছাত্র, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল না থাকিলেও জ্ঞান-রত্ন আহরণে তিনি এক দিনও অবসর লন নাই। বি, এ, পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া যখন এম, এ পড়িবেন, এমন সময় তাঁর পিতার অকালমৃত্যু হইল, সমস্ত সংসারের বোঝা তাঁরই ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। জনকের জীবন-লীলা শেষ হইবে, এ আশঙ্কা তাঁহার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তাই পিতৃ-ভক্ত পুত্র বিবাহ করিয়া পিতার শেষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত আধুনিক বঙ্গনাট্যের প্রতিষ্ঠাতা ৺দীনবন্ধু মিত্রের একমাত্র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

দুঃখ, সেই সকল চিরকাপুরুষদিগকেই সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়, পারিবারিক দুর্ঘটনা ও দারিদ্র্য, তাহাদিগকেই বাধা দেয়, যাহারা সত্যের চেয়ে

সুখকে এবং ন্যায়ের চেয়ে সুবিধাকে মানিয়া চলে। কিন্তু এই দারিদ্র্যই দৃঢ়মেরুদণ্ড বীর-সন্তানগুলিকে অভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া, প্রতিকূল স্রোতে মাথা তুলিয়া চলিতে শিক্ষা দেয়। দেবেন্দ্রবিজয় এম, এ, পড়িতে লাগিলেন—পরীক্ষার বৃত্তি ও গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য তাঁহার সংসার ও নিজের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য যথেষ্ট হইল। বিজ্ঞানের ছাত্র ইতিহাস লইয়া এম, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু ব্যাধি বাধা দিল, সে বৎসর তাঁর পাশ করা হইল না। পর বৎসর বিজ্ঞানে তিনি এম, এ, পাশ করিলেন এবং ঠিক এক বৎসর পরেই বি,এল, পাশ করিলেন এবং কখনও শিক্ষকরূপে, কখনও অধ্যাপকরূপে, কখনও বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদকরূপে, নানা কাজ করিয়া নিজের সংসার চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা হউক, সেই জন্য তিনি একটি সমিতি স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারপর যে বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বরাবর বৃত্তি লইয়াছিলেন, সেই বিজ্ঞানের বিমল বিভায় তিনি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মৌলিক গবেষণার দ্বারা বিশ্ব-বাসীকে নব সত্যের অধিকারী করিয়া কৃতার্থ হইবেন, এ বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। তিনি বিশ্বমানবকে বিমানযাত্রী করিবার উপায় বলিয়া দিবেন ভাবিয়া "আকাশ-যান" নির্ম্মাণের জন্য এবং কেমন করিয়া আকাশযান বায়ুস্তর ভেদ করিয়া চলিবে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য গভীর গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন—বিজাতীয় দুরূহ ফরাসী ভাষাকে 'কত বিনিদ্র-রজনীর' সাধনায় আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু দরিদ্র যতী দেবেন্দ্রবিজয়ের সাধনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ভার এত চাপিয়া ধরিল যে, তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আশা আকাশে উড়িয়া গেল, তিনি বিশ্ববাসীকে আকাশযানে আকাশে উড়াইতে পারিলেন না।

সরলতার স্থান আর যেখানেই থাকুক, আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে তাহা কোন দিনই শুভকর হয় না—শোভনও হয় না। তাই আমরা দেখিতে পাই, আইন-ব্যবসায়ীর ছলকলা, সহজ-মিথ্যা বাক্‌পটুতা আয়ত্ত করিতে অক্ষম দেবেন্দ্রবিজয় আলিপুরের ওকালতি ত্যাগ করিয়া, সরকারি চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি প্রথমে মুনসেফ ও শেষকালে সবজজ্ হইয়া দেশ বিদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। সাধের কলিকাতা, সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার কেন্দ্র কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইল—বিজ্ঞানের নিকট বিদায় লইতে হইল।

তথাপি তরুণ দেবেন্দ্রবিজয় তাৎকালিক নবজাগরণের যে স্পর্শ হৃদয়-মধ্যে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে কোন দিনই ত্যাগ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে জগতের শিক্ষক হইতে হইবে ; তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের নিষ্প্রভ জ্যোতিকে আবার জ্যোতিষ্মান্ করিয়া, লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিয়া সন্তানের কাজ করিতে হইবে। সে মন্ত্রের সাধনা তাঁহার আশ্চর্য্য বিচিত্র জীবন-লীলায় বেশ প্রস্ফুট হইতে দেখা যায়। এই সময় তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্র ও সাধনা ত্যাগ করিলেন না— তিনি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ও নিজের দুটি অন্নের সংস্থান করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার ভার তাঁহাকে জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে দূরে আসিতে দিল না। সরকারি চাকুরি জজিয়তি করিয়া, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্যের পাওনা মিটাইয়া, তিনি নিজের সাধনা বজায় রাখিয়াছিলেন। ক্ষমতার এমনি মোহ যে, তাহা একবার পাইয়া বসিলে ত্যাগ করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। কাজ করিয়া সার্থকতা লাভ করিলে এমন একটি সহজ তৃপ্তি মনকে অভিভূত করে যে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা দুঃসাধ্য হয়। তিনি বড় বড় মামলা মকদ্দমার বিচার করিলেন, সাহেব-সুবাদের কাছে প্রশংসার ভাগী হইলেন ; কিন্তু সাহেবানুগ্রহজীবীদের মত তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন নাই। তিনি কাজের অবসরে উদ্বৃত্ত শক্তি, উদ্বৃত্ত চিন্তা শাস্ত্রাধ্যয়নে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার দৈনিক কার্য্য প্রণালীর পাছে পাছে তাঁহার শাস্ত্র-সাধনা স্থির অব্যাহত গতিতে বর্ষের পর বর্ষ চলিতে লাগিল। তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে, সেগুলি সম্পাদক মহাশয়দিগের তাগাদায় বা কাহারো বায়নায় রচিত হইত না। তিনি জ্ঞানের অনুশীলনে যে আনন্দ পাইতেন, তাহাই জন-সমাজকে উপহার দিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেন। তাঁহার রচনায় এই বিশেষত্বটুকু আপনি পাঠকের মনে আসিয়া ধরা দেয়—বেশ মনে হয়, এ যেন বুঝিবার ও বুঝাইবার একটা আন্তরিক ইচ্ছা।

হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের একটী উপযোগী বাঙ্গলা ভাষ্য করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিবার কল্পনা তাঁহার জাগিয়াছিল এবং সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি ঋগ্‌বেদের কতকাংশ অনুবাদ প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে বহরমপুরে এক দিন এ কথা শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে জানাইলে, চতুর চূড়ামণি মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"শূদ্রের বেদ অধ্যয়ন অসিদ্ধ, এটা আর আপনি করবেন না ; বরং আপনি গীতার ভাষ্য শেষ করুন।"* এই কথা শুনিয়া সরলহৃদয় দেবেন্দ্রবিজয় বেদ ব্যাখ্যায় নিরস্ত হইলেন। যেটুকু অনুবাদ হইয়াছিল, তাহা অপ্রকাশ রহিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসীও এক অমূল্য রত্নলাভে বঞ্চিত হইল।

বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ৮ম বার্ষিক বিরাট্ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে গবেষণাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সুললিত, সুচিন্তিত ও শাস্ত্রসম্মত লিখিত বক্তৃতাটি আজও বাঙ্গালী কায়স্থের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে।

ইহার পর পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত দেখা হইলে, গীতা অনুবাদের প্রসঙ্গক্রমে তর্কভূষণ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার সেই উপাদেয় বেদের ভাষ্য কি হইল ?" দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "নানা কারণে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি।" তাহাতে তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আপনি যাহাতে হাত দিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলে বঙ্গবাসীকে এক অমূল্য রত্ন উপহার দিয়া চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। সেই বেদের ভাষ্যই আপনার শেষ করা উচিত, আপনি সেইটী শেষ করুন, তার পর গীতার ভাষ্য শেষ করিবেন।" যাহা হোক, দেবেন্দ্রবিজয় সর্ব্ব-শাস্ত্র মন্থন করিয়া গীতার অমৃতময়ী বাণীসমন্বয় ভাষ্য সহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও নবীন সকল দর্শনের মতবাদ সুন্দরভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহার চিত্ত ভারতবর্ষের প্রকৃতিসুলভ নম্রতায় নত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাই তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "চিত্তের মলিনতা হেতু গীতার সব জিনিষ বোঝা গেল না, বোঝান হইল না।"

---

* তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি দেবেন্দ্রবিজয়ের এই যে ভাব-ভক্তি, তাহা কায়স্থ জাতি বহু কাল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে দেশের, জাতির ও সমাজের যে সর্ব্বনাশ হইবার, তাহা হইয়াছে। আচার্য্য মোক্ষমুলার মহাশয়ের নিকট কোন তর্কচঞ্চু মহাশয় এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলে, কিছু শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন, সন্দেহ নাই। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বেদ ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে গীতার ব্যাখ্যা করিতে বলেন। কিন্তু যাহার বেদ অধ্যয়ন "অসিদ্ধ", তাহার পক্ষে বেদের সার উপনিষৎ এবং সর্ব্বোপনিষৎসার গীতার অধ্যয়ন ও তাহার ব্যাখ্যা "অসিদ্ধ" হইল না। অথচ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইহা ভগবান্ বলিতেছেন। কতকগুলি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিলেই পণ্ডিত হয় না, "শাস্ত্রবেত্তা ন পণ্ডিতঃ" তাহা এই ঘটনায় বেশ সুপ্রকাশ।

লেখক।

গীতার ব্যাখ্যা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নয় এবং কালস্রোতে তাঁহার গীতা কত দুরে, কেমন ভাবে দাঁড়াইবে, তাহাও আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না; কিন্তু শঙ্কাহীন চিত্তে এ কথা বলিতে পারি, সমস্ত সংঘাতকে তুচ্ছ করিয়া, ভিতরের বাহিরের পুঞ্জীভূত দুঃখ ও দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করিয়া, তিনি যে নিষ্কাম কর্ম্মীর মত কাজ করিয়া গেলেন, ধনের মানের, খ্যাতি-প্রতিপত্তির পথ ছাড়িয়া, দারিদ্র্য-কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইবার পরও যে অর্থ ব্যয় করিয়া সত্যপ্রচার করিয়া গেলেন, তাহা ভারত-আকাশে চিরদিন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত প্রোজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে।

আশ্চর্য্য তাঁহার এই সাধনা—দেহ মন সমর্পণ করিয়া, অমূল্য দুইটি নয়ন-কমল নিবেদন করিয়া ভারতীর অর্চ্চনা! দেখিলাম, রোগ-শয্যায় শয়ন করিবার সাধ্য নাই—কণ্ঠে ভাষা বিজড়িত, হস্তপদ অবশ, রোগে শরীর অবসন্ন, বদনে কিন্তু বিমল দীপ্তি, আর দিনের পর দিন দৃষ্টিনিরুদ্ধ যোগী একমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গীতার ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন—ক্লান্তি নাই, ক্লেশে করুণোক্তি নাই; মন বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠে, এ কি দেখিলাম! এ কি দেখিলাম!!

মহাকাল মৃত্যু আজ তাঁহাকে মরদেহ হইতে মুক্তি দান করিয়াছে—মৃত্যু যেন শেষ কয়েক দিন তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার নিকট গীতার মহাজনের তথ্য শ্রবণ করিতে বসিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে বুঝি বা তাঁর গীতার ভাষ্য নিজ লোকে শুনিবার ও শুনাইবার মানসে মুগ্ধচিত্তে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে স্বস্থানে লইয়া গেল।

সেই আবাল্যবাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠ-ধামে চির-বাঞ্ছিতের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইয়া, মায়াময় সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার মানসেই দেহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে মায়াবাদের ব্যাখ্যা করিয়া এবং পদ্মনাভ-মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত পঞ্চাদশ অধ্যায় পুরুষোত্তম-যোগ ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া, দেবলোক-বিজয়ী দেবেন্দ্রবিজয় আনন্দধামে গমন করিয়াছেন।

যাও দেবেন্দ্রবিজয়! সেই নিত্য-ধামে যাও, সেই—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি"

সেই "তৎপদে" গমন কর। তুমি আজীবন গীতার সেবা করিয়াছ,

গীতার ধ্যানে জীবন কাটাইয়াছ—গীতামৃত পানে মায়ার পিপাসা কাটাইয়াছ, অন্তিমকালে গীতাকে পরপারের সম্বল করিয়া লইয়া গিয়াছ; যা কিছু করিয়াছ, তা শ্রীহরি-চরণে অর্পিত হইয়াছে—যাও! যেখানে, গীতামৃত-পানে ভক্তবৃন্দ নিত্যানন্দে বিভোর, যেখানকার যা কিছু, সব "তৎ"ময়, সেই "মদ্‌যাজিনোঽপি মাং" সেইখানে যাও, "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" ইহা তোমাতেই সার্থক হইয়াছে। এই অনিত্য সংসারে তুমি যে নিত্য বস্তুর সন্ধান পাইয়াছ, তাহা জন্মজন্মান্তরের যোগী ঋষির ভাগ্যেও দুর্লভ।

"ওঁ হরিঃ ওঁ"

বর্ণাশ্রম—সে কাল ও এ কাল।

(Necessity has no Law.)

আজকাল সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, স্বার্থপরতাপূর্ণ দেশাচারের অস্বাস্থ্যকর দাসত্ব করিতে উপদেশ দিয়া প্রায়ই সভা-সমিতি হইতেছে ও মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রে সেই মত সমর্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে "এটা হচ্ছে কি" প্রভৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে "নব্য উপবীতধারী"দিগের উপর কটাক্ষ করিয়া অনেক ছেঁদো কথার উপদেশ বাহির হইতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বর্ণাশ্রম, সনাতন-ধর্ম্ম, হিন্দু, আর্য্য, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি বাক্য লইয়া হিন্দু-সমাজের কি হইবে? কবে অন্নপ্রাশনের সময় ঘৃত ভক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার সুগন্ধ কি মৃত্যুকালেও হাতে পাওয়া যায়? বর্ণাশ্রম কথাটী তো রাঘুনন্দনী মতে অশ্বডিম্বে পরিণত হইয়াছে। চারি বর্ণের মধ্যে এক শূদ্র ছাড়া অন্য হিন্দুবর্ণ বর্ত্তমানে নাই। এবং চারি আশ্রমের মধ্যে এক গার্হস্থ্যাশ্রম আছে, তাহাও যথেচ্ছাচার ও কামাচারের পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম প্রায় হাজার বৎসর গোলামী করিয়া কি এখনও বজায় আছে? ধর্ম্ম-বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লবের ভীষণ বন্যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দুর ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা আছে কি? হিন্দুর সনাতন-ধর্ম্ম, তথা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম এখন হোমিওপাথিক্ ডাইলিউসনে C. M. অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। Mother Tincture পাওয়া যায় না। এমত অবস্থায় বনিয়াদী উপবীতী-সম্প্রদায়, দেশের আবহাওয়া বুঝিয়া কার্য্য করিলে বুদ্ধিমানের মত কাজ করা হয়। ভণ্ডামী ও গোঁড়ামী বর্ত্তমান

যুগে চলিবে না। সমাজ এখন যুগ-যুগান্তরের অন্ধ-বিশ্বাসকে পদাঘাত করিতে উদ্যত। এমত অবস্থায় একজন গুণহীন গুণবানের চালক হইতে পারে না। কায়স্থের কলম আজ যখন ব্রাহ্মণে কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণের ঘণ্টায় কায়স্থের হস্ত প্রসারণ স্বাভাবিক। জাতিভেদ মানিতে হইবে এবং যে ভাবে পুরাকালে জাতিভেদ ছিল, সেই মত জাতিভেদ সকলে নিশ্চয় মানিবে, কিন্তু বংশগত জাতিভেদ কেহ মানিবে না। সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা বংশগত আত্ম-প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে চায়, তাহাদের মুখে সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও ভূতের মুখে রাম নাম একই কথা।

পঞ্চম বেদ মহাভারত ও পুরাণাদি যে ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে তাহা বজায় করিবার উদ্দেশ্যেই "নব্য-উপবীতী" সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। জাতিগত প্রাধান্য আর বেশী দিন চলিবে না; চলিতে পারে না; কথায় কথায় যাঁহারা "নব্য-উপবীতী" বলিয়া সম্প্রদায়-বিশেষকে বিদ্রূপ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত "New Broom sweeps well" বহু বৎসরের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনারাশি বিসর্জ্জন করিতে যে সম্মার্জ্জনী প্রয়োজন, সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, বিধাতার ইচ্ছায় "নব্য-উপবীতীর" উদ্ভব হইয়াছে। যে দেশের রাজা সহধর্ম্মিণী-বঞ্চিত হয়ে স্বর্ণ-সীতা লয়ে যজ্ঞ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করা অধর্ম্ম বলে নির্দ্দেশ করে গেছেন, সেই দেশের বর্ণগুরু গুরু-পুরোহিত-সম্প্রদায় ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জন দিয়ে, কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে, অন্তর্জলির সময় পর্য্যন্ত, দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণের স্পর্শ-সুখ ভুলতে পারে নি, পক্ষান্তরে বিবাহের নিশীথে গৌরীদানের বিবাহ-মর্ম্ম-অজ্ঞাতা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার পতি-বিয়োগ হইলে, অপারক হইলেও, আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে বাধ্য করিয়া যথেচ্ছাচারের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার ব্যবস্থা করেন, আর এই বিধবা বালিকা-বলিদানের সমর্থক শ্লোক বাহির ক'রে, দেশের প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গভাষার জনকের উপদেশ উপেক্ষা ক'রে পাণ্ডিত্য জাহির করেন। আজও বাঙ্গালা দেশের পল্লী নগরী এই উভয়বিধ দানবী লীলার তাণ্ডব নৃত্যে কম্পিত হইতেছে। আহা! কি সনাতন-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম!! শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অনেক পণ্ডিতই অনেক কথা আওড়ান, সেটা ঠিক টিয়া পাখীর "রাধা-কৃষ্ণ" বলার মত। সদা সত্য কথা কহিবে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইবে না, কাহাকেও ঘৃণা করিবে না—এ উপদেশ-বাক্যগুলি পঞ্চম বর্ষ হইতে উদরস্থ করে পরিণাম কি হয়েছে? কয় জন তথা-কথিত উচ্চবর্ণ-গণ ইহার অনুশীলন

করিয়া উহার সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন? আর কবে হবে? মৃত্যু নিকটে, তবুও চৈতন্য হচ্চে না! হায়! বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম! যথেচ্ছাচারীর হাতে পড়ে আজ তোমার সনাতন দিব্যদ্যুতি কালিমায় আবৃত হয়েছে। বনীয়াদি উপবীতী সম্প্রদায় বলিতেছেন, শত শত বাধাবিঘ্ন, সহস্র সহস্র ওলট্ পালট্, অনেক অনেক বিধর্ম্মীর অত্যাচার এই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে নষ্ট করতে পারেনি, আজও আমরা উন্নত মস্তকে স্ফীত বক্ষে জগৎ সমক্ষে—ভিক্ষা করিতেছি।

যদি বংশ লোপ হইবে বলিয়া পুনঃ পুনঃ স্ত্রী গ্রহণ করা শাস্ত্র হয়, তবে যাহার পুত্র বর্ত্তমান, তিনি পুনরায় নারী গ্রহণ করেন কেন? দেখা যায়, পুত্রের জন্য ভার্য্যা, পিণ্ডের জন্য পুত্র আবশ্যক। এখন দেখিতে হইবে, পুত্র কে এবং নারীর গর্ভ হইতে পতিত জীবমাত্রই পুত্র কি না। পুত্রের এক নাম আত্মজ (আত্ম +জন+ড) পুত্রের মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর প্রথম পুত্রই পুত্র—আত্মজ; অপর সন্তান-গুলি আত্মজ নহে—কামজ (কাম+জন+ড); দ্বিতীয়া এবং অপরা স্ত্রীগুলি সহ-ধর্ম্মিণী নহে—কামপত্নী, কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ ভিন্ন সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোন কর্ম্মেই তাহাদের অধিকার নাই এবং অধিকারও শাস্ত্রকারগণ দেন নাই। এ জন্যই মহারাজা রামচন্দ্র সীতার বিরহে দারপরিগ্রহের পরিবর্ত্তে সোনার সীতা-মূর্ত্তি লইয়া যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তাঁর সেই সনাতন ধর্ম্মের হিরণ্ময় জ্যোতি আজও সুবর্ণ রাগে আর্য্যাবর্ত্তকে সোনার ভারত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার নাম সনাতন ধর্ম্ম; যে ধর্ম্মমহিমা যুগ যুগান্তরে নষ্ট হয় না বরং দীপ্ত থেকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে, তাহার নাম সনাতন (ever lasting and ever shining)। যখন প্রথম পুত্র ব্যতীত অপরগুলি দ্বিপদ জীবমাত্র—পুত্র নহে, তখন এই জীবের জন্য পুনঃ পুনঃ বিবাহ কেন? এখন দেখতে হবে, শাস্ত্র পুত্র লাভের কি উপায় করেছেন। দ্বিজাতির পুত্রগণ ৫ম থেকে দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ (বেদ সনাতন; সুতরাং বৈদিক উপনয়ন সংস্কারও সনাতন, "নব্য" নহে) করিবেন। অতঃপর গুরুগৃহে বাস, ব্রহ্মচর্য্য পালন, বেদ পাঠ ও নিত্যহোম করিয়া দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিবেন; (এই গুরু যে জাতিই হউন, তাঁহার সন্ন্যাস ও ত্যাগ থাকা চাই, বংশ বা জাতির কোন প্রাধান্য নাই। একজন অন্ধ অপর এক অন্ধের পথপ্রদর্শক হইলে যেমন উভয়েরই বিপদ্ হয়, সেইরূপ সংসার-মায়া-মুগ্ধ একটী দুর্ভাগ্য জীব, যিনি জীবনে শান্তি-সুখে বঞ্চিত, তিনি কেমনে আর একটী তাঁহারি মত দুর্ভাগ্য জীবের শান্তিদাতা হইয়া পরপারে লইয়া যাইবেন? কুলগুরুর দোহাই দিয়া বংশানুক্রমে শিষ্য

ব্যবসায় গুরু ও শিষ্যের অনন্ত নরকের ব্যবস্থা আছে। একটী এক পয়সার হাড়ী কিনিতে দুইটী টোকা মারিয়া দেখো, আর যাঁহার পায়ে ইহকাল পরকাল সমর্পণ করিতে যাইতেছ, তাহাকে একটীও টোকা মারিয়া দেখিবে না? হায় সনাতন ধর্ম্ম!) অতঃপর গুরু অনুমতি করিলে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করিবেন, ইহাই পুরাকালের সুপুত্র লাভের উপায়। এই বিবাহ সবর্ণ বা অসবর্ণ হইতে পারে, অনুলোম বা প্রতিলোম হইতে পারে, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে, তখন তেমন ব্যবস্থাই শাস্ত্র করেছে। তেজীয়ান্ পুরুষের কোন দোষ হয় না, "তেজীয়সাং ন দোষায়" যত দোষ নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, কাপুরুষের, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, নিষ্কাম সন্ন্যাসী গুরুর সেবা করিয়া তারপর বিবাহ করিলে পুত্ররত্ন লাভ হইবে; তাই সে কালের ও এ কালের পুত্রে এত তফাৎ। তাই সে কালের প্রথম পুত্রগণ প্রায়ই আত্মজ হইত, ক্বচিৎ যাহা ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা Exception proves the rule বলিয়াই মনে হয়। পরবর্ত্তী কালে মহাভারতখানি আলোচনা করুন সেই শান্তনু রাজার বাবা হইতে পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত—বশিষ্ঠ হইতে শুকদেব পর্য্যন্ত, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জন্মের গোলযোগ সকলকারই আছে (যাহার নাই, সে একটী অপদার্থ, যেন এই ভাব লইয়া ব্যাস ঠাকুর ৫ম বেদ মহাভারত লিখিয়াছেন।) কিন্তু সকলেই তেজীয়ান্ পুরুষসিংহ, কেহ নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষ নহে। চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতি ও ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর বিবাহ-ফলে অনেক ক্ষত্রিয়-বৈশ্য,ব্রাহ্মণ-শূদ্র বংশের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ রাজা যযাতি ও অবিবাহিতা দানবকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যবন-বংশের উদ্ভব হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের প্রথম জীবনের পুত্রগণ ক্ষত্রিয়, রাজা এবং আয়ুর্ব্বেদপ্রচারক, শেষ জীবনের পুত্রগণ কৌষিক ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের তুল্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর ছিল না; এই জন্য রামচন্দ্র কৌষিক ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন ও প্রভূত দান দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের গুরু বিশ্বামিত্র, ইনিও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, তপঃপ্রভাবে ঋষি হইয়াছিলেন এবং বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা। এমন কি, ব্রহ্মগায়ত্রীর ঋষি-রূপে এখনও ব্রাহ্মণের নমস্য হইয়া আছেন। মিত্রবংশীয় কায়স্থগণ সকলেই এই বিশ্বামিত্র গোত্র। দ্রুপদ রাজা ও দ্রোণাচার্য্য এক রাজা যযাতির বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন। কান্বায়ন ব্রাহ্মণগণও ঐ যযাতি রাজার বংশ। গৃৎসমদ, শৌনক, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা, বৃহস্পতি প্রভৃতি ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ।

বিশ্বের সমুদায় বীজ সংগ্রহ করিয়া নারায়ণ অতল জলধিতে শয়ন করিলে জগতে কেবল শূন্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। যখনি তাঁহার ইচ্ছা (কামনা) হইল, আমি বহু হইব—অমনি রজোগুণের বিকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা সৃষ্টি হইলেন (ব্রহ্মা রজোগুণ—ক্ষত্রিয়) জীবের জন্ম রজোগুণের বিকাশ ব্যতীত হয় না বলিয়াই প্রথমেই ব্রহ্মা সৃষ্ট হইলেন। কাম (কামনা) ব্যতীত সৃষ্টি হয় না, প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ জীবের জন্ম জন্য কামের প্রয়োজন হয়, বিবাহে কুশণ্ডিকার সময়, "কামস্তুতি" পাঠ করিতে হয়। নিষ্কাম হয়ে কামের আরাধনা, নির্লিপ্ত সম্ভোগ. ভোগবিলাসবিহীন যে সম্ভোগ, তাহাতে পুত্র আত্মজ উৎপন্ন হয়, আর ভোগের জন্য, আসঙ্গলিপ্সার জন্য যে সম্ভোগ, তাহাতে "কামজ" সন্তানের উৎপত্তি হয়। পিতার অবস্থাবিশেষে ও (stage) সন্তান আত্মজ বা কামজ, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হইয়া থাকে; সুপুত্রের জন্য ভোগে আত্মজ এবং ভোগের জন্য ভোগে যে পুত্র, তাহা কামজ। পুরাকালে প্রায়ই পিতার প্রথম পুত্রগণ আত্মজ হইতেন, অর্থাৎ পিতা যাহা পূরণ করিতে পারেন নাই, পিতার অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করে বলিয়া সন্তানের আর এক নাম পুত্র, পরে পিতা যখন পাপী হইয়া নরকে যাইল, তখন পুৎনামক নরক হইতে ত্রাণ করিবার জন্য পুত্র আবশ্যক হইল এবং ইহা বহু পরে হইয়াছে। (সঙ্গে সঙ্গে পুত্র বানান বদলাইয়া দুটী ত পুত্র হইয়া গেল)। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ দেখ, প্রায়ই পিতা অপেক্ষা পুত্র অধিক যজ্ঞ করিয়াছেন ও পূর্ব্ববর্ত্তিগণের যাহা দুঃসাধ্য ছিল, পরবর্ত্তী পুত্রগণ তাহা সুসাধ্য করিয়াছেন। সগর, ভগীরথ, বিশ্বামিত্র, হরিশ্চন্দ্র, শ্রীরাম প্রভৃতি। শ্রীরামচন্দ্রের আগমনে সূর্য্যবংশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বংশও লোপ হইল। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমনে চন্দ্রবংশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং যদুবংশ ধ্বংস করিয়া ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটাইয়া চন্দ্রবংশ একপ্রকার লোপ হইল। যযাতির প্রথম পুত্র যদু। তদ্বংশ পিতৃঅভিশাপে ব্রাত্য হইলেও বংশগত জ্যেষ্ঠ পুত্রের ধারা শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তিয়াছিল এবং এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহের ফল। কায়স্থাদিপুরুষ যমরাজ শ্রীচিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইরাবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা। ভারতবর্ষীয় দ্বাদশ শাখার কায়স্থ-বংশ এই শ্রীচিত্রগুপ্তের দ্বাদশ পুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা ভারতে কিঞ্চিদধিক এক কোটী কায়স্থসন্তান ব্রাহ্মণী মাতা ও ক্ষত্রিয় পিতা হইতে উৎপন্ন। এই কারণেই ব্রাহ্মণের জ্ঞান বৈরাগ্য ও ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য, যশঃশ্রী ও পরাক্রম একাধারে এই কায়স্থ জাতিতে দেখা যায়। সনাতন শাস্ত্রাদি পাঠে জানা যায় যে, স্ত্রীজাতির

কোন বর্ণ নাই। যেমন ঃ (বিসর্গের) কোন উচ্চারণস্থান নাই, যখন যে বর্ণের পরে থাকে; সেই বর্ণের উচ্চারণস্থান বিসর্গের উচ্চারণস্থান বলিয়া ব্যাকরণে অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীজাতি যখন যে পুরুষজাতির বামে শোভা বিস্তার করেন, সেই পুরুষের যে বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র) তাহার স্ত্রীরও সেই বর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং যে নারীকে বিবাহ করা যায়, সেই স্ববর্ণা স্ত্রী। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন স্ত্রীজাতিকে শূদ্রাণী করিয়া গিয়াছেন এবং এই অনুজ্ঞায় আজও রঘুনন্দন ভক্তগণ বাঙ্গালা দেশের স্ব স্ব মাতা, ভগিনী. জায়াদিগকে ওঁ, স্বধা. স্বাহা ও বৈদিক মন্ত্র পড়িতে দেন না। কারণ, শূদ্রের উঁহাতে অধিকার নাই। নারায়ণ শিলা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ভগিনী ও জননী স্পর্শ করিলে, সর্ব্বনাশ হইবে, নারায়ণের জাতি যাইবে। পঞ্চগব্য (গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ ঘৃত, দধি) দিয়া নারায়ণ শিলার অভিষেক করিতে হইবে, তবে নারায়ণ বাবাজী জাতে উঠিবেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা depressed classকে উঠিয়ে নিলে তো হয়? তা না করে এই দারুণ শীতকালের রাতদুপুরে ব্রাহ্মণী একবার হঠাৎ নারায়ণ স্পর্শ করিয়া ফেলিলে, নারায়ণকে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে স্নান করিয়া এই Influenzaর দিনে নিউমোনিয়া হইবার riskএ যাইতে হয়। এইজন্যই বোধ হয়, শাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভক্তগণকে চিরকাল অমর করিয়াছেন। তাহা না হলে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আত্মশ্রাদ্ধ হয় কি করে। শাস্ত্রের যে বচনে স্ত্রীজাতি শূদ্রাণী, সেই শ্লোকেই ব্রাহ্মণগণ দ্বিজবন্ধু; অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ববিহীন ব্রাহ্মণ-সন্তান: ইহাদেরও শূদ্রের ন্যায় সনাতন বেদমন্ত্রে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ কে? সে আলোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিবার ইচ্ছা রহিল। যাক্, অনেক দূর এসে পড়েছি। কথা হইতেছিল, ভগবান্ যখন গুণাতীত অবস্থায় শুইয়াছিলেন, তখন শূন্য অর্থাৎ শব্দ অর্থাৎ ওঁঙ্কার ছাড়া আর কিছু ছিল না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন ঐ নামে মাতোয়ারা ছিল; প্রকৃতির সেই বিশ্ববিমোহন নামগানে ভগবান্ ও প্রকৃতিস্থ ছিলেন না; তারপর তাঁহার ইচ্ছা অর্থাৎ কামনা, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মর্ষি হইতে চামচিকা পর্য্যন্ত সৃষ্টি; তারপর সত্বগুণে পালন ও তমোগুণে লয়. ওঙ্কার ভাগ হইয়া অ+উ+ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইল। গুণাতীত অবস্থা হইতে ত্রিগুণে আসিল। রজোগুণ হইতে সৃষ্টি হইতে লাগিল। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে ক্ষত্রিয় বর্ণই শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে সর্ব্ববর্ণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ভগবান্ যখন ত্রিগুণাতীত, তখন নিরাকার; যখন সাকার তখন সূর্য্যনারায়ণ, তাই দ্বিজাতিগণের প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনা করিবার বিধি আছে। প্রাতঃসন্ধ্যা

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা. সায়ংসন্ধ্যা ভেদে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী মূর্ত্তির ধ্যান করিতে হইবে এবং সূর্য্যের অর্ঘ প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যে দিতে হইবে এবং সূর্য্য-নারায়ণকে "বিরিঞ্চি-নারায়ণ শঙ্করাত্মনে" বলিয়া প্রণাম করিতে হইবে। এই সূর্য্যের উদ্দেশে যে "আদিত্যহৃদয়" স্তোত্র আছে, তাহাতে শূদ্রের অধিকার নাই, বনীয়াদী উপবীতী-সম্প্রদায় উহা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ সূর্য্য নিজে ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মার মানস পুত্রের বংশে বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাবন চতুর্বর্ণের বাহিরে রাক্ষস; রাবণকে বধ করিবার সময় ত্রেতাবতার রামচন্দ্র নিজ বৈষ্ণবী শক্তি "বিষ্ণুতেজসে" তাঁহার বংশের আদি পিতা ও জগৎপিতা সূর্য্যনারায়ণের আরাধনা করিয়া "আদিত্যহৃদয়" স্তোত্র দ্বারা জগৎপ্রসবিতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করেছিলেন, সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া পর মুহূর্ত্তেই দুর্ব্বৃত্ত দশাননের দৈব বর ব্যর্থ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে কৃত্তিবাস ঠাকুর রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা এবং কৃত্তিবাস হইতে বটকৃষ্ণ পালের Wall Calenderএ দুর্গাপূজায় নীলপদ্ম একটী কম পড়ায় রামচন্দ্র স্বীয় পদ্মপলাস লোচন উৎপাটিত করিতেছেন ও হনুমান্ বিরসবদনে বসিয়া আছেম এই ছবি বিক্রী হইতেছে। হায় সনাতন ধর্ম্ম!! কোথায় "আদিত্যহৃদয়" স্তোত্র পাঠ আর কোথায় শারদীয়া দুর্গাপূজা আর কোথায় Calender!

শারদীয়া পূজায় "কলাবৌ"কে লইয়া যত পূজার ও স্নানের আয়োজন। সাত সমুদ্র তের নদীর জল আর ১০৮ রকম মাটী চাই, মারবেল পাথরের দালানের উপর ও মাটী দিয়া পঞ্চ শস্য ছড়াইয়া চৌকী পাতা হইবে ও বেলগাছে বিল্ববাসিনীর আবির্ভাব হইবে। "বিষ্ণুতেজসে" বিষ্ণুশক্তি প্রকৃতির পূজা। মার পায়ে রক্তজবা না দিলে মা সন্তুষ্টা হন না, আর জবাকুসুমসঙ্কাশা সাবিত্রী মাতাকে জবাফুল ব্যতীত অর্ঘ দেওয়া হয় না। ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণ তাই যাবতীয় দেবতার ধ্যানে সূর্য্যমণ্ডলের চিন্তা করিতে হয়, ঈশ্বরীর সাকারা মূর্ত্তি সবিতা, তাই সেই সবিতৃমাতার বরণীয় তেজ চিন্তা করে ভারতের সনাতন বর্ণাশ্রমের পুনর্বিকাশের আয়োজন হইতেছে, ইহাই নব্য উপবীতীগণের মাতৃসাধনা। এক দিকে সূর্য্যবংশ এখানে পিতৃআরাধনা, অপর দিকে "সবিতুর্বরেণ্যম্" জগৎপ্রসবিতার অর্থাৎ জগজ্জননীর আরাধনা। পিতৃ ও মাতৃ-শক্তি একাধারে ওঁ। সেই ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম। ইহা light, নুর ও জ্যোতি নামে অভিহিত। তাই দেবতার জ্যোতির্ম্ময় রূপ, তাই মৃত পিতা-পিতামহাদি সূর্য্যের মত তেজঃপুঞ্জ কলেবরে পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করেন, তাই

মহাপুরুষের ছবিতে আলোকচ্ছটা দেখাইয়া সাধারণ মানবকে জ্যোতির্ম্ময় হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধর্ম্মসাধনার নাম সনাতন ধর্ম্মসাধনা।

ক্রমশঃ

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

কায়স্থ ধর্ম্মবীর।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সিয়ালকোট নগরের গিরি-শিখর-মণ্ডিত অরণ্যানীর শ্যামল বক্ষে চির-দারিদ্র্যের জ্বালাময় ক্রোড়ে একটি বালকের জন্ম হয়। বালকের নাম হকীকত। পুণ্যভূমি ভারতের প্রতি রেণুতে যে কত শত সহস্র মহাত্মার পদধূলি মিশিয়া রহিয়াছে, প্রতি স্রোতস্বিনী যে কত বীর-রক্ত ধৌত করিয়া ছুটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় তাহার কোন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই; নীরবে ফুটিয়া নীরবেই আত্মগরিমায় অস্ত গিয়াছে। সে রবি-কিরণে দেশ আলোকিত হইয়াছে, জাতি ধন্য হইয়াছে, কিন্তু বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের পূজা করিতে কেহ শেখে নাই, তন্ন তন্ন করিয়া কেহ খুঁজিয়া দেখে নাই, অন্ধকারের অচ্ছেদ্য আবরণেই উহারা কেবল আবৃত রহিয়াছে। হকীকত তাঁহাদের মধ্যে একজন। স্বধর্ম্মপরায়ণ আত্মত্যাগী বীর বালকের জীবনও ভারতবাসীর কাছে তাই আজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

পঞ্চ নদের ইতিহাসে এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে আগ্‌গর নামক জনৈক পাঞ্জাবী কবির প্রচলিত গ্রাম্য গীতিতে উক্ত বীর বালকের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

লালা বাগমল একজন স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল; বীর বালক হকীকত তাঁহারই একমাত্র পুত্র। পিতার সদ্‌গুণ পুত্রকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। যে বালককে দেখিয়াছে, যে তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই মোহিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে লালাজী পুত্রকে পারসী অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত এক মসজিদের মৌলভীর নিকট পাঠাইয়া দেন।

হকীকত বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মনিষ্ঠ। স্নেহময়ী জননী গল্পচ্ছলে রামায়ণ মহাভারতের অতীত ইতিহাস শিক্ষা দিতেন। অতীতের স্মৃতি মানুষের মধ্যে নূতন তেজ, নূতন আদর্শ, নূতন ভাব জাগাইয়া দেয়। বালক হকীকত বীরত্বের

মাধুরী শক্তি, স্বধর্ম্মের মহান্ আদর্শ, আত্মত্যাগের জ্বলন্ত চিত্র দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইতে না পারিলে যে জাতীয় জীবনী শক্তি লোপ পায়, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে যদিও পঞ্চনদে মোগল-সূর্য্য অস্তমিত, তথাপি নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় মোগল-গৌরব সমস্ত দেশ জুড়িয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অত্যাচারের প্রবল স্রোতে নিরীহ, নিপীড়িত, প্রজার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস মোগল-সিংহাসনের নিম্নে গুপ্ত বহ্নির ন্যায় সঞ্চিত হইতেছিল।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিতে না করিতেই লালাজী স্বাধীনচেতা ধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্রের আত্মাকে সংসার-গণ্ডীর পঙ্কিল আবর্ত্তে ডুবাইবার জন্য একটি পরমাসুন্দরী বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু লালাজীর সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইল না। মুক্ত আত্মাকে রুদ্ধ গৃহে বদ্ধ রাখা মানুষের সাধ্যাতীত। সংসারের মায়া হকীকতকে আবৃত করিতে পারিল না। তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত মুক্ত আত্মার ন্যায় সংসারের ভিতরে থাকিয়াও আদর্শ সন্ন্যাস ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এক দিন অমানিশার দিগন্তব্যাপী ঘোরান্ধকারে লালাজীর আত্মা একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, স্বামি-বিয়োগ বিধুরা ধর্ম্ম-পত্নীকে সংসারের ভার প্রদান করিয়া অন্তিম শয়নে শান্তি লাভ করিলেন। অভাগিনী মাতা সংসার পথের প্রথম যাত্রী পিতৃহীন যুবক হকীকতকে জগতের সমস্ত স্নেহ-বন্ধন দিয়া বুকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন। যুবক বিরাট্ রঙ্গমঞ্চের প্রথম যবনিকা উত্তোলনেই ভীত চকিত প্রাণে চিরপোষিত ধর্ম্মটাকে আরও আঁকড়াইয়া ধরিল।

এক দিন মসজিদে মুসলমান যুবকগণ-বেষ্টিত হকীকত নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মে উদারতা অধিক, এই মীমাংসায় না আসিতেই মুসলমান যুবকদল "কাফেরের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে" বলিয়া যথেচ্ছ কটূক্তি করিতে লাগিল। স্থির ধীর শান্ত যুবক হকীকত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিল; বলিল—"ভাই, ধর্ম্মকে আক্রমণ করিও না। বিচার কর, মীমাংসা কর, না হয়—নিবৃত্ত হও।" কিন্তু মুসলমান যুবকগণ গর্ব্ব সহকারে বলিল—"হিন্দু ধর্ম্মকে পদদলিত করি, ইহা ধর্ম্ম নহে—স্বেচ্ছাচার, বৈরাগ্য নহে—কপটাচার।"

স্বধর্ম্মানুরক্ত যুবকের আর সহ্য হইল না। চক্ষু উজ্জ্বল হইল, ললাট কুঞ্চিত

হইল—ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। দৃপ্ত সিংহ-শিশুর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, আমার ধর্ম্ম—রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত সন্ন্যাস ধর্ম্মের আদর্শ; অপরের সাধ্য কি যে, সেই ধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করে। ভোগীর ধর্ম্ম ভোগ-বাসনায় তৃপ্তি, নিষ্কাম আর্য্যধর্ম্ম ভোগ বাসনার ত্যাগ।" গর্ব্বিত স্বেচ্ছাচারী মুসলমান যুবকগণ হকীকতকে কাজির নিকট বিচারার্থে লইয়া গেল। উত্তেজিত জনসঙ্ঘ জানাইল,—"এই কাফের মুসা পয়গম্বরের নিন্দা করিয়াছে, ইহার বিচার হউক" কাজি আনুপূর্ব্বিক শুনিবার অবসর পাইলেন না বা শুনিবারও কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন না। তখন বিচারের পরিবর্ত্তে প্রায়ই দেশব্যাপী অবিচারে পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণ কলঙ্কিত হইত। কাজি সত্য মিথ্যা বিচার করিলেন না, শুনিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া—লাহোরের সুবাদারের নিকট হকীকতকে পাঠাইয়া দিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে এই ভীষণ সংবাদ নগর মধ্যে প্রচারিত হইল। বিষাদের ঘনান্ধকার বুকে করিয়া নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতার করুণ আর্ত্তনাদ সমস্ত নগরটাকে ভীত চকিত করিয়া তুলিল। আর,—হকীকতের পর্ণকুটীরে অভাগিনী মাতা ও বালিকা পত্নীর মর্ম্মে মর্ম্মে এই ভীষণ সংবাদ বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

তখন জাফর খাঁ নামক জনৈক পাঠান লাহোরের সুবাদার ছিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ কেশরীর ন্যায় যুবককে যখন সুবাদারের নিকট উপস্থিত করা হইল; যুবক তখন বজ্র-গম্ভীর স্বরে অকপট হৃদয়ে সমস্ত ঘটনা সুবাদারের নিকট প্রকাশ করিল। লাহোরের মহামুল্য রত্ন খচিত জন পূর্ণ বিস্তৃত দরবারগৃহে সুবাদারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হকীকতের প্রশস্ত ললাটে মুহূর্ত্তের জন্যও ভয়ের ম্লান ছায়া পতিত হয় নাই।

সুবাদার বালকের উন্নত ললাট ও সরল জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডলের উপর অনেকক্ষণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। সজল নেত্রে যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবক, তুমি ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব।" যুবক ইহা শুনিবামাত্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আমি মরিতে প্রস্তুত, কিন্তু স্বধর্ম্মচ্যুত হইতে স্বীকৃত নহি।" সুবাদার আবার বলিলেন,—"তুমি এখনও বালক, অসময়ে আত্মীয় স্বজনবর্গের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করা কদাপি তোমার কর্ত্তব্য

নয়। ভ্রান্ত যুবক, ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, আমি আমার পরম রূপবতী কন্যা তোমার সহিত বিবাহ দিব, তোমায় অতুল সুখ সম্পদের অধীশ্বর করিব।" পুত্রবিয়োগ আশঙ্কায় উন্মাদিনী মাতা বালিকা পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি মুসলমান হও, তুমি বিধর্ম্মী হইয়াও যদি জীবিত থাক, তাহাও আমাদের সুখ, তোমাকে দেখিলেও শান্তি পাইব, আমরা আর কিছু চাই না।"

এবার হকীকতের প্রাণে বড় বাজিল। ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল, "মা, তুমিই ত আমাকে উপদেশ দিয়াছ, ধর্ম্মহীন জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। তাই আমি এই অসার দেহকে বিশ্ব-নিয়ন্তার পদে উৎসর্গ করিয়াছি। স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকট শিক্ষা করিয়াছি,—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥"

উচ্চকুলোদ্ভব হইয়া, ধর্ম্মের প্রথম নির্দ্দেশিত পথ গ্রহণ করিয়া, আজ ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরের জন্য স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জীবন ভিক্ষা করিব? না, মা, তোমার মুখে ইহা শোভা পায় না। আজ আমি প্রেয়কে বর্জ্জন করিয়া সনাতন শ্রেয়কে আশ্রয় করিয়াছি। ফিরিয়া যাও। ভাবিও, হকীকত গিয়াছে, তাহার শান্তিময় আত্মা তোমার মাতৃঋণ ইহজন্মে না হয়, জন্মজন্মান্তর ভরিয়া পরিশোধ করিবে। আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও।" সুবাদারের চক্ষে জল আসিল, আবার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"যুবক! বল তুমি ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, আমার সৌন্দর্য্যময়ী এক মাত্র স্নেহপ্রতিমা কন্যাকে বিবাহ করিবে, আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব।" যুবক আহত ফণীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া একবার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উত্তর করিল,—"সুবাদার! স্বেচ্ছাচারিতা যে শাসন প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য, ক্ষমতার যেখানে অপব্যবহার, সেখানে জীবন ভিক্ষা করিব, ইহা কখনও মনে করিবেন না। যে ধর্ম্মে নিরপরাধের প্রাণদণ্ড হয়, সে ধর্ম্ম আমি কদাপি গ্রহণ করিতে পারি না।"

দরবার গৃহের চতুর্দ্দিক হইতে উত্তেজিত সভাসদগণ বলিয়া উঠিল "উহার প্রাণদণ্ড হউক," সুবাদারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

সেই হাস্যময় যুবকের বীরমূর্ত্তি, তখনকার নিয়মানুসারে জল্লাদগণ সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করাইয়া বধ্য ভূমিতে উপস্থিত করিল।

ধীরে ধীরে বিপুল জনস্রোত বধ্যভূমির দিকে আসিতে লাগিল। সকলেরই

মুখে বিষাদের কালছায়া। সেই স্থির ধীর গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সাঙ্কেতিক শব্দ হইল, ঝক্‌ঝক্ করিয়া রক্তপিপাসু শাণিত কুঠার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল; কিন্তু সে করুণ মুখশ্রী দেখিয়া আজ জল্লাদের প্রাণেও দয়ার সঞ্চার হইয়াছে, যে শাণিত কুঠার লক্ষ লক্ষ বীর শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে আজ সহসা তাহা জল্লাদের হস্ত হইতে ভূপতিত হইল।

যুবক দৃঢ়স্বরে জল্লাদকে তিরস্কার করিয়া কহিল—"কর্ত্তব্য কার্য্যে পশ্চাদ্‌পদ হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ, শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন কর।" জল্লাদ অপ্রতিভ হইল। আবার কুঠার উর্দ্ধে উত্থিত হইল কিন্তু যখন তাহা ভূমিস্পর্শ করিল তখন তাহার রক্ত পিপাসা নিবারিত হইয়াছে। বীর যুবকের মুক্ত আত্মা তখন অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

ঐ প্রদেশের সমস্ত হিন্দু একত্রিত হইলেন এবং সেই ধর্ম্ম বীরের মৃতদেহ লইয়া রাবী নদীর তীরে সমাধিস্থ করিলেন। এখনও শত সহস্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সেই সমাধি দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সেই হইতে উক্ত অঞ্চলে হকীকতের নাম ধর্ম্মবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সেই সমাধি প্রাঙ্গণে এখনও প্রতিবর্ষের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মহা সমারোহে বীর পূজার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য একটি মহামেলার আয়োজন হইয়া থাকে। দেশ দেশান্তর হইতে অনেকে এই মেলা দেখিবার জন্য সমবেত হয়। পঞ্জাবগৌরব মহারাজ রণজিৎ সিংহ সিয়াল-কোটস্থ সলহিরিয়া ও মন্তী নামক গ্রামদ্বয় এই সমাধি ও মহামেলার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিয়াছিলেন কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া মাত্র প্রতিবৎসর ১২০৲ টাকা দিয়া আসিতেছেন। ধন্য হকীকত! ধন্য তোমার স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা! তোমার অতীত স্মৃতি জাতীকে সঞ্জীবিত করুক! তোমার আশীর্ব্বাদে এই অধঃপতিত হিন্দুজাতি আবার স্বধর্ম্ম পরায়ণ হউক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

বিরাট বংশাবলী।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

আমি যে বিরাটের বংশাবলী লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইনি মৎস্য-দেশের

অধিশ্বর মহাভারত বর্ণিত বিরাট-পর্ব্বের সেই বিরাট নহেন; ইনি বঙ্গের কুলীন কায়স্থ, গুহবংশের আদি পুরুষ, দ্বিজ ধর্ম্মাবলম্বী বিরাট।

"গৌড়েশ্বরমহারাজঃ পুত্রেষ্টিঃ সমনুষ্ঠিত।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজা দশ"॥
(কবিভট্ট শালিবাহন)

ইনি সেই দশ দ্বিজের একজন। বঙ্গদেশের অধিপতি মহারাজা আদিশূরের যজ্ঞে, যজ্ঞের হবি-রক্ষা ও বিঘ্ন-নিবারণ জন্য আহুত হইয়া সোদর প্রতিম-ঘোষ, বসু, মিত্র ও দত্তবংশের আদিপুরুষ মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালীদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত প্রভৃতি মহাভাগ ক্ষত্রিয়গণ সহ যিনি কান্যকুব্জ হইতে নরযানে (পাল্কীতে) বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, ইনি সেই প্রাজাপতিকল্প রাজর্ষি বিরাট; ইনি আমার গুহবংশের আদি-পিতা বিরাট গুহ। পিতৃ-প্রণাম মন্ত্রে তাঁহার শ্রীপাদ বন্দনা করিয়া এই অযোগ্য সন্তান তাঁহার বংশ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছে। হে স্বর্গস্থ পিতৃদেব! এই অধম সন্তানের প্রতি প্রসন্ন হও, কৃপা কর। তুমিই আমার স্বর্গ, তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার পরম তপস্যার বস্তু; তোমার কৃপা হইলে সমস্ত দেবতাই আমার প্রতি কৃপা করিবেন। তোমার সন্তুষ্টির সাপক্ষে স্বর্গের সমস্ত দেবতার সন্তুষ্টি নির্ভর করিতেছে।

উপরোক্ত শ্লোকে পাওয়া গেল তিনি বঙ্গদেশাগত ১০ দশ জন দ্বিজেরই ১জন। দ্বিজ কাহাকে বলে ঃ—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।"

মনুষ্যগণ জন্মিবামাত্রই শূদ্র হন এবং উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিলেই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন।

"বেদাভ্যাসাদ্ ভবেৎ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ"

আর যে দ্বিজ বেদ অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাকে বিপ্র এবং যে বিপ্র ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। এই ব্রাহ্মণ সর্ব্ব জগতের নমস্য; এমন ব্রাহ্মণ চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি।

ব্রাহ্মণে ও ব্রহ্মে, ভক্ত ও ভগবানে অভেদ। পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ে বাস করেন। ব্রাহ্মণ হইতে হইলে বহু তপস্যার প্রয়োজন।

যাহা হউক উপস্থিত বিষয়ে দ্বিজ ও বিপ্র পর্য্যন্তই আমার আলোচ্য।

বঙ্গেশ্বর বা গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে

প্লাবিত হইয়াছিল; মহারাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্ত ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার সভাসদ দ্বিজগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হে দ্বিজোত্তমগণ! কি প্রকার যজ্ঞ দ্বারা নিশ্চয়ই ভগবানের প্রীতি হইবে আপনারা তাহা আমাকে বলুন" (১) সভাসদ দ্বিজগণ তাহা শুনিয়া সকলে খর্ব্বীকৃত কলেবর ও বিকৃত মানস হইয়া (অর্থাৎ সঙ্কুচিত ভাবে ও ক্ষুব্ধচিত্তে) রাজার নিকট উত্তর করিলেন "পণ্ডিতগণ কি প্রকার যজ্ঞ করেন তাহা আমরা জনি না।" অর্থাৎ আমরা পণ্ডিত নহি। আপনার উত্তর প্রদানে আমরা অসমর্থ। তাহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কি করি, কোথায় যাই, বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়াছিলেন।

আমরা মহারাজ আদিশূর এবং তাঁহার সভাসদ দ্বিজগণকে তাঁহাদের এই রূপ ধর্ম্ম পিপাসা ও সত্যানুবর্ত্তনের জন্য সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি। এখনকার দিন হইলে আর দ্বিজগণের উত্তরে মহারাজকে বিলাপ করিতে হইত না। মন্ত্র, তন্ত্র, বিধি ব্যবস্থা জানাশুনা থাক্ বা নাই থাক্, যজ্ঞটা কিন্তু কিছুতেই স্থগিদ থাকিত না।

যাহা হউক শেষে রাজসভায় পরামর্শ হইয়া স্থির হইল যে যজ্ঞক্ষম দ্বিজের জন্য কান্যকুব্জ-রাজ বীরসিংহের নিকট পত্র প্রেরণ করা যাক্।

তদনুসারে বঙ্গের (গৌড়ের) মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জের (কনোজের) অধিপতি মহারাজা বীরসিংহকে পত্র লিখিলেন; মালিনী-ছন্দে ঐ পত্র লিখা হয়। ঐ পত্রের কতকটা অংশ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এই :—

সুকৃত সুকৃত সংহাঃ (সঙ্খ্যাঃ ?) সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষা,
লপিত হত বিপক্ষাঃ স্বস্তি বাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ!
সুজ্জিত সুগত বৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে।
দ্বিজ-কুল বরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্ত ॥"

(১) উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণঃ।
কেন যজ্ঞেন ভগবৎ প্রীতির্ভবতি নিশ্চিতম।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্ব্বীকৃতকলেবরাঃ।
কথয়ন্তি নৃপাগ্রেতু সর্ব্বে বিকৃত মানসাঃ ॥
কেন কেন বিধানেন যজ্ঞো বা ক্রিয়তে বুধৈঃ।
বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিধানং কীদৃশং ক্রতো ॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তাযুক্তো মহীপতিঃ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥

উহার ভাবার্থ এই :—

সুগত বৃন্দ (বৌদ্ধগণ) কর্ত্তৃক সুজিত আমার গৌড়রাজ্যে সানুকম্পাঃ (অনুগ্রহ পূর্ব্বক) দ্বিজকুলবরজাতগণ প্রয়ান্ত—(আগমন করুন)

সেই সব দ্বিজকুলজাত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কিরূপ হইবেন, তাহার বিশেষণ দেওয়া হইতেছে—

"সুকৃত সুকৃত সঙ্খ্যাঃ"

বহু সুকৃতিরাশী দ্বারা যাঁহারা সুকৃতিশালী অর্থাৎ সচ্চরিত্র ও পুণ্যবান; সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষাঃ—

(সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থ জ্ঞানে যাঁহাদের দক্ষতা আছে)

লপিত হত বিপক্ষাঃ—অর্থাৎ কেবল বাক্য প্রয়োগ মাত্রেই যিনি বিপক্ষকে বধ করিতে সমর্থ, স্বস্তি বাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ—

(মঙ্গলময় বাক্য পরায়ণ, ও বেদজ্ঞ)

এমন দ্বিজগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার গৌড়রাজ্যে আগমন করুন।

ঐ পত্র দ্বারা কান্যকুব্জাধিপতি বা দ্বিজগণকে অত্যন্ত সম্মানই দেখান যাইতেছে, তাঁহাদিগকে কোনও আদেশ করা যাইতেছে না, কেবল সানুনয় অনুরোধ করা যাইতেছে, যে "আমার গৌড়দেশ বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া আর্য্যানুষ্ঠান বিস্মৃত হইয়াছে, উল্লিখিত প্রকার গুণপরায়ণ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের, আমার রাজ্যে পদার্পণ করিতে আজ্ঞা হউক ॥"

এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন আমি লিখিতেছি বিরাট গুহের বংশাবলী, তাহাতে এসব কথা কেন?

আমি তাহার উত্তরে বলিব যে বংশাবলী বলিতে আভিজাত্য সম্বন্ধও বলা কিছু প্রয়োজন, তখন ফটোগ্রাফ ছিলনা, ফটোগ্রাফ থাকিলে তাঁহার সেই বিরাট বীরমূর্ত্তিও আমি এই প্রবন্ধের শিরোভাগে, অঙ্কিত করিয়া দিতাম! কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা নাই, সেই জন্য দিতে পারিলামনা; তবে ইতিহাস তাঁহার এবং তৎসঙ্গীয় গণের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল এবং তাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশ অর্থাৎ গৌড় দেশে, যিনি যে প্রকার যান, ও বাহনে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আগমন আয়োজনের কিরূপ প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সে সমস্ত আমি প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে সংক্ষেপে কিছু কিছু বর্ণনা করিব; ঐরূপ বর্ণনায় আমার আনন্দ ও অধিকার আছে তজ্জন্য সুধী পাঠকবৃন্দ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কোন কোন গ্রন্থের মত ও প্রবাদ এই যে—কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহ প্রথমে গৌড়েশ্বর আদিশূরের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

বঙ্গদেশ পতিত, এস্থানে আগমন করিলে দ্বিজগণের পাতিত্য-দোষ ঘটিবে বলিয়া তৎপ্রস্তাবে অসম্মত হন। তাহাতে আদিশূর পুনঃ পুনঃ কনোজ (কান্যকুব্জ) আক্রমণ করেন ও পুনঃ পুনঃই পরাস্ত হন। এইরূপে আদিশূর ক্রমে ৬ বার পরাস্ত হইয়াছিলেন, ৭ম বারে একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া কনোজ-রাজকে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। আদিশূর সাঁওতাল কোল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতীয় ৭০০ সাতশত অব্যর্থলক্ষ্য তীরন্দাজের গলদেশে উপবীত দিয়া তাহাদিগকে গো বাহিত জানে আরোহণ করাইয়া কান্যকুব্জ অবরোধ ও আক্রমণ করেন। কনোজ-রাজ গো এবং ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কায় "একং ত্যজেৎ কুলস্বার্থে, গ্রামস্বার্থে কুলং ত্যজেৎ" নীতির অনুসরণ করিয়া গৌড়েশ্বর আদিশূরকে তাঁহার প্রার্থিত দ্বিজগণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। তাহাতেই ৯৯৯ শকাব্দা (বাঙ্গলা ৪৮৪ সন) ইং ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে মহারাজা বীরসিংহ কর্তৃক ১০ দশজন দ্বিজ প্রেরিত হন।

উল্লিখিত উপবীত ধারী ৭০০ সাতশত সাঁওতাল তীরন্দাজের পরিণাম সম্বন্ধে জানা যায়—মহারাজ আদিশূর এইরূপ ভীষণ যুদ্ধের পর জয়লাভ করিয়া তীরন্দাজগণকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে, তাহারা বলিয়াছিল, মহারাজ! আমরা সাঁওতাল, পৈতার এতগুণ তাহা আমরা জানিতাম না, আপনি যখন দয়া করিয়া আমাদিগকে ইহা দিয়াছেন, ও ইহারই গুণে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি তখন ইহা আমাদিগের বহাল থাকুক আমরা আর কিছু পুরস্কার চাহিনা। রাজা তথাস্তু শব্দে তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই সাতশত তীরন্দাজ সাঁওতাল হইতে বঙ্গে সপ্তশতি ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয় এবং ইঁহারা এক্ষণে বঙ্গের অন্যান্য ব্রাহ্মণ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম জানাতি নান্য জাতি রিতি শ্রুতি।"

ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণ জাতিই জানেন অন্য জাতি জানেন না। এই শ্লোক নাকি শ্রুতিতে আছে। যদি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম এক্ষণে সপ্তশতিরও আয়ত্বাধীনে! আর সেই রাজা আদিশূর যাঁর হুকুমে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইল স্বয়ং তিনি বা তাঁর স্বজাতি সকলেই ব্রহ্মে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন—কারণ "নান্য জাতি রিতি শ্রুতি।" হায়—শ্রুতির নামে দোহাই দিয়া এমন শ্লোক কে সৃষ্টি করিল?

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার মোক্তার,
নিবাস— মাসতারা (শ্রীবাড়ী) মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
পোঃ উথলি।

কায়স্থ পঞ্জী।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা। এবার ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে কায়স্থ পিতার পূজার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এলাহাবাদ, বেনারস, গোয়ালিয়র, কলিকাতা, নাটোর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, রাজসাহী, হুগলি প্রভৃতি স্থান হইতে পূজার সংবাদ পাইয়াছি। পূর্ব্ব-বঙ্গের ভীষণ ঝটিকায় অনেক স্থলে এবৎসর পূজার ব্যাঘাত হইলেও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তে ঘটে পূজা অনেকেই করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্য তিথিতে আমরা কায়স্থের ঘরে ঘরে পিতৃ-আবাহনের মঙ্গল মন্ত্র শুনিতে বাসনা করি। নিম্নে বিভিন্ন স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল;

(১) কাশী। যথারীতি "আনন্দ ভবনে" যমদ্বিতীয়া দিনে যমরাজ চিত্রগুপ্তের পূজা ও কথকতা হইয়াছিল; স্থানীয় বহু গণ্য মান্য কায়স্থ এই জাতীয় উৎসবে যোগদান করিয়া ছিলেন। পূজা পাঠ শেষ হইলে একটী সভার অধিবেশন হয়, মুন্সী গোলাব চন্দ্র শ্রীবাস্তব মহাশয়, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত মহারাজের মন্দির এবং কায়স্থ ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ জন্য ভূমি দান করেন, এবং প্রকাশ করেন এই ছাত্রাবাসের আয় কায়স্থ-পিতার সেবায় ব্যয় করা হইবে। যথারীতি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইলে, সকলে একবাক্যে মুন্সী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কায়স্থগণকে চাকরীর পরিবর্ত্তে ব্যবসা বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করা হয়। বক্তৃতা, কবিতা পাঠ ও নানা আলোচনা হইয়া সভাভঙ্গ হয় এবং সমাগত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উত্তর পশ্চিমের সকল প্রদেশেই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের মন্দির ও পূজার ব্যবস্থা আছে, বাঙ্গালা দেশের গৌরবস্থান কলিকাতা মহানগরীতে কত শত ধনৈশ্বর্য্যশালী লক্ষ্মীর বরপুত্র কায়স্থগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের পিতৃপূজার আয়োজন কৈ? পিতার সম্মান

ভুলিয়াছ, পিতৃগৌরব হারাইয়াছ,পিতৃ সেবায় বঞ্চিত হইয়াছ তাই বাঙ্গালী কায়স্থ! তোমার এতদূর অধঃপতন হইয়াছে।

২। আরাঙ্গাবাদ। মুন্সী তারাপ্রসাদ মহাশয়ের ভবনে শ্রীচিত্র-গুপ্ত লাইব্রেরীর ২য় বার্ষিক উৎসব যথারীতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে পূজা, পাঠ বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ সহ সম্পন্ন হইয়াছে।

৩। এলাহাবাদ। ৪। গোয়ালিয়ায় কায়স্থ ব্যাঙ্ক। **৫। দিনাজপুর** শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্ম রায়। **৬। ফরিদপুরে** প্রচারক মাখনলাল ধর বর্ম্মা। **৭। কলিকাতা** শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়গণ যথারীতি পূজা পাঠ হোম সহ বাৎসরিক শ্রীশ্রীচিত্র-গুপ্তোৎসব সম্পন্ন করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের অগ্নিহোত্র গৃহে এই দিন বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়।

কায়স্থোপনয়ন। (১) বরিশাল কাশীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে বিগত ২৫শে আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়। নিম্নলিখিত কায়স্থ সন্তানগণ যথারীতি বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নারায়ণ ত্রিবেদী. মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপবীতিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

কাশীপুর নিবাসী—(১) শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু, বয়স ৮৬ বৎসর। (২) নগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৪০ বৎসর। (৩) সতীশচন্দ্র বসু, ৩৬ বৎসর (৪) চারু চন্দ্র বসু, ২৮ বৎসর। (৫) নিবারণ চন্দ্র ঘোষ রায়, ২৭ বৎসর। (৬) হিরা-লাল ঘোষ রায়, ২৭ বৎসর। (৭) দ্বারিকানাথ চন্দ্র, ৫৯ বৎসর। (৮) প্যারিনাথ চন্দ্র, ৫৬ বৎসর। (৯) প্রসন্নকুমার চন্দ্র, ৫১ বৎসর। (১০) প্রিয় নাথ চন্দ্র, ২৭ বৎসর। (১১) ললিতকুমার চন্দ্র ২৯ বৎসর। (১২) গিরীশ-চন্দ্র দাস. ৫৪ বৎসর (মোক্তার, বরিশাল)। আমরা উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় এই অতিবৃদ্ধ বয়সে নিজে উপনীত হইয়া যে সদ-দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা কায়স্থ সমাজের প্রাচীনগণের চিন্তা করিবার ও অনুকরণ করিবার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ রবিবার ১৪১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ফরিদপুর জিলার নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনীত হইয়াছেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র

শিরোমণি। ১। সুরেশচন্দ্র বসু, আলগী। ২। রাধানাথ ঘোষ, দিগনগর। ৩। উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ। ৪। যতীন্দ্রনাথ দাস, কানুড়িয়া। ৫। যতীশ-চন্দ্র দাস, ভাসড়া।

বঙ্গজ বাজু সমাজ। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রচার ফলে বাজু সমাজে বেশ একটু সজীবতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে! এই অঞ্চল হইতে প্রায় পঞ্চাশ জন নূতন সভ্য হইয়াছেন। শ্রীবাড়ী এবং মালুচি উভয়ই কায়স্থ জমিদারপ্রধান স্থান. এবং উপনয়ন গ্রহণ লইয়া ঐ উভয় কেন্দ্রে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। কোন কেন্দ্র অগ্রে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া জয়মাল্য লাভ করে তাহা দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব রহিলাম।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ—বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ ফরিদপুর—দৌলৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মোহিনী নাথ দেব বর্ম্মার সহিত উলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু রায় চৌধুরী মহাশয়ের কণ্যার শুভ-বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে কুশণ্ডিকা সহ সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহ সিংভুম জিলায় চাইবাসাতে সম্পন্ন হয়। বাগ্মী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়, এই বঙ্গজ-সমাজের বিবাহে যোগদান করিয়া ক্ষত্রোচিত বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন। বরের হাতে রৌপ্য নির্ম্মিত তরবারী ও কন্যার হস্তে রৌপ্য-নির্ম্মিত তীক্ষবান দেওয়া হয়। পাণি গ্রহণ, সপ্তপদীগমন, শিলারোহণ ধ্রুবদর্শন প্রভৃতি বৈদিক বিবাহ সংস্কারগুলি যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বদিবসে স্থানীয় কায়স্থ বৃন্দ সমবেত হইলে অগ্নিহোত্রী মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কায়স্থ জাতির বিবাহ সম্বন্ধে এক সুললিত বক্তৃতা করেন এবং কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহ যে বিবাহ নহে তাহা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন। বিবাহে যে চরুহোম হইয়াছিল, বর ও কন্যা বিবাহান্তে সেই যজ্ঞাবশিষ্ট চরু ভক্ষণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ। (১) ফরিদপুরে, খাগজানা, হাটগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় এবং (২) ফরিদপুর লক্ষণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয় তাঁহাদিগের ৺ সহধর্ম্মিনীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে এয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। (৩) যশোহর জিলার খেজুরা নেবুতলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া খুড়ি মাতার

আত্ম-শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে এয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। শেষ দুই কার্য্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পুরোহিত ছিলেন।

(৪) রঙ্গপুর কায়স্থ-সভা হইতে শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন—"গত ৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার রংপুর মাজিষ্ট্রেট আফিসের ক্লার্ক শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসু বর্ম্মার পিতৃশ্রাদ্ধ তাঁহার রঙ্গপুর বাসা মোকামেই এয়োদশাহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় একশত স্বজাতীয় কুলীনমণ্ডলী আগ্রহ সহকারে এই এয়োদশাহ শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়া আহার করিয়াছিলেন। রসিক বাবুর সৌজন্যে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রঙ্গপুর সদরে প্রথমেই অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের স্ত্রীর বিয়োগে তিনি এয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ; এবার স্থানীয় পুরোহিত বিক্রমপুর রুদ্রকর নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় রসিক বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ করাইয়াছেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধকর্ম্মে বিশুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভোজন করাইতে শাস্ত্রে নিষেধ, সেইজন্য যে কয়জন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছে সকলেই বেদবিৎ ও ক্রিয়ান্বিত। শ্রাদ্ধকর্ত্তাও রায়ের-কাঠির শ্রেষ্ঠ কুলীন, সুতরাং আমরা উপরোক্ত সংবাদটি কায়স্থ—পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া কায়স্থ সমাজকে শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে করযোড়ে অনুরোধ করি। স্থানীয় কালেক্টরীর মহাকেজ নেপাল বাবু এজন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া আমাদিগের সমাজের প্রকৃত উপকার করিয়াছিলেন।" আমরা কর্ম্মীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া দেহবিমুক্ত আত্মার সদ্‌গতি প্রার্থনা করি।

শ্রাদ্ধে দান। ফরিদপুরের হাটগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় তদীয় স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে ১৲ এক টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গদেশের এগার লক্ষ কায়স্থ সন্তান, যদি বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, প্রত্যেকে সাধ্য মত জাতীয়-সভার জাতীয়-ভাণ্ডারে অর্থ দান করেণ তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইয়া, দরিদ্র কায়স্থ বালকের বিদ্যা-শিক্ষায় ও অনাথা-কায়স্থ-বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হইতে পারে। আমরা কায়স্থ-সভার সভ্য মহোদয়গণকে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

বিপন্নের-সাহায্যে দান। কায়স্থ-সভার বিগত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে, জাতিনির্ব্বিশেষে পূর্ব্ববঙ্গের ঝটিকা-পীড়িত বিপন্নের সাহায্য

করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এতদর্থে কুমার মন্মথনাথ মিত্র ১০৲ রায় বিনোদ বিহারী বসু ১০০৲, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত ২০০৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ ১০০৲, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ ৫০৲, শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ ৫০৲, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত ৫০৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত ৫০৲, লক্ষ্মী নিবাস ২৫৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা ১০৲ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা ১০৲ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দেববর্ম্মা ১১৲, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ ১০৲ (তাহার বিবাহোপলক্ষে) শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত বর্ম্মা ৫৲ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা ২৲ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা ২৲, শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্ল্লভ মজুমদার ১০৲, নাম অপ্রকাশ্য ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা ৫৲, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মিত্র ১০৲, শ্রীযুক্ত দয়াল চন্দ্র বসু ২০৲, শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র বসু ১০৲, শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ ২৲ নাম অপ্রকাশ্য ৫০৲ দান করিয়াছেন ও ২৫ জোড়া কাপড় পাওয়া গিয়াছে। তৎসমুদায় Bengal Relief Fundএর সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমার কায়স্থ-সভার সভ্য মাত্রকেই এই বিপন্নের সাহায্যে আহ্বান করিতেছি। যিনি যাহা প্রদান করেণ সম্পাদকের নামে কায়স্থ সভার ঠিকানায় পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত ও কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

ভারতীয় সৈন্যের বীরত্ব। প্রাইভেট্ মনীন্দ্রনাথ দেব মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। তাহার নম্বর ৩৮। মেসেপটেমিয়ার যুদ্ধে তিনি তুর্কী হস্তে বন্দী হইয়া তিন বৎসর বাদে মুক্ত হন। সামরিক-বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ তাঁহার সামরিক-কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। কলের-কামানের গোলায় তিনি বামপদে ও বাম উরুতে বিদ্ধ হইয়া আহত হইয়াছিলেন। ১৯১৫ সালে, ১লা ডিসেম্বর, টেলিফোনে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে শত্রুগণ তাঁহার বাম-স্কন্ধ শানিত-অস্ত্রাঘাতে আহত করে। সম্রাট ৫ম জর্জ্জ ইঁহার বীরত্ব কাহিনী অবগত হইয়া সম্প্রতি ইঁহাকে যে পত্র দিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

বাকিংহাম প্যালেস
১৯১৮।

"আমি নিজে এবং মহারাণী, তোমার মঙ্গল কামনা করি, তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া সুখ ও আনন্দ ভোগ কর এবং শীঘ্র তুমি তোমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাও, ইহাই আমাদের উভয়ের কামনা ও আশীর্ব্বাদ।

তুমি যে বিশ্বস্তভাবে দেশের হিতকার্য্য করিয়াছ. সেই জন্ম তোমার মাতৃভূমি, তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং তুমি দেশের ধন্যবাদের পাত্র হইবে।”

সম্রাট স্বয়ং এই চিঠিতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

কায়স্থ পরিচয়। আমরা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু প্রণীত কায়স্থ পরিচয়ের একখণ্ড হ্যাণ্ডবিল আজ কয়েক মাস পূর্ব্বে পাইয়াছি। ইহাতে বসন্ত বাবু যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। “কায়স্থ-কারিকা” বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ৺রায় নন্দলাল বসু, মহাশয় বহু-সহস্র অর্থব্যয় করিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কায়স্থ-জাতির ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের কাহারোও ইহা অবিদিত নাই। “কায়স্থ পরিচয়ের” ভাবী লেখক মহাশয় যে এবিষয় কিছু অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহার প্রচারিত হ্যাণ্ডবিলই তাহা সপ্রমান করিতেছে। বিগত শারদীয়া পূজার পূর্ব্ব হইতেই ঐ পুস্তক যন্ত্রস্থ শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এ যাবৎ একখণ্ডও প্রকাশিত দেখিতে পাই নাই। লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া. যিনি যাহা লিখিয়া দেন তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে কতিপয় “হাম্বি” কায়স্থের “হামবড়া” প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কায়স্থ-জাতির প্রকৃত ইতিহাস পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? বর্ত্তমান কালে অনেকেই স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের ছবি ও জীবনী, গৃহ-সংরক্ষিত প্রাচীন, হস্তলিপি বলিয়া পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলেই নিজে বড় হইতে পারিব, এই আশা করেণ। “কায়স্থ-পরিচয়ের” লেখক মহাশয় যদি সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে না পারেণ তবে তাঁহার এ বহি লেখার দুঃসাহস না করাই মঙ্গল।

কায়স্থ-সভার প্রচার-কার্য্য—সিরাজগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় লিখিয়াছেন—“বিগত ২৩ শে ভাদ্র মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়, কাওয়ারাকোলা গ্রামে, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেব মজুমদার মহাশয়ের গৃহে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব মজুমদার বি,এ,মহাশয়ের উৎসাহ ও উদ্যমে একটি কায়স্থ-সভা আহুত হয়। সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীন মোক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়া সিরাজগঞ্জ হইতে আনা হয়। তিনি সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা দান করিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে পরিতুষ্ট ও সমুৎসাহিত করেন। প্রচারক

মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব মজুমদার মহাশয় অভিমত প্রকাশ করেন যে, একটি মাত্র সভা আহ্বান করিয়া লাভের আশা কম; সিরাজগঞ্জ সহরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এইরূপ সভা-সমিতি ও বক্তৃতাদি হইলে বিশেষ ফলোদয়ের সম্ভাবনা আছে। তৎপর সভাপতি মহাশয় স্বয়ং সত্বরেই উপবীত গ্রহণ করিবেন এইমত প্রকাশ করিয়া সকলকে উপবীত গ্রহণ করিতে বলেন। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।”

সন্দ্বীপ

শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন দাস, মোক্তার মহাশয় জানাইয়াছেন—“বিগত ৩১ শে ভাদ্র, বুধবার সন্ধ্যা ৫ টার সময়, নোয়াখালির অন্তর্গত সন্দ্বীপ বারলাইব্রেরী-গৃহে এক কায়স্থ-সভা আহুত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রাণহরি গুহ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের অনুমোদনে স্থানীয় দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্তবাবু তেজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয়, কায়স্থ জাতীর স্বধর্ম্ম, সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় এক সুললিত হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উপস্থিত কায়েস্থদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার সভ্য হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তদনন্তর বাবু প্রাণহরি গুহ মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মত গ্রহণ করিয়া, স্থির করেন (ক) কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়-বর্ণ এবং ক্ষত্রোচিত উপনয়ন-সংস্কার তাহাদের, একান্ত প্রয়োজন। (খ) চারি শ্রেণী মিলনে কোনই বাধা দেখা যায় না। (৩) পণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে কায়স্থ মাত্রেরই চেষ্টা হওয়া উচিত। এই কয়েকটী প্রস্তাবই সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। অবশেষে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।”

মালুচি

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার, জি, বি, ভি, সি, মহাশয় লিখিয়াছেন—বিগত ১০ই কার্ত্তিক সোমবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত মালুচি গ্রামে, স্থানীয় জমিদার চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা পরমানন্দের বংশোদ্ভব

রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে এবং তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা ও উদ্যমে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মালুচির চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বাঘুটিয়া, বাগমারা, বাল্লা, খেড়ুপাড়া, ভাদিয়া, খোলা, ব্যাসদি, আরুয়া, মাত্রাখোলা, বাউলী, কান্দানালী, দড়িকান্দী, ও ঝিট্‌কা প্রভৃতি গ্রামের গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত প্রায় ৩০০ শত কায়স্থ মহোদয়গর সভায় যোগদান করিয়া ছিলেন। সভ্যগণের বিশেষ অনুরোধে এবং জমিদার প্রিয়নাথ বাবুর প্রস্তাবে ও হেড মাষ্টার হেমচন্দ্র দত্ত বি, এ, মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস বসু রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহন করেন। তৎপর বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ সভার প্রচারক, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়, পুরাণ ইতিহাস, কারিকা, কোষ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রোচিত উপনয়নের আবশ্যকতা এবং বিবাহের ব্যয়-সংক্ষেপ ও চারি শ্রেণীর কায়স্থের মিলনাদি সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল, হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া ছিলেন, তৎপরে প্রিয়নাথ বাবু, প্রাণের আবেগে, অতি সরল সুললিত ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করেন যে, অনেক দিন হইতে আমি কায়স্থ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আসিতেছি। কলিকাতায় অবস্থান কালীন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত এবিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছি ও বুঝিয়াছি, বর্ত্তমানে আমাদের উপবীত যে একান্ত আবশ্যক, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সমাজে অনেক স্থান হইতেই, আমাকে অনেকে জানাইয়াছেন যে, এই মালুচি গ্রামে আমরা উপনণন গ্রহণ করিলেই, মাণিক-গঞ্জের সর্ব্ব স্থানে উপনয়ন হইয়া যাইবে। যে কার্য্যে প্রত্যেকেরই উৎসাহ উদ্যম দেখা যাইতেছে এবং যাহা সর্ব্ব-শুভ-কর সে কার্য্যে উদাসীন্য কাপুরুষতার লক্ষণ। এইরূপ বক্তৃতায় সকলকে উৎসাহিত করিয়া, তিনি বলেন "যদি কাহারও পুরোহিতের অভাব হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব, এবং যাহার উপনয়ন গ্রহণের ব্যয় ভার বহন করা কষ্ট-কর, তাহার ব্যয় আমি নিজে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আমার ক্ষমতা ও আমার উপদেশাদির দ্বারায় এই স্থানের কায়স্থ-গণের উপনয়ন বিষয়ে যখন যাহা আবশ্যক হইবে, সর্ব্বদা করিতে প্রস্তুত থাকিলাম।" তদনন্তর হেডমাষ্টার হেমবাবু ও একটী সময়োপযোগী ও উৎসাহ ব্যঞ্জক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অবশেষে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই সভা স্থির করেন যে, আগামী ১২ই কার্ত্তিক বুধবার প্রত্যেক গ্রামের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রধান প্রধান এক এক জন কায়স্থ অত্র স্থানে মিলিত হইয়া কি ভাবে, কোন স্থানে

কোন তারিখে, উপনয়ন গ্রহণ করা যায়, তাহার স্থির করিয়া, এখানে একটী শাখা সভা গঠন করা হইবে। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাপতি, প্রচারক মহাশয় এবং প্রিয়নাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

আমরা আগামী ১২ই মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবুকে উপবীতী দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

মাণিক গঞ্জ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—মাণিকগঞ্জ মোক্তার লাইব্রেরী গৃহে বিগত ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার ৫ ঘটিকার সময় প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার দিবা ৩ ঘটিকায় ৺কালী-বাড়ীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নিওগী মোক্তার মহাশয়ের সভাপতিত্বে দুই দিন কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। স্থানীয় প্রধাণ মোক্তার শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র নেউগী ও শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়গণের আন্তরিক চেষ্টায় এই দুটী সভার উদ্বোধন হইয়াছিল। কলিকাতার কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দুই দিন ২ ঘণ্টা কাল ব্যাপী বক্তৃতা করেন। তদনন্তর প্রবীন ডাক্তার সোপবিতী বানারিপাড়াস্থ শশীভূষণ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের নিরোগ দেহ ত্যাগে এই সভা দুঃখ প্রকাশ করেন ও তাঁহার আত্মার সদগতি ও পরিবারবর্গের শান্তি-কামনা করা হয়। অতঃপর মালুচি কায়স্থ-সভা উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এই সভা ও তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন ও একযোগে কার্য্য করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এখানে যে শাখা সভা আছে তাহার নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগান্তে উভই দিনই সভাপতি ও প্রচারকমহাশয় ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীবাড়ী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—বিগত ১৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩ ঘটীকার সময়, ঢাকা শ্রীবাড়ী গ্রামে, জমিদার শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বসু মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহারি উদ্যোগে টেপড়া, বড়টীয়া, কর-জানা ও শ্রীবাড়ীর কায়স্থ মহোদয়গণের সম্মিলনে একটী সভা হইয়াছিল। শ্রীযুত যামিনীকুমার রায় জমিদার মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন তৎপরে ডাক্তার

শ্রীযুত অতুলপ্রসন্ন বসু মজুমদার মহাশয় মালুচি যে কায়স্থ-সভা হইয়াছিল তাহার মন্তব্য পাঠ করিয়া সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেণ যে, মালুচি কায়স্থগণ যেদিন উপনয়ন গ্রহণ করিবেন, ঐ দিনে আমরা ও যাহাতে উপবীতী হইতে পারি তদবিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। রায় সাহেব শ্রীযুত দ্বারকানাথ দাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উৎসাহ প্রকাশ করিলে, সভা স্থির করেন যে, ঐ দিনে অথবা তাহার দুই এক দিন পূর্ব্বে বা পরে আমরা উপবীত গ্রহণ করিব। তৎপর রাত্রি ৬॥ ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক এবং সভার উদ্যোগী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বরঙ্গাইল

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—বিগত ১৯শে কার্ত্তিক বুধবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় বরঙ্গাইল হরিসভা-গৃহে, বরঙ্গাইল, মহাদেবপুর, সাহিনী, বৈন্যা প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণের একটী সভা হইয়াছিল, অত্রাঞ্চলের গোষ্ঠী পতি শ্রীযুত তারিণী শঙ্কর রায় মহাশয় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রচারক শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য গুলি বিশদরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই সভায় স্থির হইল যে মালুচি কায়স্থগণ যে সময় উপবিত গ্রহণ করিবেন, তৎপরেই আমরাও উপনয়ন গ্রহণ করিব। বেলা ১১ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয় প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

অনলে আত্ম-বিসর্জ্জন।

কায়স্থ কুলাঙ্গনা লীলবতীর হৃদয়বিদারক দেহত্যাগ কাহিনী পাঠে শিক্ষিত ও উন্নত কায়স্থ সমাজ কলঙ্কিত হইয়াছে। মিত্র পরিবারে বসু কন্যার এই শোচনীয় "পরিণাম" যাহা করোনার কোর্টে প্রকাশ পাইয়া দেশের প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্রে প্রচার হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কায়স্থ সমাজের চৈতন্য হইবে কি? পুত্রের বিবাহে যাহারা পয়সা পয়সা করিয়া পশুত্বের পরিচয় প্রদান করে, তাহাদের ঘরে যে এই প্রকার কত শত পাশবিক লীলার অভিনয় চলিতেছে তাহার সংবাদ কে রাখে? কয়জন তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা চিন্তা করেন? "যেথানে নারীর সম্মান, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা হয়, দেবতারা তথায় বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকেন" ভারতের এ শিক্ষা আজ কোথায়

অন্তর্হিত হইল? দেশে মানুষ নাই; স্বার্থপরতা আজ দেশকে তথা মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করেছে। এত সভা সমিতি হয়ে গেল, বড় বড় সভার পাণ্ডা, হোমরা চোমরা রাজা মহারাজা ধরে, কত ধর্ম্ম-সভা, সমাজ-সভা করে হাততালি ও বাহবা নিয়ে গেল, কত নাম-ক্যাঙলা সভা-পাগলা বড়দিনের মজলিসে প্রাসাদ-নগরীতে এসে ছোট দিন পর্য্যন্ত কাটিয়ে মুরুব্বীয়ানা করে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে গেল, কিন্তু কাহারো মুখে এই অমানুষিক অত্যাচারের কথাটা শুন্‌তে পাওয়া গেল না। দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, রাজা, মহারাজা, কুমার, জমীদার, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, কারবারি, কেরাণী পর্য্যন্ত কেহ একবার অভাগিনী বঙ্গললনার দুঃখে, মুখে একবার আহা বল্লে না, চোখ দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু ফেল্লে না, হৃদয়ে একটুও ব্যথা পেলে না; অথচ তাহারা "বাহিরে কোঁচার পত্তন ও ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তনের ন্যায়" হিন্দু-নারীর তথাকথিত গৌরব, আর্য্য মহিলার মহিমা প্রচার করিতে আত্মহারা হইয়া যান। গো-মাতার হত্যা বন্ধ প্রস্তাব মুসলমান লিগ গ্রহণ করেছে বলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কালীঘাট থেকে ধন্যবাদ পাঠালে, বেশ কল্লে; কিন্তু নিজের মাতা, ভগিনী, জায়া হত্যা নিবারণ কল্লে বাক্যযন্ত্রণা, মর্ম্মপীড়া, ও আগুনে পোড়া থেকে অভাগিনী বঙ্গ-জননীগণের রক্ষা করবার উপায়টী স্থির করা কি কাহারো মাথায় এলো না; এদেশের মানুষের মাথাগুলি অশৌচান্তে পরিত্যক্ত কেলে-হাঁড়ি ভিন্ন আর কিছু নহে? বাঙ্গালার অবলা ললনাগণ আজ শ্বাশুড়ীর তাড়নায় আগুনে ঝাঁপিয়া পড়ছে—শ্বশুরের জ্বালায় জলে ডুব্‌ছে—ননদের বাক্যবাণে গাধার খাটুনি খাটিয়া অনশনে অনিদ্রায় দেহপাত করছে, উদ্বাহবন্ধনের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য উদ্বন্ধনের আশ্রয় গ্রহণ করছে, আহা উহু বলবার লোক নাই, রোগ হলে তার চিকিৎসা নাই, ভোগ সুখের কামাই নেই; কাঁকে, কাঁধে হাতে মা-ষষ্টির অনুগ্রহ, চাকরাণী, রাঁধুনী, দরোয়ান, গোমস্তা, সন্তান-প্রতি-পালিনী, স্তন্যদায়িনী জননী ভগিনী, সহধর্ম্মিণী একাধারে সব, তবুও শ্বশুর বাড়ীর কাহারোও সহানুভূতি পায় না, মরে গেলে বালাই গেল। ফের কেঁচে গণ্ডুষ করে আবার একটা দাঁও কসবার পথ পরিষ্কার হলো "ভাগ্যবানের মাগ মরে" এই প্রবাদ বাক্য সার্থক হলো। হায় ভগবান! তুমি কি দিয়ে এই অভাগিনীদের সৃজন করেছ? কোন্ মহাপাপে, কাহার কঠোর অভিসম্পাতে বাঙ্গলা দেশে নারী জন্ম হয় তাহা বলিয়া দিবে কি? অভাগিনী লীলাবতী রান্নাঘরে রাঁধিতে রাঁধিতে কাপড়ে অগ্নি জ্বালাইয়া, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামীর জ্বালা "এড়াইয়াছেন,

আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার কায়স্থ সমাজের শ্বশুর, ভাসুর, শাশুড়ী, ননদ, স্বামীরূপে দৈত্য অসুর, ডাইনী, শাকচুন্নী, রাক্ষস পিশাচ পশুগুলি যে মানুষের মুখোস পরে বাঙ্গালা দেশে স্বীমিকারে বহির্গত হয়েছে তা বেশ পরিস্ফুট করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। ইংরাজি কাগজ ডেলি নিউস্ পর্য্যন্ত এই অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে অসহায় অবলাগণের রক্ষার জন্য যে ভাবে রাজার সাহায্য ভিক্ষা করেছেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণও গলিয়া যায়। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রগুলিও এই শোচনীয় কুলকলঙ্ক কাহিনী প্রচার করে চির শান্তিময় হিন্দুর অন্তঃপুরে যবনিকা অন্তরালে অশান্তিপূর্ণ দাবানলের যে ভস্মলীলা চলিতেছে তাহা হিন্দু সমাজের মুদিত নয়নে শলাকা সংযোগে দেখাইয়া দিয়াছেন তাহাতেও তো বঙ্গবাসীর চৈতন্য হইল না। নারীগণের নির্যাতনের শত শত প্রহরণ সমাজের ও সমাজনেতার হাতে আছে, কিন্তু নির্যাতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে যদি তোমাদের সামর্থ্য ও পুরুষার্থ না থাকে তবে কেন তাহাদের নিজেদের আত্মরক্ষার ভার তাহাদের হাতেই দাওনা? C. S P. C. A (Calcutta Society for the Prevention of cruelty to Animals) যাহা করে তোমরা কি তাহাও করিতে পারো না? গায়ের রং ইহুদী কা লেড়কীর মতন নয় বলে বধূকে গঞ্জনা দেওয়া এবং প্রতিশ্রুত বিবাহ যৌতুকের অতিরিক্ত অর্থ দিয়াও অভাগিনী কন্যার পিতা চৌদ্দপুরুষান্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আর আমার জননী, আমার ভগিনী, আমার জায়ার হত্যাকারী আমি নিজে! আমার সমাজ!! ও আমার ধর্ম্ম!!! যাও সতি! তুমি যে আগুনে আত্মরক্ষা করেছ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সে আগুন সপ্ত জিহ্বা বিস্তার করে জ্বলে উঠবে, লঙ্কাকাণ্ডের মত এ রাক্ষসপুরী ভস্মীভূত হবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে হিন্দু সমাজ শ্মশানে পরিণত হবে, বরপণ মরণের বিষময় ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে যে কালকূট উদ্গীর্ণ হবে স্বয়ং নীলকণ্ঠ এসেও সে বিষের জ্বালা থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

সংবাদ-সংগ্রহ ও সমালোচনা।

কায়স্থ-মহিলার সরকারী-বৃত্তি।

"যশোহর গৌরব অমরকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী "বীরকুমার-বধ"-রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা মানকুমারী দেবীকে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যরচনার পুরস্কার স্বরূপ মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সরকার বাহাদুর গুণগ্রাহিতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।" আমরা 'যশোহর-পত্রিকা'র এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি।

ভূতের উপদ্রব।

বরিশাল জিলার "কাশিপুর নিবাসী" সংবাদ পত্রে প্রকাশ "একদল লোকের বিশ্বাস ৩০ দিনের পরিবর্ত্তে ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করায়, মৃতাত্মা সকল ভূত হইয়াছে" কারণ যজ্ঞোপবততধারী কুলীন কায়স্থদিগের উভয় বাড়ীর পার্শ্বে ভূতের উপদ্রব এক বাড়ীর এক স্ত্রীলোক মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখিয়া ভয়ে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। আর এক বাড়ীর পার্শ্বে রাত্রে প্রেতাত্মা নানাপ্রকার উৎপাত করে। জনৈক কায়স্থোপনয়ন বিদ্বেষীর মস্তক থেকে এই সংবাদ আবিষ্কার হয়েছে, ইহাও ঐ সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য, ব্রাহ্মণ দোষ পাইলে ব্রহ্মদৈত্য ও শূদ্র, ভূত হইয়া থাকে (ভূতেরও দেখিতেছি জাতি আছে) কিন্তু উপবীতী-কায়স্থ দোষ পাইলে কি হয়, তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; মানুষ মরিয়া যাহারা ভূত হয় তাহাদের তো পার আছে, কিন্তু জীবন্ত ভূতগুলিকে আটিয়া উঠা দায়, কারণ পঞ্চভূতে মানুষ—অর্থাৎ একটী মানুষ পাঁচটী ভূতের সমষ্টি তাই জিজ্ঞাসা করি এ জ্যান্ত ভূতটী কে?

দেবত্তর আইন।

"রায়ত" লিখিয়াছেন—"ওয়াকফ্ বা দেবত্তর সম্পত্তি সাধারণের। এই সকল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মতোয়াল্লী বা সেবায়েৎ অথবা ট্রাষ্টিগণ, অধিকাংশ স্থলে যে ভাবে এই সকল সম্পত্তি অবৈধ তচ্ছ্রূপ করিয়া দাতার উদ্দেশ্য পণ্ড করেন তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। যাহাতে এই সকল সম্পত্তির আয় অযথা তচ্ছ্রূপ না হইয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য পথে ব্যয় হয় তজ্জন্য ১৮৬৩ সনের ২০ আইনের রিলিজিয়াম-এণ্ডাউমেণ্ট-এক্ট নামে আইন হইয়াছিল। সুচতুর সেবায়েৎ মতোয়াল্লিগণ প্রতিনিয়ত এই আইনের বিধান ব্যর্থ করিয়া ঐ সকল দেবত্তর সম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছে। ইহাদের চাতুরী জাল ছিন্ন করিয়া, দেবত্তর সম্পত্তির অসঙ্গত তচ্ছ্রূপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ভারতগভর্ণমেণ্ট দেবত্তর আইনের এক পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা এই আইনের সমর্থন করি। সাধারণের স্বার্থানুরোধে সকলেরই এই আইনের সমর্থন করা কর্ত্তব্য। আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গালার 'ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকা' উক্ত আইনের বিরুদ্ধে অযথা আন্দোলন সৃষ্টি করিতেছেন ইত্যাদি।"

আমরা "রায়তের" এই ন্যায্য প্রস্তাব সমর্থন করি এবং আরও বলি ভারতের তীর্থগুলি যে প্রকার পাপের পঙ্কিল-প্রস্রবণে পরিণত হইয়াছে তাহাতে তীর্থক্ষেত্রের মহন্তগুলির নামে অভিযোগ আনা উচিত, বিচার করিয়া দোষ সাব্যস্ত হইলে আইন অনুযায়ী দণ্ড বাঞ্ছনীয় এবং ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বিলাসভোগ বিতৃষ্ণা সংযত, ব্রহ্মচারী ব্যতীত ভারতের পবিত্র তীর্থপীঠ কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া উচিত নহে। ইহারাই হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম ভক্ষণ করিতেছে। পৌরোহিত্য ও গুরুগিরির সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যিনি গভর্ণমেণ্টের উপাধি পাইবেন, কেবল তাঁহারাই ঐ কাজে অধিকারী হইবেন, গুরু পুরোহিত সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এরূপ একটী আইন করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হয়। দেবত্তর সম্পত্তি রক্ষা, তীর্থগুলির পবিত্রতা রক্ষা ও নিরক্ষর মন্ত্র তন্ত্র শূন্য, সাধনাসংযম বিহীন গুরু পুরোহিতের অত্যাচার হইতে রাজা আমাদের রক্ষা করিলে, ইংরাজ রাজ্য ভারতে অক্ষয় হইবে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

"বাঙ্গালী" লিখিয়াছেন—"এবার কংগ্রেসের অনুষ্ঠান সমিতির সভাপতি হইয়াছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে লালা কায়স্থ ছিলেন। নাম ছিল লালা মুন্সীরাম। ইনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত, অতি সুন্দর উর্দ্দু বলিতে পারেন, হিন্দী ভাষায় একজন অগ্রণী লেখক; ভাগলপুরের সাহিত্য-সম্মেলনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সংসারের সুখস্বচ্ছন্দ, ধনৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ইনি সমাজ-সংস্কারে জীবন উৎসর্গ করেন। হরিদ্বার গুরুকুল পাঠশালার ইনি প্রধান অধ্যক্ষ; সেই সময়ে লালাজী 'মহাত্মা' উপাধি লাভ করেন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন। আমরা "বাঙ্গালী"র সহিত একত্রে তাঁহাকে হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি।

মজার কথা।

গত ভাদ্র মাসের "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায়" ২৪০ পৃষ্ঠায় বিবিধ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল যথা— ৯। "কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।" আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম—বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অকৃত্রিম সুহৃদ্, কায়স্থ সাহিত্যে সুপণ্ডিত, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় সভার অর্থাভাব অজুহাতে সভা হইতে অপসারিত হইয়াছেন। কি ক্ষোভের কথা! যিনি নিজের ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের উপায় সাধন না করিয়া, নিয়ত যাহার সেবায় আত্ম নিয়োগ করতঃ যাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, সেই সভা অর্থাভাবের অজুহাতে এই ঘোর দুর্দ্দিনে তাঁহার ৬৫৲ টাকা বেতন স্থলে ৩০৲ টাকা বেতন দিবার প্রস্তাব কিরূপে গ্রহণ করিলেন? যাঁহার বিশেষ চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কায়স্থ-বিদ্যার্থী বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, মীমাংসা, পড়িবার অবাধ অধিকার

পাইয়াছে তাঁহাকে বিনা দোষে সভা হইতে অপসারিত করিয়া, তাঁহার অকৃত্রিম সমাজ সেবায় বাধা প্রদান এবং কায়স্থ-সমাজকে ভবিষ্যতে বহু আশা হইতে বঞ্চিত করিলেন।" আবার বিগত কার্ত্তিক মাসের "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার" ৩৩২ পৃষ্ঠার বিবিধ-প্রসঙ্গে, সম্পাদকীয় মন্তব্যে এইরূপ। "ভ্রম সংশোধন" "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার" দেখা যায় যথা—গত ভাদ্র সংখ্যার ২৪০ পত্রাঙ্কে বিবিধ প্রসঙ্গের ১ দফায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বলিয়া যাহা সম্পাদকীয় স্তম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে উহা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিজ লিখিত। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনা অন্যরূপ। এই বিষয়ে সভার অকৃত্রিম সুহৃদ্ এবং চিরমঙ্গলাকামী বর্ত্তমান চালকগণকে অন্যায়রূপে কটাক্ষ করার জন্য আমরা বিশেষরূপে দুঃখিত হইয়াছি!" ইহার টিকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। এই উপলক্ষে আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। তাঁহার নিকট কায়স্থ-সভা ও কায়স্থজাতি অনেক বিষয়ে অনেক আশা করে। ভগবান তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বরদান করুন এবং তিনি উদীয়মান কায়স্থ ক্ষত্রিয় সমাজের সেনাপতি ভীষ্মরূপে বিরাজ করুন; দেহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অমৃতময়ী উপদেশবাণী প্রচার করিয়া কায়স্থ-আকাশে একমাত্র চিরভাস্কর ভাস্করের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করিতে ব্যাকুল।

শনিবারের পালা।

নায়ক লিখিতেছেন—জয়, জয়, জয়—বাঙ্গালার জয়, বাঙ্গালীর জয়। জয় জয়-জয় বাঙ্গালার মনীষী-শিরোমণি, কায়স্থকুল-ধুরন্ধর, ব্যবহারাজীবাগ্রণী পুণ্য-শ্লোক ডাক্তার স্যর রাস বিহারী ঘোষ মহাশয়ের!

কলিকাতার বিজ্ঞান-বিদ্যালয় স্যর তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার স্যর রাস-বিহারী ঘোষ, বাঙ্গালার কায়স্থ ব্যবহারাজীবের দান-শৌণ্ডতার ফলস্বরূপ। উহাতে স্যর তারকনাথ প্রায় পনরলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন এবং দানের গুণে অমর হইয়াছেন এবং ডাক্তার স্যর রাসবিহারী প্রথম দফায় প্রায় দশলক্ষ টাকা দিয়াছেন।

"নায়কে" সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বপ্রথমে সুসংবাদ প্রকাশ করা হয় যে, ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা ইউনিভারসিটির অধীন বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও বিনিয়োগ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে আরও এগার লাখ টাকা দিবেন। আজ সেই সুসমাচারের সমর্থন করিয়া বলিতেছি ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা ইউনিভারসিটিকে সাড়ে তিন টাকা সুদের এগার লক্ষ তেতাল্লিস হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। এই দান-গ্রহণ সম্বন্ধে অদ্য সায়াহ্নে সেনেট হলে সেনেটের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

কলিকাতা ইউনিভারসিটিকে বিজ্ঞানচর্চ্চা কল্পে ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ সর্ব্বসাকল্যে একুশ লক্ষ টাকা দান করিলেন। ব্যাঙ্গালোরের সায়ান্স ইন্‌ষ্টিটিউটে টাটা কোম্পানীর অধিনায়কগণ মোটের উপর ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী-বণিক ধনকুবের টাটা কোম্পানী একসঙ্গে ত্রিশলাখ দান করিয়া অশেষ প্রশংসা ভাগী হইয়াছিলেন। আর আমাদের বাঙ্গালার একজন কর্ম্মী-উকীল, নিজের ব্যক্তিগত উপার্জ্জনের—জীবনব্যাপী উৎকট পরিশ্রম ও মনীষা-প্রয়োগসঞ্জাত উপার্জ্জনের সঞ্চিত ধন হইতে একুশ লাখ টাকা দান করিলেন! কোটীশ্বর টাটার ত্রিশ লাখ দান বড়, না একজন বাঙ্গালী উকীলের একুশ লাখ দান বড়? আমরা নির্ভয়ে, অসঙ্কোচে বাঙ্গালার বাঙ্গালীর দানকে বড় দান—সাত্ত্বিক দান বলিয়াই ঘোষণা করিব। আমরা শুনিয়াছি স্যর রাসবিহারী এই একুশলাখ টাকা দান করিয়া নিরস্ত হইবেন না। শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে, জ্ঞান বিস্তার কল্পে তিনি আরও কিছু দান করিবেন। আজ সত্যই মনে বড় শ্লাঘাবোধ হইতেছে আমরা যে বাঙ্গালী ডাক্তার রাসবিহারীর একদেশস্থ স্বজন-পরিজনের মধ্যে গণ্য বাঙ্গালী এটুকু ভাবিয়া বুকটা দশ হাত ফুলিয়া উঠিতেছে। জয় বাঙ্গালার, জয় বাঙ্গালীর জয় ডাক্তার রাসবিহারী!

বলিহারি রাঢ় দেশ! স্যর তারকনাথ পালিত দক্ষিণ রাঢ়ের কায়স্থ, স্যর রাসবিহারী ঘোষ দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমান জেলার কায়স্থ! আর ইঁহাদের

ধন লইয়া যিনি নাড়াচাড়া করিতেছেন, বিজ্ঞান কলেজের প্রাণস্বরূপ যিনি আছেন—সেই ডাক্তার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তিনিও রাঢ়ের—বর্দ্ধমান জেলার জিরাট বলাগড়ের ব্রাহ্মণ। আর সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন উত্তর রাঢ়ের রায়পুর গ্রামের লর্ড সিন্‌হা। আমরা বলি শুধু রাঢ় কেন, কায়স্থ জাতি এই ভারতবর্ষের যেখানেই থাকুক না—তাহার দিব্য বিভূতি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদাই বিকাশ হইবে। দান করা ও প্রভুত্ব করা ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। এই সমস্ত মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের স্বভাবজ ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

BLANK PAGE(S)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অষ্টম অধিবেশন।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৬ সাল, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত:—

১। কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
৩। " দয়ালচন্দ্র বসু।
৪। " মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
৫। " হীরালাল মিত্র বর্ম্মা।
৬। " সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
৭। " নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৮। " রায় বিনোদবিহারী বসু।
৯। " ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।
১০। " সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
১১। " কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা প্রাজ্ঞ।
১২। " নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
১৩। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
১৪। " অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর।
১৫। " শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি, এল।
১৬। " মহেন্দ্রনাথ গুহরায় বর্ম্মা।
১৭। " বিজয়চন্দ্র সিংহ (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা ও রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভাপতি মহাশয়ের নিকট পত্র দ্বারা জানাইলেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ পরিত্যাগসূচক ৩১শে ভাদ্র তারিখের পত্র পাঠাইয়াছিলেন। শরৎবাবুর উক্ত পত্র পঠিত হইলে তাহা প্রত্যাহার

ধন লইয়া যিনি নাড়াচাড়া করিতেছেন, বিজ্ঞান কলেজের প্রাণস্বরূপ হইয়া আছেন—সেই ডাক্তার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তিনিও রাঢ়ের—বর্দ্ধমান জেলার জিরাট বলাগড়ের ব্রাহ্মণ। আর সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন উত্তর রাঢ়ের রায়পুর গ্রামের লর্ড সিন্‌হা। আমরা বলি, শুধু রাঢ় কেন, কায়স্থ জাতি এই ভারতবর্ষের যেখানেই থাকুক না—তাহার দিব্য বিভূতি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদাই বিকাশ হইবে। দান করা ও প্রভুত্ব করা ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। এই সমস্ত মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের স্বভাবজ ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

BLANK PAGE(S)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অষ্টম অধিবেশন।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৬ সাল, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত:—

১। কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
৩। „ দয়ালচন্দ্র বসু।
৪। „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
৫। „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা।
৬। „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
৭। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৮। „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
৯। „ ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।
১০। „ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
১১। „ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা প্রাজ্ঞ।
১২। „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
১৩। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
১৪। „ অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর।
১৫। „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি, এল।
১৬। „ মহেন্দ্রনাথ গুহরায় বর্ম্মা।
১৭। „ বিজয়চন্দ্র সিংহ (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা ও রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভাপতি মহাশয়ের নিকট পত্র দ্বারা জানাইলেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ পরিত্যাগসূচক ৩১শে ভাদ্র তারিখের পত্র পাঠাইয়াছিলেন। শরৎবাবুর উক্ত পত্র পঠিত হইলে তাহা প্রত্যাহার

ধন লইয়া যিনি নাড়াচাড়া করিতেছেন, বিজ্ঞান কলেজের প্রাণস্বরূপ হইয়া আছেন—সেই ডাক্তার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তিনিও রাঢ়ের—বর্দ্ধমান জেলার জিরাট বলাগড়ের ব্রাহ্মণ। আর সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন উত্তর রাঢ়ের রায়পুর গ্রামের লর্ড সিন্‌হা। আমরা বলি শুধু রাঢ় কেন, কায়স্থ জাতি এই ভারতবর্ষের যেখানেই থাকুক না—তাহার দিব্য বিভূতি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদাই বিকাশ হইবে। দান করা ও প্রভুত্ব করা ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। এই সমস্ত মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের স্বভাবজ ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

Correction

DOUBLE COLOUR

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অষ্টম অধিবেশন।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৬ সাল, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উপস্থিত:—

১। কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
৩। „ দয়ালচন্দ্র বসু।
৪। „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
৫। „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা।
৬। „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
৭। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৮। „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
৯। „ ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।
১০। „ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
১১। „ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা প্রাজ্ঞ।
১২। „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
১৩। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
১৪। „ অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর।
১৫। „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি, এল।
১৬। „ মহেন্দ্রনাথ গুহরায় বর্ম্মা।
১৭। „ বিজয়চন্দ্র সিংহ (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা ও রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভাপতি মহাশয়ের নিকট পত্র দ্বারা জানাইলেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ পরিত্যাগসূচক ৩১শে ভাদ্র তারিখের পত্র পাঠাইয়াছিলেন। শরৎবাবুর উক্ত পত্র পঠিত হইলে তাহা প্রত্যাহার

করিবার জন্য সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন না করায় স্থির হইল যে তাঁহাকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠান হউক।

১ম প্রস্তাব। ৺দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা সম্বন্ধে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার বক্তব্য পুনরায় জ্ঞাপন করিলেন, যাহার মর্ম্ম পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ আছে। অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় অনেক অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে আরম্ভ করায় তাঁহার জরাজীর্ণ অবস্থা দেখিয়া অনেকেই বলিলেন এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা অসম্ভব। নরেশ বাবু বলিলেন এ সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ হইয়াছে এবং নিষ্পত্তি হওয়ারও সম্ভাবনা নাই, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করা আবশ্যক। এই সময় শরৎ বাবু ও মহেন্দ্র বাবু চলিয়া যান। অবশেষে কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রস্তাব করেন—৺দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার বাবদ সভায় প্রদত্ত ৫০০৲ টাকা সম্বন্ধে কাঃ নিঃ সমিতির গত ষষ্ঠ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়কে সুদ সহ ঐ টাকা ও দান পত্র প্রত্যার্পণ করিতে লিখিত অনুরোধ করায় এবং শরৎবাবু পত্র দ্বারা তৎপ্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় এই সমিতি পরিতাপের সহিত স্থির করিতেছেন যে এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য আগামী বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদকগণ উপাস্থাপিত করিবেন—নরেশ বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয়।

২য় প্রস্তাব। বিবিধ। সম্পাদক বিজয় বাবু জানাইলেন যে গত ষষ্ঠ অধিবেশনে ৩য় প্রস্তাব (কাঃ নিঃ সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী নিয়মিত ব্যয়ের হিসাবে বর্ত্তমান ভাদ্র মাস হইতে প্রতি মাসে বেতন ইত্যাদিতে ৫০৲ টাকা, প্রচার বাবদ ৫০৲ পত্রিকা ও ডাক মাশুলাদিতে ১৫০৲ টাকা সর্ব্বসমেত ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিবার ক্ষমতা সম্পাদক মহাশয়গণকে দেওয়া হউক।) যাহা গৃহীত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই যে গড়পড়তা উক্ত ২৫০৲ টাকা হিসাবে খরচ হইতে পারিবে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন মাসে ২৫০৲ টাকার কম ও কোন মাসে বেশী হওয়ার সম্ভব; এ অবস্থায় যে মাসে কম হইবে সে মাস সম্বন্ধে কথাই নাই কিন্তু বেশী হইলে কি হইবে? তাহাতে স্থির হইল যে মর্ম্ম ওরূপ হইলেও কোন মাসে খরচ বেশী হইলে সম্পাদগণ খরচ করিয়া কাঃ নিঃ সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা মঞ্জুর করাইয়া লইবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
সম্পাদক
৯।৭।২৬

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নবম অধিবেশন।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩২৬ সাল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥-টা।

সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন,

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

উপস্থিত :—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
২। ,, দয়ালচন্দ্র বসু।
৩। ,, রায় বিনোদবিহারী বসু।
৪। ,, নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৫। ,, কেদারনাথ মিত্র।
৬। ,, সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা।
৭। ,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
৮। ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।
৯। ,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
১০। ,, বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্মা।
১১। ,, ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
১২। ,, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
১৩। ,, নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
১৪। ,, কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।
১৫। ,, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)।

রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ ও শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা মহাশয় অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না বলিয়া পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন।

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশন দ্বয়ের কার্য্য-বিবরণ। কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের পরীক্ষিত হিসাব। পরীক্ষিত হিসাব দাখিল হইলে সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলিলেন "গত

আশ্বিন মাসে ৪২৭।৶০ টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে পূজার সময় প্রেসের ও দপ্তরীর পূর্ব্বেকার দরুণ অনেক গুলি টাকা দিতে হইয়াছে, এইজন্য মঞ্জুরী ২৫০৲ টাকায় সংকুলান হয় নাই, এক্ষণে এই হিসাব মঞ্জুরার্থ উপস্থিত করিতেছি।” নরেশ বাবু হিসাব মঞ্জুরের প্রস্তাব করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা মঞ্জুর হইল।

৩য় প্রস্তাব। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ পূরণ। সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন “বিগত অষ্টম অধিবেশনের গৃহীত মন্তব্য মত ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে কাঃ নিঃ সমিতি হইতে যে অনুরোধপত্র পাঠান হয়, তাহার কোন জবাব না পাওয়ায় স্থির হইল যে তিনি যথন এক্ষণে কলিকাতায় নাই তথন তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য নরেশ বাবুর উপর ভারার্পিত হউক। নগেন্দ্রবাবু আরও বলিলেন “বঙ্গজ সমাজের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় বর্ম্মা মহাশয় সভার সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাহেন না এইরূপ কয়েক বার মৌখিক জানাইয়া কায়স্থ-পত্রিকা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং আমার পত্রও ফেরৎ দিয়াছেন, এ কারণ আমি প্রস্তাব করি যে তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব বর্ম্মা (ব) (২০৭ নং অপার চিৎপুর রোড) মহাশয়কে কাঃ নিঃ সমিতির সভ্যপদে নিযুক্ত করা হউক।” শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। বগুড়া জেলার অন্তর্গত মাদলা নিবাসী কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এবং মাণিকগঞ্জের ডাক্তার শশীভূষণ গুহ ঠাকুরতা বর্ম্মা মহাশয় দ্বয়ের মৃত্যুতে সভ্যগণ শোক প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে এই সমবেদনার সংবাদ তাঁহাদিগের পুত্রগণকে জানান হইবে এবং তাঁহাদের পুত্রগণকে কায়স্থ সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠান হইবে।

৫ম প্রস্তাব। নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন। শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—শ্রীযুক্ত হরিচাঁদ সিংহ (উ) লছমীপুর এষ্টেট কাছারী, Baunsi Po. (Bhagalpur) মহাশয়গণকে, সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করা হউক। নগেন্দ্রবাবুর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ—(ক) কর্ম্মচারী সম্বন্ধে। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন “বিগত ২৮শে ভাদ্রের ৭ম অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বেতন পাইতে পারেন কি না তাহা

স্থির করার ও সেরূপ ব্যবস্থা করার ভার সম্পাদকগণের উপর অর্পিত হউক। সেমত গত ২৯শে ভাদ্র তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লেখা হয় যে, তাঁহাকে প্রত্যহ প্রাতে আমার বাটীতে এবং দ্বিপ্রহরের পরে সভার কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতে হইবে, তদন্যথায় তাঁহাকে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বেতন দেওয়া হইবে না। তদনুসারে তিনি ৩০শে ভাদ্র হইতে ২রা আশ্বিন পর্য্যন্ত ৪ দিন মাত্র কার্য্য করিয়া আমার অনুমতি মত ৪ দিনের বিদায় গ্রহণে ৭ই আশ্বিন পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিবেন কড়ার করিয়া বাটী যান। অতঃপর যদিও তিনি কলিকাতায় ৭ই আশ্বিন ফিরিয়া আসিয়া এপর্য্যন্ত এখানেই আছেন, তত্রাপি আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই বা কার্য্যেও যোগদান করেন নাই। এই সমস্ত কারণে তিনি গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বেতন পাইতে পারেন না, এ সংবাদ তাঁহাকে গত ১৯শে আশ্বিন রেজেষ্ট্রী পত্র যোগে জানান হয়; কিন্তু তিনি সে পত্র পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই। আমি সেই refused পত্রখানি উপস্থাপিত করিতেছি, আপনারা যথাকর্ত্তব্য করুন”। দয়ালবাবু প্রস্তাব করিলেন যে কর্ম্মাধ্যক্ষ যথন আদিষ্ট কার্য্য করেন নাই এবং সভার ক্ষতি করিয়াছেন, তথন তিনি ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বেতন পাইতে পারেন না, ইহাই স্থির হউক। নিবারণ বাবুর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইল। নগেন্দ্রবাবু আরও জানাইলেন যে গত ২ মাস ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীর এইরূপ ব্যবহারে সভার কার্য্যাদির নানারূপ অসুবিধা হইয়াছে এবং পত্রিকাও সময়মত বাহির করিতে পারা যায় নাই। স্বেচ্ছাসেবক ও ঠিকা লোকের দ্বারা কোন রকমে কার্য্য চালান হইয়াছে এবং ঠিকা লোক ২ জনকে ২২৶০ টাকা দিতে হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা নামক এক ব্যক্তিকে মাসিক ১৫৲ বেতনে বাহিরের কার্য্যের (out-door work) জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তিকে মাসিক ২৫৲ বেতনে কার্য্যালয়ের কার্য্য (in-door work) করার জন্য অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে, উপস্থিত আর দ্বারবান রাখার আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। সকলেই এইরূপ ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন।

(খ) <u>বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পৃথক না ছাপাইয়া কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্বন্ধে</u>—নগেন্দ্রবাবু বলিলেন “গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই কার্য্য-বিবরণ ৵০ হিসাবে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া পৃথক্ পুস্তিকাকারে ছাপান হইয়া আসিতেছে; কিন্তু অবগত আছি যে অল্প সংখ্যক পুস্তিকাই বিক্রয় হইত, একারণ আমি প্রস্তাব করি যে উক্ত কার্য্য-বিবরণী কোন মাসের পত্রিকার ২।৩ ফরমা বাড়াইয়া দিয়া প্রকাশ করা হউক, তাহাতে খরচের সুবিধা হইবে, সকলেই উহা পাঠ করিতে পারিবেন এবং অবিক্রীত

পুস্তক রাখার জন্ত স্থানেরও আবশ্যক হইবে না"। ললিতাবাবু ইহা সমর্থন করায় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(গ) সাধারণের অবগতির জন্য পত্রিকা ও সভা সংক্রান্ত কায়কটী আবশ্যকীয় বিষয়কায় পত্রিকার বিজ্ঞাপনপত্রে মুদ্রণ সম্বন্ধে। নগেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে একটী চুম্বক বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে স্থির হইল যে উহা পত্রিকায় বর্ত্তমান কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে যথাস্থানে মুদ্রিত করা হইবে।

(ঘ) পূর্ব্ববঙ্গের ভয়ঙ্কর ঝটিকা সম্বন্ধে—নগেন্দ্রবাবু বলিলেন "পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে এক্ষণে মফঃস্বলের প্রচার কার্য্য বন্ধ করা আবশ্যক বিবেচনায় উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সময়ে এই সভা হইতে বিপন্নগণের সাহায্য কল্পে কিছু করা যায় কি না কতিপয় সভ্যের সহিত তদ্বিষয়ের আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে সভার আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল বিধায় পৃথক চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য সকল সভ্যের নিকট একটী আবেদন পাঠান উচিত। কিন্তু কথা এই যে সংগৃহীত টাকা Relief fundএ দেওয়া হইবে কি অবস্থাহীন বিপন্ন কায়স্থগণের সাহায্য জন্য ব্যয় করা হইবে ইহাও স্থির হওয়া আবশ্যক; কারণ জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় কেবল বিপন্ন কায়স্থগণকেই সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।" বিনোদবাবু বলিলেন "সভা হইতে দুঃস্থ কায়স্থগণকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ত' ভালই হয়, কিন্তু তাহা সাধ্যায়ত্ব (Practicable) বলিয়া মনে করিনা, কারণ সেরূপ করার বন্দোবস্ত (organization) করিতে যে ব্যয় আবশ্যক তাহাকে অনেক বিপন্নের সাহায্য হইতে পারিবে। কাহার হাতেই বা টাকা দেওয়া যায়? বিশেষতঃ কায়স্থ-সভা হইতে কেবল কায়স্থের সাহার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা প্রচার হইলে সাধারণের ধারণা হইতে পারে যে এই সভা যখন কায়স্থের সাহার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তখন Relief Committee ও অন্যান্য সেবা-সমিতি কায়স্থ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন। কায়স্থগণের সাধারণ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়া ও অসম্ভব নহে; অথচ এরূপ বিরাট ব্যাপারে সমগ্র বিপন্ন কায়স্থের তত্ত্বাবধান সভা করিতে পারেন এমন বন্দোবস্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা (organization) করিয়াছেন তাঁহাদের হাতে টাকা দিলে দানের উদ্দেশ্য কথঞ্চিত সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া মনে করি। ইহাতে এক দিকে যেমন এই সভার সংগৃহীত অর্থ সাধারণের সাহার্য্যে ব্যয় হইবে, তেমনি আবার সাধারণ ভাণ্ডারের

অর্থে কায়স্থগণেরও বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।" এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন "যখন গবর্ণমেণ্টের ও জন সাধারণের Relief Committee হইতে এক যোগে কার্য্য হইতেছে তখন সেই fundএ এই টাকা দেওয়া উচিত, এই বিপদের মাঝে আবার একটী জাতীয় বৈষম্য জাগাইয়া তোলা বাঞ্ছনীয় নহে।" Relief fundএ টাকা দেওয়াই যুক্তি সিদ্ধ ইহা একবাক্যে স্থির হইলে, নিবারণ বাবু এই প্রস্তাব করিলেন যে, কায়স্থ-সভার সভ্যগণকে পূর্ব্ব-বঙ্গের বিপন্ন জনগণের সাহায্য জন্য চাঁদা দিতে সনির্ব্বন্ধ আবেদন পাঠাইয়া সংগৃহীত অর্থ Relief fundএ দেওয়া হউক এবং নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত করিয়া ও এসম্বন্ধে যাহা কিছু করা আবশ্যক তদ্বিষয়ের ভার ঐ সমিতির উপর অর্পিত হউক :—

সভাপতি	শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায়।
সম্পাদকদ্বয়	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু।	" রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ।
" কিরণচন্দ্র দত্ত	" কুমার রাধিকাভূষণ রায়।
" মহারাজা গিরিজানাথ রায়	" রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং সভাস্থলে কতক টাকা আদায় ও হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্র ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। (স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
সম্পাদক। সভাপতি।

BLANK PAGE(S)

কায়স্থ-পত্রিকা

পৌষ, ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা।

কায়স্থকুলে বিষ্ণু অবতার শঙ্করদেব।*

উপক্রমণিকা। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়” পরবর্ত্তী প্রবন্ধনিচয় নিম্নোদ্ধৃত উপক্রমণিকা সহকারে প্রকাশিত হইয়াছিল,—

“আসামের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের পূর্ণতা ও অবতারত্বে বিশ্বাসবান্। শঙ্করদেব স্বয়ং কোনও সম্প্রদায়বিশেষের প্রবর্ত্তক নহেন। তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া মহাপুরুষ মাধবদেব “মহাপুরুষীয়” সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। মহাপুরুষীয় পন্থাবলম্বীরা শঙ্করদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌স্বরূপই মনে করিয়া থাকেন। অন্যেরা শঙ্করদেবের তত দূর প্রাধান্য স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী ; সুতরাং ধর্ম্মের আদি প্রদর্শক, এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না। এই যুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মার অনেকগুলি চরিত-গ্রন্থ আছে। এতদ্ভিন্ন তৎসম্বন্ধে অসমীয়, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত অনেক মন্তব্য ও প্রবন্ধাদি প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে শঙ্করদেব সম্বন্ধে মতভেদ অনেক। ইহার প্রধান কারণ, তৎসম্বন্ধে লেখকদিগের মনঃকল্পিত ধারণার অত্যধিক সংমিশ্রণ। শঙ্করদেব সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য আসামের প্রত্নতত্ত্বপারদর্শী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় আমাকে সর্ব্বপ্রথম উৎসাহিত করেন। দুই বৎসর কাল শঙ্করদেব সম্বন্ধে যে কোন ভাষায় যে স্থানে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে বলিয়া

* কায়স্থ-পত্রিকায় ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শঙ্করদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও কতক অনৈতিহাসিক কথাযুক্ত থাকায় বিস্তৃতভাবে শঙ্কর-চরিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল। কাঃ পঃ সঃ

সন্ধান পাইয়াছি, যত দূর সম্ভব, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া ছয়টি প্রবন্ধ রচনা করি। ঐগুলি গৌহাটী-বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত হয়। তৎপর ঐ সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে সংগৃহীত পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা, ঐগুলির মূলানুসন্ধান ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধ-নিচয়ের সঙ্কলন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। অভিজ্ঞ লোকদিগের সমালোচনার পর প্রথম প্রবন্ধটির মুদ্রাঙ্কণ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। তৎপরিবর্ত্তে ঐ প্রবন্ধের সিদ্ধান্তগুলি পাদটীকায় মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং পূর্ব্বের ছয়টি প্রবন্ধ এখন পাঁচটিতে পরিণত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি গৌহাটী-বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাকর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিতব্য বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে ঐগুলি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় কি না, দেখা আবশ্যক। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে ঐগুলির বহুল প্রচার ও সমালোচনার সম্ভাবনা। যদি এই প্রবন্ধ-দ্বারা শঙ্করদেব সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবধারণের পথ সুগম হয়, তবেই শ্রম সফল মনে করিব।”

পরিষৎ-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধের কোন কোন অংশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দোষদুষ্ট মনে করিয়া পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই পরিবর্জ্জন-ক্রিয়া এরূপ যদৃচ্ছা-ক্রমে করা হইয়াছিল যে, পরিত্যক্ত অংশের বর্ণিত বিষয়ের অনুল্লেখ হেতু প্রবন্ধপাঠের ক্রমভঙ্গ হইয়াছিল। সুতরাং ঐ পরিত্যক্ত অংশগুলির সংযোজনপূর্ব্বক প্রবন্ধ-নিচয়ের পুনঃ প্রকাশ আবশ্যক মনে করি। শঙ্করদেব-সংসৃষ্ট প্রাচীন পুথিতে তাঁহার প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিমত্তা ও ক্রিয়া-কলাপের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে। ঐগুলির ভাষা কিঞ্চিৎ সংযত করা যাইতে পারে; কিন্তু শঙ্করদেব যে তাঁহার প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণদিগকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত এবং কোন কোন ঘটনায় সম্যক্ অপ্রতিভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই ঐতিহাসিক সত্যটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রথম প্রবন্ধ।

পূর্ব্বকালে কামতানগর (১) নামে এক রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের অধীশ্বর স্বীয়

(১) আসামের ইতিহাসে উল্লিখিত কামতাপুর। পূর্ব্বে সমগ্র কামরূপ রাজ্যও কামতা নামে উল্লিখিত হইত। অনুমানিক ১২৫০।৬০ শকে নীলধ্বজ নামক এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশের শেষ হিন্দু রাজা নীলাম্বর ১৪২০ শকে মুসলমানদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপর কোচবংশীয় বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় হয়। তিনি বর্ত্তমান কোচবিহারে রাজধানী স্থাপন করেন।

মিত্র গৌড়েশ্বরের নিকট দশ ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ চাহিয়া পাঠান। গৌড়েশ্বর (২) মিত্ররাজ্যের সন্তোষবিধানার্থ চৌদ্দ ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রেরণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কায়স্থ লণ্ডাদেব ও পুরোহিত কৃষ্ণপণ্ডিত স্বদেশে প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি ছিলেন। লণ্ডাদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা কনৌজপুর (কান্যকুব্জ) হইতে গৌড়ে আনীত হন। ইঁহারা কামতানগর গমনে প্রস্তুত হইলে পর গৌড়েশ্বর কহিলেন, “তোমরা এই রাজ্যের অলঙ্কার-স্বরূপ; শুধু মিত্ররাজের সন্তোষের জন্যই তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। আশা করি, বৎসরান্তে তোমরা এ দেশে আসিয়া কিছু দিন বাস করিয়া যাইবে।” রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ইঁহারা সকলে কামতানগরে গমন করিলেন। কামতেশ্বর লণ্ডাদেব ও কৃষ্ণ পাণ্ডিতের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন এবং ইঁহাদের বাসের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ইঁহারা ম্লেচ্ছাদি ইতর জাতি দ্বারা অধ্যুষিত নানা স্থান আতক্রম করিয়া লঙ্গা মাগুরা (৩) নামক গ্রামে উপনিবিষ্ট হইলেন। অন্যেরা যদৃচ্ছাক্রমে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন।

লণ্ডাদেবের সঙ্গে তাঁহার চণ্ডীবর নামে এক পুত্র কামতারাজ্যে আগমন করেন। ইনি পিতৃতুল্য গুণবান্ ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বহু লোকের পালনকর্ত্তা ছিলেন এবং ইঁহার অনেক ধনুর্দ্ধারী পাইক ছিল। কথিত আছে, ৮০ জন ঢালি ইঁহার অনুবর্ত্তন করিত। পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুযায়ী ইনি বৎসরান্তে গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইতে অবহেলা করেন। তজ্জন্য গৌড়েশ্বর কুপিত হইয়া কৌশলে ইঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া কারারুদ্ধ করেন। দৈবাধীন স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুযোগ পাইয়া ইনি কারাবাস হইতে মুক্ত হন।

নদীয়া হইতে এক পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া গৌড়েশ্বরের রাজধানীতে উপস্থিত হন। এই দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য এক রাশি পুথি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিতেন। গৌড়েশ্বরের সভায় আসিয়া ইনি সদম্ভে বলিলেন, “মহারাজ! আমার সহিত শাস্ত্রবিচারের জন্য যোগ্য পণ্ডিত নির্ব্বাচন করুন।” গৌড়েশ্বর যাহাকে বিচারে নিযুক্ত করেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাহাকেই অবলীলাক্রমে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে সমস্ত নগর শব্দায়মান হইয়া উঠিল। কারারক্ষকদিগের মুখে

(২) গৌড়রাজ্য পূর্ব্ব দিকে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মালদহের নিকটে গৌড়রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে।

(৩) বর্ত্তমান কামরূপ জিলার বড়নদীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

চণ্ডীবর সে সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি কারাধ্যক্ষকে স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। গৌড়ের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী বিচারে পরাজিত হইলে পর কারাধ্যক্ষ রাজার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! কারাগারে এক বন্দী সংস্কৃত্ শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছে। তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি অনুমতি করেন, তাহাকে রাজসকাশে উপস্থিত করি।" গৌড়েশ্বর তৎক্ষণাৎ বন্দী চণ্ডীবরকে আনিতে কহিলেন। ক্ষৌরকর্ম্ম ও স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক রাজদত্ত পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া চণ্ডীবর বিচারার্থ সভাস্থ হইলেন। প্রথমে চণ্ডীবর দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নিবাস কোথায়?" দ্বিগ্বিজয়ী উত্তর করিলেন, "পতনিপুর (৪)।" চণ্ডীবরের বাস কোন্ গ্রামে জিজ্ঞাসিত হইয়া চণ্ডীবর কহিলেন, গোগরিয়াগ্রামে (৫)। গ্রামের নাম শুনিয়াই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গো শব্দের পুনরুক্তি করিয়া চণ্ডীবরের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। চণ্ডীবরও নিরুত্তর রহিলেন না। তৎক্ষণাৎ পতনি শব্দের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, পতনি অর্থাৎ পান্তা ভাতের জল পড়িলে গোময় দ্বারাই পরিশুদ্ধ করিতে হয়!" এই কথায় সভায় উপস্থিত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত লজ্জিত হইয়া নির্ব্বাক্ ও অধোবদন হইলেন। দৈত্যারি ঠাকুর (৬) লিখিয়াছেন,—

কূটবুদ্ধি কথা দেবীদাসে (চণ্ডীবরের নামান্তর) কহিলন্ত।
আছে শাস্ত্রবাদ এতেকতে জিনিলন্ত।

শাস্ত্রবিচারেও দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চণ্ডীবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

রাজদ্বারে সম্মানিত ও রাজদত্ত বহু ধন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া চণ্ডীবর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। চণ্ডীবর দেবীর উপাসক ও পরম ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, ইনি ধ্যানস্থ হইলে দেবী তাঁহাকে সশরীরে দর্শন দিতেন। এই হেতু লোকসমাজে ইনি দেবীদাস নামে প্রখ্যাত হন।

(৪) পতনিপুর কোথায় ও এই দিগ্বিজয়ী কে, জানা যায় না।

(৫) গোগরিয়া গ্রাম কোথায় ছিল, জানা যায় না।

(৬) দৈত্যারিঠাকুর ব্রাহ্মণ নহেন, কায়স্থ। শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য গয়াপাণি—দীক্ষার পর নাম রামদাস। তৎপুত্র রামচরণ, তৎপুত্র দৈত্যারিঠাকুর। ইনি ভক্তদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া 'শঙ্কর ও মাধবদেবের চরিত্র' পুথি রচনা করেন। গ্রন্থরচনাকালে শঙ্করদেবের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর সত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি প্রধানতঃ মাধবদেবের শিষ্য গোবিন্দ আতৈ এবং স্বীয় পিতা রামচরণের মুখে শুনিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। মহকুমা বড়পেটার অন্তর্গত বামুনা সত্রে দৈত্যারিঠাকুরের বংশ আছেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত গুরুচরিত্র পুথি অধুনা ভবানীপুর সত্রে রক্ষিত হইতেছে শুনা যায়।

স্বদেশে কিয়ৎকাল পরম সুখে বাস করিয়া চণ্ডীবর কামতারাজ্যে যাত্রা করিলেন। নৌকায় ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া যাইতে যাইতে লৌহিত্যের উপকূলে টেম্বুয়ানিবন্ধে (৭) বাসোপযোগী উৎকৃষ্ট ভূমি দেখিয়া, তন্মধ্যবর্ত্তী বটদ্রবা নামক স্থানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেন। চণ্ডীবরের বংশে বটদ্রবা গ্রামে **শ্রীমন্তশঙ্করের** জন্ম হয়।

চণ্ডীবরের মহদ্গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া কামতেশ্বর ইঁহাকে শিরোমণিভুঞা (৮) নিযুক্ত করেন। চণ্ডীবরের পুত্র রাজধর। ইনিও ভুঞাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। ইঁহার যশঃ ও খ্যাতি বহু দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহার চারি পুত্র,—সূর্য্যবর, হলায়ুধ, জয়ন্ত ও মাধব। সূর্য্যবরের পুত্র কুসুম; তৎপুত্র শ্রীমন্তশঙ্কর। হলায়ুধের সন্ততির উল্লেখ নাই। জয়ন্তের পুত্র শতানন্দ, তৎপুত্র জগদানন্দ। ইনি আসামরাজ কর্ত্তৃক **রামরায়** নামে অভিহিত হন।

মাধবের পুত্রের নাম অজ্ঞাত, তৎপুত্র **রতিকান্ত দলৈ**। লণ্ডাদেবের পুরোহিত কৃষ্ণ পণ্ডিত কামতা রাজ্যে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণপণ্ডিতের পুত্র যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র নরোত্তম। নরোত্তমের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র চতুর্ভুজ। ইঁহারই পুত্র **রামরাম গুরু**।

সূর্য্যবর ভূঞা-শ্রেষ্ঠ রাজধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তৎপুত্র কুসুম—কুসুমগিরি নামে পরিচিত। ইনি ভূঞাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঢ্য ছিলেন এবং শিরোমণি ভুঞারূপে প্রখ্যাত হন। ইঁহার সম্বন্ধে দৈত্যারিঠাকুর লিখিয়াছেন,—

সন্তজন রঞ্জন গঞ্জন দুষ্টজন।
গৌরবর্ণ শরীর পরম সুশোভন॥
তান গুণ গান কিবা কহিব সাক্ষাৎ।
শঙ্কর স্বরূপে কৃষ্ণ অবতার যাত॥

(৭) এই স্থান আধুনিক নগাও জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী। ব্রহ্মপুত্র এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। বরদোয়ার মহাপুরুষীয় সত্র বিখ্যাত।

(৮) ভুঞারাই রাজাধীনে থাকিয়া দেশ শাসন ও সীমান্তরক্ষা করিতেন। ভুঞাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী, তিনিই 'শিরোমণি ভূঞা' হইতেন। আসামে বার ভুঞার উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যবিধ মতও প্রচলিত আছে। "আদি ভূঞার চরিত্র" নামক প্রাচীন পুঁথিতে উক্ত হইয়াছে, লক্ষ্মীমপুরের রাজমন্ত্রী মনোহরের কন্যার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে সুমন্ত্র ও শান্তানুর জন্ম হয়। ইঁহাদের এক জন শাক্ত ও একজন বৈষ্ণব। প্রত্যেকের দ্বাদশ পুত্র বার ভূঞা নামে খ্যাত হন। বৈষ্ণব সুমন্ত্রের বংশে শঙ্করদেবের আবির্ভাব হয়। 'আদিভূঞার চরিত্র' মহাপুরুষীয়দিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে। উহা অনিরুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

কুসুমগিরি পরম শিবভক্ত ছিলেন। পুত্র কামনায় তিনি বহুকাল নিষ্ঠা সহকারে বিবিধ বিধানে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। দৈত্যারিঠাকুর বলেন, শঙ্করের বরে পুত্রলাভ করিয়া, কুসুমগিরি পুত্রের শঙ্কর বা গদাধর এই নামকরণ করেন। কিন্তু কণ্ঠভূষণ (৯) লিখিয়াছেন, কুসুমগিরির ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং শঙ্কর শঙ্কররূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হন (১০)। একদা রজনীতে কুসুমপত্নী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন,—

জটাজূট শিরে শোভে অর্দ্ধচন্দ্রকলা।
গলত শোভয় মনুষ্যর মুণ্ডমালা ॥
কটীত বাঘর ছাল সর্প অলঙ্কার।
ভস্মে বিভূষিত অঙ্গ দেখি চমৎকার ॥
মহাভয় হুয়া সতী চাহিয়া আছন্ত।
দিয়া তযুগৃহে স্থান মহেশে মাগন্ত ॥—কণ্ঠভূষণ, ২ পৃঃ

অচিরে সতীর স্বপ্ন সফল হইল—গর্ভের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল। কুসুমগিরির আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সন্তান-লাভের আশায় নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

কাল পূর্ণ হইলে শুভ দিন, শুভ ক্ষণ ও শুভ নক্ষত্রের সম্মিলন হইল। কুসুমগিরির পত্নী পুত্ররত্ন প্রবস করিলেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মেঘসকল মৃদু গর্জ্জন করিল; অশ্বগণ উচ্চৈঃস্বরে হ্রেষারব করিল। মরি মরি, শিশুর কি সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় রূপ! তমোময় অর্দ্ধনিশীথে সুতিকা-গৃহটি শিশুর দেহনিঃসৃত প্রখর জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কুসুমগিরি সর্ব্বাগ্রে স্নান করিলেন; পুত্রের কল্যাণোদ্দেশে বহু দান-দক্ষিণাদি স্বকুলোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন; ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ও জ্ঞাতিগণকে আহ্বান করিলেন। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া কহিলেন

(৯) কণ্ঠভূষণ শঙ্করদেবের চরিত্রলেখক। ইঁহার পিতামহ দ্বিজ চক্রপাণি শঙ্করদেবের প্রভাবকালে সশিষ্য বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র বৈকুণ্ঠ, তৎপুত্র দ্বিজভূষণ। ইনি প্রহ্লাদোপম কৃষ্ণভক্ত নারায়ণদাসের পুরোহিতবংশীয় ছিলেন এবং তাঁহারই মুখে শঙ্কর-চরিত-কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনাকালে শঙ্করদেবের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর সত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। এখন ইঁহার বংশে কেহ আছেন কি না, জানা যায় না। ইঁহার সাচিপাতে লিখিত যে পুথি আমরা দেখিয়াছি, তাহা ৩০০ শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

(১০) মাধবদেব স্বরচিত গুরুভটিমতে লিখিয়াছেন, "জগজনতারণ দেবনারায়ণ শঙ্কর তাকেরি অংশ।" বৈষ্ণবকীর্ত্তন।

শিশু অতি শুভ লগ্নে জাত হইয়াছে এবং উত্তরকালে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী, জ্ঞানী, ধীর, শুদ্ধমতি ও পরম পণ্ডিত হইবেক।

সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। এই নয়নমনোহর শিশুর সমাগমে শিরোমণি ভূঞার নিরানন্দময় গৃহ আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। কুসুম আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণ তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এখন ভাগ্যলক্ষ্মী কুসুমগিরির প্রতি অনুকূলা হইয়াছেন। কালক্রমে তিনি আর একটি পুত্র লাভ করিলেন। ইনিই উত্তরকালে **রামরায়গিরি** নামে প্রসিদ্ধ হন।

অধিক বয়সের সন্তান পিতা-মাতার অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শঙ্করের বিদ্যারম্ভই হইল না (১১)। সমবয়স্ক বালকেরা বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল আর শঙ্কর ক্রীড়া-কুর্দ্দনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। খেলিতে গেলে তাঁহার আহার-নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। ভোজনে বসিয়া কুসুমগিরি অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। ক্রীড়াস্থল হইতে বালককে ধরিয়া আনিতে হইত ঃ—

ধূলি ধূসরিত তনু রাতুল পরাই।

ধূলিলিপ্ত সোনার পুতুলটির ন্যায় শঙ্করকে ধরিয়া আনিয়া যখন অঙ্গনে দাঁড় করান হইত, তখন তাঁহাকে দেখিয়া পরিজনের প্রাণ উল্লাসে নাচিয়া উঠিত। পরিজনেরা স্নান করাইয়া বালককে পিতার সহিত ভোজনে বসাইয়া দিতেন।

ক্রীড়ায় কোন বালকই শঙ্করের সমকক্ষ ছিল না।

ঢোপ ঘিলা খেরি দলি যুদ্ধ খেলায়ন্ত।
মোক ছুইবি বুলি কতো বেগে লড় দেন্ত ॥
ছুইবি বুলি কত শিশু লগতে লররে।
আচোক ছুইবেক কতোদুর পাছে পড়ে ॥
হাসিয়া উলটি আসি সাবটি ধরন্ত।
কতো হাতাহাতি বাহুযুদ্ধ খেলায়ন্ত ॥

(১১) দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, অতি শৈশবে শঙ্করের পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হয় ও তাঁহার পিতামহী বুড়ী গোসানী শঙ্করকে মানুষ করেন। এই কথাটি সম্ভবতঃ তাঁহার লিখা হইতেই মহাপুরুষীয় সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। দৈত্যারিঠাকুর শঙ্কর-মাধব-সম্মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং কণ্ঠভূষণ হইতেই এই সময়ের সবিস্তার বিবরণ গৃহীত হইল। অন্যান্য চরিত্র-গ্রন্থেও কণ্ঠভূষণের মতেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

বালকেরা জলে নামিয়া যখন সাঁতারিয়া খেলা করিত, তখন কোন বালকই শঙ্করের ন্যায় অধিক ক্ষণ জলে ডুব দিয়া থাকিতে পারিত না। দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইলে কেহই শঙ্করের অগ্রে যাইতে পারিত না। বটা চরাই (পক্ষি-বিশেষ) ধরিতে গেলে অন্য বালকেরা একটিও খুঁজিয়া পাইত না। শঙ্করের হাতে দুই চারিটি ধরা পড়িত। কিন্তু এই ক্রীড়াশীল বালক পাখী ধরিয়া আনিয়া তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত না। খেলা শেষে সমস্ত পাখী উড়াইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিত। কুকুর-শাবক ধরিয়া আনিয়া বাসা দিয়া রাখিত। পাছে শীতে কষ্ট পায়, এই জন্য শাবকগুলিকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিত।

বিদ্যাশিক্ষায় পুত্রের অযত্ন দেখিয়া কুসুমগিরি অপ্রসন্ন ও চিন্তিত হইলেন। বিদ্যাশিক্ষায় পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য এক দিবস অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, "বাছা! তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি পরম পণ্ডিত হইবে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। আমার বংশে পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণ সকলেই বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন এবং বিচারে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হইতেছে, সেই মহদ্বংশের মধ্যে তুমিই মহামূর্খ হইবে।" কথাগুলি শঙ্করের মর্ম্মস্পর্শ করিল। চঞ্চলমতি বালক তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল, "আমায় পাঠশালায় যাইতে দিন, আমি পড়িতে পারি কি না, দেখিতে পাইবেন।" এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কুসুমগিরি পুত্রকে ক্রোড়ে হইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং কহিলেন :—

ধন্য ধন্য বাপু তুমি কুলর নন্দন।
পড়িবাক শুনি মোর তুষ্ট ভৈলা মন॥
রূপ যৌবন যদি কুলবন্ত হয়।
বিদ্যাহীন ভৈলে বাপু কিছু ন শোভয়॥
আন ধন ধান্যর ভ্রাতৃয়ে বণ্টা লয়।
বিদ্যাধন মহারত্ন নিবে না পারয়॥
দানে ক্ষয় ন যাইবে চোরে না পারে নিবাক।
স্বদেশত পূজে মাত্র মহন্ত রজাক॥
বিদ্যাবন্ত পুরুষক পূজে সর্ব্ব ঠাই!
বিদ্যা যে ভূষণ বাপু অধিকে সহাই॥

কুসুমগিরির অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণধী বালক শঙ্করের প্রতিভা স্রোতো-গতি

পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাবী মহত্ত্বের পথে প্রধাবিত হইল। যে সকল শাস্ত্রকার হিন্দুজাতির চিরকল্যাণের জন্য এই নীতিবাক্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লেখনী জয়যুক্ত হউক।

কুসুমগিরি স্বয়ং শঙ্করকে গুরু-গৃহে (১২) লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের দ্বারা শুভ দিন, বার, নক্ষত্রাদি দেখিয়া শঙ্করের পাঠ আরম্ভ করাইয়া দিলেন। বালকের পাঠানুরাগ ও উজ্জ্বল প্রতিভা গুরুর বিস্ময় উৎপাদন করিল। গুরু প্রত্যহ যে পাঠ দেন, বালক তাহা অপেক্ষা অধিক শিখিয়া আসে। দ্রুতগতি পাঠশালার ছাত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া শঙ্কর অগ্রগামী হইলেন। অন্য বালকেরা এক একখানি করিয়া পুথি পড়িত, শঙ্কর দুই দুইখানি করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

শুনিয়োক তান যেন পড়িবার রীতি।
শয্যার দুই পাশে লগায়ন্ত দুই বাতি॥
দুখান ঠগিত দুই পুস্তক থয়ন্ত।
দু গোটা সফুরা ভরি তাম্বুল লয়ন্ত॥
ডাহিনের সফুরাত ভুঞ্জি তাম্বুলক।
ঠগির পুস্তক মেলি পড়ন্ত শ্লোকক॥
তেহ্ন মতে বামর পুস্তক মেলি চান্ত।
প্রভাতে উঠিয়া পুনু ছাত্রশালে যান্ত॥

পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। শঙ্কর কত কাব্য ও কোষ অধ্যয়ন করিলেন—চৌদ্দ শাস্ত্র (১৩) পাঠ করিলেন—পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিলেন। গুরুর বিদ্যা নিঃশেষ হইল, তিনি শঙ্করকে "বিজয়ী পণ্ডিতমস্ত" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শঙ্কর এখন আর বালক নহেন। তরুণ যৌবনের সহিত পাণ্ডিত্যের সম্মিলনে তিনি অতি মধুরদর্শন হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীমন্ত শঙ্কর গৌর কলেবর চন্দ্রর যেন আভাস।
বৃহস্পতি সম পণ্ডিত উত্তম যেন শূর পরকাশ॥

(১২) কণ্ঠভূষণ বা দৈত্যারিঠাকুর ইঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। পরবর্ত্তী চরিত-গ্রন্থাদিতে ইনি পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

(১৩) চৌদ্দ শাস্ত্র যথা —শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, মীমাংসা, ন্যায়, দণ্ড, ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ, ছন্দ, স্মৃতি, নিরুক্ত, গান্ধর্ব্ব, ধনুর্ব্বেদ ও কাব্য।

ছত্রাকৃত মাথ শোভে কেশ তাত কপোল সুষম আতি।
নাসিকা সুন্দর অধর রাতুল দশন মুকুতা-পান্তি ॥
পদ্মপুষ্প সম বদন প্রকাশে সুন্দর ঈষৎ হাসি।
গম্ভীর বচন মধু যেন শ্রবৈ নব পঙ্কজর পাসি ॥
কর্ণ দুই খান পরম সুঠাম প্রকাশে হেম কুণ্ডল।
গল কম্বুকণ্ঠ সুন্দর রুচির বহু লয়ে বক্ষঃস্থল ॥
আজানু-লম্বিত দুই খান ভুজ সুন্দর পরম পুষ্ট।
সুবর্ণর টার বলয়া আঙ্গুঠি দেখন্তে মন সন্তুষ্ট ॥
বহল হৃদয় হার প্রকাশয় গায়ত পাট পাসরি।
হিঙ্গুলিয়া ভূনি কটিত প্রকাশে শোভে নীল বর্ণোপরি ॥
ঊরু জানু জঙ্ঘা চরণ সুঠান গজর সম গমন।
গুণে গুণবন্ত মহামান্যবন্ত সমস্তে লোক রঞ্জন ॥
মহাযশী ধীর যৌবন শরীর রূপে নোহে কেহো সরি।
শঙ্করর নাম কেহো ন কাঢ়য় বোলে সবে ডেকাগিরি ॥

এই রূপবান্ গুণবান্ যুবকের সম্ভ্রম-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ইঁহাকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকিত না। সকলে ডেকাগিরি বলিয়া আহ্বান করিত। ডেকাগিরি শাস্ত্র-পাঠ ও শাস্ত্রালোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুরোহিত ও সহপাঠী রামরাম গুরু সর্ব্বত্র তাঁহার অনুষঙ্গী ছিলেন। উভয়ে সতত শাস্ত্রচর্চ্চা ও বিতর্ক করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিতেন। ক্রমে শঙ্কর যোগাভ্যাস (১৪) আরম্ভ করিলেন। কঠোর সাধনার দ্বারা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান বায়ু বশীভূত করিলেন। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির সাধন করিলেন। কথিত আছে, যোগাভ্যাসে তিনি এরূপ সিদ্ধি লাভ করেন যে, শ্বাসরোধ করিয়া তিনি চারি দিবস বসিয়া থাকিতে পারিতেন। জলের ভিতরে ডুব দিয়া দীর্ঘ-কাল থাকিতেন, বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন। যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহার দেহশ্রী আরও সুন্দর ও সুগঠিত হইয়া উঠিল। তথনও তাঁহার বাল্য-চপলতা দূর হয় নাই। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে গিয়া তিনি রামরাম গুরুকে কহিলেন, "গুরো! চল, ব্রহ্মপুত্র সাঁতরাইয়া পার হই।" তৎক্ষণাৎ নৌকা সজ্জিত হইল; সকলে ব্রহ্মপুত্রে নামিয়া সাঁতার দিলেন। নৌকা পিছু পিছু চলিতে লাগিল। একজন দুই জন করিয়া সকলেই নৌকায় উঠিয়া

(১৪) গুরু কে জানা যায় না।

পড়িলেন। কেবল শঙ্কর ও রামরাম গুরু সাঁতরাইয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন। শঙ্কর শুধু পার হইলেন, এমন নহে, সাঁতারিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন! রামরাম গুরুও তত দূর সাহস করিতে পারিলেন না।

পুত্রের 'রূপ গুণ বিদ্যা গতি, বয়স আকৃতি মতি' সর্ব্বজন-প্রশংসিত দেখিয়া কুসুমগিরি শঙ্করের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর নূতন কুটুম্বের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া পুত্রের সদৃশ বধূ গৃহে আনিলেন।

দিন দিন ডেকাগিরি অতি লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পট্ট উত্তরীয় ধারণ করিয়া, সুগন্ধি চন্দন অনুলেপন করিয়া, মস্তকে মালতী পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া ডেকাগিরি যখন পথে বাহির হইতেন, পথিকেরা অগ্রগামী হইয়া তাঁহার চরণে নমস্কার করিত। এই মহারূপের প্রভাব দেখিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও অবনত হইতেন। এই তেজস্বী দিব্যদর্শন যুবককে পরম পণ্ডিত জানিয়া, পাছে তৎসহ বিতর্ক উপস্থিত হইলে লজ্জা পাইতে হয়, সেই ভাবিয়া ব্রাহ্মণেরাও আশীর্ব্বাদ করিয়াই শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিতেন। ডেকাগিরি কাহাকেও একটা রূঢ় কথা বলিতেন না, সুমিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ না করিয়া কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেন না।

এক দিন ডেকাগিরি পথে চলিয়াছেন। এক ভৃত্য ঝারি ও কম্বল লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি এক সোজাপথে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বারণ করিল; কহিল, "প্রভো! এই পথে যাইবেন না। এই পথে মহিষের ন্যায় ভয়ঙ্করমূর্ত্তি এক ষাঁড় আছে, পথিক দেখিলেই এই বিকটাকার জন্তুটা ভীষণ বেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহার ভয়ে কেহ এই পথে আসে না।" শুনিয়া ডেকাগিরি কহিলেন, "আমি পথিকদিগের ভ্রমণের বিঘ্ন দূর করিব।" এই বলিয়া তিনি অগ্রগামী হইয়া দেখিলেন, মস্তক আন্দোলন করিয়া ষাঁড়টা ভীষণ বেগে আসিতেছে। লম্ফ দিয়া ডেকাগিরি ষাঁড়ের শৃঙ্গ ধরিলেন।

শরীরর বলে আটি ধরিলা মেরাই।
করে ছটফট যাইতে না পারে এড়াই ॥
গাবর সন্ধানে মুণ্ড উচাট করিল।
আছোক এড়াইব লারিবাকো ন পারিল ॥
টান করি পৃথিবীত ধুখুরি খেকচি।
ঘাড় পাক দিয়া ডাক পেহলাইলা হেচুকি।
মর মর করি হাড় ঘারর ভাঙ্গিল।
মহা পীড়া পাইয়া মূত্র পুরীষ এড়িল ॥

পাচুয়াই কতো দূরে পড়িলেক যাই।
যেন অরিষ্টক কৃষ্ণে পেহলাইলা তুনাই॥

এইরূপে ষণ্ডের দমন করিয়া ডেকাগিরি এই পথ নিষ্কণ্টক করিলেন। পথিকেরা নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে লাগিল। ইহার পর "ডেকাগির্রি আসিতেছে" এইমাত্র বলিলেই ষণ্ডবর ভয়ে দৌড়িয়া পলাইত।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে পর কুসুমগিরি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্করের জীবনে এই প্রথম শোকের আঘাত পড়িল। তিনি ধৈর্য্যধারণ করিয়া পিতার যথাবিধি সৎকার করিলেন, দশ দশা করিয়া, যথাশাস্ত্র শুদ্ধ হইলেন। পিতার স্বর্গকামনায় বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ করিলেন, বহু দান ও দক্ষিণার দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন, জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইলেন।

অনতিবিলম্বে শঙ্কর-জননীও স্বামীর অনুগমন করিলেন। এইটি শোকের দ্বিতীয় আঘাত। শঙ্কর শাস্ত্রদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত হৃদয় স্নেহময়ী মাতার বিয়োগে আলোড়িত হইল। তিনি বিধি-ব্যবহারে মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি নিপন্ন করিলেন; আর ভাবিতে লাগিলেন,—

মুহিকে স্থায়িত্ব ইতো অনিত্য সংসার।
কৈর পিতৃ মাতৃ বন্ধু পুত্র পরিবার॥
কৈর পরা জীব আসি হোয়ে এক ঠাঁই।
ধরয় সম্বন্ধ পিতৃ মাতৃ খুড়া ভাই॥

তত্ত্বজ্ঞানের একটা মর্ম্মান্তিক আলোড়ন আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু শঙ্কর সংসারের প্রধান আকর্ষণ এড়াইতে পারিলেন না। পরম গুণবতী ভার্য্যার যত্ন ও আনুগত্য তাঁহাকে সংসারের দিকে টানিয়া রাখিল। তিনি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাঁহার এক কন্যা জন্মিল। তিনি মনের আনন্দে কন্যার মনু নাম রাখিলেন। কন্যা বয়স্থা হইলে কায়স্থকুলোদ্ভব হরি নামক এক সচ্চরিত্র যুবককে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। আর সন্তানাদি হইল না।

কথিত আছে, ভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার সংসারে বন্ধনস্বরূপ প্রিয়জনদিগকে হরণ করিয়া থাকেন। এক একটি প্রিয়জন চলিয়া যায় আর সংসার-সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত মানব ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া যিনি প্রিয় হইতেও প্রিয়তর, তাঁহার নিকট যাইতে চায়। প্রাণের সমস্ত আবেগ একীভূত করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাকে। যাঁহাকে ভুলিয়া আত্মহারা জীব সংসারে খেলা-ধূলায় নিমগ্ন ছিল, ব্যাকুল

হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করে। বিপৎসম্পাতে বৈষ্ণবদিগের মুখে এই পদটি প্রায়ই শুনা যায়:—

যে করে তোমার আশ।
কর তার সর্ব্বনাশ॥
তবু করে তোমার আশ।
হও তার দাসের দাস॥

ভগবান্, শঙ্করের সর্ব্বনাশ করিলেন। যে পত্নীর প্রেমডোরে তিনি বাঁধা ছিলেন—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হেতু সংসার অনিত্য ও দুঃখময়, ইহা বুঝিয়াও তিনি যাহার মমতায় আকৃষ্ট ছিলেন, ভগবান্ তাহাকে এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া লইলেন। শঙ্করের পত্নী শঙ্করকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। শঙ্করের সংসারের বাসাঘরটি ভাঙ্গিয়া পড়িল—বৈরাগ্যের উদয় হইল।

উদাস মনে শঙ্কর, পত্নীর শবদেহের সৎকার করিলেন, পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতির জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিলেন। পিতার মৃত্যুতে যে আগুন ধরিয়াছিল, মাতার মৃত্যুর পর যাহা ধূমায়মান হইয়া জ্বলিতেছিল, এইবার তাহা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধনস-ম্পত্তি শঙ্কর দুই হাতে বিলাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। হৃষ্টপুষ্ট বৎস সহ তিন শত ধেনু ছিল, তাহা রাখালদিগকে দান করিলেন—চাষের জন্য ষাটি জোড়া বলদ ছিল, তাহা বিতরণ করিলেন। অন্য সম্পত্তি সমস্ত খুল্ল-পিতামহ জয়ন্ত ও মাধবকে সমর্পণ করিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জামাতা হরির গৃহে রাখিয়া, তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশ্যে শঙ্কর স্বদেশ ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

স্বজন-বিয়োগে পাশমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় শঙ্করদেব গৃহ ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত সংসার-ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে:—

দ্বাদশ বৎসর তীর্থ করি ফুরিলন্ত।
অনন্তরে আসি নিজ গৃহক পাইলন্ত॥

এই দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি কোন্ কোন্ তীর্থে কত কাল বাস করিয়াছিলেন, তাহার কোনও বিবরণ পায়া যায় না। তাঁহার চরিতগ্রন্থগুলিতে তৎকর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন ও কিয়ৎকাল বাসের কথা ব্যতীত বিশেষ কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই।

তৎকালে শ্রীক্ষেত্র যাইতে দুই মাস সময় লাগিত (১৫)। তীর্থযাত্রিগণ শ্রীক্ষেত্রে চতুর্ম্মাস্য অর্থাৎ বর্ষার চারি মাস যাপন করিতেন। তীর্থপর্য্যটনমাত্র উপলক্ষ হইলে শঙ্করদেবের জগন্নাথ-দর্শন, শ্রীক্ষেত্রবাস ও স্বদেশ প্রত্যাগমনে এক বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইত না। কিন্তু তীর্থদর্শনমাত্র মূলতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এই সময়ে শঙ্করদেব ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমস্তই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৎকালে মুসলমান-প্রাধান্য হেতু ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাংশে হিন্দু তীর্থ-যাত্রীর গতায়াত বিশেষ ছিল না। উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন হিন্দু ভূপতিগণ রাজত্ব করিতেন, সুতরাং তখন দলে দলে হিন্দু তীর্থ-যাত্রিগণ ঐ সকল রাজ্যেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিনে তৎকালে দর্শনীয় স্থানগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করদেব শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিলেও যে স্থানে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন ইহাতে সংশয় নাই।

এই সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন? কি করিয়া ছিলেন? তৎসমস্ত জানা অতি আবশ্যক। কারণ, এই তীর্থভ্রমণকালীন শিক্ষা ও ভূয়োদর্শন তাঁহাকে স্বদেশের ধর্ম্মসংস্কারে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, এই গ্রন্থদ্বয়ের অশেষ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শঙ্করদেব প্রধানতঃ এই গ্রন্থদ্বয় হইতেই স্বীয় ধর্ম্মমত আহরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় শঙ্করদেব কোথায় পাইলেন, কণ্ঠভূষণ তাহার উল্লেখ করেন নাই। দৈত্যারিঠাকুর লিখিয়াছেন, জগন্নাথ, এক অজ্ঞাতনামা বিপ্রের দ্বারা শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রেরণ করেন। গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত হইলে ঐ বিপ্র প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ ইনিই কণ্ঠভূষণ-বর্ণিত ত্রিহুতদেশীয় ব্রাহ্মণ জগদীশ মিশ্র। কিন্তু কণ্ঠভূষণ লিখিয়াছেন, জগদীশ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শঙ্করদেবকে পাঠ করিয়া শুনাইতে আসিয়া দেখিলেন, ইতিপূর্ব্বেই শঙ্করদেব ঐ গ্রন্থের পদ রচনা করিয়া

(১৫) কণ্ঠভূষণের গ্রন্থে এ কথার প্রমাণ আছে। জগন্নাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এক ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শঙ্করদেবকে পাঠ করিয়া শুনাইতে আসেন। তিনি শঙ্কর-সন্নিধানে আসিয়া বলিতেছেন,—

দুই মাস পূর্ণ ভৈলেক পথত আসিলোহোঁ রঙ্গমনে।
মহাভাগ্য মোর মিলিল তোহ্মাক দেখিলো আমি নয়নে॥

রাখিয়াছেন। সুতরাং জগদীশ মিশ্রের নিকট শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

গীতা-শাস্ত্র সম্বন্ধে দৈত্যারিঠাকুর এক অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ গ্রন্থ শঙ্করদেব ব্রহ্মপুত্র গর্ভে প্রাপ্ত হন এবং উহার স্পর্শে তাঁহার একটি ছিন্ন কর্ণ জোড়া লাগিয়া যায়।

এই সকল বৃত্তান্ত হইতে প্রকৃত সত্য অবধারণ করা সুকঠিন। প্রাচীন কামরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের বীজভূমি। এই কামরূপে বহু তন্ত্র ও উপপুরাণ রচিত হইয়াছিল। শঙ্করদেবের সমকালে কামরূপের ব্রাহ্মণসমাজে শিক্ষাবিষয়ে দৈন্য পরিলক্ষিত হইলেও এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই যে, গীতা ও ভাগবত তৎকালে এ দেশে সম্যক্ অপরিজ্ঞাত ছিল। গ্রন্থ ছিল বটে, কিন্তু চর্চ্চা ছিল না। তীর্থভ্রমণের পর দেশে আসিয়া শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতের পদরচনা ও উহার প্রচারে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তীর্থভ্রমণকালে শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত গঠন করিয়াছিলেন।

আসামের বৈষ্ণব-সাহিত্য আমরা যত দূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত অন্য অন্য তীর্থের বিশেষ বিবরণ কিছুই দেখিতে পাই নাই। তৎকালে আসাম হইতে দলে দলে তীর্থযাত্রিগণ শ্রীক্ষেত্র যাইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কেহ কেহ অধ্যয়ন-মানসে কাশীতে যাইতেন, কেহ কেহ গয়ায় পিণ্ডদান করিতে যাইতেন, এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং আসামের বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোড়ন করিয়া শঙ্করদেব কোথায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্ধারণ সম্ভবপর হইবে না।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে তদানীন্তন প্রধান প্রধান তীর্থ এবং কোন্ কোন্ স্থান কোন্ কোন্ শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্দ্বারা এইরূপ প্রতীতি হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত চর্চ্চা অতি অল্প স্থানেই হইত। তখন প্রধান প্রধান শিক্ষার কেন্দ্রভূমিতে দর্শন ও বেদান্তের চর্চ্চাই বিশেষ প্রবল ছিল। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তৎকালে—

গীতা ভাগবত যে জনাতে পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাই তাহার জিহ্বায়॥

বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্য ব্যতীত বৈষ্ণব-প্রভাব তখন অন্যত্র ছিল না বলিলেই হয়। বৃন্দাবন ত তখন বিজন অরণ্যে পূর্ণ। মথুরাও মুসলমানদিগের অত্যাচারে বিধ্বংশপ্রায়। শঙ্করদেবের—

দৈবকীনন্দন এক বেদমাত্র শাস্ত্র এক
দৈবকীনন্দনে কৈলা যাক (১৬)।

ইত্যাদি উক্তি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, শঙ্করদেব বেদ পাঠ করিয়াছিলেন এবং এক বেদবিহিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, দৈবকীনন্দনের সহিত বেদের কোনওরূপ সম্পর্ক নাই। বেদের 'কৃষ্ণ' একজন ঋষি মাত্র। বেদের সহিত না হইলেও বেদান্তের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য রচিত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কোনও সুস্পষ্ট দার্শনিক ভিত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্য 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন' নামক বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া অপর সম্প্রদায়ের মত গঠন করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মূল কাণ্ডগুলি শাখা-প্রশাখা সহকারে দক্ষিণ ও মধ্যভারতে কিছু কিছু বিস্তৃত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে বর্ত্তমান আকারে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। শঙ্করদেব খৃষ্টীয় ১৪৪৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে মূল শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার জন্মের ২০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইলে পর, উহার ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতানুসারিণী টীকারও রচনা আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে শ্রীধর স্বামীর টীকাই আসামে ও বঙ্গদেশে সমধিক প্রচলিত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য-সংস্পৃষ্ট সাহিত্যে দেখা যায় যে, শ্রীধর-স্বামীর টীকা শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রিয় ছিল। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য শ্রীধর-স্বামীর টীকা মানেন না বলাতে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"প্রভু হাসি কহে "স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত, ৩২৫ পৃঃ।

শঙ্করদেবও শ্রীধরস্বামীর টীকা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন তাঁহার নিজ রচনা এবং মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৬) শ্রীমদ্ভাগবত ২।৫।১৪।১৫ ও ১৭—"নারায়ণপরা বেদা বেদা নারায়ণাঙ্গজা" ইত্যাদি শ্লোক।

BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR

মহারাজ-বাহাদুর স্যার গিরিজানাথ রায়বর্ম্মা, কে, সি, আই, ই,

(দিনাজপুর।)

মহারাজ গিরিজানাথ

[শোক-সভায় পঠিত]

(সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

বিগত ৫ই পৌষ রবিবার অমাবস্যার রাত্রিশেষে মহারাজ সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই, নিত্য-ধামে গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালার একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন হিন্দু-সমাজের স্তম্ভস্বরূপ কায়স্থ-সমাজের আদর্শ-মহাপুরুষ আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চিরদিনের জন্য প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার সহিত কায়স্থ-সমাজের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের তিরোধান ঘটিয়াছে, তাঁহার সহিত বঙ্গের হিন্দু-সমাজের অভিজাতগণের মধ্যে আদর্শ-মুকুটমণি খসিয়া পড়িয়াছে! তাঁহার স্থান পূরণ করিবার আর কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!

এই মহাপুরুষ গত ১৮৬০ খৃঃ দিনাজপুর-রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা মহারাণী শ্যামামোহিনীর যত্নে বারাণসীর কুইন্স কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিদ্বজ্জনসেবিত ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু-পরিবেষ্টিত কাশীধামে থাকিয়া গিরিজানাথের আদর্শ-চরিত্র উপযুক্ত ভাবে গঠিত হইয়াছিল, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিনাজপুরের স্বর্গগত মহারাজ তারকনাথ রায় গিরিজানাথকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। যখন গিরিজানাথের বয়স ৫ বৎসর মাত্র সেই সময় মহারাজ তারকনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এত অল্প বয়সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও এক দিনের জন্য আত্মোন্নতির পথ হইতে বিচলিত হন নাই।

তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বাসুঘোষের বংশ বলিয়া পরিচিত। বাসুঘোষ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ ছিলেন। তাঁহার প্রেমভক্তির কথা, ভগবদানুরক্তির কথা, গৌড়ীয়-মহাজন মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। সেই মহাভক্তের বংশে জন্ম লইয়া তাঁহার প্রেমভক্তি ও নিষ্ঠার বীজ মহারাজ গিরিজানাথে বিকশিত হইয়াছিল, বাল্যে যৌবনে প্রৌঢ়ে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুতা" ইত্যাদি বৈষ্ণবীয় মহাবাক্যের সার্থকতা আমরা সেই মহাপুরুষে লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছি।

বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা গণেশের অভ্যুদয়। রাজা দিব্যসিংহরচিত অদ্বৈতের "বাল্যলীলাসূত্রে" দিনাজপুরাধিপ গণেশের অভ্যুদয়ের কিছু পরিচয় আছে। অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্ব-পুরুষ নরসিংহ-

নাড়িয়াল রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সেই মন্ত্রীর মন্ত্রণাগুণে রাজা গণেশ গৌড়ের বাদ্‌সাহকে মারিয়া গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ঈশান নাগর তাঁহার অদ্বৈতপ্রকাশে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"যাঁহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাকে মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥"

(অদ্বৈতপ্রকাশ)

সেই গৌড়েশ্বর গণেশের সভাতেই উদয়নাচার্য্য, কল্লূকভট্ট প্রভৃতি বারেন্দ্র মহাপণ্ডিতগণের অধিষ্ঠান। মুসলমানী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজা গণেশের পুত্র যদু ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার বংশীয় দেবদত্ত প্রভৃতি সেই মুসলমান-প্রাধান্য-কালেও হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষায় কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারা উত্তর-বারেন্দ্রের সামন্তরাজরূপে বরাবর হিন্দুসমাজে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। গণেশপুত্র যদুর (মুসলমানী নাম জলাল উদ্দীনের) বংশ গৌড়রাজ্য হারাইয়া বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে পূর্ণিয়া অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। এখনও তথায় এই বংশ বিদ্যমান্। এখনও তাঁহারা আপনাদিগকে দিনাজপুররাজসম্পর্কিত বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কি আশ্চর্য্য মুসলমান-সম্পর্কিত হইলেও দেবদত্তের বংশ দেবদ্বিজ-প্রতিষ্ঠায়—হিন্দুধর্ম্মের গৌরবরক্ষায় চিরদিন উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; উত্তর বারেন্দ্রের বহু স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন যথেষ্ট বিদ্যমান্। দিনাজপুরের রাজবংশের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন অদ্যাবধিও দিনাজপুরের অধিকার মধ্যে দিনাজপুররাজের ব্যয়ে সহস্রাধিক কালীপূজা ও পঞ্চশতাধিক দুর্গোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। সর্ব্বত্র লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার ত কথাই নাই। কান্তনগরের কান্তজিউর সেবা ও ঠাকুরগাঁয়ের গোবিন্দজিউর সেবা ও কীর্ত্তি-কলাপ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই দিনাজপুরের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। রাজা গণেশের বংশ শাক্ত ছিলেন, তাই আমরা দিনাজপুর-অধিকারের সর্ব্বত্র শক্তি-পূজার অনুষ্ঠান দেখিতে পাই।

এদিকে রাজা গণেশ-বংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভাগিনেয় শুকদেব ঘোষ মাতুল-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। এই সূত্রে শাক্ত দত্তবংশের অধিকার পরমবৈষ্ণব ঘোষবংশের করায়ত্ত হইয়াছিল। বৈষ্ণব রাজবংশের হস্তে শাক্তকীর্ত্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। পূর্ব্বতন রাজবংশ যেখানে যে দেবকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহার সেবা অব্যাহত রহিয়াছে। তাই আমরা দিনাজপুরের আনন্দময়ীর পূজার সঙ্গে কালীয়াকান্তজিউর পূজা দেখিতে

পাই,—তাই পরম ভক্ত বাসুঘোষের বংশ শক্তিপূজায় কখন বিরত হন নাই, তাই আমরা পরম বৈষ্ণব গিরিজানাথের বৈষ্ণবীয় কোমলতা, দীনতা ও নম্রতার সঙ্গে একনিষ্ঠ তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও শক্তিশালিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পিত হইবার পর হইতেই বরাবর দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাতে তাঁহার শাসন-নীতি ও ধীশক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কি রাজকীয়, কি সামাজিক, কি ধর্ম্ম-নৈতিক, কি জনসাধারণের সকল হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই তিনি সোৎসাহে যোগদান করিতেন। তাঁহার শাসন-নীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় তাঁহার সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন; এ সম্বন্ধে তাঁহার একজন ইংরাজী জীবনীলেখক তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"His wide knowledge and ripe experience have enabled him to give useful aid to the authorities. He has always been fore-most in forwarding public movements of the day, and has shown himself willing to assist in all measures for the welfare of the people with his purse, time and labour. His public gifts have been generous."

(Cyclopædia of India).

তিনি প্রজাসাধারণের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দিনাজপুরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খাল কাটাইয়া দিয়াছেন। বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া দিনাজপুরের ডায়মণ্ডজুবিলী স্কুল, সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী, বস্ত্র-বয়ন-শিক্ষালয় এবং ২টী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্‌ভিন্ন তাঁহার জমিদারীর সকল প্রধান কেন্দ্রে শিক্ষা-বিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং দরিদ্র-সেবার জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি আপনার সুবৃহৎ জমিদারীর প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। এ কারণ তাঁহার প্রজাগণের সুখশান্তি ও অভাব অভিযোগের প্রতি নিয়ত লক্ষ্য রাখিতেন। বলিতে কি ইদানীন্তনকালে এইরূপ প্রজারঞ্জন নরপতি বঙ্গদেশে নিতান্তই বিরল।

তিনি অসাধারণ দাতা ছিলেন, নাম জাহির করিবার জন্য তিনি প্রকাশ্যে বেশী দান করিতেন না বটে, কিন্তু গোপনে কাহাকেও না জানাইয়া কত শত দান করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। কেহ তাঁহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসে নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি দেবদ্বিজের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের তিনি একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় উপলক্ষে তিনি প্রতি বর্ষে বহু সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রথমে মহারাজ তৎপরে ১৯০৭ খৃঃ মহারাজ বাহাতুর, তৎপরে ১৯১৫ খৃঃ কে, সি, আই, ই উপাধিরূপ মহোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। তত্নপলক্ষে ছোট লাট, বড় লাট সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নানাগুণের পরিচয় ঘোষণা করিয়াছেন।

১৯০১ খৃঃ আমাদের বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময় হইতে মহারাজ বাহাতুরের সহিত কায়স্থ-সভার সংশ্রব। উক্ত বর্ষের প্রারম্ভে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আফিসে বাঙ্গালীর জাতি-বিচারের বৈঠক বসে ; স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই বৈঠকে সভাপতি ছিলেন। সেই সময় উক্ত বৈঠকে কায়স্থ জাতির পদমর্য্যাদা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। সেই সভায় কায়স্থবিদ্বেষী অথবা জাতিতত্ত্বে অনভিজ্ঞগণ কায়স্থজাতিকে অবনমিত করিবার চেষ্টা করেন। তৎকালে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কায়স্থ মহাত্মাগণের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেই আন্দোলনের সময়ে আমি 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়' গ্রন্থ প্রকাশ করি। তাহা পাঠ করিয়া স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বস্থ ও স্বর্গীয় বরদাকান্ত মিত্র মহাশয় কায়স্থ-সভার প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমায় লইয়া যান। সেখানে আমাদের কায়স্থ-জাতির মানমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পরামর্শ হইল। তৎপরদিন স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ, অমৃতবাজার-পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মতিলাল ঘোষ মহাশয় এবং আমি এই তিন জনে স্যার গুরুদাসের নিকট গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। স্যার গুরুদাসের ভবনে কায়স্থতত্ত্ব লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হয় ; কায়স্থ-জাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ স্যার গুরুদাস তাহা বিশেষভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি আরও পরামর্শ দেন যে সকল সমাজের কায়স্থ একত্র হইয়া তাঁহাদের জাতিতত্ত্বের কথা ও সামাজিক উচ্চাসনের কথা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্যার গুরুদাসের সেই সং পরামর্শে স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বস্থ ও স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণের উৎসাহে এবং মাদৃশ অধমের দৈহিক পরিশ্রমে কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। সেই সময় স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে বহু কায়স্থনেতৃবৃন্দের সমীপস্থ হওয়ার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল এবং সেই উপলক্ষে মহারাজ গিরিজানাথের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়। কায়স্থ-সভার আবশ্যকতা যখন সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষের নিকট প্রকাশ করি, তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। কায়স্থ-সমাজের উন্নতির জন্য, কায়স্থের জাতীয়-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সেই দিন হইতে কর্ম্মজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ বাহাতুর যেরূপ স্বজাতি-বৎসলতা এবং জাতীয়-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়, অনুকরণীয় ও অভাবনীয়। কায়স্থ

সমাজের বহু গণ্যমান্য মহাত্মা বিদ্যমান্ আছেন, অনেকের সহিত আমাদের কায়স্থ-সভার সম্পর্ক ঘটিয়াছে, অনেকেরই উৎসাহে ও আগ্রহে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, কিন্তু স্বজাতির সম্মানরক্ষার জন্য প্রাণ কাঁদিতে এরূপ আর দেখি নাই। তাই বলিতেছি সেই মহাপুরুষের সহিত আমরা যাহা হারাইয়াছি, আমাদের কায়স্থ-সভার যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবে না। সভার উপদেশকরূপে, সভাপতিরূপে এবং পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনি সভার হিতকর যে কত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমাকে প্রথম হইতেই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভাল বাসিতেন ; কায়স্থ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ই অতি মনোযোগ সহকারে আমার সহিত আলোচনা করিতেন। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার ইদানীন্তনকালে দিনাজপুরের একটী স্মরণীয় ঘটনা। তত্নপলক্ষে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সেই সময় মহারাজ বাহাতুর দিনাজপুরে সমুপাগত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানের ভার এ অধমের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাজের উদারতার প্রভূত পরিচয় পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে স্বজাতীয় সম্মান-প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের সহিত অনেক আলোচনা হয়, তাহারই ফলে আমি দিনাজপুর হইতে কলিকাতা আসিয়াই অধ্যাপকমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের অনেকের সম্মুখে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করি। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমার এই সংস্কারগ্রহণকার্য্যে মহারাজ বাহাতুরই প্রধান উদ্যোক্তা। ইহার পর তিনি প্রথমে মহারাজ-কুমার জগদীশনাথকে ও জ্ঞাতি এবং আত্মীয়বর্গকে উপবীত-সংস্কারে প্রোৎসাহিত করিয়া এবং অবশেষে স্বয়ং যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কেবল ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, তিনি নানা সংস্কৃত শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন, যে কোন পণ্ডিত হউক তাঁহার শাস্ত্র আলোচনা শুনিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন।

তিনি কেবল নিজ সমাজের নহে, তিনি কেবল আমাদের চারি শ্রেণীর কায়স্থ-সমাজের নহে, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সমাজের নেতা ও আদর্শ-পুরুষ বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ আদর্শ মহাপুরুষের তিরোধানে সমগ্র ভারতীয়-কায়স্থ-সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও শোকাভিভূত তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থবর্ম্মা।

———

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিবাদের উত্তর।

(২)

মহারাজ আদিশূর আনীত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-শ্রেণী ব্রাহ্মণমধ্যে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি এই পাঁচটি গোত্র দেখিতে পাই। ধনঞ্জয়ের মতে গোত্র আদিপুরুষের নাম ও রঘুনন্দনের মতে আদিপুরুষের নামে ব্রাহ্মণের এবং আদি পুরোহিতের গোত্র বা নামে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের গোত্র হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের গোত্রানুসারে কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, বাৎস্য ও সাবর্ণি মুনির সন্তান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে কশ্যপ হইতে কাশ্যপ, বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ, পুলহ হইতে বাৎস্য, গৌতম হইতে সাবর্ণি এবং রুচি হইতে শাণ্ডিল্য জন্মে।

"কাশ্যপঃ কশ্যপাজ্জাতো ভরদ্বাজঃ বৃহস্পতেঃ।
স্বয়ং বাৎস্যশ্চ পুলহাৎ সাবর্ণি গৌতমাত্তথা॥
শাণ্ডিল্যশ্চ রুচে পুত্রো মুনিস্তেজস্বিনাং বরঃ।
বভূব পঞ্চগোত্রস্য এতেষাং প্রবরা ভবেৎ॥"

কূর্ম্মপুরাণমতে মরীচি, অত্রি ও অঙ্গিরা হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। (পূর্ব্ব-ভাগ ২৩—২৫।১) কশ্যপের পুত্র বৎসার ও অসিত। বৎসারের পুত্র নৈধ্রুব ও রৈভ্য। রৈভ্যপুত্র শূদ্র। অসিতের পুত্র দেবল ও শাণ্ডিল্য। মরীচির পুত্র কশ্যপ, ভৃগুপুত্র শুক্র, বশিষ্টপুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর। (কূর্ম্ম পূর্ব্বভাগ ১৯ অঃ) মহাভারতের মতে অঙ্গিরার ৩ পুত্র বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর্ত্ত। উতথ্য-পুত্র দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার পুত্র গৌতম এবং বৃহস্পতি ভরদ্বাজ (কালীপ্রঃ সিংহের মহাভারত আদিপঃ)। আবার মনুসংহিতায় দেখিতে পাই ব্রহ্মা হইতে বিরাট্‌পুরুষ, বিরাট্‌পুরুষ হইতে মনু, মনু হইতে অত্রি অঙ্গিরা প্রভৃতি ১০ জন ঋষি, সেই ১০ জন ঋষি হইতে সপ্তমনু এবং সপ্তমনু হইতে সমস্ত মানবের সৃষ্টি। (মনু ৪ অঃ) সংহিতা ও পুরাণের এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কশ্যপ মুনি মরীচির বংশধর এবং নৈধ্রুব এই গোত্রের প্রবর থাকায় কশ্যপ ও নৈধ্রুব এক বংশীয়, কারণ গোত্রের পরিচয়ার্থ সেই সেই বংশের কতকগুলি মুনির নামকেই প্রবর বলে—"প্রবরস্ত গোত্রপ্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তকমুনিগণ" ইতি মাধবাচার্য্য (উদ্বাহতত্ত্ব)। কশ্যপের অপর পুত্র বৎসার ও অসিত। বৎসারের পুত্র নৈধ্রুব এবং অসিতের পুত্র দেবল ও শাণ্ডিল্য। নৈধ্রুব ও শাণ্ডিল্য খুড়তুতো

ভাই। বঙ্গদেশীয় শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের প্রবর অসিত ও দেবল। এই জন্য শাণ্ডিল্য ও নৈধ্রুব এবং কশ্যপ এক বংশীয়। সকলেরই আদিপুরুষ মরীচি। এইরূপ ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি উভয়েই অঙ্গিরার বংশধর। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও উতথ্য। উতথ্যপুত্র দীর্ঘতমা, তৎপুত্র গৌতম, তৎপুত্র সাবর্ণি। বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ। দীর্ঘতমা ভরদ্বাজ খুড়তুতো ভাই। সুতরাং কশ্যপ শাণ্ডিল্য এক বংশীয় এবং উভয়ের আদিপুরুষ এক থাকায় উভয়েই এক গোত্রীয়। ভরদ্বাজ ও সাবর্ণিও এক গোত্রীয়।

বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র-শ্রেণী ব্রাহ্মণের মধ্যে বাগচী ও লাহিড়ী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং মৈত্র ও ভাদুড়ী কাশ্যপ গোত্রীয়। বাগচী ও লাহিড়ীর সহিতও মৈত্রের বিবাহ প্রচলিত আছে। সুতরাং ইহা সগোত্র বিবাহ। রাঢ়ীয়-শ্রেণীর মধ্যে মুখোপাধ্যায় ভরদ্বাজ-গোত্রীয় এবং গঙ্গোপাধ্যায় সাবর্ণি-গোত্রীয়। বন্দ্যোপাধ্যায় শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ও চট্টোপাধ্যায় কাশ্যপ-গোত্রীয়; সুতরাং মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে এবং চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে বিবাহ তাহা সগোত্রবিবাহ—এখনও চলিতেছে। যখন ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি এবং কশ্যপ ও শাণ্ডিল্য কেহই আদিপুরুষ নহেন এবং যখন দেখিতেছি অঙ্গিরা ও মরীচিই আদিপুরুষ, এই আদিপুরুষের নামেই ব্রাহ্মণের গোত্র, তখন ব্রাহ্মণের মধ্যে এইরূপ বিবাহকে সগোত্রবিবাহ না বলিয়া আর উপায় নাই। আর সগোত্র বিবাহ হইলেই যে, শূদ্র হইতে হয় কায়স্থ-বিদ্বেষিবৃন্দের এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ তাহা আমরা উপরে সংক্ষেপে দেখাইলাম। ইহাও দেখাইয়াছি যে, সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্তও সগোত্র বিবাহ হিন্দু-সমাজের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। যদি এক গোত্রের ভরদ্বাজ, সাবর্ণি, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য এইরূপ ভিন্নত্ব থাকায় সগোত্র বিবাহ নহে বলিয়া আপত্তি হয়, তাহা হইলে এক পিতার দুই পুত্র—রামকান্ত ও শ্যামাকান্তের বংশধরগণকে রামকান্ত-গোত্রীয় ও শ্যামকান্ত-গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত করিলে দুই সহোদরের পুত্রকন্যার বিবাহেও বাধা জন্মিবে না। আর অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হন নাই, এমন কি তাঁহারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উৎপাদিতও নহেন। তাঁহারা রাজা মনুর সন্তান, সুতরাং মনুজ আখ্যায় আখ্যাত। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হওয়া যদিও তর্কের খাতিরে সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আদিশূর আনীত বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণগণের বংশধর বিরুদ্ধবাদী যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপাদিত নহেন ইহা আমরা শাস্ত্রপ্রমাণে পাইতেছি।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কায়স্থের নাম করেন নাই, তবে বসু, ঘোষ উপাধিধারীকে সচ্ছূদ্র

বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই। ক্ষত্রিয়শূদ্র সমাচার হইলেও, অনুপনীত ও অনধীতবেদ ব্রাহ্মণসন্তানের ন্যায় জাতিশূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনধীতবেদ ব্রাহ্মণসন্তানও শূদ্রতুল্য তাহা মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

"শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে।" মনু ১৭২।২।

সৎশূদ্র অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকেও বুঝায়; তাহা গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ প্রথমে পরিব্যক্ত করিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রশ্চৈব সুবোধনঃ।
সচ্ছূদ্রস্তু ভবেন্নিত্যং গৌতম সর্ব্বসম্মতম্ ॥"

রঘুনন্দন যেমন বসু ঘোষাদিকে সচ্ছূদ্র বলিয়াছেন তেমনই রাজভৃত্য বা রাজ-সেবকাদি ব্রাহ্মণকেও অব্রাহ্মণ বা শূদ্র বলিয়াছেন, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইয়াছি।

কেহ কেহ বলেন, কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ "ধর্ম্মপথের প্রতিকূলাচারী ব্যতীত আর কিছুই নহে, কারণ উহা অযথা উদ্যোগ ও অনধিকারচর্চ্চা মাত্র।" যিনি শাস্ত্র আলোচনা না করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ অধর্ম্মমূলক ও অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন তাঁহাদের নিকট অনধিকারচর্চ্চা নহে। তাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন আর্য্যাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে মসীজীবী বলিয়া থাকেন এবং তত্তৎপ্রদেশে কায়স্থগণের উপবীত-সংস্কার আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন বৌদ্ধ-যুগে বঙ্গবিহারের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-জাতি উপবীতহীন হইয়াছিলেন। (রাঢ়ী-বারেন্দ্র দোষকারিকা দেখুন) এবং ব্রাহ্মণনন্দন কুম্ভকার বা কর্ম্মকারের ব্যবসা অবলম্বন করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। (Buddhist India, by Rhys David) তখনও বৌদ্ধপ্রভাবশূন্য স্থানে কায়স্থগণ উপবীতী ছিলেন। এইজন্য বোধায়ন-ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় যে, সংস্কারপরায়ণ জাতি বঙ্গে আসিত না—আসিলে পতিত হইত।

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥" (দেবল)

সেই জন্যই বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে আছে যে, আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করার অপরাধে তাঁহাদের জ্ঞাতি ও স্বগণ এমন কি ঔরসপুত্র ও স্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বঙ্গে আসিয়া বাস করেন। সুতরাং যে কারণে পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এ দেশের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের সহিত কোন রূপ সম্পর্ক রাখেন না—পৃথক জাতি মনে করেন, এমন কি স্পৃষ্ট অন্নাদিও আহার করেন না সেই কারণেই পশ্চিমাঞ্চলবাসী ক্ষত্রিয়গণ এদেশের কায়স্থ আখ্যায় আখ্যাত ক্ষত্রিয়গণকে স্বজাতি বলিয়া এবং অনেক দিনের ও অনেক বিষয়ের পার্থক্য জন্য বটে—একই বংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন। কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করত আপনাদিগকে কায়স্থই বলিয়া থাকেন। ইহারা ক্ষত্রিয়-বর্ণ বা জাতির একটী শাখা মাত্র। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যেমন (European common soldier) সাধারণ সৈন্য ও রাজ্যশাসন ব্যপদেশে নিযুক্ত (European Civil Officers) ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ইত্যাদির জাতিগত পার্থক্য নাই—কার্য্য-গত পার্থক্য, হিন্দুরাজার আমলে যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়-জাতির সহিত শাসন-ব্যবদেশে নিযুক্ত কায়স্থক্ষত্রিয় জাতির সেইরূপ পার্থক্য। হিন্দু-রাজার সময়ে রাজা যে বর্ণের হইতেন তিনি রাজকার্য্যে সেই বর্ণের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন :—

"যৎবর্ণজো ভবেৎ রাজা যোজ্যস্তদ্বর্ণজঃ সদা।"

শুক্রনীতি।

সে কালে শাস্ত্রানুসারে দেশের রাজা ক্ষত্রিয় ছিলেন, সুতরাং রাজকর্ম্মচারিগণও ক্ষত্রিয় নির্ণীত হইতেছেন। (মনুর ৭ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের কুল্লুক ভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা।

জীবন-মরণের সন্ধিস্থল।

জীবদেহে যেমন, সমাজ-দেহেও তেমনি—কখন জীবনের লক্ষণ প্রতিভাত হয়, আবার কখন মরণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জীবনের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সমাজ-দেহের সর্ব্বত্র একটা চঞ্চলতা—একটা অদম্য উৎসাহ—অগ্রগমনের জন্য একটা অধীরতা প্রকটিত হইয়া উঠে; আর মরণের চিহ্ন প্রকাশ পাইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা গম্ভীর জড়তা নিশ্চেষ্টতা—দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবন-সংগ্রাম চারিদিকে। যেমন প্রাণি-জগতে সকলের চারিদিকে, তেমনি সমাজেও চারিদিকে কর্কশ জীবন-সংগ্রাম। চঞ্চলতার লক্ষণ দেখিলে বুঝিতে পারা

যায়, জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া সমাজ কিছুদিন টিকিতে পারিবে। আর জড়তার চিহ্ন দেখিলে বুঝিতে হয়, অদূর ভবিষ্যতে সে সমাজের পরমায়ু শেষ হইয়াছে।

কায়স্থ-সমাজের এমন কি অবস্থা? জীবনের দশা, বা মরণের দশা? ইহা প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তানের ভাবিবার বিষয়। কিন্তু কয়জনে ইহা ভাবে? কয়জনে মনে করে যে, সমগ্র সমাজের হিতাহিতের সহিত তাহাদের ব্যক্তিগত হিতাহিত—প্রত্যক্ষভাবে হউক বা পরোক্ষভাবে হউক—সর্ব্বতোভাবে বিজড়িত। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থচিন্তায় বিভোর। সমাজের অর্থ-চিন্তা কয়জন করে?

আমাদের মনে হয়, কায়স্থ-সমাজ আজি জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে বিরাজমান। একদিকে ইহার অঙ্গে জীবনের আভা ও অনুকম্পনপ্রকটিত হইয়া উঠিতেছে, আর একদিকে মরণের কালিমা ও জড়তা আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। একদিকে ইহা জীবনের বায়ু-হিল্লোলে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থানের জন্য প্রযত্ন করিতেছে; আর একদিকে মরণের 'ছায়া' ইহাকে নীচের দিকে টানিয়া রাখিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। একদিকে অলোলুপ বরকর্ত্তা, হেয় অর্থ-লালসা ত্যাগ করিয়া, গরীব কন্যাকর্ত্তার সহিত অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বার্থ-শূন্য উদারতার পরিচয় দিতেছেন—সমাজের জীবনের চিহ্ন পরিস্ফুট হইতেছে; আর একদিকে অর্থপিপাসু বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার সহিত তীব্র রজত-বন্ধন স্থাপিত করিয়া স্বার্থময় সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—সমাজের মরণের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। একদিকে গৌরবময় ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণের অদম্য উদ্যমে সমাজের বরাঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে; আর একদিকে অনার্য্যোচিত শূদ্রাচারের কালিমা লজ্জাহীন, ঘৃণাহীন, ললাট-তটে চিরাঙ্কিত রহিয়া মরণের চিহ্ন দেখাইতেছে। একদিকে একটুকু প্রীতি ও সহানুভূতির মধুময় মিলন-সূত্র সমাজকে বাঁধিয়া ধীরে ধীরে জীবনের পথে চালিত করিতেছে; আর একদিকে স্বজনে স্বজনে বিষম হিংসা ও বিদ্বেষের বিষময় প্রহরণ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দ্রুত মরণের পথে টানিয়া নিয়া যাইতেছে।

এই জীবন-মরণের দ্বন্দ্বে ভবিষ্যতে কোথায় কায়স্থ-সমাজের স্থান, আজি কে বলিবে? জীবনের পথ ক্রমোচ্চ, আর মরণের পথ ক্রমনিম্ন,—একটা চড়াই, আর একটা উতরাই। নীচের দিকে নামিয়া যাইতে বড় একটা কষ্ট নাই, বরং সেইদিকেই স্বভাবের টান বেশী। কিন্তু উপরের দিকে উঠিতে বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যমের প্রয়োজন। সে চেষ্টা ও উদ্যমের অভাব ঘটিলে যে অচির ভবিষ্যতে

সমাজকে করাল মরণের ক্রোড়ে চিরতরে ঢলিয়া পড়িতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

কি আছে সমাজের অদৃষ্টে?——জীবন না মরণ?——উত্থান না পতন? ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অনুধাবন করা উচিত? শক্তিমান্ যাঁহারা, তাঁহাদের উচিত—সমাজের পতনের পথ রোধ করিয়া উত্থানের জন্য পথ-বিনির্ম্মাণ। কিন্তু কয়জন এ বিষয়ের জন্য মস্তিষ্ক-চালনা করিয়া কষ্ট পাইতে চাহেন? যাঁহারা বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, ধনে, মানে সমাজের বিশেষভাবে গণনীয়, তাঁহাদের ভিতরে অনেকেই স্বজাতি ও সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে উদাসীন। এই জীবন-মরণের দ্বন্দ্বে—উত্থান-পতনের সন্ধিস্থানে কে আজি সমাজকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইবে?

সমাজে শক্তি-প্রতিষ্ঠা ভিন্ন উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। কিন্তু এই শক্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য কয়জন অগ্রসর? অকপট সহৃদয়তা ব্যতীত সমাজ-শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। কিন্তু সে অকপট সহৃদয়তার ত অনেক স্থানেই পরিচয় পাইতেছি না! যে দিন সমাজ-শক্তির উদ্বোধনে কায়স্থসভার উদ্ভব হইয়াছিল, সে দিন অনেক আশা করিয়াছিলাম; বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধনবান্ ব্যক্তিগণের উদ্যম উৎসাহ দেখিয়া কত আশা হইয়াছিল। কিন্তু দিনে দিনে সবই যেন নৈরাশ্যের ছায়ায় ঢাকা পড়িতেছে। সমাজ-শক্তির উদ্বোধনে যে কায়স্থ-সভার জন্ম, আজি কত শত কায়স্থ সে সভার মুখপত্র কায়স্থ-পত্রিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনেকে হয়ত অবগত নহে। যদি জিজ্ঞাসা কর——"এ বৎসর কায়স্থ-সভার সম্পাদক বা সভাপতি কে?"——বোধ হয়, অনেকেরই চক্ষুঃস্থির হইবে। অথচ সেজন্য লজ্জা নাই, ক্ষোভ নাই, ঘৃণা নাই। এই ত অবস্থা!

আর একবার পাশ্চাত্য সভ্যজাতি সকলের কথা ভাবিয়া দেখ দেখি! ইংরাজগণের স্বদেশে পথের মুটে-মজুর পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারে, গত রজনীতে পার্লেমেণ্টে কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সুদূর পল্লীর কামারশালে বসিয়া পল্লীবাসীরা আলোচনা করে, কোন্ ব্যক্তি পার্লেমেণ্টে কোন্ আইনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে——সে আইনের গুণ কি, দোষ কি? আর আমরা কায়স্থ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব না,——কায়স্থ-সভার সাময়িক অধিবেশনগুলি ত দূরের কথা,——বিগত সাম্বৎসরিক অধিবেশনে কোন্ কোন্ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অথচ আমরা আজি জগতের সভ্য-জাতিসকলের মধ্যে গণনীয় হইতে চাহি। যাহারা আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার বিষয়ে নিন্দা প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর, তাহারা যে এই সুযোগ গ্রহণ করিবে না, তাহা কে বলিল?

আমরা স্বরাজ চাহি—হোমরুল পাইবার নিমিত্ত আন্দোলন করি সে অতি উত্তম। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যোগ্যতা আজি পর্য্যন্ত আমরা কতদূর প্রতিপন্ন করিয়াছি? কায়স্থ আমরা—রাজন্যবর্গ—রাজ্যশাসক জাতির বংশধরগণ—আমাদের নিকটেই স্বরাজ-পরিচালনার যোগ্যতা-প্রতিদান জগৎ সর্ব্বাগ্রে প্রত্যাশা করিতে পারে। কিন্তু কায়স্থসভার স্থাপন করিতে একাল পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সামাজিক হোমরুল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি কি? কায়স্থ-সভার নিষেধ-আদেশকে অবশ্য-পালনীয় বোধে তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিয়াছি কি? বরপণ-গ্রহণে নিষেধ এবং ক্ষত্রিয়াচার-অবলম্বনে আদেশ কায়স্থ-সভা হইতে প্রচারিত হইয়াছে এ কথা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু আমরা কি নিষেধ-আদেশ মানিয়া চলিতেছি? কত মহাত্মা বপরণ-প্রত্যাখ্যানে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, কার্য্যকালে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কত মহাত্মা উপবীত-গ্রহণার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, অবাধে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনপূর্ব্বক শূদ্রাচারের কালিমায় রঞ্জিতকপোল রহিয়াছেন।

এ কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা প্রকৃত শূদ্রজাতিকে হেয়জ্ঞান করিতেছি। বস্তুতঃ শূদ্রগণ অবহেলার পাত্র নহেন। উঁহারাই এদেশের আদিম স্বত্বাধিকারী। একদিন তাঁহাদেরও রাজা ছিল, রাজ্য ছিল, শাসন-শৃঙ্খলা ছিল। আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের কত কলহ—কত যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া গিয়াছে; এবং সেই সকল বিগ্রহে অনার্য্যগণের বিক্রমপ্রভাবে আর্য্যগণকে অনেক সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। আর্য্য-অনার্য্যের কলহে অনার্য্যগণ আপনাদিগের বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এ বিষয়ের ইতিহাস পাওয়া যাইবে। তাই বলিতেছি, শূদ্রগণও তুচ্ছ নহেন। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, শূদ্রাচার শূদ্রের পক্ষেই শোভনীয়,—দ্বিজাতিগণের পক্ষে নিতান্ত অশোভন। সকলেরই নিজ নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করা উচিত। ইহাই জাতীয় জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, এবং দেশের ইতিহাসের পক্ষে নিরাপদ। দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রাচার এবং শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাচার উভয়েই নিন্দনীয়। কাকপুচ্ছ-শোভিত ময়ূর এবং ময়ূরপুচ্ছ শোভিত কাক উভয়েই তুল্যরূপে হাস্যাস্পদ।

তাই বলি, কায়স্থের শূদ্রাচার অতি লজ্জাজনক কলঙ্ক। কাজল যতক্ষণ চক্ষে, ততক্ষণ কাজল,—গালে লাগিলেই কালী। আবার যাহার গালে কালী লাগে, সে সহজে সেটা বুঝিতে পারে না, কিন্তু অন্য লোকে দেখিয়া হাসে।

অষ্টাদশবর্ষব্যাপী কায়স্থান্দোলনের ফলেও যাঁহারা আজিও শূদ্রাচারের কালী

গাল হইতে মুছিতে পারিলেন না, তাঁহাদের সংখ্যার কথা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। আর যখন এই অনুচিত শূদ্রাচারের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখন শিহরিয়া উঠি। কায়স্থ প্রকৃতিগত ধর্ম্মহীনতাই ইহার মূলীভূত কারণ। কায়স্থ-সমাজ-মধ্যে যদি প্রকৃত ধর্ম্মভাব জাগরূক থাকিত, তবে আজি এত অধিক-সংখ্যক কায়স্থকে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়-রূপে দেখিতে পাইতাম না। শুধু কায়স্থ-সমাজ কেন, যে সকল গুরু নিরুপবীত কায়স্থগণকে দীক্ষাদান করেন, যে সকল পুরোহিত নিরুপবীত কায়স্থকে মন্ত্র পাঠ করান,—তাঁহাদের মধ্যেও ঘোর ধর্ম্মহীনতা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে। কেন না মানবধর্ম্মশাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন,—

"আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতের্ব্বিশঃ॥
অতঊর্দ্ধ্বং ত্রয়োহপ্যেতেযাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥
নৈতৈরপূতৈর্ব্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান্নাচরেদ্ব্রাহ্মণঃ সহ॥"

অর্থাৎ,—ব্রাহ্মণের ষোল বৎসর, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন-কাল অতিক্রান্ত হয় না। ইহার পরে অনুপনীত রহিলে এই বর্ণত্রয় সাবিত্রীভ্রষ্ট, ব্রাত্য এবং আর্য্যসমাজের নিন্দাস্বরূপ হইয়া থাকে। এই সকল **অপূত অর্থাৎ অকৃত প্রায়শ্চিত্ত** ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ করাইবেন না, এবং তাহাদের সহিত কোনই সম্বন্ধ স্থাপন করাইবেন না।

যদি কায়স্থ-সমাজ ও ব্রাহ্মণগণ মধ্যে প্রকৃতধর্ম্মভাব জাগরূক রহিত, তবে আজি উল্লিখিত ঋষিবাক্যের প্রভাব দেখিতে পাইতাম। দেখিতে পাইতাম, কায়স্থবর্গ ব্রাত্যতা-পরিহার-পূর্ব্বক উপবীতধারণদ্বারা আর্য্যসমাজের নিন্দা মোচনে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতেন না। দেখিতে পাইতাম, ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের গুরু-পুরোহিতের আসনে বসিবার পূর্ব্বে কায়স্থকে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত এবং সোপবীত দেখিতে চাহিতেন। এইরূপে সমাজে একটা প্রবল জীবনপ্রবাহ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তাহা না দেখিয়া, দেখিতেছি মরণের নিষ্কম্প নিস্পন্দ ভাব—ঘোর ধর্ম্মহীনতা।

জগতের প্রাচীন-জাতিসকলের উত্থান এবং পতনের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মহীনতাই যেন পতনের অগ্রদূত। ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবার

সময়ে জাতির বক্ষে যেন ধর্ম্মহীনতা স্বতঃ জাগিয়া উঠে, একথা যখন ভাবি, আর যখন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রাগুক্তরূপ ধর্ম্মহীনতার নিদর্শন দেখিতে পাই; তখন ঘোর নৈরাশ্যের আঁধারে হৃদয় অন্ধকার হইয়া উঠে। সত্যই কি এই জাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে? কে এ কথার উত্তর দিবে? যাহা হউক, ক্ষুদ্র আমরা আজি করযোড়ে প্রার্থনা করি,—যাঁহারা মহৎ—যাঁহারা ধনে, মানে, বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য, তাঁহারা এই দুর্দ্দিনে প্রকৃত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করুন। ধর্ম্মই হিন্দু-সমাজের মূলভিত্তি। সেই ভিত্তিমূল যদি জীর্ণ হইয়া থাকে, তবে সময় থাকিতে তাহার সংস্কার সাধন করুন। স্বার্থচিন্তা অর্থলিপ্সা ও যশোলিপ্সা ধর্ম্মের মন্দিরে সিঁদ কাটিয়া ঢুকিয়া থাকে,—তবে এখনও সতর্ক হউন। সমাজ আজি জীবন-মরণের সন্ধিস্থানে সমুপস্থিত। কে আছ সমাজের সুসন্তান—কে আছ দেশমাতৃকার প্রিয়পুত্র,—আজি এই দীনহীন সমাজের উদ্ধার সাধন কর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার।

পাহিদত্ত।

বীরভূম জেলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ লাইনে মুরারই ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে ‘পাইকোড়’ নামে একখানি গ্রাম আছে। রামপুরহাট মহকুমার একটি থানার নামও মুরারই, গ্রামখানি মুরারই থানার অন্তর্গত। খুব বড় গ্রাম ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সৎগোপ, বেণে, (গন্ধ বণিক্) কামার, কুমোর, নাপিত, মোদক, তাঁতি, পোদ্দার, তীওর, রাজবংশী, কৈবর্ত্ত, মাল, বাগ্দী, কুড়োল, প্রভৃতি প্রায় পাঁচশত ঘর হিন্দু, এবং প্রায় তিনশত ঘর মুসলমান এই গ্রামে বাস করে। পাইকোড় অনেক দিনের পুরাতন স্থান, গ্রামে ইতস্ততঃ পতিত বহু প্রস্তর-মূর্ত্তি, এবং মন্দিরাদির ধ্বংসাব শেষ দেখিয়া তাহার অতীত-বৈভবের অনুমান করিতে কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় পাইকোড়ে—মৎস্য-মাংস দিয়া গোপালের ভোগ হয়, এবং তুলসী-মঞ্জরী দিয়া শিবের পূজা হয়। গ্রামের নারায়ণ-চত্বর নামক একটি পুষ্করিণীর তীরে ‘চেদীরাজ শ্রীকর্ণদেবের শিলালিপি,’ ‘রাজ্যে শ্রীবিজয়সেন’ নামযুক্ত লিপি

এবং বুড়াশিবের মন্দিরে ‘পাহিদত্তের শিলালিপি’ ও ‘পণ্ডিত শ্রীবিশ্বরূপস্য’ নামযুক্ত অপর একটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (১) এই পাহিদত্ত বড় যে—সে লোক ছিলেন না। তাঁহার লিপিতে * * ‘মণ্ডল পাত্র শ্রীপাহি দত্তেন’ এবং * * * ‘মাঘস্য’ এই অংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। ‘মণ্ডল’ শব্দের অর্থ বিশ্ব-প্রকাশে লিখিত আছে “দ্বাদশ রাজকেচ”... “গ্রামমণ্ডলে দ্বাদশ-রাজকেচ”। দ্বাদশ জন সামন্তের উপর যিনি আধিপত্য করিতেন তিনিই ছিলেন মণ্ডল। সুতরাং মণ্ডল-পাত্র অর্থে বুঝাইতেছে যে, একজন বড় রাজার মন্ত্রী। লিপি দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয়, এবং রায় সাহেব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, যে বিজয়সেনের লিপি এবং পাহিদত্তের লিপি সমসাময়িক, অক্ষর, লিখন-ভঙ্গী আদি এই অনুমানের সমর্থন করিতেছে। স্থানীয় প্রবাদও এই অনুমানের অনুকূল। আমরা প্রবাদ-প্রসঙ্গ হইতে সংক্ষেপে পাহিদত্তের পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“পাইকোড়ের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৮।১০ মাইল দূরে বীরনগর ও রাজবাড়ী নামে দুইটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। তথায় সেন উপাধিধারী রাজগণ রাজত্ব করিতেন। পাইকোড়ের পশ্চিমে (ব্যবধান প্রায় এক মাইলের কিছু উপর) ভদ্রেশ্বর নামক স্থানে ঐ সেনরাজাদের দেব মন্দির এবং সৈন্যাবাস ছিল। অনেক সময় তাঁহারা তথায় আসিয়া বাস করিতেন। একবার এক সেন নরপতি কোনো কারণে তাঁহার মন্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। বলা বাহুল্য মন্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কতকগুলি ঈর্ষাপরায়ণ লোকের চক্রান্তে পড়িয়া বুঝিবার ভুলেই রাজা,—মন্ত্রীর উপর এই গুরু-দণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত মন্ত্রী সেন-রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন, এবং আপনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। দৈবক্রমে এক সুযোগ উপস্থিত হইল, সেন-নরপতি উড়িষ্যায় অভিযান করিলেন; মন্ত্রীও ছদ্মবেশে বহু চেষ্টায় একটি সৈনিকের পদ গ্রহণ করিয়া, বীরনগর-বাহিনীর অনুসরণ করিলেন। উড়িষ্যায় তুমুল যুদ্ধ হইয়া গেল, একমাত্র এই ছদ্মবেশী সৈনিকের বাহুবলে সেনরাজ বিজয়লাভে সমর্থ হইলেন। অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রাজা আপন সৈন্যদলে তাঁহাকে স্থায়িভাবে কার্য্য করিতে, এবং বীরনগরে যাইতে অনুরোধ করিলেন, সৈনিকও এই সুযোগের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন সুতরাং সম্মত হইলেন। সেন-চমূ ভদ্রেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজা আসিয়া তথায় আম্র-সংযুক্ত কোনো প্রিয় আহার্য্যের ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্মিত

(১) বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।

হইয়া গেলেন. কারণ তাঁহার এই আম্রসংযুক্ত-ব্যঞ্জন-প্রিয়তার কথা খুব কম লোকেই জানিত। রাজা অনুসন্ধান করিলেন,—জানিতে পারিলেন, উড়িষ্যা-বিজয়ের সেই পরাক্রান্ত সৈনিক সেনা-বাহিনীর অগ্রেই এখানে উপস্থিত হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সৈনিকের উপর আরো সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে ভদ্রেশ্বরের পূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী প্রাচাকোট-দুর্গের কর্তৃত্ব ও দুর্গ-সংলগ্ন একটি আম্র-কানন পুরস্কার দান করিলেন। (প্রবাদ, এই আম্র-কানন হইতেই রাজ-ভোজ্যের উপকরণ আম্র সংগৃহীত হইয়াছিল।) মন্ত্রী তখন আপনার পূর্ব্ব-পরিচয় ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাসনকালের ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশ করিলেন। রাজা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, রাজা ও মন্ত্রীর মিলন হইয়া গেল।"

মন্ত্রী আসিয়া যেখানে কোট প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থানের নামই এখন পাইকোড়। বলাবাহুল্য এই মন্ত্রীই পাহিদত্ত। কারণ পাইকোড়ে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে যে পাইকের কোট হইতেই পাইকোড় হইয়াছে। প্রবাদ যাহাই থাক্, পাহিদত্তের কোট হইতে যে পাইকোড় হইয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। প্রবাদেও পাইতেছি মন্ত্রীই ছদ্মবেশে 'পাইক' হইয়াছিল। তাঁহার সেই পুরস্কার প্রাপ্ত আম্র-কানন আজিও মহাবলের বাগান নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। এদিকে শিলালিপিতে 'মণ্ডল পাত্র পাহিদত্ত' এই নাম পাইতেছি। সুতরাং নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে পাহিদত্তই ছদ্মবেশে পাইক সাজিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামেই পাইকোড়-গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। পাইকোড়ে কোটের (দুর্গের) ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পাহিদত্তকে আমরা রাজা বিজয়সেনের মন্ত্রী বলিয়া মনে করি। লিপিতত্ত্ব হইতে আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে। বিজয়সেন (প্রথম জীবনে) এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে রাঢ়েই বাস করিতেন, তাঁহাদের তাম্রশাসন হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। রাঢ়ে তাঁহাদের রাজধানী ছিল বীরনগরে, বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত বীরভূম-বিবরণ ২য় খণ্ড হইতে আমরা তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। (২) পালরাজগণের সময়ে বীরভূমের মৌড়েশ্বরে সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই বংশীয় মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ, গৌড়েশ্বর নয়পালের 'রসবত্যধিকারী পাত্র' অর্থাৎ রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। আমাদের মনে হয়—'পাহিদত্ত' এই দত্তবংশেই স্ব

(২) মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত বীরভূম-বিবরণ ২য় খণ্ড,—বীরনগর-কাহিনী।

গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌড়েশ্বরের দত্তবংশ আপনাদিগকে 'লোধ্রবলি কুলীন' বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিশেষ সম্ভ্রান্ত-বংশে না জন্মগ্রহণ করিলে, পূর্ব্ব হইতেই রাজসংসারে সুপরিচিত না থাকিলে,—পাহিদত্ত এত বড় দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইতেন কিনা সন্দেহ! বিজয়সেনের পুত্র সম্রাট্ বল্লালসেন ও তদ্বংশীয় লক্ষ্মণসেন, কেশবসেনের তাম্রশাসন হইতে সপ্রমাণ হয়, যে কায়স্থ দত্তবংশীয়গণই তাঁহাদের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ও প্রধান-অমাত্য-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নাম করিতে হইলে ভানুদত্ত প্রভৃতি অনেকেরই নাম করিতে পারা যায়। সুতরাং আমরা যে পাহিদত্তকে বিজয়সেনের মন্ত্রী বলিয়াছি, তৎপরবর্ত্তী দত্ত—পাত্রগণের এই পারম্পর্য্য তাহার সমর্থন করে। আমাদের মনে হয় পরবর্ত্তী ভানুদত্ত প্রভৃতি পাহিদত্তেরই বংশধর।

পাইকোড়ে সম্প্রতি কায়স্থের বাস নাই। পাইকোড় হইতে উঠিয়া গিয়া তাঁহারা যাজীগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। যাজীগ্রাম পূর্ব্বে কায়স্থগণের একটি প্রধান সমাজ ছিল, এখনো তথায় বহু কায়স্থ বাস করেন। (৩) এই গ্রাম পাইকোড়ের অতি নিকটেই অবস্থিত। পাইকোড়ে কায়স্থের বাস না থাকারও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়—"পূর্ব্বে এক সময় এক ব্রাহ্মণ, এক বৈদ্য ও এক কায়স্থ তিনজনে ইষ্ট-সাধনের জন্য গঙ্গাতীরে গমন করেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তাঁহারা পাইকোড়ে ফিরিয়া আসেন, সেই সময় জনসাধারণ তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে,—অনুরোধে পড়িয়া কায়স্থ-নন্দন সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। পাইকোড়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ক্ষ্যাপাকালী এই জন্য বিরক্ত হইয়া কায়স্থগণকে পাইকোড় ত্যাগের আদেশ করেন। স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া কায়স্থগণ পাইকোড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাজীগ্রামেও অপরাপর স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই অবধি পাইকোড়ে কায়স্থ কেহ বাস করেন না। ইহার মধ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো রহস্য আছে কি না কে বলিবে?

পাহিদত্তের কোট্-প্রতিষ্ঠার স্মারক-স্তম্ভটি,—যাহাতে মণ্ডলপাত্র পাহিদত্তের নাম ক্ষোদিত আছে,—এখন শিবরূপে পূজিত হইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে প্রাচীকোট্ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন তাহার নাম হিয়াং-নগর। তথায় কোটের ডাঙ্গা, কোটের পুকুর, এবং পরিখার লুপ্তচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পাইকোড়ে দোরাজ-দীঘি নামে একটি দীঘি, এবং 'দোন্‌হার' নামে একটি প্রান্তর দেখাইয়া লোকে বলে,—পূর্ব্বোক্ত পাইকের তত্ত্বাবধানে—সেন রাজার অনুমতি অনুসারে যখন দীঘি খনিত হইতেছিল;

(৩) প্রবাদ আছে "সিং, শিম্‌লা, কর, তিনে যাজীনগর"। সিং-কায়স্থ, শিম্‌লা—শিম্বল ল গাঞী ব্রাহ্মণ, কর—বৈদ্য। এখনো গ্রামে এই তিন জাতিরই বাস আছে।

সেই সময় এক রাজা আসিয়া পাইককে পরাস্ত করে, এবং পাইকোড় দখল করিয়া দীর্ঘিকার খনন কার্য্য শেষ করিয়া দেয়। পরে পরাজিত পাইক দলবল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সেই রাজাকে পরাস্ত করিয়া কোট্ দখল করে। দুই রাজা কর্ত্তৃক খনিত বলিয়া দীঘির নাম হয় দোরাজ-দীঘি, আর যে প্রান্তরে যুদ্ধ হইয়াছিল, যুদ্ধে প্রথমে পাইক, ও পরে সেই বিদেশী রাজা পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রান্তরের নাম হয় 'দোন্‌হার' (দুইজনেই হারিয়াছিল)। এই বিদেশী রাজাকে আমরা 'চোড়গঙ্গদেব' বলিয়া মনে করি। সেনরাজা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া ইহারই সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চোড়গঙ্গের শিলালিপিতে রাঢ়-বিজয়ের কথা আছে, আবার বিজয়সেনের শিলালিপিতে কলিঙ্গ-জয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমিত হয়—চোড়গঙ্গের সহিত বিজয়সেনের কলিঙ্গে ও রাঢ়ে যুদ্ধ হইয়াছিল, পরে দুইজনে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। সেই সমস্ত যুদ্ধে পাহিদত্তের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পাইকোড়ের প্রবাদ হইতে জানা যায়—তথাকার যুদ্ধ শেষে পাহিদত্তই বিজয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রবাদে তাঁহার পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি সৎকীর্ত্তিরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সমস্ত বিষয়টি পর্য্যালোচনা করিলে,—পাহিদত্ত যে একজন রাজনীতি-বিশারদ, সমর কুশল ও সৎকীর্ত্তিপরায়ণ স্বনাম-ধন্য পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আমাদের ভরসা আছে শ্রদ্ধাস্পদ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অচিরেই এই মহাপুরুষের কুল-পরিচয় প্রকাশ করিয়া, একটি লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক ঐতিহ্যভাণ্ডারের সমৃদ্ধি-বর্দ্ধনে সহায় হইবেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

ভ্রম সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় নিম্নলিখিত ভ্রম গুলি পাঠক মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন। কাঃ পঃ সঃ।

পত্রাঙ্ক—	পংক্তি—	অশুদ্ধ—	শুদ্ধ
২৯৮—	২২—	যথেচ্ছাচারের—	যথেচ্ছাচারীর
৩২৪—	৩—	স্বীমিকারে—	শিকারে
৩২৪—	২২—	মরণের—	গ্রহণের
৩২৮—	১৭—	ব্যাকুল—	থাকুন

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, কলিকাতা।

১৫ই পৌষ, ১৩২৬ সাল।

গত ১৫ই পৌষ, বুধবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে কায়স্থ-কুল-গৌরব, স্বজাতি-বৎসল, রাজর্ষি-প্রতিম মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা কে, সি, আই, ই, বাহাদুরের পরলোক গমনের জন্য শোক প্রকাশার্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। এই শোক-সভায় চতুঃ-শ্রেণীস্থ যে সমস্ত কায়স্থ-সন্তান যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম যতদূর সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি), রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, কুমার মণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, কুমার কুমারেন্দ্রদেব রায় মহাশয়, কুমার গোপীমোহন সিংহ বর্ম্মা, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, প্রাজ্ঞ, কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর, সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, রায় বিনোদবিহারী বসু বি-এ, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম্-এ, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নিবারণচন্দ্র দত্ত, বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা, ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা, মন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, কিরণচন্দ্র দত্ত, বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি-এল, হিরালাল মিত্র বর্ম্মা, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, মহেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র বসু, মণীন্দ্রমোহন মজুমদার বর্ম্মা, হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস, চারুচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, বাসুদেব মিত্র, যোগেশচন্দ্র বসু, বিপিনবিহারী সরকার, বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা, তারকনাথ দেববর্ম্মা, কবিরাজ আশুতোষ কাব্যতীর্থ, হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বর্ম্মা, বিজয়চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা, কালীদাস বিশ্বাস বর্ম্মা, ননীগোপাল বসু বর্ম্মা, পীযুষকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, মুরারিমোহন ঘোষ, শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি-এল্, অক্ষয়কুমার সরকার, চারুচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা, যোগেশচন্দ্র সিংহ, বাসন্তীচরণ সিংহ এম্-এ, বি-এল্, রামকমল সিংহ, গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, এম্-এ, বি-এল, যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, নিতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ব্যারিষ্টার, রমনীমোহন মিত্র বর্ম্মা, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বর্ম্মা, রাধাকান্ত রায় বর্ম্মা, নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্, প্রেমানন্দ সিংহ বি-এল্, চারুচন্দ্র সিংহ, শশাঙ্কভূষণ সিংহ, ত্রিদিবেশচন্দ্র সিংহ, অমিয়কুমার মিত্র,

মনোজকুমার মিত্র, গোবিন্দগোপাল ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কান্তিচরণ সিংহ, প্রফুল্লনাথ সিংহ, বিজয়গোপাল সিংহ, রাম্পলরাজ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দাস, যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, কেদারনাথ দেব বর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা, গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, বিভূতিভূষণ বসু, অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র বসু বর্ম্মা, বঙ্কবিহারী বসু, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা কাব্যার্ণব, সত্যেন্দ্রমোহন ঘোষ, বর্ম্মা, রসিকলাল দেব বর্ম্মা, বসন্তরঞ্জন রায়, মন্মথনাথ বিশ্বাস, মানদাচরণ সেন, বিভূতিভূষণ দত্ত বর্ম্মা, মণীন্দ্রচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা, মণীন্দ্রচন্দ্র দাস বর্ম্মা, নরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা, অনুকুলচন্দ্র মুনসী বর্ম্মা, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক), মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক), নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সম্পাদক)।

সভারন্তে সম্পাদক নগেনবাবু, যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া স্বর্গীয় মহারাজের প্রতি ভক্তি ও শোক-স্মৃতি জানাইয়া সহানুভূতিসূচক পত্র বা তার পাঠাইয়া ছিলেন তাঁহাদিগের নাম জ্ঞাপন করেন যথা—

কুমার রায় বাহাদুর ক্ষিতীশভূষণ রায় চৌধুরী বর্ম্মা (পাবনা), মহাশয়জী তারকনাথ ঘোষ (ভাগলপুর), কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, (পাইকপাড়া), কুমার সতীশকণ্ঠ রায়, (চাঁচড়া) রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, (নড়াইল), রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, (কৃষ্ণনগর), যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, উকিল (কৃষ্ণনগর), কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, (রংপুর), চন্দ্রকান্ত দে (মাণিকগঞ্জ), শ্রীনাথ রায়, (রাজসাহী), তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা,) (বরিশাল), যাত্রামোহন রায় বর্ম্মা (চট্টগ্রাম), জগৎবন্ধু মিত্র, মহাজন টুলী (বর্দ্ধমান), গণপতি সরকার (বেলেঘাটা), শুকলাল ঘোষ (আসাম), হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা (ফরিদপুর), রায় প্রিয়নাথ বসু চৌধুরী (মালুচী), রাধিকপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা (রাজসাহী), ভুবনচন্দ্র সরকার বর্ম্মা উকিল (পাবনা) কমলাকান্ত ঘোষ (হবিগঞ্জ), জানকীনাথ মজুমদার (দিনাজপুর), ডাক্তার গোবিন্দ চন্দ্র বসু বর্ম্মা (এলাহাবাদ), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ভদ্রবিলা), হেমচন্দ্র সরকার (হুগলি), সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (শ্যামপুকুর), রামনারায়ণ দত্ত বর্ম্মা (বর্দ্ধমান), প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা, মজুমদার (পাবনা), গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (মতিহারী), পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (রায়গঞ্জ), যতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা মজুমদার, আনন্দকিশোর সিংহ মজুমদার, বিজয়কালী রায় চৌধুরী, যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, আশুতোষ ঘোষ দেব বর্ম্মা, হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা, হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, কালীপ্রসন্ন চৌধুরী (শ্রীহট্ট), শরৎচন্দ্র দত্ত মজুমদার সভাপতি রায়পুর কায়স্থ-সভা, (ময়মনসিংহ), বিজয়চন্দ্র সিংহ (সম্পাদক)।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নিবেদন করিতেছি কায়স্থসভার প্রাণস্বরূপ ঋষিকল্প মহারাজ গিরিজানাথ আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছেন ; তিনি আমাদিগের বহু দিনের বন্ধু বলিয়া আমরা গৌরবান্বিত, এজন্য আমাদের ত' কথাই নাই, সমগ্র হিন্দু সমাজ আজ শোকে মুহ্যমান ! তাঁহার অভাবে আমাদের কায়স্থসমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য জ্ঞাপন করার জন্য কায়স্থ-সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে আহ্বান করিতেছি"—

তৎপরে নগেন্দ্রবাবু স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের বংশ পরিচয় ও উদার চরিত্র সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ * পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করেন—

(১)

কোথা কোন্ দেবলোকে সহসা পড়িল শূন্য
স্বর্ণ সিংহাসন ?
তাই কিরে অকস্মাৎ রাজর্ষি 'গিরিজানাথ'
গেলা সে ভুবন ?
হা বিধি হা দয়ানিধি ! এ তব কেমন বিধি
দেবতার ইন্দ্রাসন শোভিবার কাযে
ইন্দ্রপাত এ বঙ্গের কায়স্থ-সমাজে !

(২)

এস তবে, হে ধীমান কায়স্থ নন্দন, ঢাল
নয়ন আসার !
কি নিকটে, কিবা দূরে, অয়নে, প্রান্তরে, পুরে
তোল হাহাকার !
করাল কালের, হায়, অকরুণ মহিমায়
নিবিল সে দীপ্ত ভানুস্বায় তেজো বলে
কায়স্থ উজ্জ্বল ছিল এ গৌড়মণ্ডলে !

* এই প্রবন্ধটী পৌষ সংখ্যার কায়স্থ পত্রিকায় মুদ্রিত হইল।

(৩)

মূর্ত্তিমান ক্ষাত্রগুণ সৎসাহসের খনি
ধীর, মহাপ্রাণ
সুপ্ত চিত্র সুত মনে ক্ষাত্রশক্তি উদ্বোধনে
সদা আগুয়ান

সদাচার দেহ ধরি' বৈকুণ্ঠ-বিহারী হরি
আরাধিতে ধরামাঝে যেন অবতার
দেশ মাতঃ ! হেন পুত্র দেখাবি কি আর ?

(৪)

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম অপরে শিখালে" কেবা
তোমার মতন ?
হে রাজর্ষি ! হে বৈষ্ণবকে ! করেছিলে চৈতন্যের
পদানুসরণ !

আচরি' ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কায়স্থ আচার মর্ম্ম
শিখা'লে আচারভ্রষ্ট এ বঙ্গ মাঝারে !
সুমহতী কীর্ত্তি তব রহিল সংসারে !

(৫)

তুলিয়া ভারতময় কায়স্থ অন্তর মাঝে
প্রীতির ঝঙ্কার,
একতার গ্রন্থি দিয়া হিয়া সনে বাঁধি' হিয়া
কে রচিবে হার ?

এ কল্যাণব্রতে ব্রতী যেই সব মহামতি
একে একে যায় ছাড়ি, ভারত মাতায় !
কে তুলিবে এ জাতিরে হাতে ধরি' হায় !

(৬)

যাও, বীর, নিত্য ধামে সুবাসিত করি পথ
পুণ্যের সুবাসে,—

যাও রাখি' অবশেষ তব শকতির লেশ
ভারত-আকাশে ;

আকাশে রহিয়া লীন সে শকতি কোন দিন
অবলম্বি' অন্য মন হোক বিকশিত
জাতীয় জীবনে রবি হোক নবোদিত !

ইহার পর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত অতিহৃদয়গ্রাহী নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করেন ;—

"পুরাণ পুরাণে ঘোষে রাজর্ষির কথা,
ত্যাগ-কীর্ত্তি-উদ্ভাসিত চরিত আখ্যান !
বিরল ক্বচিৎ শ্রুত সে পুণ্য-বারতা,
স্বার্থ-বিলাসিতা ভোগ যথা মূর্ত্তিমান্ !

তোমার জীবনে তাহা হেরিনু প্রকট
রাজর্ষি গিরিজানাথ হে ধার্ম্মিকবর,
পুণ্যকীর্ত্তি সমুজ্জ্বল তুমি কল্পবট,
বিদ্যা শ্রদ্ধা নিষ্ঠা দয়া শোভে পরস্পর !

ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে কিবা স্বজাতি কল্যাণে
তব তীব্র অনুরাগ আদর্শ সবার !
পুত্র সম আচরণ প্রজার পালনে,
প্রসন্ন বিনয় নম্র কম ব্যবহার।

সমভাবে সেবা তব উত্তমে অধমে,
রহিলে আদর্শ হ'য়ে গাঁথিয়া মরমে।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন যথা :—

"কায়স্থ-কুল-গৌরব স্বজাতি-বৎসল, কায়স্থ-সভার স্তম্ভস্বরূপ ঋষিকল্প দিনাজপুরের মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের স্বর্গারোহণে এই সভা গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন এবং তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।"

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,—

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (ভাঙ্গা) শ্রীযুক্ত মণিমোহন মজুমদার বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

এই প্রস্তাব সকলে সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যথা :—

"এই সভার সমবেদনার সংবাদ মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র মহারাজ-কুমার জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুরকে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে জ্ঞাপন করা হউক।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা ও

শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ।

প্রস্তাব গৃহীত হইলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় পীড়িত অবস্থায় স্থানান্তরে থাকায় অদ্যকার সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দশম অধিবেশন।

১লা অগ্রহায়ণ, (সোমবার) ১৩২৬ সাল। অপরাহ্ন ৫॥০টা।

সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর—সভাপতি।
২। „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
৩। „ কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা।
৪। „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
৫। „ বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্মা।
৬। „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
৭। „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
৮। „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।
৯। „ কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
১০। „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
১১। „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
১২। „ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ।
১৩। „ প্রেমানন্দ সিংহ।
১৪। „ রসিকলাল দেব বর্ম্মা।
১৫। „ কেদারনাথ মিত্র।
১৬। „ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
১৭। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)।

রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় বর্ম্মা (কৃষ্ণনগর), শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা (ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা (রংপুর), ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (বাঁকীপুর) অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র দ্বারা জানাইয়া ছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ। কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। গত কার্ত্তিক মাসের পরীক্ষিত হিসাব। পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উহা মঞ্জুর হইল।

৩য় প্রস্তাব। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-পদপূরণ। সমালোচনান্তে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল এই আলোচনা স্থগিত থাকুক।

৪র্থ প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন যে কায়স্থ-প্রতিভার উজ্জ্বল আদর্শ, উচ্চ-শিক্ষিত দার্শনিক অবসর-প্রাপ্ত সবজজ দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় কায়স্থ-সভার চির হিতৈষী ছিলেন এবং বহরমপুরের বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতি সহঃ সভাপতিরূপে বিশেষ কার্য্য দক্ষতা দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সভ্যগণ শোক প্রকাশ করিলেন এবং নগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে স্থির হইল যে এই সমবেদনার সংবাদ তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, সভার অন্যতম সভ্য, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ বসু মহাশয়কে জানান হউক।

৫ম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। ১। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ঘোষ, Excise Sub-Inspector, Bogra, প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার (বগুড়া), সমর্থক—নগেন্দ্র বাবু। ২। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার, Police Sub-Inspector, Ulipur P. O. (Rangpur), প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যা-বিনোদ, সমর্থক—নগেন্দ্র বাবু। ৩। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ, Bibhagdihi, Baghutea P. O. (Jessore), প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বসু, সমর্থক—নগেন্দ্র বাবু। ৪। শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র বসু, ৫২।১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫। শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র, Accountant General (Bengal) 1, Abinash Mitra Lane, Calcutta এবং ৬। শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ মিত্র C. I. E. Comptroller War Accounts, 103 Cornwallis Street, Calcutta, প্রস্তাবক—বিনোদ বাবু, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অসীমকৃষ্ণ বাহাদুর। ৭। প্রোফেসার যদুনাথ সরকার M. A. P. R. S., Ravenshaw College, Cuttack, প্রস্তাবক—গঙ্গাপ্রসন্ন বাবু, সমর্থক—নগেন্দ্র বাবু। ৮। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস, ২৯ নং মদন মিত্র লেন, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, ২৯ নং মদন মিত্র লেন, কলিকাতা। ১০। শ্রীযুক্ত উমাকান্ত মিত্র বর্ম্মা, সাজাহানপুর U. P., প্রস্তাবক—সরল বাবু, সমর্থক—নগেন বাবু। ১১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু চৌথাম্বা, বেনারস সিটি, প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়, সমর্থক—বিনোদ বাবু। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার (প্রচারক), সমর্থক—নগেন্দ্র বাবু। ১২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ

দেব বর্ম্মা, বনওয়ারি নগর পোঃ (Pabna). ১৩। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, উকিল সিরাজগঞ্জ, (Pabna). ১৪। শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু উকিল সিরাজগঞ্জ, (Pabna). ১৫। শ্রীযুক্ত প্রাণহরি গুহ মাইটভাঙ্গা পোঃ, ভায়া সন্দীপ (Noakhali). ১৬। শ্রীযুক্ত শিরিশচন্দ্র ঘোষ লোকেল বোর্ড মানিকগঞ্জ, (Dacca). ১৭। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার শ্রীবাড়ী, উথলি পোঃ (Dacca). ১৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ উথলি পোঃ (Dacca). ১৯। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, মহাদেবপুর পোঃ (Dacca). ২০। শ্রীযুক্ত যদুনাথ নন্দী Baramgail, P. O. (Dacca). ২১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হোড় Baramgail P. O. (Dacca). ২২। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ Baramgail P. O. (Dacca). ২৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস Dhankora P. O. (Dacca). ২৪। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ চকমিরপুর পোঃ (Dacca). ২৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার ওসমানপুর পোঃ (Nadia). ২৬। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত, তেওয়ারীর কাছারী, নোয়াখালী। ২৭। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ উকিল, নোয়াখালী। ২৮। শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু চৌধুরী জমিদার Maluchi P. O (Dacca). ২৯। শ্রীসুধেন্দুনাথ বসু রায় Maluchi P. O. (Dacca). ৩০। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত, হেড মাষ্টার খেরুপাড়া Maluchi P. O. (Dacca). ৩১। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার মাদ্রাকোলা Maluchi P. O. (Dacca). ৩২। শ্রীযুক্ত ডাক্তার শরৎচন্দ্র গুহ Jhitka P. O. (Dacca). ৩৩। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার নিয়োগী, বাগলুটিয়া Maluchi P. O. (Dacca). ৩৪। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পাল, ব্যাসদি Maluchi P. O. (Dacca). ৩৫। শ্রীযুক্ত মাখনচন্দ্র নিয়োগী, বাগমারা Maluchi P. O. (Dacca). ৩৬। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মোক্তার, সিরাজগঞ্জ (Pabna). ৩৭। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দ্বারকানাথ দাস, করজনা Baratia P. O. (Dacca) ৩৮। শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার রায় শ্রীবাড়ী, উথলী পোঃ (Dacca). ৩৯। শ্রীযুক্ত জজ্ঞেশ্বর বর্দ্ধন Baniajuri P. O. (Dacca). ৪০। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার ধর রায় Baniajuri P. O. (Dacca). ৪১। শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র সোম Baniajuri P. O. (Dacca). ৪২। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, সারাসিন, Baniajuri P. O. (Dacca). ৪৩। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে বক্চার Baramgail P. O. via Uthalia (Dacca). ৪৪। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু চৌধুরী উকিল, নোয়াখালী। ৪৫। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, করজনা Baratia P. O. (Dacca)। প্রস্তাবক—নগেন্দ্র বাবু, সমর্থক সরলবাবু। ৪৬। শ্রীযুক্ত কবিরাজ নলিনীমোহন

ঘোষ কবিভূষণ জয়নগর মজিলপুর (২৪ পঃ)। এই সমস্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-সম্মেলন। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন যে নড়াইলে গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত পঞ্চম প্রস্তাব মত নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মেলনের পরিচালকগণ এবার আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌসহরে মহাধিবেশন করিবার আয়োজন করিতেছেন এবং তাহাতে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভাকে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া তথাকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয় যে আমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা আমি উপস্থাপিত করিতেছি। যাঁহারা এই অধিবেশনে কায়স্থ-সভার প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা উক্ত মহাধিবেশনের অন্ততঃ ১৫ দিবস পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নাম ও ঠিকানা আমার নিকট পাঠাইলে উক্ত সম্পাদকের নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে।" স্থির হইল আমন্ত্রণ গৃহীত হউক ও বঙ্গদেশ হইতে যাহাতে অন্ততঃ ৫০ জন্য সভ্য লক্ষ্ণৌএর অধিবেশনে যোগদান করেন তজ্জন্য কায়স্থ-পত্রিকার যথাস্থানে নোটিশ দিয়া সভ্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করা হউক এবং উপস্থিত নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণকে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হউক ও অন্যান্য সভ্য যাঁহারা তথায় যাইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগকেও প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইতে সম্পাদকগণের উপর ভার দেওয়া হউক ঃ—

প্রতিনিধিগণের নাম—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।
২। " বিজয়চন্দ্র সিংহ।
৩। " রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা।
৪। " কিরণচন্দ্র দে বর্ম্মা।
৫। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।
৬। " কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর।
৭। " রায় বিনোদবিহারী বসু।
৮। " সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
৯। " সচ্চিদানন্দ দত্ত।
১০। " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক।
১১। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু (চৌখাম্বা) কাশী।
১২। " শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।

১৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
১৪। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
১৫। " অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ।
১৬। " সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
১৭। " হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বর্ম্মা।
১৮। " নিবারণচন্দ্র দত্ত।
১৯। " কিরণচন্দ্র দত্ত।
২০। " মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর কে, সি, আই, ই।
২১। " রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর।
২২। " গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
২৩। " গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র।
২৪। " ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।
২৫। " নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
২৬। " বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্মা।
২৭। " প্রেমানন্দ সিংহ।
২৮। " যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
২৯। " কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, প্রাজ্ঞ।
৩০। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ।
৩১। " বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা।
৩২। " নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
৩৩। " রার সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ।
৩৪। " মুকুন্দনাথ রায়।
৩৫। " যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা।
৩৬। " কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
৩৭। " রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়।
৩৮। " কুমার রাধিকাভূষণ রায়।
৩৯। " যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা।
৪০। " নলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

৭ম প্রস্তাব। পূর্ব্ববঙ্গের সাহায্য ভাণ্ডার সংক্রান্ত শাখা সমিতির রিপোর্ট। শাখা-সমিতির গত ২৪শে কার্ত্তিকের নিম্নলিখিত মন্তব্য

পঠিত হইল যথা ঃ—"কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিগত নবম অধিবেশনে পূর্ব্ববঙ্গের ঝটিকা বিধ্বস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া শাখা-সমিতি গঠিত হয়, তাহার সভ্যগণকে অদ্যকার অধিবেশনের সংবাদ যথারীতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। সভাপতি এবং রায় বিনোদবিহারী বসু ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে নিম্নলিখিত সভ্যগণের চাঁদা মোট ৬৯৪৲ টাকা এবং ২৫ জোড়া নূতন কাপড় (যাহার মূল্য ৮৬৲ টাকা) আদায় হইয়া জমা আছে। স্থির হইল যে উপস্থিত ৩২৫৲ টাকা ও ২৫ জোড়া কাপড় Central Relief Fundএর সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক এবং অনুরোধ করা হউক যে ঐ টাকা ও কাপড় 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা কার্য্যের' ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে এই অনুরোধ সহ পাঠান হইবে যে উহা যেন দুঃস্থ ভদ্র পরিবারগণের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হয় এবং বক্রী ৩৬৯৲ টাকা (প্রথম কিস্তি হিসাবে) Bengal Relief Fundএর সম্পাদকের নিকট উক্তরূপ অনুরোধ সহ পাঠান হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে শাখা-সমিতির অনুপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা এখনও তাঁহাদিগের দেয় সাহায্য প্রদান করেন নাই তাঁহাদিগকে উহা পাঠাইতে অনুরোধ করা হউক এবং তাঁহারা যাহাতে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ যত্নবান হন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হউক ঃ—

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র	১০০৲	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	১০৲
" বিনোদবিহারী বসু	১০০৲	" তেজচন্দ্র বসু	১০৲
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	১০০৲	" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা	২৲
" বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্মা	৫০৲	" কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা	২৲
" নিবারণচন্দ্র দত্ত	৫০৲	" ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা	৫৲
" সচ্চিদানন্দ দত্ত	২০০৲	" "লক্ষ্মী নিবাস" বাগবাজার	২৫৲
" নরেশচন্দ্র সিংহ	১০৲		
" দয়ালচন্দ্র বসু	২০৲		৬৯৪৲
" কেদারনাথ মিত্র	১০৲	সংগৃহীত বস্ত্রের মূল্য	৮৬৲
			৭৮০৲

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
" শ্রীবিনোদবিহারী বসু।
" শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।"

এই বিষয়ে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে গত ১৫ই নভেম্বর দুইটী রিলিফ কমিটীতেই শাখা-সমিতির অনুরোধ মত টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু Cyclone Central Relief Committeeর সম্পাদক মহাশয় পত্র দ্বারা ধন্যবাদ জানাইয়া লিখিয়াছেন যে ওরূপ সর্ত্তে তাঁহাদের টাকা লওয়া সুবিধা হইবে না, তিনি রামকৃষ্ণ-মিশনের বিভিন্ন সেবামণ্ডলে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া টাকা ও কাপড় ফেরৎ দিয়াছেন। আলোচনান্তে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে তাঁহার অনুরোধমত ঐ টাকা ও কাপড় বরাবর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর নিকট প্রেরিত হউক এবং ভবিষ্যতে যে টাকা সংগৃহীত হইবে তাহা Bengal Relief Fuudএ পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তমত পাঠান হউক।

৮ম প্রস্তাব। বিবিধ (ক) শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের পত্র। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন "নড়াইলের গত বার্ষিক অধিবেশনের উপনয়নকেন্দ্রে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় আচার্য্য ছিলেন, তিনি পারিশ্রমিক হিসাবে সভা হইতে ১০৲ টাকা পাইয়াছেন, আরও কিছু পাইবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত করিতেছি। চট্টগ্রামে বিগত ১৩২৫ সালের বার্ষিক অধিবেশনে যে কয়েক জনের উপনয়ন হইয়াছিল তদ্বাবদ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়কে সভা হইতে ৬৪৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল; চট্টগ্রামের তুলনায় নড়াইলের উপবীতির সংখ্যা অনেক বেশী হইলেও কাব্যরত্ন মহাশয় সভার চিরহিতৈষী আশীর্ব্বাদক বলিয়া আর ২০৲ টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন এইরূপ আভাষ দিয়াছেন, একারণ তাঁহাকে ঐ টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি।" কিরণ বাবুর সমর্থনে স্থির হইল যে কাব্যরত্ন মহাশয়কে আর ২০৲ টাকা দেওয়া হউক।

(খ) ফরিদপুর জেলাস্থ (পাংশা পোঃ) মহিশালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার কাব্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের পত্র। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন "এই অধ্যাপক মহাশয় একজন প্রতিভাশালী কায়স্থ সন্তান; তিনি একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কয়েকটী ছাত্রকে খাইতে দিয়া বেদ, বেদান্ত, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়াইতেছেন। ছাত্রগণের মধ্যে ৪।৫টী ব্রাহ্মণ। তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করিয়া কয়েকটি স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টার এবং একজন সব্ ডিভিজনাল্ আফিসার যে প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার নকলাদিসহ অধ্যাপক মহাশয়ের পত্র আমি উপস্থাপিত করিতেছি। সোমেশপুরের কায়স্থ-সভার (যাহা এই সভার শাখা) সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের প্রশংসার কথা ও আর্থিক অভাবের বিষয় আমাকে জানাইয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়

স্থানীয় স্কুলের হেড পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার ছাত্রগণ উপাধী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও গবর্ণমেণ্টের দেয় টোলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত আছেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার অত্যন্ত অর্থাভাবপ্রযুক্ত কায়স্থ-সভা হইতে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমার বিবেচনায় তাঁহার প্রার্থনা অসঙ্গত নহে, তবে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার হইতে ইহাঁকে সাহায্য করার উপায় দেখি না।" তঁহার প্রশংসা পত্রসহ আবেদন পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন "পৃথক্‌ভাবে চাঁদা করিয়া অধ্যাপক মহাশয়কে সাহায্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং এরূপ প্রতিভাশালী কায়স্থ সন্তানকে বিনা চাঁদায় সভার সভ্য করাও উচিত।" উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্মমত নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ একযোগে মাসিক ৭৲ টাকা হিঃ চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেন যথা:—সভাপতি মহাশয় ২৲ টাকা, শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ ২৲ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত ১৲ শ্রীযুক্ত রায় বিনোদ বিহারী বসু ১৲ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা ১৲ মোট ৭৲ মাত্র। মাসিক ৩৲ চাঁদার জন্য চেষ্টা করা হইবে, ইহা ও স্থির হইল। এ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যাঁহারা অধ্যাপক বিদায় করেন তাঁহাদিগের এই কায়স্থ অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিদায় হিসাবে যথাসাধ্য সাহায্য করাও উচিত এবং এই মর্ম্মে কায়স্থ পত্রিকার যথাস্থানে একটী বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক। সকলেই ইহা অনুমোদন করিলেন।

(গ) পত্রিকা মুদ্রণের বিলম্ব সম্বন্ধে। নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন যে গত কয়েক মাস Influenzaদি পীড়ার জন্য কলিকাতার সকল ছাপাখানাতেই কম্পোজিটারের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে, একারণ অনেক তাগাদা সত্ত্বেও পত্রিকার মুদ্রণ কার্য্য যথাসময়ে হইতেছে না, যাহার ফলে পত্রিকা বাহির করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে সাধারণের অবগতির জন্য ইহাও পত্রিকার যথাস্থানে বিজ্ঞাপিত হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্র ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু। সভাপতি

ভ্রম সংশোধন

কায়স্থ পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৩/০ পত্রাঙ্কে পঞ্চম প্রস্তাবে "(উ)" কথাটির পরে "মোক্তার Banka (Bhagalpur) এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ" এই কথা কয়েকটি সংযোজিত হইবে।

কায়স্থ-পত্রিকা

মাঘ, ১৩২৬। নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

শঙ্করদেব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

শঙ্করদেবের সময় নবদ্বীপ নগরী শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তথায় পণ্ডিতমণ্ডলী বেদান্ত ও ন্যায়দর্শনের চর্চ্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের তদানীন্তন প্রধান গুরু শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যান। ইঁহারই শিক্ষায় বঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। ইনি ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনায় তৎকালে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। দক্ষিণ দ্রাবিড় হইতে শ্যামদাস, শ্রীহট্ট হইতে রাজা দিব্যসিংহ, দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীনাথ আচার্য্য, পুরী হইতে কর্ণাটরাজবংশীয় মুকুন্দদেব, পুরুষোত্তম ও কামদেব প্রভৃতি, বূঢ়ন হইতে হরিদাস এবং সপ্তগ্রাম হইতে যদুনন্দন আচার্য্য প্রভৃতি সমাগত হইয়া ইঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার সংসৃষ্ট প্রাচীন সাহিত্যে শঙ্কর নামক এক শিষ্যেরও উল্লেখ দেখা যায়।

এই শঙ্কর আসামের শঙ্করদেব কি না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্যে একবার মাত্র ইঁহার নামোল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মতবিরোধ হেতু শঙ্কর প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান ছাত্র শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া যান এবং ঐ সকল স্থানে স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

কি উপলক্ষে মতভেদ হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত এই। শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত যোগদান করিলে পরই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজ মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক প্রেমের দ্বারা অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার দলন করিয়াছিলেন। তিনিই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের জন্মদাতা। "শুষ্ক পত্রের ন্যায় শাস্ত্রচর্চ্চা নিষ্ফল" এই বলিয়া গৌরহরি সর্ব্বকর্ম্ম

পরিত্যাগপূর্ব্বক অহোরাত্র শুধু নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেন। হঠাৎ অদ্বৈত তাঁহার দল ত্যাগ করিয়া, শান্তিপুরে গিয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় তৎপ্রণীত "অমিয় নিমাইচরিত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই উপদেশ (জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব) শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের কোন কোন প্রধান শিষ্যের মন টলিয়া গেল। যথা—শঙ্কর, কামদেব নাগর, আগল পাগল ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতের শঙ্কর নামক শিষ্য আসামে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন সেই দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না।"—(১ম খণ্ড,'অমিয় নিমাইচরিত,' ৫৩ পৃষ্ঠা) স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ও তৎসঙ্কলিত "চৈতন্যলীলামৃত" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত ঠিক এইরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি মাধব নামক অন্য শিষ্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য অশেষ বৈষ্ণবশাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম। তিনিও শঙ্করদেব সম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত ঠিক অনুরূপভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অভিজ্ঞ বঙ্গীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা এই বৃত্তান্তে দৃঢ় বিশ্বাসবান্। মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের নামোল্লেখ প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে শঙ্করদেবের নামোল্লেখ নাই। তত্ত্বনিধি মহাশয় ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথমতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বে বিশ্বাসবান্ ছিলেন না, শ্রীচৈতন্য-সংসৃষ্ট প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহাদের বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈত-গোবিন্দবাদী ছিলেন অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতই গোবিন্দ, এরূপ বিশ্বাস করিতেন, শ্রীঅদ্বৈত-সংসৃষ্ট প্রাচীন পুথিতে তাঁহাদেরই বৃত্তান্ত অগ্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্ত বৈষ্ণব লেখকেরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের শতমুখে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের নিন্দাবাদ দ্বারা জিহ্বা কলুষিত করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা প্রায়শঃ একমত হইয়া শঙ্করদেব সম্বন্ধে এই কয়টী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন,—

১। শঙ্করদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

২। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই, গৌরহরি অবতাররূপে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বেই শান্তিপুর ত্যাগ করেন।

৩। তিনি অদ্বৈত-গোবিন্দবাদী ছিলেন না।

৪। তিনি জ্ঞানশূন্য ভক্তিমার্গের অনুরাগী ছিলেন না।

৫। তিনি শ্রীঅদ্বৈত বা অন্য কোনও বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তদ্দেশীয় কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই।

এই সকল সিদ্ধান্তের কোনটিই শঙ্করদেবের পরবর্ত্তী জীবনেতিহাসের বিরোধী নহে। আধুনিক অসমীয় লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের বহু পূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাসের প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, শঙ্করদেব বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু ইতিহাস ও চরিতগ্রন্থগুলি এই কথার সমর্থন করে না। শঙ্করদেবের চরিতগ্রন্থগুলিতে দেখা যায়, তিনি বড়পেটায় (১৭) অধিষ্ঠান করিলে পরই তাঁহার প্রধান প্রধান ভক্ত-সমাগম হইয়াছিল। রাজা নরনারায়ণ ১৪৬২ শকে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার পরবর্ত্তী ২।৩ বৎসর মধ্যে শঙ্করদেব বড়পেটার অন্তর্গত পাটবাউসীতে (১৮) উপনিবিষ্ট হন এবং ঐ স্থানই কেন্দ্রভূমি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। সুতরাং পাটবাউসীতে শঙ্করদেবের গমনের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ৯১ বৎসর হইয়াছিল। তাহার ৭ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যের তিরোভাব হইয়াছে।

অদ্বৈত-সভায় ১৪৩০ শকে শঙ্করদেব উপস্থিত ছিলেন, এরূপ অনুমান হয় এবং ঐ সনেই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। "জোনাকী" পত্রে শঙ্করদেবের যে ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহার লেখক অনুমান করিয়াছিলেন যে, শঙ্করদেব ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রথম তীর্থযাত্রা করেন। শঙ্করদেবের জন্ম, দ্বাদশ বৎসরের পর বিদ্যারম্ভ, বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, পিতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগ, কন্যালাভ, কন্যার বিবাহ দান ইত্যাদি ঘটনার পর পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া তীর্থযাত্রা করেন; সুতরাং তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ বৎসরের কম হইতেই পারে না। তিনি দ্বাদশ বৎসরান্তে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন; সুতরাং তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসরের কম নহে। তাঁহার চরিত-

(১৭) বর্ত্তমান কামরূপ জিলার মহকুমা। ইহার অন্তর্গত বড়পেটাসত্র মহাপুরুষ মাধবদেবের স্থাপিত, মহাপুরুষীয়দিগের বৃহত্তম সত্র। ইহা মহাপুরুষীয়দিগের শ্রীধাম। এখানকার কীর্ত্তন-ঘর দর্শনীয়।

(১৮) বর্ত্তমান বড়পেটা সহর হইতে ২৸৹ মাইল দূরে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—শঙ্করদেবের পাটবাউসী ও দেব দামোদরের পাটবাউসী। শঙ্করদেবের জীবদ্দশায় পাটবাউসী ব্যতীত অন্যত্র কোনও সত্র স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবের পর তৎপথাবলম্বী ধর্ম্মাচার্য্যগণ স্থানে স্থানে সত্র স্থাপন করিয়াছেন।

গ্রন্থগুলিতে জন্ম-শকের উল্লেখ নাই। ঐ শক ১৩৭১ বলিয়া এখন এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিলে ৫৬ বৎসরের স্থলে ৫৯ বৎসরের সময় অদ্বৈত-সভায় শঙ্করদেবের উপস্থিতি সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তাহা হইলে প্রথম তীর্থযাত্রার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ না হইয়া ৪৭ হয়।

অদ্বৈত-সভায় শঙ্করদেবের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহা শ্রীধরস্বামীর টীকা সহ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ব্যতীত অধিক নহে। তিনি শ্রীচৈতন্য বা শ্রীঅদ্বৈতের প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তন করেন নাই। যদি করিতেন, তবে তাঁহার আত্মলোপ ব্যতীত উহা সম্ভবপর হইত না। বস্তুতঃ শঙ্করদেব অন্যনিরপেক্ষ থাকিয়াই নিজ প্রচার-ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য, অদ্বৈত ও শঙ্কর স্ব স্ব প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের তারতম্য অনুসারে স্ব স্ব অধীত শাস্ত্রনিচয় যে ভিন্ন ভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইঁহারা যে স্ব স্ব আলোক অনুযায়ী স্ব স্ব অনুসঙ্গীদিগকে বিভিন্ন পথে লইয়া গিয়াছিলেন, এ কথা ক্রমেই পরিস্ফুট হইবে।

তৃতীয় প্রবন্ধ

দ্বাদশ বৎসরের পর শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জ্যেষ্ঠকে গৃহাগত দেখিয়া বনগঞা গিরি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও জামাতা হরির সহিত অগ্রগামী হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। খুল্লপিতামহগণ সত্বরপদে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তীর্থ-ভ্রমণ দ্বারা পবিত্রদেহ শঙ্কর তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা বারণ করিলেনঃ—

নমস্কার করিবাক কেহ নিদিলন্ত। সাধুবাদ করিয়া সাবটি ধরিলন্ত॥

শঙ্কর, শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত প্রসাদ গৃহে গৃহে বিতরণ করিলেন। সেই প্রসাদ গ্রহণ ও শ্রীক্ষেত্রের মহিমা শ্রবণ করিয়া পিতামহগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শঙ্করের জ্ঞানালোকদীপ্ত ও পবিত্রতামণ্ডিত উন্নত দেহ পিতামহদিগেরও সম্ভ্রমের উদ্রেক করিল।

বনগঞা গিরি জামাতা হরির গৃহে ছিলেন। শঙ্করদেব ফিরিয়া আসিলে পর গৃহে আসিয়া শশব্যস্তে গৃহোপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তীর্থ-যাত্রাকালে শঙ্কর সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন—অনেকগুলি ধেনু খুল্লপিতামহদিগকে দিয়াছিলেন। বনগঞা গিরি স্বয়ং গোচারণের মাঠে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া গাভী খেদাইয়া আনিতে লাগিলেন। রাখালেরা বাধা দিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া একটি রাখালকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিলেন। এই দুষ্কর্ম্মের জন্য

দয়ার্দ্র-হৃদয় শঙ্কর তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। পিতামহগণ এই সংবাদ পাইয়া শঙ্করের আবশ্যক বহু দ্রব্যাদি স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করিলেন। এতন্মাত্রেই তাঁহারা তুষ্ট হইলেন না। পুনরায় বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালনের জন্য তাঁহারা শঙ্করদেবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। শঙ্করদেব তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর যৌতুকস্বরূপ বহু ধন লাভ করিলেন। পিতামহগণ তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহারা—

একশত তন্ত্রগিরি দিয়া তাঙ্ক অধিকারী—
শঙ্করক পাতিলা গোমস্তা।
কিন্তু— শঙ্করে জামাইক মাতি বুলিলা সাদরে আতি
তুমি চৰ্চ্চিবাহা তন্ত্রিগণ।
পড়িলাহা শাস্ত্র দুঃখে গৃহক বসিয়া সুখে
করিবোহো অর্থক বিচার॥—কণ্ঠভূষণ, ১৬ পৃঃ

শঙ্করদেবের খুল্লপিতামহ জয়ন্তের পুত্র শতানন্দ; তৎপুত্র জগদানন্দ (পরে রাম রায়) শঙ্করদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ও কাব্যামোদী। শঙ্করদেবের শাস্ত্রচর্চ্চার অভিলাষ শুনিয়া জগদানন্দ কহিলেন, "দাদা, যদি তুমি অনুমতি কর, আমার বাড়ীতে একটি দেবগৃহ (১৯) নির্ম্মাণ করি; তথায় নির্জ্জনে শাস্ত্রালোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে।" শঙ্করদেব সানন্দে সম্মত হইলেন। রামরাম গুরুও ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। দেবগৃহ নির্ম্মিত হইলে পর তথায় প্রাত্যহিক শ্রীমদ্ভাগবতচর্চ্চা ও কৃষ্ণ-কথালাপ আরম্ভ হইল।

তৎকালে আসামে ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, কবি রাম রায় (২০) তৎপ্রণীত "গুরুলীলা" গ্রন্থে তাহা এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

কামাখ্যা দেবীর রাজ্য কামরূপ নাম। চারি জাতি যথেষ্ট প্রবর্ত্তে অনুপাম॥
রজক নাপিত ধোবা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। ইত্যাদি জাতির কিছু নাহি চল ছিদ্র॥
আনদেশে নিজ বৃত্তি মাত্র আচরয়। বালক জন্মিলে দাহ নাড়িক ছেদয়॥
শিবদুর্গা গ্রামদেব পূজয় সতত। হরিভক্তি করন্তা নাহিক ই রাজ্যত॥

দৈত্যারি ঠাকুরও আসামের তদানীন্তন অবস্থাবর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেনঃ—

ই দেশত পূর্ব্বকালে নাছিল ভকতি। নানা ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক করিল সম্প্রতি॥
নানা দেব পূজয় করয় বলিদান। হাঁস ছাগ পার * কাটে অসংখ্য প্রমাণ॥
তপ জপ যজ্ঞ দান তীর্থস্নান করে। স্বর্গ নরকত আয়াযাত করি মরে॥

(১৯) ইহাই আসামে 'নাম ঘরের' সূচনা বলিয়া বোধ হয়।

(২০) ইনি শঙ্করদেবের ভ্রাতা রাম রায় নহেন। ইনি ব্রাহ্মণ ও দেব দামোদরের শিষ্য। তাঁহার রচিত 'গুরুলীলা' গ্রন্থ দেব দামোদরেরই চরিত-গ্রন্থ।

* পার—পারাবত, কবুতর।

গীতা ও ভাগবতচর্চ্চা করিতে করিতে শঙ্করদেব ভাবিতে লাগিলেন ঃ—

দৈবকীনন্দন এক বেদমাত্র শাস্ত্র এক
দৈবকীনন্দনে কৈলা থাক।
কর্ম্ম এক তান সেবা মন্ত্র এক তান নাম
জানিবা নিশ্চয় করি আক ॥
ইয়াক না জানি নরে ঘোর সংসারত মরে
নানা দুঃখ কর্ম্মক আচরি।
কৃষ্ণগুণ নাম ধর্ম্ম লোকত প্রচার করো
সুখে যাউক সংসার নিস্তরি ॥

শুভক্ষণে শ্রীমন্ত শঙ্কর এই সাধু সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং কৃষ্ণকথা আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

কথিত আছে, ত্রিহুতদেশীয় জগদীশ মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে শঙ্করদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতে আগমন করেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, শ্রীমন্ত শঙ্কর শুধু শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন, এমন নহে, উহার মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়া পদ পর্য্যন্ত রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। ভাষায় রচিত পদগুলি আবার এরূপ সহজবোধ্য ও বিশুদ্ধ হইয়াছে যে, ঐগুলি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

টেম্বুয়ানিবন্ধের হোক্করা কুঞ্জিয়া গিরির পুত্র গয়াপাণি তীর্থযাত্রীদের সমভিব্যাহারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তিনি আঢ্য লোকের সন্তান; সুতরাং তাঁহার সঙ্গীরা জগন্নাথ দর্শনের পর অন্যান্য তীর্থে যাইতে সোৎসাহে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তীর্থ ভ্রমণে তাঁহারও অনিচ্ছা ছিল না। কথিত আছে, আর তীর্থভ্রমণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে ইনি জগন্নাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন। গয়াপাণি এইরূপ স্বপ্নাদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু আদেশ পালন করিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একদা শঙ্করদেব যে গৃহে বসিয়া রামরাম গুরু ও জগদানন্দের সহিত কৃষ্ণকথার আলোচনা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শঙ্করদেবের সহিত কথাপ্রসঙ্গে এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন ঃ—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ ॥

গয়াপাণি শ্লোক পাঠ করিলেন বটে, কিন্তু অর্থ করিতে পারিলেন না। তখন শঙ্করদেব এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন ঃ—

কৃষ্ণর উদার কথার প্রসঙ্গ যথাত হোয়ে নিশ্চয়।
গঙ্গা গোদাবরী আদি যত তীর্থ নিবাস তথা করয় ॥

শ্লোকার্থ শুনিয়া জগন্নাথের স্বপ্নাদেশের মর্ম্ম গয়াপাণির হৃদ্গত হইল; কারণ, তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বদেশেই শঙ্করগৃহে উদার অচ্যুত-কথা-প্রসঙ্গ হইতেছে, সুতরাং আর তাঁহার অন্য তীর্থ ভ্রমণে প্রয়োজন কি? তিনি বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া শঙ্করদেবের শরণ লইলেন। ইনিই শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত রামদাস।

ক্রমে শঙ্কর-মাধবের সম্মিলন হইল। মহাপুরুষ মাধবদেবের পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই। বাণ্ডুকা-(২১) নিবাসী গোবিন্দগিরি 'ভুঞা' পদে নিযুক্ত হইয়া টেম্বুয়ানিবন্ধে আগমন করেন এবং দারান্তর গ্রহণ করিয়া রামরাই কেতাই খাঁ প্রভৃতি জ্ঞাতি সহকারে তথায় উপনিবিষ্ট হন। আহমদিগের দৌরাত্ম্যে তিনি টেম্বুয়ানিবন্ধ হইতে পত্নীসহকারে পলায়ন করেন। পথে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হরশিঙ্গা বড়ার আশ্রয়ে কিছু কাল যাপন করেন। তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ইনিই মাধব। পশ্চাৎ এক কন্যা হয়। কন্যা বয়ঃস্থা হইলে তিনি টেম্বুয়ানিবন্ধে গিয়া পূর্ব্বোক্ত গয়াপাণিকে কন্যাদান করেন এবং পত্নীকে জামাতৃগৃহে রাখিয়া মাধবকে লইয়া পূর্ব্বভবন বাণ্ডুকাতে চলিয়া যান। এত দিন পর্য্যন্ত সুযোগ অভাবে মাধবের বিদ্যাশিক্ষা কিছুই হয় নাই।

কতোদিন মানে আছি সেহি থানে বুঢ়া আতা (২২) আনন্দত।
মাধবদেবক পঢ়াইলা সমস্ত কায়স্থিকা বৃত্তি যত ॥
আনো শাস্ত্র যত পঢ়াইলা সমস্ত গদ্য পদ্য সংস্কৃত।
ন্যায় তর্ক নীতি শিখাইলা সম্প্রতি আনো যত কর্ম্ম নিত্য ॥

---

(২১) বাণ্ডুকা কোথায়, নিশ্চয় করা সুকঠিন। ভারতীর ৩২ খণ্ড নবম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন, "মাধবের ভাগিনেয় রামচরণের বংশধর বামুনার বর্ত্তমান অধিকারীবংশীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি অবগত হইয়াছি যে, এই বাণ্ডুকা বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোনও গ্রাম। সম্প্রতি কীর্ত্তিনাশা পদ্মা ইহাকে গ্রাস করিয়াছে।" শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া মহাশয় তৎপ্রকাশিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বাণ্ডুকা ধরলা নৈর (যাক আজি কালি ধর্লা বোলে) তীরত আছিল।"

(২২) বুঢ়াআতা অর্থাৎ গোবিন্দগিরি। ইনি আসামে দীঘল পুরিয়া গিরি নামেই পরিচিত হন। এতদ্ভিন্ন 'কাণলমা' বা 'লামকাণা' নামেও অভিহিত হইতেন। "কাণ লম্বা দেখি আসামে দিলেক তান কাণলমা নাম।"—দৈত্যারি ঠাকুর।

গোবিন্দ তান্ত্রিক-অনুষ্ঠান-পরায়ণ ঘোর শাক্ত ছিলেন। সুতরাং মাধবও সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষাই লাভ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাধব বাণ্ডুকা ত্যাগ করিয়া টেম্বুয়ানিবন্ধে মাতার নিকট ফিরিয়া আসেন ও ভগ্নীপতি গয়াপাণির গৃহে মাতা ও ভগ্নীর সহিত বাস করেন। আহমদিগের দৌরাত্ম্যে টেম্বুয়ানিবন্ধে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তথাকার লোকেরা ধুঞাহাটা বা বেলগুড়ি (২৩) অঞ্চলে চলিয়া যান। মাধব পিতৃসম্পত্তি লাভের আশায় ধুঞাহাটা হইতে পুনরায় বাণ্ডুকাতে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শঙ্করদেবের সাক্ষাৎকার পাইয়া গয়াপাণি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বাণ্ডুকা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে জননীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া মাধব মাতার আরোগ্য কামনায় 'জোড়া পাঁঠা বলি' মানস করেন। গৃহে আসিয়া মাধব দেখিলেন, জননী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। দেবীপূজার সময় সন্নিহিত হইলে তিনি 'জোড়া পাঁঠা বলির' উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য কিছু তাম্বূল বিক্রয় করা আবশ্যক হইল। তাম্বূল লইয়া হাটে যাইবার সময় মাধব ভগ্নীপতিকে দুইটি শ্বেত ছাগ কিনিয়া আনিতে বলিয়া গেলেন। গয়াপাণি তখন রামদাস হইয়াছেন। মাধব তাহা জানিতেন না। হাট হইতে আসিয়া মাধব জিজ্ঞাসিলেন, 'পাঁঠা কই?' গয়াপাণি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 'গৃহস্থের ঘরে অনেক পাঁঠা আছে।' মাধব প্রত্যহই পাঁঠার কথা জিজ্ঞাসা করেন, আর গয়াপাণি 'আনিব' 'আনিব' মুখে বলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করেন না। ক্রমে পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আর বিলম্ব করা চলে না। মাধব গয়াপাণিকে কহিলেন, 'চল, পাঁঠা নিয়া আসি।'

গয়াপাণি। পাঁঠা কি করিবে?

মাধব। অ্যাঁ! তুমি জান না, দেবীকে জোড়া পাঁঠা মানস করিয়াছি?

গয়াপাণি। তা ত শুনিয়াছি। কিন্তু পাঁঠা কাটিলে কি হয় জান?

মাধব। কি হয়?

গয়াপাণি। যে পাঁঠা বলি দেয়, সে পরজন্মে পাঁঠা হয়, আর পাঁঠা মানুষ হইয়া তাহাকে—

মাধব। (সক্রোধে) আচ্ছা, বলি দেয় দিবে। তুমি পাঁঠা আনিবে কি না, বল?

গয়াপাণি। ভাল, আমার কথাটাই একবার বুঝিয়া দেখ না কেন।

(২৩) এই স্থান টেম্বুয়ানিবন্ধের উত্তরে।

মাধব। তোমার ও সব কথা আমি শুনি না। কে তোমাকে এ সব কথা বলিয়াছে?

গয়াপাণি। যেই বলুক না কেন, এ সব শাস্ত্রের কথা।

মাধব। শাস্ত্র! তুমি আমাকে শাস্ত্র শিখাইতে চাও?

গয়াপাণি। তা কি পারি! তবে ইচ্ছা হয়, চল, যে শাস্ত্রে এ কথা আছে, সেটা একবার দেখিয়া আসিবে।

মাধব ও গয়াপাণি ভোজনে বসিয়াছিলেন। এ সব কথা শুনিয়া ক্রোধে মাধবের আর আহার হইল না। উভয়েই তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আবার তর্ক আরম্ভ হইল। গয়াপাণির কথা শুনিতে শুনিতে কোন্ শাস্ত্রে এ সব কথা আছে জানিতে মাধবেরও কৌতূহল জন্মিল। তিনি গয়াপাণির সঙ্গে শঙ্কর-সন্নিধানে চলিলেন।

মাধব ও শঙ্করদেবের ঘোর তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল। আসামে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এই প্রথম। মাধবের শাস্ত্রচর্চ্চাও অল্প ছিল না। উভয়েই স্ব স্ব মতপোষক বহু তন্ত্র ও পুরাণে অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই সকল গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া একে অপরের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন।

দুই হন্তো তোলন্ত শাস্ত্র দুই হন্তো খণ্ডন্ত। দুয়ো কথা কন্ত দুয়ো দুয়োক ন মানন্ত॥
মাধবে শাস্ত্রক দেখাই প্রবৃত্তি কহন্ত। নিবৃত্তি দেখাই তাক শঙ্করে খণ্ডন্ত॥
প্রভাতরে পরা তিনি পর বেলি গৈল। দুই হন্তরো কথা সাঙ্গ তথাপি ন ভৈল॥

এই দ্বৈরথ-যুদ্ধে শঙ্করদেবই বিজয়ী হইলেন। তিনি স্বীকার করিলেন, মাধবও তত্তুল্য শাস্ত্রদর্শী। সমস্ত পুরাণের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া শঙ্কর কহিলেন,—

সকলে পুরাণ যেন প্রকাশ চন্দ্রর॥ ....
কোটি সূর্য্যসম প্রকাশয় ভাগবত। কাব্য পুরাণর কিছু নাহিকে মহত্ব॥
ভারতপুরাণ ব্যাস ঋষি করিলন্ত। যার যেন জাতি ধর্ম্ম সবে বিহিলন্ত॥
চারিয়ো বেদের করিলন্ত শাখাভেদ। তথাপিতো নুগুচে মনর তান খেদ॥
পশুহিংসা ধর্ম্ম বিহিলন্ত জগতত। সি কারণে সুস্থ নাই ব্যাসর মনত॥
বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র ইতো মহাভাগবত। নারায়ণে কহিলন্ত ব্রহ্মার আগত॥
ব্রহ্মা নারদত কৈলা নারদে ব্যাসত। ব্যাসে করিলন্ত পাছে মহাভাগবত॥

কথিত আছে, মাধবদেব শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিলে পর শঙ্করদেব এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারশ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথাচ সর্ব্বার্চ্চনমচ্যুতেজ্যঃ॥

অর্থাৎ,—

বৃক্ষমূলে জল দিলে ডালে পত্রে পুষ্পে ফলে সমস্তরে তৃপিতি হোয়য়।
প্রাণের ভোজনে যেন ইন্দ্রিয় তৃপিতি হোয়ে কৃষ্ণের পূজনে দেবগণ॥

মাধব কুতার্কিক ছিলেন না। তাই পরাজিত হইয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভগ্নীপতিকে কহিলেন, "তুমি শঙ্করদেবের নিকট আজ আমায় আনিয়া বড় উপকার করিলে। আমার বোধ হইতেছে, তোমার কৃপায় যিনি জ্ঞান-রশ্মিতে অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উন্মীলন করেন, আমি সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ পাইলাম।"

মাধবের দেবীপূজা আর হইল না। অষ্টমী তিথি সমাগত দেখিয়া তিনি ধূপ, দীপ ও তাম্বূলসহকারে নৈবেদ্য রচনা করিলেন এবং রামরাম গুরুর সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, "গুরো! এই নৈবেদ্য তুমি শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দাও।" রামরাম গুরু সহাস্যে মাধবের গৃহে আসিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য লইয়া মাধব শঙ্করদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শঙ্করদেব কহিলেন, "কি হে মাধব! কাল তোমার দেবীপূজা হইবে, আজ যে নৈবেদ্য লইয়া আসিলে!" মাধব দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এ দেবীর প্রসাদ নহে। এই নৈবেদ্য রামরাম গুরু শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।" একথা শুনিয়া শঙ্করদেব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং পুত্র রামানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস! এই প্রসাদ তুলিয়া রাখ। আমি স্বয়ং ইহা ভক্ষণ করিব।" এইরূপে মাধব-বিজয় সম্পন্ন হইল।

তখন শঙ্করদেব রামরামগুরু প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাধবের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তোমরাও সকলে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও।" এখন হইতে প্রকাশ্যে দীক্ষা আরম্ভ হইল। মাধব, রামদাস, শঙ্করের জামাতা হরি প্রভৃতি একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন। শঙ্করদেব মাধবকে এই উপদেশ করিলেন,—

শঙ্করে বোলন্ত মাধবের মুখ চাই। ভকতির সাধন সৎসঙ্গ বিনে নাই॥
ভগবতি নির্গুণার পৃথক্ সাধন। সৎসঙ্গ ভক্তির কথা শুনা দিয়া মন॥
প্রথমতে মহন্তর সুশ্রুষা করিবেক। শুদ্ধভাব দেখি তান কৃপা মিলিবেক॥
কহিবন্ত ধর্ম্ম ধরিবন্ত শুদ্ধমতি। হরিকথা প্রসঙ্গত উপজিব রতি॥

কৃষ্ণ হৈবেক প্রেম দৃঢ়ভক্তি জাত। দেহ ব্যতিরেকে আত্মা জানিবা সাক্ষাত॥
কৃষ্ণর পরম কৃপা হৈবে তাক প্রতি। সর্ব্বজ্ঞতা আদি গুণ মিলিবে সম্প্রতি॥

মাধব-বিজয়ের কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইল। শাক্তসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ মিশ্র বামনাচার্য্য, রত্নাকর কন্দলি প্রভৃতি অগ্রণী ব্যক্তিরা অন্যান্য সামাজিকদিগকে আহ্বান করিয়া সভা পাতিয়া বসিলেন। সকলেরই মুখে একই কথা, 'শঙ্কর গোমস্তা নাকি ভক্তির পথ প্রকাশ করিতেছে? যদি সকলেই এক শরণিয়া হইয়া পড়ে, দেবীপূজাদি ক্রিয়াকাণ্ড না করে, তবে ধর্ম্ম রহিল কোথায়?' শ্রীধর ভট্টাচার্য্যের কিছু তর্ক-শাস্ত্রে অধিকার ছিল। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, শঙ্করের উদ্ভাবিত সমস্ত মতে দোষারোপ করিয়া তাহা খণ্ডন করিব; নিশ্চয় বলিতেছি, তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে।" শঙ্করদেবকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিয়া, ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "শঙ্কর সামান্য লোক, উহার সহিত আবার বিচার কি? একাকী বসিয়া যাহা ইচ্ছা করুক, তোমরা কেহ উহার কথায় কাণ দিও না। তাহা হইলে লজ্জা পাইয়া সে আপনা আপনি নিরস্ত হইবে।" কবিরাজ মিশ্র বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি শঙ্করদেবের ভগবদ্ভক্তিরও কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "না হে না, শঙ্করকে এরূপ তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। শঙ্কর পরমপণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্ত বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।" তখন রত্নাকর কন্দলি কহিলেন,—"ভাল ভাল! যদি শঙ্করকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারা নাই যায়, আমি বলি, এক কাজ কর। 'ভকত'দিগকে দেখিলেই নিন্দা করিতে আরম্ভ কর। বিস্তর নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে 'ভকতের দল' তাহাদের মত অবশ্যই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।" এই কথায় অনেকেই "সাধু! সাধু!" বলিয়া সম্মতিসূচক উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 'ইহাতেও যদি 'ভকতদিগের' দমন না হয়, তখন অন্য উপায় উদ্ভাবিত হইবে।' সভা ভঙ্গ হইল, সকলেই ঘরে ঘরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কাহারও মনে শান্তি রহিল না।

মাধবদেব দেবীপূজা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলে পর ক্রমেই একটি দুইটি করিয়া লোক শঙ্করোপদেশে শ্রীকৃষ্ণপদে শরণ লইতে আরম্ভ করিল। 'ভকত-দিগের' সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বৈষ্ণবাচারের ঘটা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ দিকে শাক্তেরাও তাঁহাদের সংকল্পিত উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারশ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথাচ সর্ব্বার্চ্চনমচ্যুতেজ্যঃ॥

অর্থাৎ—

বৃক্ষমূলে জল দিলে ডালে পত্রে পুষ্পে ফলে সমস্তরে তৃপিতি হোয়য়।
প্রাণের ভোজনে যেন ইন্দ্রিয় তৃপিতি হোয়ে কৃষ্ণের পূজনে দেবগণ॥

মাধব কুতার্কিক ছিলেন না। তাই পরাজিত হইয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভগ্নীপতিকে কহিলেন, "তুমি শঙ্করদেবের নিকট আজ আমায় আনিয়া বড় উপকার করিলে। আমার বোধ হইতেছে, তোমার কৃপায় যিনি জ্ঞান-রশ্মিতে অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উন্মীলন করেন, আমি সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ পাইলাম।"

মাধবের দেবীপূজা আর হইল না। অষ্টমী তিথি সমাগত দেখিয়া তিনি ধূপ, দীপ ও তাম্বূলসহকারে নৈবেদ্য রচনা করিলেন এবং রামরাম গুরুর সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, "গুরো! এই নৈবেদ্য তুমি শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দাও।" রামরাম গুরু সহাস্যে মাধবের গৃহে আসিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন। সেই উৎসৃষ্ট নৈবেদ্য লইয়া মাধব শঙ্করদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শঙ্করদেব কহিলেন, "কি হে মাধব! কাল তোমার দেবীপূজা হইবে, আজ যে নৈবেদ্য লইয়া আসিলে!" মাধব দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এ দেবীর প্রসাদ নহে। এই নৈবেদ্য রামরাম গুরু শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।" একথা শুনিয়া শঙ্করদেব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং পুত্র রামানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস! এই প্রসাদ তুলিয়া রাখ। আমি স্বয়ং ইহা ভক্ষণ করিব।" এইরূপে মাধব-বিজয় সম্পন্ন হইল।

তখন শঙ্করদেব রামরামগুরু প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাধবের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তোমরাও সকলে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও।" এখন হইতে প্রকাশ্যে দীক্ষা আরম্ভ হইল। মাধব, রামদাস, শঙ্করের জামাতা হরি প্রভৃতি একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন। শঙ্করদেব মাধবকে এই উপদেশ করিলেন,—

শঙ্করে বোলন্ত মাধবের মুখ চাই। ভকতির সাধন সৎসঙ্গ বিনে নাই॥
ভগবতি নিগুর্ণার পৃথক্ সাধন। সৎসঙ্গ ভক্তির কথা শুনা দিয়া মন॥
প্রথমতে মহন্তর সুশ্রূষা করিবেক। শুদ্ধভাব দেখি তান কৃপা মিলিবেক॥
কহিবন্ত ধর্ম্ম ধরিবন্ত শুদ্ধমতি। হরিকথা প্রসঙ্গত উপজিব রতি॥

কৃষ্ণ হৈবেক প্রেম দৃঢ়ভক্তি জাত। দেহ ব্যতিরেকে আত্মা জানিবা সাক্ষাত॥
কৃষ্ণর পরম কৃপা হৈবে তাক প্রতি। সর্ব্বজ্ঞতা আদি গুণ মিলিবে সম্প্রতি॥

মাধব-বিজয়ের কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইল। শাক্তসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ মিশ্র বামনাচার্য্য, রত্নাকর কন্দলি প্রভৃতি অগ্রণী ব্যক্তিরা অন্যান্য সামাজিকদিগকে আহ্বান করিয়া সভা পাতিয়া বসিলেন। সকলেরই মুখে একই কথা, 'শঙ্কর গোমস্তা নাকি ভক্তির পথ প্রকাশ করিতেছে? যদি সকলেই এক শরণিয়া হইয়া পড়ে, দেবীপূজাদি ক্রিয়াকাণ্ড না করে, তবে ধর্ম্ম রহিল কোথায়?' শ্রীধর ভট্টাচার্য্যের কিছু তর্ক-শাস্ত্রে অধিকার ছিল। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, শঙ্করের উদ্ভাবিত সমস্ত মতে দোষারোপ করিয়া তাহা খণ্ডন করিব; নিশ্চয় বলিতেছি, তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে।" শঙ্করদেবকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিয়া, ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "শঙ্কর সামান্য লোক, উহার সহিত আবার বিচার কি? একাকী বসিয়া যাহা ইচ্ছা করুক, তোমরা কেহ উহার কথায় কাণ দিও না। তাহা হইলে লজ্জা পাইয়া সে আপনা আপনি নিরস্ত হইবে।" কবিরাজ মিশ্র বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি শঙ্করদেবের ভগবদ্ভক্তিরও কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "না হে না, শঙ্করকে এরূপ তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। শঙ্কর পরমপণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্ত বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।" তখন রত্নাকর কন্দলি কহিলেন,—"ভাল ভাল! যদি শঙ্করকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারা নাই যায়, আমি বলি, এক কাজ কর। 'ভকত'দিগকে দেখিলেই নিন্দা করিতে আরম্ভ কর। বিস্তর নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে 'ভকতের দল' তাহাদের মত অবশ্যই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।" এই কথায় অনেকেই "সাধু! সাধু!" বলিয়া সম্মতিসূচক উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 'ইহাতেও যদি 'ভকতদিগের' দমন না হয়, তখন অন্য উপায় উদ্ভাবিত হইবে।' সভা ভঙ্গ হইল, সকলেই ঘরে ঘরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কাহারও মনে শান্তি রহিল না।

মাধবদেব দেবীপূজা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলে পর ক্রমেই একটি দুইটি করিয়া লোক শঙ্করোপদেশে শ্রীকৃষ্ণপদে শরণ লইতে আরম্ভ করিল। 'ভকতদিগের' সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বৈষ্ণবাচারের ঘটা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ দিকে শাক্তেরাও তাঁহাদের সংকল্পিত উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

মালা-হস্তে ভক্তেরা কৃষ্ণনাম করিতে করিতে পথে বাহির হইলেই অনেকেদলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন, "অরে! ভকতিয়া, এ দিকে আসিস্ না—আসিস্ না! আমাদিগের এই-টুকু পথ অপবিত্র করিস্ না!" কেহ বা জপের মালা কাড়িয়া লইয়া কুকুরের লেজে বাঁধিয়া দিলেন! ভক্তেরা স্বল্পসংখ্যক, নীরবে এই সকল উপদ্রব সহিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সকল কথা শঙ্করদেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, পর দিবস বুড়া খাঁর গৃহে প্রকাশ্য সভায় বিরুদ্ধ বাদীদের দমন করিয়া ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবেন। এইরূপে নির্জ্জন গৃহকোণ হইতে বহির্গত হইয়া শঙ্করদেব প্রচার-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন।

মাধবদেবের পিতা দীঘল পুরিয়া গিরির সহিত কেতাই খাঁ নামক তাঁহার যে জ্ঞাতি আসামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, উপরোক্ত বুঢ়া খাঁ তাঁহারই পিতা। কেতাই খাঁ সম্পর্কে শঙ্করদেবের পিসা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইনিই তৎকালে গাঙ্গ মৌ (২৪) অঞ্চলের 'ভুক্রা' পদে আসীন ছিলেন। ইঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমস্ত সমাজের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়াই শঙ্করদেব সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবেন বলিয়া কল্য প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত ভক্তগণ মালা হাতে সভায় যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন শঙ্করদেব ভাবিতেছেন,—"কল্য ক্রোধবশে যে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ভাল হয় নাই। এই ভারতভূমিতে বেদবিধি ও ধর্ম্ম ব্রাহ্মণই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক অব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু ইঁহাদিগকে এই প্রকার প্রকাশ্যে অপমান করিলে সমগ্র ব্রাহ্মণকুলের অবমাননা হইবে। ভাল, আমি ব্রাহ্মণদিগের মুখেই হরিনাম ব্যক্ত করিব।" মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া তিনি রামরায় গুরু, মাধব ও রামদাস ইত্যাদি ভক্তগণ সহ বুঢ়া খাঁর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

উপস্থিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে রত্নাকর কন্দলী কিছু লঘুহৃদয় ছিলেন। ইনিই পূর্ব্বে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, নিন্দাবাদ দ্বারা ভক্তদিগকে নিরস্ত করিতে হইবে। শঙ্করদেব সভাস্থ হইয়া ইঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং সবিনয়ে কহিলেন,—"গুরো! আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিবেচনা করিয়া আমাকে একটা ব্যবস্থা দিন।" শঙ্করের বিনয়পূর্ণ জিজ্ঞাসায় কন্দলী মনে মনে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার

(২৪) গাঙ্গ মৌ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে আধুনিক দরঙ্গ জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী।

প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনে কিছু অভিমানও জন্মিল। কারণ, তিনি ভাবিলেন, উপস্থিত পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াই শঙ্করদেব তাঁহার ব্যবস্থাপ্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং তিনি শঙ্করদেবের প্রিয়বাক্য কথনের জন্য স্বয়ং প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। শঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাপী লোকের শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার আছে, না নাই?"

কন্দলী কহিলেন, "পাতকীর কোনও কর্ম্মে অধিকার নাই।" শঙ্করদেব জিজ্ঞাসার ভাবে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সকলেই সম্মতি-সূচক মস্তকান্দোলন করিলেন।

শঙ্কর। পাতকীর হরিনাম গ্রহণে অধিকার আছে, না নাই?

কন্দলী। হরিনাম গ্রহণে সকলেরই অধিকার আছে।

শঙ্করদেব আবার ব্রাহ্মণমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার মস্তকান্দোলনে সকলে সম্মতি দিলেন।

শঙ্কর। পাতকী ব্যক্তির প্রদত্ত ভোজ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে কি?

কন্দলী। পাপীর বস্তু গ্রহণে পাপ হয়। এবারও মাথা নড়িল।

তখন শঙ্করদেব বুঢ়া খাঁকে ডাকিলেন। বৃদ্ধ বুঢ়া খাঁ 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' ধর্ম্ম আচরণ করিতেছিলেন। তিনি আসিয়া কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান হইলে শঙ্করদেব কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণ প্রভুরা বলিতেছেন, পাপীর কোন কর্ম্মে অধিকার নাই এবং পাপীর প্রদত্ত অন্ন গ্রহণীয় নহে। আপনি এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক অকপটে বলুন, আপনি পাপী, না পুণ্যাত্মা।"

বৃদ্ধ বুঢ়া খাঁ, "বাবা, আমি আবার পুণ্যাত্মা। আমি ঘোর পাপী।" এই বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন শঙ্করদেব দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "প্রভুগণ! এই ব্যক্তি স্বয়ং বলিতেছেন, ইনি পাপী; সুতরাং ইঁহার পিতৃলোকের কর্ম্মে অধিকারই নাই। আর আপনারা ইঁহার অন্ন ভোজন করিয়াছেন। সুতরাং আপনাদেরও পাপস্পর্শ হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, এক হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত আপনাদের আর কোনও কর্ম্মে অধিকার নাই। অতএব একবার হরিধ্বনি করুন।" এই বলিয়া শঙ্করদেব হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন। অমনি সমস্ত ভক্তগণ হরিবোল হরিবোল বলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। হরিনামের উচ্চ ধ্বনিতে শ্রাদ্ধবাসর কম্পিত হইল—আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আসামে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

শঙ্করদেবের দৃঢ় কৃষ্ণভক্তিতে কি প্রকারে আসামে বৈষ্ণবাচার প্রবর্ত্তিত ও হরিনামের উচ্চ ধ্বনি সমুত্থিত হইল, পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকমাত্রেই এই সংসারে অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত হইয়াছেন ; অধিক কি, অনেককেই বিপক্ষের প্রবল জিঘাংসার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। কিন্তু ভগবানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই সকল দৃঢ় বিশ্বাসীরা কিছুতেই স্বমত ত্যাগ করেন নাই। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ আপদের মধ্যেও স্থাণুবৎ অটল ও অবিচলিত থাকিয়া স্ব স্ব মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জীবনেও এই মহাজনসুলভ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

বুঢ়াখাঁর গৃহে প্রকাশ্য সভায় অপদস্থ হইয়া শঙ্করদেবের প্রতিপক্ষেরা বুঝিলেন সামান্য লোকের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। চির-প্রচলিত ধর্ম্মের সংরক্ষণ জন্য এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আশু দমন অত্যাবশ্যক মনে করিয়া শাক্ত সমাজের অগ্রণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অহমরাজ চুহুমুং বা স্বর্ণনারায়ণের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে শঙ্করদেব অনাচার শিক্ষা দিয়া রাজ্য নষ্ট করিতেছেন। অহমরাজগণ তখন হিন্দু আচার গ্রহণ না করিলেও ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে স্বর্ণনারায়ণ শঙ্করদেবকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। শঙ্কর ধৃত ও বিচারার্থ রাজ সকাশে আনীত হইলে পর প্রতিপক্ষেরা তাঁহাদের অভিযোগ ব্যক্ত করিতে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহারা বলিলেন "শঙ্কর শ্রাদ্ধ কর্ম্ম বারণ করিতেছেন!" রাজা—শ্রাদ্ধ কি স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া শঙ্করদেবকে মুক্তিদান করিলেন।

উত্তরোত্তর পরাজয়ের পর শাক্তগণ ভক্তি-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে শঙ্করদেব রাম রায়কে ডাকিয়া এক জগন্নাথ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে কহিলেন এবং প্রচার করিলেন, এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বহু অর্থ দান করিবেন। অর্থলোভে অনেক ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে উপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্করদেব ব্রাহ্মণদিগকে জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই কি ঈশ্বর?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "ইনি ঈশ্বর বই কি? ইনি

সাধু মহান্তের স্থাপিত।" শঙ্করদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধু কাহাকে বলেন?" এবার ব্রাহ্মণের স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন,—

জানা যিতো জনে হরি ভকতি করয়।
তা সম্বাকে সাধু বুলি বিপ্র সবে কয়॥

"তবে আর হরিভক্তদের বিদ্বেষ করেন কেন?" শঙ্করদেবের এই কথায় উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতই লজ্জাবোধ করিলেন। তখন শঙ্করদেব—

উচ্চ করি সমজ্যাত হরি বোলাইলন্ত।
সভা বিসর্জ্জিয়া পাছে গৃহক গৈলন্ত॥

সেই দিন ব্রাহ্মণেরা হরিনাম লইলেন বটে, কিন্তু তাহা মৌখিক। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে সঞ্চারিত হয়, শঙ্করদেব তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গীতা ও ভাগবতাদির চর্চা করিলে দৃঢ় কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হইতে পারে, এই ভাবিয়া শঙ্করদেব এক দিবস ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, "শুভ মাঘ মাস উপস্থিত, আপনি পরম পণ্ডিত ; আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনার মুখে গীতা শ্রবণ করি।" ব্রহ্মানন্দ গীতা পাঠ করিতে সম্মত হইলেন। তখন শঙ্করদেব উপস্থিত ভক্তদিগকে কহিলেন, "ইনি গীতাশাস্ত্র পাঠ করিবেন. ইঁহাকে কিছু অর্থ দান করা উচিত।" তখন ভক্তগণ সকলেই কিছু কিছু অর্থ দান করিলেন। অনেক অর্থ সঞ্চিত হইল।

দক্ষিণ হস্তক পাতিলন্ত ব্রহ্মানন্দে।
দিবাক লাগিল বিত্ত মনত আনন্দে॥
কতো এক তোলা কতো তিনি মহাবিত্ত।
অর্দ্ধ তোলা তুচ্ছ নুহি দেন্ত রঙ্গ চিত্ত॥
তেখেনে পাইলেক বিপ্রে বিত্ত এক পোষ।
বিত্ত পাই চিত্ত করে উল্লস মাল্লস॥

ব্রহ্মানন্দ যথাসময়ে গীতা পাঠ করিলেন। অনেক দক্ষিণাও পাইলেন। শঙ্করদেব তখন কহিলেন "গুরো! এই যে কৃষ্ণকথা পাঠ করিলে, সেই কৃষ্ণপদে তোমার শরণ লওয়া উচিত।" ব্রহ্মনন্দ এবং ক্রমে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা গীতা ও

ভাগবতচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এইরূপে শঙ্করদেব মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া অনেক উগ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে বশীভূত করিলেন।

শাক্তদিগের প্রতিকূলাচরণ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর যথারীতি কীর্ত্তন ও নাম-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। ভক্তদিগেব সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রথম ভক্তিশাস্ত্র সমুহের ভাষাগ্রস্থ রচনা ও প্রচার করিয়া শঙ্করদেব ভক্তিতত্ব সকল জনসাধারণের বোধসুলভ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা অনেক গ্রন্থের ভাঙ্গনি প্রকাশ করিলেন। নিম্নলিখিত মুদ্রিত অসমীয়া গ্রন্থে শঙ্করদেবের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়—

১। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ অনাদি পাতন।
২। ঐ অষ্টম স্কন্ধ অমৃত মথন ও দেবাসুর-যুদ্ধ।
৩। ঐ ঐ বলি-ছলম স্কন্ধ।
৪। ঐ দশম ও একাদশ স্কন্ধ।
৫। বড় গীত ভটিমা ও গুণমালা।
৬। বৈষ্ণবী-কীর্ত্তন বা নাম-কীর্ত্তন।
৭। বৈষ্ণব-কীর্ত্তন।
৮। কীর্ত্তন।
৯। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড।
১০। লীলামালা।
১১। রুক্মিণীহরণ।
১২। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
১৩। সীতা-সয়ম্বর প্রভৃতি কয়েক খানি নাটক।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ দশম ও একাদশ স্কন্ধ অতি বৃহৎ। ঐ গুলির রচনায় বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ শঙ্করদেব অতি বাল্যকাল হইতে শেষ বয়সপর্য্যন্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সপত্নী।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

উমেশ মুখোপাধ্যায় যে দিন "ভবের পটল" তুলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, সে দিন তাঁহার একমাত্র পুত্র ভূপতিনাথ চারি দিকে আঁধার দেখিল। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার পর ভূপতিনাথ দেখিল যে,পৈতৃক ঋণ তিন শতেরও অধিক। মুণ্ডিত মস্তকে চুলের রেখা পর্য্যন্ত দেখা দিবার পূর্ব্বেই একে একে উত্তমর্ণগণ আসিয়া তাহার বাস্তভিটা, মায় ঘর-বাড়ী স্থাবর অস্থাবর ক্রোক করিয়া বেচিয়া লইল—বেচারা ভূপতি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যাকাল। গ্রামের মধ্যে গাছতলায় বসিয়া হতভাগ্য ভূপতি আপন অদৃষ্টের ভাবনা ভাবিতেছে, কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—"ভূপতি!"

ভূপতি পিছু ফিরিয়া দেখে, গ্রামের উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

উমাচরণ লোকটী দেখিতে স্থূলকায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,দয়া-মায়ার আভাস তাহার দেহে বা দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র নাই। সুতরাং সারাদিন অনশন-ক্লিষ্ট, বুভুক্ষিত, গৃহ-চ্যুত ভূপতি যখন দেখিল যে, আহ্বানকারী তাহারই স্বগ্রামবাসী দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, মহাজন-কুল-প্রদীপ, সাইলক দি জুর দ্বিতীয় অবতার উমাচরণ, তখন আবার একটা অনাগত বিপদের আশঙ্কায় তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে মনে মনে গাহিল,—

"ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী?
দেশে দেশে যাব ভিক্ষা মাগি খাব"

"ভূপতি!"

"আজ্ঞে"

"আজ তুমি সারাদিন বোধ হয়, কিছু খাও নাই। চল আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ীতে চল।"

(২)

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। গ্রামের গর্ত্ত, ডোবা, পুষ্করিণীগুলি জলে পরিপূর্ণ, তাহার উপর নির্ম্মল শরৎ-চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া জলরাশি দ্রব রৌপ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। গৃহস্থের গোশালায় সাঁজালের ধোঁয়া উঠিয়া যেন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছে। বাদুড়ের দল বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দ্রুতবেগে ফলাহারের সন্ধানে উড়িয়া চলিয়াছে। একটা বকুল গাছের ঘন পত্রের মধ্যে দুই তিন শত শালিখ পাখী সমবেত হইয়া সন্ধ্যার মিলন-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। একটা জলপূর্ণ ডোবার উপর অবস্থিত বাঁশবনে আসিয়া কতকগুলি শৃগাল সমস্বরে সন্ধ্যার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। গ্রাম্য ষষ্ঠী গাছের পাশ দিয়া কৃষক-কুটীরস্থিত মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকচ্ছটা বর্ষার আতটপূর্ণা তরঙ্গিনীর বক্ষে সুদীর্ঘ আলোক-শলাকাবৎ প্রতিফলিত হইতেছে এবং অদূরে খেয়া-ঘাটে বসিয়া একজন পথিক খেয়া নৌকার প্রতীক্ষায় রামপ্রসাদী সুরে উচ্চকণ্ঠে শঙ্করীর নিকট "তবিলদারী" প্রার্থনা করিতেছে।

ভূপতি ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়া, একখানি ময়লা চাদর গলায় জড়াইয়া, অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে উমাচরণ বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় প্রবেশপূর্ব্বক ফরাসের এক পাশে বসিল। ফরাসের উপর হিংকেসর পাঙ্খাপ্রুফ্, 'ডবল উইক'বিশিষ্ট সুবৃহৎ ডোমওয়ালা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। উমাচরণ পূর্ব্বে এক জমিদারের নায়েব ছিলেন। নানাভাবে প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া ও নিরীহ জমিদারকে প্রবঞ্চনা করিয়া, উমাচরণ এক্ষণে ছোট-খাট একটি তালুকদারে পরিণত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া শতকরা ৪৲ টাকা সুদে টাকা পয়সা যোগান-পড়ানও তাঁহার আছে।

সারা দিনের উপবাসের পর উমাচরণের বাটীতে দুটি অন্ন পাইয়া ভূপতি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তখন উমাচরণ বাবু তাহাকে বলিলেন,—"তোমার দুরবস্থার কথা আমি সমস্তই শুনেছি। তুমি এখন বেকার—নিরাশ্রয়। আমি তোমার এ দুঃসময়ে তোমাকে কিছু উপকার করিব বলিয়া ভাবিয়াছি। আমার স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের চাকরী খালি আছে। দশ টাকা মাইনে। এণ্ট্রেন্‌শ পাশ ও এলএ ফেল অনেকগুলি লোক দরখাস্ত করেছে; নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশকরা কয়েকটী লোকও উমেদার আছে। তুমি যদি সে চাকরী করতে চাও ত কাজটা তোমাকেই দিতে পারি। কি বল?"

ভূপতি হাতে স্বর্গ পাইল। দশ টাকা বেতনের চাকরী আপনা হইতে জুটিতেছে। লক্ষ্মী এত দিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। ভূপতি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল এবং পরদিন হইতে সে স্বগ্রামের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের "টুল" অধিকার করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে দুগ্ধপোষ্য বালকগণের পৃষ্ঠে ও করতলে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করিতে লাগিল।

কিছু দিনের মধ্যে ভূপতি পণ্ডিতের এমন সুনাম প্রচারিত হইল যে, গ্রামের কোন শিশু কাঁদিয়া উঠিলে "ঐ ভূপতি পণ্ডিত আসিতেছে" বলিলে, সে ভয়ে পিতামহীর অঞ্চলের ভিতর মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিত।

(৩)

উমাচরণের পঙ্গু ও তোতলা একটি মেয়ে ও তিনটী ছেলে ছিল। ভূপতি তাহাদিগকে দু'বেলা "অ আ, ক খ" পড়াইত—জমা-খরচের খাতা লিখিত—প্রজাগণের বাটী যাইয়া খাজনার তাগিদ করিত—দাখিলা লিখিত এবং প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে গৃহিণীর অসুখ করিলে রান্নাও করিত। এই সমস্ত কাজের জন্য ভূপতি দু'বেলা দুমুটো অন্ন পাইত।

এক দিন কর্ত্তা বলিলেন, "দেখ ভূপতি, আমার ইচ্ছা যে, সুশীলার (উমাচরণের একমাত্র কন্যা) সহিত তোমাদের দু'হাত এক করিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই।"

ভূপতি মনিবের এ প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিল না। কারণ, তাহা হইলে তাহার চাকুরী থাকিবে না। শুভ দিনে উভয়ের বিবাহ হইল। উমাচরণ বিনা পনে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়া, আপন বুদ্ধিকৌশলকে শত শত বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে ভূপতি পুত্রসন্তানের মুখ দেখিল। উমাচরণ দেখিলেন, ভূপতির সংসার বাড়িতেছে; তাহার উন্নতির কোন উপায় করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে ভূপতির সংসার তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। তিনি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক দিন ভূপতিকে স্পষ্টতঃ বলিলেন, "দেখ, আমার এই বৃদ্ধ বয়স, নিজে আজীবন অতি কষ্টে থাকিয়া যে দু'টি পয়সা সঞ্চয় ক'রেছি, উহাই আমার শেষ অবলম্বন। অতএব আমি আর তোমাদের ভার বহন করিতে পারিব না। তুমি টাকা পয়সা রোজগারের অন্য চেষ্টা দেখ।"

পরদিন প্রাতঃকালে আর কেহ ভূপতিকে সে গ্রামে দেখিল না।

(৪)

শ্বশুরের তাড়না, ঘরজামাই-জীবনের দুরবস্থা ভোগ করিয়া ভূপতির আপন জীবনে একটা ধিক্কার আসিল। সে ক্রমাগত সতর দিন পদব্রজে চলিয়া কর্ম্ম-কোলাহলময় কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইল। কলিকাতায় তাহার একজন বাল্য-বন্ধু ছিল,—সে মিউনিসিপালিটীতে চাকুরী করিত। ভূপতি তাহার সাহায্যে মিউনিসিপালিটীতে একটা চাকুরী লইল। খুব বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিবার পর সে অল্প দিনের মধ্যে মিউনিসিপালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যানের বেশ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। ভূপতির প্রতি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস। বড় বড় প্লট ক্রয় করিতে হইবে, ভূপতি জরীপ করিয়া দর ঠিক্ করিয়া দিতে লাগিল; তাহাই মঞ্জুর। ভূপতি মালীকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, যে জমীর চারি হাজার টাকা মূল্য, তাহার জন্য ছয় হাজার টাকা আদায় করিয়া দিত। জমির অধিকারীর প্রাপ্য চারি হাজার, আর বাকী দুই হাজার তাহার পকেটস্থ হইত। এই ভাবে কর্ম্ম করিয়া অনধিক দশ বৎসরের মধ্যে ভূপতি একজন বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক হইয়া উঠিল। ক্রমে যে সমস্ত উত্তমর্ণেরা তাহার বাস্তুভিটা নিলামে ক্রয় করিয়া লইয়াছিল, ভূপতি তাঁহাদের ডাকাইয়া, তাঁহাদিগকে দ্বিগুণ টাকা দিয়া পৈতৃক বসতবাটী, জমা-জমি উদ্ধার করিল। কলিকাতা হইতে ভাল একজন ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইয়া, ভূপতি আপন বাস্তুভিটায় চক্‌ফিরান কোঠাবাড়ী, পূজার দালান প্রস্তুত করাইল, বড় বড় দুইটি দীর্ঘিকা খনন করাইল। ভূপতির এই অসামান্য ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্ দেখিয়া কলিকাতার জনৈক ধনী নাগরিক, তাঁহার কন্যাকে ভূপতির করে সম্প্রদান করিলেন। ভূপতি নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত সুখের সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

(৫)

এ দিকে ভূপতির দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহের কথা শুনিবার অগ্রেই উমাচরণ ধর্ম্মরাজের আহ্বানে চিত্রগুপ্তের দপ্তরে নায়েবী করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সোণার সংসারও রসাতলে গেল।

পিতার মৃত্যুর পর সুশীলার দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। চুলে তেল নাই, রুখু মাথা, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র। সুশীলার তিন ভাই ছিল, পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া তাহারা তিন ভায়ে পৃথক্ হইল,

হাস্ব তন্ত্র হাঁড়ি কাড়িলেন। তিনি সুশীলাকে দুবেলা দুটি খাইতে দিতেন, তাই অভাগিনীর অনাহারে মৃত্যু হইল না।

সুশীলা নিজের দুঃখ জানাইয়া স্বামীকে পত্র লিখিল, সে পত্রের প্রত্যেক ছত্র অশ্রুসিক্ত। কিন্তু সে পত্র পাইয়াও ভূপতির দয়া হইল না। সে তখন অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত, বাড়ীতে বাসায় বন্ধুগণের মেলা। তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাসদাসীবৃন্দে মুখরিত। তাহার নবীনা গৃহিণী শোভনা নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া ভুবনমোহন হাস্যে তাহার হৃদয়ে শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি বিকীর্ণ করিতেছে। তাহার সুকুমার, স্নেহভাজন পুত্র-কন্যা অলঙ্কারে—পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। সে কি তখন এক কুরূপা, অমার্জ্জিতা, পঙ্গু, পল্লীবাসিনীর কথা ভাবিতে পারে?

এক দিন নয়, ক্রমাগত আট দিন অপেক্ষা করিয়াও সুশীলা যখন পত্রের কোন জবাব পাইল না, তখন সুশীলার হৃদয়ের এক প্রান্তে যেটুকু আশা ছিল, তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে তাহার দীর্ঘ দিন কাটিতে লাগিল।

কন্যার অবস্থান্তর দেখিয়া বৃদ্ধা জননী বলিলেন,—"দেখা যাক্, পূজার সময় ত জামাই বাড়ী আস্‌বে। আরো এবার নাকি তিনি নূতন চণ্ডীমণ্ডপে পূজার ঘট পাত্‌বেন।"

(৬)

পূজা সমাগতপ্রায়। সারা বৎসর প্রবাস-জীবন যাপিত, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের দর্শন-আকাঙ্ক্ষা-পোষিত চাকুরীজীবিগণ স্বগৃহে ফিরিবার আয়োজনে ব্যস্ত। সকলেই আপন আপন পুত্র-কন্যার জন্য নব নব বসন ও ভূষণ কিনিতে তৎপর। প্রকৃতি সুন্দরী। নভোমণ্ডল সুনীল, জগৎ হাস্যময়। মাঠে হৈমন্তিক ধান্যসমূহ শোভায়মান। ভূপতি পূজার পাঁচ দিন পূর্ব্বে সপরিবারে স্বগ্রামে উপস্থিত হইল। এক দিন যাহারা ঘৃণায় তাহার সহিত কথা কহিত না, অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও পরিবর্ত্তন হইল—ভূপতির বৈঠকখানা আহূত অনাহূত, রবাহূতে পরিপূর্ণ হইল। সংসারের নিয়মই এই।

ঘাটে-পথে—রমণী-সমাজে ভূপতির কথা, তাহার সৌভাগ্যের কথা, তাহার দ্বিতীয় পত্নী শোভনার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য ও সুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের কথা। অভাগী সুশীলা ভাবিল, "এ সকলই ত আমার হইত। জানি না, কি পাপে এ সকলে বঞ্চিত হইলাম।"

(৭)

সন্ধ্যারতির ঢাক বাজিয়াছে। গ্রামের বালক, যুবক, বৃদ্ধগণ নব বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভূপতির বাটীতে আরতি দেখিতে ছুটিয়াছে। সকলেরই মুখ আনন্দে প্রফুল্ল। সপ্তমীর আধখানা চাঁদ সুধাময় হাস্যে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে; সমস্ত প্রকৃতি যেন মনের আনন্দে হাসিতেছে; মল্লিকা, মালতী ও গোলাপের সৌরভরাশি বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে, যেন তাহা শারদ-লক্ষ্মীর সুরভিত নিশ্বাস। পূজা-বাড়ীতে আলোকমালার কি উজ্জ্বল শোভা! মায়ের সোনালী সাজে, তাঁহার সুপ্রশান্ত প্রফুল্ল আননে চণ্ডীমণ্ডপস্থিত শত দীপরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের নয়ন-মন বিমুগ্ধ করিতেছে। ধূপধুনার সৌরভে পূজামণ্ডপ পূর্ণ। সকলেই কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ভক্তি-বিহ্বল-চিত্তে দশভুজার মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে। উৎসব-ভবন আনন্দে পরিপূর্ণ।

আরতি শেষ হইল, ঢাকের বাদ্য শেষ হইল—দর্শকমণ্ডলী একে একে প্রস্থান করিল। ভূপতি তাহার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রের হাত ধরিয়া, মন্দিরের সোপানে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষনেত্রে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতেছে। এমন সময় উমাচরণের পুরাতন ঝি বরদা তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "পেন্নাম হই জামাই বাবু, আমাদের কি একেবারে ভুলে গেলেন?" ভূপতি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্দরে গেল।

(৮)

রাত্রিকালে ভূপতির চক্ষুতে আদৌ ঘুম আসিল না। বরদাকে অপমান করিয়া সে ভাল কাজ করে নাই—থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে এই ভাব হইতে লাগিল। সে ভাবিল, আমি অতি অকৃতজ্ঞ, তাই সুশীলার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। আহা! সেই পিতৃহীনা না জানি আজ কতই মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতেছে। সে ত কোন দিন আমার কোন অযত্ন করে নাই—আমি যখন অনশনে অনাহারে গৃহচ্যুত হইয়া ভিখারীর ন্যায় গাছ-তলায় বসিয়া ছিলাম, সেই সময়ে তাহার বাবাই ত আমাকে আশ্রয় দিয়া পালন করিয়াছে। তবে কেন বিনা অপরাধে আমি সুশীলাকে ত্যাগ করিতেছি? হৌক সে পঙ্গু, হৌক সে তোত্‌লা, অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছি ত! এই ভাবে নানা চিন্তার স্রোতে ভূপতির চিত্ত দুলিতে লাগিল—অবশেষে সুশীলাকে নিজে যাইয়া আনাই সে স্থির করিল।

শোভনা ভূপতির সংকল্পের কথা জানিতে পারিয়া একেবারে—তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "তা নিয়ে এস না—তোমার সেই সুশীলাকে। আমি যদি এত চোখের বিষ হয়ে থাকি ত দেও না আমাকে বাপের বাড়ী বিদেয় করে। জানি, তোমার ষোল আনা মনের টান সেই তোত্‌লা কালা মাগীর দিকে,—কেবল চক্ষুলজ্জায় আমাকে ঘরে রেখেছ বৈ ত নয়!"

গৃহিণী অভিমানভরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। ভূপতি জগৎ অন্ধকার দেখিল। পত্নীর অভিমান ভঙ্গ করিতে তাহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। ভূপতি আর শৈলর নাম করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন।

দশমীর দিন অপরাহ্নে দামোদরের পূজামণ্ডপে মহামায়ার "বরণ" আরম্ভ হইল। সমগ্র জগতে যেন মায়ের বিদায়ে বিষাদের ছায়া পতিত হইল। পুরবালাগণ নানা রাগে মণ্ডিত বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া মাকে বরণ করিতে অগ্রসর হইল। এমন সময় একটি মলিনবসনা, রুক্ষকেশা, অশ্রুভারনেত্রা সধবা আসিয়া মায়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "মা, তুই স্বামীর ঘরে চলিলি, আমার স্বামীর ঘরে আমার স্থান নাই, আমি কোথায় যাব মা? আমাকে তোর চরণে স্থান দে। আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাক্।"

এই বলিয়া রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। বরণে হঠাৎ বাধা পড়িল। ভূপতি ত্রস্তপদে সে স্থানে দৌড়াইয়া আসিয়া মূর্চ্ছিতার অঙ্গসঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, তাহা নিস্পন্দ—নিশ্চল। অলক্ষিতে দু'ফোঁটা অশ্রু তাঁহার গণ্ড-দেশ প্লাবিত করিয়া ঝরিয়া পড়িল—পশ্চিম গগন হইতে শ্রান্ত তপনের লোহিত রশ্মিজাল বাতায়ন-পথে মায়ের হরিতাল-রঞ্জিত অতসীবর্ণাভ মুখমণ্ডলে প্রতি-ফলিত হইয়া, তাঁহার প্রশান্ত মুখকান্তিকে করুণার উৎসধারা-সিক্ত করিল; মনে হইল, নিরাশ্রয়া, অভাগিনী কন্যার দুঃখে মা ত্রিনয়নীর নেত্রত্রয় হইতে অশ্রুরাশি উৎসারিত হইতেছে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

বাঙ্গালী কায়স্থ-যুবকের বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার।

বর্দ্ধমান-জেলার ঘরগোয়াল গ্রাম নিবাসী ৺রামকমল ঘোষ মহাশয়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ নবীন যুবক—বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। ইনি বিশ্ববিশ্রুত

রাসায়নিক স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। ইঁহার আবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত প্রতীচীর পণ্ডিতেরাও গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানচন্দ্র সুইডেন ষ্টক্‌হল্‌মের প্রসিদ্ধ রাসায়নিক অধ্যাপক আরহেনিয়স্ মহোদয়ের মত খণ্ডন করিয়া—মৌলিক গবেষণাবলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আশ্চর্য্য "Law" আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা—"Ghose's Law of Electrolytic Dilution" নামে পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। নবীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত 'Law' এক্ষণে প্রসিদ্ধ আর্‌হেনিয়সের 'Law' র স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি জ্ঞানচন্দ্রের স্বাধীন-অনুসন্ধানের জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞানচন্দ্র বৈজ্ঞানিক জগতের উজ্জ্বল রত্ন। ইউনিভার্সিটি তাঁহার আদর করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। শুনিতেছি—অধ্যাপক আরহেনিয়সের সঙ্গে রাসায়নিক আলোচনার জন্য ইনি শীঘ্রই সুইডেনে গমন করিবেন; এখনও তিনি লণ্ডনে অবস্থিতি করিতেছেনে।

প্রচার।

কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্প্রতি নোয়াখালী অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। আমরা নোয়াখালী, দত্তপাড়া ও ফেণী হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে সংকলিত করিয়া দিলাম।

১। নোয়াখালি টাউন হলে সভা—১লা মাঘ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার ঘোষ এবং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সভার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীশবাবু—বক্তৃতা করেন। নোয়াখালীতে একটি স্থায়ি-শাখাসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকলেই এই সভার মতানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

২। দত্তপাড়া—তালুকদার শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুহ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে সভা হয়। তারিখ ৫ই মাঘ, সময়—অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা। ৫ জন অধ্যাপক ও প্রায় ২৫০ জন কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। ভুলুয়ারাজ লক্ষ্মণ মাণিক্যের বংশধর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ নারায়ণ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত বিহারী নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় বলেন—'আমাদের বংশে বিবাহকালে উপনয়নের বিধি আছে। উপবীত—অষ্টাহকাল রাখিতে হয়। শাস্ত্রীয়-অনুষ্ঠানে নারীগণের নামান্তে দেবী শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে' ইত্যাদি। শ্রীশবাবুর বক্তৃতায় সভা উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা দৃঢ়রূপে স্বীকার করিয়াছেন।

ফেণী—৯ই মাঘ সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে সভা হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ ঠাকুরতা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই প্রথম সভা হইলেও সকলেরই আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল। সভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৩২৬ সালের ৬ই বৈশাখ (শনিবার) ও ৭ই বৈশাখ (রবিবার) নড়াইল ব্রাহ্মণডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের হাটবাড়িয়ার প্রশস্ত ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৭শ বার্ষিক অধিবেশন হয়। দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজসাহী, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, মুর্শীদাবাদ, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি বহু স্থান হইতে বহু কায়স্থ প্রতিনিধি এই মহাসম্মিলনে যোগদান করেন। দারুণ দুর্যোগ সত্ত্বেও স্থানীয় এবং দূরদেশ হইতে সমাগত প্রায় দুই সহস্রাধিক কায়স্থ সন্তান এই জাতীয় মহাসভায় সমবেত হইয়াছিলেন। হাটবাড়িয়া ও নড়াইলের জমিদার মহোদয়গণের বাটীতে দূরদেশবাসী প্রতিনিধিগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নড়াইল অভ্যর্থনা-সমিতির সহঃ সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় অধিবেশনের দুইদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে হাটবাড়িয়ায় উপস্থিত হন এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের ও যশোহরের প্রতিনিধি ব্যতীত অপর সকল স্থানের প্রায় দুইশত প্রতিনিধির আতিথ্য সৎকারের ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করেন। অভ্যর্থনা সমিতি সম্মেলনের সফলতা সম্বন্ধে যেরূপ আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সভার পূর্ব্বদিবস হইতে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত নানাস্থান হইতে সমাগত উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারিশ্রেণীর কায়স্থ মহোদয়গণের চতুঃসাগরী মিলনে স্বচ্ছতোয়া চিত্রার কণ্ঠবিলম্বিত ধ্বজপতাকা ও তোরণাদি পরিশোভিত নড়াইলের অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় গুরুদাস রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সুরম্য প্রাসাদ বিচিত্র শ্রীধারণ করিয়াছিল। তোরণের উপর ঘন ঘন নহবত বাদ্য এবং ষ্টিমার হইতে অবতরণ কালে প্রতিনিধিগণের সম্মানসূচক তোপধ্বনি আনন্দ-কোলাহলের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছিল।

সভাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তি-বৃন্দের নাম যতদুর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ,
কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, নবদ্বীপ।
,, অন্নদাচরণ কাব্যতীর্থ, অধ্যাপক
নড়াইল কলেজ
,, মধুসূদন কাব্যরত্ন, কলিকাতা।
,, রামলাল শিরোমণি, কলোড়া (যশোহর)।
,, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, কাশীপুর।
,, দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য, আউড়িয়া।
,, কালীচরণ ভট্টাচার্য্য, ঐ
,, শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ঐ

বারেন্দ্র—

শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, এম্, এ,
বি-এল্, এম্, বি, ই, কৃষ্ণনগর,
,, যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, এম্-এ,
বি-এল্, কৃষ্ণনগর, (নবদ্বীপ)।
,, অবলারঞ্জন রায়, ঐ
,, কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা, ছাতারপাড়া,
(রাজসাহী)।
,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা প্রচারক,
(নবদ্বীপ)।
,, রজনীকান্ত রায়, কাকিনা, (রঙ্গপুর)।

উত্তররাঢ়ীয়—

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, পাঁচথুপী,
(মুর্শীদাবাদ)।
,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা,
দিনাজপুর রাজবাটী।
,, গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, এম, এ,বি-এল,
দিনাজপুর।

বঙ্গজ—

শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু, ভরাকর, (ঢাকা)
,, যতীন্দ্রকুমার বসু, এম, এ, বি-এল,
মুন্সেফ নড়াইল।
,, কেদারনাথ দেব বর্ম্মা, দৌলতপুর,
ফরিদপুর।
,, মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক, দোলকুণ্ডী,
ফরিদপুর।
,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, আলগী ঐ
,, রসিকলাল দেব বর্ম্মা, বর্ণী ঐ
,, জ্ঞানদাচরণ মজুমদার, জিয়াগঞ্জ,
মুর্শীদাবাদ।
,, জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, সাহেবাদ, ত্রিপুরা
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী দেববর্ম্মা, কমলাপুর,
ত্রিপুরা।
,, মহেন্দ্রচন্দ্র দেব, ময়মনসিংহ।
,, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, পুলিশ ইন্স্পেক্টর,
নড়াইল।
,, মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, দিনাজপুর।
,, শৈলেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, ঢাকা।

দক্ষিণরাঢ়ীয়—

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা,
প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব, কলিকাতা।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, ঐ
রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, জমিদার,
কলিকাতা।
,, নিবারণচন্দ্র দত্ত, ঐ
,, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, জমিদার, ঐ

শ্রীযুক্ত ললিতপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা,
এম-আর-এ এস, কলিকাতা।
,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী, ঐ
,, জিতেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার,
হাটবাড়িয়া, নড়াইল।
,, অনাথনাথ রায়, ,, ,,
,, হৃদয় কৃষ্ণ দত্ত, বি-এল, ম্যানেজার।
,, ডাক্তার হরিপদ বসু, এম-বি, নড়াইল।
,, অমৃতলাল ঘোষ রায়, বি-এ,
অধ্যাপক নড়াইল কলেজ।
,, কেদারনাথ বসু, দেওয়ান,
নড়াইল ষ্টেট, ,,
,, অজিতমোহন চৌধুরী,
পুলিশ ইনস্পেক্টর নড়াইল, ,,
,, মন্মথনাথ ঘোষ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
নড়াইল ষ্টেট, ,,
,, যোগেন্দ্রনাথ বসু, দেওয়ান,
নড়াইল ষ্টেট, ,,
,, কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার, ,,
,, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, উকিল ,,
,, কুঞ্জবিহারী বসু, উকিল, ,,
,, বসন্তকুমার ঘোষ, ,,
,, বঙ্কুবিহারী বিশ্বাস, ,,
,, ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা, বাঘুটিয়া,(যশোহর)।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ,, ,,
,, কেদারনাথ ঘোষ, ,, ,,
,, জলধর ঘোষ, ,, ,,
,, কিরণচন্দ্র বসু, জঙ্গলবাঁধাল (যশোহর)।
,, রসিকলাল বসু, ,,
,, মন্মথমোহন বসু, বি-এল, ,,
,, অম্বিকাচরণ বসু বর্ম্মা, বি-এল, পাঁজিয়া।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মিত্র বর্ম্মা, বি-এল,
আফরা বসুন্দীয়া।
,, বিজয়কৃষ্ণ মিত্র, বি-এল, ,,
,, যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, জমিদার,
কোটাকোল।
,, হরিপদ ঘোষ, ম্যানেজার
বার্কমায়ার কোং, লক্ষ্মীপাশা।
,, ভুবনমোহন মিত্র, বাগশ্রীরামপুর।
,, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ, ঐ
,, শ্যামলাল মিত্র বর্ম্মা, কলোড়া।
,, নলিনীকান্ত মিত্র বর্ম্মা, ঐ
,, ইন্দুভূষণ মিত্র বর্ম্মা, ঐ
,, নকুলেশ্বর মিত্র বর্ম্মা, ঐ
,, শিশির কুমার মিত্র, ঐ
,, গোপালচন্দ্র কবিকুসুম, বাচস্পতি,
মনোখালী।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত, ঐ
,, অমরেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, ঐ
,, কেশবলাল মিত্র, ঐ
,, ধীরেন্দ্রনাথ নাগ চৌধুরী, ঐ
,, বিজয়গোপাল দত্ত, বি, এ, ঐ
,, রাখালদাস বসু, শুভরড়া।
,, কেশবলাল দত্ত বর্ম্মা, বগীয়া।
,, সতীশচন্দ্র বসু, উকিল, মাগুড়া।
,, বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীকোল।
,, হৃদয়নাথ ঘোষ, রাউতাড়া।
,, কুঞ্জবিহারী বসু, সুভরঘোষা।
,, অঘোরকুমার পাল চৌধুরী, সুলতানপুর
,, হরিপদ মজুমদার, দেয়াপাড়া।
,, রামলাল মিত্র, সরসপুর।

শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহারী বসু বর্ম্মা, সরসপুর।
,, মনোমোহন দেব, শুক্তগ্রাম।
,, নিবারণচন্দ্র রাহা, ফতেপুর।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, দলজিৎপুর।
,, কৃষ্ণচন্দ্র সিকদার, মিরাপাড়া।
,, তারকনাথ বসু বর্ম্মা, কোলা।
,, কালীপদ ঘোষ বর্ম্মা, দিঘলিয়া।
,, নলিনীকান্ত বসু বর্ম্মা, ঐ
,, রামাচরণ বসু, ঐ
,, প্রমথনাথ বসু, ঐ
,, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
,, হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, হাবাসপুর, ফরিদপুর
,, লক্ষ্মীকান্ত দাষ বর্ম্মা, সেনগ্রাম। ঐ
,, রামলাল বসু, বি-এ, প্রধান শিক্ষক ফুক্‌রা।
,, নেপালচন্দ্র দেব বি-এল, আলীপুর, চব্বিশ পরগণা।
,, জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্ত, কোর্ট সব্ ইনস্পেক্টর, রাণাঘাট, নদীয়া।
,, অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র দিনাজপুর।
,, সুরেশচন্দ্র বসু, মোক্তার, দিনাজপুর।
,, সতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মোক্তার, ঐ
,, চারুচন্দ্র নাগ, এম-এ, বি-এল, বাসাবাটী, খুলনা।
,, হীরালাল ঘোষ, বি-এল, থর্ণিয়া, খুলনা।
,, তারকনাথ বসু, মৌভোগ, খুলনা।
,, চারুচন্দ্র বসু, এম-এ, অধ্যাপক দৌলতপুর কলেজ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ, অধ্যাপক দৌলতপুর কলেজ।
,, অক্ষয়কুমার বসু রায় চৌধুরী, বেলফুলিয়া, খুলনা।
,, চারুচন্দ্র মিত্র, ঐ
,, সুরেশচন্দ্র দত্ত, বি-এল, খুলনা।
,, যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা সম্পাদক "খুলনা কায়স্থ-সভা"
,, যোগেন্দ্রনাথ বসু, উকিল, যশোহর।
,, চন্দ্রনাথ সেন বর্ম্মা, পাঁচুড়িয়া, ঐ
,, আদিত্যনাথ বসুবর্ম্মা, ঐ
,, বিপিনবিহারী বিশ্বাসবর্ম্মা, যোগীবরা।
,, রামলাল চন্দ্র বর্ম্মা, ঐ
,, ষষ্ঠীচরণ বিশ্বাস বর্ম্মা, ঐ
,, পঞ্চানন চন্দ্র বর্ম্মা ঐ
,, যোগেন্দ্রনাথ রায়, ঐ
,, প্রমথভূষণ রায় চৌধুরী, চণ্ডীবরপুর।
,, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, মহিষখোলা।
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ, ঐ
,, ললিতকুমার ঘোষ, ঐ
,, হরিপদ বসু, ঐ
,, যতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এল, সোনাপু
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ
,, নগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, ঐ
,, পঞ্চানন ভৌমিক, এম-এ, কমলাপু
,, ত্রৈলোক্যনাথ বসুবর্ম্মা, পরমেশ্ব
,, যোগেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, পাইক
,, নিশিকান্ত সরকার বর্ম্মা, সাধুহাটী
,, বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা, ফুলবাড়ি।
,, মণীন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা, বিছালি।
,, বিধুভূষণ ঘোষ, রায়গ্রাম।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, রায়গ্রাম।
,, অমৃতলাল বসুবর্ম্মা, সিঙ্গাহাড়িঘড়া।
,, গণেশচন্দ্র ঘোষ, কলাগাছি।
,, মণিমোহন ঘোষ, ঐ
,, হেমন্তলাল ঘোষ, ঐ
,, শরচ্চন্দ্র বসু, ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র বসু, ঐ
,, হেমচন্দ্র সোমবর্ম্মা, রায়পাশা।
,, সুশীলচন্দ্র সোমবর্ম্মা, ঐ
,, আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা, খাসিয়াল।
,, অক্ষয়কুমার সরকার বর্ম্মা, ঐ
,, রসিকলাল বসু বর্ম্মা বৈদ্যরত্ন, ঐ
,, মতিলাল মিত্রবর্ম্মা, বারাসিয়া।
,, অক্ষয়কুমার রাহাবর্ম্মা, ঐ
,, নগেন্দ্রনাথ রাহাবর্ম্মা, ঐ
,, ননীগোপাল রাহাবর্ম্মা, ঐ
,, মন্মথনাথ দাসবর্ম্মা, ঐ
,, যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসবর্ম্মা, ঐ
,, কুঞ্জবিহারী বসুবর্ম্মা, সুমেরুখোলা।
,, রজনীকান্ত বসু, ঐ
,, কিরণচন্দ্র বসুবর্ম্মা, ঐ
,, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ভদ্রবিলা।
,, হৃষীকেশ ঘোষ, ঐ
,, হেমন্তকুমার মিত্র, ঐ
,, রামেন্দ্রনাথ বসু, ঐ
,, কেশবলাল বসু, উকিল, ঐ
,, সুধীরচন্দ্র বসু, ঐ
,, অমরেন্দ্র নাথ ঘোষবর্ম্মা, ঐ
,, অমৃতলাল ঘোষ মোক্তার, ঐ
,, অভয়াচরণ ঘোষ, ঐ
,, নীরদবিহারী ঘোষ, ঐ

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভদ্রবিলা।
,, সুধাংশুশেখর ঘোষবর্ম্মা, ঐ
,, সুরেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, ঐ
,, জানকীনাথ বসু, ঐ
,, কুমদরঞ্জন ঘোষবর্ম্মা, ঐ
,, সুধাংশুভূষণ ঘোষবর্ম্মা ঐ
,, শ্যামলাল বসুবর্ম্মা. ঐ
,, নরেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, ঐ
,, প্রফুল্লকুমার বসুবর্ম্মা, ঐ
,, ক্ষিতীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, ঐ
,, তারিণীচরণ আদিত্য কাশিয়াড়া।
,, সুশীলকুমার আদিত্য, ঐ
,, সুবোধকুমার আদিত্য, ঐ
,, বিধুভূষণ আদিত্য, ঐ
,, কিরণচন্দ্র বসুবর্ম্মা রায়চৌধুরী, ঐ
,, কার্ত্তিকচন্দ্র বসু বর্ম্মা, ঐ
,, লালমোহন বসুবর্ম্মা, ঐ
,, জানকীনাথ বসু, ঐ
,, মনিন্দ্রনাথ বসু, ঐ
,, সুরেন্দ্রনাথ বসু, ঐ
,, উপেন্দ্রনাথ বসু ঐ
,, প্রভাসচন্দ্র রায়বর্ম্মা, ঐ
,, কৃষ্ণপদ ঘোষ, ঐ
,, সীতানাথ ঘোষ, ঐ
,, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, ঐ
,, সজনিকান্ত পালিত, ঐ
,, বিহারীলাল বসুবর্ম্মা, বাঁশগ্রাম।
,, যজ্ঞেশ্বর বসু, ঐ
,, অতুলকৃষ্ণ বসুবর্ম্মা, ঐ
,, কালীপদ বসুবর্ম্মা, ঐ
,, শরচ্চন্দ্র বসুবর্ম্মা, ঐ

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বসুবর্ম্মা, বাঁশগ্রাম।
" দেবেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা, ঐ
" নেপালচন্দ্র বসু, ঐ
" পুলিনবিহারী বসু, বি-এ, ঐ
" যতীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, ঐ
" হারাণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, ঐ
" অন্নদাচরণ বসু, মাছিন্দিয়া।
" অম্বিকাচরণ বসু, ঐ
" বিজয়কৃষ্ণ বসু, ঐ
" শচীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ
" প্রিয়নাথ মিত্র, ঐ
" সূর্য্যকান্ত দত্ত সরকার, কুড়িগ্রাম।
" কিরণচন্দ্র ঘোষ বি,এ, ঐ
" রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ
" বীরেন্দ্রকুমার বসু, ঐ
" প্রিয়নাথ দাষ, ঐ
" দুর্গাশঙ্কর দত্ত সরকার, হাটবাড়িয়া।
" বেণীমাধব রক্ষিত, ঐ
" কেদারনাথ রক্ষিত, ঐ
" হৃদয়নাথ ভদ্র, ঐ
" নীরদকৃষ্ণ ভদ্র, ঐ
" অম্বিকাচরণ ভদ্র, ঐ
" উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, ঐ
" জগদীশ্বর নাগ বর্ম্মা, ঐ
" তারাপ্রসন্ন সিংহ বর্ম্মা, সিঙ্গিয়া।
" চুনিলাল বসু বর্ম্মা, ঐ
" ননীগোপাল বসু, বি-এ, ঐ
" হরেকৃষ্ণ মিত্র বর্ম্মা, ঐ
" জীবনকৃষ্ণ সেন বর্ম্মা, ঐ
" ইন্দুভূষণ সেন বর্ম্মা, ঐ
" যতীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ঐ

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা, ধোপাদহ।
" শরচ্চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, ঐ
" জানকীনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ঐ
" সুরেন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মা, ঐ
" রমেশচন্দ্র মিত্র, উজিরপুর।
" ফণীভূষণ বসু বর্ম্মা, ঐ
" উপেন্দ নাথ বসু বর্ম্মা, ঐ
" আশুতোষ ঘোষ, ঐ
" প্রসন্নকুমার ঘোষবর্ম্মা, ঐ
" গণেশচন্দ্র বসু, ঐ
" প্রিয়নাথ বসু, ঐ
" শুকলাল ঘোষ, ঐ
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রায়বর্ম্মা, আউড়িয়া।
" জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ রায়বর্ম্মা, ঐ
" বিনয়ভূষণ ঘোষ রায়বর্ম্মা ঐ
" সরোজরঞ্জন ঘোষ রায়বর্ম্মা, ঐ
" গিরিজারঞ্জন ঘোষ রায়বর্ম্মা, ঐ
" চিত্তরঞ্জন ঘোষ রায়বর্ম্মা, ঐ
" রজনীকান্ত বসু, ঐ
" বিনয়কৃষ্ণ বসুবর্ম্মা, ঐ
" শশিভূষণ বসুবর্ম্মা, ঐ
" অনুকূল চন্দ্র বসুবর্ম্মা, ঐ
" কিশোরীলাল বসুবর্ম্মা, ঐ
" বিমলেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা, ঐ
" অমলেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা, ঐ
" ইন্দুভূষণ মিত্র বর্ম্মা, ঐ
" নৃপেন্দ্র কুমার বসুবর্ম্মা, ঐ
" শৈলেন্দ্র কুমার বসুবর্ম্মা, ঐ
" দেবেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, ঐ
" কমলকৃষ্ণ বসুবর্ম্মা, ঐ
" রাধিকাপ্রসাদ বসুবর্ম্মা, ঐ

" রবীন্দ্র নাথ ঘোষ বর্ম্মা, আউড়িয়া।
" শচীন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা, ঐ
" সুধীরকুমার দত্তবর্ম্মা, ঐ
" ভূপেন্দ্র কুমার বসুবর্ম্মা, ঐ
" ধীরেন্দ্র কুমার বসুবর্ম্মা, ঐ
" মণীন্দ্র কুমার বসুবর্ম্মা, ঐ
" ফণীন্দ্র কুমার বসুবর্ম্মা, ঐ
" হরিপদ বসুবর্ম্মা, ঐ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা, আউড়িয়া।
" ধীরেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা, ঐ
" ব্রজেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা ঐ
" সুধাংশুশেখর বসুবর্ম্মা, ঐ
" সুরেন্দ্র নাথ দাষবর্ম্মা, ঐ
" পঞ্চানন দাষবর্ম্মা, ঐ
" নিশিকান্ত দাষবর্ম্মা, ঐ

প্রথম দিনের কার্য্য।

৬ই বৈশাখ (১৩২৬) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। প্রারম্ভে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা সভার মঙ্গলাচরণ ও আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। অতঃপর কায়স্থ-পণ্ডিত কবিকুসুম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা বাচস্পতি মহাশয় উদাত্তাদি স্বরলহরী সংযোগে সংস্কৃত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তৎপরে সুকণ্ঠ দুইটী কায়স্থ বালক দ্বারা কবিকুসুম মহাশয়ের রচিত উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হয়ঃ—

জয়তি জয়তি জগদীশ হে!
চিন্ময় সত্য সনাতন হে॥
তোমারি চরণতলে, তারকা আলোক জ্বলে,
পবন গভীরে তব মঙ্গল গায়,—
তটভূমি চুম্বিত, তটিনী তরঙ্গিত,
সুমধুর কল্লোলে স্তুতি করে!

স্বজাতি কুশল তরে, আকুল আবেগ ভরে,
সমাগত যত সজ্জনগণ ;
জাতীয় মহিমাগানে, লক্ষকোটী প্রাণে,
বিতরে করুণারাশি শতধারে ॥

সঙ্গীতের পর কবিকুসুম মহাশয় স্বরচিত "হৃদয়োচ্ছ্বাস" শীর্ষক কবিতা এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা স্বরচিত "উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করেন।

হৃদয়োচ্ছ্বাস !

—০(*)০—

স্বাগত হে সুধীগণ ! কায়স্থভূষণ !
স্বাগত সজ্জনবৃন্দ ! সাধু-সম্ভাষণ
করি সবে সমাদরে ! আজি শুভদিনে
আজি এই স্বজাতির হিত কামনায়
পবিত্র মহেন্দ্রক্ষণে নমি সবাকারে।
দেশ দেশান্তর হ'তে বহিয়া হৃদয়ে
পবিত্র স্বজাতি প্রীতি, আকুল কামনা।
মরমের অন্তঃস্থলে যতনে সঞ্চিত,
জাতীয়-উন্নতি-আশা হৃদয়ে ধরিয়া,
হইয়াছি সম্মিলিত বর্ষাকাল পরে।
ধন্য আজি নড়াইল, ধন্য যশোরের
কায়স্থ সন্তানগণ ; বিশাল বঙ্গের
চারিশ্রেণী কায়স্থের আনন্দ মিলনে
ধন্য মোরা লভিয়াছি সেবা-অধিকার।
কিন্তু আজি কিবা দিয়া কোন উপচারে
করিব অর্চ্চনা ? তাই আকুল হৃদয়।
কি আছে মোদের তাই দিব উপহার !
আমাদের ভাগ্যদোষে বিধাতার শাপে
জীবন্মৃতা যশোহীনা যশোহর-ভূমি ?
কোথা আজি বীরত্বের পূর্ণ অবতার
প্রতাপ-আদিত্য শূর, বঙ্গ-অলঙ্কার!
বাঙ্গালার শেষবীর ধরণীভূষণ !
কোথা মহম্মদপুরে বীর সীতারাম ?
কায়স্থ-গৌরব-রবি ! কোথা সেনাপতি
বীরবর মেনাহাতী, অতি খ্যাতিমান্ ?
মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্র-বীর্য্য কায়স্থ-কৌস্তুভ!
হায় আজি অস্তমিত শ্রীমধুসূদন!
কবিত্বের দীপ্ত সূর্য্য ভারত-গগনে!
যাঁহার অমিত্র চ্ছন্দে-দুন্দুভি নিনাদে
বীররসে মাতাইল বাঙ্গালী-হৃদয়!
সুকুমারী বঙ্গভাষা লভিল যৌবন!
খেলিয়া বিদ্যুদ্‌বিভা ধাঁধিল নয়ন
যে পবিত্র তীব্র ক্ষাত্র শোণিতের ধারা
সে দিন বহিয়াছিল ধমনী ভিতরে
আজিকে বিশুষ্ক হায় দৈব বিড়ম্বনে!
সেই যশোহরে সেই ক্ষত্রলীলাভূমে
মেষপাল সম, বীর্য্যহীন যশোহীন
তেজোহীন মোরা হায় লভেছি জনম।

শত অবমাননায় শত পদাঘাতে
ঘৃণ্য শূদ্র অপবাদে, শত লাঞ্ছনায়
জাগে না কায়স্থ জাতি ! ভ্রাতার পীড়নে
অনায়াসে অন্যদিকে ফিরায় বদন।
কত নিরাশ্রয় দুঃস্থ কায়স্থ সন্তান
অন্নাভাবে অর্থাভাবে ফিরি দ্বারে দ্বারে
না পারে শিখিতে বিদ্যা, চির দুঃখমাঝে
হতাশার অগাধ সলিলে ডুবে যায়
ধীরে ধীরে, হায় তার কে লয় সন্ধান ?
কত প্রতিভার ফুল, গৌরব আলয়,
অকালে শুকায়ে যায় দরিদ্র-দহনে !
বলিতে বিদরে বুক, জীর্ণ অন্তঃস্থল,
ছিন্ন হৃদয়ের গ্রন্থি দারুণ বেদন ;
হতভাগ্য বিধিশপ্ত কায়স্থ-ললাটে
একি দুঃখ,একি ঘোর অশনি-সম্পাত !
কায়স্থ উত্তর-রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ,
একে একে সকলেই করি পরিহার
শূদ্রত্বের জঘণ্য নির্ম্মোক দ্রুতবেগে,
লভিলা ক্ষত্রিয়াচার ; শুধু যশোহরে
দক্ষিণ-রাঢ়ীয়-গণ রহিল নিদ্রিত-
শূদ্রত্বের অবজ্ঞাত ঘৃণিত শয্যায় !
যশোহরে সুবিশাল কায়স্থ সমাজ,
হীনবীর্য্য, মৃতপ্রায় ধূলি বিলুণ্ঠিত !
সেই যশোহর ভূমে অতুল বিক্রম,
প্রদীপ্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতবিখ্যাত,
মহামান্য নড়াইল জমিদারগণ,
চাঁচড়ার রাজবংশ আজও বিদ্যমান !
নপাড়া, শ্রীধরপুর, রামনগরের
প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার কুল
বিরাজিত, একি লজ্জা পাই যশোহরে
বিরাট কায়স্থ জাতি সবার অধম !
হিন্দুত্বের ভারবাহী গর্দ্দভের প্রায়,
ঘৃণ্য শূদ্র পরিচয়ে যাপিতেছে কাল।
কে বলিবে কেন হায় কোন কর্ম্মফলে
হেন দৈব বিড়ম্বনা ! যাঁদের ইঙ্গিতে,
যাঁদের বিন্দুমাত্র অঙ্গুলি-চালনে
জাগিয়া উঠিতে পারে সহস্র পরাণ
নির্জীব, নিস্তেজ, হীনমৃত্যুশয্যা হ'তে
তাঁহাদের দৃষ্টিপাত 'চত্ত আকর্ষণে
প্রবঞ্চিত পরাভূত যশোহর ভূমি।
অভাগিনী জননীর অরণ্যে রোদন।
জাগ রে কায়স্থজাতি, ক্ষত্রিয়-সন্তান।
মোহনিদ্রা পরিহরি দেখহ বিচারি
দেখ আসি কোথা তব মহোচ্চ আসন,
সেই ভীষ্ম জনকের পবিত্র শোণিত
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ যাঁরা স্বয়ং ভগবান্।
শিরায় শিরায় তব, কর অনুভব
তন্দ্রালস পরিহরি, চাহ একবার,
দেখ তুমি কোন মহা গিরিশৃঙ্গ হ'তে
নিপতিত কত নিম্নে—গুহা অন্ধকারে,
সুপবিত্র ক্ষাত্রতেজে প্রদীপ্ত করিয়া
চতুর্দ্দিক দূর করি মোহের কালিমা।
বিনাশ তিমির রাশি উঠ একবার ;
গাও মহিমার গাঁথা জাগাও সম্মান,
প্রাণে প্রাণে ঢাল পূত অমৃতের ধারা।
আবার বাহিয়া যাও উন্নতির পথে
সুমঙ্গল যশোগানে মাতাও ভুবন।
আজি এই শুভক্ষণে উড়াও আবার,
বিজয়ের বৈজয়ন্তী ভারত-অম্বরে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র কবিকুসুম।

তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে, একটী নাতিদীর্ঘ আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ কায়স্থ সমাজের উপযোগী স্বরচিত সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়া সমবেত সকলেরই হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া ছিলেন।* অভিভাষণ শেষ হইলে কবিকুসুম মহাশয় কয়েকটি বালকসহ "আবাহন সঙ্গীত" গান করিলেন—

ছিন্ন আমরা ভিন্ন আমরা, তবুও আমরা সোদর ভাই।
হে প্রিয়, তোমার চরণে ধরিয়া অতীতের স্মৃতি ফিরা'তে চাই॥
বিস্মৃতি-মোহে নিদ্রিত হায়, কতকাল বল রহিবে আর ?
অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জান না, জনম হলো তোমার !
অতি জঘন্য শূদ্র আচারে, আপনা ভুলিয়া যাপিছ দিন ;—
সিন্ধু সমান হিন্দু সমাজে দেখ আজ কত হয়েছ হীন !!
যে দিন ক্ষাত্র-মহিমা-দীপ্ত আছিল ভারত গরিমাময়,
বিশ্ব মাঝারে শাশ্বত-বিভা ! এখনো সেদিন স্মরণে হয় !
সে দিন দুলিত যজ্ঞোপবীত, বর্ম্ম-কৃপাণে বেড়িয়া কায় ;—
হারায়ে পুণ্য জাতীয়-চিহ্ন, আমরা খিন্ন হয়েছি হায় !!
যে দিন উদিলা চিত্রগুপ্ত, ভেদিয়া বিরাট ব্রহ্মকায়,
মসীর পাত্র লেখনী হস্তে দাঁড়াইলা যমরাজ সভায় ;—
সেদিন হইতে "কায়স্থ" নাম বিখ্যাত হল' ধরণীতলে !
ব্রাহ্মণ যাঁরে সম্মান করি' তর্পণ করে গঙ্গাজলে !!
জগত-পূজ্য ভীষ্মবর্ম্মা উজল করিলা যাঁদের নাম,
তাঁরা কি ক্ষুদ্র শূদ্র হইয়া রহিবে অধম, ধরণীধাম ?
আর ঘুমায়ো'না দেখ আখি মেলি, কর আজি হতে সুদৃঢ় পণ ;—
"ক্ষত্রিয় মোরা নহি হীন জাতি",—যজ্ঞ-সূত্র কর গ্রহণ !!

অতঃপর অন্যতম সম্পাদক রায় সাহেব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়, যে সমস্ত সভ্য সভায় যোগদান করিতে নাপারিয়া সহানুভূতি

---

* শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের উক্ত অভিভাষণ ইতঃপূর্ব্বে বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ায় এখানে আর পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইল না।

সূচক পত্র লিখিয়াছেন ও তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন ;—

সভাপতি কুমার রাধিকা ভূষণ রায় (তাড়াস), মহারাজ স্যর গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর K. C. I. E. (দিনাজপুর), চাঁচড়ার কুমার সতীশকণ্ঠবর্ম্মা রায়, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা (অন্যতম সম্পাদক), বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

সভাপতি নির্ব্বাচন।—যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি-এল্ মহাশয় জানাইলেন, "বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি কুমার রাধিকা ভূষণ রায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অদ্যকার মহাসভায় যোগদান করিতে পারিলেন না, তিনি তারযোগে এসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত। তাঁহার স্থানে আমি প্রস্তাব করি, গোয়াড়ীর সুযোগ্য উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় এম-এ, বি-এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন"।—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সরকার বর্ম্মা এম-এ, বি-এল্, মহাশয়ের অনুমোদনে এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে বিজয় বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর রায় বাহাদুর বিশ্বাম্ভর রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই—

"যে সভায় মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং মাননীয় মহারাজ গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর প্রমুখ প্রবীণ কায়স্থ মনস্বিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, আপনারা আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে সেই সভায় সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন জানি না। তবে ভূদেব ও স্বজাতির আশীর্ব্বাদ কখনও বিফল হয় না, সেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনার্থে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব। করুণনাময় জগদীশ্বরের কৃপায় সংবৎসরান্তে আজ আমরা এই স্থানে সম্মিলিত হইতে পারিয়াছি, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বন্দনা করি। তৎপরে আমাদিগের প্রণম্য ব্রাহ্মণ মহোদয়গণকে প্রণামান্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ ৺শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবকে প্রণাম করিয়া আমরা কার্য্যে

প্রবৃত্ত হই। উপস্থিত কায়স্থ সভ্যবৃন্দকে আমি নমস্কার করি এবং কায়স্থ ব্যতীত অন্য কোন নমস্য এখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকেও নমস্কার করি।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আমাদের আর একটি কথা আলোচ্য ;—

যুদ্ধ যে প্রকার ভীষণভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে আমরা সকলে একত্র এই স্থলে সমবেত হইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। জগৎ-পিতা পরমেশ্বরের অপার অনুগ্রহে আমাদের রাজা ইংলণ্ডেশ্বর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। এজন্য আমরা শ্রীভগবানের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের সম্রাটের প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং অবশিষ্ট সন্তান সন্ততির মঙ্গল কামনা করিতেছি।

বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের সভার ১৯ জন সভ্য মহোদয়ের পরলোক গমনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। করুণাময় জগদীশ্বরের নিকটে তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শান্তি প্রার্থনা করি।

আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতায় অনেক শিখিবার আছে। আমি তাহা উপলব্ধি করিয়াছি, আপনারাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

কায়স্থ সভার অধিবেশন আজ যশোহর জিলায় নড়াইলে হইতেছে,—ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নয়। যেখানে বহু গণ্য মান্য কায়স্থ জাতির বাস, সেই নড়াইলে আজ আমরা সমগ্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমবেত হইয়াছি।

কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য কি?

পৈতা লওয়াই কায়স্থ-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কায়স্থ-সভার সৃষ্টির পর অন্যান্য জাতি তাঁহাদের সভা স্থাপন করিয়াছেন, যথা—ব্রাহ্মণ-সভা, বৈদ্য-অম্বষ্ঠ-সম্মেলনী, বৈশ্য-সম্মেলনী ইত্যাদি। অন্যান্য জাতিও কায়স্থ-সভাকে অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় জাতির মধ্যে সভা-সমিতি সংস্থাপিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। তবেই দেখুন সমাজে আমরা নানাজনের অনুকরণীয়।

আমাদের স্বীয় জাতীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির সহিত সদ্ভাব বৃদ্ধিও অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের সভায় আমরা কায়স্থেতর জাতিকেও সমাদরে আহ্বান করিয়াছি।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা—এই কথা লইয়া সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর যাবৎ অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে; আর অলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যদি আপনাদের কাহারও মনে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে বলুন, তাহা আমি বুঝাইয়া দিতেছি।

শাস্ত্রে চারিটী বর্ণের উল্লেখ আছে, 'কায়স্থ' বলিয়া কোন বর্ণ নাই। ক্ষত্রিয় জাতির দুই ভাগ—এক ভাগ অসিজীবী ক্ষত্রিয়, আর একভাগ মসীজীবী—কায়স্থ।

প্রকৃত শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কখনও কায়স্থকে হীন জাতি বলিয়া মনে করেন না। ব্রাহ্মণ চিরকাল কায়স্থকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, ভালবাসিতেছেন এবং বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। যদিও দুঃখ করিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ বংশধর কায়স্থকে অযথা শূদ্র আখ্যায়ে হীন করিতে চাহেন, সেজন্য তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের বাক্য ব্যয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

কালের স্রোতে অনেক সংস্কার ক্রমে লোপ পাইতেছে। শুভচণ্ডীর ব্রত মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ইত্যাদি অনেক আকারে পরিবর্ত্তন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লোপ পাইতেছে! আরও দশ বৎসর পরে হয়'ত আরও এক একটা সংস্কার লোপ পাইবে; এজন্য উদাসীন না থাকিয়া সংস্কার বজায় রাখা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট সেন্সাস (Census) রিপোর্টে আমাদের পরিচয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য কায়স্থের পৈতা লোপের পুনঃসংস্কার আবশ্যক।

আমরা বাল্য কালে দেখিয়াছি হিন্দুমাত্রেরই গলায় মালা ছিল। কিন্তু এখন কয়জনের গলায় মালা আছে। আপনারা প্রায় দ্বিসস্র লোক এখানে উপস্থিত আছেন; বলুন'ত কয় জনের গলায় মালা আছে?

(তখন মাত্র ৪।৫ জন কায়স্থ দণ্ডায়মান হইয়া দেখাইলেন যে তাঁহাদের কণ্ঠে মালা আছে)।

মালা লোপের কারণ যেমন, বর্ত্তমান কায়স্থের পৈতা লোপেরও তেমন কারণ আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থের এখনও পৈতা আছে এবং ক্ষত্রোচিত আচার আছে।

বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতীর চারিটী ভাগ—(১) উত্তর রাঢ়ীয়, (২) দক্ষিণ রাঢ়ীয়, (৩) বঙ্গজ এবং (৪) বারেন্দ্র।

পূর্ব্বকালে রেল ষ্টীমার ছিল না, তখন একদেশে বাস করিয়া অন্য দেশের লোকের সহিত সম্বন্ধ করা কত কঠিন, তাহা ভাবিবার বিষয়, বুঝাইবার বিষয় নহে। এই অসুবিধা হেতুই ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী কায়স্থগণ পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কার্য্যতঃ সমস্ত কায়স্থ জাতি মূলে এক। একতা সম্পাদন ও পরস্পর পরস্পরের সহিত আদান প্রদান কায়স্থ সভার এক প্রধান উদ্দেশ্য।

কায়স্থদের বিবাহাদিতে খরচের প্রাচুর্য্য। এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বুঝান বড় কঠিন। ত্যাগস্বীকার, লোভ সম্বরণ কয়জনে করিতে পারেন? পয়সার জোরে সমাজে নানারূপ গোল আসিয়াছে।

আমি ছেলেদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন সমাজের সর্ব্বনাশকর পণ গ্রহন প্রথা সম্বন্ধে সাবধান হয়। তাহা হইলে তাহারা রূপবতী, গুণবতী, সুলক্ষণা ভার্য্যা পাইবে। সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

কায়স্থ সভার আর একটী উদ্দেশ্য—শিক্ষা-বিস্তার। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই শিক্ষালাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষের বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা স্ত্রী-লোকের বিদ্যা শিক্ষা আরও অধিক মূল্যবান বলিয়া আমি মনে করি।

কায়স্থ-সভার ক্রমোন্নতি আন্তর্গণিক বিবাহের প্রসার ক্রমশঃ কায়স্থ-সমাজে বাড়িতেছে। বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপও কতকটা হইয়াছে। অতএব কায়স্থ-সভার চেষ্টায় কতকটা ফল ফলিয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। নানা-স্থানের কায়স্থের মধ্যে প্রীতি ও বৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

আজ আমরা যাঁহাদের অতিথি, তাঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, আদর যত্ন বড়ই প্রীতিকর ও আনন্দদায়ক এবং অনুকরনীয়। এজন্য কায়স্থ-সভা, তাঁহাদের নিকট হইতে চর্ব্ব্য, চষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ রসদানের আনন্দ অপেক্ষা আরও অধিকতর আনন্দ আমরা চাহিতেছি;—তাহা কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সংসাধন।

সভাপতি কুমার রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর পীড়িত হওয়ায় তিনি আজ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি তাঁহার

বক্তব্য বিষয় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এইস্থানে পাঠ করা হউক। যাহাতে তিনি সত্বর নিরাময় হইতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

কুমার বাহাদুরের লিখিত অভিভাষণের সারমর্ম্ম পাঠ করিবার নিমিত্ত সভার সুযোগ্য সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রতি ভারার্পণ করিলাম।

নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা।

প্রণম্য ব্রাহ্মণমণ্ডলি! আপনাদের শ্রীচরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম। সজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ বহুদিনের চেষ্টার পরে, নড়াইলে কায়স্থ-সভার অধি-বেশনার্থ সভা আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি। ১৩০৮ সালে কায়স্থ-সভার সৃষ্টির কাল হইতে আমি কায়স্থ জাতির সেবক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যতদিন বাঁচি ততদিন যেন ঐ সেবাব্রত পালন করিতে পারি। নড়াইলে কায়স্থ-সভার উদ্বোধনে যে ফল ফলিবে, তাহা ভোগ করিবে সমগ্র বঙ্গদেশ। তাই আজ এই সুযোগে, এই সভায় দুই চারিটী কথা বলিবার আবশ্যকতা আছে। এক্ষণে অন্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের আদেশানুসারে **কুমার রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুরের সম্ভাষণের** কতকাংশ পাঠ করিতেছি;—

"মাননীয় ভদ্র মহোদয়গণ!

অচিন্ত্য, অব্যক্ত জগদেকনিদান প্রেমময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায়, মহামান্য ভারতেশ্বর ইংরাজ-রাজের সুশাসনে এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ ভূদেব ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে আপনাদের গৌরবের কায়স্থ-সভা আজ সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল।

*   *   *   *   *   *

সভার মূল ভিত্তি স্বরূপ অনেক মহাত্মাকে হারাইয়া আপনারা যখন জানিয়া শুনিয়াই আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপর সভাপতিত্বের গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সভার কার্য্য পরিচালন সম্পর্কে আমার যে

সকল দোষ অবশ্যম্ভাবী, তাহা যে আপনারা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

*　　*　　*　　*　　*　　*

সংসারে অবিমিশ্র দুঃখ বা সুখ অতীব বিরল। আজ এই বিভীষিকার আঁধার হইতে ভগবানের যে করুণা-কিরণ সমগ্র ভারতের উপর সর্ব্বোপরি নিখিল কায়স্থ সমাজের উপর বিকীর্ণ হইয়াছে, আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারই উল্লেখ করিয়া জাতীয় গৌরব অনুভব করিতেছি। কায়স্থ-সমাজের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রায়পুর রত্ন লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন পরিষদের সমাদৃত সদস্য ও ইংলণ্ডীয় আভিজাত্যে সমুন্নত হইয়াছেন। কাকিনার রাজা বাহাদুর ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অনারেবল প্রভাসচন্দ্র মিত্র, সি, আই, ই, রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, এম, বি, ই, প্রমুখ কতিপয় কায়স্থ-সন্তান বর্ত্তমান বৎসরে রাজসম্মান লাভ করিয়া সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমার আন্তরিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা—দশ ও দেশ এই সকল আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজে ও সংসারে বরণীয় ও স্মরণীয় হইবেন।

কালের কঠোর শাসন হইতে রাজা প্রজা কাহারও অব্যাহতি নাই। সাম্রাজ্যের ভীষণ দুর্দ্দিনে মহামান্য সম্রাট্ বাহাদুর যখন প্রজাপুঞ্জের প্রাণ ও মান লইয়া মহা ব্যাপৃত, জানি না কি অজ্ঞেয় উদ্দেশ্য সাধনায়, ঠিক সেই সময় অকালে প্রিয়তম পুত্রশোক শেল তাঁহার উপর নিপতিত হইয়াছিল। সে শোকে আমরা রাজদম্পতীকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমান বৎসরে কায়স্থ সভার সভ্য পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বাঁশবেড়িয়ার রাজা সতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, সন্তোষের রাণী দিনমণি চৌধুরাণী, এবং আর্য্যসাহিত্যের সুপ্রবীণ লেখক রায় শ্রীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বাহাদুর, রাজসাহীর উকিল রাধাবল্লভ রায়, বি-এল, বগুড়ার কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার বর্ম্মা, প্রসিদ্ধ নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগরের মৃত্যুতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসক সমাজের পুরাতন প্রতিনিধি, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচার কল্পে অক্লান্তকর্ম্মী, মাতৃভাষায় চিকিৎগ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান প্রবর্ত্তক, ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অসময়ে পরলোক গমন করায় সমাজ সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরেই পল্লী-জননীর স্নেহাঞ্চলনিধি,

দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ উপাসক, সুকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মরণের পরপারে পৌঁছিয়া জীবনব্যাপী গভীর অভিযোগের হাত এড়াইয়াছেন। জানি না তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে, তাঁহার চিতার মঠ দিতে আমাদিগের কতটুকু অধিকার আছে। এই সকল স্বর্গগত মহিমময় কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরের আদর্শে এই "মাটি" ও এই "জল" হইতে মহত্তর সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া স্বদেশের ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবে—এই বিয়োগ-বেদনার বিনিময়ে ইহাই আমাদিগের একমাত্র সান্ত্বনা।

*　　*　　*

কায়স্থ জাতি বহু পূর্ব্ব হইতে হিন্দু-সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। যে জাতি পূর্ব্বকাল হইতেই এরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, তাহার সকলেরই আত্মসম্মান বোধ থাকা উচিত। আত্মসম্মান আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, মানসিক ক্ষুদ্রতা ও দীনতা যেন আমাদিগের বংশ-গৌরব কলুষিত করিতে না পারে।

বন্ধুতার বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়তর করার পরিবর্ত্তে তাহা ছিন্ন করিতে যাওয়া প্রত্যেক জাতির পক্ষেই অশুভ। আমাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ থাকিলে পরিণামে সকলেরই অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

*　　*　　*　　*

কায়স্থ-সভার গুরুতর উদ্দেশ্যগুলির সুসাধন কল্পে ধর্ম্মবল ও সমাজবলের সঙ্গে অর্থবলেরও একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত অর্থাভাবে আমরা অনেক কার্য্যই করিতে পারিতেছি না। সমাজের অভাব অভিযোগ নিবারণ করিতে হইলে আমাদের প্রভূত অর্থের প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য।

*　　*　　*

আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহাশয়গণ স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে—"কায়স্থ-সভা—কায়স্থ সমাজের সঙ্গে সমগ্র হিন্দু সমাজের উন্নতি ও শুভ সমৃদ্ধি কামনা করেন", "আপনাদের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে বিরাট হিন্দুসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে," এরূপস্থলে এই সভার অবনতি হইলে আমাদিগকে কতদূর হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই সপ্তদশ বর্ষের চেষ্টায় সামাজিক একতা বিষয়ে আমরা কতদূর অগ্রসর

হইয়াছি,তাহা জানা প্রয়োজন। কায়স্থ জাতির চারি শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বাঞ্ছনীয়; এই ঐক্য সংস্থাপিত হইলে কায়স্থ-সমাজের উন্নতি অতি সহজ-সাধ্য হইবে।

* * * * *

যে দিন এই কয়েকটী মুষ্টিমেয় অর্থশালী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত স্থলে কয়েকটী দরিদ্র ভদ্র সন্তানের দৃষ্টান্তও দেখিতে পাইব, সেই দিনই বুঝিব, আপনাদের গৌরবের কায়স্থ-সভা যথার্থই কিছু স্থায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই আপনাদের নিকটে আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে, প্রতি বৎসর এই বাৎসরিক সভায় যাহাতে নিয়মিত ভাবে আমাদের বৎসরের কৃতকার্য্যের "ক্ষতিয়ান" হয়, তৎপ্রতি সকলেই বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিবেন।

পরিশেষে সনির্ব্বন্ধ নিবেদন—আজ আমাদের জাতীয়-যজ্ঞে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত—হয় উত্থান—নয় পতন। বহু-জন্মার্জ্জিত সাধনা ও সুকৃতি বলে আমরা পুরাতন সভ্যতা, কর্ম্ম ও জ্ঞানের উদয়াচল ভারত-ভূমিতে ও সুপবিত্র আর্য্যবংশীয় কায়স্থ-কুলে জন্মলাভ করিয়াছি। আসুন, আমরা উচ্চতর আদর্শানুসরণ করিয়া বিশ্ব সভ্যতায় আপন আপন আদিম আসন অধিকার করি। আজ আমরা শুধু কায়স্থ নই, হিন্দু নই, ভারতীয় নই, আমরা বিশাল বিশ্বের মানব পরিবারের অংশ। আজ আমার উন্নতিতে সমাজ উন্নত, স্বদেশ উন্নত, বিশ্বোন্নত—আর আমার উদাসীনতায়, আত্মদ্রোহিতায় শুধু আমার অবসাদ ও অকল্যাণ নয়, অথণ্ড বিশ্বের অপরিমেয় অকল্যাণ। আসুন, আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তাকে সংযত করিয়া সুপরিচালিত করি, তাহা হইলে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিত্বের ধারা, সমষ্টি বা জাতীয়তার ধারায় সংমিশ্রিত হইয়া গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম সৃষ্টি করিবে—শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও কুপ্রথার আবর্জ্জনাস্তূপ জাতীর জীবনস্রোতে ভাসিয়া যাইবে, তথন কামনারাশি, সত্বগুণে প্রভাবান্বিত হইয়া আকুলকণ্ঠে জগজ্জননীর পদে জানাইবে—

"তোমারই তরে মা সঁপিনু এ দেহ, তোমারই তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারই তরে এ আঁথি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।"

ইহাই সমাজ-জীবনের—জাতীয় জীবনের একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ—ইহাই আমার একমাত্র ভবিষ্য ভরসা। শুনুন, সত্য সত্যই প্রাণের পুঞ্জীভূত কামনা মুখর হইয়া অভয় দিতেছে—

"এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সে দিন আসিবে।"

অতঃপর সম্পাদকীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠের জন্য সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয় বলিলেন—

"অন্যতম সম্পাদক শরৎবাবুর মাতৃবিয়োগের হেতু তিনি অদ্য এখানে উপস্থিত হইতে না পারায় আমরা দুঃখিত।

আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় সম্পাদকীয় কার্য্য-বিবরণী উক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। অতএব আমি উহা পাঠ না করিয়া শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ভার দিতেছি। তিনি ইহা পাঠ করিবেন।"

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন,—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৩২৫ সনের

সম্পাদকীয় কার্য্যবিবরণী।

শ্রীভগবানের কৃপায় এবং সভার শুভানুধ্যায়ী মহোদয়গণের আশীর্ব্বাদে সভা গত শ্রাবণ মাসে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সভার প্রতিপত্তি ও কার্য্য-ক্ষেত্র দিন দিন বাড়িতেছে এবং ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর কায়স্থের উপর আমাদের সভার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। এইজন্য হিন্দিতে কায়স্থ-পত্রিকা প্রকাশ করিবার অনুরোধ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। নানা কারণে সমাজ আবার জাগিয়া উঠিতেছে এবং সেই সঙ্গে বহু সামাজিক প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সভার একটা প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন সভার উদ্দেশ্য প্রচার ও রক্ষার্থ অনেক কার্য্য'ত আছেই। পরিতাপের বিষয়, কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত

হইতেছে, সভার কার্য্যকারিতা সেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। ধনীদের ঔদাস্য, ঘরে বাইরে দলাদলি ও জাতীয় বিষয়ে অজ্ঞানতাই প্রধান অন্তরায়। যাঁহারা ধনে মানে আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয়, যাঁহাদের নিকটে আমাদের সভা অনেক আশা করিয়া থাকে,—দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সেরূপ আন্তরিকতা দেখা যায় না—অন্য সকল ব্যাপারে মনোযোগী হইবার সময় পাইলেও স্বজাতি চিন্তার সময় তাঁহাদের থাকে না, অথবা তাঁহাদের দ্বারস্থ না হইলে সমাজের বিষয় তাঁহারা ভুলিয়া থাকেন। অনেক সময় প্রতিশ্রুত অর্থও পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, কেমন করিয়া সভা-সমিতি চালাইতে হয়, আমরা এখনও তাহা শিখি নাই। নূতন Individualismএর দিনে যেন একতা জিনিসটা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা দলাদলি বুঝি, hero worship বুঝি না, নতুবা ৺সারদাচরণ মিত্রের স্মৃত্যর্থে এখনও কিছু করিতে পারা গেল না কেন? সামাজিক জ্ঞানটা আবশ্যক, তাহা মনেই করি না। Know thyself এখন old foolsদের কথা। এইরূপ ঔদাসীন্যেই সভার অষ্টম বর্ষে সভা এবং পত্রিকা উঠিয়া যায়। কায়স্থ-পত্রিকা ১৩০৯ সালে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মাসিক ছিল। পত্রিকা ক্রমে ত্রৈমাসিক ভাবে চারি বৎসর প্রকাশিত হইয়া ১৩১৫ সালের শ্রাবণ মাসে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক এখন সভার বহু সভ্য হইয়াছেন। পত্রিকা ১৩১৬ সাল হইতে ত্রৈমাসিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া কিছুকাল পরেই মাসিক আকারে নিয়মিতরূপে মাসে মাসে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেলেও কাগজ ও ছাপার খরচ এখনও বেশী পড়িতেছে এবং আহারাদির ও পরিধেয়ের মূল্যাদি অত্যধিক থাকায় দারিদ্র্য চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। এই সকল কারণে গত চারি বৎসর সভার যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে।

সভ্য-সংখ্যা। এই বৎসরে ১৩৩ জন নূতন সভ্য ও ৩১ জন পত্রিকার নূতন গ্রাহক হইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে ৮৮ জন এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে ৮০ জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। পত্রিকার গ্রাহক পূর্ব্ব বৎসরে ২১ জন এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে ১৫ জন বাড়িয়াছিল। এদিকে আমরা আলোচ্যবর্ষে ৫৫ জন সদস্যকে হারাইয়াছি, তন্মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় সেই সকল

লোকান্তরিত মহাত্মাদের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। ১ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, অপর কয়জনের চাঁদা কিছুতেই আদায় করিতে না পারায় বাধ্য হইয়া তাঁহাদের নাম সভ্যের তালিকা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়। আলোচ্য বর্ষে নিকষ আয় ৩২৯৭।/৬ পাই। এতদ্ব্যতীত গত বর্ষের ৪৭৩৶০ টাকা তহবিলে মজুত ছিল। সর্ব্বসমেত ৩৭৭০৷৷৬পাই তহবিলে হয়। এই টাকা হইতে সর্ব্বপ্রকারে ৩২২৫৫/৬ পাই খরচ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৫৪৪৷৶০ মাত্র এ বৎসর মজুত আছে। এবার প্রচারার্থ ১৪৫/০ আদায়, কিন্তু প্রচারার্থ ২২০/৯ পাই ব্যয় হইয়াছে। উপনয়নার্থ ১৲ টাকা মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, ১৬/৬ খরচ হইয়াছে। বিতরণ পুস্তিকায় ২৫৯।৬, উহার দপ্তরী ১৩৷/০ মোট ২৭২৫/৬ পাই খরচ হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি। সমিতির এবার নয়টী মাত্র অধিবেশন হইয়াছে। এ বৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরেরর ন্যায় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির চেষ্টায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্যাদির প্রচার, শিক্ষার্থ দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রদের ও দরিদ্র বিধবাদের সাহায্য যথারীতি সম্ভবমত দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচার প্রচার। ইহা এবার একমাত্র প্রচার দ্বারাই বিস্তার লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মেলন। এবার হয় নাই। শুনা যাইতেছে, শীঘ্রই নাকি লক্ষ্ণৌএ হইবে।

আন্তর্গণিক বিবাহ। এবার দুইটী হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি পাত্র পক্ষও সভার সভ্য নহেন। তথাপি ইঁহারা সভার উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়াছেন। এ বিবাহ বঙ্গজ বারেন্দ্র সংঘটিত হইয়াছে; বারেন্দ্র বঙ্গজে বিবাহ এই প্রথম।

বিবাহে দাবী দাওয়া। এই দুরূহ কার্য্যে যথাপূর্ব্ব বিফলতা স্বীকার করিতেই হইতেছে। অবশ্য ২১৪টী বিবাহে দাবী দাওয়া হয় নাই। আমরা সর্ব্বসমেত ৩৫টী বিবাহের সংবাদ লইতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে ক্ষাত্ররীত্যনুসারে ৯টী এবং ১৯টী বিবাহে কোন প্রকার দেনা পাওনার কথা হয় নাই। অবশিষ্ট ৮টীতে দাবী দাওয়ার কথা শুনা গিয়াছে।

বিবাহের ব্যয়-সঙ্কোচ। এবিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে। আজকাল অনেক বিবাহেই শোভা যাত্রীর আড়ম্বর ইত্যাদি অনেক হ্রাস হইয়াছে। লৌকিকতা আদান প্রদান উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এবিষয়ে অন্য জাতি এ সভার সভ্য যাঁহারা নহেন, তাঁহারাও আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছেন।

সভা-গৃহ। এই বিষয় কিছুই করিতে পারা যায় নাই। ইউরোপীয় যুদ্ধ-নিবৃত্তি না হইলে কিছু আশাও করা যায় না।

শিক্ষা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শিক্ষার্থ তিনটী ছাত্রকে মাসিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়ে ৬০ জন কায়স্থ ও জন ব্রাহ্মণ ছাত্র বিনা বেতনে বা অল্প বেতনে পড়িতেছে, তন্মধ্যে কয়েকজন ছাত্রাবাসেও থাকে। এই বিদ্যালয়ে সর্ব্বসমেত প্রায় ৪০০ ছাত্র।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে অতি অল্প টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে। এ বৎসরও আবশ্যকমত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য করিতে পারা যায় নাই। তথাপি এবার তিনটী ছাত্রকে এবং চারিটী বিধবাকে সাহায্য করা হইতেছে।

এই ভাণ্ডারে সন ১৩২৪ সালের শেষে ২১৮৯।০ মজুত ছিল, ১৩২৫ সালে ২৭১৶৪ পাই মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোং কাগজের বা অন্য সুদ ১৩৩৶৪ পাওয়া গিয়াছে। অতএব এস্থলে এই ভাণ্ডারে ২৪৬০।৶৪ হয়, ইহার মধ্যে ২১০৪/৪ টাকার কোং কাগজ বাদ এবং এই বৎসরের দাতব্য বাদে ১৪১।৵০ মজুত আছে। দুঃখের বিষয়, এই ভাণ্ডারে দানের প্রতিশ্রুতি করিয়াও অনেকে তাহা পালন করেন নাই। এই ভাণ্ডার বড় হইলে জাতি ও সভার মঙ্গল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রচার। স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির কার্য্যাবলীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে আমরা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য কুমিল্লার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, পত্রিকার গ্রাহক শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইহাঁরা উভয়ে সভার যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, বহু প্রচার, সভ্য ও গ্রাহক করিয়া দিয়াছেন।

শাখা-সমিতি। এবার শাখা-সভা সমূহের কার্য্যে উল্লেখযোগ্য কোন কাজের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কায়স্থ-পত্রিকা। এবার কায়স্থ-পত্রিকা প্রবন্ধাভাবে রীতিমত সময়ে সকল মাসে প্রকাশিত হয় নাই। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত এই ৬ মাস সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রীর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমে পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হইয়াছি। এবিষয়ে কায়স্থ তত্ত্বজ্ঞ স্বজাতীয় সামাজিক লেখকগণের আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছি।

ধন্যবাদ। অমৃতবাজার পত্রিকা, বঙ্গবাসী, হিন্দুরঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, বীরভূমবার্ত্তা, বীরভূমবাসী, কাশীপুর-নিবাসী, নায়ক, জ্যোতিঃ বিনামূল্যে এই মহাধিবেশন হওয়ার সংবাদ প্রকাশ করায় তৎ তৎ পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১৩২৫ সালের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

জমা—

প্রবেশিকা আদায়	১৩৪৲
চাঁদা আদায়	২৩৫৪৸৵০
গ্রাহকের মূল্য	২৷৮৸০
পত্রিকা বিক্রয়	৫৷৵০
বিজ্ঞাপনের মূল্য	২০৯/০
ডাক মাশুল	৬৪৸/৬
আমানত জমা	১৫০।৩
সভার উন্নতি ভাণ্ডার	১২০৲
কার্য্য-বিবরণী বিক্রয়	৩৸০
প্রচার ভাণ্ডার	১৪৸/০
উপনয়ন ভাণ্ডার	১৲
কমিশন্ আদায়	৬৸৵৯
সুদ আদায়	১॥/০
বাজে জমা	২৵০
	৩২৯৭৷/৬
কৈঃ বর্ত্তমান সনে জমা	৩২৯৭৷/৬
গত সনের মজুত	৪৭৩৶০
	৩৭৭০॥৬
মিনাহ খরচ	৩২২৫৸/৬
	৫৪৪॥৶০
মজুত বিতং—	
জিঃ থ্যাকারস্পিঙ্ক কোং ব্যাঙ্ক	৯॥৵৩
	৫৩৫৲৯
জিঃ কলিকাতা ইঃ কর্পোরেশন	২৫৲
	৫১০৲৯
বাদ হাওলাত	৩৯১/০
	১১৮৸৶৯

খরচ—

সরঞ্জাম খাতে	১২৸৶৯
বাটী ভাড়া	৩০২॥০
বেতন খাতে	৯২৯॥৶৯
মুদ্রণ খাতে	৮১০।০
ডাক ও টেলিগ্রাম খাতে	২৪৮৸৶৯
আলো খাতে	৪৫/৩
পুস্তকাগারে	২৲
প্রচার	২৩০/৯
উপনয়ন	১৬/৬
পাথেয়াদি	১১/০
কমিশন খাতে	২১।/৬
পার্ব্বণী ও পুরস্কার	৭৸৵০
স্কুল খাতে	॥/৬
বার্ষিক অধিবেশন খাতে	১১০।৯
আমানত খাতে	৫৭৲৯
বাজে খাতে	৩৬॥৬
বিতরণ পুস্তিকায়	২৫৯।৬
দপ্তরী খাতে	১২৪৲৩
	৩২২৫৸/৬

হাওলাত সাবেক—

১৫শ বার্ষিক অধিবেশন	১০১॥০
মোকদ্দমা খাতে	২।৶০
চন্দ্রমাধব স্মৃতি-সভার	৪৭৲
বর্ত্তমান সনে—	
জগচ্চন্দ্র পাল	১০৶০
মিত্র প্রেস	২০০৲
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রচারক	৩০৲
	৩৯১/০

হিসাব পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ পাইলাম।
শ্রীজগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা।
হিসাব-পরীক্ষক।
১৫।৪।১৯।

শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।
সম্পাদক।

১০ই এপ্রিল, ১৯১৯।

সম্পাদকীয় রিপোর্টের কোন কোন অংশে অপ্রীতিকর কথা থাকায় সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করার জন্য অন্যতম সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু প্রস্তাব করেন, এবং তিনি আরও জানাইলেন যে, সম্পাদকীয় কার্য্য বিবরণীর শেষে যে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি অন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন যে,—"তাঁহার নাম ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে।" শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বলেন—"ঐ ঐ কথা সত্য বলিয়াই আমি মনে করি।" বাবু যোগেন্দ্র নাথ বসু ও উপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বিজয় বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন, কিন্তু উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী হইতে অধিকাংশই ঐ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে থাকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় বলেন,—"ঘটনা সত্য হইলেও অপ্রীতিকর সত্য পরিহার্য্য।" ইহাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সমগ্র রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা স্থগিত থাকা সাব্যস্ত হয়।

অতঃপর সাধারণের আগ্রহাতিশয় হেতু সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উপবীত-গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সভার প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়। সভাভঙ্গের সময় নড়াইল ষ্টেটের অন্যতম ম্যানেজার ও নড়াইল জমিদার বংশের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দত্ত বি, এল মহাশয় প্রস্তাব করেন,—"কেবল বক্তৃতা দ্বারা সাময়িক উত্তেজনা হইতে পারে, তাহাতে স্থায়ী ফলের সম্ভাবনা কম। কোন এক স্থানে উভয় পক্ষ উপস্থিত হইয়া বাদানুবাদের দ্বারা সাধারণের সন্দেহ নিরাশ করিতে সমর্থ হইলে একটা স্থায়ী সুফলের আশা করা যাইতে পারে।" তাঁহার অভিপ্রায় যে তিনি আগামী কল্য প্রাতঃকালে অপর পক্ষের পণ্ডিত লইয়া উপস্থিত হইবেন। উভয় পক্ষের বিচারে বিরুদ্ধ মত খণ্ডিত হইলে তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রোচিত আচার ও উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন। এই সাধু প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় ও সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এবং কায়স্থের উপবীত

গ্রহণের ব্যবস্থাদাতা অধ্যাপকগণ সমর্থন করিলে অপর পক্ষকে আগামী কল্য প্রাতঃকালে প্রস্তুত হইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি।

সায়ংসন্ধ্যা সমাপন ও জলযোগের পর রাত্রি ৮ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে সমাগত সভ্যবৃন্দ, স্থানীয় ও দূরদেশাগত প্রতিনিধি এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে কতিপয় সভ্যকে লইয়া বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হয়, তাঁহারা জমিদার মহাশয়ের প্রাসাদের দ্বিতলের সুসজ্জিত সুবিস্তীর্ণ হলে সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর বিশ্বাম্ভর রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাত্রি ১০৷৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিনের কার্য্য।

৭ই বৈশাখ রবিবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় নড়াইল হাটবাড়িয়ার জমিদার বাটীর পূর্ব্বোক্ত দ্বিতলের কক্ষে পূর্ব্ব দিবসের প্রস্তাবিত বিচার সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাস্থলে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ এবং সম্ভ্রান্ত কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ ও স্থানীয় গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দত্ত বি, এল মহোদয়ের প্রস্তাব অনুসারে নড়াইলের অন্যতম দ্বারপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ এবং ইষ্টদেব (গঙ্গারামপুর-নিবাসী) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ব্বপক্ষ আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাব-মতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় উত্তর পক্ষ সমর্থনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

অতঃপর পূর্ব্বপক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এবং নড়াইলের জমিদার মহাশয়দিগের গুরুবংশীয় উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কয়েকটী বিচার্য্য বিষয় উপস্থিত করিলেন,—১ম, উপবীতের উপকার কি ও আবশ্যকতা আছে কি না? ২য়,—উপবীত ধারণ করিবার অধিকার আছে কি না? ৩য়,—কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বর্ণ কি না? ৪র্থ, বর্ণাশ্রমীর ধর্ম্মপক্ষে উপনয়ন

ব্যতীত মোক্ষ হইতে পারে কিনা ? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তৎসঙ্গে পুরাণের অনেক শ্লোকাদির নানাবিষয়ে সমালোচনা দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় এক একটী করিয়া সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন ; এই সঙ্গে তাঁহারা সংহিতা এবং পুরাণাদি হইতে শাস্ত্রীয় বাক্যের তাৎপর্য্য, শ্লোকের প্রকৃত অর্থ ও ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করেন। নানা প্রকার তর্ক বিতর্কের পর বিচার্য্য বিষয়ে সুমীমাংসা হওয়ায় উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলী অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বিনীত ব্যবহার এবং বিচার উপলক্ষে অসীম সহিষ্ণুতা ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে জানিবার জন্য এবম্প্রকার উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। এজন্য সকলেই তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিচার শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"কেহ মনে করিবেন না যে, আমি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধমতাবলম্বী এবং বিদ্বেষভাবে এই বিচারসভায় পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছি। কায়স্থ সম্বন্ধে পুরাণের কোন কোন শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তৎপ্রতি আমার ঘোরতর সন্দেহের কারণ জন্মে। তাহা ভঞ্জনার্থেই আজ আমি পূর্ব্বপক্ষরূপে এখানে তর্কযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছি এবং সেই জন্যই আজ আমাকে চির সম্মানিত কায়স্থ জাতির প্রতিকূলে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আমি অদ্যকার সভায় বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রবীণ অধ্যাপক তর্কতীর্থ ও স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রাপ্তে সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। নড়াইল ও হাটবাড়িয়ার জমিদার মহাশয়গণ আমাদের ভূস্বামী এবং প্রতিপালক; তাঁহারা স্বীয় জাতির উন্নতি বিষয়ে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যানুরূপ সৎকার্য্যে এবম্প্রকার মনোযোগী হইয়া তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তক হইলে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নাই। আমরা আশীর্ব্বাদ করি যে উদ্দেশ্যে এথায় সভা আহূত হইয়াছে তাহা সফল হউক।

অতঃপর বেলা সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় উভয় পক্ষীয় পণ্ডিত মহাশয়দিগকে ভক্তি সহকারে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদানানন্তর বিচারসভা ভঙ্গ হইল, তৎকালে মুহুর্মুহু "জয়োঽস্তু কায়স্থক্ষত্রিয়াণাং" শব্দ সমস্বরে উচ্চারিত হইয়া প্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণ এমন কি "চিত্রার" অপরতীর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া

ছিল। নহবতের শ্রুতি সুখকর সুললিত রাগিণীর প্রতি মূর্চ্ছনা সে সময় অত্যন্ত মধুর হইতে সুমধুর বোধ হইতেছিল।

অদ্য বেলা বার ঘটিকার সময় সভারম্ভের কথা ছিল, কিন্তু অত্যধিক মেঘাড়ম্বর ও মুসলধারে বৃষ্টি হইতে থাকায় জমিদার বাটীর পূজার দালানের সম্মুখস্থ নাটমন্দির সভার স্থানরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

অদ্যকার সভায়ও কলিকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সার্দ্ধ দ্বিশতাধিক প্রতিনিধি ও যশোহর জেলার নানাস্থান হইতে বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। এদিনও জনতা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। নাটমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ এবং দ্বিতল চকের নিম্ন ও উপরিস্থ বারাণ্ডা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া "ন স্থানং তিল ধারণং" হইয়াছিল।

বেলা ৩ ঘটিকার সময় রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বাম্ভর রায় বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, পণ্ডিত গোপাল চন্দ্র কবিকুসুম মহাশয় কর্ত্তৃক তান লয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে তাঁহার রচিত প্রারম্ভ সঙ্গীত গীত হয় ঃ—

আজি বাজিছে মিলন—শঙ্খ, নব উৎসাহ রূপধারী।
আজি জাতীয়-জীবন-কল্লোলগীতি পুলকে উঠে ফুকারি ॥
ধীরে জাগিয়া উঠিছে আশা, হৃদয়ের ভালবাসা ;—
শত হাস্য-দীপ্ত উজল আনন, সন্তাপ-দুঃখ হারী ॥
আজি ক্ষত্রিয় বীজ মন্ত্রে, জাতীয় জীবন যন্ত্রে
মৃদু ঝঙ্কারে তারে সুমধুর সুর—গোপন হৃদয়চারী ॥
আজি ললিত মধুর ছন্দে, নব রূপ রস গন্ধে,
কত সজ্জন মন মত্ত মধুপ গুঞ্জরে, বলিহারী ॥
হের বিতরি সুরভি গন্ধ, বহিছে মলয় মন্দ,
কিবা মঙ্গল সুরে বিশ্ব চরণ বন্দিছে শুক সারী ॥
অই বাজিছে বিজয় ভেরী, চল চল বৃথা কেন দেরি ?
দূরে উচ্ছল চল সজল জলদ গর্জ্জিছে অণুকারি ॥
আজি একতার মণিহারে প্রাণে প্রাণে শতধারে,
চারু করুণ কোমল বেহাগের রাগে ঝরিছে শান্তি বারি ॥

সঙ্গীত শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

প্রথম প্রস্তাব। রাজরাজেশ্বর ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের যুদ্ধজয়লাভে আনন্দ প্রকাশ।

প্রস্তাবটী আনন্দধ্বনি সহ সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক - শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
,, ,, নগেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

প্রস্তাবক —শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ, অগ্নিহোত্রী।
,, ,, মাখন লাল ধরবর্ম্মা, প্রচারক।
,, ,, যজেশ্বর মিত্রবর্ম্মা,

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ঃ—

শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, ৪০নং সীতানাথ রোড, কলিকাতা।
,, গৌরাঙ্গ সুন্দর মিত্র, এম-এ, বি–এল, উকিল, দিনাজপুর।
,, যোগেন্দ্রমোহন সিংহ, পাঁচঘড়া বেগমপুর, হুগলী।
,, অক্ষয়কুমার বসু রায়চৌধুরী, বেলফুলীয়া. খুলনা।
,, শুকলাল ঘোষ উকিল, মঙ্গলদৈ,আসাম।
,, হৃদয়নাথ ঘোষবর্ম্মা' বিলমারিয়া, রাজসাহী।
,, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ভদ্রবিলা, পোঃ রতনগঞ্জ, নড়াইল।
,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, জমিদার, কোটাকোল।
,, বিধুভূষণ ঘোষ, রায়গ্রাম, যশোহর।
,, ভুবনমোহন মিত্র, বাগশ্রীরামপুর, যশোহর।
,, হরিপদ ঘোষ (এজেণ্ট বার্কমায়ার কোং) লক্ষ্মীপাশা।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মিত্র, মোক্তার নড়াইল, যশোহর।
,, প্রিয়নাথ ঘোষ, কাশীয়ারা, পোঃ বকুলতলা, যশোহর।
,, প্রসন্নকুমার মিত্র, বারুইপাড়া, পোঃ শ্রীপুর, যশোহর।
,, রসিকচন্দ্র বসু, জঙ্গল বাঁধাল, পোঃ বসুন্দিয়া, যশোহর।
,, কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ, (অবসরপ্রাপ্ত ডি: ম্যাজিষ্ট্রেট) ফরিদপুর।
,, ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ পি-আর-এস, রাজা দিনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, শশীকুমার বসু (ম্যানেজার হাটবাড়িয়া) নড়াইল।
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এল, ৬৫।৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, তারাপ্রসন্ন সিংহ বকুলতলা, যশোহর।
,, অজিতমোহন চৌধুরী, পুলিশ ইনস্পেক্টর, নড়াইল

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, কুমারী, নদীয়া।
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ মোক্তার দিনাজপুর।
,, নরেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা উকিল, ১২ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ, অধ্যাপক দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।
,, নগেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, ৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, হরিচরণ বসু, ৭ নং হালদার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, অক্ষয়কুমার সরকার বর্ম্মা, খাসিয়াল. যশোহর।
,, রাখালচন্দ্র বসু, শুভরড়া, ফুলতলা, খুলনা।
,, বিহারীলাল বসু. চাচুরি পুরুলীয়া, যশোহর।
,, নলিনীকান্ত বসু. দিঘলীয়া, যশোহর।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ. দিঘলীয়া, হাং সাং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ, ও অশৌচাদি ক্ষত্রিয়বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় (নড়াইল হাটবাড়িয়া)
অনুমোদক—,, ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা। (বাঘুটিয়া)
সমর্থক— ,, হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (ফরিদপুর)
,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)
,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায়বর্ম্মা (দিনাজপুর)
,, যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, (কৃষ্ণনগর)

এই প্রস্তাব সমর্থনকারীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত হেম বাবু প্রাণের আবেগভরে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছিলেন। মফঃস্বলে পৈতা গ্রহণ জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও সমাজের অন্যান্য লোকের নানাপ্রকার অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করেন। জাতীয় কল্যাণ কামনায় অনতিবিলম্বে সমস্ত কায়স্থের উপবীত ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ণনা করিলে উপস্থিত কায়স্থমণ্ডলী তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সরল বাবু দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করেন,—উপস্থিত কায়স্থ ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং পৈতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ আছে কি না? তদুত্তরে ইতনার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভৌমিক এম-এ, মহাশয় পৈতার আবশ্যকতা কি? পৈতা না হইলে কি কায়স্থ জাতির উন্নতি হয় না? এযুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভব, ইত্যাদি প্রশ্ন করেন। সরল বাবু অতি সুস্পষ্ট ও সরলভাবে এক একটী কারয়া বিশদভাবে পঞ্চানন বাবুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সরল বাবুর বক্তৃতায় ও যুক্তিতর্কে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

যোগীন্দ্র বাবু সংক্ষেপে নিম্ন-লিখিত দুইটী কথার আলোচনা করিয়া তৃতীয় প্রস্তাবের সমর্থন করেন,—

১। পৈতা গ্রহণে অনেক বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয়ের অত্যাচারের বিভীষিকায়, কোনমতে পশ্চাৎপদ না হইয়া, সৎসাহসে নির্ভর করিয়া ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন হওয়া কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

২। বারেন্দ্র কায়স্থের মধ্যে বিবাহে এখনও দ্বিজোচিত অনেক কার্য্য এবং কুশণ্ডিকাদি সংস্কার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পাদন করিবার অধিকার আছে। সকল শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে তাহা থাকা বিশেষ আবশ্যক,—উহা ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক।

পৈতা গ্রহণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা (Indispensible necessity) সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রবাবু কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলেন। বিবাহে সমন্ত্রক কুশণ্ডিকা দেবতার নিকট অন্নভোগ প্রদান ইত্যাদি কায়স্থের দ্বিজত্ব জ্ঞাপক। কায়স্থের দ্বিজোচিত সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার আবশ্যক। উপবীত গ্রহণ স্বজাতি প্রীতিবর্দ্ধক এবং আত্মোন্নতির যথেষ্ট পোষকতা প্রদায়ক; তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা বড়ই আবেগময়ী; তাঁহার উৎসাহের বাণী প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।

এই স্থলে সভাপতি মহাশয় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ধর্ম্ম-সাধনেও পৈতা গ্রহণের বিশেষ আবশ্যক আছে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এখনও পৈতা রক্ষা করিতেছেন; ইহার কারণ, তাঁহাদের আবশ্যক গোঁ।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অনুসৃত পন্থাবলম্বন ও উপবীত গ্রহণ আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই সময় কাশিয়াড়া গ্রামের কায়স্থগণ আগামী যে কোন শুভদিনে এবং আউড়িয়া-নিবাসী বিশেষ গণ্য মান্য কুলীন কায়স্থগণ আগামী ফাল্গুনে উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, এই অভিমত সভাস্থলে ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, দাক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, এম-এ, বি-এল, উকিল (দিনাজপুর)।
অনুমোদক— „ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা (নবদ্বীপ)।
সমর্থক— „ শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত।
„ শশিকুমার বসু (ভরাকর, ঢাকা)।

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ বাবু বলিলেন "চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে এমন দিন আসিবে, যখন আমি আপনি সকলেই যে স্থানে সভা হউক, সেই স্থানেই কুটুম্বের দাবী দাওয়া করিয়াও কায়স্থসভার কাজ করিতে পারিব। চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে বরকন্যা লাভের পক্ষেও বিশেষ সুবিধা বাড়িবে।"

যশোহর বাঘুটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের একটু Amendment করেন, তাহা এই :—

'বঙ্গের উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য (স্বীয় স্বীয় কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া) হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গীয় কায়স্থসভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই Amendment গৃহীত হয়।

পঞ্চম প্রস্তাব। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজ-ভুক্ত হওয়া এবং সকলের শাস্ত্র-বিহিত সমান সদাচারী হওয়া সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মেলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, এই

সভা নিঃসঙ্কোচে সেই প্রস্তাব সকল গ্রহণ করিতেছেন; এবং উক্ত মহাসম্মেলনের অধিবেশন যাহাতে পুনরায় উপযুক্ত সময়ে কোন মহানগরীতে হয়, তজ্জন্য এই সভা উক্ত মহাসম্মেলনের স্থায়ী কার্য্যকারী সমিতির নিকট অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, অধ্যাপক দৌলতপুর কলেজ (খুলনা)।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বক্তৃতা মধ্যে বলিলেন,—"ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কায়স্থ নামে পরিচিত যে সকল সামাজিক আছেন, তাঁহাদের সকলেই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর—আমাদের আত্মীয়, কুটুম্ব, দায়াদ। তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে।"

খুলনা ও যশোহরের ইতিহাস লেখক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে বলিলেন,—

"প্রস্তাবিত বিষয়টী পর্য্যালোচনা করিলেই সকলে বেশ বুঝিতে পারিবেন, কায়স্থ জাতি ক্রমশঃ সামাজিক বিস্মৃতির মধ্যে যাইতেছেন। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতবর্ষ এখনকার ভারতবর্ষের ন্যায় ক্ষুদ্র ছিল না। মধ্য এশিয়ার অনেক স্থান পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তৃতি মধ্যে ছিল। ঐ বিপুল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কায়স্থ জাতির আবাস স্থান ছিল,—এখনও আছে। কায়স্থ জাতির হাত হইতে অসি খসিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এখনও মসী খসিয়া যায় নাই! ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে এ দেশের হিসাব-রক্ষক, জায়গীরদার ও শাসনকর্ত্তা কাহারা? উত্তর—কায়স্থ। এদেশের হিসাব-দপ্তর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে রাজস্ব সচিব সেই বসন্ত রায়ের হিসাব-পত্র। বঙ্গজ কায়স্থ-কুলতিলক সেই মহাত্মা বসন্ত রায়ের জমিদারীতে আজ আমরা উপস্থিত। কায়স্থ জাতি বহুদিন হইতে বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, সম্মান বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। কায়স্থ জাতির আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চালচলন, হাতের লেখা ইত্যাদি সকল গুলিই ক্ষত্রিয়ত্ব-জ্ঞাপক। এক সময় হিন্দু সমাজের হজমশক্তি অত্যধিক প্রবল ছিল; তাঁহারা কত বৈদেশিক জাতিকে আপনার করিয়াছিলেন। রাজপুতদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়,

মধ্য এশিয়া হইতে শক, কুষণ, হূণ, খস, গুজ্জার প্রভৃতি কত বিধর্ম্মা জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া রাজপুত পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। গ্রীকদূত ভারতবর্ষে নিবাস করিয়া মহাভাগবত আখ্যা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কায়স্থ জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই ক্ষত্রিয়ত্ব লইয়া আজ নানা বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু বঙ্গদেশ পার হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা এখনও সেরূপ নহে, সর্ব্বত্র তাঁহারা পূর্ব্ববৎ সম্মানিত। বঙ্গের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র ভারতীয় কায়স্থের সহিত মিলিতে হইলে, আমাদিগকে ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন করিতে হইবে।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় ব্যয় সঙ্কোচ ও অধুনা প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা হইতে এপর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই-সভা সমগ্র কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানে স্থানে (অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্র বা স্থানে) অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি, এল (উকীল, যশোহর)

অনুমোদ " নিবারণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)

সমর্থক " অক্ষয়কুমার বসু রায়চৌধুরী (খুলনা)

" উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল (উকীল খুলনা)

বিজয় বাবু প্রস্তাব উপলক্ষে বলেন, "দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন ঘোষ, বসু ও মিত্রগণ মৌলিকের সহিত সম্বন্ধ করিবার সময় যদি তাঁহাদের প্রাপ্তির কথাটা ষোল আনা না হউক, অন্ততঃ ক্রমে ক্রমে কতকটা করিয়া ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে ক্রমে পণ প্রথার উচ্ছেদ হইতে পারে। পণ প্রথা নিবারণের আর একটী উপায় হইতে পারে, তাহা মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান। মুখে মুখে শুধু

সহানুভূতি প্রকাশে কাজ হইবে না। আন্তরিকতার সহিত সহানুভূতি কার্য্যতঃ প্রকাশ করিতে হইবে।"

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় নির্বারণ বাবু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদনকালে বলেন,—"আমি কায়স্থ-সভার প্রথম দিন হইতে এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ১৭ বর্ষ কাল পণ প্রথা সম্বন্ধে প্রতিবাদ শুনিয়া আসিতেছি। ভগবানের অনুগ্রহে এবং প্রণম্য ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে ও হাটবাড়িয়ায় জিতেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় কায়স্থ-সম্মেলন সংঘটিত হওয়ায় যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইল, তাহা সরলচন্দ্রের সরল বক্তৃতায় সকলেই বুঝিয়াছেন। আমার দুইটী ছেলে আছে—তাহাদের দুবেলা আঁচাবার ব্যবস্থাও আছে, তাহারা সচ্চরিত্র; কিন্তু তাহারা গোলদীঘির গোলাম-খানার গোল চাপরাস পায় নাই। আমি আমার দুইটী মেয়েকে এক পয়সা পণ না দিয়াও বিবাহ দিয়াছি; আমার ছেলে দুইটীকে আপনাদের সমক্ষে হাজির করিতেছি।"

খুলনার উকীল উপেন্দ্রবাবু উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচ সম্বন্ধে বিলাসিতা ত্যাগ একটী উপায়। আর একটী উপায়—আলোচনা। আলোচনার ফলে পণ গ্রহণে নিবৃত্তি না হইলেও লজ্জা যে কাহারও কাহারও মনে হইয়াছে, তাহা সভাপতি মহাশয় কাল বুঝাইয়াছেন। তৃতীয় উপায় স্থানে স্থানে অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন। চতুর্থ উপায় যিনি পণ গ্রহণ করেন, তাঁহার সহিত কোনরূপ সামাজিক আচার ব্যবহার না রাখা; এবং যে মহাত্মা কন্যাদায়গ্রস্ত স্বজাতির দুঃখমোচনে বিনা পণে অন্য কোন বাবদে কিছু না লইয়া দরিদ্র স্বজাতিকে দায়মুক্ত করিবেন, তাঁহার এই উচ্চ আদর্শের পুরস্কারস্বরূপ কায়স্থ সভা হইতে তাঁহাকে সম্মানসূচক বিশেষ উপাধি প্রদান করা কর্ত্তব্য।"

অক্ষয় বাবু বলিলেন,—"রাজপুতনায় কন্যা হইলে তাহাকে মারিবার চেষ্টা হইত। আমাদের দেশেও পণ প্রথার কুফলে মেয়েকে মারিয়া ফেলিবার কারণ ঘটিতেছে। ছেলের পিতা যদি পণ লইয়া ছেলের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তবে মেয়ের পিতাও পণ দিয়া বিবাহ দিবেন না, এরূপ সঙ্কল্প করিতে পারেন। তবেই পণ প্রথার উচ্ছেদ ক্রমে হইতে পারে।"

সপ্তম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবার সাহায্য করার জন্য এবং শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের সাংবৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, সভায় শাস্ত্রীয়গ্রন্থ সংরক্ষণ ও কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্থান অফিসের কার্য্যাদি ও মাসিক অধিবেশনের স্থান কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটি মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য 'চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার' স্থাপিত আছে, এই সভা তদ্ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থমাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, (নবদ্বীপ)

অনুমোদক —প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধরবর্ম্মা, (ফরিদপুর)

মাখন বাবু যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই,—

সজাতীয় প্রতিপালক বলিয়া কায়স্থ জাতি চির প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ সম্বন্ধে সুপ্রাচীন ভবিষ্যপুরাণেও দেখা যায়,—

"পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।"

কায়স্থজাতি স্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক; কিন্তু হায়! আজ সে অনুভূতি সে স্বজাতি-প্রীতি কোথায়?

আপনারা অনেকেই অবগত আছেন—বেশীদিনের কথা নহে—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই জাতিরই এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ স্বোপার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব স্বীয় জাতির কল্যাণ কামনায় উৎসর্গ করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যতদিন এলাহাবাদে "কায়স্থ পাঠশালা" নামক বিদ্যামন্দির (বি, এ কলেজ) সগৌরবে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং থাকিবে, ততদিন স্বজাতিবৎসল 'কায়স্থকুলভাস্কর' মুন্সী কালীপ্রসাদ জীবিত আছেন এবং থাকিবেন। এই মহাত্মা তাঁহার জীবনব্যাপী উপার্জ্জনের প্রায় ৮।১০ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে নিজ জাতীয় কার্য্যে ও জাতির উপকারার্থে দান করিলেন,—আর আমাদের বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ মহাশয়গণ আপনাদের জাতীয় কার্য্যে আপনাদেরই স্বজাতির উপকারার্থে,—আপনাদের হস্তে কি মুষ্টিভিক্ষাও উঠিবে না?

আজ আমরা আমাদের স্বজাতিহিতৈষী প্রত্যেক কায়স্থের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনাদের দরিদ্র বালকবালিকার শিক্ষা বিধান এবং সহায়হীনা আনাথা নিরাশ্রয়া বিধবার সদুপায় বিষয়ে মনোযোগী হউন। যদি প্রত্যেক কায়স্থ অন্ততঃ পক্ষে তাঁহার একটিদিনের আয়ও এই ভাণ্ডারে প্রদান করেন, তাহাদ্বারা জাতির যথেষ্ঠ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। হরিদ্বারে গুরুকুলের পয়সা-ভাণ্ডারের ইতিহাস হয় ত অনেকেই অবগত আছেন। ভাবিয়া দেখুন, আজ সেই ভাণ্ডরের সঞ্চিত প্রচুর অর্থের দ্বারা দেশের কত মহৎ কাজ হইতেছে।”

সভাস্থলে নগদ ৩৭।০ টাকা আদায় হয় * এবং অনেকেই পরে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অষ্টম প্রস্তাব।—এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই নানাবিধ উচ্চশিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ ও শিল্পাদি বিষয়ক শিক্ষার বহুল প্রচার এবং হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত ও সময়োপযোগী স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম, (নড়াইল)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, (কলাগাছি যশোহর)।

নবম প্রস্তাব।—সমুদ্র যাত্রার আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব এই সভা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার বসু, এম-এ, বি-এল, (১ম মুন্সেফ, নড়াইল)

অনুমোদক—পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (কলিকাতা)।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যতীন্দ্র বাবু বলিলেন,—

“যে মহাযুদ্ধের অবসান হইয়া গেল, তাহাতে Regiment রসদ বিভাগে ও অন্যান্য নানাবিভাগে অনেক বাঙ্গালী কায়স্থকে যোগদান করিতে হইয়াছে। প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইঁহারা কিভাবে সমাজে গৃহীত হইবেন,—ইত্যাদি কথা লইয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে

* সভাস্থলে যাঁহারা টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম ধাম বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রাপ্তি স্বীকার মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

সমুদ্রযাত্রা সমাজের একটা বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আমার নিবাস,—বিক্রমপুরে এমন গ্রাম নাই, যেথান হইতে কেহ না কেহ জাপানে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে বা জর্ম্মণীতে যান নাই। ইঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ না করিলে, সমাজের কি দুর্দ্দশার কারণ হয়? আমরা বৎসরের প্রায় ৬ মাস কাল সমুদ্রের মধ্যেই থাকি;—জলে সমস্ত দেশ ভাসিয়া যায়। তথাপি সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ কেন যে বলেন, তাহা আমি জানি না। আমি সমুদ্রযাত্রা প্রত্যাবৃত্ত লোকদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি।”

এই প্রস্তাব সমর্থন কালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—

“মুন্সেফ যতীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার পর সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে আর বেশী কোন কথা বলা সাজে না। ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখা যায়, বৈদিক যুগ হইতেই সমুদ্রযাত্রার স্রোত চলিয়া আসিয়াছে। সেই স্রোতের বাধা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই প্রস্তাব অতি সমীচীন,—এবং এই অধিকার কায়স্থগণকে কায়স্থ-সভা দিতেছেন।”

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

দশম প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকল কায়স্থ-প্রধান স্থানে শাখাসমিতি গঠিত হউক, এবং সভার আর্থিক অবস্থা অনুসারে স্থায়ী বৃত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করা হউক। প্রচার-সমিতির কার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা (হাটখোলা, কলিকাতা)।

অনুমোদক— „ হরিপদ ঘোষবর্ম্মা (লক্ষ্মীপাশা)।

সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

একাদশ প্রস্তাব।—ক্ষত্রিয়-বর্ণোচিত উপাধি ব্যবহার করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ-সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ সকলকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (নবদ্বীপ)।

অনুমোদক— " " সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)।

দ্বাদশ প্রস্তাব।—কায়স্থ-সভার নিয়মাবলীর কতকাংশ সংশোধন।

এই প্রস্তাবটি শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত মহাশয় উত্থাপন করেন।

৪ (অ) নিয়মের শেষভাগে "সাদরে গ্রহণ করিবেন।"—ইহার পরে এইরূপ সংযোজিত হউক,—"যাঁহারা নিজ ব্যয়ে অথবা প্রবন্ধাদি দ্বারা কিংবা যুক্তি তর্ক ও বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য প্রচারের সহায়তা করিবেন, তাঁহাদিগকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিনা চাঁদায় সভার সভ্য করিতে পারিবেন। কায়স্থ-ছাত্রগণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইয়া সভায় দাখিল করিলে, যদি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রবেশিকা রেহাই করিতে পারিবেন।"

৫ (উ) দফায় "সভা আবশ্যক বিবেচনা করিলে" ইহার পরে "একজন সদস্য" শব্দ যোগ করা হউক।

৬ (ই) দফায় "অব্যবহিত পূর্ব্বে" কথার পরে "স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতি ও উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ হইতে" এরূপ সংযোগ করা হউক। তৎপরে "বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি" কথার পরে "গঠিত হইয়া সেই সমিতি" শব্দ যোগ করা হউক।

১৯ দফায় "সভার সর্ব্বপ্রকার আয়ব্যয়ের" পরে "(সকল রকম ভাণ্ডারের টাকা সমেত)" সংযোজিত করা হউক।

২৭ দফায় "সহযোগী সভাপতিগণ" এরপরে "সদস্য" শব্দ এবং "আয়ব্যয়ের পরীক্ষকদ্বয়" এর পরে "পত্রিকা সম্পাদক ও সহকারী-পত্রিকা সম্পাদক" বসান হউক।

২৮ (অ) নিয়মের "নির্ব্বাচন কালে মফঃস্বল হইতে" এর পরে "অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন এরূপ" সংযোজিত হউক। তৎপরে "সদস্য" স্থলে "সভ্য" শব্দ করা হউক।

২৮ (ঈ) দফার প্রথমে—"বাৎসরিক অন্ততঃ ৩৲ টাকা চাঁদা না দিলে কেহ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন না।" বসান হউক।

২৮ (উ) ও (ঊ) দফায় যে "সদস্য" কথা আছে, তৎস্থলে "সভ্য" শব্দ করা হউক।

৩৪ দফায় "নির্ব্বাচিত হইবে"—এর পরে "এবং সভা আহ্বান পত্রে, প্রয়োজনীয় সমস্ত আলোচ্য বিষয়গুলির তালিকা দিতে হইবে, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলি 'বিবিধ'র মধ্যে থাকিবে" ইহা সংযোগ করা হউক।

৩৭ দফায় "কার্য্য-বিবরণের সারাংশ"—এরপরে "এবং আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়ব্যয়ের বিবরণের (Budget) খস্ড়া" সংযোজিত করা হউক।

৫০ দফা যেরূপ আছে তাহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিতরূপে সংশোধিত করা হউক :—

"সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন পত্রিকা-সম্পাদক বা সম্পাদকীয় সমিতি কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী পত্রিকা সম্পাদনের সম্পূর্ণ অধিকার পাইবেন। সহকারী-পত্রিকা-সম্পাদক, পত্রিকা-সম্পাদকের অধীনে বা উপদেশমত কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং পত্রিকা-সম্পাদকের অসুস্থতার জন্য বা তাঁহার কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতিকালে সভার সম্পাদকের অনুমত্যনুসারে পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদক ও সহকারী-পত্রিকা-সম্পাদক উভয়েই প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সভার সম্পাদকের সহিত পরামর্শমতে কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। সম্পাদকীয় সমিতির তিনজন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই উক্ত সমিতির অধিবেশনের কার্য্য (quorum) হইতে পারিবে।"

অনুমোদক—রায় বিনোদবিহারী বসু বি-এ, (বাগবাজার, কলিকাতা)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অষ্টাদশ বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মিত্রবর্ম্মা এম-এ, বি-এল, (নড়াইল)।

অনুমোদক— „ রজনীকান্ত রায় (কাকিনা)।

সমর্থক— „ গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম-এ, বি-এল, (দিনাজপুর)।

„ মহেন্দ্র চন্দ্র দেব (ময়মনসিংহ)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত হইলেন :—

সভাপতি :—

(ক) কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুর, ৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সহঃ সভাপতি :—

(উ) শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি-এল, হাং ১নং করিজচার্চ্চ লেন, কলিকাতা

(দ) ,, কিরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা, সি-এস্, সি-আই-ই, কমিশনার, হাং চট্টগ্রাম।

(ব) ,, কালী প্রসন্ন সরকার বর্ম্মা বি এ, ফরিদপুর।

(বা) রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, এম-এ, বি-এল, এম-বি-ই, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কোষাধ্যক্ষ :—

(ব) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল্, হাং কুঠিঘাটা, বরাহনগর।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক :—

(দ) শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্তবর্ম্মা, এম-আর-এ-এস্, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,

(ব) ,, জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, ১১।৫।১½নং রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা।

সম্পাদক :—

(দ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব, ৯নং বিশ্বকোষ লেন,

(দ) শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ, ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সহঃ সম্পাদক :—

(উ) শ্রীযুক্ত আনন্দ কৃষ্ণ সিংহ, এম-এ, হাং ৪০ নং সীতানাথ রোড, কলিকাতা।

(দ) ,, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(ব) ,, নীতিশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ২৫ নং হরিশ মুখার্জ্জির রোড্, কলিকাতা।

(বা) লেফটেনান্ট শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন রায় চৌধুরী বি-এ, "টেপা লজ", রংপুর।

পত্রিকা-সম্পাদক :—

(দ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ বর্ম্মা, বিদ্যাভূষণ, ৮২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট

সহকারী-পত্রিকা-সম্পাদক :—

(ব) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র কুমার বসু বর্ম্মা, কাব্যার্ণব, ৭৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পত্রিকা সমিতি :—

(উ) কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় বর্ম্মা, এম-এ, প্রাজ্ঞ, দিনাজপুর।

(দ) শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত, ১ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, কলিকাতা।

(ব) ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ১৮ নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(বা) লেফটেন্যান্ট নলিনী মোহন রায় চৌধুরী বি-এ "টেপা লজ" রংপুর।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ :—

(উত্তররাঢ়ীয়)

১। মহারাজ স্যার গিরিজা নাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, কে-সি-আই-ই, দিনাজপুর।

২। মাননীয় রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর, এম-এ, বি-এল, বাঁকিপুর, পাটনা।

৩। শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা হাং মতিহারী, বিহার।

৪। কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় বর্ম্মা "প্রাজ্ঞ" এম-এ, দিনাজপুর।

৫। কুমার সতীশ কণ্ঠ রায় বর্ম্মা, চাঁচড়া, যশোহর।

৬। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, হাং বাঁকিপুর, বিহার।

৭। কুমার মণীন্দ্র চন্দ্র সিংহ, এম-বি-ই, পাইকপাড়া রাজবাটি, কলিকাতা।

৮। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বি-এল, হাং গয়া।

৯। ,, যোগেন্দ্র মোহন সিংহ, বেগমপুর, (পোঃ পাঁচঘরা, হুগলী)।

১০। ,, সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক, বি-এস-সি ১৫৪ নং লোয়ার সারকুলাররোড।

১১। ,, বাসন্তী চরণ সিংহ, এম-এ, বি-এল, ৫নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২। ,, সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা, বি-এ, ১২ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট,

১৩। ,, গৌরাঙ্গ সুন্দর মিত্র, এম-এ, বি-এল, দিনাজপুর।

১৪। ,, প্রেমানন্দ সিংহ বি-এল, ৫ নং গোপাল বাণার্জ্জির লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা

১৫। ,, সুধীন্দ্র নারায়ণ সিংহ, ৫নং আলিপুর রোড, কলিকাতা।

(দক্ষিণরাঢ়ীয়)

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

২। রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, নেবুবাগান, ৬৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা, শোভাবাজার রাজবাটি ৮নং রাজনবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত, ১৫৭।৩ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৫। ,, দয়ালচন্দ্র বসু, ৫৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। ,, কেদার নাথ মিত্র, ৩২ নং জয়মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭। অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি-এল, ২ নং শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা।

৮। ডাক্তার ধনেন্দ্র নাথ মিত্র বর্ম্মা, ৯৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এল, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০। ,, বিপিন কৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা, ১৪ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, কলিকাতা।

১১। সুরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা, হাং ৭০ নং মানিকতলা মেইন রোড, কাঁকুড়গাছি

১২। ,, জিতেন্দ্র নাথ রায় বি-এ, জমিদার, হাটবাড়িয়া, হাং টালা, কলিকাতা।

১৩। মাননীয় ভবেন্দ্র চন্দ্র রায় ১নং আউটরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৪। শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্মা, "অমৃতবাজার" ২নং আনন্দ চাটার্জ্জির লেন,

১৫। „ কিরণ চন্দ্র দত্ত, "লক্ষ্মীনিবাস" ১নং লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত লেন, কলিকাতা।

১৬। „ মন্মথ মোহন বসু বর্ম্মা, এম-এ, ৪নং গোকুল মিত্রের লেন, কলিকাতা।

১৭। „ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বি-এ, ১০৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮। „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী, ৯০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯। „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা, ২২৫ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

২০। „ রাজচন্দ্র দত্ত, বাণ্ডেল রোড, চট্টগ্রাম।

(বঙ্গজ)

১। শ্রীযুক্ত অবনি প্রসাদ রায় চৌধুরী জমিদার কাশিমপুর, ঢাকা।

২। রায় সাহেব ঈশান চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, ১।৩ নং প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত চন্দ্র ম'ন ঘোষ রায়. নরোত্তমপুর, পোঃ বানরীপাড়া, বরিশাল।

৪। „ বসন্ত কুমার বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, মালখানগর, হাং ৩২ নং কাঁসারিপাড়া রোড ভবানীপুর, কলিকাতা।

৫। রায় বাহাদুর সারদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা দস্তিদার, এম-এ, বি-এল, ময়মনসিংহ।

৬। রায় সাহেব নন্দকুমার বসু বর্ম্মা, রাজনগর, ঢাকা।

৭। মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা, বি-এল, শেখরনগর, হাং ১৩০ নং পূর্ব্বরঙ্গা, ঢাকা।

৮। শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু বি-এ, ভরাকর, ঢাকা, হাং হাটবাড়িয়া, পোঃ রতনগঞ্জ, যশোহর

৯। „ দুর্গাদাস রায়, বি এল, ময়মনসিংহ।

১০। „ কেদার নাথ ঘোষ বর্ম্মা, ধাপ, রংপুর।

১১। „ মহেন্দ্র নাথ গুহরায় বর্ম্মা হাং ৮৫।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২। „ কেদার নাথ দেব বর্ম্মা, ১৬নং মাণিক বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩। „ মহেন্দ্র চন্দ্র রায়. ভেলানগর, পোঃ ভোলাচঙ্গ, ত্রিপুরা।

১৪। „ কামিনী কুমার দাস, মার্চেন্ট, ষ্ট্রাণ্ড রোড, চট্টগ্রাম।

১৫। „ হেমচন্দ্র ঘোষ ১০৩ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বারেন্দ্র—

১। রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায়, এম বি-ই, কাকিনা, রংপুর।

২। কুমার রাধিকাভূষণ রায়, বনোয়ারিনগর (তড়াশ পাবনা.

৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ রায় বর্ম্মা চৌধুরী, জমিদার নিমতিতা, মুর্শীদাবাদ।

৪। „ ভবানী নাথ রায়, চিথলিয়া, নদীয়া।

৫। „ যাদবানন্দ রায় বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা।

৬। „ দীনেশ চন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল, ৪৮ নং মধুরায়, লেন, কলিকাতা।

৭। „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা, কুসুম্বি, রাজসাহী

৮। „ যোগীন্দ্র নাথ সরকার বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৯। „ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম-এ, ইন্‌সপেক্টর অব স্কুল, হাং চুঁচড়া, হুগলী।

১০। „ যোগেন্দ্র নাথ সরকার বর্ম্মা জমিদার মাদলা, বগুড়া।

১১। „ কৃষ্ণলাল রায় বর্ম্মা, বনোয়ারীনগর, পাবনা।

১২। „ অশ্বিনীকুমার দত্তবর্ম্মা, কুষ্টিয়া, নদীয়া।

১৩। „ ত্রৈলোক্য মোহন নন্দী বর্ম্মা, নাটোর, রাজসাহী।

১৪। „ রাই চরণ রায় বর্ম্মা, পাবনা।

১৫। „ —

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি-এল।

অনুমোদক— „ ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা।

সমর্থক— „ নিবারণ চন্দ্র দত্ত।

প্রস্তাবক, অনুমোদক ও সমর্থক মহাশয়গণ একবাক্যে বলেন—কায়স্থ-সভার প্রাণ-স্বরূপ স্বর্গীয় মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। সকলের এজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চদশ প্রস্তাব। ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ গতবর্ষের সভাপতি, সম্পাদক, প্রচারক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ; অভ্যর্থনা সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ মহানুভব শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

সভাপতি মহাশয় বলেন,—"শ্রীযুক্ত রামলাল শিরোমণি প্রমুখ স্থানীয় কয়েক-

জন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জাতির উপবীত গ্রহণ সমর্থন করায় অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াও কায়স্থের পক্ষ সমর্থন করায় আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণকেই প্রণাম করিতেছি ও ধন্যবাদ দিতেছি। যাঁহাদের বাড়ীতে আজ আমরা সমুপস্থিত, তাঁহাদিগকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সহঃ সভাপতি, সমিতির প্রধান সদস্য যতীন্দ্র নাথ বসু (মুন্সেফ), শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণকেও ধন্যবাদ। আমাদের কায়স্থসভার প্রচারক ও যাঁহাদের আদর যত্ন ভুলিতে পারিব না, সেই স্বেচ্ছাসেবকগণকেও ধন্যবাদ। যাঁহাদের নিকট আমরা কোন না কোনরূপ উপকার পাইয়াছি, তাঁহাদের সকলের নাম করিতে পারিলাম না, তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। উপবেশনের পূর্ব্বে আমি আর এক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিতেছি ; তিনি শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা। তিনি দশ বৎসর কাল অনেক সময় নষ্ট করিয়া সভার উন্নতি সাধনার্থ সম্পাদক রূপে কাজ করিয়া বিশেষভাবে আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনি আগামী বৎসরে সম্পাদক থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা দুঃখিত, এক্ষণে তাঁহাকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মধ্যে রাখা হইয়াছে। আশা করি তাঁহার উপদেশ ও সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় উঠিয়া সভাপতি মহাশয়কে এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহা সমর্থন করেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত রায় মহাশয় এবং তাঁহার ম্যানেজার শশিবাবুর আদর ও যত্নে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষভাবে আপ্যায়িত, এজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

রায় বিনোদ বিহারী বসু মহাশয় সমর্থন করেন।

সর্ব্বশেষে দুইটি তরুণবয়স্ক কায়স্থ বালক সুমধুর কণ্ঠে কবিকুসুম মহাশয়ের বিরচিত নিম্নলিখিত বিদায়-সঙ্গীতটী গান করে।

"এস তবে এস আজ, দিও পুনঃ দরশন।
হৃদয়েরি পরিমলে বিদায়েরি আয়োজন ॥

সাধুজন-সঙ্গতি সৎপথে দেবে মতি
আমাদের এ আরতি, তোমাদের আমন্ত্রণ ॥
মৌন মোদের ভাষা, মুখর হৃদয় আশা ;
শিশু ভক্তি ভালবাসা, ভাবগ্রাহী সুধীজন।

সঙ্গীত শেষ হইলে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। রাত্রে জিতেন্দ্র বাবুর অতিথি সেবার পারিপাট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরদিন হাটবাড়িয়ার জমিদার বাটিতে বিরাট কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হইয়া আউড়িয়া, ভদ্রবিলা, বারাসিয়া, কাসিয়াড়া, উজীরপুর, কলোড়া প্রভৃতি গ্রামের ৬২ জন কায়স্থের উপবীত সংস্কার সুসম্পন্ন হয়।* তৎপরে আহারান্তে প্রতিনিধিগণ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সহ নড়াইল পরিত্যাগ করেন।

---

* এই উপনয়ন কেন্দ্রের বিবরণ বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে

কায়স্থ-পত্রিকা

ফাল্গুন, ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

শঙ্করদেব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান (২৫) তাঁহার শৈশব-রচনা। এই পুঁথির বন্দনাটি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, তখনও কৃষ্ণ-নামে তাঁহার দৃঢ়তা জন্মে নাই। হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে বিশ্বামিত্র ঋষিকে সমগ্র রাজ্যদান ও আত্মবিক্রয় দ্বারা দক্ষিণা সংগ্রহ এই সকল কার্য্যই এই উপাখ্যানে প্রকৃতিপুঞ্জসহ হরিশ্চন্দ্রের সশরীরে স্বর্গারোহণের হেতুভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু :—

তন্ত্র মন্ত্র যজ্ঞ যত তপ তীর্থ কোটি শত
হরিনাম অধিক সবাতে। (কীর্ত্তন ৪৭৬ পৃঃ)।

ইহাই উত্তরকালে শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক উদ্গীত হইয়াছিল। এক হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান ব্যতীত শঙ্করদেব আর যাহা কিছু লিখিয়াছেন তৎসমস্তই ভক্তিশাস্ত্রমূলক। শেষবয়সে রাজা নরনারায়ণের অনুরোধে তিনি সমগ্র কৃষ্ণলীল একটি কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া "কৃষ্ণগুণমালা" রচনা করেন।

ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারে শঙ্করদেবের আজীবনব্যাপী প্রয়াস বহু ফলোপধায়িনী হইয়াছিল। একেত তাঁহার কবিত্বশক্তি অতুলনীয় তদুপরি বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ভক্তিতত্ত্বের প্রচারে ঐকান্তিকতা হেতু তাঁহার রচনা সর্ব্বত্র মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। পৌরাণিক বৃত্তান্তসকল বর্ণনায় তিনি শুধু মূলের অনুবাদ করিয়াছেন এমন

(২৫) 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের' প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে ৬০০ শতেরও অধিক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। সংশোধিত মুদ্রিত গ্রন্থে ৫১২টি পদ আছে। ৬০৪ সংখ্যক পদটী এই :— 'চম্নালের বাণি হেন মনে জানি, মনে হৈবা পরিতোষ।" ১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রদীপ' দ্রষ্টব্য।

নহে ; প্রায়শঃ বিভিন্ন পুরাণবর্ণিত বৃত্তান্তমালা একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ঐ গুলি লোকের অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাঁহার রচনায় যে যে স্থলে মূল শ্লোকের অনুবাদ দেখা যায়, ঐ গুলি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতররূপে কেহই পদ্যে অনুবাদ করিতে পারিবেন কি না সংশয়স্থল। তাঁহার রচনার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ঐ গুলিতে স্বকপোল কল্পিত কথার সংমিশ্রণ অধিক নহে। ইহার ফলে তাঁহার রচনা তর্কস্থলে প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ৮ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে "চৈতন্য-চরিতামৃত" রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে ঐ গ্রন্থ প্রচার করিতে দেন নাই। তিনি এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের সার ঐ গ্রন্থে ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া লোকে অনায়াসে ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। তৎপরে মূলশাস্ত্র পাঠে কাহারও আগ্রহ থাকিবে না। শঙ্করদেবকর্তৃক ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে কেহই এইরূপ বাধা দিতে পারেন নাই। ফলে আসামের বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে শঙ্কর-মাধব রচিত কীর্ত্তন, দশম নাম-ঘোষা প্রভৃতিই শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ঐ গুলি যে সকল মূল সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার চর্চ্চা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। জীব গোস্বামীর নির্দ্ধারিত প্রণালীর উপকারিতা থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানবোধ সুলভ ও অনায়াসলভ্য হইলে তাহারও যে কিছু শুভফল না আছে এমন নহে। শঙ্কর-মাধব রচিত ভক্তিশাস্ত্রগুলি আপামর-সাধারণের মধ্যে যেরূপ বহুল প্রচারিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ পুঁথিগুলির অসংখ্য পদ লোকের মুখে মুখে সতত উচ্চারিত হইতেছে। ঐ গুলির অর্থবোধের জন্য জটিল ও দার্শনিক টীকা নিষ্প্রয়োজন। আবৃত্তিমাত্র ঐ গুলি বোধগম্য হইয়া থাকে। অধুনা সংস্কৃতশাস্ত্রাদি মুদ্রিত ও অনুবাদসহকারে প্রচারিত হওয়ায় তর্কস্থলে শঙ্কর-মাধবের উক্তির মূল নির্দ্দেশেও অন্তরায় উপস্থিত হয় না।

শঙ্করদেবকর্ত্তৃক ভক্তি-শাস্ত্রের প্রকাশহেতু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব লোকসমাজে প্রচারিত হইতে লাগিল। তদুপরি রাম রাম গুরু, মাধব, রামদাস প্রভৃতি মহা মহা ভক্তের সহিত নাম-কীর্ত্তন, কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। শঙ্কর ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—লোকে সাগ্রহে শুনিতে লাগিল—কীর্ত্তন ও ভাওনার আনন্দে সকলে মাতিয়া উঠিতে লাগিল—দ্রুতবেগে দেশে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শঙ্করদেব বড়পেটা অঞ্চলে অধিষ্ঠান করিলে পরই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। উপর আসামেও তিনি বহুকাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উপর-আসামে তিনি নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহাকে নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির সহিত দৃঢ়তা সহকারে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

বরদোয়ার "আতা আরুভক্ত-সংবাদ" নামক এক স্থানে পুঁথিতে শঙ্করদেব কোন্ স্থানে কত কাল বাস করেন, তাহার নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায় :—

স্থান	কাল	স্থান	কাল
আলিপুখুরি	১৩ বৎসর।	বেলগুরি বা ধুঞাহাটা	১৫ বৎসর।
বরদোয়া	২১ বৎসর।		(মাধব সম্মিলন)।
তীর্থ-ভ্রমণ	১২ বৎসর।	কপলা	৬ মাস।
বরদোয়া	২১ বৎসর।	পালন্দি	৬ মাস।
কোমরছেদা	৬ মাস।		(নারায়ণ-ঠাকুর সম্মিলন)।
গাঙ্গ-মৌ	৫ বৎসর।	কুমার কুচি	১ বৎসর।
		পাটবাউসী	১৬ বৎসর।
(জগদীশকর্ত্তৃক ভাগবত আনয়ন)।		(গুরু দামোদর ও হরিগুরু সম্মিলন)।	

"আতা-ভক্ত-সংবাদে" (২৬) শঙ্করদেবের জীবিতকাল ১০৫ বৎসর বলিয়া সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রামচরণ ঠাকুর প্রণীত (২৭) চরিত্র পুঁথি

(২৬) 'বিজয়া"—রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় "মহাপুরুষ ও শঙ্করদেব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২৭) এই রামচরণ ঠাকুর মহাপুরুষ মাধবদেবের ভাগিনেয়, শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত রামদাসের পুত্র এবং চরিত্র-লেখক দৈত্যারি ঠাকুরের পিতা রামচরণ কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ইহার রচিত সমগ্র পুঁথি এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য। স্থানে স্থানে ইহার ভণিতাযুক্ত পুঁথির যে যে অংশ পাওয়া যায়, ঐ গুলি একত্র সংযোজন করিয়া সমগ্র পুঁথির উদ্ধার করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, এই সুবৃহৎ পুথি শুদ্ধাচারে রক্ষা করিতে না পারিলে অনর্থ ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া কেহ উহা বহু লোকের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি কেহ কেহ সমগ্র পুঁথি এক স্থানে রক্ষার উদ্যম করেন নাই। এই পুঁথির রচয়িতা পূর্ব্বোক্ত রামচরণ হইলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার বর্ণনা এরূপ বহু বিস্তৃত যে, এরূপ বিশদ চরিত্র-গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী লেখকেরা কি জন্য ক্ষুদ্রতর চরিত্র-গ্রন্থ সকল রচনা করিলেন একথার মীমাংসা করা যায় না। আর একটি কথা। কণ্ঠভূষণের চরিত্র-পুথিতে শঙ্করদেবের চরিত্র প্রায়শঃ মানবচরিত্ররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দৈত্যারি ঠাকুর শঙ্করদেবের ব্যবহারের জন্য এক দরজি কর্ত্তৃক চারিহস্তবিশিষ্ট জামা তৈয়ারি করিবার কথা উল্লেখ করিয়া অলৌকিক ব্যাপারের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। আর রামচরণ ঠাকুরের রচিত পুথিতে অলৌকিক বৃত্তান্তের এরূপ বহুল সমাবেশ যে, এই গ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়।

হইতে "তের মন্দ ছকুড়ি" এই পদ উদ্ধৃত করিয়া কোন কোন প্রবন্ধলেখক
বলেন, শঙ্করদেবের জীবিতকাল 'তের কম ছয় কুড়ি' অর্থাৎ ১০৭ বৎসর। কেহ
কেহ "দেড় মন্দ ছকুড়ি" এই পাঠান্তর সিদ্ধান্ত কয়িয়া ১১৮৷৷০ বৎসরে উপনীত
হন। তাহা হইলে জন্মশক ১৩৭১ হয়।

দ্বিজ রামানন্দ প্রণীত চরিত্র-পুঁথিতে ১৩৭১ সাল জন্মকাল বলিয়া উল্লিখিত
হইয়াছে। এই পুঁথি শঙ্করদেবের পুত্র রামানন্দকর্ত্তৃক রচিত নহে। ইহা
ভবানীপুরিয়া গোপাল আতার পথাবলম্বী রামানন্দ নামে এক ব্যক্তির লিখিত।
উহা মহাপুরুষীয় সন্ত সাধুর গ্রহনীয় নহে (২৮) পরবর্ত্তীকালে লিখিত রুদ্রযামল
(২৯) ও চরিত্র-সংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শঙ্করদেবের জন্ম-শক ১৩৭১
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রামাণিক
চরিত্রপুঁথিতে জন্মশকের অনুল্লেখহেতু ঐ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না।
"আতাভক্ত-সংবাদের" বিবরণী বিশ্বাস করিতে হইলে শঙ্করদেবের জন্মশক ১৩৮১
হয়। তাহার সহিত প্রথমবার তীর্থ-ভ্রমণ পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর যোগ দিলে ১৪৩১
শক পাওয়া যায়, সুতরাং ঐ শকে অদ্বৈত্য-সভায় শঙ্করদেবের উপস্থিতি-সম্বন্ধে
অপ্রত্যয় উপস্থিত হয় না। যাহা হউক, অনেকেই অধুনা ১৩৭১ শক শঙ্কর-
দেবের জন্মশক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন এবং "আতা ভক্ত-সংবাদে" ১৪ বৎসর
বাদ পড়িয়াছে মনে করেন। তাঁহাদের মতে আলিপুখুরি ও বরদোয়ার তীর্থ-
ভ্রমণের পূর্ব্বে ১০ বৎসর ও বেহারে ২ বৎসর ৬ মাস এবং এক স্থান হইতে অন্য
স্থানে যাওয়ার সময় ১ বৎসর ধরিয়া মোট ১১৯ বৎসর হইবে। এই হিসাবে
৪৪ বৎসর বয়সের সময় শঙ্করদেবের প্রথম তীর্থযাত্রার কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

উপরোক্ত মন্তব্যসহ আতাভক্ত-সংবাদের বিবরণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা
যাইবে যে, তীর্থ-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই শঙ্করদেব ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন

(২৮) ২য় ভাগ "জোনাকী" দ্রষ্টব্য।

(২৯) খ বাণ বিশ্ব বেদকে শশাঙ্ক গণিতেশাকে। শ্রীমৎ শঙ্করনামাসোঽহবতীর্ণঃ কলৌ যুগে
বিন্দু রন্ধ্র বেদ চন্দ্র শাকে শঙ্করসংজ্ঞকঃ। নববাবং সমুৎসৃজ্য ভাদ্রমাসি ত্যাগাংগত
(রুদ্রযামলম্।)

শাকে শুভ্রাংশু সপ্ত জ্বলন শশিমিতৌ যোঽবতীর্ণো ধরিত্র্যাম্।
স শ্রীশ্রীশঙ্করঃ শ্রীহরি পদ-মগমৎ ব্যোমরন্ধ্রাব্ধি চন্দ্রে॥ চরিত্র-সংহিতা

নাই। সম্ভবতঃ তিনি বহুকাল ভক্তিশাস্ত্রের চর্চ্চা ও গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন; ধুঞাহাটা বা বেলগুড়িতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে শঙ্করদেব ১৬ বৎসর ছিলেন। ঐ সময় মধ্যে ভক্ত রামদাসের দীক্ষা ও মাধব-সম্মিলন হইলে পর শাক্তদিগের সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। বিপক্ষেরা রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া ফললাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু শঙ্করদেবও যে রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে। বিশেষতঃ তদানীন্তন আহম-রাজদিগের বিচার-প্রণালীর যেরূপ পরিচয় চরিত্র-পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ রাজ্যে নিরুপদ্রবে বাস করা সম্ভবপর ছিল কি না সংশয়স্থল। প্রধানতঃ যে ঘটনায় শঙ্করদেব ধুঞাহাটা পরিত্যাগ করেন তাহা এই;—আহমরাজ হাতী ধরিবার জন্য খেদা পাতিয়া ভুঞাদিগকে লোকজনসহ গড় রক্ষা করিতে আদেশ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গড় ভাঙ্গিয়া হাতী পলায়ন করে। তখন রাজা ভুঞা-দিগকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দেন। এই সংবাদ পাইয়া সকলেই পরিজন-দিগকে নৌকায় তুলিয়া পলাইতে লাগিল। শঙ্করদেব পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আহমেরা আসিয়া পড়িল। কথিত আছে, এই সময় শঙ্করদেব এক লম্ফে একটা চৌদ্দ হাত গড়খাই পার হইয়া গিয়াছিলেন। আহ-মেরা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না; কিন্তু তাঁহার জামাতা হরি ও মাধবদেবকে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে মাধব হরিকে কহিলেন, "শত্রুরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ-সংহার করিবে। যদি অগ্রে তোমায় বধ করে, আমি তোমায় হরিনাম শুনাইব, আর যদি প্রথমে আমাকে হত্যা করে তবে হরিনাম শুনাইবার ভার তোমার উপর রহিল।" আহমেরা মালা ও কমণ্ডলুধারী দেখিয়া মাধবদেবকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু হরিকে খড়্গাঘাতে নিহত করিল। কথিত আছে, হরির ছিন্ন মুণ্ড "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়াছিল।

মাধবদেব আহমদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শঙ্করদেব ও অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া শঙ্করদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার মুখে জামাতার শোচনীয় পরিণাম ও অন্তিমকালীন দৃশ্যের বর্ণনা শুনিয়া শঙ্করদেব দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শঙ্করদেব ধুঞাহাটা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র-পুঁথিতে দেখা যায়, রাজা নরনারায়ণ সিংহা-সনে আরোহণ করিলে পর তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ চিলারায় সসৈন্যে অগ্রগামী হইয়া আহমদিগের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা নরনারায়ণ পরম ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও কীর্ত্তিকাহিনী লোকমুখে শুনিয়া দলে দলে লোক উপর আসাম হইতে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবার জন্য চলিয়া যায়। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

ধুঞাহাটা হন্তে শুনে লোক সমাচার। গীত কবিত গুণ শুনয় রাজার।
তার রাজ্যে যাইবে মন সমস্ত প্রজার॥
সেই সময়ত নরনারায়ণ রাজা। মারিতে আসাম রাজ্য সাজি লৈল প্রজা॥
আগ হুয়া লোক পাছু করি বাজু দিল। আপন ইচ্ছায় লোক সমস্তে আসিল॥

ইতিহাসে দেখা যায় ১৪৬৮ শকে রাজা নরনারায়ণ আহম রাজ্য আক্রমণ করেন। "আতা-ভক্ত-সংবাদের" বিবরণ অনুসারে শঙ্করদেব ১৪৭২ শকে অর্থাৎ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার ৪ বৎসর মধ্যে ধুঞাহাটা ত্যাগ করেন। শঙ্করদেবের জন্ম শক ১৩৭১ বলিয়া গ্রহণ করিলে ধুঞাহাটা ত্যাগের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১০০ বৎসর হয়; সুতরাং আতা-ভক্ত-সংবাদের বিবরণ ইতিহাস ও চরিত্র-পুঁথির অবিরোধী বলিয়া অধিকতর নির্ভর যোগ্য ইহাই প্রতীতি হইয়া থাকে এবং শঙ্করদেবের জন্ম শক ১৩৭১ বলিয়া গ্রহণ করিতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা যে সংশয় প্রকাশ করেন, তাহা অহেতুক বোধ হয় না।

শঙ্করদেবের যতগুলি চরিত্র পুঁথি আছে, তাহার প্রত্যেক খানিতেই তৎকর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন বর্ণিত হইয়াছে; আর উক্ত হইয়াছে যে তিনি ধুঞাহাটা হইতে বড়পেটায় গেলে পর অনেক শিষ্য সহকারে তীর্থযাত্রা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন।

"আতা-ভক্ত-সংবাদ" অনুসারে ১৪৭২ শকের পরে এই ঘটনা ধরিতে হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ ১৪৬৫ শকে চৈতন্যের তিরোভাব হইয়াছে। সুতরাং ধুঞাহাটা হইতে শঙ্করদেব কর্ত্তৃক তীর্থযাত্রা কল্পনা না করিলে তৎকর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন অঙ্গীকার করা যায় না। তাঁহার জন্ম শক ১৩৭১ ধরিলে বড়পেটা হইতে তীর্থযাত্রা করিয়া চৈতন্যদর্শন আরও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শঙ্করদেবের জীবনের অনেক ঘটনার ন্যায় তৎকর্ত্তৃক চৈতন্য-দর্শন তাঁহার চরিত্র-পুঁথিতে বড়পেটা গমনের পর বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উহা পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্য অবতাররূপে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বেই শঙ্করদেব শান্তিপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানচর্চ্চায় বিরত থাকিয়া গৌরহরি শুধু নামকীর্ত্তন প্রচারের যে উদ্যম করেন, শঙ্করদেব তাহার প্রতিরোধী ভাব লইয়াই দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহাপুরুষীয় সাহিত্যে নদীয়ার উল্লেখ ভূরি ভূরি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কুত্রাপি নদীয়া ও তদ্দেশীয় শিক্ষার প্রতি সম্ভ্রমব্যঞ্জক ভাবের বর্ণনা দেখা যায় না। বরং তদ্বিপরীত ভাবই লক্ষ্য হইয়া থাকে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যে পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের সভায় চণ্ডীবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, উক্ত হইয়াছে, তিনি নদীয়া হইতে আসিয়াছিলেন এবং বিদ্যার পরিচয় প্রদর্শনার্থ রাশীকৃত পুঁথি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিতেন! গয়াপাণি শঙ্করদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া "তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থই করিতে পারিলেন না। উক্ত হইয়াছে, ইনিও নবদ্বীপেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করদেব স্বয়ং নবদ্বীপ ও তথাকার শিক্ষা ও লোকচরিত্রসম্বন্ধে এবম্প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ নাই। তিনি প্রাপ্ততেজ চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ষোড়শাক্ষরী নামমন্ত্র (৩০) আসাম হইতে বিদূরিত করিয়া চতুরক্ষর মন্ত্র (৩১) প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তরঙ্গ আসামে আসিয়া সাগরতটপ্রহত উর্ম্মির ন্যায় ফিরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং শঙ্করপথাবলম্বী মহাপুরুষীয় লোকেরা নদীয়ার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাশীলতা দেখাইলে উহা অস্বাভাবিক মনে করিবার হেতু নাই। চরিত্র-পুঁথিতে আছে, শঙ্করদেব রূপ-সনাতন প্রেরিত প্রচারকের মুখে বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত শুনিয়া বৃন্দাবন দর্শনে উৎসুক হন। শিষ্যদিগকে বৃন্দাবন-গমনে উদ্বুদ্ধ করিতে তিনি বলিয়াছিলেন :—

(৩০) হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
(৩১) রামনারায়ণ কৃষ্ণহরি।

আসা একেলগে যবে যাঁও বৃন্দাবন। আছে বৃন্দাবন দাস হয়োঁ দরিশন॥
যি সব ভক্তির ভাগ করিছো বেকত। হুই নুই পুছি তান্ত লৈবাহা সম্মত॥(৩২)

এতদ্বারা রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির প্রতি তাঁহার যথোচিত শ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ শঙ্করদেব ধর্ম্মপ্রচারে চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তৎপ্রতি অশ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁহার চরিত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র আছন্ত যথাত। ভৈলন্ত শঙ্কর-সূর্য্য প্রবেশ তথাত॥

এই বাক্যটিতে উভয় মহাত্মারই স্বরূপ যথাসঙ্গত উক্ত হইয়াছে বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য চন্দ্রের ন্যায় কোমল মধুরদর্শন—প্রেমের গলিত ধারা, আর শঙ্কর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপূর্ণ উজ্জ্বল—জ্ঞানের প্রখর রশ্মি। শঙ্করদেবের জীবদ্দশাতেই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তরঙ্গ আসাম হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত এবং চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শঙ্করদেব তাহা অনবগত ছিলেন না, কিন্তু দেখা যায়, রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবন দাসের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ অধিক, ইহার কারণ কি? রূপ ও সনাতনই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতের লেখক। সুতরাং ইঁহারা সকলেই শঙ্করদেবের ন্যায় জ্ঞান-চর্চ্চায় নিযুক্ত; কেহই জ্ঞানশূন্য ভক্তিমার্গের পথিক নহেন!

শঙ্করদেব কর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন উল্লেখ করিয়া কণ্ঠভূষণ লিখিয়াছেন :—

চৈতন্য গোসাইক তথা ভৈল দরিশন। দুইকে দুই না চাহিলা নাহিকে সম্ভাষণ॥
মুহূর্ত্তেক মানে দুয়ো চাহি আছিলন্ত। নিবর্ত্তিয়া আসি বাসা ঘরে রহিলন্ত॥

দৈত্যারি ঠাকুর এই বৃত্তান্ত আরও কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন :—

শঙ্করর নাম শুনি কৃষ্ণচৈতন্যর। মিলিল আনন্দ বাঝ ভৈলন্ত মঠর॥
দুয়ার মুখত আছি রহিলন্ত চাই। দুয়ো নয়নর নীর ধারে বহি যাই॥
শঙ্করো নয়নর নীর বহে ধারে। পথ হৈতে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে॥

(৩২) মাধবদেবের কৌশলে শঙ্করদেব বৃন্দাবন গমনে নিরস্ত হন। যদি তিনি যাইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আসাম ও বঙ্গের বৈষ্ণব-সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য দূরীভূত হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের একীকরণ হইয়া যাইত। অন্ততঃ বাঙ্গলা বৈষ্ণব-সাহিত্যে শঙ্করদেব ও তদনুসারী ভক্তদের বিবরণী পাওয়া যাইত। অন্যপক্ষে মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের বিবরণ সম্বন্ধেও দৈন্য লক্ষিত হইত না।

কতক্ষণ দুইকো দুই চাই প্রেমমনে। পশিলা মঠত গৈয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে॥
নমাতিলা দুইকো দুই নিদিলা উত্তর। পরম হরিষ মনে চলিলা শঙ্কর॥

দ্বিজ রামরায় প্রণীত দেব দামোদরের চরিত "গুরুলীলা" গ্রন্থে আছে :—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর। কৃষ্ণ যে চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার॥
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যেও কহিছে পূর্ব্বত। ব্রহ্ম হরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত॥
সেই কথা শুমরি শঙ্কর মৌন ভৈলা। রাম রাম গুরু সমে উচর চাপিলা॥
অবনত হুয়া দুই নমিলা সাক্ষাৎ। পূর্ব্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত॥
শঙ্করর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী। কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি॥
শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে। এক যে শরণ ধর্ম্ম চৈতন্যর স্থানে॥

সুপ্রসিদ্ধ কথাভাগবতকার দেব দামোদরের শিষ্য পরমভাগবত ভট্টদেব কবিরত্ন-বিরচিত "সৎসম্প্রদায়-কথা" আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"শ্রীশঙ্করে পূর্ব্বে দামোদর-মুখে চৈতন্যের বার্ত্তা শুনি দেখিবে ইচ্ছা আছিল; বিষয় ব্যগ্রে না পাইল। পাছে রাম রায় বড় বাক্ গোমস্তা পাতি রাম রাম গুরু সনে মণিকুটে গৈলা। পাচে মাধব দর্শন হুই রত্নপাঠকের মুখে ভাগবত শুনি বোলে হে রত্নপাঠক, এহি শাস্ত্র ইঠাইত কোন প্রবর্ত্তাইল। পাঠকে বোলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তাইল। শঙ্করে বোলে এখন প্রভু চৈতন্য কত আছে। পাঠকে বোলে এই গোফাতে আছিল; এখন যাই ওড়েষাত আছে। এই শুনি শঙ্করে রাম রাম গুরু সহিতে পশ্চিমে চলি ওড়েযাক গৈলা। পাচে ঠাকুর দর্শন হুই চৈতন্যের মঠর দ্বারে গৈলা। তাতে ব্রহ্ম হরিদাস দেখি বোলে তোরা দুই কৈত থাকা। শঙ্করে বোলে আমি পূর্ব্বদেশী কায়স্থ এন্তে রাম রাম ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে দেখিতে চাঁও। ব্রহ্ম হরিদাস বোলে এখন মহাপ্রভুব্রতী সম্ভাষণা নকরে, কমনে দেখিবা। যদি দেখিতে চোঁবা কিছো বিত্ত ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভা। কীর্ত্তনর লোভে ওলাইতে দেখিবা। এই শুনি শঙ্করে বিত্ত ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভিলা। পাচে মহাপ্রভু তাতে ওলাই বহু মহন্তর মধ্যত দুই প্রহর নৃত্য করি অলক্ষিতে গৈলেক। পাচে শঙ্কর তাঙ্ক লক্ষিবে না পারি পুনু হরিদাসত পুচিলা; বোলে হে ব্রহ্ম হরিদাস প্রভুক চিনি না পাইলো তান কি লক্ষণ। হরিদাসে বোলে প্রভুর রূপ গৌরাঙ্গ, মুণ্ডিত মুণ্ড গলত কণ্ঠি হাতে জপমালা,

কটিত কপিন, মুখে হরিবোল, প্রেমে বিভোল, এহি লক্ষণ। তাঙ্ক দেখিতে আউর উপায় কহো। যেখন প্রাতসে ঠাকুরর জলশঙ্খ বাদ্য হয়, তেখনে দ্বার মেলে। সেহি বেলা মহাপ্রভু সাগর স্নানে যাই। সেহি বেলা দ্বারত থাকি তুয়ো অবশ্যে দেখিবা। এহি শুনে শঙ্করে রাম রাম গুরু সহিতে প্রাতসে যাই দ্বারতে রহিল। পাচে জলশঙ্খ বাদ্য হৈল, কপাটো মেলিল। সেহি সময়ে চৈতন্যো কমণ্ডলু লই দ্বারর ওলাই রামরামর মাথে উঝট লাগিল; তাতে মহা-প্রভু চারিনাম উচ্চারিল। সেই তান মন্ত্র ভৈলা। পাচে সাগরত স্নান করি ফিরি আহন্তে তান স্বরূপ দেখি পাব্‌র খোজে প্রণাম করি ব্রহ্ম হরিদাসক বোলে গুরু তোমার প্রসাদত প্রভুক দেখিলো, জন্ম সাফল ভৈল। এখন এই খানি প্রভুত পোচা কলিত কাত ভক্তি রহিবেক,আর সিদেশত বা হরিনাম কোনে দিবেক। এহি শুনি হরিদাসে চৈতন্যত পুছিলে বোলে মহাপ্রভু পূর্ব্বদেশী দুই প্রাণী আসি কাতরে পুচিছে বোলে কলিত কাত ভক্তি রহিবেক; আমাক বা কি আজ্ঞা করে; সিদেশত হরিনাম কোনে দিবেক। এহি শুনি চৈতন্যে বোলন্ত, হে ব্রহ্ম হরিদাস, ভক্তি প্রেমরস উচ্চত ন বহে নামত বহে। ব্রতেকে নিষ্কিঞ্চন জনত ভক্তি রহিবেক। হের দেখাঁও, এহি বুলি কমণ্ডলুর জল গহ্বরে ঢালিল। পাচে উচ্চে ন বহি জল নামে রহিল। আরু বোলন্ত সিদেশক গৈতে শঙ্করক জানো। সি বর মনুষ্য, তাঙ্ক আমার এই আজ্ঞা। আমার শিষ্য কণ্ঠভূষণর মুখে ভাগবত শুনি শঙ্করে গীত পদ করিবেক,আরু গজপতি রায় পুরুষোত্তমে করা সাতশ শ্লোকর নামমালিকা খেনির ঘোষা করিবেক। আর রাম রাম বিপ্রকে জানি, তাঙ্ক এই আজ্ঞা য চারি নাম পাইছে, তাকে ব্রহ্ম বুলি ধরিবেক, আর এই বত্রিশ শ্লোকে শরণ পটলখানি রাম রামে নি মোর শিষ্য দামোদরর হাতত দিবেক। সেই পটলক্রমে সিদেশত হরির নাম দিবেক, এই আমার আজ্ঞা কই পঠাব্। পাচে ব্রহ্ম হরিদাসে ওলাই আহি চৈতন্যর এই সকল আজ্ঞাকে শঙ্করত মামরামতো কই শঙ্করকো দিলে নামমালিকা রাম রামক দিলে শরণ পটলখানি। পাচে দুখানি দবনার মালাদি দুইকো পঠালে। পাচে শঙ্করে রাম রাম গুরু সহিতে চৈতন্যর মঠক প্রদক্ষিণে প্রণামি পুনু ঠাকুরকো প্রণামি তান প্রসাদ নির্ম্মাল্য লই কামরূপে রাম রায় বরুয়াত সকল বার্ত্তা কই পাটবাউসীত গৃহ বান্ধি প্রতিমা থাপিলা। পাচে কণ্ঠভূষণক আনি ভাগবত প্রসঙ্গ পাতি দামোদরক বার্ত্তা দিলা।"

কণ্ঠভূষণ, দৈত্যারি, দ্বিজ রাম রায়,ভট্টদেব ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক লেখক। ইহাঁদের রচনায় অগ্রপশ্চাৎ নির্ণয় করা সুকঠিন। আর ইহাঁদের প্রত্যেকেই স্বনামধন্য চরিত্রবান সাধুপুরুষ। ইচ্ছাপূর্ব্বক ইঁহারা স্ব স্ব রচনায় মিথ্যা কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন, এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। মোটামুটি চারিজনের লিখায় বৃত্তান্ত ঘটিত সামঞ্জস্যও আছে। যথা—

(১) শঙ্কর ও চৈতন্যের পরস্পর দেখা হইয়াছিল, কিন্তু কথোপকথন হয় নাই।

(২) এই সাক্ষাৎ উড়িষ্যাতে হইয়াছিল।

(৩) শঙ্করদেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্যের নিকট কোন উপদেশ লাভ করেন নাই।

এতদতিরিক্ত যে সকল বৃত্তান্তঘটিত অনৈক্য আছে, তাহার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই লেখকদের মধ্যে সকলেই শঙ্করদেব-সম্বন্ধীয় কথা অন্যের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং শুনা কথায় যে কিছু কিছু অমিল থাকিবে ইহাতে বিচিত্রতা কি? ফলতঃ শঙ্কর ও চৈতন্যের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে উহা উড়িষ্যাতেই হইয়াছিল। আর এই সাক্ষাতের পর শঙ্করদেব উপর-আসামে ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাৎ পাটবাউসীতে গিয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইলে, এই বৃত্তান্ত অনৈতিহাসিক মনে করিবার কোন হেতুই থাকে না। ভট্টদেব চৈতন্য দর্শনের পর আসামে প্রত্যাবর্ত্তন ও পশ্চাৎ পাটবাউসী গমন স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় লেখকেরাও শ্রীচৈতন্যকে শঙ্করদেবের দীক্ষাগুরু বা উপদেষ্টা বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা এইমাত্র বলেন যে, শ্রীক্ষেত্রে দূর হইতে সংকীর্ত্তন-মধ্যে নৃত্যপরায়ণ গৌরের প্রেমাবেশ দেখিয়া শঙ্করদেব জ্ঞান-চর্চ্চায় বীতস্পৃহ হন এবং কীর্ত্তন,বড়গীত ও ভাওনা প্রভৃতির প্রচারে অধিকতর অনুরাগী হইয়া উঠেন। এই কথার সমর্থনের জন্য কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। চৈতন্য-দর্শনের অব্যবহিত পরেই দৈত্যারি ঠাকুর শঙ্করদেবের প্রেমের আবেগে পুনঃ পুনঃ আত্মবিস্মৃতির ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে রাম রায় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শঙ্করদেব রাম-চরিত্র-বর্ণন করিতেছিলেন, কিন্তু কোন্ সময়ে উহা ছাড়িয়া কৃষ্ণ-কথা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার

স্মরণ নাই! কৃষ্ণনাম লইতেই প্রেমে তাঁহার প্রাণ আকুল হইতেছে! "ভক্তি-রত্নাবলী" পুঁথি আনীত হইলে পর উহাতে এক কৃষ্ণের শরণ কোথায়?" এই বলিয়া শঙ্করদেব অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পশ্চাৎ উহার শেষাংশ পঠিত হইলে পর উহাতে এক কৃষ্ণের শরণ দেখিয়া তিনি ঐ পুঁথি মস্তকে লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছিলেন! বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রেমিক কতক্ষণ শুষ্ক শাস্ত্র-চর্চ্চায় তৃপ্ত থাকিতে পারেন? প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিকের এমন দিন আপনিই উপস্থিত হয়, যখন নাম গ্রহণ মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ হইয়া থাকে। ক অক্ষর দেখিতেই কৃষ্ণ নামে দেহ পুলকিত হইয়া উঠে!

শঙ্করদেবের অনুসঙ্গীদের মধ্যেও অনেকেই মহা প্রেমিক ছিলেন। স্বয়ং শঙ্করদেব রাম রাম গুরুকে "মহাপ্রেমধারী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, একদা কীর্ত্তনের মহাধুম লাগিয়া গিয়াছে। রাম রাম গুরু ও রামদাস এই দুইজন ওঝা কীর্ত্তন করিতেছেন, মাধব দেব তাল ধরিয়াছেন আর আনন্দমুর্ত্তিস্বরূপ শঙ্করদেব সাক্ষাতে রহিয়াছেন, সমস্ত লোক প্রেমানন্দ-রসে বিভোর তখন :—

কংশ বধ ঘোষা রাম রাম গুরু গান্ত।
সেহি সময়ত প্রেম উপজিল তান্ত॥
অম্বষ্ঠ সহিতে কুবলয় হাতী মারি।
ভৈলা রঙ্গশালাত প্রবেশ রাম হরি॥
কান্ধত হস্তি দান্ত শিশুগণ সঙ্গে।
ওহি পদ রাম রাম গুরু গান্ত রঙ্গে॥
সমস্তে লোকক প্রেম পরশি আছয়।
তান গায়ে চেতন গিয়ান নাহি কয়॥
প্রেমানন্দ সমুদ্রত মজিল সমুলি।
কান্ধত লৈলন্ত এক গোটা তম্ভ তুলি॥
স্বভাবে বাহিবে দুই মুনিষে পারয়।
আরু গোড় পুতি ঘরে লাগায়া আছয়॥
এক ঠেলা মারি তাক দুই হাতে ধরি।
কৌতুকে কান্ধত লৈয়া যান্ত লীলা করি॥

ভক্ত রামদাসও মহাপ্রেমিক ছিলেন। একদা প্রহ্লাদ-চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রহ্লাদ ভাবাবেশ হয়। সেই সময় কীর্ত্তন-ঘরের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল। "এই ত প্রহ্লাদের অগ্নিকুণ্ড" এই বলিয়া তিনি তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়েন।

প্রেমে পরশিছে নাহি গাবত চেতন। অগনিত লৈয়া পড়িলন্ত তেতিক্ষণ॥
তাতে পড়ি আনন্দতে পদক বোলন্ত। সমস্ত সমাজে হরি হরি উচ্চরন্ত॥

সঙ্গীতের সম্মোহিনী-শক্তি, রূপ ও ভক্তির সহিত যে বাঙ্গলাদেশে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। সেই কীর্ত্তনের আদিকালে যখন গৌরহরি হাতে হাতে তালি দিয়া প্রথমে—

"হরি হরয়ে নমঃ নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

এই পদে রাগ যোজনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুই একটি অন্তরঙ্গ লোক উহার মাদকতায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে গৌরের দলে সঙ্গীতবিশারদ দুই একটি লোক আসিয়া জুটিল। কেহ এক জোড়া মন্দিরা আনিয়া ঐ রাগে তাল যোজনা করিয়া দিল। কেহ শঙ্খ আনিল, কেহ করতাল লইল; ক্রমে মৃদঙ্গও আসিল। এই সকল প্রীতিকর বাদ্যযন্ত্রের সুস্বর-লহরীর দ্বারা বর্দ্ধিত-মাধুরি সংকীর্ত্তনের মধ্যে যখন 'সোণার বরণ' গৌরের নৃত্য আরম্ভ হইল, তখন উহার মাদকতা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল! ক্রমে ক্রমে যখন রাগ-রাগিণী ও তালের বৈচিত্র্য এবং ভক্তদিগের রচিত পদের নব নব ভাবের দ্বারা গৌরের নৃত্য চালিত হইতে লাগিল, তখন উহার আকর্ষণীশক্তি সহস্র গুণ বাড়িয়া গেল! সেই মন্ত্র ও জপের যুগে গৌরের সংকীর্ত্তনের দল যখন প্রথম পথে বাহির হইল. তখন লোকে বিস্ময় ও বিরক্তিসহকারে বলিতে লাগিল, "এরা এ সব কি পাগলামি করিতেছে! কৃষ্ণনাম লইতে হয়. ঘরের কোণে বসিয়া মনে মনে নাম জপ কর, এত উচ্চ চীৎকার কেন?" কিন্তু হায়! এ ভাব কতক্ষণ থাকিল! যাহারা একটু কাণ পাতিয়া শুনিল, চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহারাই আকৃষ্ট হইল। মন্ত্র-জপ গোপনেই কর্ত্তব্য মনে করিয়া যাহারা কাছে আসিল না, তাহারা রক্ষা পাইল। যে নিকটে আসিল সেই মজিল! পণ্ডিতমণ্ডলী নিম্বফল সদৃশ তিক্ত শাস্ত্ররাশি ঘাঁটিতে লাগিলেন, আর গৌরের ভক্তদল সুধা-সদৃশ কৃষ্ণ-প্রেমরস পান করিতে লাগিলেন। দেশের অনেক জগাই-মাধাই উদ্ধার হইয়া গেল। এখন গৌরের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে নানা আবিলতা সঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিক সংকীর্ত্তন উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এখনও সংকীর্ত্তন-প্রভাবে দুই চারিটি জগাই-মাধাই উদ্ধার না হইতেছে, এমন নহে।

আসামে শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন মূলতঃ বাঙ্গলা দেশের সঙ্কীর্ত্তন হইতে

কিঞ্চিৎ বিভিন্ন (৩৩)। কিন্তু সেদেশে শঙ্করদেবই যে সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন ও বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে উহাই প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয় নাই। শঙ্করদেব কীর্ত্তনের কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, তদ্রচিত নানা রাগযুক্ত বহুসংখ্যক কীর্ত্তন, বড়গীত, নাটক প্রভৃতিই তাহার নিদর্শন। কীর্ত্তনের প্রভাবে আসামে হরিনাম কিরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিরক্ষর চণ্ডাল পর্য্যন্ত মাছ ধরিয়া নৌকায় আসিতে আসিতে সুস্বরে কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আসিতেছে শুনিয়া শঙ্করদেব বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছিলেন! আর একদিন পথে যাইতে যাইতে শঙ্করদেব শুনিলেন, দুইটি রাখাল বালক সুললিত স্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছে! শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! তাঁহার প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনের মহিমায় চণ্ডাল ও রাখালবালক পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন :—

কিনো মহাভাগ্য আজি লোকক মিলিল। বালকো বান্ধব কৃষ্ণ বুলিয়া জানিল॥

পঞ্চম প্রবন্ধ

ধুওাহাটা হইতে শঙ্করদেব একেবারে ভক্তদলসহ বড়পেটায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এমন নহে। ক্ষুদ্র নৌকায় সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ও পরিজনবর্গকে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নৌকায় রওনা হইতে হইয়াছিল। পাঁচ সাত ঘর মাত্র ভক্ত তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। অন্যেরা

(৩৩) আধুনিক সংকীর্ত্তন ও বড়গীত দেখিয়া চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন ও শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনের তুলনা সমীচীন নহে। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, অন্য পক্ষে শঙ্কর-মাধব প্রবর্ত্তিত বড়গীত প্রায়শঃ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের মধ্যে শব বাহনকালে "হরি হরয়ে নমঃ নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ" ইত্যাদি যে রাগে গীত হয়, তাহা অনেকটা চৈতন্যের সমকালীন সংকীর্ত্তনের অনুরূপ। উহার সহিত আসামের বড়গীতের পার্থক্য অতি সামান্য। আদিকালেই আসামের কীর্ত্তনে "শ্রীখোল" ও উদ্দণ্ড নৃত্য বর্জ্জিত হইয়াছিল। প্রাচীন মহাপুরুষীয় সাহিত্যে দেখা যায়, মৃদঙ্গের উচ্চরোল শুনিয়া দেব দামোদরের গাত্রে জ্বর আসিয়াছিল।

পশ্চাৎ গিয়াছিলেন। দুইটি নিঃসম্বল ভক্ত কাহারও নৌকায় স্থান না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে বসিয়াছিল। মাধবদেব উহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় নৌকার কিছু দ্রব্য নদীতে ফেলিয়া দিয়া নৌকায় ঐ ভক্ত দুইটির স্থান করিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবদিগের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ প্রীতিবন্ধন হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শঙ্করদেব বর্ত্তমান বড়পেটা অঞ্চলে নৌকা ত্যাগ করিয়া পালন্দী (৩৪) নামক স্থানে রহিলেন। মাধব বরাদি গ্রামে (৩৫) বুঢ়াদলৈর গৃহে কিছুকাল থাকিয়া নিজ বড়পেটাতে বাস করিলেন। দুই তিনবার স্থান ত্যাগ করিয়া শঙ্করদেব "জগৎ পবিত্র পাটবাউসী" সত্রে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে ঐ স্থানের অবস্থা কিরূপ ছিল কণ্ঠভূষণ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

বেত বাঁশ তারা বনে ব্যাপি আছে বড়পেটা গ্রাম ঘুরি।
কোন খানে ঘর বাড়ী সাজাইবন্ত শঙ্করে চাহন্তে ফুরি॥
গণক পারাত ঘর সাজাইলন্ত কতোদিন বঞ্চি তাত।
কুমার পারাত ঘর সাজাইলন্ত মিলিল দুঃখ মনত॥
তাহার দক্ষিণে ঘর সাজাইলন্ত মনত আতি হরিষে।
পাটবাউসী সত্র নামত প্রসিদ্ধ সর্ব্বজনে যাক ঘোষে॥

ক্রমে নানা স্থান হইতে ভক্তগণও তথায় আসিতে লাগিলেন।

রাম রাম গুরু গোঁসাই দামোদর হরি গুরু বসিলন্ত।
জয়ন্তি মাধব রতিকান্ত দলৈ রাম রায় আসিলন্ত॥
হরিদাস বাণিয়া বুঢ়া দৈবজ্ঞ আর মহাকালী রাম।
উহার গোবিন্দ বলভদ্র আরু বসিলন্ত বলরাম॥

(৩৪) এই স্থান বর্ত্তমান বড়পেটার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে 'চুণপড়া' ভিটি আছে। সম্প্রতি ঐ ভিটিতে ১৪ হাত দীর্ঘ ১০ হাত প্রস্থ ইটের দেওয়াল আছে। চারি কোণে চারিটি গম্বুজ। পশ্চিমদিকে দ্বারহীন প্রবেশ-পথ। উহার উপরেও দুইটি গম্বুজ। দ্বারের দুই পার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত জয়-বিজয়ের প্রতিমূর্ত্তি। এই ভিটিতে প্রত্যহ রাত্রিতে প্রদীপ দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩৫) বর্ত্তমান বড়পেটা সত্র হইতে এই স্থান প্রায় ১ মাইল দূরবর্ত্তী।

ডম্বুরিয়া গোবিন্দ কণ্ঠ যে ভূষণ গোকুলচাঁদ বসিলন্ত।
চান্দসাই আরু কেরোলা বাঢ়ৈ আসিলা দাস অনন্ত॥
রত্নাকর কালি বিয়াস কলাই ভক্ত সমে রঙ্গ মনে।
শঙ্করর পাশে গৈয়া বসিলন্ত প্রণমিয়া একমনে॥

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করদেবের পূর্ব্বপরিচিত ; অনেকে নূতন দীক্ষিত। পালন্দীতে থাকা কালে ভক্ত নারায়ণ দাস শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহায় বৃত্তান্ত এইরূপ—পালন্দীতে ভাস্কর নানক এক সঙ্গীতবিশারদ সুকণ্ঠ বিপ্র শঙ্করদেবের নিকট আসেন ও তৎকৃত কীর্ত্তন রাগরাগিণী সহ গাহিতে অভ্যাস করেন। ঐ সকল কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি শঙ্করদেবের উপদেশে পরম কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন। শঙ্করদেবের সহিত কিছুকাল কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণ দ্বারা পবিত্র দেহ হইতে মানস করেন এবং শ্রীক্ষেত্রঅভিমুখে যাত্রা করেন।

বরনগর (৩৬) গ্রামে ভবানন্দ নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ বণিক ছিলেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্য প্রবর্ত্তিত (৩৭) ষোলনাম মন্ত্র গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ভাস্করের মুখে শঙ্করদেবের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা ত্যাগ করিয়া পালন্দীতে আসিয়া শঙ্করদেবের সন্দর্শন লাভ করেন। ইনি শঙ্করদেবের প্রভাবে এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্র দণ্ডবৎ প্রণিপাত করেন। তাঁহার ঈদৃশ দৈন্য দেখিয়া শঙ্করদেব নারায়ণ স্মরণ করেন, এবং পশ্চাৎ ভবানন্দ শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার নারায়ণ দাস, এই নামকরণ করেন। ইনি শঙ্করদেবের একজন প্রধান ভক্ত।

ক্রমশঃ

(৩৬) এইস্থান এখনও এই নামে পরিচিত।

(৩৭) এখনও বড়পেটা অঞ্চলে স্থানে স্থানে চৈতন্যপন্থীদের সত্র আছে। ইঁহারা বলেন, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চারিদিকে চারিপুত্র প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একজন এতদ্দেশে আসিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন। কথিত আছে, প্রচারান্তে অদ্বৈত তনয় স্বীয় বাসগৃহের অভ্যন্তর হইতে অন্তর্দ্ধান করেন। চৈতন্যপন্থীদের বিশ্বাস, তিনি একস্থানে অন্তর্দ্ধান করিয়া অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করেন। এইহেতু তাঁহার তিরোভাব-তিথিতে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হয় না। উৎসবমাত্র হইয়া থাকে।

আমাদের সংসার।

সুবিশাল বঙ্গদেশ প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয় জাতির বাসভূমি। বাঙ্গালী হিন্দু, বাঙ্গালী মুসলমান এই দুই জাতির সংসার, এই দুই জাতির সমাজ লইয়াই বঙ্গসংসার গঠিত। সমগ্র বঙ্গভূমি এতদুভয়ের আলোড়নে পরিপ্লাবিত এবং ইহাদেরই রূপান্তরে রূপান্তরিত। কালচক্রের অদম্য আবর্ত্তনে বঙ্গবক্ষে এই দুইটি সংসার ক্রমাগত স্তর হইতে স্তরান্তরে প্রধাবিত হইতেছে ; ইহাদের গতির বিরাম নাই। নিত্যগমনশীল কালের ক্রিয়া এই উভয় সমাজের উপরই সর্ব্বকাল অব্যাহত প্রভাবে সম্যক্ স্ফুরিত হইতেছে ও বাত্যাবিক্ষুব্ধ ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত তড়াগ সলিলের ন্যায় উভয় সমাজেরই রীতি, নীতি, আচার. পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিতেছে। মুসলমান সংসার, মুসলমান সমাজের কথা আমার জানা নাই। আমি হিন্দু ; হিন্দুর সংসার আমাদের সংসার। আমাদের সংসার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই আজ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। আমি বাণীর সেবক নহি ; সেবক হইবার অহঙ্কার, স্পর্দ্ধা বা ক্ষমতাও আমার নাই—তথাপি স্বদেশ, স্বজাতি ও সমাজের পবিত্র আহ্বানে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া আজ সমাজের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও গভীরতা উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছি।

আমার জ্ঞান সামান্য, আমাদের সংসার সম্বন্ধে আমার বক্তব্যও সামান্য। তাহার উপর আমার বক্তব্যগুলি কেবলমাত্র হিন্দুর সংসারের উপরেই প্রযোজ্য। একারণ হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় বঙ্গবাসিগণ আমার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হন ইহাই আমার প্রার্থনা ও অনুরোধ।

সমাজগঠন মানব জাতির প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। জন্মভূমির জল বায় যেমন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষের শরীর গঠন করিয়া তোলে তেমনি যে ব্যক্তি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে পালিত হয়েন তাঁহার মানসিক প্রবৃত্তিগুলি সেই সমাজের প্রকৃতি গ্রহণ করে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বৈলক্ষণ্য, ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টতা আছে। তবে সকল দেশে, সকল ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজ প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ।

যে সমাজের আদর্শ যত পবিত্র, উপর্যুপরি গ্রহ-বিপর্য্যয়ে এবং অত্যাচার নির্য্যাতন যাহার সুদৃঢ় বন্ধন-প্রণালী শিথিল হয় না, সে সমাজ যথার্থই বলশালী। সনাতন ধর্ম্ম সাহায্যে যে সমাজের ভিত্তি স্থাপনা হয়, সে সমাজ ও সনাতন, সে সমাজ অবিনশ্বর। ধর্ম্মে-প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়া পৃথিবীর কত কত সমাজ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীনতম হিন্দু-সমাজ ধর্ম্মবল-গরিমা-ভূষণে ভূষিত ছিল বলিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী পরাধীনতার অঙ্কুশ প্রহরণ অবাধে উপেক্ষা করিয়া অটুটভাবে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে। হিন্দুর সমাজ বাস্তবিকই অতিশয় গৌরবের বস্তু। প্রাক্তনবাদ, পুরুষকারবাদ ও পরকালবাদ এই ত্রিকালবাদিতা হিন্দুর সমাজ-ইতিহাসের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই ত্রিকালবাদিতার ফলে হিন্দু আত্মজয়ী। প্রাক্তন দৈব বা অদৃষ্ট কিন্তু প্রাক্তন ও পুরুষকার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল পুরুষকার হইয়াছিল বর্ত্তমানে তাহার ফল চলিয়াছে ও চলিতেছে, আবার বর্ত্তমানে নূতন পুরুষকার হইতেছে পরকালে বা ভবিষ্যতে তাহার ফল ফলিবে। সৎশিক্ষার সাহায্যে বর্ত্তমান পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন পুরুষকারকে জয় করিবার যে সাধনা তাহারই নাম তপস্যা বা শাস্ত্রারাধনা। নিষ্কাম কর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। কর্ম্মফলে দৃঢ়-বিশ্বাসী হিন্দুর নিষ্কাম কর্ম্ম তাহার অনন্য সাধারণ আত্মজয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নাই।

হিন্দু সমাজের অসাধারণ সহনশীলতা, সম্মিলন-প্রবণতা এবং শান্ত প্রকৃতি ইহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সম্ভূত ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রের নির্দ্দেশ বলা যাইতে পারে। মানুষের অবস্থা তাহার স্বকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের উপর সম্যক্ নির্ভর করে এই কর্ম্মফলবাদিতা হিন্দু অন্তর হইতে অসন্তোষের ছায়া তিরোহিত করিয়াছে এবং ফলে আত্মপ্রসাদভোগী হিন্দু ধৈর্য্য, ক্ষমা, সদাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ করিতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ঈশ্বরে ও কর্ম্মফলে অনন্ত বিশ্বাস নিবন্ধন সৎশিক্ষা প্রণোদিত হইয়া নিরন্তর নিঃষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে সদাচারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন ও তৎসম্ভূত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভোগ-বাসনা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। একারণ হিন্দু সমাজ কর্ম্মক্ষেত্র; ভোগক্ষেত্র নহে। তুলনায় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অল্পাধিক পরিমাণে ভোগ-সাধনা ও ভোগ-যাজনা প্রায় প্রত্যেক সমাজেরই নীতিশাস্ত্র নিবদ্ধ। এইখানেই হিন্দু সমাজের বিশিষ্টতা এবং এই বিশিষ্টতার ফলে হিন্দু

সমাজ এত অত্যধিক সহনশীল। হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিলে হিন্দুর হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু ক্ষমাশীল হিন্দু, ধৈর্য্যশীল হিন্দু, সহনশীল হিন্দু, নিরহঙ্কার হিন্দু, শান্তিপ্রবণ হিন্দু তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর হয় না। ইহা দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ নহে ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতার পরিচায়ক মাত্র। শাস্ত্রবাদিতা ও সহনশীলতার হিন্দুসমাজের উপর এতই প্রভাব যে দারিদ্র্যের কঠোর পেষণ দুর্ব্বৃত্তের ভীষণ অত্যাচার, নিন্দুকের নিন্দা কিছুতেই হিন্দু সমাজকে বিচলিত করিতে পারে না। এই কারণেই অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু সমাজ অটুট ও অচলভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আসিতেছে। ইহার কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয় নাই বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই।

সামাজিক অন্তঃশাসন বলে হিন্দুর হৃদয়ে সম্মিলনপ্রবণতা ও পরার্থপরতা যত অধিক পরিমাণে অঙ্কিত হইয়াছিল পৃথিবীর অন্য কোন জাতির হৃদয়ে সেরূপ হয় নাই। হিন্দুর কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাতে ভোগেচ্ছার আভাস মাত্র নাই। হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত আচার পদ্ধতি, ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবগণ পিতৃগণের নিকট হিন্দুর বর-প্রার্থনা-প্রণালী ও কর্ম্ম কাণ্ডের স্থিতি এবং বিস্তৃতি ঘোষণা করে; ভোগবাসনামূলক প্রার্থনা হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নহে। হিন্দুশাস্ত্রের সারকথা "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। ধর্ম্মের এই সুমহান্ অনুশাসনের ফলে হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ত্যাগের আদর্শ প্রকট হইয়াছিল। হিন্দু সমাজভুক্ত হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত একান্নবর্ত্তী পরিবারবিধি এই আদর্শের প্রকৃষ্ট পরিচয়। ত্যাগ ইহার মন্ত্র, পরার্থপরতা ইহার উপাসনা, কর্ত্তব্যপালন ইহার অন্তঃশাসন এবং সন্তোষ ইহার প্রাণ।

জীবনীশক্তিসম্পন্ন বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে সমষ্টি ও সমাবেশে সমাজের উৎপত্তি। এই সমাবেশের যত ঘনিষ্ঠতা সমাজ-শক্তির আধিক্যও সেই পরিমাণে হইয়া থাকে। পরস্পর সান্নিধ্য এই ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞানের প্রসারতা স্বাভাবিক এই ঘনিষ্ঠতাও সেইরূপ জীব হইতে জীবান্তরে এবং স্তর হইতে স্তরান্তরে প্রধাবিত হইয়া ক্রমশঃ বিশ্বব্যাপক হইয়া উঠে ও জীবনীশক্তির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ ও পরার্থ এতদুভয়ের ভেদজ্ঞান সমূলে বিনাশ করিয়া দেয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "সর্ব্বভূতময়ো হি সঃ" ইত্যাদি অভিজ্ঞান-সম্বলিত হিন্দু-সমাজের বিশ্বব্যাপক শক্তি অনুভূতিও সহজ-

সাধ্য নহে। উচ্চতারোহণে যেরূপ ক্রমোন্নত সোপানাবলীর সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হিন্দুবিশ্বব্যাপী পরার্থপরতার উপলব্ধি করিতে হইলেও সেইরূপ সমাজের ক্ষুদ্রতম স্তর একান্নবর্ত্তী পরিবারের জীবনী শক্তির পর্য্যালোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এই বিশ্বব্যাপকতার ধারণা করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবার হিন্দু-সমাজ-বৃক্ষের মূল স্বরূপ। প্রকাণ্ড কাণ্ড বটবৃক্ষের জীবনীশক্তি যেরূপ তাহার মূলমধ্যেই নিহিত থাকে সেইরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারের ত্যাগধর্ম্মই এই বিশ্বব্যাপী আদর্শ হিন্দুসমাজকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ত্যাগে সুখ—একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুখ ও দুঃখ উভয়ই মৌলিক ও পরস্পর প্রতিকূল বোধের উদ্রেক করিয়া থাকে কিন্তু ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ। দুঃখের অনুভূতি না হইলে সুখের গৌরব পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি হয় না ; আবার চিরসুখী ব্যক্তি দুঃখের তাড়না বুঝিতে পারেন না। অন্যের দুঃখের ভোগ লাঘব হয় কিন্তু সুখের ভোগ বর্দ্ধিত হয়। সুখ ও দুঃখের অনুসন্ধানে নিবিষ্টচিত্ত মানুষ নিজেকেও পরের চক্ষে দেখিয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে যে সুখ ও দুঃখ এই দুইটি প্রতিকূল বোধের সমন্বয়ই অর্থাৎ যাহাকে আমরা আত্মপ্রসাদ বলি তাহাই প্রকৃত সুখ। পরস্পর প্রতিবাদী "অহংজ্ঞান" "নাহংজ্ঞান" সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা; "স্বার্থ", "পরার্থ" সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। "পরার্থ" ভিন্ন "স্বার্থ" হইতে পারে না, "পরার্থ" রক্ষায় পরের ইষ্ট নহে, "পরার্থ" রক্ষাই নিজের ইষ্ট। এইরূপে পরার্থে স্বার্থের আরোপ করিতে পারিলেই স্বার্থ সম্পূর্ণ হয় ও তদনুশীলনে সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃতের ন্যায় আত্মপ্রসাদ উদ্ভূত হইয়া মানব-জীবনকে ধন্য ও চরিতার্থ করে। এই যুক্তি প্রভাবে ভোগ ও ত্যাগ এতদুভয়ের সমন্বয়ই প্রকৃত ভোগ-সাধনা এবং ত্যাগই প্রকৃত সুখের আকর স্থানীয়। হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবার এই সমুদায় লক্ষণ সমাক্রান্ত বলিয়া ইহাই জগতে আদর্শ পরিবার।

ইংরাজ সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী আচার ব্যবহারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। বিজয়ী ইংরাজ দেশের ধর্ম্মভাবের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া বরং তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও সুশৃঙ্খল শাসন পদ্ধতি প্রভাবে সমগ্র ভারতে শান্তি স্থাপন করাতে ধর্ম্মপ্রাণ নির্ব্বিরোধী, যোগ-

স্বভাব হিন্দুজাতি ইংরাজ রাজ্যের অধীনে সুখে কালযাপন করিতেছে। দেশে বিভিন্নধর্ম্মী একাধিক সমাজের একত্র সমাবেশ ও সংঘর্ষ হইলে শাসননীতির ব্যাঘাত হউক না হউক শিক্ষাকার্য্যের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। কেন না শিক্ষার প্রধান উপায় অনুকরণ এবং অনুকরণ করিতে গেলে গুণ অপেক্ষা দোষই সহজে অনুকৃত হইয়া থাকে। সামান্য প্রণিধানেই প্রতিপন্ন হইবে যে, অনেক হিন্দুই ইংরাজ সমাজের স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও ভোগ-লিপ্সা অনুকরণ করিয়াছেন বটে কিন্তু কয়জন ভারতবাসী ইংরাজের অনন্য সাধারণ কার্য্যতৎপরতা ও কার্য্য-কুশলতা শিক্ষা করিতে পারিয়াছেন! অথচ এই দুইটি মহৎ গুণ ইংরাজ জাতিতে যে পরিমাণে বিদ্যমান আছে পৃথিবীর অন্য কোন জাতিতে সেরূপ নাই।

ইংরাজ স্বার্থ-প্রবণ সত্য কিন্তু তাঁহার স্বার্থপরতা বিশিষ্টত। এই যে তাঁহার স্বার্থানুসন্ধান ও তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় না। অধিকন্তু ইংরাজের স্বার্থপরতা আত্মনির্ভরতা শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। একের স্বার্থ যে অপরের হানিকর হইতে পারে এ ধারণা ইংরাজের মনে স্থান পায় না। পরস্পরের স্বার্থ পরস্পরের সম্পূর্ণ অবিরোধী ও সমপ্রকৃতিক এই ধারণার বশবর্ত্তী ইংরাজ পরস্পরের প্রতি একেবারেই সহানুভূতিশূন্য। নকল কখন আসল হয় না। ইংরাজের স্বার্থপরতার অনুকরণ হইল বটে কিন্তু তাহা দোষদুষ্ট হইল। অনুকরণ কালে তাহার বিশেষত্ব সুলক্ষিত না হওয়াতে বাদ পড়িয়া গেল। কাজেই স্বার্থপরতার যে সকল দোষ ইংরাজকে স্পর্শ করিতে পারে না অনুকরণকারী সে সকল দোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবাসীর স্বার্থপরতা বিদ্বেষের এবং সহানুভূতিশূন্যতা অপ-চিকীর্ষার নামান্তর মাত্র।

ভারতভূমির দারিদ্র্যও উত্তরোত্তর অতিমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বকালে প্রত্যেক পরিবারের অন্নবস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল। পরিবার ভরণপোষণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য জ্ঞান ও সন্তোষমূলক শিক্ষার পরিবর্ত্তে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

দারিদ্র্য ও স্বার্থপরতা এতদুভয়ের ক্রমাধিক্যবশতঃ হিন্দুসমাজে সম-

প্রকৃতিকতা ও সামাজিকতার প্রভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বাতন্ত্রিকতা ও বিলাসিতার বিকাশ হইতেছে। হিন্দু পরিবারসমূহ এখন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়া আপনাপন সুখ দুঃখ আপনাপন হিতাহিত বিচার লইয়াই ব্যস্ত। ফলে প্রত্যেক পরিবার পরস্পর পৃথকৃভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুত্বের চরমবিকাশ সেবাধর্ম্মের তিরোধান লক্ষিত হইতেছে।

স্বদেশ, সমাজ, এমন কি আত্মীয়প্রীতির অভাবে এবং স্বার্থানুসন্ধান, বিলাসিতা ও যশোলিপ্সার প্রণোদনে অনেক পরিবারই প্রকৃতির লীলাভূমি পল্লীবাস পরিত্যাগ করিয়া সমৃদ্ধনগরী সমূহে আশ্রয় লইয়াছেন। নগরমাত্রই বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির অধ্যুষিত। সুতরাং নগরবাসে সমাজ শক্তির খর্ব্বতা ও অনুকরণের প্রাবল্য সম্যক্ পরিলক্ষিত। গ্রন্থির অভাবে মালোর উপাদানগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে যেরূপ তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায় নগরবাসিগণও সামাজিক অন্তঃশাসনের অভাবে ধর্ম্মপ্রাণতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বৈরাচারপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রবৃত্তির উদ্দামতা এতদূর বর্দ্ধিত ও মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই পল্লীস্থ পৈতৃক আবাসভূমি সংস্কারাভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত এমন কি হস্তান্তরিত ও সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু তৎপ্রতি আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও লক্ষ্য নাই। পল্লীবাসের আলোচনা এখন অনেকের মনে বিভীষিকার উদ্রেক করিয়া থাকে।

নগরবাস সমধিক ব্যয়সাধ্য এ তথ্য ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে পরিজ্ঞাত ও অবশ্য স্বীকার্য্য। সহরতলীর মনোরম বাহ্য-সৌন্দর্য্য মানব-মনকে অতি সহজেই আকৃষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলে, মুগ্ধ নরও মরীচিকা-প্রয়াসী তৃষ্ণার্ত্ত পান্থ সদৃশ অথবা সমুজ্জ্বল দীপালোক-প্রয়াসী পতঙ্গ সদৃশ অবস্থা বিচারে অশক্ত হইয়া প্রতিনিয়ত তৎপ্রতি ধাবমান হয়। সৌন্দর্য্যের উন্মাদনার অবসানে যখন চৈতন্যোদয় হয় তখন আর প্রকৃতির নয়নাভিরাম আস্তরণ সমাবৃত সুমধুর পল্লীবাসে প্রতিগমনের সামর্থ্য থাকে না, তখন শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন; জীবন নিষ্ক্রিয়তার লীলাভূমি।

পল্লীজীবন পরিত্যক্ত, ব্রতপূজাদি নিত্য সংস্কার তিরোহিত, ভোগাভিবাঞ্ছা সমৃদ্ধনগর সমাশ্রিত, এতৎসর্ব্বসমন্বয়েও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সংসাধিত

হয় না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণে প্রত্যবায় উপেক্ষা করিলেও হিন্দু জাত্যন্তর গ্রহণে অক্ষম। হিন্দুর জাতীয় ভাবের বিলোপ নাই।

দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ বিচার কল্পে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ ও তাহার অতীত ও বর্ত্তমান পর্য্যালোচনা করিলে আমার মনে হয় যে, হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল। জীবন ধারণোপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য, বস্ত্র প্রভৃতির মূল্য উত্তরোত্তর যেরূপ অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সহরতলীস্থ বাসভূমি ক্রমশঃ যেরূপ দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হইতেছে সর্ব্বোপরি অর্থাভাবের যেরূপ দেশব্যাপী হাহাকারের উদ্ভব হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন যে অচিরকাল মধ্যেই নগরপ্রীতি আমাদের সাধ্যায়ত্তের সীমা সম্যক্ অতিক্রম করিবে। ঘোর স্বাতন্ত্র্যবাদী যাঁহারা তখনও পরিত্যক্ত চর্ম্মপাদুকা পুনর্গ্রহণের ন্যায় পরার্থপর পল্লীজীবনের পুনরাবর্ত্তনে সঙ্কুচিত হইবেন তাঁহাদিগের পক্ষেও অনন্যোপায়বশতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে অর্জ্জিত সামাজিক চিরন্তন অবরোধ প্রথার অল্প বিস্তর সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ স্বল্পক্ষণ অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লোকের বাসভূমি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে অথবা বিজাতীয় অনুকরণে একই বাটিতে একাধিক এমন কি অনেকগুলি পরিবারের বসতি প্রয়োজন হইবে। অর্থাগমের অসচ্ছলতা প্রযুক্ত সমভাবাপন্ন বিভিন্ন পরিবারের এতাদৃশ একত্রাবস্থানে বিস্মৃতিক্রোড়ে নিমজ্জিত ত্যাগ-সাধনা পুনঃ সঞ্জীবিত হইয়া ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইতে থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। কালক্রমে এই অভ্যাস পরিবর্জ্জিত হইয়া ত্যাগস্বীকার প্রবৃত্তিতে পরিণত হইবে ইহাই আমার অনুমান।

দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার ফলে ম্রিয়মাণ শরীরবৃত্তিনিচয় পরমুখাপেক্ষিতা প্রণালী মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সজীবতা অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া কর্ম্মজীবনের পুনরভিনয় সূচিত করিবে এবং সধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন পরিবারবর্গের একত্রাবস্থানে সমন্বয় শক্তির প্রভাব ও গৌরব প্রত্যেকের হৃদয়কন্দরে পূর্ণ-মাত্রায় প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। আমার মনে হয় "ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশোজনঃ" এই মহাবাক্যের অনুসরণে এই সকল একত্রাবস্থায়ী সধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন পরিবার বিনিয়োগ ও বিনিময় সূত্রাবলম্বনে ক্রমশঃ বিভিন্ন আত্মীয় পরিবারের সমষ্টিতে পরিণত

হইবে এবং উপরোক্ত সমন্বয় শক্তি গৌরবের প্রতিধ্বনির প্ররোচনায় সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া একান্নবর্ত্তি পরিবারের পুনরোদ্ভবে জগতে ত্যাগের মাহাত্ম্য সমুদ্ভাসিত করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

সেকাল ও একাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, অগ্রহায়ণ ৩০৪ পৃষ্ঠার পর)

হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ঘোষণা করে যে,সনাতন আর্য্যহিন্দু জাতি চারিবর্ণে বিভক্ত, কিন্তু আজ দেখিতেছি এই বাঙ্গালাদেশে ছত্রিশ প্রকার জাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করিতে হয়, তবে, এই নানা জাতিকে, চারিবর্ণের গণ্ডির মধ্যে আনিতে হইবে, সনাতন ধর্ম্মবিরোধী

রঘুনন্দনের ব্যবস্থা।

রঘুনন্দনের কলমের খোঁচা মুচিয়া ফেলিতে হইবে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য জাতি নাই—এই ব্যবস্থা দূর করিয়া দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণে গোহত্যা বা কোন পাপ করিলে তাহার একপ্রকার ব্যবস্থা, আর শূদ্রে সেই পাপ করিলে তাহার তদপেক্ষা কঠোর ব্যবস্থা, যে শাস্ত্রে লেখা আছে

স্মৃতি শাস্ত্রের অপব্যবহার।

তাহা হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র নহে ; ব্রাহ্মণ জাতি নরহত্যা করিলে নিষ্কৃতি পাইবে আর শূদ্রের প্রাণদণ্ড হইবে, এ ব্যবস্থা সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা হইতে পারে না; বরং শূদ্রাপেক্ষা ব্রাহ্মণের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলে সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হইত। চোর চুরি করিলে যে দণ্ড পাইয়া থাকে,পুলিশ চুরি করিলে তাহা অপেক্ষা গুরুতর সাজা হয়। জ্ঞানীর পাপ ও অজ্ঞান ব্যক্তির পাপের দণ্ড গুরু ও লঘু হইবে তাহা সকলের বিবেকই বলিয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছে, তবে ব্রাহ্মণ (জ্ঞানী) পাপ করিলে লঘু দণ্ড পাইবে কেন? সনাতন

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার বর্ত্তমান পাণ্ডারা এই খানে আধ্যাত্মিক ভাব আনিয়া ফেলিবেন, কিন্তু খুন করার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা আছে কিনা তাহা পাঠক পাঠিকাগণই বিচার করুন। ১।০ পাঁচসিকা বা ।/৫ সওয়া পাঁচ আনা দক্ষিণা ফেলিলে যে দেশে পিতৃশ্রাদ্ধে মস্তক মুণ্ডনের দায় হইতে মস্তকের কেশ বজায় করা যায় এবং যাহার যেমন অভিরুচি তদ্রূপ ব্যবস্থা সংগ্রহ হইতে পারে, সে দেশের ব্যবস্থাদাতা ও ব্যবস্থাগ্রহীতা উভয়েই শূদ্র ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মবিক্রয়ী কোন দিন ব্রাহ্মণের পবিত্র নামের অধিকারী নহে ; ব্যবস্থা-বিক্রয়ী, দেবল (পূজক ব্রাহ্মণ), গণক ব্রাহ্মণ, চাকুরীজীবী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী প্রভৃতি কোন দিন ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে পারেন না, বরং তাঁহাদের সংসর্গে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব

মহাভারতে ব্রাহ্মণ

দূরে পলাইয়া যায়, ইহাই হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনবাণী। ব্রাহ্মণে ও জাতি-ব্রাহ্মণে অনেক পার্থক্য ; তপস্বী, সংযতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী, ভক্ত ব্যতীত ব্রাহ্মণ হইবার উপায় নাই ; তাই ব্রাহ্মণ-ভোজনে ব্রাহ্মণ পূজনে পুণ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু জাতি-ব্রাহ্মণ ভোজনে ও পূজনে পাপ হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তার পিতৃপুরুষের নরকবাস হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পংক্তি-পাবন, আর জাতিব্রাহ্মণ পংক্তি-দূষক বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। মঠধারী, গদিওয়ালা, দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগদখলকারী এবং তীর্থের পাণ্ডা, দেবল, গণক, পূজক, ব্যবস্থাপক, ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ কি প্রকার হেয় ও অপদার্থ তাহা হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র গুলি পাঠ করিয়া দেখুন—একান্ত না পারেন, মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বের ১৪৩ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিবেন। বিনা তপস্যায় কেহ কোন দিন যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই ; যদি তাহা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে পুরাকালের ব্রাহ্মণের সন্তানগণকে আর তপস্যা করিতে হইত না, বাপ দাদার দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া চলিত ; কিন্তু সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সে ব্যবস্থা দেন নাই। আজ অধ্যাপক,

গুরুগিরীর অপব্যবহার।

ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত, পুরোহিত, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, প্রভু গোস্বামী,সামাজিক বিপনিতে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া মানবের ধর্ম্মাধর্ম্মের দোকানদারী করিতেছেন, সস্তায় ব্যবস্থা দিবার প্রতিযোগিতা করিতেছেন এবং বহু শিষ্য যজমান কাড়িয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন, অথচ পাছে শিষ্য গলাইয়া

যায় তাই আসল ধর্ম্মের উপদেশটী দিতেছেন না। লম্পট মূর্খেরাও পূর্ব্ব-পুরুষের দোহাই দিয়া বংশানুক্রমে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম কলুষিত করিতেছেন।

সে কালের ব্রাহ্মণ

হায় ব্রাহ্মণ! দেখ আজ তোমার দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বর্ণাশ্রমের কি অবস্থা হইয়াছে? তোমার সে তেজঃপুঞ্জ কলেবর, সে সর্ব্বভূতে সমভাব, সে জ্ঞান ভক্তি ব্রহ্মচর্য্য, সে সাধনা সংযম, সে শম দম তপস্যা, সে অকপট সরলতা ও তিতিক্ষা আজ কোথায় অন্তর্হিত হইল? তোমার পূর্ব্বপুরুষের রচিত হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-দর্পণে একবার তোমায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখ, দেখিয়া ব'ল এই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি কি তোমারই পূর্ব্বপুরুষ রচিত? তুমি সূত মুনিকে, জাতিতে সূত্রধর হইলেও, ব্রাহ্মণ করিয়াছ; জেলেনীর গর্ভে পরাশরের কামজ সন্তানকে ব্রাহ্মণ এবং বেদ বিভাগ কর্ত্তা ও বর্ণাশ্রমের গুরু স্থানে বসাইয়াছ; চোর দস্যু রত্নাকরের রামভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে আদিকবি ভক্তাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ করিয়াছ; রজকিনী মাতা, যৌবনে বহু পুরুষ সংসর্গ করিলেও, তৎপুত্র সত্যকাম জাবালিকে তুমি ব্রাহ্মণ হইতে বঞ্চিত কর নাই; ব্রাহ্মণকুলতিলক ভক্তাগ্রগণ্য শুকদেবকে ক্ষত্রিয় জনকের শিষ্য করিয়াছ; ক্ষত্রিয়ের নিকট রাজবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লইতে কত শত ঋষি মুনি ব্রাহ্মণের পুত্রকে বসাইয়াছ। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি করিয়াছ; তিনি যে গায়ত্রী-মন্ত্রের দ্রষ্টা তাহা এখনও নত শিরে জপ করিতেছ,—ইহাতো তোমার সনাতন ধর্ম্ম—তুমি তো চিরকাল এই ধর্ম্মের সেবক ও প্রচারক—এই ধর্ম্মপ্রচার করিতে তুমি ভোগসুখে বিসর্জ্জন দিয়া, অর্থ ঐশ্বর্য্যে পদাঘাত করিয়া দম্ভ অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কঠোর জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলে, তবে তোমায় সে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি, সে নিষ্কাম সাধনা, আজ কোথায় অন্তর্হিত হইল? যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজের ভয়ে একদিন দেবতারাও বিবরে লুকাইত, ভারতের সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অভাবে আজ ধূলিসাৎ হইয়া শূদ্রত্বে মিশিয়া গিয়াছে। এসো ব্রাহ্মণ! ভারতের বর্ণাশ্রম-শ্মশানের ভস্মস্তূপ অপসারিত ক'রে, এসো দেখি সেই সনাতন বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় কিনা!

একালের চারি বর্ণ ও গীতোক্ত বর্ণাশ্রম

আছে সব, খুঁজিয়া লইতে হইবে; ছত্রিশ জাতিকে চারি জাতিতে পরিণত করিতে হইবে; বর্ণপরিচয় পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। চারিটী ছাড়া পাঁচটী বর্ণ নাই ইহা মনু

বলিয়াছেন, এবং মনুর বিপরীত যিনি বলেন তাহা স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য নহে ইহাও বৃহস্পতি বলিয়াছেন; এই ছত্রিশ জাতির বর্ণপরিচয় করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণে আনিতে হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন থাকুন সনাতন বর্ণাশ্রমের অনেক অবমাননা হইয়াছে আর যাহাতে না হয় তাহার উপায় করুন। বাঙ্গলার কায়স্থ জাতি কোন অংশে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান অপেক্ষা কম নহে, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে চাহে না, চিরকালই ব্রাহ্মণ প্রতিপালক থাকিতে চায়। তাহারা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহা বহু শাস্ত্রালোচনার দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে, এবং দেশের শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণও তাহা বুঝিয়াছেন, তবে স্বার্থানুরোধে কেহ কেহ তাহা মনে জানিয়াও স্বীকার করিতে চাহেন না। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম দান করা ও প্রভুত্ব করা, এই ভগবদ্বাক্য প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। কৃষিজীবী, গোরক্ষা ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বাঙ্গলার জাতি সমূহকে শ্রীভগবান্ বৈশ্য বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং সেবামাত্র শূদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের গীতোক্ত চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ অনুসারে বাঙ্গালার বর্ত্তমান ছত্রিশ জাতিকে, চারিবর্ণে বিভক্ত করা অসাধ্য নহে, দুঃসাধ্য হইতে পারে; এবং বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য জাতির সমবেত চেষ্টায় তাহা সম্ভবপর হওয়ায় বিচিত্র নহে। যাহারা কোন দিন হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের বিধি নিষেধের মধ্যে আসিবে না বা আসিতে চাহে না, তাহারাই ত্রিবর্ণের সেবক—শূদ্র।

শূদ্র কে?

যাহারা হিন্দুর বৈদিক দশবিধ সংস্কারের বহির্ভূত, অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়নাদি বৈদিক অনুশাসনে যাহারা বাধ্য নহে, তাহারাই শূদ্র; বিবাহমাত্র যাহাদের সংস্কার এবং যে বিবাহে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করেন না, স্বয়ংই বিবাহ হইয়া যায় তাহারাই শূদ্র; যাহারা হোম যজ্ঞে অধিকারী নহে, যাহাদের পূজা পাঠ করিবার অধিকার নাই, যাহারা মূর্খ অজ্ঞানী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাহারাই শূদ্র। এই জন্যই শূদ্রের সহিত একাসনে বসিতেও শাস্ত্রের নিষেধ আছে,—শূদ্রের দান লইলে ব্রাহ্মণের অনন্ত নরকের ব্যবস্থা আছে—শূদ্রের যাজকতা ও পৌরোহিত্য করিলে ব্রাহ্মণের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ঘটে, শূদ্রের ছায়া মাড়াইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি আছে। আবার এই শূদ্রবংশে যিনি গুণবান্ ও উপযুক্ত কর্ম্মী হইয়াছেন, তিনি যখন বৈদিক অনুশাসনের ভিতরে আসিতে চাহিয়াছেন সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তখন তাহাকে তাহার

উপযুক্ত বর্ণে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণ মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শান্তিময় ক্রোড় হইতে কেহ কোন দিন বঞ্চিত হয় নাই। ইহাই সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম !

পুরাকালে সহজে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে চাহিত না, কারণ ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার, সাধনা সংযম ও কঠোর সন্ন্যাস সকলে প্রতিপালন করিতে পারিত না। এজন্য ব্রাহ্মণকে সকলেই সম্মান ও ভক্তির চক্ষে দেখিত, কিন্তু একালে ব্রাহ্মণের সে রীতিনীতি আচার ব্যবহার নাই, সাধনা সংযমও তিরোহিত।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী

ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলে সহজে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে চাহিবে না, সেইরূপ ক্ষত্রিয় জাতির উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালার কায়স্থ জাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে, কায়স্থকে বুঝিতে হইবে আমি সেই ক্ষত্রিয়-বংশধর ; সেই সনাতন বর্ণাশ্রমের দ্বিতীয় বর্ণের অভাব আমার দ্বারা পূরণ করিতে হইবে—সেই ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে ক্ষত্রিয়জাতির বিশেষ প্রয়োজন। হস্ত ব্যতীত কখনও কি কেহ কোন কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় ? তদ্রূপ বাহু স্বরূপ ক্ষত্রিয় ব্যতীত বর্ণাশ্রমসমাজের রক্ষা হইতে পারে না। এখন এমন কাল আসিয়াছে যে শূদ্রত্ব যত বেশী দূর হয় ততই দেশের ও সমাজের মঙ্গল। 'মরা''মরা' করিতে করিতে যে দেশের চোর দস্যু রত্নাকর রামের দর্শন পাইয়া বাল্মীকি হইয়া গিয়াছে, সে দেশে 'আমি ক্ষত্রিয়' 'আমি ক্ষত্রিয়' বলিতে বলিতে সেই বিলুপ্ত ক্ষাত্রশক্তির পুনর্বিকাশ অসম্ভব নহে। হিন্দুসমাজের গণ্ডী কাটিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা সমাজান্তরে প্রবেশ অপেক্ষা হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া সনাতন বর্ণাশ্রমের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা সহস্রগুণে মঙ্গলদায়ক, এ কথাটি দেশের ধর্ম্মাধর্ম্মের নেতারা মাঝে মাঝে ভুলিয়া গিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রানুসারে যাহাদিগকে উচ্চবর্ণের মধ্যে আনিতে পারা যায় না, তাহাদিগকে বাদ দিয়া বাঙ্গালার অন্যান্য জাতিগুলিকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অধিকার প্রদান করিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ ও দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে। কিন্তু ইহা করিতে হইলে খ্রীষ্টানীমতে করিলে হইবে না, সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মতে করিতে হইবে। এ কাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ

বৈদ্যজাতির সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির (অর্থাৎ যে দুটি জাতিকে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কলমের খোঁচায় মারিয়া গিয়াছেন) উপনয়নের আবশ্যক আছে।

মানুষ পৈতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, অপৈতক শূদ্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করে ;

পৈতায় অধিকার

বেদ অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য ও অগ্নিহোত্র ব্রত পালন জন্যই উপনয়নের আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এই জন্য উপনয়নের প্রয়োজন আছে। মনু বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি দ্বিজাতি, আর শূদ্র একজাতি ; দ্বিজাতি অর্থাৎ যাহাদের দুইবার জন্ম হয়,—প্রথম মাতৃগর্ভে এবং দ্বিতীয় মৌঞ্জীবন্ধনে, অর্থাৎ উপনয়নে ; এই দ্বিজাতিরাই সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমতে আর্য্য (Aryans) আর অনার্য্য কৃষ্ণকায়গণই শূদ্র (Non-Aryans) the servile Caste. এই শূদ্রই একজাতি, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই জাতিত্রয়ই দ্বিজাতি (twice-born), সুতরাং সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের হিসাবে ইহাদের উপনয়ন আবশ্যক। বর্ত্তমানে আমাদের রাজা ইংরাজ ; তাঁহাদের নিকট প্রায় আমাদিগের জাতিঘটিত মকদ্দামার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে ; তাঁহাদের মোটামুটি ধারণা ভারতের উচ্চ জাতিগণ পবিত্র

পৈতার আবশ্যকতা

সূতা (Sacred Thread) ধারণ করেন আর শূদ্র তাহা ধারণ করিতে পারে না। তাঁহারা এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরেই বিচার করিয়া থাকেন, শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ইতিহাস পুরাণাদি আলোচনা করিয়া বিচার করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালার কায়স্থ জাতিকে তাহার জাতিগত সম্মান বজায় করিতে হইলে ঐ 'Sacred Thread' ধারণ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। বর্ত্তমানে একটা কথা উঠিয়াছে জাত আবার কি ? ও সব ভেদাভেদ চূর্ণ করিয়া দাও ;—কিন্তু তাহা হয় কৈ ? বিষয় সম্পত্তি ঘটিত কি পোষ্যপুত্রঘটিত মকদ্দামা বাঁধিলেই অমনি Hindu Law অনুসারে জাত না মানিলেও জাতির বিচার হইবে এবং উচ্চজাতি হইয়াও পৈতার অভাবে শূদ্র হইতে হইবে এবং তাহাই Government Record হইয়া থাকিবে।

আর এক কথা ঐ একগাছি পবিত্র সূতার অভাবে আজ আমার পিতামাতার শ্রাদ্ধের মন্ত্র আমার পুরোহিতে পাঠ করেন, আমার পিতামাতার পিণ্ডদানের মন্ত্র আমাকে শুনিতে নাই,পুরোহিত মহাশয় বিড় বিড় করিয়া বকিয়া যান ; কারণ

উহা শূদ্রের্ কর্ণে প্রবেশের অধিকার নাই ; আমি কেবল 'নমঃ নমঃ' পড়িয়া "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"র কার্য্য সম্পন্ন করি। অন্নের পিণ্ডে আমার অধিকার নাই, অপরাধ আমি শূদ্র (যেহেতু আমার পৈতা নাই); আলোচাল ও কলা চট্‌কাইয়া আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর সর্ব্বদেবতাশ্রেষ্ঠ আমার পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য করিতে হইবে, অন্নব্যঞ্জনাদি, পিষ্টক, পায়স আমার পিতামাতার উদ্দেশ্যেও দিতে পারি না, দিবার অধিকারও নাই ; কারণ ঐ পবিত্র সুতার অভাব। মরিয়া গিয়াও নিস্তার নাই—পৈতাধারী মড়াকে দক্ষিণ দিকে মাথা করাইয়া পোড়ান হয়, আর পৈতাবিহীন মৃতদেহগুলির উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া অগ্নি সৎকার করা হয়। শ্মশানে যাও দেখিবে যত বামুন মড়া সব দক্ষিণশির, আর যত ব্রাহ্মণেতর জাতির মড়া, সব উত্তরশির হইয়া পুড়িতেছে। শাস্ত্রে আছে দক্ষিণদিকে যমালয় এবং সেই দিকেই পিতৃলোক, তাই পিণ্ডাদি শ্রাদ্ধ কার্য্য সব দক্ষিণাভিমুখে করিতে হয়, আর উত্তরদিকে কুম্ভীপাক নরক আছে। পৈতার অভাবে আমাদিগকে পিতৃলোকের দিকে পা রাখিয়া কুম্ভীপাক নরকে প্রবেশ করিতে হয়। পবিত্র সুতার এতাদৃশ মাহাত্ম্য।

তুমি বিবাহ করিতে যাও, তোমার বিবাহমন্ত্র পুরোহিতে পড়িবে, তুমি 'নমঃ নমঃ' করিবে। কেবল দানের মন্ত্রে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাইবে। একজন তাহার কন্যাকে একজনকে দান করিল, কিন্তু কি জন্য দান করিল তাহা বলিয়া দিল না। "সপ্তপদী গমন" না করিলে বন্ধুত্ব হয় না ; "পাণিগ্রহণ" না হইলে অঙ্গস্পর্শের অধিকার হয় না। বর কন্যা উভয়ে উভয়ের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে, তবে বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হয় ; তাহার স্থলে কেবল 'নমঃ নমঃ'। পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র পড়িলেন,—আমি তোমাকে ভরণ করিব বলিয়া তোমার ভর্ত্তা, পুত্র উৎপন্ন করিবার জন্য তুমি আমার জায়া, ইত্যাদি ; বর 'নমঃ নমঃ' কহিলেন— অর্থাৎ—আজ্ঞেঃ হাঃ। শাস্ত্রমতে এই বিবাহ তো পুরোহিতের বিবাহ হইতেছে, কারণ তামা তুলশী ও গঙ্গাজল হাতে লইয়া নারায়ণ শিলার সম্মুখে তুমি স্বীকার করিয়াছ যে তুমি শূদ্র—তোমার পিতা, পিতামহ প্রপিতামহ সব দাস দাসস্য শূদ্র এবং পুরোহিত মহাশয়ই বিবাহ করিতেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র হিসাবে তোমার স্ত্রীকে পুরোহিতে Claim দিতে পারে। তাই বলি যদি হিন্দু থাকিয়া হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে চাও, তবে অগ্রে ঐ পবিত্র সুতা ধারণ করিয়া নিজের

পূর্ব্বপুরুষগণের নামে শূদ্রত্ব আরোপ হইতে রক্ষা পাও, আর নিজের বিবাহ মন্ত্র নিজে উচ্চারণ করিবার অধিকারী হও। একগাছি পবিত্র সুতার অভাবে তোমার নিজের ঠাকুর দালানে চণ্ডীমণ্ডপে তুমি পূজার সময় উঠিবার অধিকারী নও। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র তোমার অর্থাৎ শূদ্রের পক্ষে একরূপ আর পৈতাধারীর পক্ষে অন্যরূপ। বৎসরান্তে বাটীতে, মাকে আনিয়া তুমি তাঁহাকে অন্ন ব্যঞ্জন ভোগ দিবার অধিকারী নহ। 'আর্য্য' মানে ভদ্রলোক—'অনার্য্য' অর্থাৎ ছোট লোক, ইহা কি একবার মনেও উদয় হয় না। পুরাকালে আর্য্য অর্থাৎ ভদ্রবংশীয়েরা পৈতা ধারণ করিতেন, আর ইতর ছোটলোক অনার্য্যগণের পৈতা ছিল না, ইহাই তোমার সনাতন ধর্ম্ম-শাস্ত্র ঘোষণা করিতেছে।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিত নিজ স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না তাঁহাদিগকে বলি, ধর্ম্মের নামে দোকানদারী করিয়া আজ চির সম্মানিত ব্রাহ্মণ-জাতির দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াও কি আপনাদের চৈতন্য হইতেছে না? জাতির কল্যাণে তোমার কল্যাণ—জাতির উন্নতিতে তোমার উন্নতি। আর কেন? হে ব্রাহ্মণ! জাগ্রত হও! শতাব্দীর পর শতাব্দী মরণের সিন্ধুতীরে দাঁড়াইয়া কাটিয়া গিয়াছে। এস ব্রাহ্মণ! সম্মিলিত শক্তি দ্বারা মৃতকল্প ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্জলি নিবারণ করি। স্বার্থ দ্বেষ ভুলে যাও—হিংসা পরশ্রী-কাতরতা বিসর্জ্জন দাও! মুখ, বাহু, উরু, পদ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররূপে মৃতকল্প হিন্দুর বিরাট সমাজদেহ সঞ্জীবীত হউক! আবার বঙ্গে দ্বিজাতি আর্য্যের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক! পারিবে কি ব্রাহ্মণ? চাই আর্য্য-চিহ্ন, পৈতা—পবিত্র-সূতা, তবে সনাতন বর্ণাশ্রমের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে।

শ্রীসরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

পুরন্দর খাঁর পরিচয়।

(৺সার্ব্বভৌম ঘটক রচিত)

ঈশান-তনয় জাত, বাড়মুখ্য গোপীনাথ,
পুরন্দর যাহার আখ্যান।
করিলে কুলের সৃষ্টি, পূর্ব্বে যে বল্লাল দৃষ্টি,
পর্য্যায়বদ্ধ কুলের ব্যবধান॥
দেহজ আপন কাজ, দানাংশে পাইলে লাজ,
বিপর্য্যায় ঘোষ গদাধরে।
পুণ্য সত্য যুধিষ্ঠিরে, পিতাপুত্রে একঘরে,
যোগে শিব গেলা দেশান্তরে॥
কমলে হইল বর্ত্ত, না হয়ত সহজার্ত্ত,
চিত্তে চিন্তিত পরে এই।
ভ্রমোদ্ধারে কুল রক্ষে পুণ্য পরাশরে সখ্যে,
হেরম্ব তনয় সহজ সেই॥
আদানেতে মালাধর, ঘোষ মুখ্য সহজবর
সহজ বলি কুলে হইল ডাক।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন, কুলকর্ত্তা তেঁএও জান,
সহজার্ত্ত একারণে পাক॥

স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আইল পুরন্দর।
সভা করিবার তরে আনাইল কুলবর॥
কুলেতে ধার্ম্মিক ছিল যুধিষ্ঠির রাজা।
সভামধ্যে তাঁর তরে করিলেক পূজা॥
সেইখানে পরাশর আইলেন শীঘ্রগতি।
ঈশান আইল তবে তাহার সংহতি॥
তাহা দেখি পরাশর কৈল অভ্যর্থন।
পরাশর মালাধর ক্রমে সে জোগান॥
সার্ব্বভৌম চাকরী এই কর অবধান।
ছেই বন্দে করেন কুল পুরন্দর খাঁন॥

কায়স্থ-পঞ্জী।

শোকসভা।—কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, মহারাজ বাহাদুর স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা কে. সি, আই, ই মহোদয়ের দেহত্যাগে, দিনাজপুর, রংপুর, ফরিদপুর, শোমেশপুর, ভাঙ্গা, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বগুড়া, বাঁকীপুর, এলাহাবাদ, বেনারস এবং অন্যান্য বহু স্থান হইতে সভা-সমিতির এবং সহানুভূতি এবং সমবেদনা সূচক পত্রাদি পাইয়াছি ; আমরা স্থানাভাবে সকল সভা-সমিতির বিবরণ ও পত্রাদির মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মহারাজ বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রত্যেক ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী মাসিক,সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রে এবং কায়স্থ-পত্রিকার পৌষ সংখ্যাতে তাঁহার কর্ম্ম জীবনের আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিভাগীয় কমিশনার কে, সি, দে, সি, আই, সি, এস.।—কায়স্থ সভার সহঃ সভাপতি, ও কায়স্থকুলের উজ্জ্বল রত্ন উপবীতী-কায়স্থ শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয় ভারতীয়-ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য পদে মনোনীত হইয়াছেন ; আমরা এ সংবাদে সুখী হইয়াছি। তিনি উত্তরোত্তর রাজ-সম্মানে ভূষিত হইয়া কায়স্থ জাতিকে গৌরবান্বিত করুন। বাঙ্গালায় উচ্চ শিক্ষিত কায়স্থ সন্তানগণ,কায়স্থ কুলোজ্জ্বল শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয়ের উপনয়ন-আদর্শ গ্রহণ করিলে কায়স্থ জাতি অচিরেই তাহার বিলুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইবে সন্দেহ নাই। আমরা স্বস্ত্রীক দে মহাশয়ের এবং তাঁহার পুত্র কন্যাগণের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

তাড়াশের রায় বাহাদুর।—"এবারকার নববর্ষের উপাধি বিতরণের মরসুমে (পাবনা) তাড়াসের ভূম্যাধিকারী কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়কে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হইল। তিনি স্বর্গগত দেবভূত রায় বাহাদুর বনমালী রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা, রাজার ন্যায় ধনসম্পত্তি সত্ত্বেও ঋষির ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাই তাঁহাকে রাজর্ষি নামে অভিহিত করা হইত। তিনি বৃন্দাবনধামে কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বনে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুসারে ইষ্টসাধনা

করিয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ও তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও শুদ্ধাচারী। বৈরাগ্য তাঁহাদেরও হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজিত। তাই তাঁহারা স্বধর্ম্ম ও স্বদেশের জন্য অর্থ ব্যয়ে অকুণ্ঠ। পিতার নামে নামকরণ করিয়া তাঁহারা পাবনা ধনওয়ারী নগরে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় চালাইতেছেন। পাবনা কলেজের উন্নতিকল্পে তাঁহারা পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। নবদ্বীপধামে তাঁহাদের অর্থে চালিত একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠি আছে। এ হেন কীর্ত্তি-কুশল সদ্বংশের বংশধর কুমার ক্ষিতীশভূষণের বর্ত্তমান সম্মানে দেশের সকলেই সবিশেষ সুখী হইয়াছে। ঐ বংশ বারেন্দ্র-শ্রেণীর কায়স্থ-সমাজের গৌরব স্তম্ভ। উঁহাদের স্বজাতি বিশেষতঃ স্বশ্রেণীর আজ বিশেষ আনন্দের দিন। কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ 'রায় বাহাদুর' না হইয়া একেবারে রাজা হইলে সে আনন্দ আজ আরও অধিক হইত। তাঁহাদের সে সুখ সম্ভোগের আশা একদিন না একদিন নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে, তবে তাহাতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা সে বিলম্ব যেন অল্পকাল স্থায়ী হয়।" "নায়ক"

উপনয়ন।—বিগত ১৭ই পৌষ (চট্টগ্রাম) পটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নূতন চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ডাঃ কামিনী কুমার চৌধুরী মহাশয় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

বিগত ২২শে পৌষ ফরিদপুর জিলার উমেদপুরের ৺চণ্ডীচরণ ভদ্র মহাশয়দিগের ঠাকুরবাড়ীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয় তাহাতে নিম্নলিখিত কায়স্থ সন্তানগণের উপনয়ন হইয়াছে :—

(১) যতীন্দ্র মোহন গুহ, (২) লালবিহারি গুহ, (৩) বিরেন্দ্র কুমার দেব, (৪) নিশীকান্ত দত্ত, (৫) রসিক লাল ঘোষ, (৬) যজ্ঞেশ্বর ঘোষ (৭) গোবিন্দ চন্দ্র দেব, (৮) বিরাজমোহন দত্ত, (৯) মণিন্দ্র লাল দাস।—সাং আলেপুর॥ (১০) শশধর দত্ত, (১১) ইন্দ্রভূষণ দত্ত, (১২) জিতেন্দ্র নাথ বসু, (১৩) বিশ্বেশ্বর বসু, (১৪) রমেশ চন্দ্র ঘোষ রায়, (১৫) রামনাথ বসু, (১৬) রাজবিহারি ঘোষ, (১৭) সীতানাথ দত্ত, (১৮) মাখন লাল বিশ্বাস, (১৯) কালিপদ বিশ্বাস, (২০) যাদব লাল বিশ্বাস, (২১) গোপাল চন্দ্র দাস, (২২) যদুনাথ দাস, (২৩) অশ্বিনী কুমার দাস, (২৪) রেবতী মোহন দাস,

সাং ভদ্রাসন॥ (২৫) কালিকান্ত ভদ্র, (২৬) উপেন্দ্র নাথ ভদ্র, (২৭) রসিক লাল ভদ্র (২৮) যতীন্দ্র নাথ ভদ্র, (২৯) পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, (৩০) বিরাজ মোহন বসু সাং উমেদপুর।—(৩১) নগেন্দ্র লাল ভদ্র, (৩২) শ্রীশচন্দ্র ভদ্র। (৩৩) ক্ষিতীশচন্দ্র ভদ্র, (৩৪) বিশ্বেশ্বর ভদ্র—সাং রামরায়কান্দী।

বিগত ২১শে মাঘ বরিশাল কাশীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের বাটিতে একটি উপনয়ন-কেন্দ্র হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত কায়স্থ চতুষ্টয় উপনীত হইয়াছেন—

(১) গিরিশচন্দ্র গুহ, (২) কালী প্রসন্ন গুহ, (৩) উপেন্দ্র নাথ গুহ (৪) হরেন্দ্র নাথ গুহ।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমস্ত উপনয়ন-কেন্দ্রের উদ্যোগীবৃন্দকে এবং উপনীত কায়স্থ সন্তানগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং চন্দ্রদ্বীপ সমাজের শিরোভূষণ মাধবপাশার রাজবংশ মধ্যে অচিরকাল মধ্যে উপনয়ন সংস্কার প্রচলন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ক্ষত্রিয়াচারে আন্তর্গ্গনিক বিবাহ।— কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার বসু বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ধরণী কুমার বসু বি, এস, সি, (এডিনবরা) এ, এম, সি, আ ইর বিবাহ বিগত ২২শে মাঘ, ১৪৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে কোনরূপ দেনা পাওনার কথা হয় নাই।

বিনাপণে বিবাহ।—(১) শোভাবাজারের শ্রীযুক্ত পশুপতি নাথ মিত্র মহাশয় বিনাপণে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। বিবাহের দিন পশুপতি বাবুর স্ত্রী গোপনে নববধুর বাটীতে একজোড়া ব্রেসলেট্ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কন্যাপক্ষের পুরোহিত মহাশয়কেও পশুপতি বাবু ১৬৲ বিদায় দিয়াছেন। কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ না করিয়া কুটুম্বের সম্মান রক্ষা করা আজকাল অতীব দুর্লভ। পশুপতি বাবু পূর্ব্বে এক 'পণ নিবারণী সভা' করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিনাপণে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে চাহেন তাঁহারা ৬৫।২ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট (কলিকাতা) ঠিকানায় পত্র দিবেন। আমরা সস্ত্রীক পশুপতি বাবুকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

(২) বাগবাজার-কাঁটাপুকুরের বসুবংশীয় শ্রীযুক্ত ভবাণী চরণ বসু মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ বসু মহাশয়ের পুত্রের সহিত যশোহরের অবসর-প্রাপ্ত সবজজ ৺বেণীমাধব মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণ লাল মিত্র উকিলের কন্যার বিবাহ গত ১৬ই মাঘ সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে দেনা পাওনা স্থির করার জন্য কিরণ বাবু পাত্র পক্ষকে বলিয়া পাঠাইলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশে কখনও দেনা পাওনার চুক্তি করিয়া বিবাহ হয় নাই। আমরা বসু মহাশয়-গণকে ধন্যবাদ দিতেছি ও নব দম্পতির দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।—(১)শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—অশীতিপর বৃদ্ধ অবসর-প্রাপ্ত হেড মাষ্টার ও রাজসাহীর অবৈতনিক ম্যাজেষ্ট্রেট ৺কালী মোহন চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় গত ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তদীয় শ্রাদ্ধ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র নড়াইলের পুলিস ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অজিত মোহন চৌধুরী বর্ম্মা, রাজসাহী স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন চৌধুরী বর্ম্মা বি, এ এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মোহন চৌধুরী বর্ম্মা এল, এম. এস মহাশয়গণ বেশ ধুমধামের সহিত শ্রাদ্ধ কার্য্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার কাব্যতীর্থ মহাশয় শুভাগমন করিয়া কৃতিত্রয়কে ধন্য করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের দিন স্থানীয় গণ্যমান্য অনেক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত ও ২৬ জন ব্রাহ্মণ পরিতোষ সহকারে ভোজন করেন। বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে ব্রাহ্মণ ও স্বজাতি ও অন্যান্য লোকদিগকে ভোজন করান হয়। এই দিন ৪০।৪৫ জন ব্রাহ্মণ, ২৫০ জন স্বজাতি ও প্রায় ১৫০ শত অন্যান্য লোক পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করেন। তৎপর ৫ই পৌষ তারিখে কাঙ্গালী ভোজন হয়। খিচুড়ি, কুলকফির তরকারী, অম্বল ও জিলাপী কাঙ্গালী ভোজনের উপাদান ছিল। অন্যূন দেড় হাজার কাঙ্গালী—হিন্দু, মুসলমান নির্ব্বিশেষে—বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া কৃতিগণের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিয়াছে। এই শ্রাদ্ধে সামাজিক কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই। স্থানীয় পুরোহিতগণই শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করাইয়াছিলেন।

(২) যশোহর জিলান্তর্গত পাইকপাড়া নিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি এ, এফ, এস্ মহাশয়ের ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র বর্ম্মা

মহোদয়ের পত্নীর আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিবসে গত ১৭ই অগ্রহায়ণ কলিকাতার ৺গঙ্গাতীরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত কেদার নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধের আনুসঙ্গীক কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে। দেশস্থ স্বজাতি মহাশয়গণ উৎসাহসহকারে যোগদান করিয়া কৃতীকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

(৩) আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র ললিত চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার আদ্যকৃত্য বিগত ৩০শে অগ্রহায়ণ তারিখে ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৪) গত ১লা পৌষ চট্টগ্রাম চক্রশালার অন্তর্গত ভাটিখাইন গ্রাম নিবাসী পেন্‌সন-প্রাপ্ত সেরেস্তাদার স্বর্গীয় বাবু যাত্রামোহন দাস মহাশয়ের ক্ষত্রিয়াচার মতে ত্রয়োদশাহে পঞ্চাঙ্গ বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া যথারীতি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যাত্রামোহন বাবু নৈষ্ঠিক সদাচারসম্পন্ন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি জীবনের শেষভাগে শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ ধামে থাকিয়া আধ্যাত্মিক চর্চ্চা ও ভগবচ্চিন্তায় নিরত ছিলেন। গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি অনেক সদ্‌গ্রন্থও তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন। "চট্টল ধর্ম্মমণ্ডলী" সভার ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে জীবদ্দশায় "গীতারত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র চট্টলের সর্ব্বজনপ্রিয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র দেববর্ম্মা বি, এল তাঁহাদের পিতৃশ্রাদ্ধে চক্রশালা-সাতপাড়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অপর কয়েক গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া বিবিধ উপাদেয় উপচারে ভোজন করাইয়া প্রচুর বিদায় দানে ও সৌজন্য প্রদর্শনে তাঁহাদিগকে বিশেষ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। নিমন্ত্রণে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যা ৬০০ শতের উপর ছিল। শিকারপুরের পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় গৌণে উপস্থিত হওয়ায় ক্রিয়াঙ্গে বৃত হইতে পারেন নাই। নিম্নলিখিত পণ্ডিত-গণ ক্রিয়াঙ্গে বৃত হইয়াছিলেন। চট্টলের প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত রামদয়াল তর্ক-সিদ্ধান্ত, চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সাঙ্খ্যতীর্থ বেদান্ততীর্থ এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যারত্ন ইঁহারা ৺যাত্রামোহন বাবুর স্বগ্রামবাসী পণ্ডিত; এতদ্ব্যতীত বরমা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়-

ভূষণ, ছলহরা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র স্মৃতিরত্ন, পাটলীকোটা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী কিঙ্কর তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত স্মৃতিবাগীশ, সুচিয়া গ্রামবাসী চট্টগ্রামের বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশীয় শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ও গুয়াতলী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাশিচন্দ্র বিদ্যারত্ন ক্রিয়াঙ্গে বৃত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত উকিল বাবু তারকচন্দ্র চৌধুরী বি, এল, স্থানীয় জমিদার বাবু জগচ্চন্দ্র চৌধুরী, পোষ্টমাষ্টর বাবু অন্নদাবন্ধু দাস গুপ্ত ও কবিরাজ অন্নদা চরণ দাস প্রমুখ প্রায় ৫০।৬০ জন গণ্য মান্য বৈদ্য ও বহু সংখ্যক কায়স্থ, ক্রিয়ায় যোগদান ও আহার করিয়াছিলেন।

(৫) কৃষ্ণনগরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সরকার দেববর্ম্মা এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সহ-ধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধ ষোড়শ ও চন্দনধেনু দান পূর্ব্বক গত ৬ই পৌষ সোমবার তারিখে ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রাদ্ধবাসরে কৃষ্ণনগর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যতীর্থ মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় অন্যান্য কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগদান করিয়া দানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ও নিমন্ত্রিত স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতীয় ভদ্র মহোদয়গণ ঐ দিনে কৃতগৃহে আহারাদি করিয়াছিলেন। স্থানীয় আদর্শ জনহিতকর অনুষ্ঠান, দুঃস্থ ও বিপন্নের সহায় "কৃষ্ণনগর দরিদ্র-ভাণ্ডার ও সৎকার সমিতি" যাহা যোগীন্দ্র বাবুর সম্পাদকত্বে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি যোগীন্দ্র বাবুর পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর আন্তরিক যত্ন ও সহানুভূতি থাকায় তাঁহারই ইচ্ছানুসারে যোগীন্দ্র বাবু উক্ত সমিতির হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাহায্যগৃহীতা ও স্বেচ্ছাসেবক নরনারায়ণকে ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন; দরিদ্রনারায়ণের সেবাই এই সদনুষ্ঠানের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। যোগীন্দ্র বাবুর ধর্ম্মপ্রাণা স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত।

কায়স্থ সাধু মহাত্মার দেহত্যাগ।—"স্বা জগদানন্দ যোগাচারী আর ইহজগতে নাই। তিনি নীরব সাধক ছিলেন। সাধক জীবনের অধিকাংশ সময়ই নানা তীর্থে, হরিদ্বারে, বিন্ধ্যাচলে, কাশীতে কাটাইয়াছেন। পশ্চিমদেশে তাঁহাকে

স্বামী জগদানন্দ যোগাচারী পরহংসদেব বলিয়া সকলে জানে। কাশীতে যোগাচারী নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী তাঁহার জন্মস্থান সে স্থানে এখনও বাড়ী এবং বিষয় সম্পত্তি আছে। ঢাকা সহরে পেণ্ডারিয়াতে তাঁহার পুত্রদের সুবৃহৎ বাড়ীর সঙ্গেই তাঁহাব আশ্রম-বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সংপ্রতি প্রায় এক বৎসর যাবৎ কখনও বজ্রযোগিণীর বাড়ীতে, কখনও ঢাকার আশ্রমে, কখনও পুত্রদের ময়মনসিংহ যোগেন্দ্রনগরের বাসাবাড়ীতে বাস করিতেন। কখন কখন তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্যের নিতান্ত অনুরোধে কলিকাতা যাইতেন। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন, প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে গত ২০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ময়মনসিংহ যোগেন্দ্রনগরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর জ্যোতিঃ পূর্ণ ও সুস্থ ছিল, মৃত্যুর ১০ মিনিট পূর্ব্বে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্বেই তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও পুত্র কন্যাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া ছিলেন।

স্বামী জগদানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম জগচ্চন্দ্র গুহরায়। তিনি প্রথম জীবনে স্কুল মাষ্টার তৎপর পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তাঁহার তিনটি পুত্র ও একটী কন্যা জীবিত। সকলেই সুঅবস্থায় আছেন। তাঁহার প্রথম জীবনে আর্থিক অভাব ছিল, তিনি সাধক জীবনে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার পুত্রদের সকল বিষয়ে উন্নতি হইতে থাকে। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই একান্নভুক্ত অতি সদ্ভাবে ও শান্তিতে আছেন। তাঁহার পৌত্রের ও দৌহিত্রের সন্তানাদিতে অতি বিস্তর পরিবার বর্ত্তমান। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী এখনও জীবিতা আছেন।"

৭ই অগ্রহায়ণ দৈনিক বসুমতী।

কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচার।

শ্রাদ্ধসভা।—২৫শে পৌষ।

ভাঙ্গার সবরেজিষ্ট্রার ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ তাঁহার বাটী ফরিদপুরস্থিত লক্ষ্মীপুরে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধ লইয়া এখানে বহু মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ

কায়স্থ অনেকেই এই সভায় যোগ দিতে রাজী নহেন এইরূপ শুনা গিয়াছিল। ভাঙ্গার শাখা সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুহ বর্ম্মা এবং কলিকাতা কায়স্থ সভা হইতে শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দেব বর্ম্মা, সরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী ও প্রচারক মাথন লাল ধর বর্ম্মা এই উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও নৈয়ায়িকপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ তর্কতীর্থ মহাশয়দ্বয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে, এথানে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যায়—বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অপর জাতি এবং দরিদ্রগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। যাহা পূর্ব্বে স্বপ্নের অগোচর ছিল তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে অক্ষয় বাবুর বাটীতে একটি সভা হইয়াছিল, অগ্নিহোত্রী মহাশয় সেই সভায় বক্তৃতা করিয়া ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ ও উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে সকলকার সন্দেহ নিরসন করিয়াছিলেন। আর অক্ষয় বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের আদর আপ্যায়নে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। অনুমান ২।৩ সহস্র লোক এই শ্রাদ্ধে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলেন।

২। শোক সভা।—২৬শে পৌষ।

আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির উদ্যোগে ফরিদপুর থিয়েটার হলে স্বর্গীয় দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের শোকসভা হয়। সমিতির সভাপতি ও কায়স্থ সভার অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অনুমান তিনশত স্বজাতি কায়স্থ ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মহোদয় এই সভায় যোগদান করেন। সমিতির সম্পাদক মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই সভার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে ৺মহারাজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

৩। উমেদপুর সভা।—২৭শে পৌষ।

অগ্নিহোত্রী মহাশয় তথা হইতে উমেদপুর রওনা হন; তথায় শ্রীমান্ ভগবান চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মাতৃশ্রাদ্ধ লইয়া বিষম গোলযোগ হইয়াছিল। অগ্নিহোত্রী ও প্রচারক মাথন্ লাল ধর বর্ম্মা মহাশয়দিগের বিশেষ চেষ্টায় কার্য্য উদ্ধার হয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির একাদশ অধিবেশন।

৪ঠা মাঘ ১৩২৬ সাল, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন,

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত:—

(১) শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
(২) „ দয়াল চন্দ্র বসু—(সভার প্রারম্ভে সভাপতির আসনে)
(৩) „ কুমার অসীম কৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর
(৪) „ অমৃত কৃষ্ণ মল্লিক
(৫) „ মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্মা
(৬) „ রায় বিনোদ বিহারী বসু
(৭) „ কেদার নাথ মিত্র
(৮) „ রসিক লাল দেব বর্ম্মা
(৯) „ ললিতা প্রসাদ দত্ত বর্ম্মা
(১০) „ নিবারণ চন্দ্র দত্ত
(১১) „ নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)

সভারম্ভকালে সভাপতি মহাশয় স্থানান্তরে থাকায় বিনোদ বাবুর প্রস্তাবে ও নগেন্দ্র বাবুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত দয়াল চন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২য় প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সভাপতি মহাশয় আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা, বাসন্তী চরণ সিংহ ও রায় বিশ্বম্ভর বসু বর্ম্মা মহাশয় অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র দ্বারা সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১ম প্রস্তাব।—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব।—গত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের পরীক্ষিত হিসাব।

পরীক্ষিত হিসাব দাখিল হইলে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন "গত অগ্রহায়ণ মাসে ২৯১৷৴৫ যাহা খরচ হইয়াছে তন্মধ্যে ৫৫৷৴০ চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের দরুণ জমা-খরচী, গত পৌষ মাসে ৫৩৩৷৫ টাকা যাহা খরচ হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৪৭৲ টাকা জমা-খরচী, বক্রী ৩৮৬৷৫ টাকার মধ্যে ৩০৮৲ টাকা কায়স্থ-পত্রিকা খাতে খরচ, উহা গত কার্ত্তিক হইতে আগামী চৈত্র পর্য্যন্ত কাগজের মূল্য বাবদ হইতেছে; কাগজ ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে বলিয়া অগ্রিম কাগজ খরিদ করিয়া রাখা হইয়াছে। একারণ মাসিক মঞ্জুরী ২৫০৲ টাকায় সংকুলান হয় নাই, এক্ষণে এই হিসাব মঞ্জুরার্থ উপস্থাপিত করিতেছি"। অমৃত বাবুর প্রস্তাবে ও কেদার বাবুর সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে হিসাব মঞ্জুর হইল। গত কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষের সংক্ষিপ্ত ত্রৈমাসিক হিসাব ও প্রদর্শিত হইল।

৩য় প্রস্তাব।—শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের পত্র।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় 'সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয়ে'র স্কুল কমিটীর অবৈতনিক সম্পাদকরূপে এই মর্ম্মে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে উক্ত বিদ্যালয়ের ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালের পারিতোষিক বিতরণের দরুণ ১০০৲ টাকা খরচ অকুলান হওয়ায় ঐ টাকা সভার তহবিল হইতে ঐ স্কুলে দেওয়া হউক। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে অনেকেই অবগত আছেন যে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় ১৩২০ সালে তাঁহার ঐ স্কুল কায়স্থ সভায় দান করেন (১৯১৫ সালের ২৭শে নভেম্বর দান-পত্র রেজেষ্ট্রী হয়) কিন্তু গত কয়েক বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাঠে যতদূর জানা যায় তাহাতে এই সভার কাঃ নিঃ সমিতির তত্ত্বাবধানে ঐ স্কুল পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায় না; এদিকে সভার তহবিলেও টাকার অসচ্ছল অতএব আপনারা যথা কর্ত্তব্য স্থির করুন"। শরৎ বাবুর উক্ত পত্র এবং ঐ বিদ্যালয় সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সভার কাঃ নিঃ সমিতির মন্তব্য সমূহ পঠিত হইলে এ সম্বন্ধে আলোচনা অন্তে নিবারণ বাবুর প্রস্তাবে এবং ললিতা বাবুর সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে—গত ১৩২৩ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত 'সারদা চরণ আর্য্য-বিদ্যালয়ের 'স্কুল কমিটী'তে কায়স্থ সভার প্রতিনিধি সভ্য না থাকায় এবং বিদ্যালয় পরিচালন বা আয়ব্যয় ও পারিতোষিক বিতরণ সম্বন্ধে

উক্ত কমিটী কায়স্থ-সভার কোন মতামত গ্রহণ না করায় সভা হইতে পারিতোষিকের ব্যয় দেওয়া যাইতে পারে না; বিশেষতঃ গত ১৩২৫ সনের ১১ই ফাল্গুনের কাঃ নিঃ সমিতির সপ্তম অধিবেশনে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে ঐ স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের ব্যয় সভা হইতে দিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

চতুর্থ প্রস্তাব।—পত্রিকা মুদ্রণ গোলযোগ।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন "সকলেই অবগত আছেন যে নানাবিধ পীড়ায় ও দ্রব্যাদির অসম্ভব রকম মূল্য বৃদ্ধি জন্য দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে। একে ছাপাখানায় কম্পোজিটারের অভাব তাহার উপর প্রয়োজন মত কাগজ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে পত্রিকা মুদ্রণের বড়ই বিঘ্ন হইতে থাকায় তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করার জন্য গত ১৪ই অগ্রহায়ণ পত্রিকা-পরিচালন সমিতির একটী অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে স্থির হয় যে অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে প্রচলিত বাজার দর অপেক্ষা কিছু কম হারে তাঁহার প্রেসে পত্রিকা মুদ্রণ কার্য্য করিতে অনুরোধ করা হউক। ঐ অনুরোধ মত তিনি স্বীকৃত হইয়া তাঁহার প্রেসের ম্যানেজারের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন এবং কপিও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সময়ে কম্পোজিটার অভাবে কপি ফেরত আনা হয়। আরও কয়েকটী প্রেসে চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সুবিধা হয় নাই। অবশেষে পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়া একটি প্রেস ঠিক করিয়া দেন এবং সেখানে আংশিকভাবে মুদ্রণ কার্য্য হইতেছে। ফলে এক্ষণে দুটী প্রেসে কার্য্য চলিতেছে। সাবেক প্রেস অপেক্ষা নূতন প্রেসের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক; এবং শেষোক্ত প্রেসে হারও কিছু বেশী দিতে হইতেছে। সভার সভ্যগণ বিশেষতঃ মফঃস্বল-বাসীগণ কলিকাতার মুদ্রণ বিভ্রাট সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত নহেন, একারণ যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে, ইহা তাঁহাদিগের অবগতির জন্য বিশেষভাবে জানাইলাম। আশা করি আপনারা ইহা অনুমোদন করিবেন।" সম্পাদকের উক্তরূপ ব্যবস্থা সকলেই অনুমোদন করিলেন।

৫ম প্রস্তাব।—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক), সমর্থক নগেন্দ্র বাবু—

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু (ব) জমিদার হোসেনপুর, পোঃ মহেন্দ্রদী
(ফারিদপুর) ২। বসন্ত কুমার বসু রায় বর্ম্মা (ব) শেখরকান্দী, পোঃ
নগরকান্দা (ফরিদপুর) ৩। রাসবিহারী বসু বর্ম্মা (ব) বি, এ অবসর প্রাপ্ত
সবজজ কেন্দুয়া, পোঃ দত্তকেন্দুয়া (ফরিদপুর) ৪। জগবন্ধু গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা
(ব) আর্য্য দত্তপাড়া (ফরিদপুর) ৫। নিশিকান্ত গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা (ব)
এম্, এ, বি, এল, মুনসেফ ৬। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (ব) ভাসড়া, পোঃ দেওড়া
(ফরিদপুর) ৭। মতিলাল ঘোষ বর্ম্মা দস্তিদার (ব) (গাভা) হাং সাং
লক্ষীকোল রাজবাড়ী (ফরিদপুর) ৮। মুকুন্দনাথ ঘোষ (ব) মোচনা,
(ফরিদপুর) ৯। যতীন্দ্র মোহন গুহ (ব) "মাধবালয়" পোঃ ভাট্টা (পূর্ণিয়া)
১০। ললিত কুমার বসু বর্ম্মা (ব) ঢেউখালি (ফরিদপুর) ১১। রজনী
কান্ত বসু বর্ম্মা (ব) শৈলডুবি, পোঃ মানিকদহ (ফরিদপুর) হাং সাং আখিড়া
কাছারি, পোঃ শান্তাহার (বগুড়া) ১২। ডাক্তার কেদার নাথ মিত্র বর্ম্মা (ব)
তুষারপুর, পোঃ মালিগ্রাম (ফরিদপুর) ১৩। রাসবিহারী বিশ্বাস (ব)
অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্স্পেক্টর মালিগ্রাম (ফারদপুর) ১৪। ডাক্তার তারক
চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা (ব) ভাঙ্গা (ফরিদপুর) ১৫। ইন্দ্রকুমার সরকার (ব)
ম্যানেজার মাকড়াপাড়া Tea Estate (জলপাইগুড়ি) ১৬। শরচ্চন্দ্র দত্ত
বর্ম্মা (ব) থানথানাপুর (ফরিদপুর) ১৭। বেণীমাধব বিশ্বাস শিক্ষক, শিবচর
পোঃ বহরমগঞ্জ (ফরিদপুর) ১৮। বিধুভুষণ মজুমদার (ব) আগলী
(ফরিদপুর) ১৯। রজনী কান্ত দেব (ব) তহবিলদার (কমলাপুর, পোঃ
বরহমগঞ্জ (ফয়িদপুর) হাং সাং ৮৮ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট (কলিকাতা) ২০। উমেশ
চন্দ্র ঘোষ (ব) বাজিৎপুর (ফরিদপুর) ২১। বিপিন বিহারী মিত্র (ব)
প্যারপুর, মাদারিপুর (ফরিদপুর) ২২। অনন্ত কুমার দত্ত বর্ম্মা (ব) দীঘল
পাড়া. বান্ধব দৌলতপুর পোঃ (ফরিদপুর) ২৩। সুরেন্দ্র মোহন বিশ্বাস (ব)
বি, এল (শীরখাড়া, পোঃ বল্লভদী) হাং মোং মাদারিপুর (ফরিদপুর) ২৪।
অনাথ বন্ধু গুহ (ব) (লক্ষীপুর ফরিদপুব) হাং সাং কান্দিরপাড় (কুমিল্লা)
২৫। চারুচন্দ্র কর (দঃ) উকিল (ফরিদপুর) ২৬। সতীশ চন্দ্র রায় (ব)
রাঢ়ী খাল (ঢাকা) হাং সাং ফরিদপুর কালেক্টরী ২৭। যজ্ঞেশ্বর বসু (ব)
আলেপুর (ফরিদপুর) ২৮। রাজকুমার চৌধুরী (ব) (ফরিদপুর) ২৯।

কামিনী মোহন ঘোষ রায় বর্ম্মা (ব) ঘটমাঝি (ফরিদপুর) ৩০। তারাপ্রসন্ন
ঘোষ (ব) বি, এ বিদ্যাবিনোদ প্রধান শিক্ষক, ভদ্রাসন, পোঃ উমেদপুর
(ফরিদপুর) ৩১। ডাক্তার সতীশ চন্দ্র দত্ত (ব) ভদ্রাসন, পোঃ উমেদপুর
(ফরিদপুর) ৩২। রাসবিহারী দত্ত (ব,) ভদ্রাসন, পোঃ উমেদপুর (ফরিদপুর)
৩৩। অন্নদাচরণ দত্ত (ব) ভদ্রাসন, পোঃ উমেদপুর (ফরিদপুর) ৩৪। নিশি
কান্ত ভদ্র (ব) উমেদপুর (ফরিদপুর) ৩৫। ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ ভদ্র বর্ম্মা
(ব) উমেদপুর (ফরিদপুর) ৩৬। সতীশ চন্দ্র গুহ (ব) আলেপুর, পোঃ
উমেদপুর (ফরিদপুর) ৩৭। উপেন্দ্র নাথ ঘোষ (ব) রামরায়েরকান্দি, পোঃ
উমেদপুর (ফরিদপুর) ৩৮। মধুসূদন ভদ্র (ব) রামরায়েরকান্দি, পোঃ উমেদপুর
(ফরিদপুর) ৩৯। ললিতমোহন দাস, কমলাপুর, পোঃ বরহমপুর (ফরিদপুর)
৪০। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (ব) উমেদপুর (ফরিদপুর) ৪১। রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ
উমেদপুর (ফরিদপুর) ৪২। ডাক্তার অক্ষয় চন্দ্র দেব কুমেরপাড় পোঃ
বরহমগঞ্জ ফরিদপুর) ৪৩। ডাক্তার শশিভূষণ বিশ্বাস, চাংরা পোঃ (হাজারি
বাগ)॥ প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা সমর্থক নগেন্দ্র বাবু :—৪৪।
শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন গুহ (ব) কৈজুড় পোঃ ভায়া টাঙ্গাইল (Mymensing)
৪৫। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (দ) ১৩নং কাঁটাপুকুর লেন (কলিকাতা) ৬৲ টাকা
হিসাবে) ৪৬। কাশীশ্বর গুহ রায় জমিদার, দত্তপাড়া পোঃ (নোয়াখালি) ৪৭।
যদুনাথ গুহ রায় জমিদার, দত্তপাড়া পোঃ (নোয়াখালি) ৪৮। অভয়া চরণ
বল, নোয়াখালী, ৪৯। নগেন্দ্র নাথ সিংহ, নোয়াখালী ৫০। মণীন্দ্র নাথ বসু
উকিল, নোয়াখালী ৫১। পূর্ণ চন্দ্র গুহ, নোয়াখালী ৫২। নগেন্দ্র নাথ নাগ
চৌধুরী, নোয়াখালী ৫৩। রাজবিহারী নারায়ণ চৌধুরী, দত্তপাড়া পোঃ
(নোয়াখালী) ৫৪। গুরুদাস কর উকীল, ফেণী পোঃ (নোয়াখালী) ৫৫।
হরচন্দ্র দত্ত ফেণী, পোঃ (নোয়াখালি) ৫৬। বিপিন বিহারী মজুমদার, ফেণী
পোঃ (নোয়াখালি) ৫৭। মহেন্দ্র কুমার দত্ত, ফেণী পোঃ (নোয়াখালী) ৫৮।
কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, ফেণি পোঃ (নোয়াখালী) ৫৯। কামিনী কুমার ঘোষ,
ফেণি পোঃ (নোয়াখালী) ৬০। কৃষ্ণ কিশোর দত্ত, ফেণি পোঃ (নোয়াখালী)
৬১। অশ্বিনী কুমার গুহ ফেনি পোঃ (নোয়াখালি) ৬২। রাজকুমার
মজুমদার, ফেনি পোঃ (নোয়াখালি)॥ প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা;

সমর্থক নগেন্দ্র বাবু ৬৩। যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী বুতনী পোঃ (ঢাকা)॥ প্রস্তাবক সরল বাবু, সমর্থক নগেন্দ্র বাবু ৬৪। মাখন লাল ধর বর্ম্মা, দোলকুণ্ডি হাটশিরুয়াইল পোঃ (ফরিদপুর) ৬৫। আশুতোষ ঘোষ পেন্‌সনার, বাবু হরিদাস ঘোষের বাটী Gugni Snkul Talab, Naya, Gaon Lucknow (ইনি ১৲ টাকা প্রবেশিকা মাপ চাহেন)॥ প্রস্তাবক নিতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সমর্থক বিনোদ বাবু ৬৬। দেবেন্দ্র নাথ মিত্র Bar-at-law ৫১।২ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট (কলিকাতা)॥ প্রস্তাবক বিনোদ বাবু, সমর্থক নগেন্দ্র বাবু ৬৭। শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র ৯৪নং বকুল বাগান রোড়, ভবানীপুর (কলিকাতা) (৬৲ টাকা হিসাবে)॥ প্রস্তাবক বিভূতি ভূষণ বসু (কর্ম্মাধ্যক্ষ), সমর্থক নগেন্দ্র বাবু ৬৮। নিবারণ চন্দ্র বসু বর্ম্মা ৫৭নং রাজারচক বড়বাজার (কলিকাতা) ৬৯। জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বসু বর্ম্মা বি, এ, ৫৭ নং রাজার চক বড়বাজার (কলিকাতা) ৭০। যতীন্দ্র মোহন ঘোষ বর্ম্মা Municipal office Chandpur (Tippera) ৭১। রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এস, সি, ও ৭২। যোগেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী Dying Instructor weaving Institution Srirampur (Hoogly) ৭৩। নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, ও ৭৪। সত্যেন্দ্র মোহন ঘোষ বর্ম্মা ৩নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট (কলিকাতা) ৭৫। অনুকুল চন্দ্র দে রায় Municipal office Chandpur (Tippera) ৭৬। রাধাকান্ত বসু Futtack Gora Chandanagar (Hoogly) ৭৭। দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ ৩৪ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট (কলিকাতা) ৭৮। অনিমেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী এম,এ ৫৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট (কলিকাতা)॥ প্রস্তাবক গঙ্গাপ্রসন্ন বাবু, সমর্থক নগেন্দ্র বাবু ৭৯। জ্ঞানেন্দ্র কুমার ঘোষ (ব) কণ্ট্রাক্টর (নোয়াখালি) ৮০। নগেন্দ্র কুমার নাগ চৌধুরী (ব) ভুলুয়া কাছারি (নোয়াখালি)॥ ৮১। জেলা বগুড়া মাদলার জমিদার ৺কৃষ্ণেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সরকার তাঁহার পিতৃদেবের স্থলে সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হওয়ার জন্য পত্র লেখায় নগেন্দ্র বাবু তাঁহার নাম প্রস্তাব করেন এবং নিবারণ বাবু সমর্থন করেন। স্থির হইল যে এই সমস্ত ব্যক্তিগণকে সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা হউক এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের প্রবেশিকা ১৲ টাকা রেয়াইৎ করা হউক।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব।—সভ্যের রাজ-সম্মানে আনন্দ প্রকাশ।

সভার অন্যতম সভ্য বনোয়ারিনগরের (পাবনা) কুমার। ক্ষিতিশ ভূষণ রায় মহাশয়ের "রায় বাহাদুর" উপাধি এবং নাগপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বিপিন কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের K. C. I. E. উপাধি পাওয়ায় সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৭ম প্রস্তাব।—বিবিধ।

নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন :—

(ক) শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়. কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য-পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন ইহা আনন্দের সহিত জানাইতেছি।

(খ) গত ২৪শে ডিসেম্বার লক্ষ্ণৌ সহরে অল-ইণ্ডিয়া-কায়স্থ-কনফারেন্স হওয়ার যে কথা ছিল তাহা অনিবার্য্য কারণে বন্ধ হইয়াছে; আগামী গুড ফ্রাইডের ছুটীর সময় হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(গ) পূর্ব্ববঙ্গের সাহায্য ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত সভ্যগণ যে ১৪১৲ টাকা দান করিয়াছেন তাহা যথা উপদেশসহ বেঙ্গল-রিলিফ-ফণ্ড কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠান হইয়াছে এবং তিনি ধন্যবাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছেন :—শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত ৫০৲ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দেব বর্ম্মা ১১৲ শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ ১০৲ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ৫৲ শ্রীযুক্ত নিতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ২৲ শ্রীযুক্ত জগদুর্ল্লভ মজুমদার বর্ম্মা ১০৲ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার মজুমদার ২৴ শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয়ের মারফতে ১৲; নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সভ্য ৫০৲ টাকা, মোট ১৪১৲ টাকা। সর্ব্বসমেত ৯২১৲ টাকা যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) শ্রীযুক্ত নিতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের মারফতে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন এটর্ণি মহাশয় ৬৲ দান করিয়াছেন।

(ঙ) বরিশাল জেলার অন্তর্গত চাঁদসী নিবাসী শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ বসুকে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে স্থায়ীভাবে কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তিনিও বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

(চ) পূর্ব্ব বঙ্গে ভীষণ ঝটীকার পরে প্রচার কার্য্য বন্ধ করার কল্পনা করা

হইয়াছিল ; তৎপরে যে যে স্থান ঝটীকা বিধ্বস্ত হয় নাই সেথানে প্রচার কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে অনুমানে উহা বন্ধ করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়কে নোয়াখালি, সিলেট প্রভৃতি স্থানে পঠান হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর বর্ম্মা মহাশয়কে সভার কার্য্যালয়ের কার্য্যের সহায়তার জন্য আপাততঃ কিছুকাল কলিকাতায় রাখা হইয়াছে ; তিনি প্রচারার্থে সম্প্রতি ফরিদপুর গিয়াছেন। অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ও প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য স্বেচ্ছায় তথায় গিয়াছেন।

(ছ) ফরিদপুর জেলার মধ্যে উমেদপুর হইতে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী গত ১লা মাঘ যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা পাঠ করিতেছি (পত্র পঠিত হইল)। উহা হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রামের একটি দরিদ্র উপবীতি কায়স্থ সন্তানের মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ ব্যাপার লইয়া সেখানে অমানুষিক অত্যাচার হইতেছে এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয় ঘোরতর বিপদে পড়িয়াও এস্থানে কয়েকটি সভা সমিতি করিয়াছেন। তাঁহার যাওয়ার সময় পাথেয়াদি বাবদ সভা হইতে কিছুই দেওয়া হয় নাই। সভার উদ্দেশ্য প্রচার কল্পে এবং উক্ত শ্রাদ্ধের কথঞ্চিৎ সাহায্য জন্য আগামী কল্য তারযোগে ৩০৲ টাকা পাঠানর প্রস্তাব করিতেছি।

সম্পাদকের উক্তরূপ ব্যবস্থা ও প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন ও মঞ্জুর করিলেন।

অতঃপর রাত্র ৭॥০ টার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর)
শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর)
শ্রীদয়াল চন্দ্র বসু
সভাপতি।

ভ্রম সংশোধন

কানপুর হইতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, কায়স্থ-পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখিত (৩২৭ পৃঃ) স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পূর্ব্বাশ্রমে পছইয়া খত্রী ছিলেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

চৈত্র, ১৩২৬। } নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।

শঙ্করদেব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

চরিত্র-প্রভাবে ইনি ব্রহ্ম হরিদাসের সহিত তুলনীয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই উভয়েই প্রহ্লাদের অবতারস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছেন (৩৮)। ইঁহার যত্নে বহুলোক শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। জয়ন্তীর মাধব, পরমানন্দ, শিমলীয়া-নিবাসী শ্রীরাম, বলরাম, মুকুন্দ, গোপাল ও মাধব এই তিন ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেই ভক্ত নারায়ণ দাস কর্ত্তৃক শঙ্কর সকাশে আনীত হইয়াছিলেন।

এই সকল ভক্তদিগের দীক্ষা-গ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পরমানন্দ এক বৃদ্ধার পুত্র। কীর্ত্তনে ইহার অনুরাগ উপস্থিত হইলে পর ভক্ত নারায়ণ দাস ইহাকে তিন কাহন কড়ির ঋণ-দায় হইতে মুক্ত করিয়া সত্রে আনেন।

শিমলীয়ার শ্রীরামের সংসারে আর কেহই ছিল না। ঘরে ঘরে স্বেচ্ছার কাজ করিয়া ইহার দিনপাত হইত। ইহার দিন বৃথা যাইতেছে দেখিয়া নারায়ণ দাস ইহাকে সত্রে আসিতে কহেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কহিল, "এক স্থানের ধান কাটিয়া দিতে প্রতিশ্রুত আছি। উহা না করিয়া কোথাও যাইতে পারি না।" ইহার সাধুতার এইরূপ পরিচয় পাইয়া নারায়ণদাস ইহাকে যথাসময়ে সত্রে আনিলেন।

(৩৮) "ভক্ত নারায়ণদাস" প্রবন্ধে ইহার বিশেষ বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৯ সালের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিজ চক্রপাণি ভক্ত নারায়ণদাসের কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার শিশু পুত্র রাম পীড়িত হইলে পর চিকিৎসার জন্য ভক্ত নারায়ণ দাসের গৃহে পত্নী ও শিশুকে রাখিয়া যান। ব্রাহ্মণী ভক্ত নারায়ণ দাসের গৃহে বিস্তর কৃষ্ণকথা শুনেন শিশু আরোগ্য হইলে পর গৃহে গিয়া তিনি স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন :—

শুদ্রর মুখত আমি কথাক শুনিলো। আমার ব্রাহ্মণ জন্ম কি সক সাধিলো॥

চক্রপাণি পত্নীকে ধমকাইয়া বলিলেন—"ভালত কৃষ্ণ ভক্তির কথা বলিতেছ! তোমার পরামর্শে ৬০।৭০ ঘর যজমান ত্যাগ করিলে কি খাইব!" এই বলিয়া তিনি একখানি পত্রে গোটা পঁচিশেক শ্লোক লিখিয়া শঙ্করদেবের সভা জয় করিতে চলিলেন। পথে মাধবদেব পত্রখানি দেখিয়া তাহার নিম্নে আর একটি শ্লোক লিখিয়া দিলেন। ঐ শ্লোকটি পাঠ করিয়া চক্রপাণি "বুঝিলাম" এই বলিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং ভক্ত নারায়ণদাস ও মাধবদেবের সহিত শঙ্কর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া রাম রাম গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। চক্রপাণির ৬০।৭০ ঘর শিষ্যও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। এই চক্রপাণিই চরিত্র-লেখক কণ্ঠভূষণের পিতামহ॥

মাধবদেব ও নারায়ণদাস গণক কুশীতে থাকিতেন। মহাকালীরাম মাধবদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। এই ব্যক্তি অতি শুদ্ধমতি বৈষ্ণব ছিলেন। কথিত আছে, একদা মাধবদেবের গৃহাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে থাকিতে ইনি কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন। মহাকালীরাম নানা মনোময় দ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন। সর্ব্বাঙ্গে নানা বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া একটি পায়ে খড়ম দিয়াছেন, এমন সময় মাধবদেব আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। মহাকালীরাম ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মাধবদেবকে আনিয়া দিতে গেলেন। গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া মাধবদেব প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীমূর্ত্তির এক পায়ে খড়ম নাই দেখিয়া মাধবদেব, কে এরূপ 'কদর্থনা' করিয়াছে সন্ধান করিয়া সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর মহাকালীরামের সৌভাগ্যের প্রশংসা ভক্ত-সমাজে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

পাটবাউসীতে সত্র স্থাপিত হইলে পর ক্রমে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুদেব

দামোদর ও হরি গুরু তথায় আসিলেন। দলে দলে লোক শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রত্যহ হাজার হাজার লোক সত্রে আসিতেছে। অহোরাত্র কৃষ্ণ-কথালাপ, ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। দলে দলে লোক শক্তিপূজা ত্যাগ করিয়া 'এক শ্রীকৃষ্ণে শরণ' লইতেছে!

প্রথমে শাক্তগণ শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তদিগের উদ্দেশ্যে নানা বিদ্রূপপূর্ণ কবিতা ও ছড়া রচনা করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। শঙ্করদেবও 'পাষণ্ড-মর্দ্দন' নামক কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তনটির ঘোষা বা ধূয়া এই :—

১। কলির ধর্ম্ম হরি নাম জান। পাপীর নিন্দাত নিদিবা কাণ॥
২। হরি ও হরি রাম মুরারি। কীর্ত্তনর নিন্দা সহিতে নারি॥
৩। ত্রাহি ত্রাহি রাম মোরে। মই মজিলো সংসার ঘোরে॥
৪। রাম সে জীবন রাম সে প্রাণ। রাম বিনা নাহি বান্ধব আন॥

এই কীর্ত্তনটি ঐতিহাসিক-হিসাবে খুব মূল্যবান। প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্য শঙ্করদেব প্রধানতঃ যে সকল শাস্ত্র অবলম্বন করিতেন তাহা এই কীর্ত্তনে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদান্তের মর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহরা উল্লেখ করিয়া এই কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চাৎ একাদশ স্কন্ধ, আগম, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, সূতসংহিতা, চতুর্থ স্কন্ধ, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয়স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টম স্কন্ধ, নবম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ, ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তনের একটি উপদেশ এই :—

পুরাণ সূর্য্য মহাভাগবত। বেদান্তরো ইতো পরম তত্ত্ব॥
আক মুবুজি ফুরে নিন্দা করি। তার মুখ চাই বুলিবা হরি॥

আর একটি—

বিষ্ণু বৈষ্ণবক করে ধিক্কার। কাটিবে আণ্টিল জিহ্বাক তার॥
শাস্তি করিবাক যেবে না পারি॥ গুচিবে কাণিত অঙ্গুলি গারি॥

ক্রমে বিপক্ষবাদীরা এই দিকে কিছু করিতে না পারিয়া অন্য উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা বিদ্বেষ করিয়া শঙ্করদেবের বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, কারণ শঙ্করদেব তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক শাস্ত্রদর্শী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। আর আহম রাজগণ ব্যক্তিগতভাবে শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা

ছিলেন না। এবার প্রতিপক্ষগণ অতি অল্পায়াসে শঙ্করদেব ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি রাজার বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে সমর্থ হইলেন। শঙ্করদেবের কঠোরতর পরীক্ষার কাল উপস্থিত হইল।

কোচবংশীয় নৃপতিরা শাক্ত-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নরনারায়ণ রাজার পিতা বিশ্বসিংহের সময়েই কামাখ্যাদেবীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত ও তাঁহার পূজা-সেবার ঘটা অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজা নরনারায়ণের নিকট শাক্তেরা যখন জানাইলেন যে, শঙ্করদেব দেবীর পূজা নিষেধ করিয়াছেন তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি শঙ্করদেবকে ধরিয়া আনিতে "গড়মলি" পাঠাইয়া দিলেন এবং আরক্ত-নয়নে বলিলেন :—

চারি গড়মলি যাই আন শঙ্করক। অনাচার করি নষ্ট করিল রাজ্যক॥
করিব বিচার এক্কু নিষ্ঠ হই যেবে॥ ছাইবো দামা সত্যে শঙ্করের ছালে তেবে।
নিষ্ঠ করি বোলো মাংস হেঙ্গালে খুয়াইবোঁ।। শঙ্করের হাড়ে নিষ্ঠে অগনি পুরাইবো।

দেওয়ান চিলারায় শঙ্করদেবের হিতৈষী ছিলেন।* ইনি বৈষ্ণবদিগের প্রতিও প্রীতিভাবাপন্ন ছিলেন। ইঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়া শঙ্করদেব "সীতাসয়ম্বর নাটক" রচনা করেন। শঙ্কদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দকে ইনি রাজ-সরকারে একটী কর্ম্মও দিয়াছিলেন। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, স্বয়ং শঙ্করদেব—

কত্তো দিন ঘরে আছিয়া শঙ্করে বেহারক লাগি গৈ।
আসিলন্ত যাই চিলা রায় ঠাই কারখানার দলৈ হৈ॥

ইহা কিরূপ কারখানা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু ইহা শঙ্করদেবের অর্থাগমের একটী উপায় ছিল। তিনি পাটবাউসী হইতে প্রত্যহ তান্তিকুচি স্থিত এই কারখানায় যাইতেন। শঙ্করদেবকে ধরিয়া আনিবার জন্য কঠোর রাজাদেশ প্রচারিত হইবামাত্র শঙ্করদেব, পুত্র রামানন্দ ও চিলারায়ের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন এবং রাজ-প্রেরিত গড়মলি আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তাঁহাকে না পাইয়া গড়মলিরা ভক্তনারায়ণদাস ও গোকুল চাঁদকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভক্তদ্বয় হরিনাম করিতে করিতে বন্দীভাবে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। "শঙ্করদেব কোথায় ?" পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও ইঁহারা

* ইনি শঙ্করদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী রামরায়ের এক-কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিছুই বলিতে পারিলেন না। ইঁহারা সত্য-গোপন করিতেছেন মনে করিয়া রাজা ইঁহাদের প্রতি উৎপীড়নের আদেশ করিলেন। নয়নানন্দ কোটোয়াল ইহাঁদিগকে লইয়া গেল ; চারিজন খাঁড়াধারী লোক ইঁহাদের উপর বহু অত্যাচার করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন কোটোয়াল রাজাকে জানাইল ইঁহারা শঙ্করদেব কোথায় প্রকৃতই জানে না। যে গড়মলি ইহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছিল সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিল :—

যেতিক্ষণে আমি নারায়ণক ধরিলো। এক অক্ষর দর্প বাণি নু শুনিলো॥
শঙ্করর বার্ত্তা আরু শোধয় আমাত। পলাইবার শুনি খেদ করে অসংখ্যাত॥

ইঁহাদের সরলতার এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজার ক্রোধ কিছু প্রশমিত হইল, তিনি ইহাদিগকে শঙ্করদেব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (৩৯) ইহারা দুর্গা নাম গ্রহণ করে না, দেবীর পূজা করে না জানিয়া নৃপতি পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া বিস্তর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ইহাদিগকে দেবী-প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই দৃঢ় কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তদ্বয় নির্ভয়ে অসংকোচে রাজার মুখের উপরেই বলিলেন :—

কৃষ্ণত শরণ পশি আবে কেনে অনেক মাথা দঞাইবোঁ।

এই কথায় রাজ-ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি অর্পিত হইল। রাজা ইহাদিগকে প্রহার করিতে গড়মলিকে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ জমাদারেরা ভক্তদ্বয়কে লইয়া গেল। বাঁশের গড়কা লাগাইয়া নিষ্পেষণ করিতে করিতে ভক্ত নারায়ণ দাসের একটী হাত ভাঙ্গিয়া গেল।

তভোঁ নাহি দুঃখ সহসিত মুখ হরি বলি দেন্ত ডাক।

(৩৯) 'রত্ন-চূড়ামণি' নামক এক হস্তলিখিত পুঁথিতে আছে ভক্তনারায়ণদাস ও উদার-গোবিন্দকে রাজসভায় ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই (১) শূদ্র হয়া গুরুনাম লৈছে। (২) ভাগবত পড়য় তাহার মূল ভাঙ্গি পদ করিছে। (৩) শূদ্র হয়া সৎসঙ্গ দিয়য়। (৪) তপ বপ যাগ যজ্ঞ ন করয়। (৫) বেদ আরু গঙ্গা তুলসী না মানে। (৬) ব্রাহ্মণর নির্ম্মাল্য ন লয়য়। (৭) মনুষ্যক ভকত বুলি হরিকো অধিক দেখয়। (৮) প্রতিমা না মানে। (৯) অন্ত্যজাতিকো ভক্তি ও জ্ঞান দিয়য়।'

'অঠার জোড়া কঁঠা' ভক্তদিগের দেহ নিষ্পেষণ করিতেছে, আর ভক্তরা কি করিতেছেন? তাঁহারা উন্মত্তবৎ—

রামনাম গান্ত কৌতুক করন্ত কতো হে গীত গায়ন্ত।
প্রেম উপজয় গাব শিহরয় কান্দন্ত কতো হাসন্ত॥
কতো বাগড়ন্ত উঠিয়া নাচন্ত ফুরন্ত কতো লব্‌ড়ে।
অষ্টাদশ জোর কঠা ঝাত করি শোলকি আপুনি পড়ে॥

মূঢ় ধর্ম্মদ্বেষিগণ! ভগবদ্ভক্তের বাহ্য দেহের উপর অত্যাচার করিতে পার, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় প্রহারে বিদ্ধ করিবে কিরূপে? ইঁহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজা ও রাজ-পরিষদেরা বিস্মিত হইলেন। রাজা স্বয়ং আর নিপীড়ন না করিয়া ইঁহাদিগকে ভুটিয়াদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কারণ তাহা হইলে এই দৈত্যপুরীর প্রহ্লাদ দুটি তাঁহার রাজ্য হইতে একেবারে নিঃসংশয়রূপে বিদূরিত হইবে।

নারায়ণদাস ও গোকুলচাঁদকে সুপুষ্ট ও সুন্দরদেহ দেখিয়া ভুটিয়ারা সানন্দে লইয়া গেল। ভক্তদ্বয় বিপদভঞ্জন হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ভুটিয়াদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ইহাদের জ্বলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাব ভুটিয়ারা সহ্য করিতে পারিল না। কথিত আছে পথে নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া ইহাদিগকে 'দেব মানুষ' মনে করিয়া ভুটিয়ারা ফিরাইয়া দিয়া গেল। মধু ও হরিনামক দুইজন প্রহরী ভুটিয়াদের নিকট হইতে ভক্তদ্বয়কে লইয়া রাজাদেশ অপেক্ষায় এক বাজারে রহিল।

ভক্তদ্বয় অহর্নিশি হরিধ্বনি করিতেছেন। বাজারের লোক ইহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল:—

দুইর দুইত প্রাতি নামত একান্ত মতি
থাকে দুয়ো হরিগুণ গাই।
অনেক দোকানীগণে বেরি আসি সেইখানে
থাকে রঙ্গে দুই হন্তকো চাই॥
কতোক্ষণ চাহি আছি মাথার নামায়া পাচি
যাত বিবা বস্তু আছে জানি।

চাউল ডালি বাঙ্গন মৎস্ত খড়ি তৈল লোণ
আগত পেল্লাই দেই আনি।

রাত্রিতে দৈবাৎ নারায়ণ দাসের পদ-শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। নারায়ণ দাস টের পাইয়া হরিকে ডাকিয়া তুলিলেন এবং কহিলেন "আমার পায়ের শৃঙ্খল খসিয়া গিয়াছে, ভাল করিয়া লাগাইয়া দাও।" বন্দীর এইপ্রকার সাধুতা দেখিয়া হরির চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই রাত্রিতেই সে স্বপ্ন দেখিল, ভক্তের উদ্ধারকারী হরি শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মহস্তে আবির্ভূত হইয়া ভক্তদ্বয়কে অভয় দান করিতেছেন। মধুও রাত্রিতে সেইরূপ স্বপ্ন দেখিল। পরদিবস হরি ও মধু নারায়ণদাসের পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিল এবং

পূর্ব্বর স্বভাব সমস্তে এড়িয়া নিশ্চয় করিয়া মন।
গুণ-চিন্তামণি পুথি আগে থৈয়া কৃষ্ণত লৈলা শরণ॥

এদিকে শঙ্করদেব রাজভয়ে পরিজনদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া একাকী দেওয়ান চিলারায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান কহিলেন "যদি আপনি পণ্ডিতদিগকে নিরস্ত করিতে পারেন, আমি রাজার কোপানল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব।"

শঙ্করদেব কহিলেন "পণ্ডিতদিগকে আমার অণুমাত্র ভয় নাই, কিন্তু রাজা অন্যায় করেন বলিয়াই আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।" দেওয়ান শঙ্করদেবকে আশ্রয় দিয়াছেন একথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি শঙ্কর-দেবকে রাজসভায় পাঠাইয়া দিতে দেওয়ানকে অনুরোধ করিলেন।

রাজা নরনারায়ণ প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তাও কম ছিল না; তিনি প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সভা ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীতে পূর্ণ ছিল। শঙ্করদেবের পণ্ডিতজনোচিত সম্ভ্রমব্যঞ্জক শান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনমাত্র তিনি তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন। স্বয়ং সিংহাসন হইতে নামিয়া চৌরাঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আলাপ করিবার জন্য শঙ্করদেবকে তাঁহার সন্নিহিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজা যে 'চৌরা ঘরে' বসিলেন তাহার ভিটি তিন হাতেরও অধিক উচ্চ। ঐ ঘরে উঠিবার জন্য সাতটি 'খটখটি' অর্থাৎ ধাপ। শঙ্করদেব এক একটি ধাপ উঠিতে লাগিলেন এবং রাজ-

মাহাত্ম্য-নির্ণায়ক এক একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৃহে উঠিয়া রাজ-সকাশে "মধুদানব দারণ দেববরং" সুললিত তোটকচ্ছন্দে রচিত এই স্তব পাঠ করিলেন। রাজা তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে কম্বল-আসনে উপবেশন করিতে কহিলেন। এইরূপে শঙ্করদেবের সমাদর করিয়া রাজা তাঁহাকে সেই দিনের জন্য বিদায় করিলেন।

পরদিবস পণ্ডিতগণসহ বিচারের জন্য সভা আহুত হইল।

ব্রাহ্মণ সকলে শ্লোক গোটেক পঢ়ন্ত। সরাসরি দশোটায়ো শঙ্করে তোলন্ত॥

দুঃখের বিষয়, এই সকল বিচারের বিষয়গুলি কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। বুঢ়াভাষ্য নামক এক পুঁথিতে কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। ঐ পুঁথি শঙ্করদেবের পৌত্র পুরুষোত্তম ঠাকুরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। এই পুঁথির বিবরণ সম্পূর্ণ কল্পিত। কারণ ইহাতে লিখিত আছে "পুরাণ সংখ্যা কত?" এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা অষ্টাদশ পুরাণ নির্দ্দেশ করিলে পর শঙ্করদেব অষ্টাদশ সহস্র-পুরাণ-সংখ্যা স্থির করিয়া কয়েক হাজার নাম আবৃত্তি করিলেন।

শঙ্করদেবের সহিত বিচারে সভাপণ্ডিতেরা পরাজিত হইলেন। রাজা নরনারায়ণ পরম প্রীত হইয়া শঙ্করদেবকে কহিলেন "আমি কতকগুলি শব্দ বলিতেছি এই গুলি একত্র করিয়া অর্থযুক্ত শ্লোক রচনা করিতে হইবে। আমি স্বয়ং এই শব্দগুলি দ্বারা আটটি শ্লোক রচনা করিতে পারি।" শঙ্করদেব একটী একটী করিয়া সাতটী শ্লোক রচনা করিয়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কহিলেন "আমি এই সকল অর্থ নিজেও কল্পনা করি নাই। যাহা হউক, আরও যতপ্রকার হয় আপনি রচনা করুন।" শঙ্করদেব সানুনয়ে বলিলেন "আমার আর এতাধিক শক্তি নাই। এই পর্য্যন্ত যাহা করিলাম তাহাও আপনার অনুজ্ঞা বলেই করিতে সমর্থ হইয়াছি।" রাজা তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিলেন যে শঙ্করদেব আরও শ্লোক রচনায় সমর্থ হইয়াও শুধু রাজসম্ভ্রম রক্ষার জন্য আর অধিক অগ্রসর হইতেছেন না। তাঁহার এইরূপ ঔদার্য্যে রাজা নরনারায়ণ অধিকতর পরিতুষ্ট হইলেন। সেইদিন হইতে তিনি শঙ্করদেবের গুণের অতিশয় পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

পশ্চিম হইতে এক পণ্ডিত রাজা নরনারায়ণের সভা জয় করিতে আসিলেন। তিনি এক এক দেশ জয় করিয়া তাহার নিদর্শন স্বরূপ হস্তে এক একটী বলয়

ধারণ করিতেন। তাঁহাকে প্রভূত তেজসম্পন্ন দেখিয়া রাজা নরনারায়ণ বলিলেন "আমার সভায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা আপনাকে পরাস্ত করিলে আমার বিশেষ পৌরুষ নাই; আমি শূদ্র দ্বারা আপনাকে বিচারে যদি পরাস্ত করিতে পারি তবেই নিজকে প্রকৃত গৌরব-ভাজন মনে করিব।" বিচারের দিন স্থির হইল, পণ্ডিত বাসা করিয়া অপেক্ষায় রহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করদেবের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তিনি কিরূপ পণ্ডিত দেখিতে আসিলেন। কথায় কথায় তাহারা শঙ্করদেবকে বলিল "শূদ্রের ভাগবত পাঠে অধিকার নাই।" শঙ্করদেব এ কথা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ দেখাইলেন (৪০) ব্রাহ্মণে ভাগবত পড়িলে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, ক্ষত্রিয়ে পড়িলে রাজ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বৈশ্যে পড়িলে ধনবৃদ্ধি হয়; আর শূদ্রে পড়িলে সমস্ত পাপ হইতে দ্রুত মুক্ত হয়।" শঙ্করদেব এক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কহিলেন "তবে দ্বিজবন্ধুরা বেদ-পাঠ করিতে পারেন না।" তাহারা একথা মানিয়া লইলে শঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "দ্বিজবন্ধু" কাহাকে বলেন?" উহারা ভাবিয়া একটা অর্থ বলিল। শঙ্করদেব কহিলেন "এই অর্থও হয়, কিন্তু দ্বিজবন্ধু শব্দের আরও অর্থ আছে।" আর কি অর্থ আছে, উহারা জানিতে চাহিলে শঙ্করদেব কহিলেন "তাহা আমি বলিয়া দিব কেন? আপনারা বলুন না পারেন পরাজয়-স্বীকার করুন, আমি অন্য অর্থ বলিয়া দিতেছি।" উহারা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব, এই বলিয়া চলিয়া গেল। গুরুদেব দ্বিজবন্ধু শব্দের ফাঁকিতে পড়িয়া পরদিবস পলায়ন করিলেন। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

তৎপরদিবস হইতে শঙ্করদেব প্রত্যহ রাজভবনে যাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার এরূপ বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, কথিত আছে তিনি শঙ্করদেবের নিকট হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শঙ্কর রাজা ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোককে দীক্ষা দান করিতে সম্মত হন নাই।

---

(৪০) শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম অধ্যায় তৃতীয় স্কন্ধ, একাদশ স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায় ৬৫-৬৯ শ্লোক দেখ।

ইহার পর তিনি কখন রাজধানীতে কখন পাটবাউসীতে এবং কিছুকাল তীর্থভ্রমণে যাপন করিয়াছিলেন। রাজানুগ্রহ-লাভের পর তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারে আর বাধা রহিল না। দ্রুতগতিতে হরিনাম-ধ্বনি সমগ্র আসামময় পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কথিত আছে, হেড়ম্বরাজ দীক্ষা-গ্রহণ-মানসে শঙ্করদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলে মাধবদেব ও নারায়ণ দাস প্রেরিত হন। ইঁহাদের উপদেশে রাজা বলিদানের জন্য রক্ষিত নয়জন বন্দীকে মুক্তিদান করেন। এই হেড়ম্বরাজ কোন দূরবর্ত্তী কাছাড়ী রাজা হইতে পারেন। ফলতঃ শঙ্করদেবের প্রচার-ফলে আসামে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বহুদূরব্যাপী ও সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মাধবদেব স্বরচিত গুরুভটিমাতে লিখিয়াছেন :—

পণ্ডিত মানীবেদ বাখানি গরব কয়লি সব চুর।
গীত কবিত্বগুণ শঙ্করদেবের
কীরিতি গয়ো বহুদূর।

শ্রীউমেশ চন্দ্র দেব—ধুবড়ী।

নন্দীবংশের শিলালিপি।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের মধ্যে ভৃগুনন্দীর বংশ বিশেষ পরিচিত। এই নন্দীবংশে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সম্প্রতি বরেন্দ্রীর কেন্দ্রস্বরূপ মহাস্থানগড়ে একটি প্রাচীন নন্দীবংশের শিলাপ্রশস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরেন্দ্রীর এই নন্দীবংশকে স্বতঃই বারেন্দ্র কায়স্থজাতীয় বলিয়া মনে হয়। "রামচরিতম্" রচয়িতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পরিচয়-প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে, তিনি "করণ্য" অর্থাৎ কায়স্থজাতীয় ছিলেন এবং তাঁহার কুলস্থান 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর' সংলগ্ন ছিল। মহাস্থানগড়ই যে প্রাচীন 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর,' তৎসম্বন্ধে আজকাল আর মতদ্বৈধ পরিদৃষ্ট হয় না। মহাস্থানগড়ের শিলালিপি-বর্ণিত নন্দীবংশ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর বংশ একই বংশ হওয়া

অসম্ভব নহে। আমরা শিলালিপি-বর্ণিত নন্দীবংশকে বারেন্দ্র কায়স্থজাতীয় বলিয়াই বিশ্বাস করি এবং তজ্জন্যই কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকগণের নিকট এই শিলালিপিখানির (১) মূল ও অনুবাদ উপস্থিত করিতেছি।

শিলালিপির পাঠ।

* * * *

(১)* কুলমার্জ্জবস্য। তস্মাদজায়ত (বিভূষিত নন্দি) *

(২)* স্যং॥ বর্ষারন্তঃ কৃপণসরসামম্বুযাচিনদীনাং ক্রীড়ানীড়ং সুজন-
বয়সাম্বেশ্ম *

(৩)* (প্রেয়সী) প্রজন্মা॥ তস্য ধর্ম্মনিধির্দ্ধীমান্ সূনুঃ সুনৃতবাগভূৎ
শ্রীনারায়ণনন্দীতি নন্দিনাং নন্দিবর্দ্ধনঃ॥

(৪)* মৌক্তিকহারলীলাং॥ যশোদয়ানন্দ গুণৈরলঙ্কৃতঃ
শ্রিয়ান্বিতো গোপগৃহে ভজন্বলং। সুদর্শনাবদ্ধরতি স

(৫)* (ত) নয়া সুনয়স্য পত্নী। সাধ্বীগুণৈঃ প্রথিতকীর্ত্তি-
রুরুন্ধতীতি যারুন্ধতীব স্তুতিমাপ পতিব্রতানাম্॥ সুদক্ষিণা (য়াং)

(৬)* তয়েহনুরূপা॥ তাভ্যামভূৎ সত্যপবিত্রকণ্ঠঃ কণ্ঠালনন্দীতি
সুতোঽতুলশ্রীঃ। পরস্পরপ্রেমসমাহিতো *

(৭) (বিম্ব) ৎ গোষ্ঠীরসবিসলতাস্বাদলীলাবিদগ্ধঃ। কুর্ব্বন্ ভূয়ো বিবিধ
সুমনোমানসে পক্ষপাতং খ্যাতো *

(৮) স্বাধীনায় জনায় ন প্রকুপিত নৈবানুনীতাঃ খলাঃ।
জিহ্বা ক্বাপি খলীকৃতা কৃতবি*

---

(১) এই শিলালিপিখানি সম্বন্ধে লেখক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার (৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যায়) প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাড়াতাড়িবশতঃ তৎকালে শিলালিপি পাঠে কিছু কিছু ভ্রম হইয়াছিল। তৎপর স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত আলোচনা দ্বারা যেরূপ পাঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই প্রকাশিত হইল।—লেখক।

(৯) (স) মরে সপত্নান্ সর্ব্বস্বমপ্যসকৃদর্থি জ [নায় প্রী] ত্যা।
যঃ প্রেম্নি চায়ুষি *

(১০)*তা প্রধ্বংসং গমিতে চিরায় সুপথি স্বর্গাপবর্গানমঃ থ। লোকং প্র*

(১১) *শ্চ বালুকাঙ্গালশায়িনঃ। মীনায়িতা দিগন্তেষু শঙ্কিতায়*

(১২) *শ্রীর্ন্নাগমৎ কুলবধূরিব বৃত্তভঙ্গং ॥ সরস্বতীতি যস্যাভূদ*

(১৩)* বিনয়ভূর্যস্যা পরা প্রেয়সী। যামালোক্য সতী প*

(১৪) *নী। রাজিতা রাজহংসীব মানসে যস্য সা*

(১৫) *পন্নঃ পরমাদরেণ*

* * * *

বঙ্গানুবাদ।

সরল (ব্যক্তির) কুল। তাঁহা হইতে বিভূষিতনন্দী জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।* স্বল্পতোয়া সরোবরের (পক্ষে) বর্ষারম্ভ [যেরূপ], নদীসমূহের পক্ষে অম্বুবীচি (যেরূপ) [তদ্রূপ তাঁহার] গৃহ সুজনরূপ পক্ষিগণের ক্রীড়ানীড় (ছিল)।* নন্দিকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীনারায়ণ নন্দী নামক তাঁহার ধর্ম্মনিধি, ধীমান্, সুনৃতবাদী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।** মুক্তাহারের লীলার [ন্যায় সুন্দর]॥ যশ, দয়া ও আনন্দ [রূপ] গুণসমূহ দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন এবং পৃথিবীপতির গৃহে বলের ভজনা করিয়া তিনি শ্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন।* সেই নীতিমানের অরুন্ধতীনাম্নী পত্নী সাধ্বীগণের গুণসমূহ দ্বারা প্রথিতকীর্ত্তি ছিলেন এবং তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতাদিগের প্রণতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।** [তাঁহার এই অনুরূপা পত্নীর গর্ভে] সত্যপবিত্রকণ্ঠ কণ্ঠাল নন্দী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।* [তিনি] বিদ্বৎসভায় রস-বিস-লতার স্বাদ গ্রহণে পণ্ডিত ছিলেন এবং [তাঁহার প্রতি] দেবতাগণের মনে পক্ষপাত উৎপাদন করতঃ [খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন]।* তিনি নিজের অধীনস্থ জনগণের প্রতি কখনও প্রকুপিত হইতেন না, কিম্বা খল ব্যক্তিদিগের নিকট কখনও অনুনয় প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জিহ্বা কখনও খলতা প্রাপ্ত হয় নাই॥* তিনি সমরে শত্রুগণকে পুনঃ পুনঃ [পরাভূত করিয়াছিলেন

এবং অর্থিগণকে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন]।* ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তিনি যজ্ঞরূপ সুপথে [থাকিয়া] স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করিয়াছিলেন।** কুলবধূর ন্যায় শ্রী, অর্থাৎ লক্ষ্মী, যাঁহার বৃত্তভঙ্গ করে নাই, অর্থাৎ লক্ষ্মী যাঁহার গৃহে অচঞ্চলা ছিলেন।* সরস্বতী নাম্নী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন।** [যিনি] তাঁহার মানস [সরোবরে] রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিতেন ইত্যাদি।

মন্তব্য।

উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, "(১) বরেন্দ্রীর রাজধানী মহাস্থানগড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের নিকটে একটী নন্দীবংশ বাস করিতেন; (২) সেই নন্দীবংশে বিভূষিত নন্দী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে সুজনগণের সর্ব্বদা পদার্পণ হইত; (৩) তাঁহার শ্রীনারায়ণ নন্দী নামক পুত্র ছিল। এই নারায়ণ নন্দীর নানাপ্রকার সদ্‌গুণ ছিল এবং তিনি রাজার সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী অরুন্ধতী পতিব্রতাগণের অগ্রণী ছিলেন; (৪) নারায়ণ নন্দীর পুত্র কণ্ঠাল নন্দী বিদ্বান্, দেবভক্ত ও সত্য-পবিত্র-কণ্ঠ ছিলেন। তিনি বহুযুদ্ধে শত্রুগণকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত দাতা ছিলেন ও যজ্ঞ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচঞ্চলা ছিল। সরস্বতী নাম্নী তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ছিল।"

শিলালিপিখানির অধিকাংশ, বিশেষতঃ প্রথম ও শেষের দিকে ভগ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় আমাদিগের আলোচ্য নন্দীবংশের প্রকৃত পরিচয় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ঐ বংশে যে ক্রমাগত বিদ্বান্, দাতা, ভক্ত ও সমরকুশল বীর সমূহের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা জানা যাইতেছে।

অক্ষর দৃষ্টে শিলালিপিখানিকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ সময় পাল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা প্রজাপতিনন্দী সম্ভবতঃ রামপালদেবের সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন; কারণ, সন্ধ্যাকর স্বয়ং রামপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র রাজা মদনপালদেবের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বর্ত্তমান ছিলেন। বর্ত্তমান শিলালিপিখানি 'প্রজাপতি নন্দীর' কুলপ্রশস্তি হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন বর্ম্মন বি, এল।

দোষী।

একমাস যাবৎ বেকার বসিয়া আছি। হাতে কোন কাজকর্ম্ম নাই; কাজকর্ম্ম করিবার ইচ্ছাও নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা দেবীর দয়ায় বেশ নিরুদ্বেগেই একটা মাস কাটাইয়াছি। এক মাস মধ্যে দেবীর আর শুভাগমন হয় নাই, তাই নিরুদ্বেগ। এখন কাজের মধ্যে দুই—খাই আর শুই। পাড়ায় সমবয়স্ক যুবকের সঙ্গলাভের আশা করা দুরাশা মাত্র। কার্ত্তিক মাস; সকলই নিজ নিজ কলেজ এটেণ্ড্ করিতেছে;—Test নিকটবর্ত্তী। আমার এইবার পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাবার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা; তাই আমি বেচারী এক ক্ষুদ্র সহরের এক কোণে নীরবে দিন কাটাইতেছি। বাসায় যে কয়খানা বই ছিল্ তাহা ভূমিকাশুদ্ধ সব পড়িয়া ফেলিয়াছি। এখন দিন আর কাটে না। এমন এক ঘেয়ে একটানা স্রোতে জীবনটাকে বহিয়া লইয়া যাওয়া আমার মত লোকের কর্ম্ম নয়। তাই চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে;—সে চায় একজন সঙ্গী, যাহার সঙ্গে মনের আদান প্রদান করিয়া মনের গুরুত্বটাকে বেশ একটু লঘু করিয়া লইবে।

বেলা দ্বিপ্রহর। এইমাত্র আহার করিয়া আসিয়া শয়ন করিয়াছি। আজ মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত;—বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতেছে। শান্তি নাই! মেশের সমবয়স্কদের কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য মন অস্থির হইয়াছে। কি করা যায়! ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দিলাম। এক একবার এক একটা বাতাসের ঢেউ আসিয়া ঘরে ঢুকিতে লাগিল। কার্ত্তিকের হিমানিসিক্ত হাওয়ায় শরীরে কেমন কাঁপুনি ধরিয়া গেল। আবার দরজা জানালা সব বন্ধ করিলাম। কিন্তু মন যে আজ নিজেকে ব্যক্ত করিতে পাগল হইয়াছে! অনেক ভাবিলাম কিন্তু একটিও সঙ্গীর সন্ধান করিতে পারিলাম না। হঠাৎ মনে হইল, পাশের বাড়ীতে না একটি নূতন ভদ্রলোক আসিয়াছে? কি নাম? রণেন্দ্র বোস্। হাঁ, হাঁ; আমি কি দেখিয়াছি? হাঁ, দেখিয়াছি বই কি! ভদ্রলোকটি আমা অপেক্ষা ৪।৫ বৎসরের বড় হইবে মাত্র। কিন্তু লোকটার দৃষ্টি যেরূপ উদাস,—

ঠিক যেন ছ্যাকৃড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত,—তাহাতে মনে হয় লোকটার কাছে তেমন আমল পাইব না। কিন্তু ঐ উদাস দৃষ্টির পিছনেই কেমন একটা অমানুষিক উজ্জ্বল দৃষ্টি লাগিয়া আছে, যাহা সাধারণ মানুষের ভিতর নাই। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে আপত্তি কি? আজই ত রবিবার; বোধ হয় বাসায়ই আছে। খবরটা ভাল করিয়া নেওয়া দরকার।

দরজার ভিতর দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখি, আমার ছোট বোন্ কোথায় যাইতেছ। আমি ডাকিলাম,—"মিনি"।

"কেন?"

"শুন্ ত"

সে ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল,—"কেন ডেকেছ?"

"ঐ পাশের বাড়ীতে একটি নতুন ভদ্রলোক এসেছে, না?"

"তা' ত এসেছেই।"

"ও বাড়ীতে তোরা বেড়াতে যাস্ নে?"

"যাব না কেন? কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের বৌটি কি জানি কেমন বড় কথা টথা বল্‌তে চায় না।"

"বাবু কি রবিবারে বাসায় থাকে?" "হাঁ।"

"যা তুই।"

কয়েক দিন হইল পাশের বাড়ীর রণেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইয়াছি। প্রত্যেক দিন বিকালে তাঁহার বাসায় আলাপ জুড়িয়া বসি আর রাত্রি ৮টার আগে কিছুতেই উঠি না। রণেন্দ্রবাবু ভদ্রলোকটি বেশ। সাধারণ লোকের সঙ্গে বড় একটা মিশেন না; কিন্তু যাকে তাঁহার মনে লাগে তাহার সহিত সরল মনে আলাপ করেন। আমার সঙ্গেও তিনি সরল মনেই আলাপ করিতেন। যাহা হউক, এমন নির্ব্বাসিত প্রায় জীবনে তবু একজন সঙ্গী পাইয়া মন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

রণেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই কয়দিনের আলাপে বুঝিলাম যে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথা পাড়িলেই তিনি অন্য মনস্ক হইয়া কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন;—এক কথা দুই কথার পর অন্য কথায় আসিয়া পড়েন। এতদিনেও আমি তাঁহার অতীত জীবনের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি না। তাই আজ ঠিক করিয়াছি, তাঁহার নিকট তাঁহার অতীত জীবনের কথা সোজা-

যুক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াই জানিয়া লইব। তিনি আমার নিকট যেমন সরলভাবে কথা বলেন তাহাতে মনে হয় তিনি কথাটা আমায় নিকট অপ্রকাশিত রাখিবেন না।

ঘড়িতে ঢ' ঢং করিয়া ৫টা বাজিল। রণেন্দ্রবাবুর আসিবার সময় হইয়াছে। যাক্, আজই কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইব। অল্পক্ষণ এদিক্ সেদিক্ পায়চারি করিয়া একেবারে রণেন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনিও অল্পক্ষণ পরেই জলযোগ সারিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। এ কথা সে কথার পর আমি বলিলাম,—"রণেন্‌বাবু, অনেক দিন থেকে মনে করছি একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিন্তু বলি বলি ক'রে আর বলা হয় নি। আজ আর কথাটা না জিজ্ঞেস ক'রে থাকতে পারলেম না। আশা করি ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন;—অন্ততঃ আমার বন্ধুত্বের খাতিরে।"

এত বড় ভূমিকা শুনিয়াই রণেন্দ্রবাবু থতমত খাইয়া গেলেন; বলিলেন,—"কথাটা কি খু'লেই বলুন না। এত ভূমিকা কেন?"

"কথাটা তেমন কিছু নয়। আপনার অতীত জীবনের কাহিনীটা জানবার জন্যে আমার বড় সাধ হয়েছে। তাই বল্‌ছিলেম কি না—"

রণেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—"থাক্, আর বল্‌তে হ'বে না। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কি হবে আপনার আমার অতীত কাহিনী শুনে?"

"হবে না কিছু তা' জানি। কিন্তু আমার বড় সাধ হয়েছে জান্‌তে। আমার এ সাধ কি অপূর্ণ থাক্‌বে?" রণেন্দ্রবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদাস দৃষ্টি আর উদাস হইয়া যেন কোন্ এক অনন্ত শূন্যের পানে চাহিয়া রহিল। অপলক দৃষ্টি। চক্ষু দুটী এক একবার অতিরিক্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। ঐ উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া মনে হইল কি যেন এক অমানুষিক দীপ্তি ঐ চক্ষু দুটী হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে;—ইহা যেন এ জগতের নয়, ইহা স্বর্গীয়। মুখের বর্ণ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু এক একবার যেন কোন তাড়িত শক্তির প্রভাবে রক্তিমাভায় রঞ্জিত হইতেছিল। রণেন্দ্রবাবুর হৃদয়-সাগরে যে একটা সুবিশাল ঢেউএর উত্থান-পতন হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমান করিলাম। কিন্তু আজ আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ; কথাটা না জানিয়া আর যাইব না। অনেক্ষণ পর রণেন্দ্রবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন,—"তবে কি এ বিষয়ে আমায় ক্ষমা করবেন না, শচীন্দ্র বাবু?

"নেহাৎ যদি আপনি না বলেন তবে বাধ্য হ'য়ে ক্ষমা করতে হয়। কিন্তু কথাটা বল্‌লে বড়ই সুখী হতেম।"

রণেন্দ্রবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তবে আজ আর না; কাল বিকালে আস্‌বেন।" তাহার পরই ফিরিয়া আসিলাম। আহারের পর শয়ন করিয়া রণেন্দ্রবাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সারাটা দিন রণেন্দ্রবাবুর কথা ভাবিয়া আর বিকাল পাঁচটার জন্য অস্থির ভাবে অপেক্ষা করিয়া পাঁচটার কিছু পুর্ব্বেই রণেন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইলাম। রণেন্দ্রবাবু আজ একটু সকাল সকাল অফিস হইতে আসিয়াছিলেন; গিয়া দেখি তিনি জলযোগ সারিয়া বসিয়া আছেন। আমি ঘরে ঢুকিতেই রণেন্দ্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"এই যে শচীন্দ্রবাবু, আসুন।" আমি একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলাম। রণেন্দ্রবাবু একটু কাশিয়া বলিলেন—"আমার অতীত কাহিনী কাউকে বলা সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর সম্পূর্ণ অমত; আমারও কতকটা তাই। আপনি যখন একান্তই শুন্‌তে ইচ্ছুক তাই বলছি; আর আমার স্ত্রীরও এতে মত হয়েছে জান্‌বেন। তবে বল্‌ছি শুনুন।" তিনি বলিতে লাগিলেন আর আমি অতি মনোযোগসহকারে শুনিতে লাগিলাম।—

"সে অনেক দিনের কথা, আমাদের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান থেকে ১০ মাইল দূর কুসুমপুর বলে একখানা ছোট গ্রামে। গ্রামে আরও ছ' সাত ঘর কায়স্থ এবং দু' তিন ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন;—যাঁদের নিয়ে সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সমাজ গঠিত। কায়স্থ-পল্লীরই একটি ছেলে ছিলেম আমি। সাত বছর বয়সে মাতৃহারা হই, বাবা হরিমোহন বসু কুলীন কায়স্থ। আবার তাঁকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে কত জনে কত কি বল্লে; তিনি শুধু বল্লেন—"ছেলে রণেন্দ্র আর মেয়ে সুরুচি রয়েছে, এদের নিয়েই জীবন-স্রোতটাকে চালিয়ে দেব; কেন তোমরা আমায় আবার সংসারের জঞ্জালের ভেতর টেনে নিতে চাও?" কাজেই একে একে সকলেই ব্যর্থ আশায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। সেই থেকে আমি আর আমার ছোট বোন্ সুরুচি পিতৃস্নেহেই বর্দ্ধিত হয়ে আস্‌তে লাগলুম। ছোট থেকেই মাতৃহীন আমি, মায়ের করুণ মধুর স্মৃতিটা আমায় বড়ই বেদনা দিত; সুরুচিকেও তাই। যেখানেই কোন কষ্টের নির্ম্মম ব্যবহার দেখ্‌তে পেতাম অমনি প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ত; আর ঝড়ের মত ছুটে গিয়ে সকল কঠোরতা, সকল নির্ম্মমতাকে দু পায়ে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য প্রাণ অধির হয়ে ওঠ্‌ত।"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে রণেন্দ্রবাবুর গলার স্বর ধরিয়া আসিল।

অতীতের কাহিনী এবং মায়ের কথা স্মরণ হওয়াতে সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধ হয় দুই এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু রণেন্দ্রবাবুর গলা বাহিয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আট বছর বয়সের সময় বাবা আমায় গ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন। ভর্ত্তি হ'য়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশ্‌তেম না। মায়ের স্মৃতিটা আমায় কেমন যেন সদাই দূরে দূরে সরিয়ে রাখ্‌ত। সে স্মৃতি ত তিলেকের জন্যও ভুলতে পারি না। বোধ হয় নিদারুণ স্মৃতির জ্বালায় জ্বলে মরতেই ভগবান আমায় পাঠিয়েছিলেন।

ছেলেদের সঙ্গে মিশ্‌তেম না। তাই, আমাদের গ্রামের ধার দিয়ে, আমাদেরই গ্রামের মাঠটি চি'রে যে ছোট নদীটি কুল্ কুল্ নিনাদে বয়ে যেত তারি ধারে ধারে সারাটা বিকাল কাটিয়ে দিতুম। সাঁঝের কালো আঁচলে যখন পৃথিবী ঢাকা পড়ে আস্‌ত তখন খোলা মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তেম, গাভীগুলি সব হাম্বা রব করতে করতে বাড়ীপানে চলেছে, রাখাল খোলা মিষ্টি সুরে গান ধরেছে, আর সান্ধ্য সমীর সেই স্বরলহরী বয়ে চলেছে দূর থেকে সুদূরে; কৃষক সারাদিন খেটে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল মনে ঘরে চলেছে। এই সব দেখে শুনে আমি যেন কোন্ এক রাজ্যে চলে যেতুম। এ সকলি আমার ভাল লাগ্‌ত; কারণ এদের ভিতর কোন কৃত্রিমতা—কোন জটিলতা—কোন ভেজাল ছিল না। মনে করেছিলেম সারাটা জীবন এমন সহজ, সরল পথেই কেটে যাবে; কিন্তু সারাটা জগৎ মিলে আমার বিরুদ্ধে কি জটীলতার ফাঁদই না পেতেছিল; যাতে ক'রে আমার সারাটা জীবন মরুভূমির ফুলের মত শুকিয়ে গেল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রণেন্দ্রবাবু নীরব রহিলেন। স্থির দৃষ্টিতে শূণ্যপানে চাহিয়া তিনি যেন তাঁহার বাল্যের স্বীয় গ্রামের দৃশ্যগুলি দেখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল। ঘরে প্রদীপ ছিল না। অন্ধকারে রণেন্দ্রবাবুর মুখ ভাল দেখ্‌তে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর রণেন্দ্রবাবু আবার বলিতে লাগিলেন,—"খোলা মাঠে ভোলা মনে বেড়িয়ে আর নদীর ধারে ধারে প্রকৃতি দেবীর হরেক রঙ্গে রঙ্গীন আঁচলখানার শোভা দে'খে দে'খে আমার বাল্য জীবনটা আঁধার আলোয় কোন রকমে কাট্‌ছিল; কিন্তু সুরুচি তার জীবন স্রোতটাকে চালিয়ে দিয়েছিল অন্যরূপে। গ্রামের সব মেয়েদের সাথে মিশে তাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে দিনগুলি সে কাটাইতেছিল। সকাল-সাঁঝে

আমাদের বাড়ীতে মেয়েদের হাট বস্‌ত। সবার সাথে কিরণবালা বলে একটি মেয়েও আস্‌ত; সে ও পাড়ার যাদব দত্তের মেয়ে।

১৪ বছর বয়সে গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে আমি বর্দ্ধমান চলে এলুম। আমাদের অবস্থা নেহাৎ মন্দ ছিল না। বর্দ্ধমানে বোর্ডিংএ থেকেই পড়াশুনা করতে লাগলুম। বর্দ্ধমানে আসার এক বছর পরেই সুরুচির বিয়ের ঠিক হলো। বৈশাখ মাসে বিয়ে। বিয়ের কিছুদিন আগে বাড়ী চলে এলুম। কুলীনের ঘরের মেয়ে,অবস্থাও নেহাৎ মন্দ নয়; তাই বাবা সুরুচিকে রামনগরের এক কুলীন পুত্রের সহিতই বিয়ে দিলেন। যে দিন সুরুচি চলে যাবে, সে দিন কি জানি কেন, সারাটা দিন চোখের জলে অকারণে ভিজ্‌তে লাগলুম। সে দিন হাজার কাজের মাঝে মায়ের রোগক্লিষ্ট বেদনাতুর মুখখানা মনে হয়ে চোখের জল আরও দ্বিগুণ বেগে বইতে লাগ্‌ল। বিয়ে চুকে গেল; আবার বর্দ্ধমান চলে আসলুম।"

"বর্দ্ধমান থেকে এণ্ট্রেন্স পাশ করে কল্‌কাতা এসে কলেজে ভর্ত্তি হলেম। এর ভিতর তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়্‌ছি; হঠাৎ একদিন বাবার চিঠি পেলেম,—'তোমার বিবাহ ঠিক। শীঘ্র বাড়ী চলিয়া এস' ইত্যাদি। চিঠিখানা পড়েই মনটা কেমন হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পার্‌লেম না। এমন সময় মনে হল মায়ের সেই মুখখানা। হাজার কাজের মাঝেও সেই মুখখানা ভুলতে পারি কই? আমায় ইচ্ছা হচ্ছিল চেঁচিয়ে কেঁদে উঠি, কিন্তু পার্‌লেম না। বাবার মতের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত মত উত্থাপন করা চিরকালই পারি ন। তাই বাড়ী যাওয়াই ঠিক করলুম।

বাড়ী এসে শুনলুম, কুলিনের মেয়ের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। তাঁরা ৫ হাজার টাকা নগদ এবং পড়ার খরচ দিতে স্বীকার করেছেন। কথাটা শুনে আমার কাতরতা-প্রবণ প্রাণ কেমন কেঁদে উঠ্‌ল। মেয়ে হয়েছিল বলে কি এত টাকা আদায় করে নিতে হবে? এত জুলুম মেয়ের জন্য? ভগবানের দানের এত অবজ্ঞা? এযে অসহ্য! মনের বেদনা মনেই চেপে রইলুম; আমার কথা শুনে কে? দু'একদিন গ্রামে ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দিলুম। একদিন নিমন্ত্রণ হলো ও পাড়ার যাদব দত্তের মেয়ের বিয়ে। তখন সেই কিরণবালার কথা মনে হল। যাদব দত্তের অবস্থা ভাল নয়, কুলীনও নন। তাঁর একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। তাই মনে করেছিলেন মেয়েটিকে কুলীনের ঘরেই দেবেন। অনেক খোজাখুঁজির পর টাকার লোভ দেখিয়ে এক গরীব

কুলীনের ঘরে মেয়ের বিয়ে ঠিক কর্‌লেন। বিয়ে ঠিক করে যাদব দত্ত যে দিন গ্রামে ফিরে এলেন তখন চারিদিকেই কানাঘুষা চল্‌তে লাগ্‌ল। গ্রামের নারাণ ঘোষ ভাব্‌লেন—'আমার বোনের একটি মেয়ের কুলীন বর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আর এ বরটিকে হাতছাড়া করা হবে না; এর শীঘ্রই একটা ফিকির করে ফেলতে হবে।' এই ভেবে তিনি দুর্গা বলে বরের বাড়ীর দিকে বেরিয়ে পড়্‌লেন। সেখানে বরের বাপের কাছে বল্লেন যে যাদব দত্ত সমাজের সব তলায় পড়ে আছে। ওখানে বিয়ে দিলে এক-ঘরে হবার বিশেষ আশঙ্কা। তাঁর বোনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে সব দিক বজায় থাকে, ইত্যাদি বলে কয়ে শেষে কি একটা যুক্তি করে হাসি মুখে গ্রামে ফিরে এলেন। গ্রামে এসে সমাজের রথিবৃন্দের সহিত কি এক যুক্তি এঁটে চুপ করে বসে রইলেন।

বিয়ের দিন মনে মনে স্থির করেছি, কিরণবালার বিয়েটা দেখ্‌তে হবে। রাত্রি দশটার সময় বাজনার রবে বুঝ্‌লেম, বর এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে বিয়ের বাড়ীতে এসে পড়লুম, দেখি আলোয় সারা বাড়ীটা একেবারে দিনের মত ফর্সা হয়ে গেছে। এ দিক সে দিক্ ঘুরে আস্‌তে ততক্ষণে বর এসে কলার তলে বসেছে। অল্পক্ষণ পরে কনেকেও সাজিয়ে কলার তলে আনা হলো। চেয়ে দেখি কিরণবালা জড়ীভূত হয়ে লতাটির মত হয়ে গেছে। পাত্রী কলার নীচে এসে বসেছে, পুরুত মন্ত্র বল্‌বে, এমন সময় গ্রামের বৃদ্ধেরা এসে বল্লেন—'দত্ত মহাশয়, জানেন কি না, সমাজের মর্য্যাদা পাঁচশ' আর এই মদ টদের বাবত পঞ্চাশ, এই সাড়ে পাঁচশ টাকা আমাদের না দিলে আর হচ্ছে না।' যাদব দত্তের মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেল। ঋণ করে মেয়েকে কুলীনের ঘরে দিচ্ছেন, তাতে আবার সমাজের দাবী সাড়ে পাঁচশ'! তিনি করযোড়ে অনেক অনুনয় বিনয় কর্‌লেন, কিন্তু তাঁরা রাগ করে উঠে গেলেন, বল্লেন—'আমরা এ বিয়েতে আস্‌বওনা পাতও পাড়ব না; বর-কর্ত্তার ইচ্ছে হলে ছেলের বিয়ে দিতে পারেন?' বর-কর্ত্তা (বরের পিতা) বল্লেন—'তাইত, এ ত ন্যায্য দাবী। না; তা হলে আর আমি ছেলের বিয়ে দিচ্ছি না।' এই বলে তিনি বরকে উঠিয়ে নিলেন। যাদব দত্ত কেমন যেন হয়ে গেলেন। শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন, কিছু বল্লেন না। কিরণবালার দিকে চেয়ে দেখি সে ভয়ে কাঁপ্‌ছে, এখনি বুঝি ফিট্ হয়ে পড়ে যায়।

হঠাৎ আমার প্রাণের মাঝে কাতরতার বীণা ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠ্‌ল। বেদনাতুর প্রাণ আমার, পরের এই বেদনা দেখে কেঁদে উঠ্‌ল। প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বড় জোড় করে বল্‌তে লাগল,—"এই তোর সময় উপস্থিত;—বসে পড়্ বরের আসনে। এ সুযোগ ছাড়্‌বি কেন? সম্মুখ দিয়ে তোর কি এক মহান্ কর্ত্তব্য গড়িয়ে যায় দেখ্‌ছিস্‌নে?" পরক্ষণেই মনে হলো, আমারা যে কুলীন! আমার এক বিয়ে ঠিক হয়েছে, তারপর যদি আমি—বিশেষতঃ কুলীন হয়ে—বাবার অমতে এ বিয়ে করি তবে তা বাবার মনে কতটুকু না বাজ্‌বে! অমনি হৃদয়-দ্বার থেকে কে বলে উঠ্‌ল,—"দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস্? এই বুঝি তোর কর্ত্তব্য-জ্ঞান; এই বুঝি তোর পরদুঃখকাতরতা? কুলীন হয়ে, কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে, হাজার হাজার টাকা জুলুম করে আদায় করে নিয়ে লোককে পথে বসাতে পারিস্ আর স্বার্থত্যাগের বেলায় বুঝি এই?"

আর না; এই যথেষ্ঠ! আর কোন কথাই ভাব্‌তে পার্‌লুম না। মাথাটা কেমন গুলিয়ে গিয়েছিল। এক পা দু পা কোরে যাদব দত্তের কাছে গিয়ে বল্লুম—'আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমিই আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি।' কথাটা বল্‌বামাত্রই মনটা কেমন এলো মেলো হয়ে গেল। যাদব দত্ত বল্‌লেন—'আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হবে?' বলেই কেঁদে ফেল্লেন। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই বল্লেন—'এখনো ভেবে দেখ, তোমাদের যে একঘরে হতে হবে, তোমার বাবা তোমায় ঘরে নেবেন না।' হাসির চাইতে অশ্রুর ভিতর দিয়ে যে সম্বন্ধ তা আমার চিরকালই বড় মধুর বলে মনে হ'ত। তাই কোন কথা না বলে একেবারে বরের আসনে গিয়ে বসে পড়্‌লুম।"

"বিয়ের বাড়ী জনমানবশূন্য প্রায় হয়েছে। প্রদীপগুলি একটু একটু করে নিভে গেছে। করুণ একটা রোদনের ধ্বনি শুধু বাড়ীটাকে সজাগ রেখেছে। আমি বরের আসনে বস্‌তেই প্রদীপগুলো পূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলে উঠ্‌ল; দু এক জন সমাজপতি চলে যেতে যেতে পিছন ফিরে আমায় দেখে এক একটা কটাক্ষপাত করে চলে গেলেন; বাড়ীর ভিতরের ক্রন্দনের ধ্বনি মাঙ্গলিক হুলুধ্বনিতে বদ্‌লে গেল; সানায়ের করুণ রাগিণী আবার সারা গ্রামটাকে বিয়ে বাড়ীর অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। বিয়ে হয়ে গেল; সে রাত্রে শ্বশুর বাড়ীতেই রয়ে গেলুম।"

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া রণেন্দ্রবাবু আবার বলিতে লাগিলেন,—"এখান থেকেই আমার জীবন স্রোতের পরিবর্ত্তন হলো। বাল্যকালটা আঁধার আলোয় কাটিয়েছিলুম, এখন থেকে শুধুই আঁধার—শুধুই গঞ্জনা আর তীব্র পরিহাস।

ভোর হতে না হতেই আমার বিয়ের কথা সারা গ্রামময় প্রচারিত হয়ে অল্পক্ষণ মধ্যেই আশপাশের ৩।৪ খানা গ্রামে ছড়িয়ে পড়্‌ল। সমাজপতি সব একত্র হয়ে যুক্তি করে শ্বশুর মশায়কে এক ঘরে করার হুকুম জাহির করলেন। পূর্ব্বের বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁরা শ্বশুর মশায়কে একঘরে করেন নি। একঘরে করবার মূলে ছিল, 'কি,—আমাদের না জিজ্ঞেস করে যাদব দত্ত এত বড় কুলীন কুমারের সহিত মেয়ের বিয়ে দিল! এমন কুলীন ছেলে যে সাতজন্ম তপস্যা করেও মিলান ভার। আর ঐ বেটা কিনা বিনা পয়সায় এমন বিয়ে দিয়ে ফেল্ল। দাও বেটাকে একঘরে করে।' ব্যস্, যেমনি হুকুম জাহির, অমনি কার্য্যে পরিণত! হায়রে স্বার্থপর সমাজ! একঘরে হবার খবর পৌঁছুতেই বাড়ীময় আবার একটা নীরব ক্রন্দনের সাড়া পড়ে গেল।

কয়েকজন সমাজপতি বাবার কাছে গিয়ে বেশ মোলায়েম সুরে বল্লেন,—"দেখুন বোস্ মশায়, আপনার ছেলে কাল কি কাণ্ডটাই না করলে! কলিকাল এমন ত হবেই। আপনার ছেলে, এমন উচ্চঘরে জন্ম, আর কি নচ্ছার বেটার মেয়েই না বিয়ে করে বস্‌ল। এ সব ঐ বেটার চালাকি। থাক্‌,—কলির ছেলে, একটা ছেলেমানুষি করে বসেছে, তাই বলে কি আপনার মত সমাজের এমন একজন আদর্শ পুরুষের এর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? আরও ভেবে দেখুন আপনার নিষ্কলঙ্ককুলে কি কলঙ্কটাই না আরোপিত হবে? তারপর সমাজ ত আর এ সইবে না; বোধ হয় আপনাকেও একঘরে করে ফেল্‌বে। এখন ভেবে চিন্তে কাজকরুন; আমরা চল্লেম।" বাবা তাঁর কুলের এবং সমাজের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর বেশী রাগ হয়েছিল পূর্ব্বের বিয়েটা ভেঙ্গে যাওয়ায়। এতগুলি টাকা, এরকম ঘর, এ সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গেল; বড়ই আপশোষের কথা! তিনি আমার উপরে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন।

বিয়েবাড়ী থেকে নববধূর সঙ্গে যাত্রা করে বাড়ী যাব, এমন সময় বাবা বলে পাঠালেন যে আমি যেন তাঁর বাড়ীতে না ঢুকি। যে পিতার মতের বিরুদ্ধে, পিতারই নামে কলঙ্ক আরোপিত হয় এমন কাজ করতে পারে, সেই পুত্রের মুখ দেখ্‌তেও তিনি অনিচ্ছুক। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল। বিশ্বাস হলো না যে বাবা আমার সাথে এমন কঠোর আচরণ করতে পারেন। মাহারা আমি, ছোট থেকে আমার উচিত-অনুচিত হাজার আব্দার তিনি পূরিয়ে এসেছেন, এমনি কঠোর হবেন তিনি তাঁর মাহারা ছেলেটির প্রতি! সেই দিন যে কি এক প্রচণ্ড আঘাতে আমার হৃদয় ভেঙ্গে পড়্‌ল; আর ত তা

সেরে উঠ্‌ল না; বোধ হয় আর উঠ্‌বেও না। নববধূকে শ্বশুরালয়ের রোদনের ভিতর রেখেই আমি একটা চাকরীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়্‌লুম। তখন কতবার যে নয়নের জলে মায়ের কথা মনে হল তা বল্‌তে পারিনে। মা থাক্‌লে কি আর এমনটা হতে দিতেন? হাজার হোক্‌, মায়ের প্রাণ ত! চাকরীর জন্য ঘুরে ঘুরে কতবার মনে মনে বলেছি—'বঙ্গের সমাজ, এই ত তোমার সামাজিকতা! সমাজের তীব্র উষ্ণশ্বাসে একটি কোমল কুসুমকলিকা শুকিয়ে যায়, একটি অসহায় জীবন-তরণী সমাজ স্রোতের গভীর আবর্ত্তে ডুবে যায়, এমন সময় তাদের রক্ষা কর্‌তে হাত বাড়িয়েছ ত সমাজ তোমার ঘাড়ে বসে তোমার ঘাড় মট্‌কে রক্ত শোষণ করে তবে ছাড়্‌বে। শুধু রক্ত! রক্ত! সমাজ চায় শুধু রক্ত! পাঁজর ভেঙ্গে, বুক চিরে হৃদয়ের তপ্ত শোণিত, অশ্রুর বদলে চোক ফাটিয়ে তপ্ত শোণিত যদি দিতে পার তবেই সমাজ খুসী! বুকফাটা শোণিত নিয়েই রাক্ষুসী সমাজের খেলা! সমাজপতি সব, 'কলিকাল কলিকাল' বলে নাক সিঁট্‌কিয়ে দশহাত পিছিয়ে পড়! বলি, বিয়ের আসরে মদের আসর জাঁকিয়ে তুল্‌তে কি সত্যযুগের কোন হুকুনপত্র আছে?

যাক্‌, কথাগুলি এখন সংক্ষেপে সেরে ফেল্‌ব। অনেক ঘুরে শেষে আদালতে একটা কেরাণীগিরি জুটিয়ে কিরণবালাকে নিয়ে চলে এলুম। সেই থেকে বদলী-প্রসাদে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার কেরাণী-জীবনের এক বছরের মাঝেই অনেক ঘটনা হয়ে গেল। কেরাণী হয়েই সুরুচির কাছে একখানা চিঠি লিখেছিলুম; অনেকদিন পর তা'র উত্তর পেলাম। সে অনেক কেঁদে কেটে লিখেছে—তার কুলীন স্বামী তাকে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে ত দেবেই না, অধিক কি আমাদের ভিতর যাতে কোন চিঠিপত্র লেখালেখি না হয় সে বিষয়ে তার কড়া নজর। এতদিনে বুঝ্‌লেম্ সারা পৃথিবীর লোকগুলো আমার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্রটাই না করেছে! সেদিন আর কাঁদলেম্ না। সেই যে সেদিন থেকে অশ্রু বন্ধ হয়েছে আর ত পোড়া অশ্রু বেরোয় নি! বুকের ভিতর অশ্রুর বোঝা বয়ে বয়ে যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার শ্বশুর মশায় আমার শ্যালক সতীশের ভাবী জীবনের কথা ভেবে, সমাজের সমস্ত গঞ্জনা বয়ে, এতদিন গ্রামেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন বিসূচিকা রোগে সতীশ জন্মের মত চলে গেল; তাঁরাও বাড়ী-ঘর বেচে শেষে কাশীবাসী হলেন।

বাবার কথা বল্‌ব? আমার প্রতি এই নির্ম্মম ব্যবহারে বাবার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ছোট থেকে মাতৃহীন আমি, বাবাই পিতামাতা উভয়ের

স্থান অধিকার করে আমাকে পিতৃমাতৃস্নেহে ঢেকে রাখছিলেন, তাঁর মনে কত বড় দাগা লেগেছে এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে। অধিকদিন তিনি সুস্থ থাক্‌লেন না; শীঘ্রই শয্যা গ্রহণ কর্‌লেন। প্রথম প্রথম তাঁর জীবনের আশা ছিল। শয়নে স্বপনে তিনি আমারি কথা ভাব্‌তেন, আর এক একটা পাজরভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নিজের রুদ্ধ বেদনাকে কিঞ্চিৎ শমিত কর্‌তেন॥ তাঁর মন আমাকে ক্ষমা করেছিল অনেক দিন আগেই, কিন্তু বাইরের সমাজ তা মুখফুটে বল্‌তে দেয় নি। আমাকে দেখবার জন্যে তাঁর মন আকুলি ব্যাকুলি করত, কিন্তু তিনি মুখফুটে কাউকে কিছু বলেন নি,—সমাজের ভয়! হায় সমাজ! তোমার জন্যে স্নেহ, মমতা ভালবাসা, হৃদয়ের সমস্ত সুকুমার প্রবৃত্তিকে হৃদয় হতে মানুষ এমন করে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

ক্রমে তাঁর জীবনের আশা ফুরিয়ে এল। যখন তিনি বুঝ্‌লেন তাঁর জীবনের আশা আর নেই তখন তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লেন—"ওগো তোমরা কে আছ, আমার রণুকে নিয়ে এস; আমি তার সব অপরাধ ক্ষমা করেছি। আমার এমন সুহৃদ কে আছ রণুকে নিয়ে আস্‌বে;—মাতৃহীন রণুক আমার? সে যে শৈশব থেকে মাতৃহারা! কি গভীর বেদনা বুকে নিয়েই না সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে! ওগো তোমরা আমার মাহারা রণুকে এনে দাও, এনে দাও, আমায় বাঁচাও।" এই বলে তিনি জোরে কেঁদে উঠ্‌লেন। ঘরে কয়েক জন সমাজপতি ছিলেন। তাঁরা ভাবলেন—"এতদিনই যখন গেল তবে কেন আর শেষ সময়ে বৃদ্ধের প্রলাপ শুনে রণেন্দ্রকে খবর দিয়ে আমরা নিষ্কলঙ্ক কূলে কালিমা লেপে দি? এর জন্যে ত ভগবান আমাদেরই দায়ী করবেন। না, রণেন্দ্রকে খবর দেওয়া হবে না।" সমাজপতিগণ তাঁদের সমাজের কি সুন্দর বিধিমতেই না বিচারটা করলেন! প্রাণের কথা তাঁদের কাছে হল প্রলাপ! দুদিন পরেই বাবার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। সব শেষ হল! এ জগতের শেষ বন্ধনটিও আমার ছিন্ন হল! পড়াশুনা আর হল না। কেরাণি-গিরির কাজ নিয়ে অশ্রুর বোঝা আর অতীত দিনের করুণ স্মৃতিটা বুকে বয়ে আঁধারের ভিতর দিয়েই আমার বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। বল বন্ধু,—আজ থেকে তুমি বন্ধু আমার—বল, বল, সমাজ আমার জীবনটাকে এমন ভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে কি ফল পেলে?

এই খানেই রণেন্দ্রবাবু ক্ষান্ত হলেন; অন্ধকারে মুখটা ভাল দেখিতে-ছিলাম না; তবু বোধ হইতেছিল রণেন্দ্রবাবুর চক্ষু হইতে এক দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। আমি মনে মনে বলিলাম,—"এ প্রশ্ন আমায় কেন? সমাজ, দাও এর যোগ্য উত্তর দাও; তার সঙ্গে আমিও একটি প্রশ্ন করছি তারও উত্তর দাও। সমাজ, বল, বলে দাও আমায়, এদের কে দোষী;—রণেন্দ্র না কিরণবালা!"

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্মকথা।

'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা' প্রতিষ্ঠার সূচনা হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজারের রাজবাটীতে 'কায়স্থকুল-সংরক্ষিণী সভা,' কুমারটুলীর গুরুচরণ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে কায়স্থ-সভা, আঁদুলের রাজবাটীতে কায়স্থ-সভা, ফরিদপুরে কায়স্থপ্রবর শশীভূষণ নন্দী মহাশয়ের উদ্যোগে 'আর্য্য-কায়স্থ-সভা', বহরমপুরে 'কায়স্থ-হিতসাধিনী সভা,' পাইকপাড়ার খ্যাতনামা কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের উদ্যোগে 'কায়স্থ-হিতকরী সভা' প্রভৃতি কায়স্থজাতির বহু সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উক্ত প্রত্যেক সভার উদ্দেশ্য কিছু কিছু স্বতন্ত্র ছিল। এই সকল সভা থাকিতেও বর্ত্তমান 'বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা' যে সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার সূচনা ও প্রতিষ্ঠার প্রথম ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ ইহার প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, অল্প লোকই জীবিত আছেন।

ইংরাজী ১৯০১ সালে মহামান্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রিস্‌লি সাহেবের উপর ভারতবর্ষের লোকগণনার ভার এবং উচ্চ-নীচ-জাতিসমূহের সামাজিক স্থান নির্ণয়ের ভার অর্পিত হয়। রিস্‌লি সাহেব এই সময় একটী বৃহৎ তালিকা* প্রকাশ করেন। তাহাতে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়, কারণ হিন্দু-সমাজে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির যেরূপ সামাজিক আসন নির্দ্দিষ্ট আছে, রিস্‌লি সাহেবের তালিকায় সেই সেই জাতি ঠিক সেই সেই স্থানে গৃহীত হয় নাই। বর্দ্ধমান-রাজ-সরকার হইতে রিস্‌লি সাহেবের তালিকার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রতিবাদ হয়, এতদুপলক্ষে রাজা বনবিহারী কপূর বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৯০১ সালের ২৯শে জুন তারিখে যুক্তপ্রদেশের বেরিলী সহরে ক্ষত্রিয়জাতির এক মহাসম্মেলন হইয়াছিল। এই সম্মেলন হইতে প্রতিবাদের কথা সমগ্র ভারতবর্ষে ঘোষিত হয়, তাহাতে সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছিল। রিস্‌লি সাহেব এই ক্ষত্রিয়-মহাসম্মেলনের আবেদন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে উচ্চ নীচ জাতি অনুসারে একটি তালিকা প্রস্তুতের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট পত্র দিয়াছিলেন।

* রিস্‌লি সাহেবের তালিকায় এইরূপ বাহির হইয়াছিল—১ম ব্রাহ্মণ, ২য় রাজপুত, ৩য় ক্ষত্রি, ৪র্থ বৈশ্য, ৫ম বৈদ্য, ৬ষ্ঠ কায়স্থ, ৭ম আগুরি ইত্যাদি।

উক্ত বর্ষের জুলাই মাসের মধ্যেই মন্তব্য পাঠাইবার অনুরোধ থাকে, তদনুসারে কলিকাতায় মিউনিসিপাল আফিসে মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৫ই জুলাই ১৯০১ (২০শে আষাঢ় ১৩০৮ সাল) এক জাতি-বিচার-সভা আহূত হয়। সেই সভায় কলিকাতার গণ্যমান্য বিভিন্ন জাতীয় বহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তৎপর দিনের অমৃতবাজার-পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরার ও বেঙ্গলী সংবাদপত্রে ঐ সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং ২৬শে আষাঢ় তারিখের আনন্দবাজার-পত্রিকায় ও ২৯শে আষাঢ়ের বঙ্গবাসীতে কতকটা বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হয়। * সেই সভায় প্রথমে ব্রাহ্মণ, তৎপরে কায়স্থ অথবা বৈদ্য এই দুই জাতির মধ্যে কাহার স্থান প্রথম হইবে তাহা লইয়া ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ইণ্ডিয়ান-মিরার-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, বেঙ্গলী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের অনুগামী শোভাবাজারের মহারাজ স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বৈদ্য পক্ষে এবং অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কায়স্থ পক্ষ সমর্থন করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রথমে কায়স্থের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও শেষে বেঙ্গলী ও মিরার-সম্পাদকদ্বয়ের অনুগামী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিষম গোলযোগের সূত্রপাত দেখিয়া মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মন্তব্যটী সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

Resolved—That, as this Committee can have no authority to determine any disputed question of caste precedence, its function being limited to stating what according to Hindu public opinion is the order of precedence of castes and as there are many differences of opinion and much diversity of practice in matters connected with the question of caste precedence, the Committee record with regret, their inability to give a more detailed order of precedence than the following :—

1. Brahmins, 2. Kshatriyas, 3. Vaisyas, 4. Sudras.

Under which of these primary classes the existing castes of Calcutta other than Brahmins, should respectively fall, is a question upon which the Committee can come to no clear decision.

* ইহার পরই ৩১এ আষাঢ় (১৩০৮) "বালুচর-কায়স্থ-সম্মিলনী-সভা" হইতে ডাক্তার ক্ষুদিরাম বসুর সভাপতিত্বে রিস্‌লির তালিকার প্রতিবাদ হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ উক্ত সনের ৩১শে শ্রাবণের আনন্দবাজার-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ঐরূপ নিরপেক্ষ মন্তব্য প্রকাশিত হইলেও বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনার ফলে বঙ্গদেশে বৈদ্য ও কায়স্থসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সময়ে আমার "কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২৬শে আষাঢ়ের আনন্দবাজারপত্রিকায় উক্ত জাতিবিচারসভার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইলে তৎপর দিন ('শব্দকল্পদ্রুমের' দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'রাজস্থানের' সচিত্র অনুবাদ-প্রকাশক কুলীন) কায়স্থ-প্রবর শোভাবাজারের বরদাকান্ত মিত্র মহাশয়ের সহিত রিস্‌লি সাহেবের তালিকায় কায়স্থজাতিকে যে ভাবে অবনমিত করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য তাহার আলোচনা হয়। তৎকালে আমি শ্যামপুকুর-পল্লীতে থাকি ও মিত্র মহাশয়ের অনুজ ভ্রাতৃগণ আমার প্রতিবেশী ছিলেন। ইঁহাদের বাটীতে শোভাবাজারের খ্যাতনামা কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, আনন্দকৃষ্ণ বসু মল্লিক, সদাশিব মিত্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বৈঠক করিতেন। বরদা বাবুর সহিত পরে আমি সেই বৈঠকে উপস্থিত হইলে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে রিস্‌লি সাহেবের এই অন্যায় বিচারের কোন প্রতিকার 'কায়স্থ-কুল-সংরক্ষিণী সভা' হইতে করা যাইতে পারে কিনা তাহার আলোচনা হয়। তদনুসারে বরদা বাবু ও আমি, ঐ সভার কর্ণধার বাগবাজারের রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই এবং কায়স্থজাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক আলোচনা হয়। তৎপরে আমরা 'অমৃতবাজার-পত্রিকার' শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং মিউনিসিপ্যাল জাতিবিচার-সভার প্রকৃত ঘটনা তাঁহার নিকট অবগত হইলাম। পরামর্শমত তৎপর দিবস রায় নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ ও আমি পাথুরিয়াঘাটার স্বনামধন্য রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রমানাথ বাবু বলিলেন যে, "জাতিবিচার-সভায় যখন মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন, তখন তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য।" ৩০শে আষাঢ় রবিবার সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধেয় রমানাথ ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ মহাশয় এবং আমি পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নারিকেলডাঙ্গার ভবনে উপস্থিত হই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বহুতর শাস্ত্রীয় ও আইন গ্রন্থ দেখাইয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন—কায়স্থজাতি 'ক্ষত্রিয়বর্ণ,' কখনই 'শূদ্র' নহে এবং বলেন যে তিনি হাইকোর্টে এক মকদ্দমায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। রমানাথ বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের জাতিতত্ত্ব লইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য কিনা এবং গভর্ণমেণ্টের নিকটে যাইতে হইলে কি ভাবে যাওয়া উচিত?

মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"রিস্‌লি সাহেব যে ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কলিকাতার কয়েকজন কায়স্থ লইয়া এই প্রতিবাদ করিলে কিছুই হইবে না। সমগ্র বঙ্গের কায়স্থ-নেতৃবর্গকে আহ্বান করিয়া একযোগে প্রতিবাদপত্র পাঠাইতে হইবে।"

মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্ত সদুপদেশ হইতেই বর্ত্তমান 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়। তাঁহার নিকট হইতে ফিরিবার সময় আমাদের আলোচনা হয় যে কি উপায়ে সকল স্থানের কায়স্থ-প্রতিনিধিবর্গকে এক করা যায়। সে সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ উত্তররাঢ়ীয়ের পরিচয় জানিতেন না, উত্তররাঢ়ীয়গণও দক্ষিণরাঢ়ীয় বা বঙ্গজের কোন সংবাদ রাখিতেন না; "বারেন্দ্র" বলিয়া যে কায়স্থ জাতির একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে তাহা অপর শ্রেণীর অনেকে আদৌ জানিতেন না। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণের সুপ্রসিদ্ধ "কায়স্থ-কৌস্তুভ" গ্রন্থে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ এই তিন শ্রেণীর কায়স্থের কথা লিপিবদ্ধ হয়, এমন কি "বারেন্দ্র" শব্দটী পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। সে সময়ে কায়স্থের সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গকে একত্র করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। আমি চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মিলনের প্রস্তাব করিলে শ্রদ্ধাস্পদ রমানাথ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক স্থির হয় যে প্রথমে দক্ষিণরাঢ়ীয় নেতৃবর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করা হউক। তদনুসারে ৬ই শ্রাবণ (১৩০৮) রবিবার কলিকাতাবাসী কতিপয় গণ্যমান্য দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকে লইয়া রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে একটী সভা হয়। এই সভায় আমি কায়স্থ-জাতির চারি শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং মিলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। চারিশ্রেণীর আহ্বানের সাধু উদ্দেশ্য সকলেই অনুমোদন করিয়াছিলেন। বড় জাতীয় সভা আহ্বানের পূর্ব্বে চারিশ্রেণীর নেতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা তৎকালে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত দেখা করিবার কথা হয়। তদনুসারে দিনাজপুরাধিপ মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (উত্তররাঢ়ীয়), কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় (বারেন্দ্র), মাননীয় বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী (বঙ্গজ), মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (দক্ষিণরাঢ়ীয়) প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য বুঝাইবার আমার সুযোগ হয়। সকলকে একমতে আনিতে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর ২৬শে শ্রাবণ, ১৩০৮

সাল (১১ই আগষ্ট, ১৯০১) রবিবার শ্রদ্ধেয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে চারিশ্রেণীর কায়স্থের মত লইবার জন্য একটি পরামর্শ-সভা আহূত হয়। এই সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কএকজন মহাত্মার নাম যাহা সে সময়ের অমৃতবাজারপত্রিকায় † প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

*মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুরাধিপ) (উত্তররাঢ়ীয়)
*কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর (পাইকপাড়ারাজ) (উত্তররাঢ়ীয়)
*কুমার সতীশ চন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়ারাজ) (উত্তররাঢ়ীয়)
কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় (দিনাজপুর) (উত্তররাঢ়ীয়)
*শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় (দিনাজপুর) (উত্তররাঢ়ীয়)
*মহারাজ স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (শোভাবাজার রাজবাটী) (দক্ষিণরাঢ়ীয়)
কুমার মন্মথনাথ মিত্র ঐ
*রায় নন্দলাল বসু ঐ
*রায় পশুপতি নাথ বসু ঐ
*রায় বিপিন বিহারী মিত্র ঐ
রায় প্রমথ নাথ মিত্র ঐ
শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত ঐ
*শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক (দক্ষিণরাঢ়ীয়)
*শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মল্লিক ঐ
*শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ মিত্র ঐ
*শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ মিত্র ঐ
শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ (অমৃত-বাজার-পত্রিকা সম্পাদক) ঐ
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু
*শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র (শোভাবাজার রাজবাটী) ঐ
*শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু মল্লিক ঐ
*শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ঐ
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ঐ
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু ঐ
*শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ ঐ
*মাননীয় বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ (বঙ্গজ)
রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী ঐ
*শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল সরকার (বারেন্দ্র)

যে সকল মহাত্মা অনিবার্য্য কারণে উক্ত সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি জানাইয়া পত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের শেষ গোষ্ঠীপতি *শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ দেব, রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার গিরীন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর, নড়াইলের জমিদার *শ্রীযুক্ত রাজকুমার রায়, ঢাকার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক *রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর।

† Vide Amrita Bazar Patrika, 16 August, 1901.

* চিহ্নিত ব্যক্তিগণ এক্ষণে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

এই সভায় স্থির হয় যে যত সত্বর সম্ভব সেন্‌সাস্‌-রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে এবং তাহাতে সহর ও মফঃস্বলবাসী চারি শ্রেণীর কায়স্থেরই স্বাক্ষর থাকিবে। সেই দরখাস্তের খস্‌ড়া লিখিবার ভার শ্রীযুক্ত গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রী ও আমার উপর অর্পিত হয়। আরও স্থির হয় যে এই খসড়া মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ,রায় নন্দলাল বসু, মতিলাল ঘোষ, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে তাঁহাদের মন্তব্যসহ আর একটি সভায় আলোচিত হইবে এবং বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রধান প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সভার নাম "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" রাখা হয় এবং রমানাথ ঘোষ মহাশয় প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

যে দিন কলিকাতায় শেষোক্ত পরামর্শসভা হয়, ঠিক সেই দিনই ফরিদপুরে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ নাগ মহাশয়ের ভবনে রিস্‌লি সাহেবের তালিকার প্রতিবাদ করিবার জন্য স্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণ সমবেত হইয়াছিলেন এবং অবিলম্বে ফরিদপুর 'আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি' হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ প্রেরিত হয়। *

উক্ত ২৬শে শ্রাবণের অধিবেশনের পরামর্শ অনুসারে অধ্যাপকগণের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিবার জন্য রমানাথ ঘোষ মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা গরাণহাটার পণ্ডিতবর চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। পরে স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের উদ্যোগে ৩রা ভাদ্র (১৩০৮) নিম্নলিখিত স্বনামপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সম্মিলিত হন ;—

১। মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন (নবদ্বীপ)
২। " চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (কলিকাতা)
৩। " কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (পূর্ব্বস্থলী)
৪। " শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ভট্টপল্লী)
৫। " গোবিন্দ চন্দ্র শাস্ত্রী (কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ)
৬। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথতর্কবাগীশ (কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ)
৭। পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) প্রমথনাথ তর্কভূষণ (কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ)
৮। " চন্দ্রশেখর চূড়ামণি (কলিকাতা হাতিবাগান)
৯। " ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ (কলিকাতা)
১০। " কেদারনাথ শিরোমণি (নবদ্বীপ)
১১। " নৃসিংহ দাস স্মৃতিভূষণ (বংশবাটী)

* Vide Amrita Bazar Patrika, 12 August, 1901.

১২। পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ (কলিকাতা)
১৩। " পঞ্চানন তর্করত্ন (ভট্টপল্লী)
১৪। " সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি (নবদ্বীপ)
১৫। পণ্ডিত অনুকূল চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ঐ
১৬। " শশীভূষণ তর্করত্ন (কলিকাতা)
১৭। " শিবনাথ সার্ব্বভৌম (নবদ্বীপ)

উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন :—

"চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয়সন্তানত্বেঽপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদিক্রিয়ালোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।"

এই ব্যবস্থাসংগ্রহের অব্যবহিত পরে রায় নন্দলাল বসু মহাশয় কাশীধামে গিয়া কাশীবাসী তৎকালীন সকল প্রধান প্রধান অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন—

"যে শাস্ত্রসিদ্ধসংস্কারা জন্মনা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা সুচিরকালপতিত-সাবিত্রীকা ব্রাত্যতামুপগতাঃ শাস্ত্রোক্ত-প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় উপনয়নাদিকং কুর্য্যুঃ সামাজিকং চাচারঞ্চ পুষ্ণীয়ুস্তর্হি তে তথা শাস্ত্রতঃ কর্ত্তুং পারয়ন্তি নবেতি প্রশ্নে।

সর্ব্বথা কর্ত্তুং পারমন্তীত্যুত্তরম্।

১। তথা চাপস্তম্বধর্ম্মসূত্রং—যস্য তু প্রপিতামহাদে নানুস্মর্য্যত উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতা স্তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েত্তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরেদথোপনয়নমিতি।

২। অথ প্রপিতামহাদিপদেন প্রপিতামহমারভ্যোর্দ্ধ-পুরুষাঃ সূত্রকৃতা পরিজিঘৃক্ষন্তে অধস্তনপুরুষস্য পূর্ব্বমেবাভিহিতত্বাৎ। অতএব তু ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধকৃতামপি মানাতমেহতিপ্রাচীনে মদনরত্নে "যস্য প্রপিতামহাদেরুপনয়নং নাস্তি - ইত্যভিধায় তথার্ব্বাচামপি পুরুষাণামুপনয়নাভাব" ইতি কষ্টতঃ এব প্রপিতামহাদিশব্দস্যোর্দ্ধপুরুষপরিগ্রাহকত্বমভিহিতম্। অতএব যস্য বেদশ্চ বেদিশ্চ বিচ্ছিদ্যতে ত্রিপুরুষম্। স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো নাম যশ্চ বৈ বৃষলিপতিরিত্যত্র-ত্রিপুরুষং যাবদ্বিচ্ছিন্নবেদবেদিকস্যাসোমপীথিনঃ সোমপানানধিকারাবগমেঽপি বিচ্ছিন্নসোমপীথসন্ধানার্থকেন্দ্রাগ্নপশুযাগাত্মক প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায়ানবগতে যত্তাকবিচ্ছিন্ন সোমপীথিবংশপ্রভবা অপি সোমপানে নিরাবাধমধি-কুর্ব্বন্তি।

এবমেব "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্যসংস্কারো নাধ্যয়নঞ্চ তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা, কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি বচনাদিতি কাত্যীয়বচনবোধিতব্রাত্যস্তোমাপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিকপ্রায়শ্চিত্তয়োরন্যতরস্য যথাযথমনুষ্ঠানেন প্রপিতামহমারভ্যোর্দ্ধ পুরুষানামুপনয়নাধিকারঃ স্পষ্টং নিধ্যতি।

অস্তি চায়মর্থ আপস্তম্বকাত্যায়নাভ্যামভিহিতঃ শ্রুত্যক্ষরৈরপ্যনুপ্রাণিতঃ। তথাপি তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে —প্রথম ব্রাহ্মণে—অথৈষ সমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্নিতি।

এবঞ্চ শ্রুত্যক্ষরানুপ্রাণিতস্যাপস্তম্বকাত্যায়নাভ্যামুপবৃংহতস্য মদনরত্নাদিনিবন্ধকারৈঃ স্বব্যা-

শ্যাতসৌবংবিধব্রাত্যসংস্কারস্ত ন কিঞ্চিত্বাধকমস্তীতি সুধিয়ঃ পরামৃশন্তি। ইতি বৈশাখকৃষ্ণ চতুর্থ্যাং শনৌ বৈক্রমাব্দে ১৯৫৯।" স্বাক্ষর

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্রশিরোমণি, কাশী।
" শ্রীসুধাকর দ্বিবেদী, কাশী।
" স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী ঐ
পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ বেদান্তী, ঐ
" শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট, ঐ
" সীতারাম শাস্ত্রী, দ্বারবঙ্গ পাঠশালার অধ্যাপক।
" অনন্ত রাম শর্ম্মা, জম্বু পাঠশালার দর্শনাধ্যক্ষ।
" শ্রীদ্বারকা দত্ত ব্যাস, কাশী।
" শ্রীকুবের পতি শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীভাগবতাচার্য্য স্বামী, ঐ
" শ্রীরাজারাম শাস্ত্রী, ঐ
" শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী, দ্রাবিড়।
" শ্রীরঘুবর ত্রিবেদী, কাশী।
" শ্রীপ্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন, ঐ
" শ্রীমহাদেব স্মৃতিতীর্থ, ঐ
" শ্রীসুরেন্দ্র লাল গোস্বামী (কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃতপাঠশালাধ্যাপক।)
" শ্রীবামাচরণ তর্কভূষণ, কাশী।
" শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, ঐ
" শ্রীহরিহর দত্ত শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীবিভবরাম শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীগঙ্গাসহায় শর্ম্মা, বুন্দী-মহারাজের সভাপণ্ডিত।
" শ্রীহরিদাস ব্যাস, বুন্দী।
" শ্রীমহেন্দ্রাচার্য্য, ঐ
" শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীহরিনাথ বেদান্তবাগীশ, বর্দ্ধমানরাজচতুষ্পাঠী।

পণ্ডিত শ্রীআদ্যাচরণ ন্যায়রত্ন, ঐ
" শ্রীধরণীধর স্মৃতিতীর্থ ঐ
" শ্রীচন্দ্রনাথ ওঝা, দ্বারবঙ্গ।
" শ্রীহারাণ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, কাশী
" শ্রীমুকুন্দবল্লভ ভট্টাচার্য্য ঐ
" শ্রীচন্দ্রকান্ত স্মৃতিকণ্ঠ, ঐ
" শ্রী[illegible]াম্বর বিদ্যাভূষণ ঐ
" শ্রীকৃষ্ণ দত্ত ঝা, ঐ
" শ্র গঙ্গেশ চন্দ্র তর্কতীর্থ ঐ
" শ্রীপ্রভুদত্ত শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীকেশব শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীহরিব্রহ্ম আচার্য্য ঐ
" শ্রীবিষ্ণুদত্ত শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীভাগবতাচার্য্য স্বামী, ঐ
" শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, ঐ
" সঙ্গমলাল শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীগণেশদত্ত শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীমহিমা দত্ত পাঠক, ঐ (সাঙ্গবেদাধ্যাপক)
" শ্রীগোপালাচার্য্য স্বামী, ঐ
" শ্রীঘনশ্যাম শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীতেরুবেঙ্কটাচার্য্য, ঐ
" শ্রীজয়নারায়ণ তর্করত্ন (নবদ্বীপস্থ ৺ভুবনমোহনবিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক।)
" শ্রীনিত্যানন্দ শর্ম্মা, কাশী।
" শ্রীজনার্দ্দনাচার্য্য, ঐ
" জ্যোতির্ব্বিদ্ রামেশ্বর দত্ত শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীপদ্মনাভ শাস্ত্রী, ঐ
, শ্রীমধুসূদন শাস্ত্রী, ঐ

পণ্ডিত শ্রীগৌরী দত্ত শর্ম্মা, কাশীর রাজপণ্ডিত।
" শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী (বর্ত্তমানে মহামহোপাধ্যায়) দ্রাবিড়।
" জ্যোতির্ব্বিদ্ গণেশ দত্ত শর্ম্মা, কাশী।
" শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীঅযোধ্যা নাথ শর্ম্মা ঐ

পণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ্ শঙ্কর দত্ত শর্ম্মা কাশী।
" শ্রীদীননাথ শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীমুরলীধর শর্ম্মা, দ্বারভাঙ্গা।
" শ্রীজয়দেব মিশ্র, ঐ
" শ্রীকান্ত ঝা, কাশী।
" শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ শর্ম্মা, ঐ
" শ্রীসম্মুলাল কর্ম্মকাণ্ডী, ঐ
" শ্রীকান্তা প্রসাদ শর্ম্মা, ঐ

উক্ত ব্যবস্থাপত্রের অনুবাদ

"জন্মাবধি শাস্ত্রানুসারে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বহুকাল পর্য্যন্ত সাবিত্রীহীন হইয়া ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, শাস্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা যদি উপনয়নাদি করে এবং সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা সেরূপ শাস্ত্রানুসারে করিতে পারে কিনা, ইহাই হইল প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের উত্তর—সর্ব্বথা তাহা করিতে পারে।

১। এ সম্বন্ধে আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতির উপনয়ন স্মরণ পাওয়া যায় নাই, তাহারা শ্মশানসংস্তুত; তাহাদিগের অভ্যাগমন ও তাহাদিগের সহিত ভোজন ও বিবাহ বর্জ্জন করিবে; কিন্তু তাহারা ইচ্ছুক হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর উপনয়ন হইবে।

২। প্রপিতামহাদি পদে সূত্রকার কর্ত্তৃক প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উর্দ্ধ পুরুষ গ্রহণেচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু অধস্তন পুরুষগণের উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র-নিবন্ধকারগণের মান্যতম অতিপ্রাচীন মদনরত্নে "যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন হয় নাই" এই বলিয়া "তদনুসারে অধস্তন পুরুষগণেরও উপনয়নাভাব" ইহাতে কষ্ট কল্পনায় প্রপিতামহাদি শব্দের উর্দ্ধপুরুষ পরিগ্রাহকত্ব অভিহিত হইয়াছে। অতএব "যাহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বেদ ও বেদী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং যে বৃষলীর ভর্ত্তা সে দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত"। এই স্থলে বেদবেদিহীন অসোমপায়ীর সোমপানে অনধিকার অবগতি হইলেও বিচ্ছিন্ন সোমপানের সন্ধানার্থ ঐন্দ্র্য-আগ্ন্য-পশুযাগাত্মক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান অবগত হওয়ায় তাদৃশ বিচ্ছিন্ন সোমপায়ি-বংশোৎপন্ন ব্যক্তিগণও অবাধে সোমপানে অধিকারী হইতে পারে।

এইরূপ "ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা পতিতসাবিত্রীক হইয়াছে, তাহাদের অপত্যগণের সংস্কার বা অধ্যাপন বর্জ্জনীয়, তবে তাহারা সংস্কারে ইচ্ছুক হইলে ব্রাত্যস্তোম দ্বারা যাগ করিয়া (অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোমপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া) পরে যথেচ্ছা অধ্যয়ন করিবে এবং ব্যবহার্য্য হইবে।" এই বচন হেতু এই কাত্যায়ন-বোধিত ব্রাত্যস্তোম বা আপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত উভয়ের

মধ্যে যে কোন একটীর যথাযথ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতন সমস্ত পুরুষগণের উপনয়নাধিকার স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কাত্যায়ন এবং আপস্তম্ব কর্ত্তৃক ইহা নির্দ্দিষ্ট বেদাক্ষর দ্বারা অনুপ্রাণিত আছে। তথাপি তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সপ্তদশাধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে লিখিত আছে 'অনন্তর বার্দ্ধক্য-গ্রস্ত হীনবীর্য্যাদিগের সম্বন্ধে স্তোম উল্লিখিত হইতেছে। অতএব যাহারা বৃদ্ধতম হইয়াছে, তাহারা ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়া বাস করিবে। এই ব্রাত্যস্তোম দ্বারা যজন করিবে।'

এইরূপে বেদাক্ষরে অনুপ্রাণিত, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন কর্ত্তৃক অভিহিত এবং মদনরত্নাদি নিবন্ধকার কর্ত্তৃক সুব্যাখ্যাত, এইরূপ ব্রাত্য সংস্কারের কিছুই বাধক নাই। ইহাই সুধীগণের পরামর্শ।"

উক্ত ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত ও আবেদনের খসড়া প্রস্তুত হইলে রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে ৯ই ভাদ্র ১৩০৮ সাল (২৫শে আগষ্ট ১৯০১) রবিবার চারি শ্রেণীর কায়স্থের একটী মহতী সভা আহূত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতবাজার-পত্রিকায় এই সভার বিবরণ যাহা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে উপস্থিত কায়স্থগণের একটী তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল:—

শ্রীযুক্ত মহারাজ সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
" মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর)
" রাজা জানকী বল্লভ সেন বাহাদুর (ডিমলা)।
" কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া-রাজ)।
" কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
" কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় (দিনাজপুর)
" যোগেশচন্দ্র মিত্র (সব্‌জজ্‌)।
" কুমুদ কৃষ্ণ মিত্র।
" কালীনাথ মিত্র (C. I. E.)
" বরদা প্রসন্ন সোম।
" চারু চন্দ্র মল্লিক।
" শরৎ চন্দ্র মল্লিক।
" ক্ষেত্রচন্দ্র মল্লিক।
" হেমচন্দ্র মল্লিক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মল্লিক।
" যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক।
" রায় নন্দলাল বসু।
" রায় পশুপতি নাথ বসু।
" রায় বিপিন বিহারী মিত্র।
" রায় প্রমথনাথ মিত্র।
" সাতকড়ি মিত্র।
" দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
" বসন্ত কুমার দত্ত।
" উমেশচন্দ্র দেববর্ম্মা। (বরিশাল)
" উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ। (ভাগলপুর)
" রামচন্দ্র মিত্র।
" মাধবকৃষ্ণ দাস।
" নবীনচন্দ্র রাহা।
" রাই মোহন মিত্র। (কোন্নগর)
" অক্ষয়কুমার ঘোষ।
" পীতাম্বর বসু।
" মথুর মোহন ঘোষ।

শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র সরকার।
" বিমলা চরণ দেব।
" হৃদয় নাথ বসু।
" বৈকুণ্ঠ নাথ দেব।
" গুণমাধব রায়।
" রাধাশ্যাম মজুমদার।
" হেরম্ব নাথ ঘোষ।
" গোবিন্দ গোপাল ঘোষ।
" মতিলাল ঘোষ। (অমৃত-বাজার পত্রিকা)
" হীরেন্দ্র নাথ দত্ত।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
" কৈবল্য নাথ বিশ্বাস।
" ক্ষীরোদ চন্দ্র কর।
" অধর চন্দ্র ঘোষ।
" মহেন্দ্র নারায়ণ দেব।
" যদুনাথ ঘোষ।
" দেবেন্দ্র নাথ বসু।
" উপেন্দ্র নাথ ঘোষ।
" যোগেন্দ্র লাল মিত্র।
" ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ।
" সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় (দিনাজপুর)
" বিনয়কৃষ্ণ মিত্র।
" গোবিন্দ লাল দত্ত।
" শিবনারায়ণ দত্ত।
" বরদাকান্ত মিত্র।
" ক্ষীরোদ কুমার দত্ত।
" শরচ্চন্দ্রবসু মল্লিক।
" অমৃত লাল বসু।
" গোপাল কৃষ্ণ দেব। (কাশী)
" হরলাল বসু। (বর্দ্ধমান)

শ্রীযুক্ত কালিদাস রুদ্র।
" রায় নিত্যানন্দ সিংহ।
" সারদাকান্ত মিত্র।
" আনন্দকৃষ্ণ মল্লিক।
" পূর্ণচন্দ্র ধর। (ফরিদপুর)
" নগেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্বকোষ সম্পাদক)
" অক্ষয় কুমার বসু।
" যোগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস।
" নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী।
" কালীকৃষ্ণ বসু।
" সদাশিব মিত্র।
" ডাক্তার আশুতোষ ঘোষ।
" " দ্বারিকানাথ সরকার।
" জয়কৃষ্ণ সেন।
" গোপীমোহন সিংহ।
" নরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র।
" পীতাম্বর বসু।
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" শরৎ চন্দ্র বসু।
" বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ।
" গিরিশ চন্দ্র সরকার।
" রাজকৃষ্ণ দত্ত।
" ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত।
" শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস।
" বিরোজা চরণ মিত্র।
" হরিশচন্দ্র বসু।
" শিবকৃষ্ণ দত্ত।
" চন্দ্রনাথ মল্লিক।
" কাত্যায়নীচরণ মিত্র।
" রমানাথ ঘোষ।

ভাগলপুরহইতে মহাশয়জী তারকনাথ ঘোষ এবং ঢাকা হইতে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হইয়া তারযোগে সংবাদ দিয়াছিলেন।

দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে, রঙ্গপুর ডিমলার

মধ্যে যে কোন একটীর যথাযথ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতন সমস্ত পুরুষগণের উপনয়নাধিকার স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কাত্যায়ন এবং আপস্তম্ব কর্ত্তৃক ইহা নির্দ্দিষ্ট বেদাক্ষর দ্বারা অনুপ্রাণিত আছে। তথাপি তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সপ্তদশাধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে লিখিত আছে 'অনন্তর বার্দ্ধক্য-গ্রস্ত হীনবীর্য্যাদিগের সম্বন্ধে স্তোম উল্লিখিত হইতেছে। অতএব যাহারা বৃদ্ধতম হইয়াছে, তাহারা ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়া বাস করিবে। এই ব্রাত্যস্তোম দ্বারা যজন করিবে।'

এইরূপে বেদাক্ষরে অনুপ্রাণিত, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন কর্ত্তৃক অভিহিত এবং মদনরত্নাদি নিবন্ধকার কর্ত্তৃক সুব্যাখ্যাত, এইরূপ ব্রাত্য সংস্কারের কিছুই বাধক নাই। ইহাই সুধীগণের পরামর্শ।"

উক্ত ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত ও আবেদনের খসড়া প্রস্তুত হইলে রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে ৯ই ভাদ্র ১৩০৮ সাল (২৫শে আগষ্ট ১৯০১) রবিবার চারি শ্রেণীর কায়স্থের একটী মহতী সভা আহূত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতবাজার-পত্রিকায় এই সভার বিবরণ যাহা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে উপস্থিত কায়স্থগণের একটী তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল:—

শ্রীযুক্ত মহারাজ সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
,, মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর)
,, রাজা জানকী বল্লভ সেন বাহাদুর (ডিমলা)।
,, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া-রাজ)।
,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
,, কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় (দিনাজপুর)
,, যোগেশচন্দ্র মিত্র (সব্ জজ্)।
,, কুমুদ কৃষ্ণ মিত্র।
,, কালীনাথ মিত্র (C. I. E.)
,, বরদা প্রসন্ন সোম।
,, চারু চন্দ্র মল্লিক।
,, শরৎ চন্দ্র মল্লিক।
,, ক্ষেত্রচন্দ্র মল্লিক।
,, হেমচন্দ্র মল্লিক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মল্লিক।
,, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক।
,, রায় নন্দলাল বসু।
,, রায় পশুপতি নাথ বসু।
,, রায় বিপিন বিহারী মিত্র।
,, রায় প্রমথনাথ মিত্র।
,, সাতকড়ি মিত্র।
,, দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
,, বসন্ত কুমার দত্ত।
,, উমেশচন্দ্র দেববর্ম্মা। (বরিশাল)
,, উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ। (ভাগলপুর)
,, রামচন্দ্র মিত্র।
,, মাধবকৃষ্ণ দাস।
,, নবীনচন্দ্র রাহা।
,, রাই মোহন মিত্র। (কোন্নগর)
,, অক্ষয়কুমার ঘোষ।
,, পীতাম্বর বসু।
,, মথুর মোহন ঘোষ।

শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র সরকার।
,, বিমলা চরণ দেব।
,, হৃদয় নাথ বসু।
,, বৈকুণ্ঠ নাথ দেব।
,, গুণমাধব রায়।
,, রাধাশ্যাম মজুমদার।
,, হেরম্ব নাথ ঘোষ।
,, গোবিন্দ গোপাল ঘোষ।
,, মতিলাল ঘোষ। (অমৃত-বাজার পত্রিকা)
,, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
,, কৈবল্য নাথ বিশ্বাস।
,, ক্ষীরোদ চন্দ্র কর।
,, অধর চন্দ্র ঘোষ।
,, মহেন্দ্র নারায়ণ দেব।
,, যদুনাথ ঘোষ।
,, দেবেন্দ্র নাথ বসু।
,, উপেন্দ্র নাথ ঘোষ।
,, যোগেন্দ্র লাল মিত্র।
,, ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ।
,, সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় (দিনাজপুর)
,, বিনয়কৃষ্ণ মিত্র।
,, গোবিন্দ লাল দত্ত।
,, শিবনারায়ণ দত্ত।
,, বরদাকান্ত মিত্র।
,, ক্ষীরোদ কুমার দত্ত।
,, শরচ্চন্দ্রবসু মল্লিক।
,, অমৃত লাল বসু।
,, গোপাল কৃষ্ণ দেব। (কাশী)
,, হরলাল বসু। (বর্দ্ধমান)

শ্রীযুক্ত কালিদাস রুদ্র।
,, রায় নিত্যানন্দ সিংহ।
,, সারদাকান্ত মিত্র।
,, আনন্দকৃষ্ণ মল্লিক।
,, পূর্ণচন্দ্র ধর। (ফরিদপুর)
,, নগেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্বকোষ সম্পাদক)
,, অক্ষয় কুমার বসু।
,, যোগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস।
,, নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী।
,, কালীকৃষ্ণ বসু।
,, সদাশিব মিত্র।
,, ডাক্তার আশুতোষ ঘোষ।
,, ,, দ্বারিকানাথ সরকার।
,, জয়কৃষ্ণ সেন।
,, গোপীমোহন সিংহ।
,, নরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র।
,, পীতাম্বর বসু।
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
,, শরৎ চন্দ্র বসু।
,, বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ।
,, গিরিশ চন্দ্র সরকার।
,, রাজকৃষ্ণ দত্ত।
,, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত।
,, শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস।
,, বিরোজা চরণ মিত্র।
,, হরিশচন্দ্র বসু।
,, শিবকৃষ্ণ দত্ত।
,, চন্দ্রনাথ মল্লিক।
,, কাত্যায়নীচরণ মিত্র।
,, রমানাথ ঘোষ।

ভাগলপুরহইতে মহাশয়জী তারকনাথ ঘোষ এবং ঢাকা হইতে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হইয়া তারযোগে সংবাদ দিয়াছিলেন।

দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে, রঙ্গপুর ডিম্‌লার

রাজা জানকীবল্লভ সেন বাহাদুরের অনুমোদনে এবং রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া নিম্নোদ্ধৃত আবেদনপত্রখানি মহামান্য ছোটলাট বাহাদুরের নিকট রিস্‌লি সাহেবের জাতি-নির্দ্দেশ তালিকার প্রতিবাদস্বরূপ প্রেরিত হয়।

আবেদন-পত্র।

In view of the question, now under discussion in connection with the Census Report that is being compiled, as to the order of precedence of the various castes, we, the undersigned members of the Kayastha community of Bengal, have the honour to submit Representation in the hope that your Honour will be pleased not only to consider yourself but also to forward it or communicate substance of it to the Census Commissioner with the Government of India or any other authority concerned in the matter.

2. On reference to the authoritative *Smritis*, *Puranas* and *Tantras* and upon examination of the ancient literature and ancient inscriptions, as also of history, tradition and general usage, it has been clearly established that the Kayasthas have been recognised as, and are in fact Kshatriyas (vide references. *) They held under the Hindu Kings such high and onerous positions as those of Mahasandhi-vigrahika (Peace and War-minister), Mahamatya (Prime minister), to when, according to Smritikars (legislators), Brahamans and Kshatriyas alone were eligible, and they were also appointed to very high posts even during Mahomedan rule,—fact which testify not only to their ability, but also to their social status as being next to that of Brahmanas.

3. In further support of the statement made above, the opinions of some leading Pandits of Bengal and Benares are annexed in the form of an appendix ; and we shall beg to be permitted to place before your honour further materials and a further representation on the subject hereafter, if it is deemed necessary.

* Vachaspatyam by Pandit Taranath Tarkavachaspati, Visvakosha, Vol, III, Skanda Purana Renuka-Mahatmya, ch. 27 Sahyadri Kanda ch. 30 Kalaprabaha, Vyasa-Sanhita, Visnu-Sanhita, Vama-Sanhita, Yajna-valkya, 1-333. Mitakshara, Viramitrodaya, Sukraniti, 2-420, Mr. Mandalik's Hindu Law, Wilson's Glossary, Ward on Hindu Law, Steel on castes, Vivadachintamani, Dattaka-Chandrika, Epigraphica Indica, Vol. I. p. 48. 147-11-p. 23. Indian Antiquary, Vol. II. p. 247; V-p. 37. XV. p. 40; XVII. p. 62. 88; V. p. 208. Mrichchakatika, Mudrarakshasa.

We are aware of a decision of the Calcutta High Court (Indian Law Reports, X Calcutta, 688) in which it has been held that Kayasthas, though originally Kshatriyas, should be regarded as Sudras. But that was a case from Behar, and the decision does not expressly apply to the Kayasthas of Bengal ; it was confined to the question of adoption, and it has not been followed by the Allahabad High Court (Indian Law Reports XII. Allahabad 323). and we submit that for the purpose of classification of castes, that decision should not be taken into consideration.

5. We are further aware that a contention has been raised by some interested persons that in as much as the Kayasthas of Bengal observed 30 days' mourning, they should be classed with the Sudras. A little consideration, however will show the baselessness of this contention, as a matter of fact, there are several inferior castes who observe mourning, for 10 to 15 days. But this does not necessarily place them in a position superior to that of the Kayasthas. We find in the Mahabharata (Santi Parva ch. 1, Slokas 1 and 2) that the Pandavas after the battle of Kurukshetra observed 30 days' mourning, we think that there are none so bold as to assert that the Pandavas, for that reason, were Sudras. Under the circumstances it should not be held that the observance of 30 days' mourning is positive proof of the fact that the Kayasthas of Bengal have been "degraded into Sudradom."

6. At the meeting of the caste Precedence Commitee, Calcutta, presided over by the Hon'ble Mr. Justice Gurudas Banerjee, and composed of some of the leading members of the Hindu community, nothing definite could be arrived at with reference to the order of precedence of the castes, and their failure to come to any clear decision is proved by the resolution that was recorded by the Committee, viz ;—

"That as this commitee can have no authority in Caste Precedence, its function being limited to stating what according to Hindu public opinion is the order of precedence of the castes and as there are many differnces of opinion, and much diversity of practice in matters connected with the question of caste precedence, the committee record with regret their inability to give a more detailed order of precedence than the following :—

1. Brahmans. 2. Kshatriyas. 3. Vaisyas. 4. Sudras.

Under which of these Primary classes the existing castes at Calcutta other than Brahmans, should respectively fall, is a question upon which the committee can come to no clear dicision." (Vide Amirta Bazer Patrika, Town Edition, July 18th, 1901.

7. That in view of the above facts we submit.—

(a) That Government will be pleased not to determine the order of Caste Precedence, as such determination is likely to give rise to dissension and ill-feeling amongst serveral communities.

(b) That should the Government deem it fit to classify the castes in the order of precedence we beg leave respectfully to suggest that the Kayasthas as Kshatriyas be placed next in order to Brahmans.

তৎপরে সম্পাদক রমানাথ ঘোষ মহাশয় জানাইলেন—মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ স্ব স্ব কেন্দ্রে জাতীয় সভা আহ্বান করিয়া আগামী কলিকতার মহাসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কালীনাথ মিত্র, রায় পশুপতি নাথ বসু, রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন সোম, কুমুদকৃষ্ণ মিত্র, রায়বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ কায়স্থ-সমাজের উন্নতি ও চারি সমাজের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বঙ্গদেশের সকল কায়স্থ-কেন্দ্রের সহিত একযোগে যাহাতে এই সভা কার্য্য করিতে পারেন, ও সামাজিক কায়স্থমাত্রেই যাহাতে এই জাতীয় সভার সভাশ্রেণীভুক্ত হন, তৎপক্ষে সকলেই যত্ন করিবেন, ইহাও স্থিরীকৃত হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে এই সভা হইতেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা। এ সংবাদে বঙ্গের কায়স্থ সমাজ পুলকিত হইয়াছিলেন এবং অনেক আশা করিয়াছিলেন। তৎপরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সারদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের ভবনে জঙ্গীপুর-কায়স্থ-সমিতির, ২২শে সেপ্টেম্বর, রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ঢাকা-কায়স্থ-সমিতির, ২৩শে সেপ্টেম্বর বহরমপুরস্থ ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের ভবনে সবজজ যদুনাথ দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে মুর্শিদাবাদ কায়স্থ-সমিতির, ৭ই অক্টোবর বীরভূমের শিউড়ী সদরে ৺ধনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে কায়স্থ-হিতকরী সভায়, ২৩শে অক্টোবর চন্দননগরে যোগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের ভবনে কাঁকশিয়ালির মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে চুঁচড়ার কায়স্থ-হিত-সাধিনী সভার, ৫ই অগ্রহায়ণ সুরেন্দ্র নারায়ণ মিত্র মুস্তৌফী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুকড়িয়া শ্রীপুর কায়স্থ-সভার, ১৪ই অগ্রহায়ণ রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে 'আন্দুল কায়স্থ-সভা'র, ২২শে অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র

নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'পাবনা কায়স্থ-সমিতি'র, ২৯শে অগ্রহায়ণ পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে হাওড়া জেলার 'মুগকল্যাণ কায়স্থ-সমিতি'র—এইরূপ বঙ্গদেশের প্রায় সকল কায়স্থ কেন্দ্রে কায়স্থগণের জাতীয় সভা আহূত হইয়াছিল।* সকল সভা হইতেই পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরেই কায়স্থের আসন যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে তাহাই সমর্থিত হয়। সেই সঙ্গে, কলিকাতার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যে সকলেরই সহানুভূতি বিজ্ঞাপিত এবং কলিকাতার আগামী কায়স্থ মহাসম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়।

তৎপরে ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সালে (২০শে নবেম্বর ১৯০১) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে সম্পাদক রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের স্বাক্ষরে যে জাতীয় উদ্বোধন-পত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় তাহা ঐ তারিখের আনন্দ-বাজার-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

অতঃপর ৭ই ডিসেম্বর রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে কতিপয় সভ্য সম্মিলিত হইয়া স্থির করেন যে ২৫শে ডিসেম্বর, ১০ই পৌষ ১৩০৮ সাল, বড়দিনের ছুটীতে, জাতীয় মহাসম্মেলন হইবে এবং ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত মহাসভার অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলীর খসড়া প্রেরিত হউক। (এই সভা আহ্বান-পত্র, নিয়মাবলীর খসড়া ইত্যাদি ৩রা পৌষ ১৩০৮ সালের আনন্দবাজার-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)

দেখিতে দেখিতে ২৫শে ডিসেম্বর (১৯০১), সেই স্মরণীয় দিন, আসিয়া পড়িল। বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে সেইদিনের কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকিবে। বহু শতবর্ষ যে কায়স্থ-সমাজ একপ্রকার নিদ্রিত ছিলেন, ঐ দিন উহার জাগরণের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যেখানে যে যে বঙ্গীয় কায়স্থ সন্তান অবস্থান করিতেছিলেন, যাঁহাদের কিছুমাত্র আত্মসম্মান-বোধ ছিল, ঐদিন তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কায়স্থ-সভার কার্য্যে প্রায় ছয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রমজনিত অনিয়ম ও অত্যাচারের ফলে আমি পৌষমাসের প্রথমেই কঠিন রোগে শয্যাগত হই। আমার সেই দুরবস্থার কথা অনেকেই অবগত আছেন। এত চেষ্টা করিয়াও রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সেই চতুঃসাগরী মিলন দেখিতে পাইলাম না। এ আপশোষ কখনও ভুলিব না।

* কোন্ তারিখে অপরাপর কায়স্থকেন্দ্রে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহার সন তারিখ জ্ঞাত না থাকায় এখানে জানাইতে পারিলাম না।

আমি সেই মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে অক্ষম বলিয়া যে কয় ছত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আমার পরম সুহৃদ রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় সেই পত্রখানি উক্ত সম্মেলনে পাঠ করিয়া আমার চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

আমি যোগদান করিতে পারি নাই বটে কিন্তু শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এই মহাসভায় এমন একজন কায়স্থ-কুলতিলক কর্ম্মবীর যোগদান করিয়াছিলেন যিনি ইহার প্রধান পরামর্শদাতা ও ১৫ বৎসর কাল মেরুদণ্ডরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পর্য্যন্ত ইহার প্রচার বৃদ্ধি করিয়া, কায়স্থ মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধাভাজন হইয়া গিয়াছেন—তিনি দেশমিত্র বাণীর বরপুত্র মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়। (সেই মহাসম্মেলনের যথাযথ বিবরণ প্রথম বর্ষের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাই এখানে উহা আর উদ্ধৃত করিয়া এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের কলেবর বৃদ্ধি করা হইল না।)

বঙ্গের কায়স্থ সমাজে আবার কি সেই স্মরণীয় দিন আসিবে!

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু।

কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার।

(ফাল্গুন সংখ্যার ৪৫২ পৃষ্ঠার পর)

৪। কমলাপুর সভা।—২৯শে পৌষ।

ঘোষ বাবুদিগের বাড়ীতে একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতি ছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ এই সভায় যোগদান করেন। সরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় দুই ঘণ্টা কাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ও সকল প্রশ্নের শাস্ত্রসম্মত উত্তর প্রদানে সকলকেই মুগ্ধ করেন। ফাল্গুন মাসে সকলেই উপবীতী হইতে স্বীকৃত হন।

৫। কমলাপুর সভা।—২রা মাঘ।

কুঞ্জলাল রায় মহাশয়ের বাড়ীতে সভা হয়। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা ও তৎবিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলে সকলেই সত্বর উপবীতী হইবেন স্বীকার করেন।

আলেপুর, ভদ্রাসন কুমেরপাড়, রামরায়কান্দী প্রভৃতি স্থানে অগ্নিহোত্রী মহাশয় গমন করেন; স্থানীয় ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের বাড়ীতে গমন করিয়া কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা এবং ব্রাহ্মণগণের সহানুভূতির প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যহই এক এক স্থানে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ফলে এতদঞ্চলে কায়স্থ ব্রাহ্মণদিগের মতভেদ অনেক সামঞ্জস্য হইয়া আসিয়াছে।

৬। শ্রাদ্ধ।—উমেদপুরের শ্রীমান ভগবান মিত্রের মাতৃশ্রাদ্ধ বহু বাধা বিঘ্ন সত্বেও ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে অন্নের পিণ্ডদান সহ সম্পন্ন হয়। স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ এই শ্রাদ্ধে যোগদান করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই শ্রাদ্ধ সভায় সময়োচিত সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।*

৭। ভদ্রাসনে ঠাকুরবাড়ী।—এখানে নিশিকান্ত ভদ্র মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন। উক্ত ভদ্র মহাশয়গণই প্রত্যহ অন্নভোগসহ পূজাদি করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলে ইহা একটি দেখিবার জিনিষ।

* অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বিস্তৃত প্রচার বিবরণ কায়স্থ-পত্রিকার স্থানাভাব বশতঃ মুদ্রিত করিতে পারা গেল না। উহা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় মুদ্রিত হইতেছে।

৮। কুমিল্লায় সভা।—২৫শে মাঘ।

অপরাহ্ণ ৩টার সময় শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটিতে সভা হয়। প্রায় ৩৫০ জন উপস্থিত ছিলেন ; হাকিম, উকিল, মোক্তার, প্রোফেসার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন। উদারচেতা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অবসর প্রাপ্ত য়্যাডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় এবং কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপনয়নের আবশ্যকতা ইত্যাদি সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ও আলোচনা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনুকুল মত প্রকাশ করেন।

৯। সুনামগঞ্জে সভা।—১০ই ফাল্গুন।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় জুবিলী হাইস্কুলে একটি সভা হয়। রায় সাহেব অমর নাথ মিত্র রায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উকিল দ্বারকা নাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ উকিল দুর্গাদাস বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কায়স্থ-সভার-প্রচারক শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা করার পরে স্থির হয় যে পুনরায় আর একটি সভা আহ্বান করিয়া উপনয়ন সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করা হইবে।—

শ্রীনগেন্দ্র নাথ রায় বি-এ।

১০। শ্রীহট্টে সভা।—১৫ই ফাল্গুন।

সন্ধ্যা ৭টার সময় টাউন হলে একটি সভা হয়। বহু গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার বৃন্দাবন দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। রাত্র ৯টার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

কায়স্থ-পঞ্জী।

১। ক্ষত্রিয়াচারে আদ্য-শ্রাদ্ধ।—রায়-আমহাটি (নাটোর) নিবাসী শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দেব বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—বিগত ২০শে ফাল্গুন ইশ্‌লা বাড়ীর (নাটোর সাঃ ডিঃ) ৺কিশোরী মোহন দাস বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন স্মৃতিরঞ্জন মহাশয় আসিয়া পৌরাহিত্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্থানীয় কায়স্থগণের পুরোহিত গৌরীকান্ত বাগ্‌চি মহাশয় তন্ত্রধার কার্য্যে ব্রতী হন। শ্রাদ্ধ-সভায় বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যোগদান করেন এবং শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহোদয়গণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়।

আন্তর্গণিক বিবাহ।—গত ১০ই ফাল্গুন রাজবাড়ীর (ফরিদপুর) বঙ্গজ সমাজের কবিরাজ বিপন চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত পোড়াভূয়া (ফরিদপুর) নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস দেব বর্ম্মার বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। কোনরূপ দেনা পাওনার চুক্তি ছিল না।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।—(১) রংপুর কায়স্থ-সভার কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য কেদার নাথ ঘোষ বর্ম্মা কুলাচার্য্য মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় গত ১০ই ফাল্গুন ফতেয়াবাদ সমাজের বঙ্গজ কুলীন উমেদপুরের (ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা সবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত উক্ত সমাজের থালিয়া নিবাসী শ্রীমান কুঞ্জবিহারী দেব বর্ম্মা মজুমদার বি, এ, র শুভ পরিণয় ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কোন প্রকার দাবী দাওয়া ছিল না। রংপুর তাজহাটের রাজা বাহাদুর স্বয়ং এই বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকিয়া সহৃদয় ব্যবহারে কায়স্থমণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সহৃদয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং সমাজের সর্ব্ব শ্রেণীর কুলীন ও মৌলিকগণ সোৎসাহে যোগদান করিয়া পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

(২) বিগত ৯ই ফাল্গুন কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রচারক দোলকুণ্ডীর (ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার সহিত মানিকদি (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীমান্ মহেন্দ্র নাথ দত্ত বর্ম্মার শুভ বিবাহ

ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস শ্রীমানের উপনয়ন কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং তৎপরে ১৭ই ফাল্গুন শ্রীমানের মানিকদির বাড়ীতে কেন্দ্র করিয়া তাহার খুল্লতাত মহাশয়গণের ও ভ্রাতাদিগের উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ গ্রামে অনেক বিরোধী ব্রাহ্মণের বাস, একারণ ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রচারক মহাশয়কে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

অল-ইণ্ডিয়া-কায়স্থ-কন্‌ফারেন্‌স।—আগামী ৩রা ও ৪ঠা এপ্রেল গুড়ফ্রাইডের ছুটীর মধ্যে লক্ষ্ণৌ সহরে এই মহাসম্মেলন হইবে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে অন্ততঃ ৪০।৫০ জন প্রতিনিধি যাহাতে এই জাতীয় মহাসম্মেলনে যোগদান করেন তাহা বাঞ্ছনীয়!

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন।— আগামী বার্ষিক অধিবেশন গুড়ফ্রাইডের বন্ধ উপলক্ষে কলিকাতায় হওয়া একরূপ স্থির ছিল, কিন্তু এই সময়ে লক্ষ্ণৌএ অল-ইণ্ডিয়া-কায়স্থ-কনফারেন্‌স এর অধিবেশন হইবে এইরূপ তথাকার অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মহাশয় তার যোগে জানানয়, বিগত ১লা চৈত্রের কাঃ নিঃ সমিতির ত্রয়োদশ অধিবেশনে, আগামী ৫ই ও ৬ই আষাঢ় (শনিবার ও রবিবার) বার্ষিক অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছে।

আনন্দ প্রকাশ।—কায়স্থ প্রবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় মহাশয় খুলনা জেলার এবং শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় মেদিনীপুর জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এ সংবাদ বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি।

ভ্রম সংশোধন।

৩৫৬ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে 'এমন' স্থলে 'এখন,' ১৩ লাইনে 'ছায়া' স্থলে 'তার' হইবে এবং ২৪ লাইনে 'প্রহরণ' এর পরে 'সমাজকে' বসিবে। ৩৫৭ পৃষ্ঠার ৭ লাইনে 'সমাজের' পরে 'মধ্যে' এবং ১৭ লাইনে 'সভার' পরে 'কোন খোঁজই রাখে না, সভার' বসিবে। ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৪ লাইনে 'প্রতিদান' স্থলে 'প্রতিপাদন,' ৫ লাইনে 'করিতে' স্থলে 'হইতে' হইবে এবং ৯ লাইনে 'কি'র পরে 'সে' বসিবে। ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৩ লাইনে 'কায়স্থ প্রকৃতিগত' স্থলে 'কেন-না প্রকৃতিগত' হইবে। ৩৬০ পৃষ্ঠার ৮ লাইনে 'স্বার্থ চিন্তার' পূর্ব্বে 'যদি' বসিবে। ৩৬৭ পৃষ্ঠার ২৭ লাইনে 'যায়' স্থলে 'যার' হইবে। ৩৬৮ পৃষ্ঠার (৩) চিহ্নিত কবিতায় 'ক্ষাত্রগুণ', 'ধনি', 'মহাপ্রাণ', 'আগুয়ান' এর পরে একটী করিয়া , হইবে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দ্বাদশ অধিবেশন।

৬ই ফাল্গুন ১৩২৬ সাল, বুধবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(১) শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।	(৫) শ্রীযুক্ত রায় বিনোদ বিহারী বসু
(২) ,, দয়াল চন্দ্র বসু (সভার প্রারম্ভে সভাপতির আসনে)।	(৬) ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
	(৭) ,, কিরণ চন্দ্র দত্ত।
	(৮) ,, সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
(৩) ,, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ।	(৯) ,, নীতিশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(৪) ,, বাসন্তী চরণ সিংহ।	(১০) ,, নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক।)

সভারম্ভ কালে সভাপতি মহাশয় স্থানান্তরে থাকায় বিনোদ বাবুর প্রস্তাবে ও নগেন্দ্র বাবুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, কিয়ৎকাল পরে সভাপতি মহাশয় আসিয়া আসন গ্রহণ করেন।

১ম প্রস্তাব।—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ। কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব।—গত মাঘ মাসের পরীক্ষিত হিসাব। পরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপিত হইলে এবং সংক্ষিপ্ত হিসাব পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব।—সহঃ সভাপতি মহাশয়ের পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ। বর্ত্তমান বর্ষের সহঃ সভাপতি মাননীয় কিরণচন্দ্র দে বর্ম্মা মহাশয় Imperial Councilএ জনৈক সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই সংবাদ তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত হউক।

৪র্থ প্রস্তাব।—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক), সমর্থক নগেন্দ্র বাবু—১। দ্বারকানাথ রায় মোক্তার

আমিরাবাদ, গৌরীপুর পোঃ (ত্রিপুরা) ২। চন্দ্রকুমার ঘোষ, কুমিল্লা (ত্রিপুরা) ৩। অশ্বিনী কুমার আইচ পুটীয়া, রায়পুর পোঃ (ত্রিপুরা) ৪। ডাক্তার শরচ্চন্দ্র সিংহ নগরপাড় পোঃ (ত্রিপুরা) ৫। শচীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ও ৬। নিবারণ চন্দ্র রায় ধানুয়াখোলা, নগরপাড় পোঃ (ত্রিপুরা) ৭। ডাক্তার মধুসূদন দে, কলাকোপা, ইলিয়েটগঞ্জ পোঃ (ত্রিপুরা) ৮। ভগবান চন্দ্র ধর, হাসেরখোল, পাঁচপুকুরিয়া পোঃ (ত্রিপুরা) ৯। যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী, অন্বেরপুর, মাধাইয়াবাজার পোঃ (ত্রিপুরা) ১০। লক্ষ্মীকান্ত আইচ, জয়নগর, সাচার পোঃ (ত্রিপুরা) ১১। দ্বারকানাথ দত্ত উকিল, ১২। দ্বারকানাথ বসু উকিল এবং ১৩। রায় সাহেব অমর নাথ রায় বি, এ, সুনামগঞ্জ (শ্রীহট্ট) ১৪। জগমোহন পুর-কায়স্থ, সুনামগঞ্জ (শ্রীহট্ট) ১৫। বিদ্যাকুমার চৌধুরী উকিল (শ্রীহট্ট) ১৬। রামলোচন নাগ কোয়াজপুর পোঃ (শ্রীহট্ট) ১৭। অভয়ানন্দ দাস মোক্তার (শ্রীহট্ট) মথুর চন্দ্র দত্ত উকিল (শ্রীহট্ট) ১৯। বিপিন চন্দ্র নাগ মোক্তার (শ্রীহট্ট) ২০। মুকুন্দ চন্দ্র বসু কণ্ট্রাক্টর (শ্রীহট্ট) ২১। অশ্বিনী কুমার দে (ছাতার দোকান) (শ্রীহট্ট) ২২। শশীকুমার মজুমদার উকিলের মোহরার (শ্রীহট্ট) ২৩। বৈকুণ্ঠ চন্দ্র আদিত্য, উকিলের মোহরার (শ্রীহট্ট) ২৪। কামিনী মোহন দে বি, এল, উকীল (শ্রীহট্ট) ২৫। হেমন্ত কুমার দে বি, এ, মাষ্টার (শ্রীহট্ট) ২৬। বারিন্দ্র কুমার আদিত্য বি, এ, স্কুল ডেপুটী ইং (শ্রীহট্ট) ২৭। গিরিশ চন্দ্র দত্ত পুর-কায়স্থ, মোক্তার (শ্রীহট্ট)। ১ নং হইতে ২৭ নং সভ্যগণ ফাল্গুন ও চৈত্রের পত্রিকা ৪৲ টাকার ভিঃ পিঃ যোগে লইয়া আগামী বৎসরের সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকিতে চাহেন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু, সমর্থক বিনোদ বাবু—২৮। পঞ্চানন বিশ্বাস, ২২ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট (কলিকাতা) ২৯। রামগোপাল সোম, ১৮ নং খেলাৎ ঘোষের লেন, টালা (কলিকাতা) ৩০। দিবাকর বসু, শ্রীশ চৌধুরীর লেন, টালা (কলিকাতা) ৩১। চারুচন্দ্র দত্ত, শ্রীশ চৌধুরীর লেন, টালা (কলিকাতা) ৩২। ইন্দুভূষণ সিংহ, এম, এ, বি, এল, এবং ৩৩। ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি, এ, ৬২ নং গৌরীবেড়িয়া লেন (কলিকাতা) ৩৪। যতীন্দ্র নাথ মিত্র ৮।১ নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, গৌরীবেড়িয়া (কলিকাতা) ৩৫। অমর নাথ দত্ত, ১৪ নং উল্টাডিঙ্গী জংশন রোড (কলিকাতা)। প্রস্তাবক কিরণ বাবু, সমর্থক বিনোদ বাবু—৩৬। ভূপেন্দ্র নাথ বসু, ১৪ নং বসুপাড়া লেন, (কলিকাতা) ২৮ নং হইতে ৩৬ নং পর্য্যন্ত সভ্যগণ এ বৎসরে প্রবেশিকা ১৲ টাকা মাত্র দিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া আগামী বৎসরে পত্রিকা লইতে চাহেন ও ৬৲

হিসাবে চাঁদা দিতে চাহেন। প্রস্তাবক নগেন্দ্র বাবু, সমর্থক সরল বাবু—৩৭। সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস তহশিলদার, পোপাড়া, সাগরদিঘী পোঃ (মুর্শিদাবাদ)। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব।—বিবিধ।

সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন :—

(ক) "বর্ত্তমান বর্ষের অন্যতম আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা মহাশয়কে হিসাব বহি পরীক্ষা করার জন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া যায় নাই এবং তিনি পরীক্ষা করিতেও কার্য্যালয়ে আসেন নাই, কেবল অপর আয়-ব্যয় পরীক্ষক ললিতা বাবুর দ্বারাই পরীক্ষা করান হইয়া আসিতেছে। গত ৩রা ফাল্গুন ললিতা বাবু এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত করিতেছি।" পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে, যখন হিসাব পরীক্ষা করা জগৎ বাবুর সুবিধা হইতেছে না তখন অগত্যা কেবল ললিতা বাবুর দ্বারাই হিসাব পরীক্ষিত হউক এবং জগৎ বাবুকেও আর একবার অনুরোধ করা হউক।

(খ) "বিগত ৭ম অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে, থ্যাকারস্পিঙ্ক কোম্পানীর ব্যাঙ্কে অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নামে সভার টাকার হিসাব খোলা হইবে। সেইরূপই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন বিজয় বাবুকে 'সম্পাদক ও ধনরক্ষক' বলিয়া সহি করিতে হইবে, তদন্যথায় তাঁহারা হিসাব রাখিবেন না। বিজয় বাবু যখন 'ধনরক্ষক' নহেন তখন তিনি সেরূপ সহি করিতে পারেন না বলিয়া ব্যাঙ্কে সাবেকের দরুণ ৯৸৵৫ টাকা যাহা জমা ছিল তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। গত আশ্বিন মাস হইতে বিজয় বাবু পীড়িত অবস্থায় স্থানান্তরে থাকায় অন্য ব্যাঙ্কে হিসাব খোলায়ও সুবিধা হয় নাই।" সকলেই ঐরূপ ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন!

(গ) "আসাম ধুবড়ীর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দেব মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া আসামের কায়স্থ-মহাপুরুষ 'শঙ্করদেবের' জীবনী লিখিয়াছেন। উহা কায়স্থ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইতেছে ; তাঁহার অনুরোধ যে পুস্তককারে তাঁহাকে ৫০০ কপি দিতে হইবে, তিনি কাগজের মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দিবেন, কেবল অতিরিক্ত ফরমের টাকা ছাপানর খরচ সভা হইতে দিতে হইবে। উক্ত মুদ্রণ ব্যয় মঞ্জুরার্থ প্রস্তাব করিতেছি।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা মঞ্জুর হইল।

(ঘ) "দেশপূজ্য নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন

মহাশয়ের পরলোক গমনে কায়স্থ-সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। তিনি কায়স্থ-জাতির পরম হিতৈষী ও কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার পুনর্গ্রহণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কায়স্থ-সভার কয়েকটি অধিবেশনে বক্তৃতা দ্বারা এবং কয়েকটি ত্রয়োদশ দিবসের শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া গিয়াছেন"। স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্য সকলেই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং স্থির হইল যে এই সমবেদনার সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে বিজ্ঞাপিত হউক।

(ঙ) "অল্-ইণ্ডিয়া-মসলেম-লীগ হইতে গো-হত্যা নিবারণ জন্য যে সাধু-সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা উক্ত লীগের সভ্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন ইহা প্রস্তাব করিতেছি"। প্রস্তাব গৃহীত হইয়া স্থির হইল যে উক্ত লীগের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সভার ধন্যবাদের প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হউক।

(চ) "সারদা-চরণ-আর্য্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে গত অধিবেশনে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল তাহা ক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে জানান হয়; তদুত্তরে তিনি ২৭ ১০।২৬ তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত করিতেছি"। পত্র পঠিত হইলে তৎসম্বন্ধে আলোচনার পর সতীশ বাবুর প্রস্তাবে ও নিতীশ বাবুর সমর্থনে স্থির হইল যে বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে নিম্ন লিখিত বিবরণগুলি কায়স্থ-সভার অবগতিরজন্য পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা হউক যথা:—(১) বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির নিয়মাবলী ও তৎসংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং গভর্ণমেণ্টের নিয়মাবলীর প্রতিলিপি। (২) বিদ্যালয়টি কায়স্থ-সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসা অবধি এ পর্য্যন্ত যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব। (৩) বিদ্যালয় পরিচানন সমিতির (School Commiteeর) অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ (৪) বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভ্যগণের তালিকা; এবং তাঁহাকে আরও জানান হউক যে এই সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পূর্ব্ব মন্তব্য বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্র ৭টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র
সভাপতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৩২৭ সালের ৫ই আষাঢ় (শনিবার) ও ৬ই আষাঢ় (রবিবার) কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার জমিদার মহাশয়ের ৬৯ নং বেলিয়াঘাটা মেন্‌রোডস্থিত ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৮শ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, মুর্শীদাবাদ, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বঙ্গের অনেক জেলার এমন কি ভাগলপুর, বাঁকিপুর, প্রভৃতি সুদূর প্রদেশের কায়স্থ-প্রতিনিধিগণও এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মেলনের সফলতা সম্বন্ধে যে প্রকার উদ্যোগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। সরকার মহাশয়গণ বেলিয়াঘাটা মেন্‌রোডস্থিত একটী সুবৃহৎ ও সুরম্য অট্টালিকায় মফঃস্বল হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থানের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ধ্বজপতাকা ও তোরণাদি পরিশোভিত এবং বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোকমালায় সুসজ্জিত সভামণ্ডপ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল।

উপস্থিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও কায়স্থমহোদয়দিগের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, কলিকাতা।
" শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, "
শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, " " বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী, "
" শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, নবদ্বীপ। " অম্বিকাচরণ বৈদিক, "
" আশুতোষ তর্কতীর্থ, থানাকুল-কৃষ্ণনগর। " অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী,
" রামনাথ চট্টোপাধ্যায়,
" সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কলিকাতা। " হরিচরণ মুখোপাধ্যায়,

মহাশয়ের পরলোক গমনে কায়স্থ-সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। তিনি কায়স্থ-জাতির পরম হিতৈষী ও কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার পুনর্গ্রহণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কায়স্থ-সভার কয়েকটি অধিবেশনে বক্তৃতা দ্বারা এবং কয়েকটি ত্রয়োদশ দিবসের শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া গিয়াছেন"। স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্য সকলেই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং স্থির হইল যে এই সমবেদনার সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে বিজ্ঞাপিত হউক।

(ঙ) "অল্-ইণ্ডিয়া-মসলেম-লীগ হইতে গো-হত্যা নিবারণ জন্য যে সাধু-সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা উক্ত লীগের সভ্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন ইহা প্রস্তাব করিতেছি"। প্রস্তাব গৃহীত হইয়া স্থির হইল যে উক্ত লীগের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সভার ধন্যবাদের প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হউক।

(চ) "সারদা-চরণ-আর্য্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে গত অধিবেশনে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল তাহা ক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে জানান হয়; তদুত্তরে তিনি ২৭ ১০।২৬ তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত করিতেছি"। পত্র পঠিত হইলে তৎসম্বন্ধে আলোচনার পর সতীশ বাবুর প্রস্তাবে ও নিতীশ বাবুর সমর্থনে স্থির হইল যে বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে নিম্ন লিখিত বিবরণগুলি কায়স্থ-সভার অবগতির জন্য পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা হউক যথা:—(১) বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির নিয়মাবলী ও তৎসংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং গভর্ণমেণ্টের নিয়মাবলীর প্রতিলিপি। (২) বিদ্যালয়টি কায়স্থ-সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসা অবধি এ পর্য্যন্ত যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব। (৩) বিদ্যালয় পরিচানন সমিতির (School Commiteeর) অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ (৪) বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভ্যগণের তালিকা; এবং তাঁহাকে আরও জানান হউক যে এই সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পূর্ব্ব মন্তব্য বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্র ৭টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র
সভাপতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৩২৭ সালের ৫ই আষাঢ় (শনিবার) ও ৬ই আষাঢ় (রবিবার) কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার জমিদার মহাশয়ের ৬৯ নং বেলিয়াঘাটা মেন্‌রোডস্থিত ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৮শ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, মুর্শীদাবাদ, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বঙ্গের অনেক জেলার এমন কি ভাগলপুর, বাঁকিপুর, প্রভৃতি সুদূর প্রদেশের কায়স্থ-প্রতিনিধিগণও এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মেলনের সফলতা সম্বন্ধে যে প্রকার উদ্যোগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। সরকার মহাশয়গণ বেলিয়াঘাটা মেন্‌রোডস্থিত একটী সুবৃহৎ ও সুরম্য অট্টালিকায় মফঃস্বল হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থানের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ধ্বজপতাকা ও তোরণাদি পরিশোভিত এবং বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোকমালায় সুসজ্জিত সভামণ্ডপ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল।

উপস্থিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও কায়স্থমহোদয়দিগের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, কলিকাতা।
কলিকাতা। „ শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, „
শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, „ „ বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী, „
„ শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, নবদ্বীপ। „ অম্বিকাচরণ বৈদিক, „
„ আশুতোষ তর্কতীর্থ, „ অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী,
থানাকুল-কৃষ্ণনগর। „ রামনাথ চট্টোপাধ্যায়,
„ সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কলিকাতা। „ হরিচরণ মুখোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়,
,, গৌরগোপাল চট্টোপাধ্যায়,
,, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
,, চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়,
,, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীবাস্তব—

শ্রীযুক্ত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মা, (ইউ, পি,)।

উত্তররাঢ়ীয়।

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা, বাহাদুর, (দিনাজপুর)।
কুমার ,, শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা এম-এ, প্রাজ্ঞ, দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, মতিহারী (বিহার)।
,, বাসন্তীচরণ সিংহ, এম-এ, বি-এল, ১০ নং ক্রীক লেন।
,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি-এল ভাগলপুর।
,, নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, বাঁকীপুর।
,, প্রেমানন্দ সিংহ, এম্-এ, বি-এল, রাইপুর, বীরভূম।
,, গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, এম-এ, বি-এল, দিনাজপুর।
,, কিশোরীমোহন সিংহ বর্ম্মা, ,,
,, রামকমল সিংহ, কাঁদি।
,, শশাঙ্কশেখর সিংহ, ,,
,, যোগেন্দ্রমোহন সিংহ, হুগলী।
,, হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা, দিনাজপুর।
,, মন্মথনাথ দাস বর্ম্মা,

শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল সিংহ,
,, গিরিজাভূষণ ঘোষ,
,, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ,
,, কালীমোহন রায় বর্ম্মা,
,, সজনীমোহন ঘোষ,
,, রামগতি মিত্র,
,, দুর্গামোহন ঘোষ,
,, হৃষীকেশ দত্ত.

দক্ষিণরাঢ়ীয়—

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্যামপুকুর।
,, ,, অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর, শোভাবাজার।
,, ,, হারীতকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর, এম্-এ, শোভাবাজার।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, বাগবাজার।
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, বাগবাজার।
মাননীয় রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, হুগলী।
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, এম-এ, বি-এল, (অবসর প্রাপ্ত সবজজ) বেলেঘাটা।
,, আশুতোষ সরকার, (অবসর প্রাপ্ত সবজজ) পটলডাঙ্গা।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, "অমৃত বাজার কার্য্যালয়" বাগবাজার।

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি-এল, শ্যামপুকুর।
,, দয়ালচন্দ্র বসু, মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
,, নিবারণচন্দ্র দত্ত, চোরবাগান।
,, নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, চোরবাগান।
,, ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ১৭ নং বৃন্দাবন পালের লেন।
,, কালিদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম-এ, দশঘরা, হুগলী।
,, অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা, ভাস্তারা, হুগলী।
,, চন্দ্রকান্ত মিত্র, এম্-এ, কোন্নগর, হুগলী।
,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, জোঁড়াশাঁকো।
,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বেদান্তচিন্তামণি নিমতলা।
,, সচ্চিদানন্দ দত্ত, সিমলা।
,, সুশীলচন্দ্র ঘোষ এম্-এ, বি-এল, সিমলা।
,, ইন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি-এল, উকীল, হাইকোর্ট।
,, শ্রীশচন্দ্র বসু বি-এল, বাগবাজার, বসুপাড়া।
,, বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এ, পানিসেহালা, হুগলী।
,, রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, বেহালা, ২৪ পরগণা।
,, শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এল গ্রেষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা, গড়পার।
,, জিতেন্দ্রনাথ সেন বর্ম্মা ,,
,, রাসবিহারী ঘোষ ,, ,,
,, ললিতমোহন মিত্র ,, ,,
,, হরিহর ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, বর্দ্ধমান।
,, আশুতোষ কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী, যশোহর।
,, গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি, যশোহর।
,, নলিনীকান্ত বসু বর্ম্মা,
,, ননীগোপাল বসু,
,, অখিলপদ ঘোষ,
,, প্রমদাকণ্ঠ দাস, মনোখালী।
,, যামিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা, মনোখালী, যশোহর।
,, যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা, ,,
,, ত্রৈলোক্যনাথ বসু বর্ম্মা, ,,
,, অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র, ,,
,, চারুচন্দ্র দত্ত, ,,
,, দ্বিজবর মিত্র, ,,
,, হীরালাল মিত্র বর্ম্মা, ,,
,, সীতানাথ বসু, ,,
,, তারকনাথ বসু, ,,
,, ভূপেন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মা, ,,
,, কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা বর্ম্মা ,,
,, কিরণচন্দ্র দত্ত, ,,
,, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ,,
,, যামিনীমোহন ঘোষ ,,
,, কিরণচন্দ্র ভৌমিক বর্ম্মা, ,,
,, অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা, ,,

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার, যশোহর
,, বসন্তকুমার মিত্র, ,,
,, কৈলাসচন্দ্র সরকার বর্ম্মা ,,
,, অক্ষয়কুমার সরকার বর্ম্মা, ,,
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ,,
,, ক্ষেত্রমোহন বসু, ,,
,, কান্তিভূষণ বিশ্বাস, ,,
,, যোগেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, কৃষ্ণনাথ বসু, দুর্গাপুর ,,
,, দীননাথ বসু ,, ,,
,, অশ্বিনীকুমার বসু ,, ,,
,, চারুচন্দ্র বসু, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
,, মহেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, ,,
,, উপেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, অনীলকৃষ্ণ বসু, ,,
,, যদুনাথ সরকার, ,,
,, গোপীনাথ বিশ্বাস, ,,
,, আশুতোষ বিশ্বাস, ,,
,, কিরণচন্দ্র সরকার, ,,
,, বিলাসচন্দ্র বিশ্বাস, ফরিদপুর।
,, অমৃতলাল সরকার, ,,
,, কিরণচন্দ্র রায় বর্ম্মা, ,,
,, কিরণচন্দ্র দত্ত, ,,
,, হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, রংপুর।
,, ধীরেন্দ্রনাথ পালিত বর্ম্মা, হুগলী।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, বেলেঘাটা।
,, বিধুভূষণ সরকার, ,,
,, গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন, ,,
,, বঙ্কুবিহারী মল্লিক চৌধুরী, এম্-এ,
বি-এল্, বেলেঘাটা।
,, সুধীরকুমার মল্লিক চৌধুরী, ,,

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, বেলেঘাটা
,, প্রবোধচন্দ্র বসু, ,,
,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ,,
,, পঞ্চানন ঘোষ, ,,
,, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, (রাজা রাজেন্দ্র-
লাল মিত্রের রোড,) বেলেঘাটা।
,, গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস, ,,
,, মহেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, আনন্দগোপাল ঘোষ, ,,
,, নরেন্দ্রকুমার বসু, ,,
,, রাইমোহন ঘোষ, ,,
,, জগৎবন্ধু বসু, ,,
,, হরিশচন্দ্র ঘোষ, ,,
,, ডাঃ শশিভূষণ মিত্র, ,,
,, কালিপদ বসু, ,,
,, ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার বসু, ,,
,, নলিনীকান্ত বসু, ,,
,, যতীন্দ্রনাথ সরকার, ,,
,, রাজেন্দ্রকুমার বসু, ,,
,, অতুলচন্দ্র হালদার, ,,
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ, ,,
,, মন্মথনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ,,
,, প্যারীমোহন দত্ত, ,,
,, কিশোরীমোহন বসু, ,,
,, নলিনীমোহন ঘোষ, ,,
,, মোহিনীমোহন ঘোষ, ,,
,, ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ,,
,, বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ,,
,, সুশীলকুমার ঘোষ, ,,
,, শৈলেন্দ্রকুমার মিত্র, ,,
,, কাশীনাথ সরকার, ,,

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সরকার, বেলেঘাটা
,, বিভূতিভূষণ বসু, ,,
,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ,,
,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, চড়কডাঙ্গা,
শুঁড়া।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ, ,,
,, প্রবোধকুমার সিংহ, ,,
,, ধীরেন্দ্রকুমার সিংহ, ,,
,, হরিদাস বসু, ,,
,, অখিলেশ্বর মিত্র, ,,
,, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, ,,
,, হরিপদ বসু, ,,
,, প্রমথনাথ ঘোষ, বাগবাজার ,,
,, (খ) মহেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, নরেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, বিজয়কিশোর মিত্র, ,,
,, হারাণচন্দ্র ঘোষ, ,,
,, আশুতোষ বসু, ,,
,, নির্ম্মলচন্দ্র বসু, ,,
,, হরিপদ মিত্র, ,,
,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ হালদার, ,,
,, অক্ষয়কুমার ঘোষ, ,,
,, সতীশচন্দ্র মজুমদার, ,,
,, ভূপতিচরণ ঘোষ, ,,
,, শচীন্দ্রনাথ সরকার. ,,
,, সুধীরকুমার ঘোষ, ,,
,, মোহিনীমোহন বসু, ,,
,, সুধাংশুকুমার বসু. ,,
,, ফণিভূষণ ঘোষ, ,,
,, বিজয়কুমার বসু, ,,
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, ,,

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র, ,,
,, ললিতমোহন রায় চৌধুরী,
নাড়িকেলডাঙ্গা।
,, মহেন্দ্রলাল মিত্র, ,,
,, হরিপদ মিত্র, ,,
,, কার্ত্তিকচন্দ্র দেব, ,,
,, শচীন্দ্রনাথ সিংহ, ,,
,, অনিলেন্দ্রনাথ মিত্র, ,,
,, গৌরীপ্রসাদ মিত্র, ,,
,, রমেশচন্দ্র মিত্র, ,,
,, সত্যপ্রসাদ মিত্র, ,,
,, ফণিভূষণ মিত্র, ,,
,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, অনিলেন্দ্রনাথ চৌধূরী, ,,
,, হীরেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব, ইটালি।
,, শচীন্দ্রনারায়ণ দেব, ,,
,, ইন্দ্রনারায়ণ দেব, ,,
,, পুর্ণেন্দ্রনারায়ণ দেব, ,,
,, সুরেশচন্দ্র সরকার. ,,
,, গণেশচন্দ্র ঘটক, শ্যামবাজার।
,, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
,, সরোজকুমার ঘোষ, শ্যামপুকুর।
,, গোপালচন্দ্র দেব, বাদুড়বাগান।
,, শিবপদ ঘোষ বর্ম্মা, হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
,, হেমন্তকুমার দেব, শোভাবাজার ষ্ট্রীট
,, অমরেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা, মানিকতলা।
,, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ,
বাহির মির্জ্জাপুর রোড্।
,, ক্ষিতিশচন্দ্র দত্ত, শ্যামবাজার।
,, সুশীলকৃষ্ণ সরকার, রায়বাগান।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, গ্রে ষ্ট্রীট্।
,, বিনয়কৃষ্ণ বসু, হ্যারিসন রোড।
,, প্রবোধচন্দ্র দত্ত, নিমতলা।
,, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত রায়, ভবানীপুর।
,, ললিতমোহন নাগ চৌধুরী, ২৪ পরগণা।
,, সরোজকুমার মিত্র, ,,
,, অনন্তমোহন রায় চৌধুরী, ,,
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাতক্ষীরা, খুলনা
,, কুঞ্জবিহারী দাস, খুলনা।
,, সুরেশচন্দ্র দত্ত. ,,
,, পুলীনচন্দ্র দত্ত, ,,
,, অমৃতলাল বসু, ,,
,, উপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ,,
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ,,
,, অক্ষয়কুমার দত্ত, ,,
,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, ,,
,, কেদারনাথ বসু, ,,
,, হরিচরণ বসু, ,,
,, গিরিজানাথ বসু, ,,
,, কাননবিহারী মজুমদার, ,,
,, অনীলকুমার বসু, ,,
,, ষষ্ঠীচরণ মিত্র, ,,
,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ,,
,, নেপালচন্দ্র সেন, ,,
,, শরৎচন্দ্র ঘোষ, ,,
,, যোগেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, সতীশচন্দ্র বসু, ,,
,, সুরেন্দ্রনাথ নন্দী, ,,
,, পশুপতি বসু, ,,
,, রমেশচন্দ্র বসু, ,,

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নন্দী, খুলনা
,, নলিনীকান্ত ঘোষ, ,,
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু ,,
,, ফণীন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, সুশীলকৃষ্ণ মিত্র, ,,
,, উপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ,,
,, বাণীকান্ত বসু, ,,
,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, নরেন্দ্রনাথ পাল, ,,
,, তারকনাথ ঘোষ, ,,
,, প্রকাশচন্দ্র রায়, ,,
,, নারায়ণপ্রসাদ বসু,
,, শ্যামাচরণ মজুমদার,
,, সতীশচন্দ্র দেব,
,, মন্মথনাথ দেব,
,, ভূপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র,
,, কুঞ্জলাল দত্ত,
,, মাখনলাল রায়,
,, জহরলাল মিত্র,
,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ,
,, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ,
,, সুরেন্দ্রকুমার মিত্র,
,, ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র,
,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ,
,, নীলকৃষ্ণ মিত্র,
,, দ্বিজরাজ ঘোষ,
,, দেবীচরণ ধর,
,, মণীন্দ্রনাথ বসু,
,, হীরালাল দত্ত,
,, বিনোদকুমার মজুমদার,
,, অভয়কৃষ্ণ ঘোষ,

শ্রীযুক্ত রঞ্জনকৃষ্ণ ঘোষ,
,, তারকচন্দ্র ঘোষ,
,, বিজয়চন্দ্র ঘোষ,
,, সত্যেন্দ্রমোহন রায়,
,, মোহিনীমোহন বসু,
,, নরেন্দ্রনাথ দত্ত,
,, হেমচন্দ্র ঘোষ,
,, বঙ্কুবিহারী ঘোষ,
,, শৈলেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
,, কানাইলাল বসু,
,, শশিভূষণ ঘোষ,
,, প্রিয়নাথ মজুমদার,
,, সতীশচন্দ্র পাল,
,, অবিনাশচন্দ্র রায়,
,, ত্রৈলোক্যনাথ দাস,
,, বরদাকান্ত দেব,
,, যতীন্দ্রমোহন দাস,
,, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ,
,, বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
,, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ,
,, যদুনাথ দাস রায়,
,, নিশিকান্ত ঘোষ,
,, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ,
,, চারুচন্দ্র দেব,
,, বিপিনচন্দ্র বসু,
,, সুধেন্দুনাথ বসু,
,, জিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ,
,, রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার,
,, বিপিনবিহারী বসু,
,, কালীপদ ঘোষ,
,, শ্রীপদ দাস,

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র,
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,
,, শৈলেন্দ্রনাথ বসু,
,, পঞ্চানন বসু,
,, যোগেশচন্দ্র বসু,
,, ক্ষেত্রমোহন দেব,
,, প্রভাসচন্দ্র বসু,
,, অনাদিনাথ বসু,
,, নারায়ণচন্দ্র বসু,
,, প্যারীমোহন সিংহ,
,, নকুলেশ্বর ঘোষ,
,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ,
,, রাখালচন্দ্র দত্ত,
,, প্রিয়নাথ মিত্র,
,, অশ্বিনীকুমার দত্ত,
,, সুরেন্দ্রনাথ দাস,
,, শচীন্দ্রকুমার বসু,
,, অমৃতলাল দেব,
,, মতিলাল বসু,
,, কামাখ্যাচরণ দেব,
,, সন্তোষচন্দ্র মিত্র,
,, যামিনীকুমার ঘোষবর্ম্মা
,, কিরণচন্দ্র ঘোষ,
,, ভূপেশচন্দ্র ঘোষ,
,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
,, ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ,
,, শচীন্দ্রনাথ নন্দী,
,, প্রভাসচন্দ্র দত্ত,
,, নীরদবিহারী ঘোষ,
,, সরোজেন্দু ঘোষ,
,, নগেন্দ্রনাথ সরকার,

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ,
,, শুকলাল দাস,
,, অনন্তকুমার সেন বর্ম্মা,
,, হরেন্দ্রকুমার সরকার,
,, যতীশচন্দ্র দত্ত,
,, রাখালচন্দ্র দাস,
,, ভোলানাথ দেব,
,, হরিচরণ মজুমদার,
,, রাজেন্দ্রনাথ সরকার,
,, কান্তিমোহন রক্ষিত,
,, শশিমোহন পাল,
,, ননীগোপাল নন্দী,
,, রাধিকানাথ দাস,
,, মন্মথনাথ বিশ্বাস,
,, শিশিরকুমার সেন,
,, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ,
,, নৃপেন্দ্রনাথ দেব,
,, বিপিনবিহারী মল্লিক,
,, হরেন্দ্রনাথ মিত্র,
,, নরেন্দ্রনাথ বসু,
,, সীতানাথ দেব,
,, গোলোকনাথ বিশ্বাস,
,, মন্মথনাথ বসু,
,, হীরালাল চৌধুরী,
,, মহেন্দ্রনাথ বসু,
,, পঞ্চানন বিশ্বাস,
,, বীরেন্দ্রকুমার বসু,
,, বেণীমাধব দেব,
,, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার,
,, খগেন্দ্রনাথ বসু,
,, মহেন্দ্রনাথ মিত্র,

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেব,
,, হরিপদ বিশ্বাস,
,, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ,
,, নিবারণচন্দ্র ঘোষ,
,, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,
,, জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,
,, নেপালচন্দ্র সেন,
,, শশিভূষণ সিংহ,
,, হরিপদ বসু,
,, তুলসীচরণ বসু,
,, হরিভূষণ মিত্র,
,, নগেন্দ্রনাথ দেব,
,, নিবারণচন্দ্র দত্ত,
,, নলিনীকুমার দেবচৌধুরী,
,, নেপাললাল মিত্র,
,, নরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস,
,, বিজয়গোপাল বসু

বঙ্গজ—

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, টাকী।
রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, এম-এ, বি-এল, ভবানীপুর, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট)
,, চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার, বি-এল, গাভা।
,, উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার, চাঁদসী।
,, গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, বিদ্যালঙ্কার,
,, পরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, বানরীপাড়া।
,, হরিপ্রসন্ন গুহ ঠাকুরতা ,,

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসুরায় মিরবহর, নথুল্লাবাদ, বরিশাল।
,, ভবরঞ্জন রায় চৌধুরী, উলপুর, ফরিদপুর।
,, সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ,,
,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ,,
,, ভুবনমোহন রায় চৌধুরী, ,,
,, চন্দ্রমোহন ঘোষ, ইদিলপুর,
,, ব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ, ,, ,,
,, হরেন্দ্রচন্দ্র বসু, রাকাই, বরিশাল।
,, করুণাকান্ত বসু, ফরিদপুর।
,, বিধুভূষণ বসুবর্ম্মা, আর্য্যাদত্তপাড়া, ফরিদপুর।
,, যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
,, মাখনলাল ধরবর্ম্মা, "প্রচারক"
,, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, ত্রিপুরা।
,, রবীন্দ্রনাথ বসু, বি-এল্, টাকী।
,, কৈলাসচন্দ্র বসু, টাকী।
,, রোহিণীকুমার বসু, ,,
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, অধ্যাপক, নোয়াখালী।
,, দুর্গাকুমার রায়, এম-এ, বি-এল্, নোয়াখালী।
,, তারানাথ রায়, ,,
,, দেবেন্দ্রনারায়ণ গুহ, বি-এল্, ইতনা, যশোহর।
,, শৈলেন্দ্রনারায়ণ গুহ, ,, ,,
,, বিভূতিভূষণ বসুবর্ম্মা, চাঁদসী,
,, সরোজকুমার দেব রায়বর্ম্মা, এম্-এ, ফরিদপুর।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র রায়, বি-এ, ,,
,, হেরম্বচন্দ্র বসুবর্ম্মা, মোচনা, ,,
,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, আলগী, ফরিদপুর।
,, পূর্ণচন্দ্র দেব, ,,
,, ভগবানচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, ,,
,, জানকীনাথ দেব, ,,
,, পার্ব্বতীচরণ সরকার, ,,
,, রাসবিহারী দত্তবর্ম্মা ,,
,, শরৎচন্দ্র দত্ত, বর্ম্মা ,,
,, রসিকলাল দেববর্ম্মা, ,,
,, বসন্তকুমার দাস, ,,
,, নলিনীমোহন গুহ, ,,
,, রসিকলাল বিশ্বাস, ,,
,, নিখিলচন্দ্র বসু, ,,
,, হারাণচন্দ্র ঘোষ, চাওচা ,,
,, সুরেন্দ্রলাল দাসবর্ম্মা, ,,
,, রসিকলাল দাসবর্ম্মা, ,,
,, শ্রীশচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, ,,
,, গণেশচন্দ্র ঘোষ রায়, ,,
,, রজনীকান্ত নন্দীবর্ম্মা, ,,
,, বিনয়কৃষ্ণ দাসবর্ম্মা, ,,
,, গঙ্গাচরণ নন্দীবর্ম্মা, ,,
,, কামিনীকুমার দত্তবর্ম্মা, ,,
,, রাসবিহারী দাসবর্ম্মা, ,,
,, কামিনীকুমার ঘোষবর্ম্মা, ,,
,, কুঞ্জবিহারী ঘোষবর্ম্মা, ,,
,, সুরেশচন্দ্র বসু, ,,
,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ,,
,, উপেন্দ্রচন্দ্র কর, ,,
,, নিশিকান্ত সেন, ,,

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দাস, ,,
,, নরেন্দ্রনাথ দাসবর্ম্মা, ,,
,, মণীন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা, ,,
,, প্রমথনাথ দেববর্ম্মা, ,,
,, সতীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, বি-এল্, ঢাকা।
,, সুধীন্দ্রকুমার ঘোষবর্ম্মা, ঢাকা।
,, বিনয়রঞ্জন ঘোষ, ,,
,, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ,,
,, চারুভূষণ মিত্র, ,,
,, নরেন্দ্রচন্দ্র নাগবর্ম্মা, ,,
,, মনীন্দ্রমোহন বসু, ,,
,, বেণীমাধব ঘোষ, ,,
,, চুণীলাল বসুরায়, ,,
,, অমৃতলাল গুহ, ,,
,, প্রকাশচন্দ্র গুহ মুস্তফী, ,,
,, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ,,
,, পতিতপাবন ঘোষ, ,,
,, সুরেন্দ্রনাথ নাগ বর্ম্মা,
মনোখালী, যশোহর।
,, হরিপদ বসু বর্ম্মা, আর্য্যকায়স্থসভা
পরমেশ্বরপুর।
,, সুরেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী, ময়মনসিংহ।
,, নৃপেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ,,
,, কেদারনাথ রায়, ,,
,, কিরণচন্দ্র বসু, ,,
,, হৃদয়নাথ ঘোষ, ,,
,, রাজকুমার দেব, ,,
,, কৈলাসচন্দ্র বসু, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
,, ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস,
জলাবাড়ী, বরিশাল।
চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ,, ,,

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ মজুমদার বর্ম্মা,
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
,, নরেন্দ্রকুমার দাসবর্ম্ম, বি-এল,
চট্টগ্রাম।
,, সত্যেন্দ্রমোহন ঘোষবর্ম্মা,
চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
,, শ্রীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, ,, ,,
,, দেবেন্দ্রবিজয় সিংহ বর্ম্মা,
চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
,, জ্ঞানদাপ্রসাদ দত্ত, দিনাজপুর।
,, বিপিনবিহারী বসু, বি-এল,
চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
,, অম্বিকাচরণ দত্ত, ত্রিপুরা।
,, বিজয়গোপাল সিংহ ,,
,, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ,,
,, প্রমথনাথ রায়, ,,
,, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ,,
,, চুনীলাল রায়, ,,
,, ক্ষীরোদকৃষ্ণ বসু, ,,
,, হীরালাল বসু, ,,
,, রামগোপাল বিশ্বাস, ,,
,, কালীপদ ধর, ,,
,, অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, ,,
,, অক্ষয়কুমার দত্ত, ,,
,, মতিলাল দত্ত, ,,
,, রাখালচন্দ্র দাস, ,,
,, ললিতকুমার দেব, ,,
,, অতুলচন্দ্র মিত্র, ,,
,, নগেন্দ্রনাথ বসু, ,,
,, প্রিয়নাথ বসু, ,,
,, সুরেন্দ্রনাথ নন্দী, ,,

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত, ,,
হীরালাল দত্ত, ,,
মহেন্দ্রকুমার ঘোষ, ,,
নরেশচন্দ্র বসু, ,,
লক্ষ্মীচরণ ভৌমিক, ,,
জিতেন্দ্রমোহন বসু, ,,
গজেন্দ্রভূষণ দেব, ,,
অপূর্ব্বচরণ সরকার, ,,
ভুবনমোহন সরকার, ,,
দেবেন্দ্রবিহারী সরকার, ,,
বারেন্দ্র।
শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায়, ঘুঘুডাঙ্গা।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল মজুমদার দেব বর্ম্মা,
বি-এল, কুষ্টীয়া নদীয়া।
,, বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা, ,,
,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা "প্রচারক,"
,, কিশোরীকান্ত সরকার বর্ম্মা, সপাড়া।
,, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ,,
,, রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ,,
,, নিশিকান্ত সরকার, ,,
লেফ্‌টানাণ্ট, নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী
টেপা, রঙ্গপুর।
,, প্রমদাকান্ত দাস বর্ম্মা, মনোখালী
নিকুঞ্জ-নিবাস, যশোহর।

প্রথম দিনের কার্য্য।

১২ই আষাঢ় (১৩২৭) অপরাহ্ণ ৩।।০ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ সঙ্গীত তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় দ্বারা তান লয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে গীত হয়:—

মঙ্গলাচরণ-সঙ্গীত।

দেশ—একতাল।

আজিরে বঙ্গে নবীন রঙ্গে উদিছে প্রভাত-তপন
রক্তিম আভা উজ্জ্বল প্রভা করিয়া ভুবনমোহন।
তমসা ভেদিয়া উষারে আনিয়া পরায় নূতন ভূষণ
ছাড়ায়ে মলিন বসন সুনীল নাশিয়া কালিমা বরণ।
প্রচ্ছন্ন প্রতিভা ঢাকা কি হে রয় চিরকাল কভু ধরিয়া
কাল পেলে পুনঃ বিভাসিত হয় উজ্জ্বল বরণ লভিয়া।
উত্থান পতন পুনঃ অভ্যুত্থান এ নীতি কেন গো ভুলিয়া
নিরাশা-সাগরে কায়স্থ-সমাজ কেন গো রহিবে ডুবিয়া।

জাতীয় জীবনে সবে এবে উষা আশার প্রভাত-স্বপন
কালেতে উদিবে স্বচ্ছ রবিছবি উজলি সুনীল গগন।
এস সবে মিলি ভাই ভাই বলি যাইগো সাগর বাহিয়া
পাই কিনা কূল কেন বা আকুল আগে হ'তে হায় ভাবিয়া।
আশার তরণী বাহিয়া বাহিনী গাও হে সকল ভুবন
মিলিয়াছি মোরা স্বার্থ মান আদি ত্যজিয়া আপন আপন।
দৃঢ়বদ্ধ পণে স্মরি নারায়ণে ধাও হে কায়স্থ-নন্দন
জাতীয় জীবনে দেখিবে অচিরে বিমল উজ্জ্বল কিরণ।

সঙ্গীত শেষ হইলে থানাকুল-কৃষ্ণনগর-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয় সভায় মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন :—

"অহো কায়স্থান্বয়রত্নাকর সমুজ্জ্বলমণয় ইবৈতে
ক্ষাত্রধর্ম্মসংস্থাপনায় সমবেতাঃ অহো সুদিবসঃ ॥"

এই যে কায়স্থবংশস্বরূপ রত্নাকরের উজ্জ্বল মণিগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়াছেন, আজ বড় আনন্দের দিন।

"যস্মাদর্থচতুষ্টয়ং প্রণমতামব্যাহতং জায়তে।
পিত্রোর্যোজগতঃ সুতঃ সুরবরঃ খর্ব্বোঽপি বিঘ্নান্তকঃ।
যৎপাদাম্বুজরেণবঃ সুরবরৈর্মূর্দ্ধ্নাধ্রিয়ন্তে সদা।
তং বন্দে গজবক্ত্রমেকরদনাঘাতাহতামিত্রকম্ ॥১॥"

যাঁহাকে প্রণাম করিলে ভক্তগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপযোগী কার্য্যকলাপ অবাধে সুসম্পন্ন হয়। যিনি জগতের পিতা মাতা শিব পার্ব্বতীর প্রিয় পুত্র, যিনি স্বয়ং খর্ব্ব হইয়াও বিঘ্ন সমুদায়ের কৃতান্তস্বরূপ, যাঁহার চরণরেণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিঘ্ন বিনাশের জন্য মস্তকে ধারণ করেন এবং যিনি দন্তাঘাতে বিপক্ষদলকে সমূলে বিনষ্ট করেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ গজাননের বন্দনা করি ॥১॥

স্বস্ত্যস্তু সংসদি সভ্যজনসঙ্গতানাং
ক্ষেমঙ্করী বিজয়তামখিলেষ্টদাত্রী।
উন্মীলিতা ভবতু সভ্যজনেষু শক্তিঃ।
ভূয়োভবত্বমিতপূর্ব্ববলপ্রকাশঃ ॥২॥

অভ্যর্থনার নিমিত্ত যে সভ্যগণ এই সভাতে স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গল হউক। সভ্যগণের মানসী শক্তির উন্মেষ হউক। পুনর্ব্বার কায়স্থহৃদয়ে সেই অপরিমিত ক্ষাত্রশক্তি প্রকাশিত হউক ॥২॥

কায়স্থান্বয়মুগ্ধদুগ্ধজলধের্যে চাত্র শীতাংশবঃ।
তেষাং স্বচ্ছময়ূখরাজিনিচয়ৈরুদ্ভাসিতেঽস্মাতলে।
সংস্কারাঃ প্রচরন্তু বেদবিহিতাধর্ম্ম্যানবদ্যক্রিয়াঃ
স্বচ্ছন্দং বিচরন্তু ভূসুরগণাঃ ক্ষাত্রৈর্বলৈরক্ষিতাঃ ॥৩॥

কায়স্থবংশরূপ দুগ্ধসমুদ্র হইতে যে সমস্ত চন্দ্র সদৃশ সুসন্তানগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের নির্ম্মল কিরণরাজিতে সুরঞ্জিত এই ধরামণ্ডলে বেদবিহিত ধর্ম্মসূচক নির্দ্দোষ জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কার প্রচলিত হউক, ক্ষাত্রবলে পরিরক্ষিত হইয়া পৃথিবীর দেবস্বরূপ দ্বিজাতিগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করুন ॥৩॥

ধীরাঃ সন্তু সুসন্ততর্গযজুরৈরানন্দপূর্ণা দ্বিজাঃ।
সামাথর্ব্বসুসঙ্গতেনহবিষাতৃপ্তোঽস্তু বৈশ্বানরঃ।
জীমূতাজনয়ন্তু বৃষ্টিমমলাং স্বচ্ছস্য সম্বর্দ্ধিনীং।
কায়স্থক্ষাত্রবীর্য্যং জনয়তু জগতামানন্দকন্দং যশঃ ॥৪॥

ঋক্, যজু ও অথর্ব্ববেদের শুভ বহু বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কার্য্যে আনন্দিত দ্বিজাতিবর্গের সামস্বরে সমর্পিত হবিদ্বারা বিশ্বহিতৈষী বৈশ্বানর অর্থাৎ যজ্ঞীয় অগ্নি পরিতৃপ্ত হউন। মেঘমালা বিমুক্ত বারি সংযোগে শস্যরাশি পরিবর্দ্ধিত হউক, এবং কায়স্থদিগের ক্ষাত্রতেজ জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥৪॥

কলয়তি জনশক্তিং হ্রাসয়ত্যেব কালঃ
কলিরিতি নবিমান্যঃ স্বার্থসম্বর্দ্ধনাদৌ।
নহি ভবতি পৃথিব্যাপ্তেজসামন্যথা ত্বং
কথমিয়মনুরক্তা ক্ষাত্রশক্তির্ন শক্তা ॥৫॥

হে সভ্যগণ! কলিকাল লোকশক্তি তিরোহিত করে ও হ্রাস করে, ইহা মনে ভাবিয়া কালের অবমাননা করা নিতান্ত অনুচিত। যে হেতু পৃথিবী, জল ও তেজ প্রভৃতি ভূতবর্গের স্বীয় স্বীয় কার্য্যে শক্তিগত অণুমাত্রও তারতম্য নাই; অতএব চিরানুগত ক্ষাত্রশক্তি কখনই স্বকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইবে না ॥৫॥

বিশ্বামিত্রতপঃ ফলপ্রদবিনীকারুণ্যপূর্ণাশয়া।
প্রোন্মদ্দানবদৈত্যদর্পশমনী সৎসঙ্গসম্বর্দ্ধিনী ॥
যা শক্তোর্হৃদি রাজতে তনুভৃতাং বাঞ্ছাফলোল্লাসিনী
সা দেবী সমবেতশক্তিরধুনাভূয়াদভীষ্টপ্রদা ॥৬॥

বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মত্বদায়িনী করুণার্দ্রহৃদয়া দৈত্যদর্পনাশিনী সাধুসমৃদ্ধিকারিণী যিনি স্বয়ম্ভুর হৃদয় মধ্যে বিরাজমানা হইয়া জীবগণের বাঞ্ছিতপ্রদা, সেই দেবী এক্ষণে এই সম্মিলনীর শক্তিস্বরূপ হইয়া তোমাদিগের অভীষ্ট প্রদান করুন ॥৬॥

স্বকুলবিহিতকৃত্যভ্রষ্টনষ্টাভিজাত্যান্।
অগণিতশরদব্দৌ মগ্নসংস্কারজাতান্।
প্রতিকূলবিধিযোগাদ্ বিচ্যুতান্ ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ
ভুজজনিজনকীর্ত্তিঃ সাম্প্রতং প্রাপ্নুয়াদ্বঃ ॥৭॥

হে সভ্যগণ। ক্ষত্রিয় কুলাচারভ্রষ্ট, নষ্টাভিজাত্য, অগণিত-বর্ষজলধিমগ্ন-সংস্কারচয়, ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে দৈববশে বিচ্যুত তোমাদিগকে আজ ক্ষত্রিয়জাতির কীর্ত্তি লক্ষ্মী অবলম্বন করুন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিকট কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত স্বাগত কবিতা পাঠ করেন :—

স্বাগত কবিতা।

বন্দনা :—

নম গজানন বিঘ্ন-বিনাশন,
নম নারায়ণ জগত, পালন,
দেবতা মণ্ডল নম গ্রহগণ,
নমি বার বার ভূদেব-চরণ।
করিয়া আশিস্ কর গো পূরণ
পূর্ণতা দানিয়া ক্ষুদ্র আয়োজন।

অভ্যর্থনা :—

স্বাগত হে সভাসদ! সুহৃদ! সুজন!
স্বাগত কায়স্থকুল! ভারত-ভূষণ!
উত্তর দক্ষিণ রাঢ়ী বারেন্দ্র বঙ্গজ
সমাগত চারিশ্রেণী কায়স্থ-কুলজ।
হেরি আজি ভ্রাতৃবৃন্দে বহুকাল পরে,
বহে হৃদে প্রীতিধারা লহরে লহরে।
জাতীয় উন্নতি-ধ্বজা তুলিতে গগনে
বদ্ধপরিকর সবে সুপ্রশস্ত মনে
দূর দুরান্তর হ'তে মিলেছে সকলে,
সুপবিত্র 'বেলেঘাটা' স্পর্শি পদতলে।
কায়স্থ-গৌরব রাজা রাজেন্দ্র ধীমান্
যশঃ সূর্য্যে দীপ্তি যাঁর পায় বহু স্থান,
তাঁরে বক্ষে ধরি যেই মহিমা মণ্ডিত,
এস আজি সেই পুরে হে স্মৃতি-বিস্মৃত।
ক্ষুদ্র মোরা ক্ষীণ মোরা অতি দীন-হীন
যথাযোগ্য সমাদরে শকতিবিহীন;
তাই ভয় পাছে হয় ত্রুটি অতিশয়,
ভরসা সজ্জন কাছে দোষে ক্ষমা রয়॥

উচ্ছ্বাস :—

উঠ উঠ জাগ, ত্যজ ঘুমঘোর!
জাতীয় জীবনে হবে নাকি ভোর?
পূর্ব্বাশার দ্বার রঞ্জিত যে তোর
নয়ন মেলিয়া দেখরে চেয়ে। ১।
উন্নতির পথে জগত চলেছে,
উচ্চ আশা লয়ে সকলে ছুটেছে,
বৃথায় সময় অনেক গিয়েছে,
চল চল তুমি, চল রে ধেয়ে। ২।
ভাব একবার সে প্রাচীন কথা,
আনন্দে পরাণ ভরিবে সর্ব্বথা,
কিন্তু হায় আজি পাবে হৃদে ব্যথা
যেমন চাহিবে আপন পানে। ৩।
কোথা সেই দিন—আছিল যখন
কায়স্থ-মহিমা ভাতিয়া গগন,

লোলুপ নয়নে হেরিত ভুবন,
মুখরিত ব্যোম সে গুণ-গানে। ৪।
যবে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ-প্রধান
লভিলা লেখনী বিধাতার দান,
ত্রিলোকে লভিলা অপূর্ব্ব সম্মান,
কায়স্থ এ নাম পাইলা ভবে। ৫।
বেদ স্মৃতি আদি পুরাণ সকল
যাঁর কীর্ত্তিগাথা ঘোষে অবিরল,
ক্ষত্রিয় আচার যাঁহার বিমল,
স্মরে বারেক সে কথা লবে। ৬।
ভুবন-মাঝারে চির পরিচিত,
অস্ত্র-শস্ত্রধারী ক্ষত্র অভিহিত
লেখনী যে ধরে কায়স্থ বিদিক্ষে,
দুই বৃত্তি এই ক্ষত্রিয় ধরে। ৭।
তবে কেন বৃথা কায়স্থ-সন্তান!
শূদ্র শূদ্র বলি হওরে অজ্ঞান?
ভুলিয়া জাতীয় গৌরব সম্মান,
দশ শত বর্ষ মোহেতে পড়ে। ৮।
যদি খোঁজ তবে কথা পুরাতন
কোথা হতে তব হয়েছে পতন,
দেখিবে ঘুচিবে মোহরে তখন,
শূদ্র নহ তুমি কখন হায়। ৯।
এই বংশে তব লভেছে জনম,
বিশ্বামিত্র ঋষি দীপ্ত সূর্য্যসম,
রাম-কৃষ্ণ আদি অতি পুণ্যতম,
রাজর্ষি জনক পবিত্রকায়। ১০।
খোজ যদি তুমি বেদ পুরাণেতে,
কত শত গাথা নেহারিবে এতে,
নাহি হেন স্থান এই জগতেতে,
তোমার গৌরব যেথায় নাই। ১১।
কত উচ্চ হ'তে কি নিয়ে পতন
কত হীন তুমি জগতে এখন—
ঠিক যেন হায় বাঁচিয়া মরণ—
এ খেদ রাখার স্থান না পাই। ১২।
যদিও রে তুমি আজি মৃতপ্রায়,
তব মুখ পানে তবু সবে চায়,
তব কার্য্য হেরি সবে শিক্ষা পায়—
তবু কি হে তুমি ঘুমায়ে রবে? ১৩।
ওই দেখ চেয়ে জীবন উষায়
'প্রতাপ আদিত্য, সীতারাম রায়,'
বীরেন্দ্র 'কেদার' বীরত্ব বিভায়
বঙ্গ সমুজ্জ্বল করিলা ভবে। ১৪।
'মোহনলালের' বীরত্ব অপার,
পলাশি সমর আজো সাক্ষী তার;
'বিবেকানন্দের' কৃপা-পারাবার
হ'লো তাহে নব-জীবন-সঞ্চার
'আমেরিকা' ভাগে—অমৃত সুধা। ১৫।
ধরিত কি শোভা বিচার আসন
'দ্বারিক-রমেশ-সারদা চরণ'
বসিত রে 'চন্দ্র-মাধব' যখন;
আর দেখ 'রাসবিহারী' কেমন
বাখানিছে বিধি মোহিয়া ভুবন
—যত বলি তত বাড়িছে ক্ষুধা! ১৬।
বহুভাষাবিদ্ 'হরিনাথ' সম,
'পালিতের' দান গাঁথা অনুপম।
'মনোমোহনের' কীর্ত্তি মনোরম—
যশ-সূর্য্য এত ভাতিছে কার। ১৭।
রাজনীতি ক্ষেত্রে সে 'লালমোহন',
'আনন্দমোহন' যশের কেতন।
অস্ত্রচিকিৎসায় 'সুরেশ' মতন,
আছে কি দ্বিতীয় তুলনা তার। ১৮।

বিজ্ঞানশিখরে 'জগদীশ বসু,
সে জ্ঞান কিনিতে আছে কিরে বসু,
'প্রফুল্ল' তোমার কিবা কীর্ত্তিমান্
রসায়ন-জ্ঞানে কে তার সমান,
কবি 'দীনবন্ধু' রসের তুফান,
নাটকে 'গিরীশ' গুণে গরীয়ান্
উপমাবিহীন কবি 'মধু' আন,
ভিষক 'শ্রীনীলরতন' মহান,
মন্ত্রী পদে ওই 'সত্যেন্দ্র' ধীমান্—
ইঁহারা তোমার কায়স্থ ভাই। ১৯।

যতই খুজিবে এ উজ্জ্বল আভা
ততই বাড়িবে হবে মনোলোভা,
কায়স্থ-জীবন অপরূপ শোভা
চির দীপ্ত এর তুলনা নাই। ২০।

এই জাতি কিরে কভু শূদ্র হয়?
পাংশু লিপ্ত হীরা যথা ম্লান রয়,
সংস্কারবিহীন তাই হীন কয়—
মহিমাবিহীন নহে এ ভবে। ২১।

তাই বলি ভাই! হয়ে এক প্রাণ
লও নিজ ধর্ম্ম কায়স্থ-সন্তান!
ক্ষত্রিয়-সংস্কারে হও বীর্য্যবান,
দেখুক নয়ন মেলিয়া সবে। ২২।

ভাবিছ কেমনে হয় এই কাজ
পূর্ব্বপুরুষেরা ত্যজেছে যে সাজ,
কর দূর সবে কুসংস্কার আজ,
শাস্ত্রে অনুমতি যখন আছে। ২৩।

'ব্রাত্যস্তোম' যাগে করি পাপ নাশ
সাবিত্রী গ্রহণে হয়োনা নিরাশ,
নব-কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সম্মুখে বিকাশ,
তোমার উন্নতি তোমার কাছে। ২৪।

লভিতে ক্ষমতা পড়ি কর্ম্ম ফেরে
বৌদ্ধধর্ম্মে তোমা ফেলেছিল ঘেরে,
লভিতে স্বপদ সে বিপদ হেরে
চিন্তিত হইলে যখন তুমি। ২৫।

* * * *

শুন তবে ওই পূরব কাহিনী,
ওই 'দাস' নহে শূদ্রত্ব বাহিনী;
কেন মিছা শূদ্র বলিছ আপনি?
ত্যজ তব ভুল আচার যত। ২৭।

বৌদ্ধ জৈনআচার বিপ্লবে
ক্ষত্রিয় আচার লুপ্ত হয় যবে
সাক্ষ্য দেয় তব ইতিহাস সবে,
তবে ভয় কেন পেতেছ অত। ২৮।

শূদ্রের যজন করে না ব্রাহ্মণ;
শূদ্রের ভবনে করে না ভোজন;
শূদ্রের যে দান করে না গ্রহণ;—
তুমি ওহে শূদ্র কেমনে তবে? ২৯।

তুমি শূদ্র হ'লে বঙ্গের ব্রাহ্মণ
হারায় ব্রহ্মত্ব, নাহি কি স্মরণ,
কহে নানাকথা জ্ঞানহীন জন,
সে কথাও কিহে শুনিতে হবে। ৩০।

তুমি শূদ্র হলে তোমার সন্তান
ফরাসী-প্রাঙ্গণে পেতো কি হে স্থান,
ক্ষত্রিয়-রুধির দেহে বহমান,
তারি নিদর্শন জানিবে ভবে। ৩১।

তাই বলি ভাই হে কায়স্থগণ!
শূদ্রত্ব ভাবনা কররে বর্জ্জন,
চিরপূত নিজ ক্ষত্র-আচরণ
কররে গ্রহণ কররে সবে। ৩২।

ক্ষত্রিয় কায়স্থে কভু ভেদ নাই,
বৃত্তি ভেদ শুধু জানে যে সবাই,
তবে ভেদ ভেদ কেন আর ছাই,
মেলো ভাই ভাই লাজ কি আর। ৩৩।

হে আত্মবিস্মৃত! রেখ হে স্মরণ,
তোমার জীবনে ভারতজীবন,
তোমার পতনে ভারতপতন,
তব অভ্যুদয়ে উদয় তার। ৩৪।

যশোরের কালী, কালীঘাটে কালী,
কায়স্থ-সন্তানে দে মা শক্তি ঢালি,
মুছে গো ফেলুক শূদ্রত্বের কালি
চব্বিশ-পরগণা গাহুক জয়। ৩৫।

উঠ জাগ তবে হে কায়স্থগণ!
স্বজাতি-মঙ্গল-ব্রতে কর পণ—
তেজিব এ ভেদ সমাজ-বন্ধন
কায়স্থ-মঙ্গল যাহাতে হয়। ৩৬।

অতঃপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ এম্-এ, বি-এল্ (অবসর প্রাপ্ত সবজজ) মহাশয় সমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রতিনিধি এবং উপস্থিত স্বজাতি মহোদয়দিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার লিখিত সম্ভাষণ অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে পাঠ করিতে অনুমতি করিলে রবীন্দ্রবাবু তাহা দক্ষতার সহিত পাঠ করেন:—

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

মহোদয়গণ,

স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আজ আমি আপনাদিগকে আমাদের অন্তরের অভিবাদন এবং স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা নিশ্চয় জানি, আপনারা নানা বাধা এবং ব্যক্তিগত অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যের আহ্বানে এই স্বজন সম্মেলনে সমাগত হইয়াছেন। আজ সেজন্য আপনাদিগকে বার বার আমাদের কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি। আমাদের আয়োজন অল্প, এবং জানি তাহার মধ্যে অনেক ত্রুটী, অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের প্রীতি এবং আন্তরিকতার কোন ত্রুটী নাই—একথা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আজ আমরা সেই প্রীতি এবং আন্তরিকতার অর্ঘ্য লইয়া আপনাদিগকে আমাদের এই নগরোপকণ্ঠের পল্লীভবনে স্বাগত অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনারা প্রসন্নচিত্তে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আজ উনিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই সম্মেলন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইদানীং বাঙ্গলা দেশের জল হাওয়ার গুণে কোনও অনুষ্ঠানই দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ভূমিষ্ঠ হইবার অনতিকাল পরেই অযত্নে, অনাদরে, উপেক্ষায় ওই সকল শিশু-অনুষ্ঠানগুলি রুগ্ন, শীর্ণ এবং কঙ্কালসার হইয়া পড়ে এবং যে

মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ইহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহা ইহাদের অকাল মৃত্যুতে প্রতিদিনই নিষ্পন্দ, পরিণাম বিহীন হইতে থাকে। সুতরাং এই দুর্ভাগ্য দেশে জন্মিয়াও আমাদের এই অনুষ্ঠানটি যে নির্ব্বিঘ্নে শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিতে পারিয়াছে—ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। একথা আজ নিশ্চয় বলিতে পারা যায়—ইহার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে। যে মূল উদ্দেশ্য লইয়া এই অনুষ্ঠানটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নয়। সমস্ত কায়স্থ জাতির সত্য আকাঙ্ক্ষায় যাহাকে জন্ম দিয়াছে, সমস্ত কায়স্থ জাতির বিনিদ্র অধ্যবসায় প্রতি নিয়তই তাহাকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবে।

আজ নানা দিক্ হইতে নানা সমস্যা আমাদের সমাজের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া জটলা পাকাইতেছে। দারিদ্র্য, অক্ষমতা, অশিক্ষা এবং অধর্ম্ম আজ মারীর মত সমস্ত সমাজের শারীর বিধানে সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। বাহিরের সংঘর্ষে এবং নূতনের সংঘাতে সমাজের তরণী আজ রসি কাটিয়া অকূলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই নিদারুণ সংকটের দিনে আমাদের সামাজিকবর্গের মধ্যে সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা যথার্থই দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। কারণ, আমাদের দেশের জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, "সংহতি কার্য্যসাধিকা" আমাদের ইংরাজ গুরুরাও শিক্ষা দেন—There is wisdom in a council.

কিন্তু আজ এই যে সমস্ত দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহার কারণ কি? জীবন-সংগ্রামে এই যে আমরা প্রতিদিনই হটিয়া যাইতেছি—ইহার অর্থ কি? কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় এই যে আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—কেন এমন ঘটিতেছে?

আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, এই সকল দুর্গতির ভিতরের কথা আমাদের শক্তিহীনতা, জড়ত্ব, জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার মত যথেষ্ট ঐক্য ব্যবস্থার অভাব।

আমরা ইতিহাস পড়িয়া মাথা নাড়িয়া বলি, আচ্ছা গ্রীক জাতটা কেবল আপনাআপনি দলাদলি করিয়া মাটি হইল—হিন্দু জাতটা নির্ব্বোধ আত্মবিরোধেই অধঃপাতে গেল। আমরা পরস্পরের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম দেখিলেই পরম বিজ্ঞভাবে মত ব্যক্ত করিয়া থাকি, এইবার উহাদের লক্ষ্মী অন্তর্ধান হইল—আর কোন ভদ্রতা নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথচ এই সমস্ত বিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনের কিম্বা সমাজের কোন কার্য্যেই লাগাইতে পারিলাম না। এই অভিজ্ঞতা বাস্তবিকই আমাদের গভীর লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয়।

একটি উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হইবে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের সমস্ত কায়স্থ-সমাজের মূল উৎস এক। কালক্রমে দূরত্ব নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার এবং আদান প্রদানের অভাবে তাহা চারিটি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই বিচ্ছেদ এবং স্বতন্ত্রতার ফল অন্যত্রও যেরূপ হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নদী চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার মাঝে মাঝে চর পড়িয়া গিয়াছে। তাহার অগাধ স্রোতোধারা ক্রমশঃ মন্দ হইতে হইতে অবশেষে একেবারেই বন্ধ হইয়া আসিয়াছে আর তাহার সে তরঙ্গলীলা নাই। আর সে দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ এবং সৌন্দর্য্য বহন করিয়া আনে না। আর সে পিপাসায় তৃপ্তি বিতরণ করিতে পারে না। তাহার পঙ্কিল বন্ধ জল আজ 'রোগ, শোক, মৃত্যুর নিদান' হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ সমাজ যদি এমনি করিয়া আপনাকে খণ্ডিত করিতে থাকে, তবে তাহার ধ্বংস প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সেই ধ্বংসের ছায়া আজ বাঙ্গলার খণ্ডিত কায়স্থ-সমাজের উপর করাল গাঢ়বর্ণে প্রতিদিনই দীর্ঘতর হইয়া পড়িতেছে। এই বিভীষিকা-চিত্র উদ্দাম কল্পনার লীলামাত্র নয়। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কম সত্য নহে।

ধ্বংস যে কিরূপ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহারই একটি প্রমাণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

আমাদের কায়স্থ-সমাজের দারিদ্র্য দিন দিন যে বাড়িয়া চলিতেছে, এ বিষয়ে বোধ করি কোনও মতভেদ নাই। ইদানীং বস্ত্র প্রভৃতি একান্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্য-গুলির অসম্ভব দুর্ম্মূল্যতা হেতু এই দারিদ্র্য আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার কন্যার বিবাহে বরপণ আছে। ইহাকেই গ্রাম্য বালকেরা গোদের উপর বিষফোড়া বলিয়া থাকেন।

এই লুব্ধ নির্লজ্জ প্রথা আজ ঘৃণিত ব্যাধিরই মত আমাদের সমাজ-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পলে পলে তাহার জীবন-শোণিত নিঃশেষে পান করিয়া লইতেছে। এই ক্ষুধিত নরমেধ-যজ্ঞের লেলিহান অগ্নিজিহ্বা আজ অন্ধ লোলুপতায় আকাশ স্পর্শ করিতে চাহিতেছে। শুধু বলিতেছে—দাও, দাও, দাও। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শুধু হাঁকিতেছে—দাও, দাও, দাও। অগ্নি! বিশ্বগ্রাসী পরম

ক্ষুধা! তুমি দয়া করিয়া আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাও! আমাদের সমস্ত মঙ্গল তোমারই বিরাট জঠরে আহুতিরূপ দান করিয়াছি। আজ আর আমাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই।

কেবল এই কুৎসিত বরপণ প্রথা নহে, আরও বহু দানবী প্রথা আমাদের এই খণ্ডিত, নির্জ্জীব, মরণাপন্ন সমাজকে দ্রুতবেগে সুনিশ্চিত বিনাশের পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর আমরা মূঢ়ের মত, নির্ব্বোধ জড়-পিণ্ডের মত সম্মুখে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও শূন্য প্রেক্ষণে তাকাইয়া আছি।

অথচ ইহার কোনও প্রতিকার নাই, এমন নহে। ব্যাধির হেতু নির্ণয় হইলেই, তাহার আরোগ্য সম্ভাবনা সহজ হইয়া আসে।

একটু তলাইয়া বুঝিলেই দেখা যায়; আমাদের এই সমাজ-ব্যাধির প্রধান কারণই—আমাদের এই বিচ্ছিন্নতা—এই আত্মঘাতী স্বতন্ত্রতা। আমাদের সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া দেওয়াতেই আমাদের নির্ব্বাচন স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। তাই আজ আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অত্যন্ত সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে বাছাই—করিতে হইতেছে। ইহাতে করিয়া একদিকে যেমন বরপণ প্রথা প্রশ্রয় পাইয়া হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, আমরা কিছুতেই তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেছি না; অপর দিকে তেমনি যৌন নির্ব্বাচনের যথেষ্ট সুযোগ না থাকায় কায়স্থ-সমাজের শারীরিক এবং মানসিক অপকর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। অথচ একদিন এই সুপ্রজনন নীতির দ্বারাই হিন্দুর সমস্ত গৌণ সম্বন্ধ কঠোর ভাবে নিয়মিত হইত—আমাদের শাস্ত্র-বিধি হইতে এখনও তাহার সমস্ত প্রমাণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

এই সমূহ অমঙ্গল হইতে কায়স্থ-সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, এই সমস্ত কুপ্রথাকে নির্ব্বাসিত করিয়া ধর্ম্ম এবং উদার সৌজাত্য নীতির উপর আমাদের যৌন সম্বন্ধকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বাঙ্গলার কায়স্থ-সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। দুর্গং পথস্তৎ—সন্দেহ নাই। তথাপি এই দুর্গম পথকেই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। কেন না ইহাই আজ আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

অতএব এই ঐক্যমন্ত্রে আজ আমাদের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। অনেক স্বার্থ, অনেক ক্ষুদ্র লাভ অনেক সুবিধাকে জাতির কল্যাণ-কামনায় বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ত্যাগের শৌর্য্য আজও আমাদের মধ্য হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নাও হইতে পারে।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। হৃদয়াবেগের প্রাচর্য্যবশতঃ ...ত বা আমাদের নির্দ্দিষ্ট অধিকার সীমা বার বার লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছি। ...থাপি যে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই—এজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি; ...ন-গৃহে অতিথির উপর এইরূপ অত্যাচার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

পরিশেষে, আমাদের বক্তব্য রোধ করিবার পূর্ব্বে আবার আমরা আপনাদিগকে আমাদের এই পল্লিভবনের পুণ্য সম্মিলন ক্ষেত্রে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনারা আমাদের পরিপূর্ণ প্রীতি এবং সৌভ্রাত্রের পুষ্পার্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ এবং অনুগৃহীত করুন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয়ের রচিত আবাহন-সঙ্গীত প্রবীন সঙ্গীতজ্ঞ সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত রামনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা গীত হয়:—

ভৈরবী—কাওয়ালী

আপন হারা কেরে তোরা চারি ভাই
আপন কাজে আপনা ভুলে কেন সবে ঠাঁই ঠাঁই?
কে তোরা কেমন ছিলি সে সকল পাসরিলি
(এখন) তোদের দুঃখে বঙ্গমাতার আঁখি জলে' ভেসে যায়;

আর্য্যের তনয় যারা ঘোষে যশ বসুন্ধরা
কেন অচেতন তারা—এ দশা কি শোভা পায়।
আদর্শ রাজ্য গঠন ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন
করেছিল যারা পূর্ব্বে সে কথা কি মনে নাই।

উঠ নিদ্রা পরিহরি ওই দেখ উদিছে হরি
রঞ্জিয়া পূরব দিশি লোহিত ছটায়।
মিলিছে আজ বড় আশে ভায়ে ভায়ে ভাইএর পাশে
এ শুভ মিলন-গাথা বহুক মলয় বায়;

মুছে ফেল সে কালিমা গেল যাহে জাত গরিমা
পুনঃ ক্ষত্রজাতি জ্যোতিঃ ফুটুক ধরায়;
এই সম্মিলন মাঝে চল তবে নিজ সাজে
লুপ্ত কীর্ত্তি দেখি আবার ফিরে কিনা পাই।

ডাকি অতি সমাদরে এস ভাই দয়া ক'রে
নিজ গুণে দোষ গুণ ক্ষমিয়া সবায়,
কি আছে কি দিব মোরা ভাইএর স্নেহ সুধাধারা
এই নিয়ে ভাই কর সুখী প্রেমসাগরে ভেসে যাই।

সঙ্গীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রচিত "উদ্বোধন" কবিতা পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয় পাঠ করেন।—

উদ্বোধন।

জাগরে জাগরে আজি কায়স্থ-সন্তান!
একি নিদ্রা মোহঘোরে অচেতন ক'রে তোরে,
ভুলিলি কোথায় হায় আপনার স্থান,
সবে টিট্‌কারি দেয় তবু নাহি জ্ঞান। ১।

এখনো কি র'বি মুগ্ধ ঘোর মিথ্যাজালে—
জগতে প্রধান ছিলি তাও কিরে ভুলে গেলি,
জাতীয় গৌরব গাথা ভুলিলি কেমনে,
ইতিহাস সাক্ষ্য তার—হেরনি নয়নে। ২।

চিত্রগুপ্তবংশধর এই কি সে জাতি!
অঙ্গুলি হেলনে যার স্তব্ধ হ'ত পারাবার,
ত্রিজগৎ জড় সড় সভয় অন্তর,
তটস্থ রহিত সবে—রহিত অন্তর। ৩।

এই কি সে জাতি যার কীর্ত্তি-মহীয়সী—
পুরাণের পাতে পাতে সুবর্ণ অক্ষরে ভাতে
জন্মেছিলা যেই বংশে রাবণ-অরাতি,
খাণ্ডব-দহনকারী কৃষ্ণার্জ্জুন রথী। ৪।

ভুলেছ কি সুমধুর অমর কাহিনী—
স্রষ্টা আজ্ঞা রক্ষাতরে লেখনি ধরিলা করে
চিত্রগুপ্ত মহাযশা ক্ষত্রবীর্য্যবান,
কায়স্থ আখ্যায় যিনি লভিলা সম্মান। ৫।

সেই সে সুমহাক্ষণে বিধির বিধানে
জগৎ কল্যাণ তরে ক্ষত্রগণ প্রীতিভরে
অসি মসি দুই বৃত্তি করিলা গ্রহণ—
লেখনি ঘৃণিত নহে রাখিও স্মরণ। ৬।

তবে কেন হে কায়স্থ! ধর শূদ্রাচার,
কার মান রক্ষাতরে এ আচার নিলে করে,
কাহার বিধানে হায় এ দশা তোমার!
এ দুর্দ্দৈব—বিধাতার নহে রে বিচার! ৭।

হে বিধাতঃ! কোন পাপে কার অভিশাপে—
জগতের পূজ্য যেই দীন হীন ঘৃণ্য সেই,
হাস্যাস্পদ প্রতিপদে দলিত চরণে—
হেরি কিরে নিদ্রাবশে অথবা স্বপনে। ৮।

হে কায়স্থ! শ্রেষ্ঠ তুমি বিখ্যাত ভুবনে
নহ হীন নহ দীন নহ কভু শক্তি হীন
শূদ্রাচারে আভাহীন—জাগিয়া মরণ—
কে তুমি কি ছিলে তাহা হয় কি স্মরণ? ৯।

সে দিন তোমারি বংশে লভেছে জনম
মহামান্য অগ্রগণ্য ত্রিজগতে ধন্য ধন্য
শ্রীপুরের চাঁদরায় বীরেন্দ্র কেদার;
সুপ্রসিদ্ধ সীতারাম বীর অবতার। ১০।

পড়ে কিরে পড়ে মনে হয় কি স্মরণ?
প্রতাপ আদিত্য ধীর নামের সুযোগ্য বীর
যশোরের কীর্ত্তিমান বীরেন্দ্রভূষণ
চব্বিশ-পরগণার অপূর্ব্ব কেতন। ১১।

সে দিন সুরেশ তব ঘোর অভিমানে
পশিলা বীরের বেশে সুদূর ব্রেজিল দেশে
বীর নাম নিজ করে করিলা অর্জ্জন—
করিলা উজ্জ্বল কিবা স্বজাতি-আনন। ১২।

শোননি কি কায়স্থের বীরত্ব গর্জ্জন ?
বিদেশীয় বীরগণ হেরি মুগ্ধ অচেতন,
মেসোপোটেমিয়া আর ফরাসী-প্রাঙ্গণ
বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তি করিছে ঘোষণ। ১৩।

দেখরে সম্মুখে তোর করে ঝলমল
রতন-সম্ভব বিভা বিদ্যা যশ কীর্ত্তি কিবা
সকলি তো তোর ঘরে চিরদীপ্তিমান্—
লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে বাঁধা তোর স্থান। ১৪।

কার সনে বল তব হয় রে তুলনা ?
দেখ বিধি প্রণয়নে অথবা বিচারাসনে
রসায়ন কিবা ওই বিজ্ঞান-শিখর
চিকিৎসাদি কোন শাস্ত্রে কে তব সোসর। ১৫।

কেন এই অজ্ঞানতা কায়স্থ-সন্তান !
ধরিছ শূদ্রত্ব ভার ত্যজি নিজ ক্ষত্রাচার
বিবেকানন্দের বাণী ভুলিলে কেমনে
আদর্শ সন্ন্যাসী যিনি পূজিত ভুবনে। ১৬।

কি ঘোর বিস্মৃতি জালে জড়িত নয়ন,
শত শত কশাঘাত শত শত পদাঘাত
সহিছ অম্লান ভাবে ক্ষোভ নাহি তায়,—
এই কিগো পরিণাম এ জাতির হায় ? ১৭।

শূদ্রত্বের বিষানলে জর্জ্জরিত কায়,
নির্জ্জীব চৈতন্যহীন তাই তুমি দিন দিন,
মহৌষধি কর পান—সংস্কার-গ্রহণ
ভাতিবে প্রদীপ্ত শিখা নবীন জীবন। ১৮।

হে নিদ্রিত, হে কায়স্থ, ভারত-জীবন !
তুমি যদি হেন ভাবে বিস্মৃতিতে ডুবে যাবে,
কে তবে করিবে বল দেশের কল্যাণ ?
জগতের হিতব্রতে কে দানিবে প্রাণ ? ১৯।

তোমরা না দুই শাখা মানব তরুর,
একজন অস্ত্রধর, অপর লেখনীকর
অর্থ-সচিবতা তব চির পুরাতন—
এ নহে তো তোষামোদ এ নহে স্বপন। ২০।

হে কায়স্থ, মহাপ্রাণ, হে আত্মবিস্মৃত !
দেখ পৃথ্বী ইতিহাসে তোমার মহিমা ভাসে
তব পানে আজ' সবে লুব্ধ নেত্রে চায়—
হেন দুর্দিনেও নেশা কাটিল না হায়। ২১।

কে শুনিছে, কারে কহি এ সব কাহিনী
আজি ক্ষত্র মহা জাতি, ধরে দাসত্ব অখ্যাতি
হাড়ে মাসে জর্জরিত ঘৃণ্য কদাচার,
স্বজাতি উন্নতি কথা না করে বিচার। ২২।

জাতীয় উন্নতি যদি তোমার মনন,
তবে নিজাচার ধরি শূদ্রাচার পরিহরি
কোলাকুলি এক সনে কর চারি ভাই,
জগতে মুগ্ধ নেত্রে হেরুক সবাই। ২৩।

দূর কর, হে কায়স্থ ! ওহে বঙ্গপ্রাণ !
কুটিল কৌলীন্যপ্রথা কেন রাখ অঙ্গব্যথা ?
'বল্লাল'-নির্ম্মিত উহা স্বার্থসিদ্ধি তরে—
কেন এই দুষ্ট-ব্রণ ধর বক্ষ পরে ? ২৪।

কেন মুগ্ধ তুমি হায় কৌলীন্য-কুহকে ?
কন্যার বিবাহ দিতে নাহি পার কোন মতে,
কৌলীন্য যে দায়ী ইথে রাখিও স্মরণ—
এ কুরীতি কেন তুমি কর রে পোষণ ? ২৫।

আর দেখ কি হয়েছে তোমার সমাজ,
জঘন্য এ পণপ্রথা ঘোর শক্তিশেল যথা
তোমাদের বক্ষরক্ত শুষিছে কেমন,
কোথা পরিণতি এর—ভেবেছ কখন ? ২৬।

তাই আজি চাহে সবে 'প্যাটেলের বিল'
তোমার কোলের মেয়ে হৃদয়ের রক্ত দিয়ে
পালিতেছ যারে তুমি প্রাণের রতন
(তারে) হীনজাতে কোন প্রাণে দিবে বিসর্জ্জন ? ২৭।

ওই শোন সমাজের ঘোর হাহাকার,
পৃথিবী বিক্ষুব্ধ তায় হেরি তব দুর্দ্দশায়
পিশাচেও পায় ভয় ও রীতি হেরিয়া,
লইতেছ অর্থ তুমি কুটুম্ব নাশিয়া। ২৮।

দেখিলে না একবার ফিরায়ে বদন,
কি হইল হায় তার কন্যারত্ন আন যার—
ছিন্ন ভিন্ন ঋণগ্রস্ত তোমার কারণ,
তোমার রাক্ষসী আশা করিতে পূরণ। ২৯।

এ যদি সমাজ তবে ঘৃণ্য কিবা আর,
হে কায়স্থ সুসন্তান ! রাখ রাখ বংশমান,
মুছে ফেল এ কলঙ্ক পণপ্রথা তুলি,
অপদার্থ ঘৃণ্য নাম যাক্ সবে ভুলি। ৩০।

ক্ষত্র হতে রক্ষা তরে তোমার জনম,
ক্ষত্রিয় নামটি তাই ত্রিজগতে পূজা পায়,
সমাজের পৃষ্ঠব্রণ কর নিবারণ—
স্বজাতির পূজা তুমি কর রে গ্রহণ। ৩১।

কর রে স্মরণ তুমি কোন মহাজাতি ?
কোন মহাকার্য্য তরে জন্ম তব মহী পরে ?
জাতির কল্যাণ আর দেশের কল্যাণ
তোমারি উপরে ন্যস্ত এ মহা সম্মান। ৩২।

আবার, আবার বলি কররে শ্রবণ
ধর নিজ ক্ষত্রাচার ভোল শূদ্র ব্যবহার,
দুর্বিনীত সমাজের অত্যাচার যত
দূর কর পদাঘাতে—নহে হও হত। ৩৩।

হে কায়স্থ ! হে ক্ষত্রিয় ! জগতলোচন !
কেন ভিন্ন ভাই ভাই মেল' সবে এক ঠাঁই,
ক্ষত্রাচারে জাতীয়তা কর জাগরণ,
জননীর অঙ্গব্যথা কর নিবারণ। ৩৪।

অতঃপর অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ১৮শ বর্ষের সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র মহোদয়কে এই মহাসভার কার্য্য সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, মহারাজ জগদীশ নাথ রায় বর্ম্ম প্রমুখ নেতৃবর্গের গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দেন এবং প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় উপস্থিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। সভাপতি মহাশয় আসনগ্রহণান্তে সুললিত ভাষায় তদীয় সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন :—

সভাপতির অভিভাষণ।

সমবেত বুধমণ্ডলি ও কায়স্থ-মহোদয়গণ,—

সভার প্রারম্ভে আমি মঙ্গলময় শ্রীহরির এবং কায়স্থ বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের নাম স্মরণ করিয়া সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও স্বজাতিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

জগদীশ্বরের কৃপায় আজ আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা প্রবীণ, যাঁহারা মহাপ্রাণ, যাঁহারা সমাজের অকৃত্রিম সেবক, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আমরা এই কয়েক বৎসরে হারাইয়াছি। তাঁহাদের ন্যায় যোগ্যতা না থাকিলেও আপনারা আমার ন্যায় শক্তিহীন জনের উপর সভার গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সে কার্য্যে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছি তাহা জানি না।

বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর প্রীতি, সহানুভূতি, সামাজিক বন্ধন-স্থাপন, বিবাহাদির ব্যয় সংক্ষেপ করণ এবং তাঁহাদের সকলের নৈতিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার এবং শিক্ষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন—এই সমস্ত সভার

মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে একতা, একাগ্রতা ও অর্থের আবশ্যক ; কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে এই কয়টীরই বিশেষ অভাব দেখা যায়।

আলোচ্য বর্ষ কায়স্থ-সভার ইতিহাসে একটী ভীষণ দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে, এবৎসরে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা জাতীয় কল্যাণকর অনেক কার্য্যই করিতে পারি নাই, আত্মকলহ ও গৃহবিবাদমীমাংসায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে জীবিকানির্ব্বাহের সকল দ্রব্যই ক্রমশঃ মহার্ঘ হইতেছে; তাহার উপর গত বৎসরের ভীষণ ঝটিকায় পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থান বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কায়স্থসভা এই সময়ে কতিপয় সহৃদয় সভ্যের সাহায্যে কিঞ্চিদধিক নয়শত টাকা সংগ্রহ করিয়া ঝটিকাপীড়িত ব্যক্তিবর্গকে সামান্য মাত্র সাহায্য দান করিতে পারিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে কায়স্থ-নরনারীর সংখ্যা প্রায় এগারলক্ষ হইবে, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, আজ কায়স্থসভার বার্ষিক আয় (৩০০০৲) তিন হাজার টাকা মাত্র। এই সামান্য আয় হইতে সভা যে কি প্রকারে শিক্ষাবিষয়ক এবং নৈতিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবেন তাহা বুঝিতে পারি না। এই প্রসঙ্গে শ্রীচিত্রগুপ্তভাণ্ডার সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের উপর নিরুপায় কায়স্থবালক-বালিকাগণের শিক্ষা ও সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবাগণকে সাহায্যদান এবং কায়স্থসভার বাসগৃহ নির্ম্মাণাদি সমস্ত জাতীয় উন্নতিকর কার্য্য নির্ভর করিতেছে। বঙ্গদেশীয় সজাতি-মহোদয়গণ প্রত্যেকে এই কার্য্যের জন্য বাৎসরিক সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করিলেও সময়ে সভার এই সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রচারকার্য্যও অর্থাভাবে আশানুরূপ করিতে পারা যাইতেছে না। এই জাতীয় মহাসভাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে আমাদের বিশেষরূপ অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করা উচিত বিবেচনা করি।

আলোচ্য বর্ষে সভার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণ আশাপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রতি বৎসরই কায়স্থদিগের মধ্যে উপনয়ন বিস্তার হইতেছে; কায়স্থসভার কল্যাণে, গ্রন্থকারগণের গবেষণায় এবং প্রচারকবর্গের প্রচারফলে কায়স্থ জাতি বৈদিক সাবিত্রী-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইতেছেন। কায়স্থ জাতি যে দ্বিজাতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং সে সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি যথেষ্ট আছে। বহু

প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালিপিও ইহা সমর্থন করে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে কায়স্থের বর্ণ-ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। আমাদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও লোকাবধি প্রতিকূল স্রোতে পড়িয়া দ্বিজাচার পুনঃগ্রহণ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে যাঁহারা দ্বিজাচার গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বিবাহে শাস্ত্রবিরুদ্ধ পণগ্রহণপ্রথা রহিত করিতে ও বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যে ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ করিতে পারা যায় নাই। পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণের কুপ্রথা দূরীভূত করিতে হইলে, আমাদের চারিশ্রেণীর মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহের অধিকতর প্রচলন, বিশেষতঃ মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান প্রথা প্রবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ঐরূপ প্রথা অবলম্বন করিলে বিবাহক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ ঐ কুপ্রথা হ্রাস হইতে পারে।

অতঃপর যে দুঃসহ বিয়োগবেদনা লইয়া আমরা অদ্যকার সভায় মিলিত হইয়াছি, আপনাদের নিকট সঙ্ক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। গত ৫ই পৌষ তারিখে কায়স্থ-সভার মেরুদণ্ডস্বরূপ মহারাজ বাহাদুর সার গিরিজানাথ রায় বর্ম্ম কে, সি, আই, ই মহোদয় সমগ্র কায়স্থ-সমাজকে শোকাকুল করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশের বিশেষতঃ কায়স্থজাতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবার নহে। নিখিল-ভারতীয় কায়স্থ-সম্মেলনের গত বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি লক্ষ্ণৌপ্রবাসী সার্জ্জন মেজর রায় মহেন্দ্রনাথ ওদেদার বাহাদুরের আকস্মিক মৃত্যুতে যুক্তপ্রদেশে কায়স্থগৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত কায়স্থজাতির পরম হিতৈষী নবদ্বীপের উজ্জ্বল রত্ন মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং ডেরাডুনের প্রসিদ্ধ উকীল জ্যোতিঃস্বরূপের অকালমৃত্যুতে কায়স্থ-সভা বিশেষ সন্তপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

গতবর্ষের শোকতাপের মধ্যে আমাদের অনেক আনন্দেরও কারণ হইয়াছে। আমাদের জাতির বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক গবেষণা স্বদেশে ও পাশ্চাত্য জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক জগতেও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে কায়স্থ জাতি পশ্চাৎপদ হন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষাব্যবস্থা করিবার জন্য আমাদের কায়স্থ জাতি অকাতরে অর্থদান করিতেছেন, ইহাও সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

আধুনিক উচ্চ শিক্ষা ও বিবিধ কল-কৌশল শিক্ষা করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারও বাঞ্ছনীয়। সমাজে সুশিক্ষিত স্ত্রীজাতির

অভাবে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু সেই স্ত্রীশিক্ষা হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতিবিরোধী না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাথা আবশ্যক।

উপসংহারে বক্তব্য এই, একতা ভিন্ন কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব আপনারা জাতীয় কল্যাণের যে সমস্ত প্রধান অন্তরায় সে গুলিকে সম্মিলিত শক্তি দ্বারা অপসারিত করিয়া সভাকে নবজীবন দান করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। কায়স্থ-সভার উন্নতির জন্য আপনারা ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বেষ বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিন। সভার পুষ্টি ও ইষ্টসাধনে তৎপর হউন। কায়মনোবাক্যে জাতীয় কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া জাতির সেবক হইবার চেষ্টা করুন। আমার হীনতা ও দীনতা আমি প্রতিপদেই স্বীকার করিতেছি। মানব মাত্রেরই ভুল হয়, এই বৃহৎ সভা পরিচালনে ভুল ভ্রান্তি হওয়াও বিচিত্র নহে। যদি অনিচ্ছাকৃত আমার কোন ত্রুটী হইয়া থাকে—তাহা মার্জ্জনা করিবেন। অবশেষে আমি আবার মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া আমাদের জাতীয় মঙ্গল সভার সফলতা কামনা করি।

অতঃপর সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া সভার কার্য্যে সহানুভূতি সূচক তার ও পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ধাম পাঠ করেন:—

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বর্ম্মা রায়, ললিতানগর, মালদহ।

(দঃ) মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, আসাম।

(বাঃ) রায় ,, ক্ষিতীশভূষণ দেববর্ম্মা বাহাদুর, তাড়াশ বনওয়ারীনগর, পাবনা।

(উঃ) কুমার ,, মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বাঁশবেড়ে, হুগলী।

(দঃ) রায় ,, কিরণচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুর, কাশীপুর।

(দঃ) ,, মতিলাল ঘোষ, সম্পাদক "অমৃতবাজার পত্রিকা"।

(বাঃ) ,, যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, টেঁপা, রাধাবল্লভ, রংপুর।

(বঃ) ,, কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ, সভাপতি "আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি" ফরিদপুর।

(বাঃ) রায় ,, বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর এম-এ, বি-এল, কৃষ্ণনগর নদীয়া।

(উঃ) ,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা, দিনাজপুর রাজসাহী।

(বঃ) ,, বিজয়কালীরায় চৌধুরী, টাকী।

(বঃ) ,, উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, টাকী।

শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, রামনগর রংমহলকুঠী।

,, পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা, কানপুর (ইউ, পি)।

,, তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কাশীপুর, বরিশাল।

,, বেনীমাধব সরকার দেববর্ম্মা, লুইজ জুবিলীসেনীটেরিয়াম, দার্জ্জিলীং।

,, রাধিকাপ্রসাদ বসুবর্ম্মা এম-এ, বি-এল, সম্পাদক যশোহর কায়স্থ-সভা।

,, রাইচরণ রায় দেববর্ম্মা, পাবনা।

,, কিরণচন্দ্র দত্ত, ১নং লক্ষ্মীদত্তের লেন-বাগবাজার।

,, প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি-এল, বগুড়া।

,, হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম-এ, ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্, ঢাকা।

,, মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা, ইলুহার, বরিশাল।

,, অখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মা ভারতীভূষণ, কোচবিহার।

,, সুরেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার, ,,

,, নূতনচন্দ্র দেব বর্ম্মা চৌধুরী, চট্টগ্রাম।

,, হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ময়মনসিংহ।

,, অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা, বেরেলী টিষ্টেট, আসাম।

,, মধুসূদন গুহ বর্ম্মা, আটারিথাট টিষ্টেট, আসাম।

,, মতিলাল ঘোষ দস্তিদার, লক্ষ্মীকোল, রাজবাড়ী।

,, রজনীকান্ত বসু বর্ম্মা, আখিরা, শান্তাহার, বগুড়া।

,, কমলাকান্ত ঘোষ, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

,, রাজচন্দ্র দাস উকীল, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

,, শ্রীশচন্দ্র দেব, করিমগঞ্জ শ্রীহট্ট।

,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব, রামচন্দ্রপুর, বরিশাল।

,, ডাক্তার শশিভূষণ সরকার দেববর্ম্মা, ফুলবদীনা, যশোহর।

,, কেদারনাথ দেববর্ম্মা, বান্ধব দৌলতপুর, ফরিদপুর।

,, গিরিজাপ্রসন্ন দেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা।

,, গোপালচন্দ্র দত্ত মোক্তার, নোয়াখালী।

,, দীনেশচন্দ্র সেন, নদীয়া।

,, অপূর্ব্বচন্দ্র বসু, ৫ নং কালীতারা বসুর লেন।

,, দেবেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, ৩৩ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট।

,, বিজয়লাল দত্ত, ২৩।৩ নং চক্রবেড়িয়া রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর।

(দঃ) ,, রাধাকান্ত বসু, চন্দননগর, হুগলী।
(উঃ) ,, লাড্ডীমোহন দত্ত, চড়কডাঙ্গা রোড্, বেলেঘাটা।

তৎপরে নগেন্দ্রবাবু একটী নাতিদীর্ঘ আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাহার সারাংশ এই ঃ—

"আমি ব্রাহ্মণ মহোদয়দিগের চরণে প্রণাম এবং মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সজাতিমহাশয়দিগকে যথাযোগ্য সম্মান ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। কায়স্থসভার গত বার্ষিক অধিবেশনের পর হইতে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ অনেক সময় আমি আমার কর্ত্তব্য আশানুরূপ প্রতিপালন করিতে পারি নাই, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে আমি সভ্য মহোদয়গণের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। আমার শারীরিক অবস্থায় আমি আর যে পুনরায় আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব মাঝে মাঝে সে আশাও ছিল না। এই অষ্টাদশবর্ষব্যাপী আমাদিগের কঠোর সাধনা চলিতেছে,—কিন্তু এখন পর্য্যন্তও এই জাতির মধ্যে পবিত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান উদ্বোধিত হইতেছে না। যাঁহারা সভার জীবনী-শক্তিস্বরূপ ছিলেন এক একটী করিয়া তাঁহাদিগকে হারাইয়া কায়স্থসভা শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। আজ সভার প্রারম্ভে পুনরায় আমাকে একটী নিদারুণ সংবাদ দিতে হইতেছে,—আমাদের অকৃত্রিম সুহৃৎ স্বজাতিবৎসল পরম দয়ালু ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহোদয় আমাদিগকে গত কল্য রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি অশেষ সদ্গুণান্বিত এবং এই সভার একজন পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক দেহত্যাগে সমগ্র কায়স্থ-সমাজ মর্ম্মাহত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করেন।

অতঃপর নগেন্দ্রবাবু "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী" পাঠ করেন ঃ—

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

১৩২৬ সাল।

ভগবদিচ্ছায়, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা গত শ্রাবণ মাসে উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বিগত বর্ষে সভার উপর বিষম ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে ; নানা বাধা বিপত্তি, অভাব অভিযোগের প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে সভা যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহাই ভগবানের যথেষ্ট কৃপা। বিবরণীর প্রারম্ভেই আমাদের একটা দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। বর্ত্তমানে আমরা যেন আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠার কথা ভুলিয়া

যাইতেছি। ব্যক্তিগত স্বার্থে লক্ষ্য রাখিয়া জাতীয় স্বার্থে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে জাতীয় উত্থানের পরিবর্ত্তে পতনের পথই প্রশস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ নানারূপ গুরুতর মতভেদ আসিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। গত বার্ষিক অধিবেশনের পরেই কতিপয় সভ্যের মধ্যে মতভেদের ফলে বিষম সংঘর্ষ ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার ফলে কয়েক মাস সভার কার্য্য সম্পাদনে বিশেষ ব্যাঘাত হয়, তাহাতে সভার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের উদ্যোগে শান্তি স্থাপিত হইলেও কতিপয় সভ্য সেই আন্দোলনের ফলে সভার প্রকৃত অবস্থার প্রতি এবং নিজের জাতীয় কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সভার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন এবং কয়েকজন চাঁদার টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। নানাবিধ উপায়ে সভার ক্ষতিজনক ক্রিয়াদি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইলে আলোচ্যবর্ষে সভার প্রতিপত্তি ও উন্নতি আরও বৃদ্ধি পাইত। আশা করি কায়স্থসমাজ এরূপ আত্মঘাতী অবৈধ কার্য্যে প্রশ্রয়দান করিবেন না।

আলোচ্যবর্ষে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইলেও আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা হয় নাই। জগতে সর্ব্বত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপকরণের বিশেষ অপ্রাচুর্য্য ও সকল দ্রব্যেরই মূল্য যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, ব্যাধি ও মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদুপরি এখন চারিদিকে দুর্ভিক্ষ ও নিত্য নূতন ধর্ম্মঘটের সংবাদে ছোট বড় সকলের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কারণে আলোচ্যবর্ষে সভার উদ্দেশ্য প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট বাধা ঘটিয়াছে। তথাপি সভা ঋণগ্রস্ত না হইয়া বরং গত বর্ষের ঋণদায় হইতে বহুল পরিমাণে মুক্তিলাভ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই কতকটা আশার কথা।

আলোচ্যবর্ষে সম্পাদকদ্বয়ের অসুস্থতা হেতু অনেক সময়েই কায়স্থ-সভার চির-হিতৈষী রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয় নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া, তাঁহার কর্ম্মচারী প্রভৃতির দ্বারা সাহায্য করিয়া এবং নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রমে সভার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার ঐরূপ সাহায্য না পাইলে কিছুতেই সভার কার্য্য যথাযথরূপে সম্পন্ন হইত না। এই সঙ্গে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি নিজে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সভার কার্য্যে সর্ব্বদা সহায়তা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

সভার সদস্য-সংখ্যা—এ বৎসর ১৬২ জন নূতন সভ্য ও ১১ জন

পত্রিকার নূতন গ্রাহক হইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে ১৩৩ জন এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর ৮৮ জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। পত্রিকার গ্রাহক পূর্ব্ব বৎসর ৩১ জন এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে ২১ জন বাড়িয়াছিল। এ বৎসর ২২৪ জন পত্রিকার ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়াছেন; পদত্যাগ ও সন্ধান না পাওয়ার সংখ্যা ২৫ জন এবং যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ১৪ জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ভিঃ পিঃ ফেরৎ হওয়ায় সভার যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা নিবারণ জন্য সজাতি মহোদয়গণের সানুকূল দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

শাখা-সমিতি—দুইটী মাত্র বাড়িয়াছে। ভাঙ্গার আর্য্য-কায়স্থ-সভা ও প্রচার সমিতি এবং চট্টগ্রামের পটীয়া আনুষ্ঠানিক-ক্ষত্রিয়-সমিতি—কায়স্থ-সভার শাখারূপে পরিগণিত হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—এ বৎসরে সমিতির ১৬টী অধিবেশন হইয়াছে। গত চৈত্র মাসে গুড্ ফ্রাইডের বন্ধে লক্ষ্ণৌ সহরে নিখিল-ভারতীয়-কায়স্থ-সম্মেলন হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় ঐ সময়ে বার্ষিক অধিবেশন হইতে পারে নাই; এজন্য গত বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে বর্ত্তমান সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সভার কার্য্য পরিচালনভার বহন করিতে হইয়াছে। এ বৎসর সমিতির অধিবেশনগুলিতে অধিক সংখ্যক সভ্য যোগদান করিয়াছেন, ইহাও কতকটা সজীবতার লক্ষণ বলিতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে কার্য্য পরিচালনের সুবিধার জন্য অন্য শ্রেণী অপেক্ষা দক্ষিণরাঢ়ীয় সভ্যের সংখ্যা অধিক ছিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও কাহারও আপত্তি হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে চারি শ্রেণী হইতে সমান সংখ্যক সভ্য লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিচালিত হইয়াছে।

সভার বিশেষ-অধিবেশন—(১) কতিপয় সভ্যের স্বাক্ষরিত দুইপ্রস্থ আবেদন (Requisition) পত্র অনুসারে গত ১৩২৬ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার কার্য্য-বিবরণ গত শ্রাবণের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। (২) মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর অকালে দেহত্যাগ করায় শোক-প্রকাশার্থ গত ১৫ই পৌষ ঐ পরিষৎ মন্দিরে সভার আর একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহার বিবরণ গত পৌষের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

নিখিল-ভারতীয়-কায়স্থ-সম্মেলন—এবার ৩রা ও ৪ঠা এপ্রেল লক্ষ্ণৌ নগরে এই সম্মেলন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মেলনের

... গত বৈশাখের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহাসভায় ...রের প্রতিনিধিগণ, হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ কায়স্থশিক্ষার্থিগণের ...াধিকার রহিত করায় তাহার প্রতিবাদে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু ...রের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, এই ঋষিকুলে কায়স্থ জাতির অধিকার রক্ষার জন্য ...শেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, আমাদের পরম সুহৃদ্ ডেরাডুনের প্রসিদ্ধ ...ল সেই মহাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ গত ১লা মে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

অতঃপর আলোচ্যবর্ষে সভার উদ্দেশ্য কোন্ বিষয়ে কতটা সফলতা লাভ ...াছে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে:—

বিবাহ-ব্যয়-সঙ্কোচ—এবার বিবাহের ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টা অনেক ...হইয়াছে; তন্মধ্যে কতকগুলি বিবাহের সংবাদ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত ...াছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, একদিকে যেমন ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা ...েছে তেমন অপর দিকে পাকা-দেখা ও তত্ত্বাদিতে ব্যয় বাহুল্যেরও যথেষ্ট ...য় পাওয়া গিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমবেত চেষ্টা না হইলে এই ...ার প্রতিকার হইবে না।

বিবাহে পণ-গ্রহণ ও আন্তর্গণিক-বিবাহ—সভার ...োলন ফলে বিনাপণে কতকগুলি বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে এবং তত্ত্ব ও যৌতুক ...র আড়ম্বর কতকটা হ্রাস হইয়াছে। অনেক স্থলে প্রকাশ্যে দাবী দাওয়ার ...া না উঠিলেও ভিতরে ভিতরে বন্দোবস্তের কথা শুনা যায়। এবারে মোট ১৮টী ...াহ-সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে (ক) বিনাপণে ২টী (খ) ...নাপণেও ক্ষত্রিয়াচারে ৬টী (গ) বিনাপণে ক্ষত্রিয়াচারে আন্তর্গণিক ১টী (ঘ) ...নাপণে আন্তর্গণিক ১টী (ঙ) ক্ষত্রিয়াচারে ৭টী (চ) আন্তর্গণিক ১টী। ইহার ...ধ্যে সভার সভ্য বরপক্ষ ৬ জন, কন্যাপক্ষ ৩ জন। অনেক বিবাহে দাবি দাওয়ার ...া এবং কয়েক স্থলে যথেষ্ট উৎপীড়নের কথাও শুনা গিয়াছে। ঘরে ঘরে কিরূপ ...র্তনাদ উঠিতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ বিষয়ে সমাজহিতৈষী ...মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। সমাজে ধর্ম্মভাব না জাগিলে এবং ...ায়বান্ শিক্ষিত জনগণ এ বিষয়ে সঙ্কল্পবদ্ধ এবং সংকল্প রক্ষায় দৃঢ়প্রযত্ন না ...হইলে এই কুপ্রথা দূরীভূত হইবে না।

প্রচার—আলোচ্যবর্ষে কায়স্থ-সভার প্রচার-সমিতি যেরূপ ব্যবস্থা ...করিয়াছিলেন সময় ও অর্থাভাবে এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের ঝটিকা বিপ্লবের কারণ ...রূপ কার্য্য হইতে পারে নাই। সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

বর্ম্মা ও মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের উদ্যমে প্রায় ৬ মাস কাল নানাস্থানে প্রচার কার্য্য চলিয়াছে। উহার ফলে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সভার বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই, নচেৎ এ বৎসর বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। সভার পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক বারাণসী, প্রয়াগ লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রবাসী কায়স্থদিগের মধ্যেও সভার উদ্দেশ্য প্রচার হইয়াছে। এই সকল বিবরণ কায়স্থ-পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ঢাকার অনারেবল রায় শ্রীনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর, পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার সহযোগী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা, বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন মোহন বিদ্যানিধি, ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, সভার অন্যতম সহঃ সভাপতি ও 'আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভার' সম্পাদক অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা, কুলভাস্কর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা, বরিশাল কাশীপুরের শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ইদিলপুরের শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার বসু বর্ম্মা, চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু বর্ম্মা, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত নূতনচন্দ্র চৌধুরী বর্ম্মা এবং মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা প্রমুখ সমাজের মঙ্গলকামী মহাত্মগণ নানা স্থানে সভাসমিতি এবং অনেক কায়স্থ সন্তানের উপনয়নাদি করাইয়া সভার প্রচার কার্য্যে বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত নড়াইলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র কবিকুসুম ও যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা, যশোহর মাধবপুরের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা, খোকসার শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা, বিক্রমপুর বজ্রযোগিনীর শ্রীযুক্ত রাজমোহন মজুমদার বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কানপুরের শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ বর্ম্মা, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা ও হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা, বর্দ্ধমান দাঁইহাটের শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ বর্ম্মা, লক্ষ্ণৌএর স্বর্গীয় সার্জন-মেজর রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মিত্র বর্ম্মা ও ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসু বর্ম্মা, উমেদপুরের শ্রীমান্ ভগবানচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, বারাসিয়ার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ও ফণীন্দ্রনাথ রাহা বর্ম্মা, সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীমান বিভূতিভূষণ বসু ও কর্ম্মচারী শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা প্রভৃতি নানা ভাবে নানা উপলক্ষে প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

অনেক স্থলে বিবাহ এবং দেব পূজাদি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। দেখা যায় যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদির মন্ত্র পাঠ কালে নামান্তে 'দাস' 'দাসী' শব্দ-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়াচার পুনর্গ্রহণ—গত বার্ষিক অধিবেশনের সময় নড়াইল [illegible] জমিদারভবনে ৬২ জন উপবীত গ্রহণ করেন। তৎপরে [illegible] 'বিশ্বকোষ' কুটীরে ১৭ জন উপনীত হন। এতদ্ব্যতীত প্রায় দুইশত [illegible] উপনয়ন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; ফরিদপুরের 'আর্য্য-[কায়স্থ-]প্রতিভা'য়ও বহু উপনয়ন সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও অনেক [স্থানে উপনয়]ন হইয়াছে, যথাসময়ে তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অতঃপর প্রত্যেক [স্থানে]র কায়স্থ-ভ্রাতৃগণকে সেই সেই স্থানের উপনয়নসংবাদ সভার কার্য্যালয়ে [পাঠাই]তে সভা অনুরোধ করিতেছেন।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ—আলোচ্যবর্ষে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন ২৬টী শ্রাদ্ধের [মধ্যে] যাহা কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত [হইল য]থা:—

(১) ১৩২৫ সালের ১০ই চৈত্র (চট্টগ্রাম) কোকদণ্ডীর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র [বর্ম্মা]র পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ, (২) ১৮ই বৈশাখ (১৩২৬) ঢাকা বজ্রযোগিনীর [শ্রীযু]ক্ত [illegible] বসু বর্ম্মার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ, (৩) ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) খুলনা [illegible] গাছীর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ, (৪) ২৩ বৈশাখ (১৩২৬) দিনাজপুর বলতৈড়ের ৺শরচ্চন্দ্র দাস বর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ, (৫) ১০ই [শ্রাবণ] (১৩২৬) ছোটভাকলার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সরকার দেব বর্ম্মার পিতার [আদ্যশ্র]াদ্ধ, (৬) ১৩ই শ্রাবণ (১৩২৬) ফরিদপুর বাইপরশির শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার [illegible] বর্ম্মার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ, (৭) ১৩ই ভাদ্র (১৩২৬) যশোহর বারাসিয়ার [শ্রীযু]ক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মার জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ, (৮) ২রা ভাদ্র (১৩২৬), [যশ]োহর ধোপাদহের শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ, (৯) ৬ই শ্রাবণ (১৩২৬) বগুড়া মেলা-গোপীনাথপুরের শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দেববর্ম্মার পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ, [(১০)] বগুড়া মাদলার ৺কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার জমিদার মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ, (১১) [ফ]রিদপুর হাটগ্রামের শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মার পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ, (১২) ফরিদপুর [illegible] শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস বর্ম্মার পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ, (১৩) যশোহর নেবু-[illegible] শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ম্মার খুল্লতাতপত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ, (১৪) ৩রা [অগ্র]হায়ণ (১৩২৬) রংপুর সহরে রায়েরকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসু বর্ম্মার [পি]তার আদ্যশ্রাদ্ধ, (১৫) ২৬শে অগ্রহায়ণ (২৩২৬) রাজসাহীতে শ্রীযুক্ত অজিত [illegible] চৌধুরী বর্ম্মার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ, (১৬) যশোহর পাইকপাড়ার শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র বর্ম্মার পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ, (১৭) ৩০শে অগ্রহায়ণ (১৩২৬) কানপুরের

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মার ৪র্থ পুত্রের আত্মশ্রাদ্ধ, (১৮) ১লা পৌষ (১৩২৬) চট্টগ্রাম চক্রশালার ভাটিখাইল গ্রাম নিবাসী ডাক্তার বেণীমোহন দেব বর্ম্মার পিতার আত্মশ্রাদ্ধ, (১৯) ৬ই পৌষ (১৩২৬) কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মার পত্নীর আত্মশ্রাদ্ধ, (২০) ২২শে ফাল্গুন (১৩২৬) নাটোর ঈশলাবাড়ীর ৺কিশোরীমোহন দাস বর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ, (২১) ১লা বৈশাখ (১৩২৭) ঢাকা আশক লেনে বিক্রমপুর তেউটীয়ার রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বর্ম্ম বাহাদুরের আদ্যশ্রাদ্ধ, (২২) চট্টগ্রাম পটিয়ার স্বর্গীয় নীহারচন্দ্র চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধ—ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (২৩) উমেদপুরের শ্রীমান ভগবানচন্দ্র মিত্র বর্ম্মার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ প্রতিবন্ধক হেতু ত্রয়োদশাহে না হইয়া ত্রিংশদ্দিবসে অমাবস্যাতিথিতে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতায় (২৪) ১২ই শ্রাবণ (১৩২৬), বিডন ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মার মাতার (৺চারুচন্দ্র মিত্র বর্ম্মার বিধবা পত্নীর) আত্মশ্রাদ্ধ, (২৫) ৩১শে ভাদ্র (১৩২৬) শোভাবাজার রাজবংশীয় কুমার অসীমকৃষ্ণদেব বর্ম্ম বাহাদুরের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ এবং (২৬) ১৯শে আশ্বিন (১৩২৬) আমহার্ষ্ট রো নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা মহাশয়ের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ—ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

শিক্ষা—অর্থাভাবে এবিষয়ে বিশেষ কিছু করিতে পারা যায় নাই। কেবল ফরিদপুর মহীশালা চতুষ্পাঠীর সাহায্যকল্পে গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক ৭৲ টাকা হিসাবে কতিপয় সভ্যের নিকট পৃথক্‌ভাবে চাঁদা লইয়া দেওয়া হইতেছে; এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। 'সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়' যাহা স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র বর্ম্ম মহাশয় এই সভায় দান করিয়া গিয়াছেন তাহা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও পরিচালিত হইয়াছে; নানাকারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইহার কোন তত্ত্বাবধান করার সুবিধা পান নাই।

সভা-গৃহ, কার্য্যালয়, আসবাব ও লাইব্রেরী—এবারেও স্থায়ী সভাগৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারের কিছুই করিতে পারা যায় নাই। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলায় বিপুল কায়স্থ জাতি এই ১৯ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের জাতীয় সভার একটা গৃহ নির্ম্মাণে উদ্যোগী হন নাই। এ বিষয়ে কায়স্থ-সমাজের সাগ্রহ মনোযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সভার ঋণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যয় সংক্ষেপের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীবিজয়চন্দ্র

...হের বাটীতে কার্য্যালয় তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে গত এক বৎসরের ...ী-ভাড়া ও আলোর খরচা বাঁচিয়া গিয়াছে।

সভার আসবাবপত্র বা পুস্তকাদির কোন তালিকা পূর্ব্বে না থাকায় কতকটা ...সুবিধার কারণ হইয়াছিল। এক্ষণে একটী আসবাবের তালিকা এবং পুস্তক ও ...তা পত্রের তালিকা প্রস্তুত করান হইয়াছে ও তাহা কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে। ...য়েকটী নূতন আসবাব খরিদ করিতে প্রায় ৬০৲ ব্যয় হইয়াছে।

সভার আয়-ব্যয়—গত বর্ষের প্রথমে তৎপূর্ব্ব বর্ষের দরুণ ১৫৩॥৵০ ...কা মজুত এবং ৩৯১/০ টাকা হাওলাত, মোট ৫৪৪॥৴০ টাকা তহবিল ছিল; ...ৎপরে গত বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে নূতন সম্পাদকগণের সভার কার্য্যভার ...হণের সময় তহবিলে ১৮/৬ টাকা মাত্র মজুত ছিল। ১৩২৬ সালের বৈশাখ হইতে ...ত্র পর্য্যন্ত সভার আয় ৩০৬০॥০ টাকা এবং ১৩২৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১৫ই ...্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ৮৩৷৴৬ টাকা, মোট আলোচ্য বর্ষে ৩১৪৩৸৴৬ টাকা নিট্ আয় হইয়াছে; ...দ্রূপ ১৩২৬ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত খরচ ৩৭০৩॥/৩ টাকা এবং ১৩২৭ ...ালের বৈশাখ হইতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত খরচ ৮৩৷৬ টাকা, সর্ব্ব মোট নিট্ খরচ ...৷৮৬৸/৯ টাকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে পত্রিকাখাতে ১৭৮৮৵/৩ টাকা ...রচের কারণ এই যে গত চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত খরচ এবং পূর্ব্ব বৎসরের দরুণ ...মস্ত দেনা পরিশোধ করা হইয়াছে। ইহা বাদে ৩৪৯৭৸৵৬ টাকা জমা-খরচী বলিয়া ...িসাব বহিতে দেখান হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের আমানত জমা ৫৮॥৴০ টাকা হইতে ...ৎসনের ৪৪৷৵০ টাকা এবং তৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সালের দরুণ ২১৯৸৬ টাকা মোট ২৬৪৵৬ ...টাকা আমানত শোধ খরচ হওয়ায় জমা অপেক্ষা খরচ বেশী দেখা যাইতেছে। গত ...চৈত্র মাসে সেই মাস পর্য্যন্ত পত্রিকার দরুণ সমস্ত খরচ লেখা বাদে কর্ম্মচারিগণের ...বেতন ইত্যাদি সমস্ত পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ কার্য্যভার গ্রহণের ...পূর্ব্বে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার হইতে যে ৩৩৪৷৬ টাকা সভার সাধারণ তহবিলে ...হাওলাত গৃহীত হইয়াছিল, তাহা বাদে পূর্ব্ববৎসরের সমস্ত দেনা পরিশোধ ...করা হইয়াছে। এবার প্রচারকল্পে মাত্র ২৬৲ আদায় হইলেও ২৭৯৷৴০ টাকা ...ব্যয় হইয়াছে। গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ২৭৷৵৯ টাকা মজুত এবং ৩৴০ টাকা ...হাওলাত, মোট ৩০॥/৯ টাকা তহবিল হইতেছে। পরীক্ষিত মাসিক হিসাব ...নিয়মিতরূপে পর মাসের অধিবেশনে এবং ত্রৈমাসিক সংক্ষিপ্ত হিসাব যথারীতি ...প্রকাশিত হইয়াছে।

...যে হারে চাঁদা আদায় হইতেছে তাহাতে সভার উদ্দেশ্যানুসারে বহু কার্য্য সম্পন্ন

হইতেছে না, একারণ সভার পরম হিতৈষী রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যতম সহঃ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় সাধারণ সভ্যের চাঁদা ৩৲ টাকা স্থলে ৬৲ টাকা করার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির চাঁদা বৃদ্ধি করিবার অধিকার না থাকায় বার্ষিক অধিবেশনে উহা উপস্থাপিত করা হইবে স্থির হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের ঝটিকা-পীড়িতের সাহায্য—এই নৈসর্গিক বিপদে গতবৎসর প্রায় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কায়স্থ-সভার এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কতিপয় সভ্য চাঁদা করিয়া বিপন্নদিগের সাহায্য কল্পে ৯২১৲ টাকা কায়স্থ সভায় প্রদান করেন—শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র সভাপতি (১০০৲), বিনোদবিহারী বসু (১০০৲), সুরেন্দ্রকৃষ্ণঘোষ (১০০৲), বাসন্তীচরণ সিংহ (৫০৲), নিবারণচন্দ্র দত্ত (৫০৲), সচ্চিদানন্দ দত্ত (২০০৲), নরেশচন্দ্র সিংহ (১০৲), দয়ালচন্দ্র বসু (২০৲), কেদারনাথ মিত্র (১০৲) নগেন্দ্র নাথ বসু (১০), তেজচন্দ্র বসু (১০৲), গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (২৲), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (২৲) ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা (৫৲), "লক্ষ্মী নিবাস" বাগবাজার (২৫৲), নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত (৫০৲), কেদারনাথ দেববর্ম্মা (১০৲), প্রেমানন্দ সিংহ (১০৲), সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (৫৲), নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (২৲), জগদ্দুর্লভ মজুমদার বর্ম্মা (১০৲), অশ্বিনীকুমার মজুমদার (২৲), বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মারফতে (১৲), নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সভ্য (৫০৲), সংগৃহীত বস্ত্র (৮৬)। এজন্য দাতৃগণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ। এই সাহায্যের বিবরণ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

'চিত্রগুপ্ত' ভাণ্ডার—এই ভাণ্ডারে আলোচ্য বর্ষে আশানুরূপ টাকা সংগৃহীত না হওয়ায় উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য করিতে পারা যায় নাই। এবারে উহার আয় হইতে পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় মাত্র তিন জন বিধবা ও তিনজন ছাত্রকে মাসিক সাহায্য দানকরা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে এই ভাণ্ডারে ২৭২।৶৬ টাকা জমা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোম্পানির কাগজ ও ওয়ারবণ্ডের সুদ বাবদ প্রাপ্ত ৬৯৵০। মোট খরচ ১১২৲ টাকা। এক্ষণে ধনরক্ষক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৩৷০ টাকা সুদের (১৮৫৪-৫৫ সালের ১৫৭৮০৬ নং এর) ১ কেতা ১০০০৲ ও (১৫৪৩৭৭ নং এর) ১ কেতা ৭০০৲ টাকার মোট ১৭০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ২ কেতা আছে। তাঁহার নিকট ১৯২০ সালের ৫৷৷০ টাকা সুদের ১ কেতা ৫০০৲ টাকার ওয়ারবণ্ডও আছে, যাহা আগামী ১৫ই আগষ্ট গবর্ণমেণ্ট হইতে

পরিশোধিত হইবে। তদ্ব্যতীত নগদ ২৬৷৷৴০ টাকা সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মার নিকট আছে। মোট তহবিল ২৪৬৪৸৶৬ টাকা মাত্র। এই চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধনের উপরে সমাজের অনেক কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, অতএব এ বিষয়ে আমরা কায়স্থ মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

'দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ' ভাণ্ডার—এই ভাণ্ডারের ১০০৲ টাকা ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের নিকট আছে। গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শরৎবাবুকে সভার প্রাপ্য ঐ টাকা অর্পণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়, তাহাতে তিনি জ্ঞাপন করেন যে ঐ টাকা দাতার ইচ্ছানুসারে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকায় তিনি ঐ টাকা সভায় দিতে পারেন না। পরে গত শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সমিতির কয়েকটী অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে সাধারণ অধিবেশনে এ বিষয় উপস্থাপিত করিতে হইবে।

কায়স্থ-পত্রিকা—নানা কারণে এ বৎসর কায়স্থ-পত্রিকা প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই। প্রেসের গোলযোগই প্রধান অন্তরায়। কায়স্থ-সভার নিজস্ব প্রেস নাই। তাহার উপর কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ ব্যয় অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে (কাগজের মূল্য ৬০০৲ হইতে ৯০০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে)। প্রকাশ-যোগ্য প্রবন্ধাভাবও বিলম্বের অন্যতর কারণ। আশা করি অতঃপর কায়স্থ সাহিত্যিকগণ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা স্বজাতির মুখপত্রকে অধিকতর ওজস্বী ও গৌরবান্বিত করিবেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন—অমৃতবাজার-পত্রিকা, হিন্দুপেট্রিয়ট, বঙ্গবাসী, নায়ক, বাঙ্গালী, আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা, হিন্দুরঞ্জিকা, কাশীপুরনিবাসী, বীরভূমবার্ত্তা প্রভৃতি যে সকল পত্রিকায় আমাদের জাতীয় বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতানুসারে :—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক। ১২।২।২৭।

১৩২৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২৭ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত জমা—

যে খাতে জমা—	১৩২৬ সালের বৈশাখ লাঃ চৈত্র	১৩২৭ সালের ১লা বৈশাখ লাঃ ১৫ইজ্যৈষ্ঠ	মোট
প্রবেশিকা আদায়	১৯৪৲	৩৲	১৯[illegible]
চাঁদা আদায়	২৪০৯৲	৫৯॥০	২৪৬[illegible]
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	১৬৪৲	৩৲	১৬৭[illegible]
পত্রিকা নগদ বিক্রী খাতে	৫/০	৸০	৫৸/[illegible]
বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী বিক্রয়	৸০	...	৸০
বিজ্ঞাপনের আয়	১১৮।৵০	১৫৸/০	১৩৪।/[illegible]
সুদ আদায় (দঃ কারেণ্ট একাউণ্ট)	১।০	...	১।০
ডাক মাশুল ওয়াপেশ	৫৯॥৵০	১৲১০	৬০॥৵[illegible]
বিবিধ আয়	৫৭।৶০	।৵০	৫৭৸/[illegible]
প্রচার খাতে	২৬৲	...	২৬৲
উপনয়ন খাতে	২৫৲	...	২৫৲
	৩০৬০॥০	৮৩।৶১০	৩১৪৩৸/[illegible]
আমানত খাতে	৫৬৸১০	১৸৵১০	৫৮।৶[illegible]
হাওলাত খাতে (চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার হইতে গৃহীত)	৩৩৪।১০	...	৩৩৪।[illegible]
পূর্ব্ববঙ্গ-সাহায্য-ভাণ্ডার	৯২১৲	...	৯২১[illegible]
চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার খাতে	২৫৭৬৸৵১০	...	২৫৭৬৸[illegible]
	৩৪৯৭৸৵১০		৩৪৯৭৸৵১[illegible]
	৬৯৪৯।৶১০	৮৫।৵০	৭০৩৪৸/১[illegible]

কৈ ঃ—

১৩২৬ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১৩২৭ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত

মোট জমা—৭০৩৪৸/১০

১৩২৫ সালের তহবিল—৫৪৪॥৶০ (ইহার মধ্যে ১৫৩॥৵০ মজুত এবং ৩৯১/০ হাওলাত)

৭৫৭৯॥১০

বাদ খরচ—৭৫৪৮৸৵/১৫

বাকী—৩০॥/১৫

মজুত—

জিঃ নগেনবাবু ২৭।৵/১৫

হাওলাত—

মকদ্দামা খরচ—১৶০

শ্রীশবাবু—২৲

৩৶০

[illegible]৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২৭ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত খরচ—

[illegible] খরচ—	১৩২৬ সালের বৈশাখ লাঃ চৈত্র	১৩২৭ সালের ১লা বৈশাখ লাঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ	মোট
[illegible] খাতে	৬৫৩৶	৪৫॥	৬৯৮॥৶
[illegible] খাতে	৯৩॥	...	৯৩॥০
[illegible] খাতে	৬।৵০	...	৬।৵০
[illegible]রামী	৮১৸/৫	২॥৶১০	৮৪॥১৫
[illegible]ল খাতে	১৮১৸৶	২৲	১৮৩৸৶
[illegible]ল খাতে	২০৩৸১৫	২৪॥৵০	২২৮।৵১৫
[illegible] খাতে	৮॥১৫	৬॥৶১৫	১৫।১০
[illegible] খাতে	৬৬॥	১৲	৬৭॥
[illegible] ও পুরস্কার	৪॥	...	৪॥০
[illegible] অধিবেশন	১৩৪৶১০	...	১৩৪৶১০
[illegible]গাঃ অধিবেশন	৮২/	...	৮২/
[illegible]ব্য খাতে	৬১।/১৫	॥৶৫	৬২৲
[illegible] খাতে	১৭৮৮৸/৫	...	১৭৮৮৸/৫
[illegible] খাতে	২৭৯।৶	...	২৭৯।৶
[illegible]ল খাতে	৫৭॥	...	৫৭॥
	৩৭০৩॥/৫	৮৩।১০	৩৭৮৬৸/১৫
[illegible] শোধ খাতে	২৬৪৵১০	...	২৬৪৵১০*
[illegible]-সাহায্য-ভাণ্ডার	৯২১৲	...	৯২১৲
[illegible]-ভাণ্ডার খাতে	২৫৭৬৸৵১০	...	২৫৭৬৸৵১০
	৩৪৯৭৸৵১০		৩৪৯৭৸৵১০
	৭৪৬৫॥৵৫	৮৩।১০	৭৫৪৮৸৵১৫

* ইহার মধ্যে ১৩২৬ সালের দরুণ ৪৪।৵০ এবং তৎ পুর্ব্ব পুর্ব্ব সালের দরুণ বক্রী ২১৯৸১০

(স্বাক্ষর)
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র
সভাপতি

(স্বাক্ষর)
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ
সম্পাদক

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল
(স্বাক্ষর) শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ (বাজেট)।

১৩২৭ সাল।

আনুমানিক আয়—

প্রবেশিকা আদায়	২০০৲
চাঁদা আদায়	২৫০০৲
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	১৭৫৲
বিজ্ঞাপনের আয়	১২৫৲
ডাক মাশুল আদায়	৬০৲
বিবিধ আয় (পত্রিকা, কার্য্য-বিবরণী নগদ বিক্রয় আদি)	১৫৲
	৩০৭৫৲

আনুমানিক ব্যয়—

১। কার্য্যালয়ের খরচ—	
(ক) বেতন খাতে	৬০০৲
(খ) দপ্তর সরঞ্জামী খাতে	২৫৲
(গ) বিবিধ মুদ্রণ (address slip, member list ছাপাও এই খরচ ভুক্ত)	২০০৲
(ঘ) ডাক ব্যয় (মাসিক অধিবেশন ও কার্য্যালয়ের অপরাপর ডাক ব্যয় সহ পত্রিকা প্রেরণের ডাক মাশুল পৃথক ভাবে দেখানর উপায় না থাকায় একত্রে দেখান হইল)	২২৫৲
(ঙ) কমিশন খাতে	১০০৲
	১১৫০৲
২। কায়স্থ পত্রিকা খাতে—	
(ক) কাগজ	৯০০৲
(খ) মুদ্রণ	৪০০৲
(গ) দপ্তরী খরচ (৮ ফর্ম্মা হিসাবে ১১০০ পত্রিকা বাঁধান, ১০০০ র‍্যাপার মোড়া, ৯০০ address slip লাগান এবং মুটে খরচ)	১০০৲
	১৪০০৲
৩। বাৎসরিক অধিবেশনের ব্যয়	১০০৲
৪। পাথেয়াদি, পার্ব্বনী পুরস্কার প্রভৃতি খুচরা বিবিধ খরচ।	২৫৲
৫। প্রচার খাতে	৩৫০৲ *
৬। উপনয়ন খাতে	৫০৲
	৩০৭৫৲

* (যদি প্রচার কার্য্যের দ্বারা সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তখন সেই আয় হইতে প্রচারে বেশী ব্যয় করা যাইতে পারিবে)।

কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া নগেন্দ্রবাবু বলিলেন :—"এই কার্য্যবিবরণী গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে গত বৎসরের (সপ্তদশ বার্ষিক) কার্য্যবিবরণী গৃহীত হওয়া আবশ্যক। গত বারে (১৩২৫ সাল) আমি সম্পাদক থাকিলেও নানাকারণে আমার বিশেষ কোন কাজ করিতে পারি নাই। কার্য্যবিবরণী যাহা ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; তাহাতে কোন কোন মন্তব্য সম্বন্ধে আমার আপত্তি থাকায় আমি নাম দেই নাই, কেবল শরৎবাবুর দস্তখতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমার আপত্তিতে ঐ বিবরণী সম্বন্ধে বিবেচনা গত বার্ষিক অধিবেশনে স্থগিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, আমাদের প্রীতি ও একতার জন্য ঐ বিবরণী সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া আপনারা তাহা গ্রহণ করুন। আমি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম, আমিই তাহা প্রত্যাহার করিলাম।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩২৫ সালের (১৭শ বার্ষিক) কার্য্যবিবরণী গৃহীত হইল।

অতঃপর ১৩২৬ সালের (১৮শ বার্ষিক) কার্য্যবিবরণী উত্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি (বঙ্গজ) মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ... (দক্ষিণ রাঢ়ীয়) মহাশয়ের অনুমোদনে এবং শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি-এল (উত্তররাঢ়ীয়) মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত রামগোপাল দেববর্ম্মা মজুমদার বি-এল্ (বারেন্দ্র) মহাশয়ের সমর্থনে উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু আগামী ১৩২৭ সনের আনুমানিক সংক্ষিপ্ত আয়ব্যয় বিবরণ (বাজেট) [৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] উপস্থিত করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রথম প্রস্তাবে গৃহীত হয়।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হয় :—

ইমন্ কল্যাণ—আড়া।

মোহ-নিদ্রা পরিহরি জাগরে কায়স্থগণ
অতীত গৌরব তব করিয়া স্মরণ।

ইতিহাসে পরিচয় তব জাতি ক্ষুদ্র নয়
অনার্য্য শূদ্রত্ব আখ্যা কেন তবে ধারণ।
উত্তর দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ বারেন্দ্রকুল

কেন ভিন্ন হেরি হায় একই বৃক্ষ চারি মূল।
মিলি সব এক কর্ম্মে উদ্ধার আপন ধর্ম্মে
বাজুক আবার বীণা (বলি) ক্ষত্রিয়-নন্দন।

জাতিতরু পানে চাহি দেখ সবে একবার
কত পুষ্প শোভে ডালে ঝরে গেছে কত আর।

সারবান বৃক্ষে শুধু ফলে ফুল অগণন
অসার পাদপে জন্মে কেবলি পল্লবগণ।

অসার নহ ত তুমি, কর ভাই এই মন
দু'দিনের স্মৃতিমাখা শূদ্র-কালিমা বর্জ্জন।

একদিনে কোন কার্য্য হয় নাই সম্পাদন,
তবে কেন হেন আশা, গঞ্জ কেন কর্ম্মীগণ।

সাক্ষী তার দেখ ভাই ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন
যদিও রে কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মী নিজে নারায়ণ।

জাতীয় উন্নতি ব্রতে উৎসর্গ করি জীবন
কর্ম্মক্ষেত্রে যাও কর্ম্মী স্মরি শ্রীমধুসূদন।

সঙ্গীতশেষে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদনকল্পে বক্তৃতা করেন। তাহার সার মর্ম্ম এই—"স্বজাতি মহোদয়গণ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্যগণকে বার্ষিক ৩৲ টাকা করিয়া চাঁদা এবং প্রথম বৎসরে প্রবেশিকা ১৲ টাকা করিয়া দিতে হয়; এতদ্ব্যতীত সভার কল্যাণার্থে অনেকে ৬৲ টাকা ও ১২৲ টাকা হারেও চাঁদা দিয়া থাকেন। সভার আজীবন সভ্যগণের চাঁদা এককালীন ১০০৲ টাকা। সভার নিয়মানুসারে কায়স্থমহিলাগণেরও সভ্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। আমি সমাগত সকল কায়স্থ-সন্তানকে এই সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করি,—কারণ অর্থাভাববশতঃ কায়স্থসভা তাহার উদ্দেশ্যানুরূপ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। কায়স্থ-জাতির কল্যাণার্থে দরিদ্র কায়স্থ বালক বালিকার শিক্ষা ও সাহায্যের জন্য এবং অসহয়া কায়স্থ-বিধবাগণের সাহায্যার্থ সভার জাতীয় ভাণ্ডারে বহু অর্থের প্রয়োজন। অদ্যকার সভায় সমবেত আপনারা সকলে যদি এই সভার সভ্য হইয়া বাৎসরিক অন্ততঃ তিনটী টাকা হিসাবে অর্থাৎ মাসিক চারি আনা, দৈনিক অর্দ্ধ পয়সা মাত্র সভার জাতীয় কার্য্যে ভিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলেও এই সভার ভাণ্ডারে অনেক অর্থ সঞ্চয় হইতে পারে। বাৎসরিক এই তিনটী টাকার বিনিময়ে

কায়স্থ-সভা প্রতিমাসে আপনাদিগকে একখানি করিয়া বৎসরে ১২ খানি কায়স্থ-পত্রিকা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে কায়স্থ জাতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা ও সমালোচনা এবং নানাস্থানের কায়স্থ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি বর্ণিত হইয়া থাকে এবং কায়স্থের জাতীয় সকলপ্রকার প্রবন্ধের সমাবেশ থাকে। আপনারা স্মরণ রাখিবেন "United we stand divided we fall." আমাদের সকল কায়স্থের সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক এবং আমাদিগের সম্মিলিত অর্থে আমাদিগের জাতীয় কল্যাণের চেষ্টা করা আমাদেরই কর্ত্তব্য।" সরলবাবু বক্তৃতাশেষে ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া সকলের নিকট হইতে অর্থভিক্ষা করেন। (অর্থ-সাহায্য-কারীদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল):—

প্রাপ্তি নগদ—

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ	১০০৲
" বিপিনবিহারী ঘোষ	৫৲
" নলিনীকান্ত বসু	৫৲
" আশুতোষ বসু	৫৲
" মহেন্দ্রনাথ বসু	৫৲
" হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা	৪৲
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি	২৲
" জনৈক স্বজাতিহিতৈষী	২৲
" সুরেশচন্দ্র সরকার	২৲
" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা	১৲
" রামগোপাল মজুমদার দেববর্ম্মা	১৲
" বসন্তকুমার সরকার	১৲
" রজনীকান্ত দেব	১৲
" সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৲
" রসিকলাল দাসবর্ম্মা	১৲
" বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা	১৲
" হরিচরণ বসু	১৲
" উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা	১৲
" গোপালচন্দ্র কবিকুসুম	।০
" ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ	॥০
শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ	।০
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	॥০
" চারুচন্দ্র বসু	১৲
" সীতানাথ বসু	১৲
" নিবারণচন্দ্র ঘোষ	॥০
" কৈলাসচন্দ্র সরকার	১৲
" জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲
" কিশোরীকমল সরকার বর্ম্মা	১৲
" নরেন্দ্রনাথ দাস	১৲
" বেণীমাধব দেব	১৲
" অক্ষয়কুমার সরকার	১৲
" ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র	১৲
" মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲
" ক্ষীরোদকৃষ্ণ বসু	১৲
" হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	১৲
" জনৈক হিতৈষী	১৲
	১৫২৮০

প্রতিশ্রুত*

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট ৫০০৲

কুমার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
পাইকপাড়া ৫০০৲

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম্-এ
৪নং গোকুল মিত্রের লেন ১০৲

" সচ্চিদানন্দ দত্ত
৩১।১ নয়ানচাঁদ দত্তের লেন ৫৲

" অমুল্যচন্দ্র ঘোষ ১০৲

" গণেশচন্দ্র ঘটক ১০৲

" মহেন্দ্রনাথ বসু ৫৲

" গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস
৪৬নং প্যারীচরণ
বেলেঘাটা ১৲

" রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ
৮নং হরমোহন ঘোষের লেন ১৲

" শশিভূষণ মিত্র
৬২নং তালপুকুর রোড ১৲

" সতীশচন্দ্র বসু
১৯নং বেনেপাড়া লেন ১৲

১০৪৪

প্রচার ভাণ্ডারে

কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা
এম এ প্রাজ্ঞ ৫০৲

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা
এম এ বি-এল ১০৲

" ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি-এল ১০৲

" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার
বি-এ ১০৲

৮০৲

অতঃপর জলযোগের জন্য সভা ভঙ্গ হয় এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হয়। এই সমিতিতে প্রস্তাবাবলীর খসড়া সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ ও আলোচনায় পর একাদশ প্রস্তাব পর্য্যন্ত পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহীত হয়, অবশিষ্ট ৯টী প্রস্তাব পরদিবসের জন্য স্থগিত থাকে। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে "শাস্ত্রসম্মত" শব্দ ব্যবহার আবশ্যক কি না তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হইয়াছিল। ৺দেবরাণী ও ৺মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা সম্বন্ধীয় একাদশ প্রস্তাব লইয়া তুমুল বাদানুবাদের পর ঐ প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির কার্য্য অদ্যকার মত শেষ হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৩২৩ সালের ৩১শে চৈত্র, এবং ১৩২৪ সালের ১লা বৈশাখ, শুক্রবার ও শনিবার, কলিকাতা মহানগরীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। দিনাজপুরের মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, কে-সি-আই-ই, রায় বিনোদবিহারী বসু এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় অতি অল্প সময় মধ্যে এই অধিবেশনের আয়োজন করা হয় এবং এই মহান্ অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়

মফঃস্বল হইতে যে সকল প্রতিনিধি এবং সভার সভ্য সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের নিকট আত্মীয় কুটুম্ব কলিকাতায় নাই তাঁহারা সভার কার্য্যালয়ে অবস্থান করেন এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন।

সভার অধিবেশন সুবৃহৎ কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে হয়। উক্ত গৃহের চতুঃপার্শ্ব সুন্দররূপে পত্র, পুষ্প ও পতাকাদির দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চারি শ্রেণীর সভ্য এবং স্থানীয় কায়স্থ ভিন্ন নানা দূরদেশ হইতে অনেক কায়স্থ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত অধ্যাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ঃ—

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ, পি-এইচ-ডি, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ।

পণ্ডিতপ্রবর পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, সাং বিক্রমপুর, হাং সাং কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, সাং বাগবাজার, কলিকাতা।

" সারদাচরণ কাব্যতীর্থ, সাং বাগবাজার, কলিকাতা।

" শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সাং বরিশাল।

" সীতানাথ কৃতিরত্ন, সাং ইদিলপুর, ফরিদপুর জেলা।

" ভুতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, সাং কলিকাতা।

" কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, সাং বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা।

" রাজকুমার বেদান্ততীর্থ, সাং কোটালিপাড়া, ফরিদপুর জেলা।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি, সাং বরিশাল।
,, কামিনীকুমার ব্যাকরণতীর্থ, সাং বাগবাজার, কলিকাতা।
,, ভুবনমোহন কাব্যতীর্থ, সাং বরিশাল।

এতদ্ব্যতীত সভার সমস্ত পুরোহিত মহাশয়গণ ও "সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি উপস্থিত ছিলেন।

সভার সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারাগিয়াছে বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইল :—

(ব) শ্রীযুক্ত অবনীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সাং কাসিমপুর, ঢাকা জেলা।
(দ) ,, অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, হাং সাং কলিকাতা।
(দ) কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ কাব্যতীর্থ, হাং সাং কলিকাতা।
(ব) রায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব, এম্-এ, হাং সাং কলিকাতা।
(ব) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী, ঐ
(বা) ,, উপেন্দ্রনাথ নন্দী, সাং বানাইল, বগুড়া জেলা।
(উ) ,, উপেন্দ্রলাল বক্সী, বি-এ, হাং সাং কলিকাতা।
(ব) ,, উমেশচন্দ্র দে, সাং শ্রীহট্ট।
(দ) ,, কিরণচন্দ্র দত্ত, সাং কলিকাতা।
(দ) রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, সাং নড়াইল, যশোহর জেলা।
(উ) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বর্ম্মা, হাং সাং কলিকাতা।
(উ) ,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, সাং মতিহারী, বিহার।
(বা) ,, গিরিশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, সাং হরিপুর, রংপুর জেলা।
(দ) ,, গোপালচন্দ্র দে, সাং কলিকাতা।
(দ) ,, চন্দ্রকান্ত মিত্র, এম্-এ, হাং সাং দিনাজপুর।
(দ) ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, সাং বাঘুটিয়া, যশোহর জেলা।
(ব ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা, সাং রামচন্দ্রপুর, বরিশাল।
(দ) ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক, সাং কলিকাতা।
(দ) ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, বি-এল্, সাং কলিকাতা।
(দ) ,, তারকনাথ দেববর্ম্মা, হাং সাং কলিকাতা।
(দ) ,, দয়ালচন্দ্র বসু, সাং কলিকাতা।
(দ) ,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং ব্যাণ্টরা, হাওড়া।

(ব) ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, এল্-আর-সি-পি, সাং কলিকাতা।
(ব) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, সাং হাওড়া।
(ব) ,, নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সাং কলিকাতা।
(উ) ,, নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, সাং বাঁকিপুর, বিহার।
(দ) ,, নিবারণচন্দ্র দত্ত, সাং কলিকাতা।
(ব) ,, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, এম্-এ, বি-এল্, সাং কলিকাতা।
(ব) ,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(ব) ,, পঞ্চানন ঘোষ, বি-এল্, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(ব) ,, পরেশনাথ দাস, সাং কলিকাতা।
(উ) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, সাং বাঁকিপুর, বিহার।
(ব) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(দ) ,, বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(দ) ,, বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(ব) রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, সাং কলিকাতা।
(ব) শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(দ) ,, বিপিনচন্দ্র মল্লিক, এম্-এ, বি-এল্, হাং সাং কলিকাতা।
(দ) রায় বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু বাহাদুর, সাং কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রকুমার বসু, এম্-এ, বি-এল্, সাং কলিকাতা।
(উ) কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সাং পাইকপাড়া, কলিকাতা।
(ব) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ, হাং সাং কলিকাতা।
(ব) ,, মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা ভাবসাগর, হাং সাং কলিকাতা।
(ব) রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, হাং সাং আলিপুর, কলিকাতা।
(দ) ,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম্ এ, হাং সাং কলিকাতা।
(দ) ,, মহেন্দ্রলাল মিত্র, হাং সাং কলিকাতা।
(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, সাং টাকী, ২৪ পরগণা।
(ব) শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী, বি-এল, হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(ব) ,, যাদবানন্দ রায় বর্ম্মা, সাং দমদম্, ২৪ পরগণা।
(উ) ,, যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি-এল্, হাং সাং কলিকাতা।
(ব) ,, রজনীমোহন আগান বর্ম্মা, হাং সাং কলিকাতা।
(উ) রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, এম্ এ, হাং সাং কলিকাতা।

(দ) শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত, সাং কলিকাতা।

(দ) „ ললিতমোহন ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্, সাং কলিকাতা।

(দ) „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি এল্ হাং সাং কলিকাতা।

(ব) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, হাং সাং কলিকাতা।

(উ) কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, এম্-এ, সাং দিনাজপুর।

(ব) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকীল সাং ময়মনসিংহ।

(উ) ,, সত্যেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, সাং রসোড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা।

(দ) „ সনৎকুমার পাল, বি-এল্, সাং শিবপুর, হাওড়া।

(দ) „ হরিপদ দত্ত, সাং কলিকাতা।

(দ) ,, হরিহর ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, সাং দাঁইহাট, বর্দ্ধমানজেলা।

(দ) „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা, হাং সাং কলিকাতা।

খুলনা কায়স্থ সভা—প্রতিনিধি—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল। (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভা—প্রতিনিধি—শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ বসু (বঙ্গজ)।

সোমেশপুর কায়স্থ সম্মিলনী—প্রতিনিধি—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এবং অপর বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সাং কলিকাতা।

,, অক্ষয়কুমার বসু, উকীল, হাং সাং সীতাপুর, উত্তর পশ্চিম।

,, পীযূষকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

,, ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, সাং কলিকাতা।

„ সুরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, বি-এল্, হাং সাং কলিকাতা।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই :—

তারযোগে সংবাদ প্রাপ্ত :—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ, উকীল, সাং ঢাকা।

পত্রাদি দ্বারা :—

(দ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, বি-এল্, অবসর প্রাপ্ত সবজজ, হাং সাং কলিকাতা।

(দ) ,, কিরণচন্দ্র দে বর্ম্মা, এম্-এ, আই-সি-এস, হাং সাং চট্টগ্রাম।

(ব) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা, সাং ছাতারপাড়া, রাজসাহী জেলা।

(ব) ,, কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, সাং রংপুর।

(উ) মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা, কে-সি-আই-ই, সাং দিনাজপুর।

(উ) শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, সাং রামনগর, যশোহরজেলা।

(দ) রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণদেব, হাং সাং বৈদ্যনাথ জংসন্, সাঁওতাল পরগণা।

(দ) শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু, এম-বি, সাং এলাহাবাদ।

(ব) স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

(উ) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মজুমদার, জমিদার সাং দিনাজপুর।

(ব) ,, তারকচন্দ্র ঘোষ, সাং কাশীপুর, বরিশাল জেলা।

(ব) ,, দীননাথ বসু বর্ম্মা, সাং সেড়াদী, ফরিদপুর জেলা।

(দ) ,, ধনকৃষ্ণদেব বিশ্বাস, বি-এল্, সাং কাশী, উত্তর পশ্চিম।

(দ) ,, পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা, সাং কানপুর, উত্তর পশ্চিম।

(বা) রায় পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বাহাদুর, হাং সাং জামুই, বিহার।

(দ) মাননীয় প্রভাসচন্দ্র মিত্র, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

(ব) ,, প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল, সাং বগুড়া।

(দ) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায়, সাং হরিণ্যাথুর, দিনাজপুর জেলা।

(দ) „ বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা, সাং যশড়া, নদীয়া জেলা।

(দ) „ বিনোদলাল বসু, সম্পাদক, উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কায়স্থ সভা, কটক।

(ব) „ বিপিনবিহারী দত্ত, সাং করণ, জলপাই গুড়ি।

(বা) রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।

(দ) „ মাখমলাল ধর বর্ম্মা, সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।

(উ) „ মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা, উকীল, সাং দিনাজপুর।

(উ) „ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাং মাহাতা, বর্দ্ধমান জেলা।

(ব) „ রাজমোহন গুহ, সাং ঢাকা।

(দ) „ রামচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ, বি-এল, সাং কলিকাতা।

(ব) „ শশিভূষণ বসু, সাং ঢাকা।

(ব) „ শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

(দ) রায় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ সাহেব, সাং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, উত্তর পশ্চিম।

(ব) মাননীয় রায় শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, বি-এল, সাং মৈমনসিংহ।

(দ) শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্র বর্ম্মা, বি-এল, সাং বাঁকিপুর।

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, এম্‌-এ, বি-এল্, সাং পানিসেহোলা, হুগলী জেলা।

(দ) রায় সুশীলচন্দ্র দেববর্ম্মা, সাং শান্তিপুর, নদীয়া জেলা।

(দ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্‌-এ, বি-এল. সাং কলিকাতা।

(বা) „ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম্‌-এ, হাং সাং চুঁচুড়া।

(দ) „ হেমচন্দ্র কুণ্ডু বিদ্যাবিনোদ, সাং উলিপুর।

(দ) „ হৃষীকেশ সিংহ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

প্রথম দিনের কার্য্য।

৩০শে চৈত্র, শুক্রবার, বেলা ৪ টার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়।

অভ্যর্থনা সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় রচিত নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা-সঙ্গীত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, মহাশয় দ্বারা হার্ম্মোনিয়ম সংযোগে গীত হয়ঃ—

স্বাগত হে ভ্রাতাগণ ; কর আলিঙ্গণ দান,
স্বজন-মিলন-তৃষা-দহিছে মোদের প্রাণ ;
কর্ম্মসূত্রে বাসস্থান,
যদি দূরে অবস্থান,
কায়স্থ কি ভিন্ন তাহে, বাস যার হিন্দুস্থান
দূর-গতায়াত-দুঃখ,
দিতনা মিলন সুখ,
রাজ-কৃপা বরিষণে ঘুচিয়াছে ব্যবধান।
এস তবে ভ্রাতাগণে ;
এই শুভ সম্মিলনে,
অচ্ছেদ্য বন্ধন যাহে করি তারি অধিষ্ঠান।
সমাদরে হ'লে ক্রটি,—
নিজ ভাই, নিজ জাতি,
সতত হৃদয়ে ভাবি ক্ষমা ক'র ভ্রাতাগণ।

আশীর্ব্বচন।

অনঃপর পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় নিম্নলিখিত সুললিত শ্লোক দ্বারা সভাস্থ সভ্যবৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করেন ঃ—

"গবীশপত্রঃ শশিখণ্ডমৌলিঃ লংকেশসংসেবিত পাদপদ্মঃ।
কুমার তাতো নগজার্ত্তিহন্তা পায়াদনাদিঃ পরমেশ্বরো বঃ"।১।

"যঃ পুতনামারণলব্ধবর্ণঃ কাকোদরো যেন বিনীত দর্পঃ।
যশোদয়ালঙ্কৃতমূর্ত্তিরব্যাৎ, নাথোযদূনা মথবা রঘূণাং" ।২।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তৎপরে সভার মঙ্গল প্রার্থনা করেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ঃ—

অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, মাননীয় রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী সমাগত সভ্যগণ ও অভ্যাগত অপর কায়স্থগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই ঃ—

আজ এখানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন। যে মহাত্মা আমাদের অগ্রণী হইয়া এখানে এই মহাসভার অধিবেশন অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি অনিবার্য্য কারণে গতকল্য অভ্যর্থনার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া দিনাজপুরে গমন করিয়াছেন। কাজেই আপনাদের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে সভাপতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা অগত্যা আমাকেই করিতে হইতেছে। কায়স্থসভার পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইয়াছে, এই দীর্ঘকালের আন্দোলনে কায়স্থ জাতির মধ্যে যেরূপ জীবনীশক্তির বিকাশ পাইতেছে, তাহাতে আমাদের অনেক প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছে। এবং সেই সকল আশা আকাঙ্ক্ষাও যে শনৈঃ শনৈঃ পরিপূর্ণ হইবে, তাহাও উপলব্ধি হইতেছে। কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহাও প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এবং অন্তর্গণিক বিবাহের বিস্তার করিয়া, বিবাহে পণ প্রথার বিলোপ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহাতে আমাদের জাতীয়তার পূর্ব্বগৌরবের অতীত স্মৃতি জাগ্রত করিয়া এক প্রণতা আনিতেছে। রাজা বাহাদুর এই প্রকার আরও কিছুক্ষণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ ঃ—

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন ঃ—

এই কলিকাতা মহানগরীতে কায়স্থ-সভার বার্ষিক-অধিবেশন হইলেই সেই মহানুভব রমানাথ ঘোষের কথা স্মরণ হয়, যাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ে, অসাধারণ যত্নে এবং হৃদয়ের প্রবল অনুরাগে, এই সভার মূল ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দেখিতে, দেখিতে কায়স্থ-সভার কত বিখ্যাত নায়ক অতীতের তিমিরময় গর্ভে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের স্মৃতি ও আদর্শ যেন আমাদের লক্ষ্য থাকে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া যেন আমরা কৃতকৃত্য হই। আবার গত বৎসর আমাদের কতক-

গুলি সভ্য ইহ-জগতের কার্য্য হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ-পুতনার অন্তর্গত কোঁটার সরকারী উকীল গোপাল সহায় থাস্ত মহাশয় বঙ্গবাসী না হইলেও তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্যে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলে দুঃখিত। পাবনার কেদারনাথ সরকার, কলিকাতার বিখ্যাত পটলডাঙ্গার বসু মল্লিক বংশোদ্ভব এবং সভার সৃষ্টি হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য এবং ষষ্ঠ হর্ষের সহঃ সভাপতি চারুচন্দ্র বসু মল্লিক, ২৪ পরগণার রাজিবপুরের চারুচন্দ্র ঘোষ, রংপুরের বিজয়শঙ্কর মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ বেণীমাধব মিত্র, কুমিল্লার উকীল ও কায়স্থ জাতিতত্ত্ব লেখক মদনমোহন গুহ, হাবড়ার উকীল রামকমল রায়, দিনাজপুরের হরেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা, সভার আজীবন সভ্য এবং ১৩১৯ সালের সহকারী সভাপতি পাঁচথুপীর শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম-মৌলিক, হুগলীর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতার সাহিত্যিক রসিকলাল রায়, পাবনার ব্রজেন্দ্রলাল রায়, জলপাইগুড়ীর চন্দ্রমাধব চাকী, মুঙ্গেরের উমেশচন্দ্র দত্ত, গোরক্ষপুরের বিখ্যাত ডাক্তার রায়সাহেব যজ্ঞেশ্বর রায়, কুষ্টিয়ার হৃদয়নাথ বর্ম্মমজুমদার, কলিকাতার ললিতমোহন চন্দ্র, উৎকলদীপিকার সম্পাদক এবং স্বজাতি হিতৈষী রায় বাহাদুর গৌরীশঙ্কর বর্ম্ম রায়, কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং পুণ্যস্মৃতি গোবিন্দলাল দত্ত, প্রভৃতি স্বজাতি-হিতৈষী, স্বনাম-ধন্য, মহাত্মাগণ আমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া ইহলোকের লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

এই ষোড়শ অধিবেশনে, যৌবনের এই প্রথম আবির্ভাবে, সভার জন্মভূমি কলিকাতা মহানগরীতে পুনরায় একত্র হইয়া, আমাদের প্রথম চিন্তা এই হয়, যে কায়স্থ-সভা সত্য সত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না। আমরা কি এতদিন সভার মূলে যথোচিত জল সিঞ্চন করিয়াছি, আমরা কি রীতিমত সারদ্রব্য দিয়া সভার পুষ্টিসাধন করিয়াছি? সভার বৃক্ষ কি সহস্র সহস্র নব কিশলয় ও হরিদ্বর্ণ নবীন পত্রে শোভিত হইয়া, শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া, সগর্ব্বে, সদর্পে, নিজের মস্তক দিন দিন উত্তোলন করিতেছে? লক্ষ লক্ষ বঙ্গীয় কায়স্থের সমবেত জীবন কি এই সভার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে? এই সভার প্রবল জীবনী শক্তি কি মৃতপ্রায় বঙ্গবাসীর দেহে নূতন জীবনের সঞ্চার করিতে পারিয়াছে? সভা কি আজ বিপুল উৎসাহের সহিত যৌবনের আরম্ভে উপনীত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীর হইতে পারিবে এবং বঙ্গীয় কায়স্থের নাম জগৎ মধ্যে গৌরবান্বিত করিতে পারিবে?

মনে হয় যে এখনও আমাদের সমবেত জীবনের অভাব আছে। মনে হয় যে সামাজিক জীবনের পরস্পর সহকারিতা, পরস্পর নির্ভরতা আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি না। আমরা সকল কায়স্থই যে এক সামাজিক জীবনে আবদ্ধ এবং সেই সমবেত জীবনের স্রোতই যে আমাদের সকল কল্যাণের আকর, সেরূপ, দৃঢ় ধারণা আমাদের এখনও নাই। অথচ আমাদের সমাজ-সংগঠন লইয়াই ভারতের সমাজ-সংগঠন, ভারতের জাতীয় জীবন।

ভারতের সমাজ-সংগঠনে কায়স্থজাতির যে এক প্রবল অধিকার আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মতিক্রমে কায়স্থ ক্ষত্রিয়। সে উপবীত ধারণ করুক আর না করুক, সে যে ক্ষত্রিয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কায়স্থ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইতে পারে, কিন্তু সে শূদ্র হইতে পারে না। আমাদের প্রধান ও প্রথম সমস্যা এই যে, কায়স্থ আবহমান কাল ব্রাত্যক্ষত্রিয়ই থাকিবে, কিম্বা সংস্কার দ্বারা অথবা বিনা সংস্কারে আপনার বিশুদ্ধত্ব রক্ষা করিবে। যদি ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় চিরদিনের জন্য ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের শেষ অধ্যায় লিখিবার সময় হইয়াছে। বঙ্গদেশে কায়স্থের ব্রাত্যত্ব খণ্ডন না হইলে, ভারতের এই আশাময় ভবিষ্যৎ ভূমিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনর্জীবন নিতান্ত অসম্ভব। এক পক্ষ ছেদন করিলে যেমন পক্ষীর উত্থান-শক্তি থাকে না, এবং তাহাকে তখন পক্ষী বলাও চলে না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়মূলক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে ক্ষত্রিয়বিরহিত করিলে আর তাহাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের জীবনীশক্তি থাকে না ও তাহাকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বলাও চলে না। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের শিক্ষা দিবেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের রক্ষা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে ধর্ম্মের সংস্কার করিবেন। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার হইলে এবং প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্কারের অত্যন্ত আবশ্যকতা হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয়-দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, সে সমাজ যে অচিরাৎ ধ্বংস হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

বঙ্গের হিন্দু-সমাজ মধ্যে এমন অনেক আছেন, যাঁহারা হিন্দু-সমাজের কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং সামাজিক আন্দোলন মাত্রকেই খেলার কথা মনে করেন। তাঁহারা অধিকাংশ পাশ্চাত্যভাবে দীক্ষিত। তাঁহারা বাল্য-বিবাহ, সমুদ্র-যাত্রা, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের কথা বর্ণগত সংস্কার হইতে বিভিন্ন বলিয়াই মনে করেন এবং বর্ণগত সামাজিক সংস্কার তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বন্ধন তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন

এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কোনরূপ গুরুত্ব অনুভব না করিয়াও তাঁহারা শিথিলভাবে আপনাদিগকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অন্তর্গত মনে করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণই হউন্ বা কায়স্থই হউন্ আমরা তাঁহাদের কথা বলিতেছি না।

সমাজের অপেক্ষাকারী বঙ্গের অনেক সংখ্যক ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা বলেন বঙ্গের ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় চিরদিন ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ই থাকিবে। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইতে তাহার অধিকার নাই। অধিকাংশ কায়স্থ এ ব্যবস্থার অনুমোদন করেন না। এই সকল ব্রাহ্মণদের সহিতই কায়স্থ-সমাজের বিরোধ। অনেক মহামান্য উদারপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে কায়স্থদিগের সহিত সহানুভূতি করেন।

পূর্ব্বে এইরূপ সামাজিক বিরোধ উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ-পরিষৎ তাহার বিচার করিতেন এবং সমগ্র সমাজ অবনত মস্তকে সেই বিচার শিরোধার্য্য করিতেন। শিষ্ট ব্রাহ্মণ লইয়াই ব্রাহ্মণ-পরিষদের সংগঠন।

"অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ॥" ১২।১০৮।

বেদে যখন ধর্ম্মের বিশেষ বিধান না পাওয়া যায়, কিম্বা যদি দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে ধর্ম্মসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন, তাহাই অশঙ্কিত চিত্তে ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

এখন শিষ্ট ব্রাহ্মণ কাহারা?

"ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ॥" ১২।১০৯

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া সমগ্র শাস্ত্রসমন্বিত বেদ সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, যাঁহারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য নিজে গ্রহণ করিয়া, অন্যকে সেই তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন, তাঁহারাই শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন।

"একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥" ১২।১১৩

একজনও বেদজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকে পরম ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু সহস্র সহস্র অজ্ঞ ব্যক্তি যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না।

এই যে সমগ্র শাস্ত্রসমন্বিত বেদজ্ঞানের নির্দ্দেশ, ইহার তাৎপর্য্য কি? যাঁহারা কোন বিশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সেই শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য গ্রহণ

করেন। কিন্তু যাঁহারা সমগ্র বেদের বেত্তা, তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বেদমুখে অবগত হইয়া, দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী ধর্ম্মের বিভিন্ন গতি ও বিভিন্ন স্রোত অনুভব দ্বারা জানিতে পারেন এবং কাল-প্রণোদিত লোকের সংশয় নিরাকরণ করিয়া ধর্ম্মের আবিলবর্জ্জিত স্রোত প্রবাহিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্য কালানুসারে বিভিন্ন স্মৃতির প্রবর্ত্তন হয়।

এখন নিরপেক্ষভাবে সমাহিত চিত্তে, রাগ-দ্বেষশূন্য হইয়া বেদের মর্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা অল্প বলিয়াই, সামাজিক বিপ্লব। এখন বেদের কিম্বা স্মৃতির অর্থ লইয়াই বিবাদ। আমি করপুটে সকলের নিকট অনুনয় করি, এ বিবাদের কি মীমাংসা হইবে না?

"ব্রাত্য" একটা এমন কি ভয়ানক শব্দ, যাহা লইয়া আমাদের সমাজে এত গণ্ডগোল। কেন, কেবলমাত্র মনুসংহিতার বিচার করিলেই ত' আমরা ইহার মীমাংসা করিতে পারি।

মনু বলেন—

"অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥" ২।৩৯

উপনয়নের নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহারা সাবিত্রী হইতে পতিত হয় এবং ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হয়। আর্য্যেরা তাহাদিগকে নিন্দা করেন।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥" ১০।২০

দ্বিজাতিগণ সবর্ণা পত্নীতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করেন, তাহারা যদি উপনয়ন-ব্রতবিহীন হইয়া সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥" ১০।২১

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টক ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। দেশভেদে তাহাদিগকে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধঃ ও শৈখ বলে।

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥" ১০।২২

ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাগর্ভসম্ভূত তনয়েরা ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড় বলিয়া দেশ-বিদেশে অভিহিত হয়।

এখন ভূর্জ্জকণ্টক ব্রাহ্মণ হীনাচার ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্র নহে। সেইরূপ ঝল্ল, মল্ল, করণ প্রভৃতি হীনাচার ক্ষত্রিয় হইলেও শূদ্র হইতে পারে না।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥" ১০।৪১

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত ব্রাহ্মণতনয়, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত ক্ষত্রিয়তনয় এবং বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত বৈশ্য তনয়—এই ছয় প্রকার দ্বিজতনয়ই দ্বিজ-সংস্কার-যোগ্য এবং ইহাদের সকলেরই দ্বিজাতি সংস্কার হইতে পারে। কিন্তু এই দ্বিজত্রয়ের প্রতিলোমজ তনয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে। তাহাদের উপনয়নাদি কোন সংস্কারই নাই।

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥" ১০।৪২

উক্ত ষড়্‌বিধজাতি যুগে যুগে তপস্যা-প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষ দ্বারা মনুষ্য মধ্যে জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে এবং তদ্বৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যপকর্ষও হইয়া থাকে।

এখানে টীকাকারেরা তপস্যা দ্বারা উৎকর্ষসম্বন্ধে বিশ্বামিত্রের উদাহরণ দেন এবং বীজ দ্বারা উৎকর্ষসম্বন্ধে ঋষ্যশৃঙ্গের উদাহরণ দেন। তাহা হইলে বুঝিতে [illegible]র, একজাতি হইতে অন্য জাতিতে উন্নতি কি অবনতি একটা নিতান্ত অসাধারণ ব্যাপার।। সাধারণভাবে দ্বিজাতির প্রতিলোমজ সন্তানেরাই শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

এখন যদি বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে প্রতিলোমজ চণ্ডালাদি শূদ্রভাবাপন্ন জাতি হইতে আমরা কতদূর বিভিন্ন তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারি। কেবল মাত্র আমরা উপনয়নবর্জ্জিত হইয়াছি। কিন্তু গুণ ও কার্য্যতঃ আমরা চিরকাল অসিজীবী কিম্বা মসিজীবী ক্ষত্রিয়ই আছি। মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায়, মহারাজ রামনাথ রায় প্রভৃতি বীরশ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ অসিধারণ করিয়া রাজ্য পালন করিয়াছেন। সাধারণতঃ কায়স্থগণ মসিজীবী হইয়া রাজ্যশাসন-প্রণালীর সহকারী হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু যখন ক্ষত্রিয়তেজ ও ক্ষত্রিয়দর্প প্রকটিত করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তখন কায়স্থ ব্যাঘ্র সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া নির্ভীকচিত্তে মস্তক পর্য্যন্ত বলি দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমাদের সহিত ব্রাহ্মণের চিরসম্বন্ধ স্থাপিত আছে। [illegible] বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা চিরকাল আমাদের যাজন [illegible] আসিতেছেন। আমাদের নিত্য পূজার, ব্রাহ্মণই একমাত্র [illegible] আচার-ব্যবহার ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার হইতে নিকৃষ্ট নহে। [illegible] উপনয়নের অভাব মাত্র। কিন্তু অনেক শিক্ষিত [illegible] উপনীত হইয়াও গায়ত্রী জপ করেন না। সেরূপ [illegible] দ্বিজত্বহীন বলিবে না। তন্ত্র ও পুরাণের প্রভাবে উপনয়ন [illegible] মধ্যে অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তান্ত্রিক বলেন—

"পবিত্রে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ"।

বৈষ্ণব বলেন—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"

কালের বশে উপনয়নের গুরুত্ব চলিয়া [illegible]ছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাবের পূর্ব্বে আবার বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাব ছিল। যদি কালধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া কায়স্থগণ উপনয়নের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাই বলিয়া কি তাঁহারা আচারভ্রষ্ট কিম্বা তাঁহাদের কোনরূপ অপকর্ষ হইয়াছে? কিরূপ অবস্থায় ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় [illegible]দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়? যখন সে ব্রাহ্মণের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ব্রাহ্মণের স[illegible]ও যাজনবিরহিত হইয়া, সুদূরদেশে বাস করিয়া ক্রমশঃ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়, তখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

মনু বলেন—

"শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ১০।৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" ১০।৪৪

শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপ দ্বারা এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন দ্বারা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধবিরহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ। আর্য্যাবর্ত্তের বহির্দেশে আর্য্যাচারশূন্য উল্লিখিত স্থানসমূহে অধিবাস করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে অত্যন্ত বিচ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য এ একটা

অসাধারণ ব্যাপার এবং এই অসাধারণ ব্যাপার দ্বারা ক্ষত্রিয়ের জাত্যপকর্ষ। ব্রাত্যত্ব স্বতন্ত্র ব্যাপার, জাত্যপকর্ষ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

ব্রাহ্মণের চিরকাল সেবা করিয়া, ব্রাহ্মণ-সহায়, ব্রাহ্মণসম্বদ্ধ কায়স্থগণ যদি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র মিথ্যা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব মিথ্যা, এবং ব্রাহ্মণের যাজন অধ্যাপনও মিথ্যা। মনু বলেন—

"যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥" ১১।৯৮

তাই বলিয়া কি আমরা মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলিব? অথচ এইরূপ বচন অবলম্বন করিয়াই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়কে শূদ্র বলা যায়।

যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয়ত্ববর্জ্জিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে ইচ্ছা করিলেই উপনয়ন-গ্রহণ করিতে পারে।

অবশ্য সকল অন্যায় কার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। পতিত সাবিত্রীকেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে। স্মৃতিতে এমন কোন নিষেধ-বাক্য নাই, যে তিন পুরুষের অধিক কাল পতিত থাকিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। আপস্তম্ব ভিন্ন অন্য কোন স্মৃতিতে কাল সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দ্দেশ নাই। আপস্তম্ব-বচনে স্পষ্টরূপে তিন পুরুষের অধিককাল যাবৎ সাবিত্রী পতিতের প্রায়শ্চিত্ত-নিষেধক আদেশ। যে সময়ে ভারতবর্ষে প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজের গৌরব তিরোহিত হয় নাই, যে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি দিগগজ পণ্ডিতগণের যশঃসৌরভে সমগ্র ভারত আমোদিত ছিল, যে সময়ে সেই সরল, মধুর, তেজস্বী পণ্ডিতগণের উদারতা ও মনস্বিতায় দেশ ও বিদেশবাসিগণ মুগ্ধ ছিল, সেই সময়ে এই আপস্তম্ব-বচনের দোহাই দিয়া বৈদ্যগণের উপনয়ন-বারণ করিয়াছিল। কিন্তু স্মৃতির শব্দার্থ লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিবার কাল বিগত হইয়াছে। যদি শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া আমরা সমাজ চালাইতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে শব্দ লইয়া বাদানুবাদ একদিকে রুদ্ধ স্রোতের মত থাকিয়া যাইবে, এবং সমাজের জীবন-স্রোত অন্য দিকে ধাবমান হইতে চেষ্টা করিবে।

যদি উপনয়নত্যাগ বাস্তবিক আমাদের অন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, এ কথা বলা চলে না। প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ তত্ত্ব মনু নিম্নলিখিত শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥" ১১।২২৮

সমাজ-মধ্যে নিজের পাপ-জ্ঞাপন, অনুতাপ, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং আপৎকালে দান দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ক্ষত্রিয়ের তপস্যা সবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, উৎপীড়ন হইতে পীড়িতকে রক্ষা করা, অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করা, আপৎ ও অন্যায় হইতে লোককে রক্ষা করা। রক্ষা লইয়াই শাসনপ্রণালী। চিরকাল শাসনপ্রণালীর অঙ্গীভূত হইয়া কায়স্থগণ রক্ষাবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন।

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপোবার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥" ১১।২৩৬
"মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্য্যকারিণঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাৎ ততঃ॥" ১১।২৪০

যাহারা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক দ্বারা কলুষিত এবং যাহারা অন্যান্য যে কোন রূপ অকার্য্যকারী; তাহারা সকল প্রকার পাপ হইতে সুতপ্ত তপস্যা দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে। এই ত যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। কর্ত্তব্যকর্ম্মে তীব্র নিষ্ঠার ন্যায় আর তপস্যা নাই। আমরা প্রাণপণে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারিলেই আমাদের সুতপ্ত তপস্যা হইল। আমরা স্মৃতির তাৎপর্য্য ভুলিয়া কেবলমাত্র শব্দার্থ লইয়া কেন বিবাদ করিব।

আমরা এখন জাতীয় জীবনের মহাসন্ধি-স্থলে উপনীত। আমাদের শব্দার্থ লইয়া বিবাদ করিবার আর সময় নাই। হাঁসি-তামাসারও সময় নাই। রাগ, দ্বেষ ও অভিমানের সময় নাই। আমি বড় কি তুমি বড়, তাহা দেখিবার সময় নাই। আমার কথা থাকে, কি তোমার কথা থাকে, এ সকল তুচ্ছ কথা ভাবিবার সময় নাই। বিভিন্ন ভাবের প্রবল স্রোত আসিয়া এখন সমাজকে তোলপাড় করিতেছে। এই সকল স্রোতের সামঞ্জস্য দ্বারা যদি সমাজের পুনর্গঠন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ত সমাজের পুনর্জীবন হইতে পারে; নতুবা হিন্দুসমাজ, বঙ্গের সমাজ, দিন দিন বিধ্বস্ত, উৎসন্ন হইবার অভিমুখে যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে দিন হইতে হিন্দুসমাজে স্রোত-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, সেই দিন হইতে হিন্দুসমাজ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের প্রবল জীবনীশক্তি একদিন বৌদ্ধ সমাজকে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন দর্শন ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-স্রোতকে নিজের বিপুল

গর্ভে স্থান দিতে শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল, সত্যপীরকে সির্ণি দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, এবং 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং' একমাত্র আশ্রয় স্থান হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের উদারতা ও বিশালতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য নিরাকরণ দ্বারা, দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী ধর্ম্মবিচিত্রতার তত্ত্বানুশীলন দ্বারা, আচারসম্বন্ধে আবশ্যক ও অনাবশ্যকের সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা, ব্রাহ্মণগণ এইরূপ উদারতা দেখাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং সেই অধিকারের মধ্যে থাকিয়া সমাজও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সনাতন হিন্দুসমাজের সেই বিশ্বম্ভর রূপ কি অতীতের গর্ভে বিলীন হইবে!

মনুষ্যের উন্নতির জন্য সমাজের অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নূতন সমাজ সংগঠন বড় সহজ ব্যাপার নহে, এবং সকল সময়ে প্রার্থনীয়ও নহে। কিন্তু যখন সঙ্কীর্ণতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করিয়া সমাজ আপনার বিস্তার ও বিকাশের পথ সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে, তখন মহাপুরুষগণকে আবির্ভূত হইয়া সময়ে সময়ে সেই প্রাচীর ভেদ করিতে হয়। ভারত-গৌরব সিংহপরাক্রম মহাপুরুষ গুরুগোবিন্দ প্রচলিত বর্ণাশ্রমমূলকে সমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয়-তেজ, ক্ষত্রিয়-দর্প, ক্ষত্রিয় প্রভাব পুনর্জীবিত করা অসম্ভব মনে করিয়াই, কেবল মাত্র গুণ ও কর্ম্মের বিচার দ্বারা নূতন ক্ষত্রিয়-সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একজন নাপিত তাঁহার প্রথম ক্ষত্রিয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের হর্ত্তাকর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কিন্তু একথা গৌরবের কথা নহে। গুরুগোবিন্দ-গঠিত খাল্‌সা শিখসিংহগণ আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর বীরত্ব-গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ক্ষত্রিয় মৃতবৎ এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিল, আর বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত শিখ সৈন্য হিন্দু-পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইল। আজ কি আমরা অবনত মস্তকে সেই চির মৃত্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিব?

আজ বীরদর্পে কায়স্থ-যুবক রণমুখে অগ্রসর হইতেছে, বিপুল উৎসাহের সহিত তাহারা সাংগ্রামিক শিক্ষার জন্য অগ্রপদ হইয়া রহিয়াছে, আজ তাহারা লেখনী ত্যাগে তরবারি ধারণ করিবার জন্য হস্ত প্রসার করিতেছে।

এদিকে শব্দার্থের দোহাই দিয়া, দীর্ঘ সংস্কারের দোহাই দিয়া, অভিমানের দোহাই দিয়া, আনুষ্ঠানিক, নাস্ত্যদস্তিবাদীগণ নাস্ত্যদস্তি-মতের ধ্বজা উড়াইয়া বলিতেছেন, যে তোমরা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়, তোমরা শূদ্রভাবাপন্ন, তোমাদিগকে চিরদিন চিরজীবনের জন্য বংশপরম্পরাক্রমে দ্বিজের দাসত্ব করিতে হইবে।

নাস্ত্যদস্তি-মত ভারতের নূতন কথা নহে। নাস্ত্যদস্তি-মত আছে বলিয়াই ভারতে হিন্দুসমাজ নানা বিপ্লব,—নানা উপদ্রব অতিক্রম করিয়া আজও জীবিত রহিয়াছে। নানারূপে রূপান্তরিত হইলেও হিন্দুসমাজের ধারাবাহিক প্রবাহ বহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু উদারতাই নাস্ত্যদস্তি-মতের জীবন। সেই উদারতার অভাব হইলেই, নাস্ত্যদস্তিমত মহাপুরুষগণের তীব্র আক্রমণের বিষীভূত হয়। এই নাস্ত্যদস্তি-মতকে আক্রমণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বৈদিকযজ্ঞের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাস্ত্যদস্তিবাদ ও ক্রম-বিকাশবাদ, সমুচ্চয়বাদ ও অসমুচ্চয়বাদের মধ্যে দিয়া হিন্দুসমাজ আপনাকে চিরদিন জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সামাজিক জীবন ও মনুষ্যজীবনের বিকাশকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, ভারতের আচার্য্যগণ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কখনও নাস্ত্যদস্তিমতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন এবং কখনও ঐ মতের অনুকূল আচরণ করিয়াছেন।

এখন কালের গতি বিচার করিয়া আমাদিগকে নাস্ত্যদস্তিমতের পুষ্পিত বাক্যে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে দেশের ও কালের উপযোগী হইতে হইবে। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলের অনুগ্রহে কায়স্থগণ বিষ্ণু ও শক্তিমন্ত্রের অধিকারী। তাহারা সেই মন্ত্র জপ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিতেছে, সাবিত্রী মন্ত্র জপ না করিয়া তাহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনরূপ হানি বা অপচয় হয় নাই। উপনয়ন কেবল ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরববৃদ্ধি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর রক্ষার জন্য।

আমরা উপবীত ধারণ করি বা না করি তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমাদের সকলের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা ক্ষত্রিয়ভাবে আপনাদিগকে দীক্ষিত করিব, ক্ষত্রিয়-তেজে হৃদয় উদ্দীপিত করিব, ক্ষত্রিয়-গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া সকল প্রকার দুর্ব্বলতা, হীনতা ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকার নাশ করিব। আমাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে ক্ষত্রিয়ভাব প্রবাহিত হইবে। আমরা ক্ষত্রিয়-ভাবে আপ্লুত ও আকণ্ঠমগ্ন থাকিব, অসঙ্কুচিত চিত্তে, নির্ভীক হৃদয়ে আমরা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন করিব। ক্ষত্রিয়-জীবনের অনুভব দ্বারা, ক্ষত্রিয়-জীবনের অনুসরণ দ্বারা আমরা আমাদিগকে পবিত্র করিব, আমাদের ব্রাত্যত্বদোষ যদি থাকে, তাহা অতি দূরে নিক্ষেপ করিব এবং পবিত্র ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকারী হইয়া ভারতমাতার ক্ষত্রিয়-সন্তান বলিয়া গৌরব লাভ করিব। প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত ক্ষত্রিয়ের গৌরব-কাহিনী আমাদের নিজস্ব করিব, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ করিয়া লইব। সেই উদ্দীপনাময় প্রাচীন দেহে নবজীবনের সঞ্চার করিব।

ওঁ

কিন্তু ক্ষত্রিয়-জীবনের দায়িত্ব সমধিক। মূর্খ কখনও ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারে না। অন্ধ কখনও অন্যের পথ-প্রদর্শক হইতে সমর্থ হয় না। আমাদের বিদ্যাবল চাই, বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা চাই, কুসংস্কার, কুপ্রথা ও সঙ্কীর্ণতার সীমা অতিক্রম করা চাই। আমাদের উদারতা চাই, বিচারশীলতা চাই। যে সকল গুণে বিভূষিত হইয়া, ঋষিতুল্য ক্ষত্রিয়গণ দৃঢ়মূল সংস্কারের বিশাল বৃক্ষ ছেদন করিয়া, সংকীর্ণতার অবরোধ ভেদ করিয়া, নান্যদস্তিবাদী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে থাকিয়াও উপনিষৎ বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং নিজে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণকুমারগণকেও সেই বিদ্যার শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমাদিগের সেই সকল গুণের অধিকারী হওয়া চাই। সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয় ঋষিগণ যে সাম্যবিদ্যা, যে আত্মবিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যার বলে যে দিন আমরা বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ভাব ও শিক্ষার দ্বারা স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কঠোরতা নাশ করিতে সমর্থ হইব, যে দিন আমরা কেবলমাত্র জন্মদোষ-দূষিত মনুষ্যকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখার পদ্ধতি উঠাইয়া দিতে পারিব, যে দিন আমরা চিরঘৃণিত, চিরপদদলিত প্রতিলোমজ চণ্ডালাদিকে সামাজিক পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিতে সমর্থ হইব, সেই দিন আমাদের নবীন ক্ষত্রিয়-ব্রত সার্থক হইবে। এখন শিক্ষা—উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম শিক্ষাই আমাদের প্রধান সাধন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল বিদ্যাতেই আমরা পারদর্শী হইব। তবেত আমরা নিজ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইব। শিক্ষিত কায়স্থ ক্ষত্রিয়জীবনের অধিকারী হইলে বঙ্গদেশের দুঃখ থাকিবে না, ভারতবর্ষের দুঃখ থাকিবে না। যাহা অন্যায় বলিয়া জানিব, তাহারই বিরুদ্ধে নির্ভীক হইয়া অস্ত্রধারণ করিব। কুসংস্কার ও কুপ্রথা চির প্রচলিত হইলেও আমরা তাহার কবল হইতে নিজ সমাজ ও অন্য সমাজকে উদ্ধার করিয়া ভারতমাতার সেবা করিব। যেখানে কপটতা, ভণ্ডতা ও মিথ্যাচার দেখিব, সেইখানে তিরস্কারের জন্য ধাবমান হইব। যেখানে তোষামোদ, চাটুকারিতা, স্বার্থপরতা দেখিব, সেখান হইতে অতিদূরে অবস্থান করিব, সাধুভাব, সাধু আচরণের সংকার করিব; অসদ্ভাব, অসদাচরণের প্রত্যাখ্যান করিব।

হায়! যদি এই ক্ষত্রিয়-আদর্শ আমরা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতাম, তাহা হইলে কি বৎসর বৎসর বিবাহে পণ গ্রহণ প্রভৃতি কুপ্রথার জন্য আমাদিগকে চীৎকার করিতে হইত। আশা করি, আজ হইতে যেন আমরা সকল কর্ম্ম

ক্ষত্রিয়-জ্ঞানে, ক্ষত্রিয়ভাবে করি। দেখি আমাদিগকে কে অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখিতে পারে।

বঙ্গের কায়স্থগণ এই ক্ষত্রিয় ভাব মজ্জাগত করিয়া দেশের জন্য, জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থানের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে, আত্মবলি দিবে। তবেই ত কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সফল হইবে। তবেই ত চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়-ব্রতে একীভূত হইয়া, তাহাদের সমবেত বলে বঙ্গের গৌরব, ভারতের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য ঃ—

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ সমাপনান্তে তিনি সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে ১৩২৩ সালের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিতে বলিলেন। কার্য্য-বিবরণ এই ঃ—

ভগবৎ কৃপায় সভা-গত শ্রাবণ মাসে ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই সভা সমিতি গঠিত হয় এবং ব্যক্তি বিষয়ে যে কথা প্রযোজ্য তাহা প্রায়ই সভাদিতে প্রযোজ্য। "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ" ঋষি বচন। বঙ্গীয় কায়স্থদের এখন এই ঋষি বচন স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্য আজকাল অনেকের ঋষিবচনে আস্থা নাই, কিন্তু proverls অর্থাৎ চলিত কথায় আছে। আবার অনেকে আজকাল ষোড়শ বর্ষ দূরের কথা, ২৫ বৎসর বয়সেও পুত্রকে পরামর্শযোগ্য মনে করেন না এবং তাহাদের একাকী ছাড়িয়া দিতে সাহস পান না—এরূপ লোকদের কাছে পুত্র চিরকালই শিশু। এই সভার বিষয় কিরূপ দাঁড়াইবে জানি না, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন ৮ বৎসরের অধিক সম্পাদক আছেন, আমরা দেখিতেছি, সভার মর্য্যাদা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে এবং দেশ বিদেশ হইতে নানা সামাজিক বিষয়ে অনেকে (তন্মধ্যে সকলে সভ্য নয়) সভার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন। তাই মনে হয়, সভার ষোড়শ বর্ষ কায়স্থ-সমাজে অনুভূত হইয়াছে।

কিন্তু এই ধরাতলে পূর্ণ সুখ হয় না। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত প্রায়ই অনেক বিপদ ঘটিয়া থাকে। তাই বোধ হয়, এখন সভার বাধা বিঘ্নের প্রাচুর্য্য আছে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধই প্রধান। এই যুদ্ধে প্রায় সকলেরই অনাটন ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও তাই সভ্য সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হয় নাই। এ দিকে কাগজ ও অপরাপর দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় খরচ অত্যধিক হইয়াছে এবং বিজ্ঞাপনের আয় নাই বলিলেই চলে।

সভ্যসংখ্যা। আলোচ্য বর্ষে ৮০ জন নূতন সভ্য, পত্রিকার ৩৫ জন নূতন গ্রাহক হইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর ৭৮ জন সভ্য ও ১৫ জন পত্রিকার গ্রাহক বাড়িয়াছিল। এদিকে আমরা শতাধিক সভ্য হারাইয়াছি, তন্মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় সেই সকল লোকান্তরিত মহাত্মার বিবরণ দিয়াছেন। ৪ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন। ২ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, অবশিষ্ট অনাদায়ী সভ্য এবং লক্ষৌ-শাখা-কায়স্থ-সভা চাঁদা দিতে না পারায় বা না দেওয়ায়, তথা বাকী চাঁদার জন্য কোন উত্তর না দিয়া ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেওয়ায়, তাঁহাদের নাম তালিকাচ্যুত করা হইয়াছে। পত্রিকার পুরাতন গ্রাহকদিগের মধ্যে ২৫ জনকে হারাইয়াছি।

আয়ব্যয়। আলোচ্য বর্ষে নিকষ আয় ৩২২৬৷৵৫ পাই। এতদ্ব্যতীত গত বর্ষের ৬০৩৷৴১০ পাই টাকা তহবীলে মজুত ছিল। সর্ব্বসমেত ৩৮৩০৶৩ পাই টাকা তহবীলে হয়। এই টাকা হইতে সর্ব্বপ্রকারে ৩৩৩১৷৵৩ পাই খরচ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪৯৮৷৴০ মাত্র এ বৎসর মজুত আছে। এবার প্রচারার্থ ৫০৲ এবং উপনয়নার্থ ২৫৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু প্রচারার্থ ২০৷৴৯ পাই খরচ হইয়াছে, তাহাতে শুধু উপনয়ন বিস্তারই হইয়াছে, সভ্য আদৌ বৃদ্ধি হয় নাই, পূর্ব্ব বৎসরে ৩৯৷৵৩ পাই টাকা ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ৭৮ জন নূতন সভ্য হইয়াছিল। ফলতঃ সভ্যবৃদ্ধি করা প্রচারকের বিশেষ কর্ত্তব্য।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি। সমিতির এবার দশটী অধিবেশন হইয়াছে। এ বৎসর যথারীতি সভার মুখ্য উদ্দেশ্যাদির প্রচার ভিন্ন, শিক্ষার্থ দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রগণকে সাহায্য ও দরিদ্র বিধবাদের সাহায্য প্রদান, গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগে কায়স্থছাত্রের প্রবেশাধিকার ও সভার অধীন আর্য্য-বিদ্যালয়ের পরিচালন উল্লেখযোগ্য। এই স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মার ঐকান্তিক চেষ্টায়ই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামোহপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অনুগ্রহে এবং অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের উদারতায় উক্ত কায়স্থ ছাত্রকে সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগে ভর্ত্তি করাইতে পারা গিয়াছে; অধিকন্তু তদনুগ্রহে উক্ত বালক নিস্তারিণী দাসীর ছাত্রাবাসে থাকিবার স্থান পাইয়াছেন। সভার সকল উদ্দেশ্যগুলিই ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় করার সম্বন্ধে যে স্বতন্ত্র সমিতি গঠিত হইয়াছিল, কবিরাজ যামিনীভূষণ সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে কায়স্থ-ছাত্র গ্রহণ করায় উক্ত

সমিতি এখন তৎসম্বন্ধে আর কিছু করা সমীচীন মনে করেন নাই। প্রতিমাসে পত্রিকায় সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশিত হয়, পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা মাত্র বলিব।

ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার। ক্ষত্রিয়ত্বে প্রচার এখন সমগ্র কায়স্থ-সমাজেই বেশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের সমস্ত কায়স্থকে এক সমাজভুক্ত করণ। এ বৎসর এলাহাবাদে ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মেলন হইয়াছিল।

বঙ্গের সমাজ চতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাহ বিস্তার। আন্তর্গণিক বিবাহ এবার চারটী হইয়াছে, একটী বঙ্গজ দক্ষিণরাঢ়াতে, একটী বারেন্দ্র দক্ষিণরাঢ়ীয়ে, দুইটী উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়াতে। শেষের দুইটীইর মধ্যে একটী সভার চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে।

বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয়ের অল্পতা সাধন। এই প্রস্তাবটীই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। এ বৎসর আমরা ১৮টী বিবাহের সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে দেনা পাওনার কথা কোনটীতেই শুনা যায় নাই; পরন্তু ১৩টী বিবাহে পাত্রপক্ষ পণ কি যৌতুক প্রভৃতি কোনরূপ দাবী করেন নাই, বরং একস্থলে অর্থের প্রলোভনও উপেক্ষিত হইয়াছে। এই সকল মহাত্মাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

সভা-গৃহ। সভা-গৃহের অভাবে যে কষ্টভোগ করিতে হইতেছে এবং যেরূপ বায়বাহুল্য হইতেছে, তাহা নূতন কিছু বলিবার নাই।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। এ বৎসর তিনটী দরিদ্র কায়স্থছাত্রকে সভার তহবীল হইতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এবং সভার চেষ্টায় অন্য দুইটী ছাত্রকে পুস্তক ক্রয়ার্থ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাবাবু সভার পক্ষ হইতে সংস্কৃত শিক্ষার্থী দুইটী ছাত্রকে টাকা দান করিয়াছেন। এই বৎসরেও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার অনেক বেশী সাহায্য করিতে পারা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর্য্য-বিদ্যালয়ে ৩১ জন কায়স্থ এবং ৩৫ জন ব্রাহ্মণ ছাত্র বিনা বেতনে ও কম বেতনে পড়িতেছে।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে অতি অল্প টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে। এ বৎসরও আবশ্যক মত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য করিতে পারা যায় নাই। তথাপি এবার ৫টী বিধবা ও ৩টী ছাত্রকে ৭৮৲ টাকা

সাহায্য করা গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে সাধারণ তহবীল হইতে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের জন্য যে ৪৯৲ টাকা খরচ করা হইয়াছিল, তাহা শোধ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার অধিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

এই ভাণ্ডারে সন ১৩২২ সালের শেষে ১৯৪২৶১০ পাই মজুত ছিল, ১৩২৩ সালে ৩৬৩৮১১ পাইমাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোং কাগজের সুদ ১৪২৮১১ পাওয়া গিয়াছে, অতএব এবার একুনে এই ভাণ্ডারের মোট মজুত ২১৭৯৯ পাই আছে।

প্রচার। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর্ম্মবর্ম্মা (ফরিদপুর প্রচার সমিতির প্রচারক), মহাশয়দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সভা করিয়া লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া, উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন, এবং নানা স্থানে সভা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য আমরা ঐ সকল কর্ম্মীর নিকট আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শাখা-সমিতি। এবার শাখা-সভাসমূহের মধ্যে প্রথমেই 'সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনী'র কার্য্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সভার প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় এক প্রচার-সমিতি গঠন করিয়া নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুরের নানা স্থানে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। যশোহর শাখা-সভা উপনয়ন বিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন। অপরাপর শাখা-সভার কার্য্যের কোন সংবাদ পাই নাই। ত্রুটী করেন নাই।

কায়স্থ-পত্রিকা। পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্ম শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় কায়স্থ-পত্রিকা যথানিয়মিতভাবে প্রতিমাসে ১লা তারিখে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত পত্রিকায় কায়স্থ-জাতি-তত্ত্বের ও বিবিধ বিষয়ের আলোচনা থাকায় দিন দিন তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। এই পত্রিকার বিনিময়ে এবার নানা ভাষার মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক ৭৩ খানি পত্র ও পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, ১৯খানি পুস্তকও সমালোচনার্থ পাইয়াছি। সমালোচিত পুস্তকসমূহের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ অনুদিত নব্যন্যায়ের ব্যাপ্তিপঞ্চক, শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ, এম-এ, প্রণীত সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব, কবিবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, প্রণীত পৃথ্বিরাজ নামক মহাকাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩২৩ সালের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

আয়।		ব্যয়।	
প্রবেশিকা	৮০৲	বেতন	৭৪২৸৵০
চাঁদা	১৯৪৬৸৵০	বাটী ভাড়া	২৬০৲
গ্রাহক	২১৪৲	সরঞ্জাম	১২১৷৵৯
বিজ্ঞাপন	১১৪৲	আবশ্যক দ্রব্য	১০৷০
পত্রিকা	২৭৸৵০	আলো	৪৯৴৬
কার্য্য-বিবরণী	৸০	পুস্তকালয়	৬৲
ডাকের আয়	৮৫৸৯	কাগজ	৪৩৬৸৵০
কমিশান্	৭৷৵৩	মুদ্রণ	৮৯৮৷৷০
উপনয়ন	২৫৲	দপ্তরী	১০১৷৵৩
সুদ	৩৷৷৶২	ডাক ও টেলিগ্রাম্	২৭১৷৴৬
প্রচার	৫০৲	প্রচার	২০৯৴৯
দাতব্য	৪৯৲	উপনয়ন	৮৷৷০
বাজে	৩৷৴০	পাথেয়	৫৫৩
আমানত	৬১৯ ৩	পারিতোষিক	২৮৷০
		কমিশান্	৯৴৬
		দাতব্য	১৫৲
		আমানত শোধ	৭৯৷৴৬
		হাওলাত শোধ	১২৫৲
		ফেরৎ	৭৵০
		বাজে	৬৶৩
মোট	৩২২৬৷৷৴৫ পাই।		
মোঃ জমা চলিত সনে	৩২২৬৷৷৴৫ পাই।		
গতসনের মজুত তহবীল	৬০৩৷৷৴১০ পাই		
মোট	৩৮৩০৶৩ পাই	মোট	৩৩৩১৷৵৩
মিনাহ খরচ	৩৩৩১৷৵৩ পাই		
অবশিষ্ট	৪৯৮৸৴০		

মজুতবিতং ৪৯৮ ৸৴০
হিঃ থ্যাঃ স্পিঙ্ক কোংর ব্যাঙ্ক ৬৮৸৵৩
৪২৯৸৵৯
হিঃ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৩০০৲
১২৯৸৵৯
হিঃ কঃ ইঃ কর্পোরেশন্ ২৫৲
১০৪৸৵ ৯
বাদ হাওলাত ৩৪৸৶৬
৬৯৸৶৩

হাওলাত বিতং
সুরেন্দ্রনাথ বসু ১৲
সমাজ প্রেস ।০
উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৩৩৷৷৶৬
৩৪৸৶৬ পাই।

হিসাব নির্ভূল দেখিয়াছি।
(Auditor) শ্রীবসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
9-4-17
K. C. Sircar
11-4-17

শ্রীশরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
সম্পাদক।

কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতি উহা গৃহীত হইল।

রাজরাজেশ্বর ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা।

কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইলে পর মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব সোল্লাসে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রথম প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

কায়স্থ যুবকগণকে ভারতরাক্ষ সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (দক্ষিণরাঢ়ী) তিনি বলিলেন :—

এমন দিন ছিল যখন বাঙ্গালী আদর্শ-জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন বাঙ্গালীর জাতীয়তা ছিল, বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরমসুখে গৃহধর্ম্ম পালন করিত। তখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ছিল না। তখনও একান্ন পরিবারের লক্ষ্মী বিমুখ হন নাই। তখনও বাঙ্গালী আপনার জনকে বুকে করিয়া রাখিত ও একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলে দায়িত্ব ভাগ করিয়া লইয়া একের বোঝা দশের আঁটী এই প্রবাদকে জীবনযাত্রার ক্ষেত্র সত্যে পরিণত করিয়া আদর্শ গৃহাশ্রমের সৃষ্টি করিতে পারিত। ইহা ঔপন্যাসিকের রচা কথা বা কল্পনার বর্ণ চিত্র নহে। বাঙ্গালার বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালী সমাজের এই ছবি ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত পরে পরে আঁকিয়া রাখিয়াছে। জাতিতত্ত্বের অথগুনীয় প্রমাণ মুক্তকণ্ঠে বাঙ্গালার এই অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। এখন বাঙ্গালীর সমাজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কবির স্বপ্ন ছিল না—তখন স্বর্গভূমি বাঙ্গালা কথার কথা ছিল না; তখন সোণার বাঙ্গালা সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা মলয়জশীতলা বাঙ্গালা বাঙ্গালীর স্বর্গ ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তপোবনে তখন বাঙ্গালী সুস্থদেহে প্রসন্নচিত্তে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিত। তখন বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যের সন্ধানে সাঁওতাল পরগণার উপলক্ষেত্রে ছুটীতে হইত না। তখন সঙ্ঘ ছিল তাই সমাজ ছিল। সমাজ ছিল তাই স্থিতি ছিল। স্থিতি ছিল, তাই বাঙ্গালী জাতি বিকাশের পরিণতির বিবর্ত্তের অবসান পাইয়াছিল। বাঙ্গালীর প্রাণ ছিল, তাই সেই প্রাণবলে বলীয়ান ও ধর্ম্মবলে মহীয়ান হইয়া বাঙ্গালী জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপনাকে চরিতার্থ করিতে স্বার্থক করিতে পারিয়াছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মানস-সরোবরে জাতীয়তার উজ্জ্বল কিরণে বাঙ্গালী তখন শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই বাহিরের প্রেরণায় তাহাকে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়োজন হইত

না। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সধর্ম্মভক্ত বাঙ্গালী অন্তরের প্রেরণায় যুগধর্ম্ম পালন করিয়া দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিত। সেইজন্য তখনকার বাঙ্গালীর জাতীয়তার খাতায় এত বাকী বকেয়া ছিল না। তাই সে সময়ে বাঙ্গালী হাজার হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিল্লীর সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখিত। কিন্তু আজ সেই বাঙ্গালী দেশ, সেই বাঙ্গালী, মহাবুদ্ধিমান জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াও কোন একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। মানস বলের পূর্ণ অভিব্যক্তি দূরে থাকে, অর্থ বলে কিছু করিবার শক্তিও আমাদের সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। শত সহস্র বৎসরের দাসত্বে নিষ্পিষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া আমাদিগের যে সর্ব্বনাশ না হইয়াছে, একমাত্র অর্দ্ধপাশ্চাত্য অনুকরণ-প্রিয়তার আমাদিগের তদপেক্ষা অনেক অধিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই বিকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিতেছে। আমরা যদি একটী কথা মনে রাখিতাম তাহা হইলে আমরা এইরূপে অন্ধভাবে প্রতীচ্য-ভোগমূলক আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমাদের স্বর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতাম না। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে ভোগ বিলাস ও আত্মপরতা স্বাধীন দেশে শোভা পায়। সে সকল ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিবার এ সময় নয়, কিন্তু ভাল হইলেও পরাধীন দেশে পরাধীন জাতির সমাজে ঐ সকল ভোগ সুপথ্য নয়। উহা আমাদের ইষ্ট হইতে পারে না। যাহা জাতীয় জীবনের অনর্থের কারণ ইহা না বুঝিয়া আপাততঃ মনোরম বলিয়াই আমরা অন্ধ-ভাবে সেইদিকে ধাবমান হইতেছি। আমার বিবেচনায় এই প্রতীচ্য-বিলাস-অনুকরণ জাতীয় অধঃপতনের মুখ্য কারণ। যতদিন এই বিকৃত শিক্ষার গতি রুদ্ধ না হয় ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই। আমাদিগের অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার প্রভাবে আমরা সকল বিষয়েই ব্যাভিচারকে আশ্রয় দিয়া থাকি। ইংরাজ আমাদিগের রাজা, অতএব তাঁহাদিগের সকল আদর্শই আমাদিগের অনুকরণীয়। বিলাতে Dowry System আছে, অতএব আমাদিগের পণপ্রথা দোষনীয় নয় মনে করিয়া সমাজে প্রকাশ্য কিম্বা গুপ্তভাবে তাহা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজ আহারে জাতিভেদ রাখেন না, অতএব আমরা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সমস্ত অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলকে ডাকিয়া একাকার ভোজের সূচনা করিতেছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, যে ইংরাজের অনুকরণে আমরা এইরূপ একাকার করিতেছি সেই ইংরাজ সমাজে জাতিভেদ আমাদের অপেক্ষা বিশিষ্ট ও নিকৃষ্ট ভাবে প্রচলিত। তবে সে জাতিভেদ আমাদিগের মত গুণকর্ম্মবিভাগশঃ নির্ণিত

কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতি উহা গৃহীত হইল।

রাজরাজেশ্বর ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা।

কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইলে পর মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব সোল্লাসে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রথম প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

কায়স্থ যুবকগণকে ভারতরাক্ষ সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (দক্ষিণরাঢ়ী) তিনি বলিলেন :—

এমন দিন ছিল যখন বাঙ্গালী আদর্শ-জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন বাঙ্গালীর জাতীয়তা ছিল, বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরমসুখে গৃহধর্ম্ম পালন করিত। তখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ছিল না। তখনও একান্ন পরিবারের লক্ষ্মী বিমুখ হন নাই। তখনও বাঙ্গালী আপনার জনকে বুকে করিয়া রাখিত ও একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলে দায়িত্ব ভাগ করিয়া লইয়া একের বোঝা দশের আঁটী এই প্রবাদকে জীবনযাত্রার ক্ষেত্র সত্যে পরিণত করিয়া আদর্শ গৃহাশ্রমের সৃষ্টি করিতে পারিত। ইহা ঔপন্যাসিকের রচা কথা বা কল্পনার বর্ণ চিত্র নহে। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালী সমাজের এই ছবি ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত পরে পরে আঁকিয়া রাখিয়াছে। জাতিতত্ত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ মুক্তকণ্ঠে বাঙ্গালার এই অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। এখন বাঙ্গালীর সমাজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কবির স্বপ্ন ছিল না—তখন স্বর্গভূমি বাঙ্গালা কথার কথা ছিল না; তখন সোণার বাঙ্গালা সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা মলয়জশীতলা বাঙ্গালা বাঙ্গালীর স্বর্গ ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তপোবনে তখন বাঙ্গালী সুস্থদেহে প্রসন্নচিত্তে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিত। তখন বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যের সন্ধানে সাঁওতাল পরগণার উপলক্ষেত্রে ছুটীতে হইত না। তখন সঙ্ঘ ছিল তাই সমাজ ছিল। সমাজ ছিল তাই স্থিতি ছিল। স্থিতি ছিল, তাই বাঙ্গালী জাতি বিকাশের পরিণতির বিবর্ত্তের অবসান পাইয়াছিল। বাঙ্গালীর প্রাণ ছিল, তাই সেই প্রাণবলে বলীয়ান ও ধর্ম্মবলে মহীয়ান হইয়া বাঙ্গালী জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপনাকে চরিতার্থ করিতে স্বার্থক করিতে পারিয়াছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মানস-সরোবরে জাতীয়তার উজ্জ্বল কিরণে বাঙ্গালী তখন শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই বাহিরের প্রেরণায় তাহাকে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়োজন হইত

না। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সধর্ম্মভক্ত বাঙ্গালী অন্তরের প্রেরণায় যুগধর্ম্ম পালন করিয়া দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিত। সেইজন্য তখনকার বাঙ্গালীর জাতীয়তার খাতায় এত বাকী বকেয়া ছিল না। তাই সে সময়ে বাঙ্গালী হাজার হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিল্লীর সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখিত। কিন্তু আজ সেই বাঙ্গালী দেশ, সেই বাঙ্গালী, মহাবুদ্ধিমান জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াও কোন একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। মানস বলের পূর্ণ অভিব্যক্তি দূরে থাকে, অর্থ বলে কিছু করিবার শক্তিও আমাদের সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। শত সহস্র বৎসরের দাসত্বে নিষ্পিষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া আমাদিগের যে সর্ব্বনাশ না হইয়াছে, একমাত্র অর্দ্ধপাশ্চাত্য অনুকরণ-প্রিয়তার আমাদিগের তদপেক্ষা অনেক অধিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই বিকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিতেছে। আমরা যদি একটী কথা মনে রাখিতাম তাহা হইলে আমরা এইরূপে অন্ধভাবে প্রতীচ্য-ভোগমূলক আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমাদের স্বর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতাম না। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে ভোগ বিলাস ও আত্মপরতা স্বাধীন দেশে শোভা পায়। সে সকল ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিবার এ সময় নয়, কিন্তু ভাল হইলেও পরাধীন দেশে পরাধীন জাতির সমাজে ঐ সকল ভোগ সুপথ্য নয়। উহা আমাদের ইষ্ট হইতে পারে না। যাহা জাতীয় জীবনের অনর্থের কারণ ইহা না বুঝিয়া আপাততঃ মনোরম বলিয়াই আমরা অন্ধ-ভাবে সেইদিকে ধাবমান হইতেছি। আমার বিবেচনায় এই প্রতীচ্য-বিলাস-অনুকরণ জাতীয় অধঃপতনের মুখ্য কারণ। যতদিন এই বিকৃত শিক্ষার গতি রুদ্ধ না হয় ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই। আমাদিগের অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার প্রভাবে আমরা সকল বিষয়েই ব্যাভিচারকে আশ্রয় দিয়া থাকি। ইংরাজ আমাদিগের রাজা, অতএব তাঁহাদিগের সকল আদর্শই আমাদিগের অনুকরণীয়! বিলাতে Dowry System আছে, অতএব আমাদিগের পণপ্রথা দোষনীয় নয় মনে করিয়া সমাজে প্রকাশ্য কিম্বা গুপ্তভাবে তাহা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজ আহারে জাতিভেদ রাখেন না, অতএব আমরা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সমস্ত অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলকে ডাকিয়া একাকার ভোজের সূচনা করিতেছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, যে ইংরাজের অনুকরণে আমরা এইরূপ একাকার করিতেছি সেই ইংরাজ সমাজে জাতিভেদ আমাদের অপেক্ষা বিশিষ্ট ও নিকৃষ্ট ভাবে প্রচলিত। তবে সে জাতিভেদ আমাদিগের মত গুণকর্ম্মবিভাগশঃ নির্ণিত

হয় না। সে জাতিভেদ bank balanceএর উপর অল্প বিস্তর নির্ভর করে।

এখন এই বিকৃত পাশ্চত্য ধর্ম্মহীন শিক্ষার অনুগ্রহে আমরা শিখিয়াছি যে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই প্রভৃতি দুই একটি সংকীর্ণতাপূর্ণ ভাব, আর শিখিয়াছি ২।১টী সার্ব্বভৌমিক কথা মাত্র—যথা broad and enlightened vies, moral courage ইত্যাদি। আমরা বাবা মা প্রভৃতি পবিত্র কথা উচ্চারণ করিতেও শঙ্কুচিত হই। দেব দেবীর পূজার অনুষ্ঠানাদিকে ঘৃণা করি। আর সর্ব্বোপরি শিখিয়াছি কি? নিজের জাতিগত গৌরব নষ্ট করিতে। তাহা না হইলে আজ কায়স্থ সভা ভারত সম্রাটের আদর্শ মত ভারতরক্ষী সৈন্যদলে অন্ততঃ একলক্ষ সৈন্য পাঠাইতে সমর্থ হইতেন। যখন সমস্ত ভারতে এককোটী অপেক্ষা অধিক কায়স্থর বাস, আমি মাংস ভোজী কায়স্থদিগকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা মাংস ভোজী হইয়া যে বৃত্তির উত্তেজনা করিতেছেন ভারত সম্রাটের আহ্বানে তাঁহারা কি সেই বৃত্তির পরিচয় দিয়া যথার্থ রাজ ভক্তির পরিচয় দিবেন না? কবিবর ভারতচন্দ্র রায় বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বীর প্রতাপাদিত্যের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

যশোর-নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানি পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গলায় কায়স্থবীর ভবানীর প্রসাদে এইরূপ শক্তিশালী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মজীবন কায়স্থ প্রতাপ একদিন বলিয়াছিল—

"লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে।"

গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে আমাদিগের বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল প্রতাপের এই ক্ষত্রোচিত উক্তি তাহার প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি, তথাপি কেহ কেহ ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি-আই-ই, মহাশয় পৃথিবীর এই মহাসমরের অসংখ্য অনিকিনির আহত দিগের সেবায় বঙ্গে যে Bengal Ambulance Corps গঠন করিয়াছিলেন তাহাতে ১০০ শত জনের মধ্যে ৪০ জন কায়স্থ সন্তান ছিল। আর আমার বন্ধুপ্রবর ডাক্তার শরৎচন্দ্র মল্লিক মহাশয় যে বাঙ্গালী পল্টন গঠন করিতেছেন তাহাতে যে জাতি অদ্যাবধি যোগদান করিয়াছে তন্মধ্যে সকল শ্রেণী অপেক্ষা কায়স্থ অধিক। এই দুই ঘটনা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণের সহায়তা করিবে। তাই বলি ভাই, সকলে মিলে একবার বল "ফিরে দাও ক্ষাত্র বীর্য্য মোর।" কায়স্থ যুবক! তোমাদের দুই উপজীবিকা অসি ও মসী। এখন এই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতাভিমানী বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই মসি-জীবী হইবার কামনায় গোলদিঘির গোলামখানায় একবার অন্ততঃ প্রবেশ করিয়া কেরাণীজীবন মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য স্থির করিয়া সকলেই ঐ পথ অবলম্বন করিতেছেন। আমাদিগের ধমনীতে ক্ষত্রিয় শোণিত বহমান। ভারত সম্রাট এখন বাঙ্গালায় ক্ষত্র বীর্য্যের পরিচয় চাহিতেছেন। এস ভাই সকলে মিলিয়া সমস্বরে বলি "হারাধন খুঁজিয়া পাইয়াছি; এস আমরা পবিত্র ক্ষাত্র ব্রত গ্রহণ করি; যুগযুগান্তরেও সে পুণ্যব্রত উদ্যাপন করিতে পারিব।"

অনুমোদক।—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই:—

আমার মাননীয় বন্ধু নিবারণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর আমার বেশী কিছু বলিবার নাই; কিন্তু ছাত্রদের সহিত আমার জীবন বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট, তাই ২।৪টী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বই পড়িলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। রাজভক্তি, সাহসিকতা, স্বদেশ ভক্তি, ধার্ম্মিকতা সবই শিক্ষার অংশ। কোন একটীর অভাবে শিক্ষা অসম্পূণ থাকে। প্রত্যেকটী অন্যের সহিত জড়িত। একটী অপরটীকে টানিয়া আনে। আমরা এখন যদি ভারতরক্ষী-সৈন্যদলে যোগ দিই আমরা রাজার ও দেশের প্রতি শুধু যে কর্ত্তব্যপালন করিব তাহা নয়, আমরা নিজেরও উন্নত ও শিক্ষিত হইব। উপরন্তু নিজেদের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে, কারণ সাহস বৃদ্ধি হইবে। আজকাল আমরা সকলেই বালকের সন্তান-আত্মশক্তির উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। আমাদের দেশ পূর্ব্বে কি ছিল সেটা একবার সকলে স্মরণ করিয়া দেখুন, আর এখন আমরা কি হইয়াছি তাহাও ভাবিয়া দেখুন। যদি আপনারা এ জাতীয় অধঃপতনের প্রতিকার

করিতে চান, তবে আপনারা নিজেরা যাহারা পারেন, রক্ষী-সৈন্যদলে যোগ এখনই দিন, এবং যাহাদের বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে বা শরীর অসমর্থ তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রদিগকে অনুমতি দিন। ব্যাঘাত দিবেন না বা মেয়েদের কথা শুনিবেন না। সকলকেই যোগদিতে বলি না। যাহারা রোজগার না করিলে সংসার চলিবে না, যে সকল যুবকেরা পরীক্ষায় খুব ভাল হইতেছে তাহারা থাকুক, কারণ দেশে brains থাকা চাই। কিন্তু অনেকে আছে যাহাদের লেখা পড়ার, শক্তি নাই বা কম, যাহারা অন্য অনেক কারণে দেশরক্ষায় লেখাপড়া অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য এবং উপকারী হইবে।

এত গেল সাধারণ কথা। কায়স্থগণের এ বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য রাজ্যপালন। রাজ্যপালনের দুইটা দিক আছে। একটা Civil অর্থাৎ রাজস্ব আদায় বিচারাদি কার্য্য, আর একটা Military,—অর্থাৎ শত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা। প্রথম অস্ত্র মসী, দ্বিতীয়টার অসি। এই মসী ও অসি, লেখনী ও তরবারি এই উভয় অস্ত্র ব্যবহার করিবার জন্যই ক্ষত্রিয়ের সকল সময় প্রস্তুত থাকা উচিত। যে ক্ষত্রিয় কেবল মসীরই ব্যবহার শিখিয়াছেন, অসি চালনা শিখেন নাই তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে। কায়স্থজাতি যে পূর্ব্বে কেবল লেখনী চালনায় নিপুণ ছিলেন তাহা নহে, তরবারি চালনায় ও সমান দক্ষ ছিলেন, ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীজাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ বন্ধ হওয়াতেই আমরা এখন কেবল মসীজীবী হইয়া আছি। আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দুইজন কায়স্থ কুলতিলকের বিশেষ চেষ্টায় সদাগর ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে আবার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকার দিয়াছেন। এ সুযোগ যদি আমরা ত্যাগ করি তাহা হইলে আমরা গৌরবময় কায়স্থ নামে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইব। বস্তুতঃ আমরা জীবন মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এখন আমরা জীবনের পথে চলিব, কি মরণের পথে চলিব, তাহা আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। মনে রাখিবেন রাজার জন্য, দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন,—তাহা মরণ নহে, অনন্ত জীবন। যে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, এরূপভাবে আত্মবিসর্জ্জন, করিবেন তিনি শুধু নিজের গৌরব লাভ করিবেন না, পরন্তু সমস্ত কায়স্থজাতি সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে অনন্ত জীবন দান করিবেন। আমি আশাকরি প্রত্যেক কায়স্থ পরিবার হইতে অন্ততঃ একজন, ভারতরক্ষী সৈন্যদলে যোগদান করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিবেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু (দক্ষিণরাঢ়ী)। সভাপতি মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে তিনি উপরি লিখিত প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিতে বলিলেন :—

"কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তা' আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আস্‌ছি। কিন্তু রঘুনন্দন নাকি আমাদের শূদ্র করেছেন! কিন্তু শুধু রঘুনন্দন নয়। রাজারাও ইঙ্গিতে তা'ই এতদিন করে ছিলেন। প্রমাণ, ভারতবর্ষের সকল জাতিরই পণ্টন ছিল কেবল বাঙ্গালী পণ্টন ছিল না,—অর্থাৎ রাজারা বাঙ্গালীদের সৈন্যদলে নিতেন না। ফলতঃ আমরা যে শূদ্র নই, কায়স্থ; এবং কায়স্থ বলিয়া আমি আমাকে গৌরবান্বিত মনে করি।

আমাদের রাজারা স্বদেশী নয়। কিন্তু স্বদেশীই হউন আর বিদেশীই হউন, রাজারাই বরাবর সামাজিক থাক্ করে থাকেন। এখন রাজা আমাদের ক্ষত্রিয় কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ছেন। উপনয়ন ও ১২দিন অশৌচে আমাদের অধিকার আছে কিনা আমার বল্‌বার ক্ষমতা নেই, কিন্তু সৈন্যদলে আমাদের যোগ দেবার যোগ্যতা যে আছে, তা বল্‌তে পারি। এই মহাযুদ্ধে কাঠবেড়ালীর মত সাহায্য কর্‌তে রাজা আমাদের আহ্বান কর্‌ছেন। তাও কি আমরা পার্‌বো না? সত্য বটে আমাদের ন্যায় অসহায় জাতি আর নেই। জার্ম্মাণ বা অষ্ট্রীয়ানের ভয় দেখাবার দরকার নেই। বাঙ্গালীদের ভয় পাওয়াবার জন্য খবরের কাগজে একটু চোক্‌রাঙানি—তাও নয়, একটু ছোট প্যারাগ্রাফই যথেষ্ট। আমরা অধঃপাতে গিয়েছি। এখন সুযোগ হয়েছে। সকলে সৈন্যদলে যোগ দাও। It will at least educate us to act as like men. শুধু দেশরক্ষা নয়, আমাদের নিজেদের রক্ষাও দরকার। দেশের গুণ্ডারা যদি একবার বাড়ী ঢোকে, আম্‌রা পালাবার পথ পাই না। আমার মনে হয় না যে সব সময়ই তারা এমন প্রস্তুত হয়ে আসে যে তাদের সঙ্গে পারা যাবে না। গুণ্ডারা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি জানে তাই সাহস করে যখন তখন খালি হাতেই ঢুকে পড়ে।

অহঙ্কার বড় প্রিয় রিপু। আমাদের অহঙ্কার আছে পৈতা থাকুক বা না থাকুক—আমরা ক্ষত্রিয়। লোকে বলে আমরা মসিজীবী ক্ষত্রিয়। কিন্তু শান্তির সময় সকলেই মসী ধরে। তারাই আবার যুদ্ধের সময় অসি ধরে। চারিদিকে চেয়ে দেখ তার ঢের দৃষ্টান্ত আছে। কত সিভিলিয়ান আজকাল যুদ্ধে লেগেছে। আমাদের যে ভীরু অপবাদ আছে, সেটা মিথ্যা বরং আমরা মার্‌তে ভয় করি, কিন্তু মর্‌তে ভয় করি না। তবে সম্মুখ সমরে মরবার অভ্যাস অনেকদিন হ'তে গিয়েছে; আমরা যে মর্‌তে ভয় করি না তার প্রমাণ যে সংক্রামক

রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে তাহার শুশ্রূষা করিতে অনেক বলবান বীরজাতিও ভয়ে আকুল হন এবং অতি নিকট স্থানের সেবায় দরিদ্র বেতনভোগী ধাত্রীর উপর স্থাপন করেন। কিন্তু আমাদের কি মেয়ে কি পুরুষ আত্মীয়জনের শুশ্রূষা ত করেনই, বাটীর দাস দাসী কিম্বা অতিথিরও সঙ্কট পীড়ার সেবা করিতে অগ্রসর হন; আর এক কথা—বাঙ্গালী ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন্ জাতি আছে যে আসন্নকালে মৃত্যুর জন্য গঙ্গাযাত্রা করিতে পারে। আমাদের বীরত্বও ধর্ম্ম রক্ষার দিক হইতে জাগরিত হয়। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সম্রাটের জন্য—সাম্রাজ্যের জন্য—যুদ্ধ ধর্ম্ম যুদ্ধ, সুতরাং শক্তি থাকিতে সে যুদ্ধে যোগ না দিলে প্রত্যব্যয় আছে।

প্রস্তাবটী সোল্লাসে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ণ, বিবাহ, অশৌচাদি ক্ষত্রিয়বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি বলিলেন।

সমাগত ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে আপনাদের নিকট তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়াছি। এই প্রস্তাবটীই কায়স্থ জাতির জাতীয় অভ্যুত্থানের একমাত্র উপায়। কায়স্থ জাতি যে দ্বিজাতি ক্ষত্রিয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, এক্ষণে কথা এই যে যদি কায়স্থ জাতি দ্বিজাতি হয় তবে দ্বিজোচিত যজ্ঞসূত্র ব্যতীত কায়স্থেরা জাতীয় কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছেন। "সংস্কারাদ্ দ্বিজোচ্যতে", সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন গ্রহণ করিলে তবে দ্বিজাতি হয়, তখন বেদপাঠ করিবার অধিকার জন্মে, আমরা আর্য্যের সন্তান হইয়া আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র পবিত্র বেদপাঠ হইতে বহুদিন যাবৎ বঞ্চিত আছি। আমাদের এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিৎ নহে। পৈতা গ্রহণের নাম উপনয়ন সংস্কার, অর্থাৎ যে সাধনা দ্বারা মানবের দুইটী চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর জ্ঞান চক্ষুর

উন্মেষ হয় তাহার নাম উপনয়ন। যথা মহাদেবের কপালে যে চক্ষুটী আছে সেই জ্ঞান চক্ষুর বিমল জ্যোতিতে মদন ভষ্ম হইয়াছিল; অর্থাৎ জীবের জ্ঞানোদয় হইলে সে কাম জয় করে, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কামনা শূন্য হয়, নিষ্কাম হয়, তখন সহজেই শান্তি পাওয়া যায়। "ত্যাগাৎ শান্তিরণন্তরম", ভ্রাতৃগণ! যে মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান হয় তাঁহার নাম "গায়ত্রী", যে চিহ্ন দ্বারা সেই গায়ত্রী জপ করা যায় তাহার নাম "ব্রহ্মসূত্র" বা "যজ্ঞসূত্র" অর্থাৎ পৈতা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাতপা বিশ্বামিত্রের কঠোর সাধনার অমৃতময় ফল, যাহা লাভ করিয়া জীব ধন্য হয়, যাহা জপ করিয়া লোকে ব্রাহ্মণ হয়—আজ আমরা আমাদের পিতৃলব্ধ সেই অমৃতময়ী গায়ত্রী মন্ত্রে বঞ্চিত রহিয়া পুত্রের কর্ত্তব্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছি। অহো! ধিক আমাদিগকে! আমাদের পিতৃধনে আমরাই বঞ্চিত—আমাদের পিতৃধনে আমাদেরই অনধিকার "যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই" এই প্রবাদ বাক্য আজ আমাদের উপরেই সার্থক হইয়াছে; ভারতে এমন দিনও গিয়াছে যে দিন এইমন্ত্র আমাদের মুখে উচ্চারিত হইলে জিহ্বা কর্ত্তন করা হইত, কর্ণে এই মন্ত্র প্রবেশ করিলে কর্ণে তপ্তৈতল নিক্ষেপ করা হইত ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "শ্রেয়ান স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ।" আমাদের স্বধর্ম্ম পালন করিয়া কি ভগবদ্‌বাক্য রক্ষা করা উচিৎ নহে? শুধু তাই নহে আজ উপনয়ন অভাবে আমরা কতদূর অবনত হইয়াছি একবার স্মরণ করুণ! স্বজাতিবৃন্দ! উপনয়ন অভাবে আমাদের পিতৃশ্রাদ্ধের মন্ত্র আমাদের পুরোহিত পাঠ করেন, আমরা কেবল কাচা গলায় দিয়াই খালাস, এই কাচা গলায়টা যদি পুরোহিত মহাশয়েরা দয়া করিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহ'লে এক রকম মন্দ হইত না। আমরা ব্রহ্মচারি হইয়া অশৌচ পালন করি কিন্তু পিতার পিণ্ডদানের মন্ত্রের পরিবর্ত্তে নমঃ নমঃ বলি। "মন্ত্রমিচ্ছন্তিপিতরাঃ", কিন্তু আমাদের মন্ত্রে অধিকার নাই। ওঁঙ্কার, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আমাদের নমঃ নমঃ ব্যবস্থা। "মধুবাতা ঋতায়তে" প্রভৃতি মন্ত্রে আমাদের অনধিকার। আমাদের পিতা মাতাকে অন্নের বা পরমান্নের পিণ্ড দিবার অধিকার নাই। আমরা আমাদের সকল দেবতায় দেবতা, আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার ও স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর শুধু আলো চাল ও কলাচট্‌কান পিণ্ড ব্যতীত অন্য অন্ন বা পরমান্ন পিণ্ড পাইবার অধিকার নাই এবং আমাদেরও দিবার অধিকার নাই। একমাত্র উপনয়ন অভাবে আমরা আর্য্যধর্ম্ম হইতে কতটা পরিভ্রষ্ট তাহা চিন্তা করুণ। যখন আমরা শূদ্র নহি তখন কেন আমরা শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার করিয়া স্বধর্ম্ম

ভ্রষ্ট হইব ? একমাত্র পৈতা বিহনে অনেকেই আমাদিগকে শূদ্র কহিতে সাহস করে। আমরা স্বেচ্ছায় কেন এই শূদ্রাখ্যা গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের মুখে কলঙ্ক অর্পণ করি ? যদি বলেন "আমাদের বাপ দাদারা পৈতা লন নাই" তদুত্তরে বলি আমাদের বাপ দাদার সময় কেহ প্রকাশ্য বিচারালয়ে বসিয়া শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় কায়স্থ জাতিকে শূদ্র কহিতে সাহস করিত না এবং আজ যদি আমাদের পৈতা থাকিত আমাদিগকে কেহ শূদ্র কহিতে পারিত না। ভগবান বলিয়াছেন মৃত্যুকালে "ওঁ" স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে পরাগতি লাভ হয়, কিন্তু উপনয়ন ব্যতীত ওঁঙ্কারে অধিকার হয় না। সুতরাং আমাদিগের পরাগতি লাভ করিবার উপায় নাই। আমরা বিবাহ করি, মন্ত্র পড়ে আমাদের পুরোহিতে। কুশণ্ডিকা ব্যতীত বিবাহ বিবাহই নহে ; কেবল মাত্র দানের মন্ত্রে আমাদিগের তথা কথিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। সপ্তপদী গমন, শিলারোহণ, গোত্র পরিবর্ত্তন, পানিগ্রহণ, ধ্রুব দর্শন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বৈবাহিক সংস্কারগুলিতে আমাদের অধিকার নাই; এ প্রকার কুশণ্ডিকা বর্জ্জিত বিবাহকে বিবাহ বলে না, শাস্ত্র হিসাবে এ প্রকার বিবাহ-জাত পুত্র আত্মজ নামের অযোগ্য, কামজ বলা যায়, এই প্রকার কামজ পুত্রের পিণ্ডদানের অধিকার নাই। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্"— পুত্রের জন্যই ভার্য্যা এবং পিণ্ডের জন্যই পুত্র প্রয়োজন। এইপ্রকার বিবাহলব্ধ স্ত্রী ভার্য্যা নামের যোগ্যা নহে এবং তাহার গর্ভজাত সন্তান, পুত্র নামের অযোগ্য, সুতরাং এই প্রকার পুত্র পিণ্ডলোপের জন্য, পিণ্ডদানের জন্য নহে। ভ্রাতৃগণ বহুদিন আমরা এই পথে চলিয়া আসিয়াছি আর আমাদের চলা উচিৎ নহে—এবার ফিরিতে হইবে। ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই ; বাপ দাদা করেন নাই বলিয়া দুরাত্মার ন্যায় কতকগুলি ছল দেখানো উচিৎ নহে। কাহারা বাপ দাদা মদ্যপায়ী ব্যভিচারী থাকিলে তাঁহার বংশধরগণকে কি তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে ? দেশকাল পাত্র বিবেচনায় সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, একথা আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে। যদি বাপ দাদার দোহাই দেন, তবে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, গাধিরাজ বংশে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বমিত্র, ষোলশত কামপত্নী ও তিনটী প্রধানা স্ত্রী লব্ধ রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র সীতার অভাবে স্বর্ণসীতা লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন কি বাপ দাদা আচরিত ধর্ম্মের বিরোধী নহে ? এই প্রকার শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। বাপ দাদা আর কে ? আমরাইতো আমাদের বাপ দাদা ছিলাম। "আত্মাবৈজায়তে পুত্রঃ" যাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহে করিয়াছি বা করি নাই তাহা না করিতে বা করিতে কি আসে যায় ? বরং শাস্ত্রেতো ইহাই দেখা

যায় যে যাহা করিবার বাকী থাকে তাহা সম্পাদন করিবার জন্যই জীবের বার বার জন্মগ্রহণ হয়। যাঁহারা বলেন আমরা ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করিয়া আসিয়াছি এক্ষণে ত্রয়োদশ দিনে আমাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ড পাইবেন কি না ? তদুত্তরে বলি পিণ্ডদানের তো কোন বাঁধা ধরা সময় শাস্ত্রে লেখেনা, আজ আমার পুত্র কন্যার বিবাহে বা অন্নপ্রাশনে আমাকে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখন ৩০ দিন পাই কোথা ? আমাদের দৌহিত্রগণ তো ৪দিনে পিণ্ড দেন, সে পিণ্ড পিতৃ-পুরুষে কি করিয়া পান ? এবং আর্য্যশাস্ত্রে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রত্যহ হোম, বেদপাঠ, শ্রাদ্ধ, অতিথি সেবা ও পশুপক্ষীকে অন্নদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলে প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিলে সে পিণ্ড প্রত্যহ যদি পিতৃলোকে যায়, তবে ১৩ দিনে যাইবে না কেন ? আমরা ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রোচিত ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধই আমাদের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম তাহার বিপরীতাচরণই পাপ কায়স্থ ভ্রাতৃগণ ! আপনারা ঔদাসীন্য পরিহার করুন ! ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পরিহার করুন ! এখন কায়স্থজাতির অস্তিত্ব লইয়া কথা, এ সময়ে কি আপনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া জাতিত্বে জলাঞ্জলি দিবেন। রাজা দুর্য্যোধনের ও যে বুদ্ধি ছিল আমাদের কি সে বুদ্ধিও নাই ; দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন, "পর সহবাদে-একশত পঞ্চ ভাই মোরা ; জ্ঞাতি যুদ্ধে অন্যতঃ—পঞ্চ ভাই তারা, মোরা শত সহোদর।" এখন আমরা বঙ্গবাসী, তথা ভারতবাসী কায়স্থ সকলে এক হইতে হইবে ব্যক্তিগত মনোমালিন্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া জাতীয়কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। সমগ্রভারতে প্রায় ১ কোটী কায়স্থের বাস, তন্মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ কায়স্থ নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, ১৩দিন অশৌচ পালন করেন ও পৈতা গ্রহণ করেন ; আমরা দশলক্ষ বঙ্গবাসী কায়স্থ তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভ্রাতৃগণ কায়স্থের উপনয়ন আর রোধ হইবার নহে—বঙ্গদেশে ১০ লক্ষ কায়স্থ মধ্যে ৫ লক্ষ স্ত্রীলোক, অবশিষ্ট ৫ লক্ষ মধ্যে ১॥০ লক্ষ বালক বাকী ৩॥০ লক্ষ কায়স্থ মধ্যে কিছু বেশী একলক্ষ কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া কায়স্থের বিশদৃশ শূদ্রত্ব-পদ সম্মিলন করিয়াছেন, সুতরাং অতি সত্বরই আমরা বঙ্গের সমগ্র কায়স্থমণ্ডলীকে যোপবীতী দেখিতে পাইব। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, মাদারিপুর, ঢাকা, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করুন, কায়স্থের জাতীয় জীবনের স্পন্দন দেখিতে পাইবেন—নবীন উৎসাহে উৎসাহিত নব বলে বলীয়ান আপনার স্বজাতি ভ্রাতাকে দেখিবেন—আর এখানে কুম্ভকর্ণের ঘোর নিদ্রাভঙ্গ হইতেছেনা ;—গণ্ডারের চামড়া যেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্রেও বিদ্ধ হয় না, শত শত মর্ম্মস্পর্শী

বাক্যবানও এদুর্ভাগ্য তদ্দেশীয় কায়স্থবৃন্দের মর্ম্মবিদ্ধ করিতে পারে না, সকলেই যেন উদাসীন ! আর কতদিন ভাই ! এভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে? কায়স্থ সভা আজ ১৫ বৎসর ধরিয়া আপনাদের দ্বারে দ্বারে যাহা বলিয়া আসিতেছে, একবার আপনারা দয়া করিয়া তাহাতে কর্ণপাত করুন ! যদি বলেন আমরা ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় আছি পৈতা লইব কেন ? এ কথাটী যদি কোন ব্রাহ্মণ সন্তান বলেন আমি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই আছি, পৈতা লইব কেন ? ঠিক সেই প্রকার বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি, আর শূদ্র একজাতি। দ্বিজাতি অর্থাৎ একবার মাতৃগর্ভে জন্ম এবং উপনয়ন লইলে দ্বিতীয় জন্ম হয়। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং।" দান করা ও প্রভুত্ব করাই ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ ধর্ম্ম। কায়স্থ জাতির মত প্রভুত্বপ্রয়াসী জাতি আর আছে কি ? আর স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং স্যার তারকনাথ পালিতের মত দাতা এখনও বঙ্গদেশে জন্মাইয়াছে কি? ভগবদ্ উক্তি মত কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় তাহার তো এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী Bengal Ambulance গঠন করিলেন, ডাক্তার শরৎ কুমার মল্লিক Bengalee Regiment গঠন করিতেছেন। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যুদ্ধ বিষয়ক conferenceএ মনোনীত হইলেন, তিন জনই কায়স্থ। স্বভাবজ ক্ষত্রিয় গুণ না থাকিলে উপরোক্ত তিনজন কায়স্থ এই যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন কি ? কায়স্থেরা এই প্রকার ক্ষত্রিয়। মসীজীবী ক্ষত্রিয়, অসিজীবী ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উভয়ই ক্ষত্রিয়বৃত্তি। আবার আবশ্যক হইলে অসিজীবী মসীজীবী ও মসীজীবী অসিজীবী হইয়া থাকেন,—যেমন শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, চাঁদরায়, লক্ষ্মণমাণিক্য, কেদার রায়, মেনাহাতী, কালীদত্ত, মোহনলাল, সুরেশ, বিশ্বাস, কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতি। যে জাতিতে নবভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতে বিবেকানন্দ, নবছন্দে কাব্য লিখিতে মাইকেল, নববিজ্ঞান উদ্ভাবনে জগদীশ, যে জাতিতে লালমোহন, মনমোহন, আনন্দমোহন, রমেশচন্দ্র, দ্বারকানাথ, চন্দ্রমাধব, সারদাচরণ, অক্ষয়দত্ত, দীনবন্ধুমিত্র, গিরিশ ঘোষ, শিশির ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল, হরিনাথ দে, সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, নলরতন, সরকার, কেদার দাস, বি সি মিত্র, প্রতিভাবান মনীষীগণের জন্মগ্রহণ হয়, সেই জাতি যদি শূদ্র হয় তবে এই বঙ্গদেশে পি সি রায় প্রভৃতি শূদ্র নয় কে ? যদি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের কলমের খোঁচায় কায়স্থদিগকে সচ্ছূদ্র, অর্থাৎ সোনার পাথরবাটী বলা হয়, তবে "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ" এই রঘুনন্দনী বচনে দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ গুণবিহীন ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে শূদ্রবৎ করা হয় না কেন ? কেন দ্বিজবন্ধুগণকে বেদমন্ত্রে অধিকার দেওয়া হয় ; এক যাত্রায় পৃথক্ ফল কেন ? দ্বিজবন্ধু, স্ত্রীজাতি ও শূদ্র এ তিনই শূদ্রবৎ। যাহারা কায়স্থের দ্বিজত্বের গুণ দেখিতে পান না, তাঁহারা দ্বিজবন্ধুগণের ব্রাহ্মণ লক্ষণ দেখিতে অবশ্য কষ্ট পান না। ভ্রাতৃবৃন্দ আর অকারণ স্বার্থান্বেষীর কথায় কর্ণপাত করিয়া নিজের বুদ্ধিবিবেকে জলাঞ্জলি দিবেন না—কায়স্থ জাতি শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল হইয়া থাকেন, ইহা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের বাপ দাদার রচিত শাস্ত্রেই রহিয়াছে। যদি কায়স্থেরা শূদ্র হইতেন তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ কখনই বহু পূর্ব্বকাল হইতে কায়স্থের পূজা, হোম, মন্ত্র,দীক্ষা ইত্যাদি করিতেন না। আপনার এসব বিষয়ে বুঝিয়া সত্বর দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করত: ত্রয়োদশাহে অশৌচান্ত ও বৈদিক বিধানে বিবাহাদিকার্য্য ও বৈদিক এবং প্রণবাদি মন্ত্র সংযুত মন্ত্রাদি সহিত দৈব ও পৈত্রকার্য্য সুসম্পন্ন করুণ—স্বধর্ম্ম পালন করুন, নচেৎ আমাদের সমস্তই পণ্ডশ্রম। পিতৃলোক আমাদের আশীর্ব্বাদ করুণ—ভগবান আমাদের সহায় হউন।"

অনুমোদক—রায় বিনোদবিহারী বসু (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা (উত্তররাঢ়ী)।

চতুর্থ প্রস্তাব। এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত ও সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (বঙ্গজ)। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই—"প্রস্তাবটী যে অতি সাধু সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই, আমার বিশ্বাস। কিন্তু প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইতে সময় লাগিবে। শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুযায়ী সমান সদাচারী হওয়ায় কোন আপত্তি হইতে পারে না। পৃথক পৃথক সমাজ না থাকিয়া এক হইলে যে আমাদের সামাজিক শক্তিবৃদ্ধি হইবে কে সন্দেহ করিতে পারে? বিবাহ এবং সামাজিক অন্য সমস্ত কার্য্যেই যথেষ্ট সুবিধা নিশ্চয় হইবে। শুভকার্য্যে কাহারও ব্যাঘাত ঘটান উচিত নয়। আসুন আমরা এখন যতদূর সম্ভব কার্য্যতঃ প্রস্তাবের অনুমোদন করি।"

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র (দক্ষিণরাঢ়ী)। সভাপতি মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে ললিতবাবু প্রস্তাবটীর অনুমোদন করেন।

সমর্থক—রায় রণময় মিত্র বাহাদুর (উত্তররাঢ়ী)। তাঁহার সুদীর্ঘ ও মনোরম বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই ;—"আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এক। তখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

কেন ? একতার গুণাগুণের কথা বলিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাই না, কারণ সকলেই জানেন। আজকাল ডাক রেল পথ ইত্যাদি হওয়াতে যাতায়াতের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। স্থানগত সামান্য পার্থক্য সহজেই দূর হইবে।"

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই :—"এই সভা যখন অব্যবহিত পূর্ব্ব প্রস্তাবে সাব্যস্ত করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের একীকরণ হওয়া উচিত, তখন এই প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা করা অনাবশ্যক। এই প্রস্তাব পূর্ব্ব প্রস্তাবের corollary মাত্র, এবং এই প্রস্তাবটীতে আপত্তি কি হইতে পারে বুঝি না। কিন্তু কুলীনত্বের দোহাই দিয়া কেহ কেহ একটু খোঁচা তোলেন। তাহার উত্তরে প্রথম কথা এই যে, কুল কর্ম্ম নাহয় নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যেই হইল। দ্বিতীয় কথা, চারি সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা বসিয়া কুলনিয়ম সময়ানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারেন, অথবা সমাজের মুখপাত্র এই সভাই তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আবশ্যকতা আছে কি ? কুলীনের এবং কুলাভিমানী নামজাদা বংশে কয়েকটী আন্তর্গণিক বিবাহ হইয়াছে। তাঁহাদের ত' কোনরূপ দায়ে ঠেকিতে হয় নাই। আর এক হিসাবে অবশ্যকতাও নাই। আজকাল ত' ছেলে মাত্রেই কুলীন; কুলীন অকুলীন নির্ব্বিশেষে বিবাহটা ব্যবসাদারী হইয়া পড়িয়াছে। তখন কুলীনত্বের দোহাই কেন ? Market সঙ্কীর্ণ করিয়া মিছামিছি বরের দাম বাড়াইয়া দেওয়া কেন ? শেষ কথা, সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া একটু সমাজের দিকে চাহিয়া দেখিলে কি ভাল হয় না ?"

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (উত্তররাঢ়ীয়)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নন্দীবর্ম্মা (বারেন্দ্র)।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় ব্যয়সঙ্কোচ ও অধুনা প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছে

সাধনের উদ্দেশ্যে কায়স্থ সভা হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই, বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে, মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানে স্থানে (অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্র বা স্থানে) অনুসন্ধান সমিতির গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই "সভার সৃষ্টি হইতে আমি সভার সহিত বিশেষরূপে জড়িত এবং সামাজিক অবস্থার বিষয় অনেক কথাই জানিতে পারি। বহুকাল সম্পাদকও ছিলাম। সভা হইতে এই বিষয়ে যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহাও জানি। চেষ্টার ক্রটি হয় নাই, কিন্তু ফল যতদূর হইয়াছে তাহা ত' সকলেই জানেন। সভা হইতে একবার প্রতিজ্ঞাপত্র অনেককে স্বাক্ষর করান হয়। দুঃখের বিষয় আমি জানি যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দাবী করিতে ছাড়েন না। আমার বিশ্বাস যাঁহাদের অবিবাহিত মেয়ের সংখ্যা বেশী তাঁহারাই এই প্রস্তাব সমর্থন করিবেন। আমরা এতই হীন ও নীচ হইয়া পড়িয়াছি, এতই পয়সা চিনিয়াছি, বড় লোকেও, অর্থাৎ—পয়সার অভাব যাঁহাদের নাই, তাঁহারাও অনেকে এই ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। মন উন্নত হওয়া আবশ্যক। বক্তৃতা ঢের করা হইয়াছে, কিন্তু হতাশ হইয়া পড়িতে হইতেছে। সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।"

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি বলিলেন :—"আমি আনন্দসহকারে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। প্রস্তাবক মহাশয় যতটা হতাশ্বাস হইয়াছেন, আমি ততটা হই নাই। আমার বর্দ্ধমান জেলায় বাস এবং বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই সভার প্রচার কার্য্যে বেড়াইয়াছি। কলিকাতার এই হীনপ্রথা যেরূপ ভীষণভাবে প্রচলিত হইয়াছে, সেরূপ অন্য কোথাও দেখি না। আমার বোধ হয় ইংরাজদের অনুকরণই ইহার প্রধান কারণ। এখানে অর্থাৎ

কলিকাতা ও নিকটস্থ স্থানে কুলকর্ম্মেও ছেলের বাপ টাকার যথেষ্ট দাবী করিয়া থাকেন। ইংরাজদের dowry system আছে তাহার অনুকরণ একটী কারণ। অন্য কারণ ইংরাজদের মতন বিবাহটা ধর্ম্ম কর্ম্ম আর নাই, সবই ব্যবসা ধর্ম্ম ইংরাজদের মত। জাতীয় জীবন নাই। জাতীয় জীবন চাই, ধর্ম্মে আস্থা চাই। উপনয়ন হউক, বিবাহটা ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাবুন— সব দোষ ঘুচিবে।

সভার চেষ্টায় এই বিষয় যে কিছু হয় নাই তাহাও বলিতে পারি না। বিবাহের পাকা দেখা, আয়ুবৃদ্ধান্ন, গাত্রেহরিদ্রা, পাকস্পার্শ, বরানুগমন ইত্যাদি ক্রিয়াদিতে অনর্থক ব্যয় ঢের কমিয়াছে; আয়ুবৃদ্ধান্নে তত্ত্ব দেওয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। চেষ্টা ছাড়া উচিত নয়। আসুন যাহারা উপস্থিত আছি বদ্ধপরিকর হই।"

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা (উত্তররাঢ়ীয়)।

প্রস্তাবটী সোল্লাসে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় দিন।

১লা বৈশাখ, ১৩২৪, রবিবার। বেলা ১টা।

সপ্তম প্রস্তাব। বিবাহের পাকা দেখা, পত্রের সভায় এবং বিবাহের সময় ও অন্যান্য আনন্দজনক সামাজিক সভায়, বংশাবলী ও বংশের উজ্জ্বলরত্নদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করার আবশ্যকতা এই সভায় উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। আজকাল বিবাহের সভায় কবিতার ছড়াছড়ি। প্রায় সকল কবিতাই ক্ষণস্থায়ী; বিবাহের রাত্রির পর অধিকাংশ কাগজই অব্যবহার্য্য কাগজের চুবড়ীভুক্ত হয়। মস্তিষ্কের, কাগজ কলমের, মুদ্রণে ঢের অনর্থক অপচয় ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। আমি বৃদ্ধ, আমার কাব্যরসাস্বাদনের ক্ষমতা বা রুচি নাই সত্য। কবিতাকুশল যুবক যুবতীগণ বলিয়া উঠিতে পারেন—

> "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
> শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ॥"

কিন্তু তাহাদেরই জিজ্ঞাসা করি এ সকল কবিতার কতগুলি জীবিত আছে? তবে তাঁহারা ছন্দে, মিত্রাক্ষরে বা অমিত্রাক্ষরে, কবিতাকণ্ডুয়ন; তাহারা হৃদয়ের আবেগ চরিতার্থ করুন; তাহাতে আমাদের অপত্তি নাই। আমি ইহাও বুঝি

আমার কথা তাঁহাদের ভাল লাগিবে না ও আমার উক্তি তাহাদের মনে স্থান পাইবে না। এখন সে কথা যাউক, নিম্নগামী স্রোতকে বাধা দেওয়া সহজ নহে।

আমরা পুরাতন লোক, পুরাতন প্রিয়। বলিতে কি আমি ৬০ বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়াও কলিকাতার বিশিষ্ট বংশজগণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও গরম মুড়ি, কলাইয়ের ঝোল ও অম্বলের মাছ ভুলিতে পারি নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশ বৈবাহিক সভার ঘটকেরা বংশাবলী ও বংশমর্য্যাদার উচ্চৈঃস্বরে উল্লেখ করিতেন। এখন দেশে ঘটক নাই বলিলেই হয়। বংশাবলির আবৃত্তি উঠিয়া গিয়াছে। সে আবৃত্তি ভাল কি মন্দ ছিল, সুরুচি বিরুদ্ধ কি না তাহা সুধীগণ বিচার করুন; কিন্তু ইহা স্থির, ইহা মানব প্রকৃতি—আমরা বাপ পিতামহের নাম ও যশঃ কীর্ত্তন শুনিতে ও শুনাইতে ভাল বাসি। আমাদের দেশে কলঙ্কিত পূর্ব্বপুরুষ খুব কম; ইউরোপ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সভ্যদেশের ন্যায় জন্মের দোষ ভারতবর্ষে নাই বলিলেও হয়,—যৎসামান্য। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম ও নিশানের আবৃত্তি আমাদের সুখজনক। ঘটকেরা কালস্রোতে, সভ্যতার স্রোতে, ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের কার্য্য আমরা নিজে নিজে সহজেই সুন্দর ভাবে সুরুচির সহিত করিতে পারি। নিজমুখে নিজের সুখ্যাতি রুচিবিরুদ্ধ; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের সুখ্যাতি রুচিবিরুদ্ধ নহে। সত্যের অপলাপ না করিয়া যদি বংশাবলি ও বংশমর্য্যাদার আবৃত্তি হয় তাহা হইলে সকলেই আনন্দিত হইবেন। আবৃত্তি ও আবশ্যক; অন্যান্য সভ্যদেশেও এরূপ heraldry আছে। আমরা কেন ছাড়ি।

প্রত্যেকে নিজ নিজ বংশাবলী ও কুলদীপক পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারেন; সংগ্রহ করাও কর্ত্তব্য। শ্রুতিমধুর ভাবে আবৃত্তি করার লোকের অভাব কখনও হইবে না।

ছন্দপ্রিয় ব্যক্তিগণ পদ্যেই বংশাবলি রক্ষা করিতে পারেন। গদ্য বা পদ্য রুচির কথা। আবৃত্তির রীতি পুনঃ প্রচলিত করিতে অধিক যত্নের আবশ্যকতা নাই। বংশাভিমান আমাদের মজ্জাগত, পুত্রের বিবাহে লোভ সম্বরণ করা সহজ না হইতে পারে, অভিমান রক্ষা করা অতি সহজ। যদি দ্বাদশটী সভায় বংশাবলির আবৃত্তি হয় অচিরে প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে।"

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার উপরিলিখিত প্রবন্ধ মাননীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব

মহাশয় পাঠ করিয়া বলিলেন "বংশমর্য্যাদার অহঙ্কার আমাদের জাতিগত দোষ বা গুণ। অল্প বিস্তর সকল জাতিরই আছে। কিন্তু ঘটক ও কারিকা সব ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য বংশ বৃত্তান্ত রক্ষা করা। তাই আমি এই বিষয় আমাদের বংশতালিকা সংগ্রহ করিতেছি।"

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র (উত্তররাঢ়ীয়)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (বঙ্গজ)।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি বলিলেন:— "কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ বড় চলন নাই, তাই অনেকের বিশ্বাস এরূপ বিবাহ অশাস্ত্রীয়। ধারণাটা একেবারেই ভুল। শাস্ত্রে আছে সমান গোত্রে বিবাহ চলেনা। অসমান গোত্র হইলে চলিবে না কেন? অন্যত্র এবং কায়স্থের অন্যান্য সমাজে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ চলে। সে সকল বিবাহই কি দোষযুক্ত? এরূপ সঙ্কীর্ণতার কোন কারণ নাই। আজকাল সকল বিষয়েই সঙ্কীর্ণতা লোপ পাইতেছে, সামাজিক progress মানেই তাই। তখন এ সঙ্কীর্ণতা থাকে কেন? আমরা মনে করিলেই এই নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কলিকাতায় এখনও যে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ হয় না তাহা নয়। বলিতে কি, মৌলিকেরাই এই বিপদ নিজেদের ঘাড়ে আনিয়াছেন। কুলীনের সহিত আদান প্রদান তাঁহারা আকাঙ্খা করিতেন। এখন কিন্তু কুলীনদের অত্যাচার তাঁহারা বুঝিতেছেন বোধ হয়। আর কেন? আমি বড় কুলীন, কিন্তু মৌলিকেরা যদি পরস্পর বিবাহ করেন তাহাতে আমি আপত্তির কোন কারণ দেখি না।"

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুবর্ম্মা (বঙ্গজ)। তিনি বলিলেন যে তাঁহাদের সমাজে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ যথেষ্ট এবং তিনি নিজ সমাজে বড় কুলীন, কিন্তু আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবটী অনুমোদন করিতেছেন।

সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (উত্তররাঢ়ীয়)।

(২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

তিনি বলিলেন যে কায়স্থ বংশাবলী সংগ্রহ করিতে করিতে তিনি নিজ সমাজে

মৌলিকে মৌলিকে বিবাহের যথেষ্ট প্রমান পাইতেছেন। কলিকাতার বিখ্যাত শোভাবাজার রাজবংশে অল্পদিন পুর্ব্বে রাজা নীলকৃষ্ণ দেবের সহিত শ্রীযুক্ত নীলমণি দে মহাশয়ের কন্যার বিবাহের কথাও বলিলেন।

(৩) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মা (বারেন্দ্র)।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

নবম প্রস্তাব। কায়স্থ সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবার সাহায্য করার জন্য এবং শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের সাম্বৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, সভায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংরক্ষণ ও কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্থান, অফিসের কার্য্যাদি ও মাসিক অধিবেশনের স্থান, কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য 'চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার' স্থাপিত আছে, এই সভা তদ্ ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (উত্তর রাঢ়ীয়)। তিনি এই বিষয় বক্তৃতা করিয়া নিজের কাছে যে ২৲ টাকা ছিল তাহা ভাণ্ডারে দিলেন এবং যাহার কাছে যাহা কিছু আছে দিতে অনুরোধ করিলেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই:—"প্রস্তাবটী শুনিতে বেশ এবং মুখে সকলেই বলিবেন চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার খুব ভাল। কিন্তু বলিলেই ত' কার্য্য হয় না। আমাদের জাতীয়তার দৌড় কতদূর, জাতীয় উন্নতির জন্য কে কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত তাহা আমার জানিতে বাকি নাই। আমার বয়স নিতান্ত অল্প নয়, এবং সভাসমিতি ও সামাজিক কার্য্যে যথেষ্ট ঘুরিয়াছি। স্পষ্ট কথা বলিতে কি আমার বিশ্বাস আমাদের বাংলা দেশের কায়স্থদের ন্যায় এমন নিরুৎসাহ এবং আত্মসুখী জাতি পাওয়া দুর্ঘট। সে দোষ কতকটা সমস্ত বাংলা দেশেরই বটে—অর্থাৎ আমরা মিলিয়া মিসিয়া কোন কাজ করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও জাতি বিভাগটা যথেষ্ট আছে।

সকল জাতিই নিজের সমিতি অল্পদিনেই বেশ গড়িয়া তুলিয়াছে, কোন কোন জাতীয় সমিতি জাতীয় ব্যাঙ্ক করিয়াছে, কোন কোন সমিতি স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে নানারূপে সাহায্য করিতেছে, আমরা কেবল কিছুই করিতেছি না বলিলেই হয়। গত ২।৩ বৎসর যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার সুদে কতিপয় দরিদ্র বিধবাকে এবং শিক্ষার্থীকে পাঠার্থ যৎসামান্য সাহায্য করা হইতেছে, কিন্তু তাহা এই মহা-জাতির উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা অহঙ্কার করি আমরা বড় ধর্ম্মভীরু জাতি, আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের শ্রাদ্ধ ও পূজাদি ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু আমরা আমাদের আদি পুরুষ চিত্রগুপ্তদেবের পূজার কথা ভাবিই না। বাহিরে কায়স্থজাতি অর্থশালী বলিয়া একটা প্রবাদ আছে। আমি যখন এই বার্ষিক অধিবেশনের জন্য এই সভাগৃহ বা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভাপতি মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট যাই তিনি বলিলেন "কায়স্থজাতি বড়লোকের জাতি আপনারা ভাড়া কমাইবার জন্য কেন ধরাধরি করিতেছেন?" বঙ্গ-দেশীয় কায়স্থদের মধ্যে গণ্যমান্য অধিকাংশ ব্যক্তিই সভায় সভ্য আছেন, কিন্তু সভার আর্থিক অবস্থা কি তাহা কাহারও জানিতে বাকি নাই। ইহা অপেক্ষা আর অধিক লজ্জার কথা কি আছে!"

সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ কবিরত্ন শাস্ত্রী (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি বলিলেন—

"গত ১৩০৮ সালে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে এবং গত ১৩১৭ হইতে এই ভাণ্ডারের জন্য চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। এই সুদীর্ঘ ৬ বৎসরে মোট ২১৭৯৯ টাকা মাত্র জমা হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের জন সংখ্যা নির্দ্ধারণ তালিকায় দেখা যায় যে সমগ্র ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কায়স্থ সংখ্যা ২৪৪৩,৩৬৫ জন। ইহার মধ্যে ১৬৭৯ জন স্বধর্ম্মচ্যুত, অবশিষ্ট ২৪৪১৬৮৬ জনের মধ্যে বঙ্গদেশে ১১১৩৬৮৪, আসাম প্রদেশে ৮১৯৩৭, উড়িষ্যা ও বেহার প্রদেশে ৩৪৭৬১৩, মধ্যভারত ও বেহারে ৩৩৫৮৪, পাঞ্জাবে ১৩৩৭৪, যুক্ত প্রদেশে ৪৮৫০৭৩, মধ্যপ্রদেশে ৭১৩৯২, রাজপুতনায় ২৩৬১০ অন্যান্য প্রদেশে ৮০৯৩, বোম্বে ও বরোদা অঞ্চলে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াখ্য কায়স্থ সংখ্যা ৫৯০৬, বোম্বে ও পুনা অঞ্চলে প্রভু কায়স্থ ৩৩৮০, এবং করণ কায়স্থের সংখ্যা ২৫৫৬৮৯। যখন ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থ সভার সভ্য দেখিতে পাওয়া যায় তখন সমগ্র ভারতের কায়স্থ সংখ্যাই আমাদের গ্রহণীয়। অতএব এই ২৪৪১৬৮৬ জনের মধ্যে, স্ত্রী, শিশু ও অসমর্থ পুরুষ বাদ দিয়া সমর্থ পুরুষের সংখ্যা আনুমানিক মোটের উপর সিকি অংশ গ্রহণ করিলেও ঐ সংখ্যা ৬১০৪২১

জন হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকে বার্ষিক ৫ এক পয়সা হিসাবে দান করিলেও বর্ত্তমানে ভাণ্ডারে সংগৃহীত টাকার পরিমাণ ৫৭২২৬৸৶১০ হইতে পারে। আর যদি বিভিন্ন দেশীয় কায়স্থগণ এই ভাণ্ডারের প্রতি বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সহিত সমান স্বার্থ মনে না করেন তাহা হইলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সংখ্যা ১১১৩৬৮৪ মধ্যে স্ত্রী, শিশু ও অসমর্থ পুরুষ বাদ দিয়া আনুমাণিক সমর্থ পুরুষের সংখ্যা মোটের সিকি অংশ ধরিলে ২৭৮,৪২১ জন হয়। যদি ইঁহাদের প্রত্যেকেও পূর্ব্বোক্ত ভাবে ৫ পয়সা হিসাবে ভাণ্ডারে দান করেন তাহা হইলেও বর্ত্তমানে অর্থ সংখ্যা ২৬১০১৸৶১০ হয়। কিন্তু আমরা এতই দুর্ভাগ্য যে জাতীয় উন্নতির জন্য বার্ষিক ৫ একটী পয়সাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত।"

(২) শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

তৎপরে মাননীয় **সভাপতি** মহাশয় বলিলেন যে এই ভাণ্ডারটী পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবার নিয়মাবলী আবশ্যক এবং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে এই নিয়মাবলী স্থির করণের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যদের লইয়া শাখা সমিতি গঠিত হউক :—

সভাপতি।
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সম্পাদকগণ।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা মহাশয় এবং সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী উপস্থিত সভ্য প্রত্যেকের কাছে গিয়া ভাণ্ডারের চাঁদা প্রার্থনা করিয়া মোট ২৭।৹ টাকা মাত্র সংগ্রহ করেন। যাঁহারা এই সময় চাঁদা দেন তাঁহাদের 'নাম' বৈশাখ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সময় গত বর্ষ যশোহরের সভার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিশ্রুত খুলনা শাখা ১৫৲ টাকাও পাওয়া যায়। সভার যে কোন ব্যয়ের জন্য হউক কলিকাতা গোপীকৃষ্ণ পালের গলির শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষবর্ম্মা মহাশয় ১০৲ টাকা দেন। সে টাকাও চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারেই লওয়া হইয়াছে।

সংগৃহীত অর্থ ভিন্ন নিম্নলিখিত মহোদয়গণ চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন :—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং ব্যাট্‌রা, হাওড়া	১০০৲
" দয়ালচন্দ্র বসু, সাং মির্জাপুর, কলিকাতা	১০৲
" নিবারণচন্দ্র দত্ত, সাং কলিকাতা	৫৲

তৎপরে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দশম প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চশিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন এবং যাহাতে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার, বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার, বহুল প্রচার এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (বঙ্গজ)। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই :—

"'কায়েতের মুর্খ' একটা গাল। তাহাতেই বুঝা যায় বিদ্যালাভ কায়স্থের কতটা আবশ্যক। বিদ্যালাভ সকলেরই আবশ্যক, কিন্তু কায়স্থের ন্যায়, কাহারও নয়। শুধু বিদ্যালাভের জন্যই হউক, অর্থলাভের জন্য হউক বা যাহাই হউক, কায়স্থের বিদ্যাই সব। বাঙ্গালীর অর্থাৎ ভারতবাসীর—শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না সংস্কৃত শিক্ষা না হইলে। স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতার কথা অধিক বলিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। কে না জানে? আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার কথা রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ আপনাদের বলিবেন।"

অনুমোদক—রায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব (বঙ্গজ)। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই :—"কায়স্থের উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। সকলেই যাহা জানেন তাহা পুনরায় বলিয়া লাভ কি? কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, কারণ সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে আমাদের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে সকলে জানেন না কিম্বা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন না। আমরা সকলেই হিন্দু। আমাদের একটা জাতিগত অহঙ্কার যে আমরা শিক্ষিত। শিক্ষিত মাত্রেই ধর্ম্মচর্চ্চা করে। কাজে কাজেই মূর্খদের মত পরের মুখে ধর্ম্মচর্চ্চা করিলেই চলিবে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে চর্চ্চা সংস্কৃত না শিখিলে হয় না। তাও ম্যাট্রিকুলেশন্ বা আই-এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত পড়ায় হয় না। একটু ভাল করিয়া পড়া চাই। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং উৎকর্ষসাধন হয় না। সংস্কৃত পড়ার আর এক একটী ব্যবহারিক (practical) উপকারিতা আছে—এটী বাজে ধর্ম্মজ্ঞান শুধু নয়। হিন্দুমাত্রেরই কতকগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য আচার ব্যবহার আছে। আবার কতকগুলি মেয়েলি আচার, ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয় আচার বলিয়া দাঁড়াইতেছে। এমন কি কুমড়া কবে কাটিতে হইবে তাহারও ব্যবস্থা আবশ্যক! এবং তজ্জন্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক!

পাঁজি দেখিতে অনেকে জানেন না—কি স্ত্রী কি পুরুষ। তবেই, আমাদের প্রকাণ্ড মূর্খতা এবং অকর্ম্মণ্যতা দেখুন। আমাদের ন্যায় নিঃসহায় জাতি পৃথিবীতে আছে কিনা জানি না। একটু সংস্কৃত চর্চ্চা থাকিলে আর এরূপ নিরুপায় হইতে হয় না। আর কথায় কথায় ব্রাহ্মণদের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

সংস্কৃত শিক্ষা না থাকিলে আয়ুর্ব্বেদও পড়া যায় না। আয়ুর্ব্বেদ যে একটী আবশ্যকীয় বিদ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কাহারও বোধ হয়। এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথির চলন বেশী হইলেও, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা ফেলিবার নয়।

তাই আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।"

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত পিযুশকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ী)। ইনি সভাপতির অনুমতানুসারে প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

একাদশ প্রস্তাব। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবশনে শিক্ষার্থ সমুদ্রযাত্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সভা তাহার সম্পুর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—কুমার শরদিন্দুনারায়ণ বর্ম্মা রায়সাহেব (উত্তররাঢ়ীয়)। তিনি সংক্ষেপে সমুদ্রযাত্রার উপযোগিতা এবং তদ্বিষয়ে আপত্তির অযৌক্তিকতা আলোচনা করিয়া প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিলেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে সুখের বিষয় তাঁহার সমাজে এ বিষয়ে আর আপত্তি নাই।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (বঙ্গজ)। তিনি সংক্ষেপে এই বিষয় আলোচনা করিয়া বলিলেন যে তাঁহার সমাজেও পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আপত্তি অনেক কমিয়াছে।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

দ্বাদশ প্রস্তাব। কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থ-প্রধান স্থানে শাখা সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচার-সমিতির কার্য্যে সকল বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি অতি সংক্ষেপে প্রচারের উপকারিতার বিষয় বলিয়া অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মাকে মাসিক ৩০৲ টাকা মাহিয়ানায় এই বৎসরের বৈশাখ মাস হইতে সভার প্রচারক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ী)। তিনি মূল প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন।

সমর্থক—(১) কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর (বঙ্গজ)। তিনি মূল প্রস্তাবটী সমর্থন করিলেন।

(২) রায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব। (বঙ্গজ)। তিনিও মূল প্রস্তাবটী সমর্থন করিলেন।

(৩) রায় যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (বঙ্গজ)।

তিনি মূল প্রস্তাব সমর্থন করিয়া নগেন বাবুর বিশেষ প্রস্তাব যে সরলবাবুকে প্রচারক নিযুক্ত করা হউক তাহা সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ও নগেন বাবুকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিলে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বলিলেন "সভার তহবীলে টাকা না থাকিলে কি হইবে? প্রচারক নিযুক্ত করা হউক এই পর্য্যন্তই করিলে ভাল হইত, ব্যক্তি বিশেষকে নিয়োগ করা বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য নয়।"

সম্পাদক মহাশয় এই কথা বলিলে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই বৎসরের প্রচারার্থ চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন :—

ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, সাং কলিকাতা	৪০৲
মাননীয় রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা বাহাদুর (সভাপতি)	৩০৲
কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা, সাং দিনাজপুর	৩০৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সাং বাগবাজার, কলিকাতা	৩০৲
রায় যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সাং টাকী, ২৪ পরগণা	৩০৲
শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, সাং মৃজাপুর, কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং ব্যাটরা, (হাওড়া)	২০৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সাং কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, হাং সাং বাকিপুর	১০৲
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, সাং কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল	১০৲

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা, সাং মানিকতলা, কলিকাতা	১০৲
ঈশানচন্দ্র ঘোষ রায়সাহেব, হাং সাং কলিকাতা	১০৲

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহাশয় মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(বা) শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র নন্দী, সাং মাণিকগঞ্জ, গাইবাঁধা পোঃ, রংপুর জেলা।

প্রস্তাবক—সভাপতি স্বয়ং

(উ) শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ, 'প্রসূন' সম্পাদক, সাং কাটোয়া, জেলা বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা।

(দ) শ্রীযুক্ত পিয়ূষকান্তি ঘোষবর্ম্মা, সাং বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

(উ) শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, হাং সাং সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

(উ) শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহ, হাং সাং ১০নং থিয়েটার রোড্, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।

(উ) শ্রীযুক্ত হিমাদ্রিভূষণ রায়, হাং সাং হার্ডিং হোষ্টেল, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায়বর্ম্মা বি-এ।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (দক্ষিণরাঢ়ী)। তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী প্রস্তাব করিলেন যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে কর্ম্মচারী ও সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক :—

সভাপতি :—

(ব) মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা, বি এল্, সাং মৈমনসিংহ।

সহঃ সভাপতিগণ :—

(উ) কুমার মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সাং পাইকপাড়া, কলিকাতা।

(দ) রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া, সাং গৌরীপুর, আসাম।

(ব) রায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব, এম্-এ, হাং সাং কলিকাতা।

(ব) কুমার রাধিকাভূষণ রায়, সাং তড়াশ, পাবনা জেলা।

কোষাধ্যক্ষ :—

(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম্‌-এ, বি-এল্‌, সাং টাকী, ২৪-পরগণা।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ :—

(উ) রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, এম্‌-এ, হাং সাং কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

সম্পাদকগণ :—

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল্‌, হাং সাং কলিকাতা।
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত, সাং কলিকাতা।
(দ) „ নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

সহঃ সম্পাদকগণ :—

(উ) শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সিংহ, এম্‌-এ, হাং সাং কলিকাতা।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, সাং যশড়া, নদীয়া জেলা।
(ব) „ মনীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ, হাং সাং কলিকাতা।
(ব) „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা, সাং ছাতারপাড়া, রাজসাহী জেলা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ :—

(উত্তররাঢ়ী)

১। মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, কে-সি-আই-ই, সাং দিনাজপুর।
২। মাননীয় রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা বাহাদুর, এম্‌ এ, বি-এল্‌, সাং বাঁকিপুর, বিহার।
৩। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়, সাং চম্পানগর, ভগলপুর, বিহার।
৪। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা, এম্‌-এ, সাং দিনাজপুর।
৫। কুমার সতীশকণ্ঠ রায়বর্ম্মা, সাং চাঁচড়া, যশোহর।
৬। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, এম্‌-এ, বি-এল,হাং সাং বাঁকিপুর, বিহার।
৭। „ যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, বি-এল, হাং সাং কলিকাতা।
৮। „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, সাং মতিহারী, বিহার।
৯। „ প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা, সাং পোপাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা।
১০। „ বিপিনবিহারী ঘোষ, বি-এল, উকীল, হাং সাং মালদা।
১১। „ গোপালহরি ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী, সাং রামনগর, যশোহর জেলা।
১২। „ জগদীশ্বর সিংহ, সাং বাগডাঙ্গা, কান্দী পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

১৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাং মাহাতা, বর্দ্ধমান জেলা।
১৪। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, এল্‌-সি, পি-এস্‌, সাং সরমুখী, বগুড়া জেলা।
১৫। ডাক্তার বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম্‌-ডি, হাং সাং কলিকাতা।

(দক্ষিণরাঢ়ী)

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা, এম্‌-এ, বি-এল্‌, পানিশেহোলা হাং সাং কলিকাতা।
২। „ নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মাপ্রাচ্যবিদ্যার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, সাং কলিকাতা।
৩। রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, সাং নেবুবাগান, কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, সাং কলিকাতা।
৫। কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, সাং শোভাবাজার রাজবাটী, কলিকাতা।
৬। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা,এম্‌-এ, অধ্যাপক,সাং দশঘরা, হুগলী জেলা, হাং সাং বাগবাজার, কলিকাতা।
৭। „ গোপালচন্দ্র দে, সাং বাদুড়বাগান, কলিকাতা।
৮। „ বসন্তকুমার সরকারবর্ম্মা, হাং সাং সিয়ালদহ, কলিকাতা।
৯। „ যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা, বি-এ, শিক্ষক, হাং সাং কলিকাতা।
১০। „ নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, সাং ৩নং কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া।
১১। „ ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা, সাং মানিকতলা, কলিকাতা।
১২। „ মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা, সাং বাগবাজার, কলিকাতা।
১৩। শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষবর্ম্মা, সাং আহিরিটোলা, কলিকাতা।
১৪। „ দয়ালচন্দ্র বসু, সাং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৫। রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর, বি-এল, সাং যশোহর।
১৬। মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, এম্‌-এ, বি-এল্‌ সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
১৭। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা সাং বাঘুটিয়া, যশোহর জেলা।
১৮। „ নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, এম্‌-এ, বি-এল, সাং বউবাজার, কলিকাতা।
১৯। শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা, সাং শ্রীরামপুর, যশোহর।
২০। „ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ. সাং পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।
২১। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, সাং নড়াইল,হাং সাং ১নং আউটরাম ষ্ট্রীট কলিকাতা।

২২। „ সত্যেন্দ্রনাথ সরকার, সাং মাণিকতলা, কলিকাতা।
২৩। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, সাং পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
২৪। „ মানবেন্দ্রনাথ বসু, সাং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(বঙ্গজ) :—

১। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুবর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, সাং মালখা নগর, ঢাকা জেলা হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
২। শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা, সব্‌জজ্, জেলা ঢাকা হাং সাং বাঁকুড়া।
৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মা রায়, হাং সাং কলিকাতা।
৪। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ. সাং টাকী, ২৪পরগণা।
৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী, সাং আল্‌গী, ফরিদপুর জেলা, হাং সাং বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা কার্য্যালয়, কলিকাতা।
৬। কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর, হাং সাং রাজবল্লভপাড়া, কলিকাতা।
৭। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ রায়, সাং বরিশাল।
৮। „ জয়ন্তকুমার বসুবর্ম্মা, বি-এল্, সাং ঢাকা।
৯। „ কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, সাং রংপুর।
১০। রায়সাহেব নন্দকুমার বসুবর্ম্মা, বি-এ, সাং রাজানগর, ঢাকা জেলা।
১১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, সাং ভেলানগর, ত্রিপুরা।
১২। „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা,ইশিবপুর,ফরিদপুর হাং সাং কলিকাতা।
১৩। „ জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা, বি-এ, হাং সাং কলিকাতা।
১৪। „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব, সাং রামচন্দ্রপুর, বরিশাল জেলা, হাং সাং কলিকাতা।
১৫। রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, সাং সন্তোষ, মৈমনসিংহ জেলা, হাং সাং আলিপুর, কলিকাতা।

(বারেন্দ্র)

১। রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী, সাং কাকিনা, রংপুর জেলা।
২। রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, উকীল, হাং সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।
৩। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, জমীদার, সাং হরিপুর, রংপুর জেলা।
৪। „ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী, জমীদার, সাং নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ জেলা।

৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম্-এ, ইন্স্‌পেক্টর অফ্ স্কুল্, হাং সাং চূঁচুড়া।
৬। „ যাদবানন্দরায়বর্ম্মা, বি-এ সাং ঘুঘুডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।
৭। „ রাধাবল্লভ রায়, বি-এল্, উকীল, সাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী জেলা।
৮। „ প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা, বি-এল্, উকীল, সাং বগুড়া।
৯। „ বেণীমাধব সরকার বর্ম্মা, হাং সাং নাটোর, রাজসাহী জেলা।
১০। „ যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরীবর্ম্মা, সাং কুড়িগ্রাম, রংপুর জেলা।
১১। কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার বর্ম্মা, সাং জয়পুর, বগুড়া জেলা।
১২। শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায়বর্ম্মা, সাং পাবনা।
১৩। „ মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা, উকীল, সাং দিনাজপুর।
১৪। „ যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, জমীদার, সাং মাদ্‌লা, বগুড়া জেলা।
১৫। „ উপেন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মা, জমীদার, সাং বানাইল, বগুড়া জেলা।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুবর্ম্মা (বঙ্গজ)।
সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (উত্তররাঢ়ী)।
(২) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা (বারেন্দ্র)।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পঞ্চদশপ্রস্তাব। **আগামী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ।**

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে যেরূপ কয়েক বৎসর গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে সেইরূপই হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই গৃহীত হইল।

ষোড়শপ্রস্তাব। **উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ, গত বর্ষের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ।**

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা (উত্তররাঢ়ী)।
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু (দক্ষিণরাঢ়ী)।
সমর্থক—উপেন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মা (বারেন্দ্র)।

প্রস্তাবটী সোল্লাসে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সপ্তদশপ্রস্তাব। **অভ্যর্থনা সমিতি, স্বেচ্ছাসেবকগণ ও সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।**

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিলে উপস্থিত সভ্যগণ ও অভ্যাগত কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ সকলেই একবাক্যে তাহা সমর্থন করিলেন।

রাজার মঙ্গলার্থ কীর্ত্তন।

সপ্তদশ প্রস্তাব হইয়া যাইবার পর অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের আহ্বানে সভাপতি মহাশয় গোলদীঘিতে ভারত সম্রাট শ্রীশ্রীপঞ্চমজর্জ মহোদয়ের মঙ্গলার্থ যে কীর্ত্তন সেই সময় (৪টার সময়) আরম্ভ হইবে তাহাতে সকলকে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন এবং সভা ভঙ্গের অনুমতি দিলেন।

অনেকেই গোলদীঘিতে কীর্ত্তনে যোগ দিলেন।

— —

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সন ১৩২৩ সালের (পঞ্চদশ বার্ষিক) অধিবেশনের সাধারণ জমা খরচ।

জমা—

১৩ই চৈত্র,
রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ২৲
শ্রীললিতমোহন ঘোষ ২৲

১৪ই চৈত্র,—
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ,
পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট— ৫৲

১৫ই চৈত্র,—
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৫৲

১৬ই চৈত্র,—
শ্রীমতিলাল হালদার, ২৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, ১৲
শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র, ১৲

খরচ—

১৮ই চৈত্র হইতে ৩রা বৈশাখ পর্য্যন্ত ট্রাম ও গাড়ী প্রভৃতির ভাড়া, (মাং শরৎকুমার মিত্র)— ১০৶০
মাং প্রফুল্ল সরকার— ৷৷৵০
মাং নিবারণচন্দ্র দত্ত; দঃ মোটরকার লইয়া আলিপুরে যাওয়া আসার— ৬৷৷৵১০
মাং উপেন্দ্রনাথ মিত্র বিভিন্নস্থানে যাতায়াত— ১৪৵১০
১৯শে চৈত্র—
কাগজ— ৷০
২৮শে রোজ—
কাগজ— ৪৷৷৵০
নিব ও পেন্‌সিল— ৷৵১০
লেফাপা ২০শে রোজ— ৫৷৷০
ঐ ৷৵০
লেটার পেপার— ৫৷৷০
ঐ ২৷৷৶০
লেফাপা— ৸০
২৫শে চৈত্র—
ডাক টিকিট— ৩৫৷৷১০
দফে ডাক খরচ— ৪৲

জমা—

১৭ই চৈত্র,—	
শ্রীসুশীলকৃষ্ণ সরকার—	২৲
১৮ই চৈত্র,—	
শ্রীগোপালচন্দ্র দে	১৲
কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব—	১৲
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু—	১৲
শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্ত—	১৲
শ্রীসজনীকান্ত সিংহ—	১৲
১৮ই চৈত্র,—	
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ,	॥০
১৯শে চৈত্র,—	
শ্রীআশুতোষ সরকার—	১৲
রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসু,	১৲
২০শে চৈত্র,—	
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ—	২৲
শ্রীকেশবলাল পালিত—	১৲
শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার—	১৲
শ্রীবিধুভূষণ বিশ্বাস—	॥০
২০শে চৈত্র,—	
শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ—	৫৲
২৪শে রোজ—	
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—	৫৲
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র—	৭৲
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস—	১৲
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা—	৩৲
শ্রীপ্রমথনাথ রায়—	২৲

খরচ—

২৮শে চৈত্র,—	
২০০ প্লাকার্ড—	৭॥০
লাগানের মজুরি—	২৲
হ্যাণ্ডবিল—	
৫ জনে বিলি করে—	২৲
মুটে ভাড়া—	
ডেলিকেট থাকার তক্তাপোষ	
আনার মুটে ৬ মোট—	৶০
৩০শে চৈত্র—	
চাউল /৭॥—	১॥০
মুগের ডাউল /১।০—	।/০
বুটের ডাউল /১।০—	৵১৫
বঁটী ১ খানা—	৵০
মগ ১টী—	/৫
কয়লা ১ মণ—	১৲
তৈল ও ঘৃত—	১৷৷১০
সিগারেট—	॥৶০
আলু, পটল, পান, লঙ্কা,	
হলুদ ইত্যাদি—	৩৷৷১০
মুটে—	/০
কাঠ—	৲১৫
গেলাশ ১০০—	১৲
কল্‌কে—	৲৫
মুটে—	৲১০
হুঁকা ৪টা—	।/০
তামাক—	/১০
টিকা—	৲১০
দেশলাই—	৲৫
বিড়ি ১০০—	৵১০
লেমনেড—	/১০
সন্দেশ—	॥/১০
দধি ও সন্দেশ—	১।০
দ্বিতীয় দিনের বাজার—	১৫

জমা—

১লা বৈশাখ,—	১০৲
শ্রীহরিপদ দত্ত,	
পণ্ডিত বিদায়ার্থ—	
রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায়,	
নড়াইল (যশোহর জেলা)	৫৲
৬ই বৈশাখ—	
শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ—	২৲
৮ই বৈশাখ—	
শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র—	১৭৲
শ্রীনিবারণ চন্দ্র দত্ত—	৬॥৵১০
১৮ই বৈশাখ—	
অনাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু	১০৲
শ্রীসতীশচন্দ্র মল্লিক—	৫৲
রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—	২০৲
স্যার রাসবিহারি ঘোষ—	২৫৲
৭ই জ্যৈষ্ঠ—	
ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র—	১০৲
শ্রীমুকুন্দনাথ রায়—	২৲
২৩শে জ্যৈষ্ঠ—	
শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত—	৩।/১০

খরচ—

৩০শে চৈত্র,—	
মাং সতীশচন্দ্র মল্লিক	
দঃ সভাগৃহ সাজান—	১০৲
সভাগৃহের ভাড়া ২ দিন	
(মোট ৭ ঘণ্টার)	১২৫৲
দপ্তরপোষ—	৶০
কুলি—	।০
সভাস্থলের জলের বন্দোবস্ত জন্য	
হাঁড়ি—	৴১০
বরফ—	৶০
সভাস্থলে ৬ জন দ্বারবানের	
পুরস্কার—	৪৲
ঐ পর্দ্দা খাটান—	১৲
কায়স্থ সভার দ্বারবানের পুরস্কার	
পূর্ব্ব রীতি অনুসারে—	২৲
ছাপা খরচ—	২০॥০
সংবাদ পত্র—	৵০
গ্যাসের আলো—	১।০
হরিহর ঘোষের ২ দিনের	
খোরাকি—	৸০
পণ্ডিত বিদায়—	
শ্রীসতীশ বিদ্যাভূষণ—	৪৲
শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ	৪।৵০
শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ—	৪৲
শ্রীকালিকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত—	২৵১০
শ্রীদুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ—	২৵১০
শ্রীসারদাচরণ কাব্যতীর্থ—	২৵১০
শ্রীকামিনীকুমার ব্যাকরণতীর্থ	২৵১০
শ্রীসীতানাথ স্মৃতিরত্ন—	২৵২০
শ্রীভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ—	২৵১০
শ্রীরামকৃষ্ণ তর্করত্ন—	২।/০

জমা—

২৫শে রোজ—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ ৫৲
২৮শে জ্যৈষ্ঠ—
রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ—১০৲
রায় বিনোদবিহারী বসু— ১০৲
৪ঠা আষাঢ়—
শ্রীসারদাচরণ মিত্র— ১০৲
১৫ই আষাঢ়—
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি— ২০৲
২৩শে আষাঢ়—
শ্রীচারু চন্দ্র বিশ্বাস, ২৲
১৮ই ভাদ্র—
শ্রীবসন্তকুমার বসুবর্ম্মা, ১০৲
২৫শে ভাদ্র—
রায় নীরদকৃষ্ণ রায়— ১০৲
৩০শে ভাদ্র—
সাধারণ তহবীল হইতে
হাওলাত— ১২০॥০

৩৬৮॥০

খরচ—
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি— ২।৶১৫
শ্রীকৈলাশ শিরোমণি— ২৷/০
শ্রীরাজকুমার বেদান্ততীর্থ—২৶১০
শ্রীকৃষ্ণদাস শাস্ত্রী— ২৶১০
শ্রীমধুসূদন কাব্যরত্ন— ২৶১০
শ্রীসতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন— ২৲
পাচক—মাং ভূষণ ভট্টাচার্য্য—৩॥০
উনান তৈয়ারির শিক— ।০
মৎস্য— ॥০
ঘৃত— ।০
চাকর— ১৶০
গায়ক—
মাং শ্রীহেমচন্দ্র সেন— ৫৲
পণ্ডিত—
শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ— ২৶১০
শ্রীভুবনমোহন কাব্যরত্ন— ২৶১০
শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন— ২৶১০
২৫শে বৈশাখ—
শ্রীচণ্ডী স্মৃতিভূষণের ট্রাম ভাড়া ৶০
২০শে কার্ত্তিক—
কার্য্য-বিবরণীর কাগজ
১ রিম ১৫ দিস্তা— ৯।৶০
সুটে— /১৫
কভার কাগজ ৩ দিস্তা— ১৷/০
মুদ্রণ মায় কভার— ২৩॥০
দপ্তরী ও সুটে— ॥/১০

৩৬৮॥০

শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।
৩০শে ভাদ্র, ১৩২৪।

ওঁ

কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা)

১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

(নবম পর্য্যায় একাদশ খণ্ড)

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন-
সম্পাদিত।

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বিশ্বকোষ প্রেসে।

শ্রীহরিচরণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।